বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের

ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা.

দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন হাসা।

ও পরমেসর হর সির সোহই.

ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই।

*   *   *   ।

দেসিল বঅনা সব জন মিট্ঠা.

তে তৈসন জম্পও অবহট্ঠা।

বিদ্যাপতি রচিত কীর্ত্তিলতা, প্রথম পল্লব

বালচন্দ্র এবং বিদ্যাপতির ভাষা, এই দুইয়ে দুর্জ্জনের হাসি লাগে না।
উহা (বালচন্দ্র) পরমেশ্বর হরের শিরে শোভা পায়, ইহা
(বিদ্যাপতির ভাষা) নিশ্চয় নাগরের মন মোহিত
করে। *   *   *   দেশী বচন (ভাষা)
সকলের মিষ্ট (লাগে), সেইজন্য
সেইরূপ অবহট্ঠ (ভাষা-
মিথিলা ভাষা) জল্পনা
(আলোচনা ও রচনা)
করিতেছি।

সন ১৩১৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা সম্বন্ধে দরভঙ্গার মহারাজ রমেশ্বর সিংহ ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কিছু আলোচনা হয়। তাহা হইতেই এই গ্রন্থের সূচনা।

মিথিলা হইতে কতকগুলি পদ মহারাজা সংগ্রহ করিয়া সারদা বাবুকে পাঠাইয়া দেন। অল্প সংখ্যক পদ দেখিয়া আমি সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। এখন গ্রন্থের যে কলেবর হইয়াছে সে সময় তাহা জানিতে পারিলে আমি সাহস করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় সারদা বাবু নিজে দিয়াছেন ও অন্য বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী দেবনাগর অক্ষরেও মুদ্রিত হইতেছে। সে ব্যয় মহারাজ রমেশ্বর সিংহ দিয়াছেন।

প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের নিকট ছিল। এক্ষণে ঐ পুঁথি আমার কাছে আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের পুঁথি হইতে আমাকে পদাবলী উদ্ধার করিতে দেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় কীর্ত্তনানন্দ মূল গ্রন্থ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দরভঙ্গার মহারাজ অনেক বিষয়ে আমার আনুকূল্য করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া পদাবলীর সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কিন্তু যিনি সকলের অপেক্ষা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন, যাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৺কবীশ্বর চণ্ডা ঝা (চন্দ্র কবি) বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ এবং অর্থপারদর্শী, ও মিথিলা ভাষায় স্বয়ং সুকবি ছিলেন। যখন আমি পদাবলীর সম্পাদন আরম্ভ করি তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর, তথাপি তিনি অসীম উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগদান করেন। পদাবলী সংগ্রহ করা, কঠিন শব্দাদির অর্থ প্রভৃতি সকলই তিনি করেন। বিদ্যাপতির ভাষায় তিনি আমার শিক্ষাগুরু। তিনি বলিতেন যে পদাবলী মুদ্রিত না হইলে তিনি দেহত্যাগ করিবেন না। কয়েক মাস হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহাকে যে মুদ্রিত গ্রন্থ দেখাইতে পারিলাম না আমার এ ক্ষোভ কখন যাইবে না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	১৮	তহ্নিক	তহিক
৩২	১	৬	(কুচ)	(কর)
৭০	২	২৪	হোত্র	হোএ
১১৫	২	২১	গুপুত	গুপুত
১৪৬	২	১৭	জনক	জনম
১৬১	২	৮	পায়ব	পাব
১৯৮	২	৩০	জনি	জমু
২০৩	১	১২	করপিঞ	কর পিঞ
২১৫	১	১৯	অছন	অছল
২৩৩	২	৫	নিলয়	মিলয়
২৩৪	১	৪	অন্ধার	আঁধার
২৪৮	১	৬	মলিনিদল	নলিনিদল
২৫৬	১	৮	কহে	কাহে
ঐ	ঐ	১৭	কো	কে
২৫৭	২	৫	শুনল	শুনল
২৯০	১	২৫	করসে	কর সে
৩০০	২	২২	সুখ	মুখ
৩০৯	২	১১	ভুবনের	ত্রিভুবনের
৩১১	১	১৬	জাসঞো	জা সঞো
৩১৪	১	শেষ পংক্তি	রাসে	রসে
৩১৫	১	২২	অনলঝাঁপতে	অনল ঝাঁপতে
৩২১	১	১০	ভর	ভয়
৩২২	২	১১	সরমক	মরমক
৩২৫	১	৫	জমু	জনি

৩২৬ — ৫৩৩ ও ৫৩৪ সংখ্যক পদ পূর্ব্বাপর, দুই পদে মাধবের দুই প্রকার ছদ্মবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৩২৮ — ৫৩৬ ও ৫৩৭ সংখ্যক পদ প্রকৃত পক্ষে এক পদ, সেই জন্য টীকা এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। ৫৩৭ সংখ্যক পদে শ্লোক সংখ্যা ২য়ের স্থলে ১২ হইবে।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩০	১		চ নে	চন্দনে
৩৩৩	১	২	বুকএ	বুঝএ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩৩	১	২৭	ভ্রমরের মিলন তুল্য	কুন্দ ভ্রমরের মিলন তুল্য
৩৩৬	১	৮	লেহা	নেহা
ঐ	ঐ	৯	বিসারি	বিসরি
৩৪১	২	২২	বেঠলু	বৈঠলু
৩৪২	১	২১	কাহে ফেরি	কাহে ন ফেরি
৩৪৩	২	২১	গ্রস্ত	শ্রস্ত
৩৪৬	১	৪	জমু	জনি
৩৫০	১	১৫	বেঠাওল	বৈঠাওল
৩৫২	১	২৬	তুরিজত্রি কহু	তুরিত যতি কহু
৩৫২	২	১৭	তুরিজত্রিকহু--তৌর্য্যত্রিক (গীত বাদ্য)	তুরিত যতি কহু --দ্রুত তাল রক্ষা করিয়া।
৩৫২	১	শেষ পংক্তি	হুই	ইহু
৩৫৫	১	১৬	ফরে	ফুরে
৩৫৬	২	২৬	মুদ্রিত	মুদিত
৩৬৭	১	৭	পরবোধহ।	পরবোধহ
ঐ	ঐ	১০	লোভে	লোতে
৩৬৮	১	১৩	বাননে	কাননে
ঐ	ঐ	২৩	ভাণ	ভান
৩৭১	২	২৪	বিচারর	বিচারব
৩৭৫	১	২	করহু	করহ
৩৭৬	১	২১	নাহি	নহি
৩৮২	২	১০	মকু	মঝু
৩৮৩	১	১২	পুরুষ	পুরুব
৩৮৬	২	২৩	নিপরীতি	পিরীতি
৩৯৩	২	২৫	বালস	বালম
৪০১	২	১৮	ভেল	গেল
৪০৩	১	২	ভমরী	ভমরা
৪০৭	১	১৪	থিক	থিক
৪২৪	২	১৪	ছাড়থ	ছাড়থু
৪২৭	১	৪	প্রাধনিক	প্রাধুনিক

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩২	১	২৫	লফূ	ফুল
৪৪৬	১	১৯	অনঙ্গ	অনঙ্গে
৪৪৬ ও ৪৫৬	৭৪৭ ও ৭৬৪ সংখ্যক পদ এক। ভ্রমক্রমে দুই বার মুদ্রিত হইয়াছে।			
৪৫৮	২	৩	বদল	বদন
৪৬০	২	.	ভঞ্জুহেরি	ভঞ্রূহেরি
৪৬৪	২	৩	কোহো	কেহো
৪৬৮ ও ৪৬০	৭৬৯ ও ৭৮৪ সংখ্যক পদ এক, ভ্রমবশতঃ দুই বার মুদ্রিত হইয়াছে। ৭৮৪ সংখ্যার পদে অর্থ সঙ্গত, ৭৬৯ সংখ্যায় অপর পাঠের অর্থ করা হইয়াছে।			
৪৭৫	২	৯	বক্ষ	বঙ্ক
৪৭৭	১	২	আঁচব	আঁচর
৪৮১	২	২৫	নে	লেব
৪৮৬	২	২৩	মিলন	মিলল
৪৮৯	২	১৯	সো	সে
৪৯৩	১	১৯	ছিয়	হিয়
৪৯৪	২	২১	সজ্জল	সজ্জন
৪৯৪	১	৩	নূতুন	নূতন
ঐ	ঐ	৮	যামিনিয়	যামিনি
৫০৮	২	১৮	ফাঁফএ	ফঁফাএ
৫১২	১	২৫	বেসলাহ	বৈসলাহ
৫১৮	২	৭	মোঞো	মোঞে
৫১৯	২	৪	মহুথ	মহথ
৫২৫	২	১	সুরসুরি	সুরসরি
৫৩০	২	২	ভখন	তখন
৫৩২	২	১৭	খি্থঅ	রথি্থঅ
ঐ	ঐ	১৮	রথ্খিঅ	খি্থঅ
৫৩৩	১	শেষ পংক্তি	(য ক্ষয়)	(যশ ক্ষয়)
৫৩৯	২	৪	বহ	রহ

বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত

গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণ দিশি পূর্ব্ব কৌশিকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী উত্তর হিমবৎ বল বিস্তারা॥
কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া বাগবতী কৃত সারা।
মধ্য বহথি লক্ষ্মণা প্রভৃতি সে মিথিলা বিদ্যাগারা॥

চন্দা ঝা।

গঙ্গা যাহার দক্ষিণে বহিতেছে, পূর্ব্বে কৌশিকী ধারা; গণ্ডকী যাহার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, উত্তরে হিমাচল বল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; যাহার মধ্যে লক্ষ্মণা প্রভৃতি নদী বহিতেছে, যাহার ভূমি কমলা, ত্রিযুগা, অমৃতা, ধেমুড়া বাগ্বতী প্রভৃতির সলিলে সরস সেই মিথিলা বিদ্যাগার। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বাচস্পতি, উদয়ন, পক্ষধর প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের অক্ষয় কীর্ত্তিতে যে স্থান নিত্যস্মরণীয় হইয়াছে সেই মিথিলা কবি বিদ্যাপতির জন্মস্থান।

দরভঙ্গা জেলার অন্তর্গত জরাইল পরগণার বিসপী গ্রাম। সেই গ্রামে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস। ঐ গ্রামের নাম পূর্ব্বে গড়বিসপী ছিল। মিথিলায় প্রচলিত পঞ্জীগ্রন্থে গড়-বিসপী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠীর নাম পাওয়া যায়। এই কর্ম্মাদিত্য বিদ্যাপতির পূর্ব্ব পুরুষ; তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কর্ম্মাদিত্যের নাম খোদিত কীর্ত্তিশিলা আছে। কর্ম্মাদিত্য রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইহাদের বংশ সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত ও রাজকার্য্যে অত্যন্ত সম্মানিত। অনেকে বেদজ্ঞ পাণ্ডাগারিক, রাজকর্ম্মে কেহ সন্ধিবিগ্রহিক, কেহ মহামহত্তক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সপ্তরত্নাকর সঙ্কলনকর্ত্তা প্রসিদ্ধ মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা বিসইবার বিসপী ব্রাহ্মণ, পদবী ঠাকুর।

বিদ্যাপতির কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে ওইনীবার ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিত কামেশ্বর ঠাকুর মিথিলার রাজ্য প্রাপ্ত হন। কামেশ্বরের বংশধরগণ ঠাকুর উপাধি ত্যাগ করিয়া সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন। ওইনীবার বংশের পরেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরভঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশ মহেশ ঠাকুর হইতে আরম্ভ, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সিংহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত রাজা গণেশ্বরের রাজ্যকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। গণপতি ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাজ গণেশ্বরের গুণকীর্ত্তন আছে।

বিদ্যাপতির কোন সময় জন্ম হয় তাহা স্থির জানা যায় না কিন্তু অনুমান করিয়া কতক স্থির করিতে পারা যায়। বিদ্যাপতি শিবসিংহের অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন, মিথিলায় প্রবাদ আছে তিনি দুই বৎসরের বড় ছিলেন। শিবসিংহ যুবরাজ থাকিতেই কিছু দিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সম্বৎ ২৯১, অর্থাৎ ১৩২২ শকাব্দার একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সেখানি বিদ্যাপতির আদেশে গজরথপুর নামক মিথিলার রাজধানীতে লিখিত। তাহাতে শিবসিংহ মহারাজ উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। বিদ্যাপতি

সদুপাধ্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।* ২৯৩ ল সং ১৩২৪ শকাব্দায় তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে শিবসিংহের বয়ঃক্রম তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। সাড়ে তিন বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি যুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হইয়া যান. কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয় এই অনুমানই অধিকতর সঙ্গত বিবেচনা হয়। শিবসিংহের জন্ম যদি ল সং ২৪৩ মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বিদ্যাপতির জন্ম ২৪১ ল সং অনুমান করা যাইতে পারে। i.e. 1360 A.D.

বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলা ভাষায় কেহ কাব্য রচনা করেন নাই। কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তিপতাকা তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা। উভয় গ্রন্থেই কিছু সংস্কৃত রচনা, কিছু প্রাকৃতের ন্যায় ভাষা। কবি ঐ ভাষার নাম অবহট্ট ভাষা দিয়াছেন। পদাবলীর কোমল মার্জ্জিত ভাষা উক্ত গ্রন্থ দ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি অধ্যাপনা কর্ম্ম করিতেন। শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলে চার মাস পরে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিসপী গ্রামের দানপত্র ও কয়েকটি পদের ভণিতা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। সে কালে মিথিলায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন ও বিদ্যানুশীলনের প্রধান স্থান বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে অনেক বিদ্যার্থী মিথিলায় গমন করিতেন। বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত না হইলে রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন না।

শিবসিংহের রাজত্ব কালে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু সংখ্যক পদ, অনেকগুলি শিবগীত ও পুরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। পুরুষ পরীক্ষায় গদ্য ও পদ্য দুই আছে। শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি রাজ বনৌলি নামক স্থানে চলিয়া যান। সে স্থানে রাজা পুরাদিত্যের আদেশে লিখনাবলী নামক পত্রলিখন প্রণালী সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লিখনাবলীর কাল ২৯৯ ল সং। তাহার দশ বৎসর পরে, ৩০৯ ল সং, উক্ত স্থানেই ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন। কবির স্বহস্ত লিখিত এই বৃহৎ ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাবধি তরৌণী নামক গ্রামে বিদ্যমান আছে।

তাহার পর বিদ্যাপতি মিথিলা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন ও যথাক্রমে সংস্কৃত ভাষায় শৈবসর্ব্বস্বসার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, দানবাক্যাবলী ও বিভাগসার নামক ব্যবহারশাস্ত্র, এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে ও পুরুষপরীক্ষায় তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি ঠাকুর ৩২ বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিজের একটী পদ হইতেই ইহা জানিতে পারা যায়। অনুমান ৩২৯ ল সং কার্ত্তিক মাস শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে বাজিতপুরে গঙ্গাতীরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ৯০ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। A.D: 1438.

বিদ্যাপতির আত্মপরিচয়।

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে অথবা পদের ভণিতায় তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জয়দেবের গীতে তাঁহার বাসস্থান ও পত্নীর নাম জানিতে পারা যায়। চণ্ডীদাসও কোন কোন পদে কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কেবল বিদ্যাপতির সম্বন্ধে তাঁহার রচনা হইতে কিছু জানিতে পারা যায় না।

* এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে এই পুঁথি আছে।

রাজা রাণীর নাম আছে কিন্তু আত্মসম্বন্ধে কোন কথা নাই। সম্প্রতি যে সকল অপ্রকাশিত পদ ও অপর গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিদ্যাপতির বিষয়ে কিছু কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার উপাধি দুইটি বই আমরা জানিতাম না, একটি কবিকণ্ঠহার অপরটি কবিরঞ্জন। এই কবিরঞ্জন উপাধি মিথিলার কবিরতন আকারে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কবিশেখরও বিদ্যাপতির উপাধি। এদেশে শেখর কিংবা কবিশেখর নামে একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত পদ ও বিদ্যাপতি কৃত কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদ মিশিয়া গিয়াছে, রচনার ভাষায় ও কাব্যাংশে যে প্রভেদ আছে তাহা লক্ষিত হয় নাই। পদকল্পতরুতে কবিশেখর ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতির রচিত তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিসপী গ্রামের দানপত্রে তাঁহাকে মহারাজ পণ্ডিত ও অভিনব জয়দেব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উভয় উপাধিযুক্ত ভণিতা কোন কোন পদে পাওয়া গিয়াছে। সেই পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতে আছে। সেই পুঁথি ও কবির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ একত্রে রক্ষিত ছিল। ভণিতায় রাজপণ্ডিত দুইটি পদে পাওয়া গিয়াছে, একটি মিথিলা ভাষায় আর একটী সংস্কৃত ভাষায়। সমগ্র পদ উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থানে কেবল ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি।—

বইরিহু এক অপরাধ খেমিঅ
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি জান।

রাজপণ্ডিত কহিতেছে, বৈরীও এক অপরাধ ক্ষমা করে, সিংহ ভূপতি (শিবসিংহ) জানেন রাধা রমণী, যদুপতি রসিক।

রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি, সিংহভূপতি শিবসিংহ। ইহা হইতে আরও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত।

সংস্কৃত গীতটী দুর্গার স্তুতি। ভণিতা এইরূপ—

সকল পাতক পাপ বিচ্যুতি রাজপণ্ডিত কৃত স্তুতি
তোষিতো শিবসিংহ ভূপতি কামনা ফলদে।

এই গীতের পাঠান্তরে উক্ত তালপত্রের পুঁথিতে রাজপণ্ডিত শব্দের পরিবর্ত্তে কবি বিদ্যাপতি আছে।

অভিনব অথবা নব জয়দেব ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদও তালপত্রের পুঁথিতে আছে। একটী পদের ভণিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

সুকবি নব জয়দেব ভনিও রে।
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
সত্রু নরবই কুল নিকন্দন
সিংহ সম সিবসিংহ রায়া
সকল গুনক নিধান গণিও রে॥

এই পদও উক্ত তালপত্রের পুঁথিতে আছে। ইহাতে শিবসিংহ দেবসিংহের পুত্র এ কথার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব বিসপী গ্রামের দানপত্র ও এই পদগুলি পরস্পরের প্রমাণ স্বরূপ।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিতেছি যে তিনি রাজপণ্ডিত ছিলেন ও অভিনব জয়দেব তাঁহার উপাধি ছিল।

শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ কাল সম্বন্ধে অনেক প্রকার অনুমান ও পঞ্জীর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতির একটী পদ হইতে উহা নিঃসংশয় রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ পদও তালপত্রের পুঁথিতে আছে। উহাতে দেবসিংহের মৃত্যু ও শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ উভয় ঘটনার উল্লেখ আছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ল সং ২৯৩, সক ১৩২৪ চৈত্র মাসে, কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী, বৃহস্পতিবার দেবসিংহের মৃত্যু হয়, ও সেই সময় শিবসিংহের রাজ্যাভিষেক হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে তালপত্রের পুঁথি আছে তাহাতে জানিতে পারা যায় যে দেবসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বেও লোকে শিবসিংহকে মহারাজা বলিত। ঐ পুস্তক বিদ্যাপতির আদেশে দুইজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক গজরথপুর নগর নামক মিথিলার রাজধানীতে লিখিত। উহার কাল ২৯১ ল সং, কার্ত্তিক মাস। উক্ত পুস্তকে কবিকে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রী বিদ্যাপতি লেখা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে বিদ্যাপতি প্রতিপত্তিশালী পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির রচিত কীর্ত্তিলতা নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। নেপালের রাজপুস্তকাগারে একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক দেখিতে পাইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উহা নকল করাইয়া আনিয়াছেন। মিথিলাতে ঐ গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়। কীর্ত্তিলতা কবির তরুণ বয়সের রচনা। ভাষা কিছু সংস্কৃত, কিছু প্রাকৃতের মত। এই দ্বিতীয় ভাষাকে কবি স্বয়ং অবহঠ্ঠ ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কীর্ত্তিলতায় আছে—

দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্ঠা।
তে তৈসন জম্পও অবহঠ্ঠা॥

দেশী বচন (কথা) সকলের মিষ্ট (লাগে), সেই জন্য সেইরূপ অবহঠ্ঠ (ভাষা) জল্পনা করি।

এই কীর্ত্তিলতা গ্রন্থে কবির তরুণবয়সসুলভ আত্মপ্রশংসা আছে। পরবর্ত্তী কোন রচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।—

বাল চন্দ বিজ্জাবই ভাসা।
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেসর হর সির সোহই।
ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই॥

বালচন্দ্র (এবং) বিদ্যাপতির ভাষা, (এই) দুইয়ে দুর্জ্জনের হাসি (নিন্দা) লাগে না। উহা (বালচন্দ্র) পরমেশ্বর হর শিরে শোভা পায়, ইহা (বিদ্যাপতির ভাষা) নিশ্চয় নাগরজনের মন মোহিত করে।

কীর্ত্তিলতায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজা শিবসিংহের জ্যেষ্ঠতাত, রাজা গণেশ্বর অসলান নামক একজন মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত ঘটনার সময় ল সং ২৫২ নির্দ্দেশ করা আছে। সে সময় বোধ হয় বিদ্যাপতি বালক।

মিথিলায় প্রাপ্ত তালপত্রের পুঁথিতে কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির আত্মকথা আছে, এরূপ অনুমান হয়। একটি বৃদ্ধ বয়সের কথা। জীবনকে সম্বোধন করিয়া কবি কহিতেছেন—

বএস কতএ তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা॥

হে বয়স (জীবন), কোথায় ত্যাগ করিয়া গেলে? তোমার সেবা করিতে জন্ম বহিয়া গেল তথাপি আপনার হইলে না।

একটী পদে কন্যার প্রতি উপদেশ আছে। শ্বশুরালয়ে গিয়া কন্যা কিরূপে থাকিবে সেই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পদ কবির নিজের কন্যার সম্বন্ধে রচিত অনুমান হয়।

আর একটী পদে নববিবাহিতা কন্যা কেমন করিয়া শ্বশুর ঘর করিবে মাতা সেই আক্ষেপ করিতেছেন। কন্যার সম্বোধনে 'দুলহি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের আধুনিক অর্থ কনে। দুলহা—বর; দুলহি—কনে। উক্ত পদে কন্যা অর্থে দুলহি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মিথিলায় এরূপও প্রবাদ আছে যে বিদ্যাপতির কন্যার নাম দুর্লভা ছিল, ও দুল্লহি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইত। পদের ভণিতা এই—

ভনে বিদ্যাপতি সুন মন্দাঞিনি
জগত এহে বিধান।
অমুক দেবা চিরেঁ জগ জীবও
অমুক দেবি রমান॥

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী ছিল, ও কবি তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া সান্ত্বনা বাক্য কহিতেছেন—হে মন্দাকিনি, ইহাই জগতের বিধান, অমুক দেব, অমুক দেবীর পতি (রমান, রমণ) জগতে চিরজীবী হউন। পক্ষান্তরে, মন্দাঞিনি অর্থে মেনকাও হইতে পারে, কিন্তু এই পদে হর অথবা গৌরীর নামোল্লেখ নাই, শিববিবাহের অপর সকল পদে আছে।

মিথিলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে একটি পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বিবেচনা হয় যে বিদ্যাপতির কন্যার নাম দুর্লভা বা দুল্লহি ছিল। কবি অন্তিম কালে কহিতেছেন—

দুল্লহি তোহর কতয় ছথি মায়।
কহু ন ও আবথু এখন নহায়॥

দুল্লহি, তোমার মা কোথায়? এখনও স্নান করিয়া সে আসে নাই কেন?

এই পদের শেষে আছে—

বিদ্যাপতিক আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদশি জান॥

ইহা বিদ্যাপতির স্বরচিত হউক অথবা না হউক ইহা যে যথার্থ ঘটনার উল্লেখ সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে বিদ্যাপতি দেহ ত্যাগ করেন।

এইরূপ আরও একটি পদে বিদ্যাপতির পুত্র হরপতির নাম আছে। গৃহ হইতে বিদায় লইয়া, কুলদেবী

বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধ কবি গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করিবার মানসে যাত্রা করিতেছেন। পুত্র হরপতিকে উপদেশ দিয়া যাইতেছেন, প্রজারঞ্জন করিবে, অতিথি সৎকার করিবে, অপর নারীদিগকে জননী সমান দেখিবে। বান্ধবদিগকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন, "কর্ম্ম কাল গতি পরমানে।" অম্বা বিশ্বেশ্বরীর নিকট কবি গঙ্গাতীরে যাইবার অনুমতি চাহিতেছেন, কহিতেছেন, আজন্ম শিবের সেবা করিয়া আসিয়াছি। বিদ্যাপতি যে শৈব ছিলেন তাহাতে সংশয়ের আর কোন অবসর থাকে না।

বিদ্যাপতির শেষাবস্থার এইরূপ আর একটী পদ পাওয়া গিয়াছে।—

সপনা দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহু হম আয়ুবিহীন॥

বত্রিশ বর্ষ পরে শ্যামল রূপ শিবসিংহ ভূপকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম। গুরুজন ও প্রাচীন ব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, এখন আমি আয়ুবিহীন হইলাম।

পদের শেষে বিদ্যাপতির সদগতির প্রস্তাব আছে। এরূপ বিশ্বাস এ দেশে সর্ব্বত্র আছে যে অনেক দিন পরে যদি কোন প্রিয় অথবা পরিচিত পরলোকগত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখা যায় তাহা হইলে নিজের মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতে হইবে। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন ও তাহার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার কথা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

বিদ্যাপতির বংশপরিচয়

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ডাক্তার গ্রিয়ার্সন প্রভৃতি বিদ্যাপতির বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিদ্যাপতির পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের নাম, এবং কবির পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বর্ত্তমান বংশধরদিগের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে বিদ্যাপতির বংশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ সে সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অসাধারণ পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিসপী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল—অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ, অর্থাৎ ২১৩ ল সং। কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধিবিগ্রহিক, অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী, দেবাদিত্য। বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চশায়ক গ্রন্থকর্ত্তা ও ধূর্ত্তসমাগম প্রহসনকর্ত্তা, এবং মিথিলাভাষায় বর্ণনরত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থ রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রাহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার সম্বন্ধে মিথিলায় শ্লোক আছে—

শ্রীকৃত্যদান ব্যবহার শুদ্ধি

পূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।

রত্নাকরায়ত্তভুবো নিবন্ধাঃ

কৃতাস্তুলাপুরুষদান সপ্ত॥

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এরূপ প্রবাদ আছে। রত্নাকর সপ্ত—কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ। তন্মধ্যে বিবাদরত্নাকর আমাদের দেশেও প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে।

বীরেশ্বরের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। দুই জনের গ্রন্থ মিথিলায় একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজশ্রী গণেশ্বরের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

যে বংশে সরস্বতীর নিত্য অর্চ্চনা হইত, পুরুষানুক্রমে বীণাপাণি বাগ্দেবীর সাধনা হইত, সেই বংশে সরস্বতীর এই বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

এদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন না। এদেশে যেমন বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কবি বলিয়া জানি, তাঁহার স্বদেশে সেইরূপ শৈব কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি। মিথিলায় সর্ব্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, লোকমুখে রাধাকৃষ্ণের গীত অল্প। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শৈব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম চণ্ডেশ্বর, বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর ইত্যাদি। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। বাজিতপুরে যে স্থানে তাঁহার দেহান্ত হয় সেখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত পদাবলী হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শিবের উপাসনা করিতেন। একটী পদে আছে—

আন চান গন হরি কমলাসন

সবে পরিহরি হমে দেবা।

ভক্ত বছল প্রভু বান মহেসর

ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥

বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন

ছাড়ও যমক তরাসে।

হরহু হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ

সব হোয় তুঅ পরসাদে॥

চন্দ্র ও অন্য দেবতাগণ, কমলাসন হরি সকলকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল,

এই জানিয়া তোমার সেবা করিয়াছি। বিদ্যাপতি কহে, আমার মন পূর্ণ কর, যমের ত্রাস আমাকে ত্যাগ করুক। আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ, তোমার প্রসাদে সকল হয়।

বিদ্যাপতির নিবাস বিসপী গ্রামের উত্তরে ভেড়বা গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রবাদ আছে বিদ্যাপতি সেই মহাদেবের উপাসনা করিতেন। এরূপ সাক্ষাৎ উপাসনার ভাবে অনেক শিবগীত আছে।

বিষ্ণুর বিষয়ে যে এমন পদ নাই এমন কথা বলা যায় না। আমাদের দেশের বৈষ্ণব সংগ্রহকারগণ সে সকল পদ ছাড়েন নাই।—

মাধব মবু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহর বিসোয়াশা॥

ইহাও প্রার্থনার উক্তি। বৈষ্ণব ও শাক্তে যে প্রবল সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশে দেখা যায় বোধ হয় মিথিলায় কখন সে আকার ধারণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন কালেই সেখানে প্রবল হয় নাই। ভক্ত এবং কবির চক্ষে হরি হরে পার্থক্য বা বিরোধ ছিল না। বিদ্যাপতির একটি পদ আছে—

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খন শঙ্কর খন দেব মুরারি॥
খন গোকুল ভএ চরাবথি গায়।
খন ভিখি মাগিয় ডমরু বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিঅ মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান॥
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বানী।
ও নারায়ণ ও শূলপানী॥

যে নারায়ণ সেই শূলপাণি। হরগৌরী সম্বন্ধেও মধুর রসের পদ আছে।

বিদ্যাপতির হস্তাক্ষর।

বিদ্যাপতির বিরচিত পদাবলী ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ আছে। আদ্যন্ত সটীক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বৃহৎ তালপত্রের পুঁথিতে লেখা, দরভঙ্গা হইতে বার ক্রোশ দূরে তরৌণী (তরুবনী) নামক গ্রামে জয়নারায়ণ ঝার পত্নীর গৃহে রক্ষিত আছে। ইনি বর্ষীয়সী বিধবা, পুঁথিখানি যত্নে রক্ষা করিয়াছেন, ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। আমি তাঁহার গৃহে গিয়া পুস্তকখানি দেখিয়া আসিয়াছি। আমার সঙ্গে ৺ কবীশ্বর শ্রীচণ্ডা ঝা এবং মহারাজ দরভঙ্গার সংস্কৃত পুস্তকাগারের রক্ষক বৈয়াকরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর ঝা গমন করেন। এই পুস্তক

যে বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহা স্থির বিশ্বাস এবং লোকপরম্পরায় এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পত্রের আয়তন ২ ফুট ১-১/২ ইঞ্চি লম্বা, ২-১/৮ ইঞ্চি চওড়া। পত্রের সংখ্যা ৫৭৬, পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছয়টী পংক্তি। লিপি স্পষ্ট, অক্ষরের আকৃতি বড়, প্রত্যেক অক্ষর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট, বিরাম ও বিভাগ চিহ্ন সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কোথাও একটীও বর্ণাশুদ্ধি অথবা লিপিপ্রমাদ নাই। কবির যেমন লিপিকৌশল তাঁহার চিত্তও সেইরূপ সমাহিত। মসী প্রায় সর্ব্বত্র স্পষ্ট, কেবল মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষ পত্র কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণে ও বন্ধনে অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং লেখাও অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থশেষের কথা কয়টী এই—"শুভমস্তু সর্ব্বার্থগতা সংখ্যা ল সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রজাবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতের্লিপিরিয়মিতি।" শেষ দুইটী অক্ষর (মিতি) পত্রাংশের সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। রজাবনৌলি গ্রাম রাজ বনৌলি (বনপল্লী) গ্রাম, দরভঙ্গা হইতে প্রায় পনর ক্রোশ উত্তরে। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ ২৯৩ ল সং। বিসপী গ্রামের দানপত্রও সেই বৎসরে। ভাগবত গ্রন্থ তাহার ষোল বৎসর পরে লিখিত। হস্তলিপি দেখিয়া বয়ঃক্রম অনুমান করা যায় না, কেবল বাল্যকালের অপক্ব লেখা ও বৃদ্ধাবস্থার শিথিল কম্পিত লেখা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত গ্রন্থ মধ্য অথবা প্রবীণ বয়সের লেখা অনুমান হয়। শিবসিংহের রাজ্যারোহণ-কালে বিদ্যাপতি প্রবীণ পুরুষ, তখনই তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও কাব্যশক্তির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বিদ্যাপতির উপাধি।

বিদ্যাপতির কি কি উপাধি ছিল? মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টী উপাধি পাওয়া যায়—কবিকণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন। প্রথম দুইটী উপাধি বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীতেও পাওয়া যায়, কিন্তু কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এদেশে সে বিশ্বাস ছিল না। তাহার কারণ শেখর অথবা রায়শেখর নামক কবি বঙ্গদেশে ছিলেন, কবিশেখর বলিলে লোকে তাঁহাকেই বুঝে, বিদ্যাপতিকে বুঝে না। গীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্যাপতির যে সকল পদের ভণিতায় কবিশেখর আছে আধুনিক সঙ্কলনসমূহে তাহার স্থানে বিদ্যাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পদে কবিশেখরের ভণিতা নাই। অথচ কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এবং তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক পদে নামের স্থানে কেবল কবিশেখর আছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

বিদ্যাপতির নামের সহিতও কবিশেখর উপাধির যোগ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ভনই বিদ্যাপতি কবিবরশেখর
পুহুমী তেসর কহাঁ।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
মালতি সেনিক জহাঁ॥

কবিকণ্ঠহার উপাধি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তথাপি এদেশের সঙ্কলন গ্রন্থে যে পদে বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার এইরূপ ভণিতা আছে তাহাই বিদ্যাপতির বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে শুধু কবিকণ্ঠহার আছে তাহা গৃহীত হয় নাই। দশাবধান একটি মাত্র পদে পাইয়াছি। অভিনব অথবা নব জয়দেব কয়েকটি পদে আছে। কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যাই অধিক।

এই সকল পদবী ও উপাধি রাজপ্রদত্ত বা পণ্ডিতমণ্ডলী অথবা লোকপ্রদত্ত তাহা জানা নাই। অনুমান হয় অভিনব জয়দেব রাজপ্রদত্ত, কেন না দানপত্রে ঐ উপাধি আছে। প্রবাদ আছে দশাবধান উপাধি দিল্লীর বাদশাহ বিদ্যাপতিকে দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রবাদ মাত্র, প্রামাণ্য কথা নয়। কবিকণ্ঠহার ও কবিশেখর সম্বন্ধে অনুমান স্বরূপও কোন কথা বলিতে পারা যায় না। মিথিলাতেও কবিশেখর উপাধি সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত সম্প্রতি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই কয়েকটি উপাধি ব্যতীত বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট সাতটী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে এবং তৎসম্বন্ধে যে কয়টী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন বলা হইয়াছে। "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলন," "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" ইত্যাদি পদে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির একটী প্রসিদ্ধ পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক সংগ্রহ গ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। কলহান্তরিতা অধীরা রাধা কহিতেছেন:—

চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥

রসমঞ্জরীতে ভণিতা এইরূপ:—

কহে কবিরঞ্জন সুন বর নারি।
প্রেম অমিঞা রসে লুবধ মুরারি॥

কবিরঞ্জনের পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়াই বিবেচনা হয়।

বিদ্যাপতি চম্পতি, কবি চম্পতি প্রভৃতিও বিদ্যাপতির পদবী। উপাধি কি না নির্ণয় করিতে পারা যায় না। "বিদ্যাপতি চম্পই" এইরূপ ভণিতাযুক্ত পদ মিথিলাতেও পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি কৃত গ্রন্থাদির মঙ্গলাচরণ।

বিদ্যাপতি কৃত যে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় সে গুলির মঙ্গলাচরণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ আছে। পুরুষপরীক্ষার নান্দীতে আদ্যাশক্তির, লিখনাবলীতে গণেশের, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে দুর্গার, দানবাক্যাবলীতে বিষ্ণুর এবং শৈবসর্ব্বস্বসারে শিবের বন্দনা আছে।

বিসপী গ্রামের দানপত্র।

রাজা শিবসিংহ রাজপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম দান করেন। সেই দানপত্রের যে তাম্রলিপি বিদ্যমান আছে সেখানি কৃত্রিম প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন উহাকে জাল বলিয়াছেন। এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাম্রলিপি জাল বলিলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে আদৌ গ্রাম দান করেন নাই, জাল দানপত্রের বলে বিদ্যাপতি ঠাকুর ও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন। অথবা বিদ্যাপতি স্বয়ং এমন কর্ম্ম করেন নাই, তাঁহার বংশধরেরা এইরূপ করিয়া আসিতেছিলেন। দলিল জাল করিয়া যে একখানা গ্রাম চুরী করা যায় এ কথা কিছু নূতন রকমের। প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েন যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন হাতী দেখিয়া তাঁহার বড় লোভ হইয়াছিল, কারণ ওই জানোয়ারটা তাঁহাদের দেশে বড় একটা

দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্ক টোয়েন লিখিলেন যে যখন তিনি দেখিলেন হাতীর কাছে কেহ নাই তখন তিনি এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, নিকটে পাহারাওয়ালা আছে কি না, কারণ হাতীটা চুরী করিবার ইচ্ছা বড় প্রবল হইয়াছিল; একবার চুরী করিতে পারিলে হাতী লইয়া পলায়ন করা নিতান্ত সহজ। এমন রসিক লোকও আছেন যাঁহাদের বিবেচনায় একটা হাতীর অপেক্ষা একখানা গ্রাম চুরী করা আরও সহজ। প্রকৃত কথা এই যে, মূল দানপত্র খানি নাই। তাম্রলিপি খানি বিদ্যাপতির কোন বংশধর প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, লিপিকরের অতিরিক্ত বুদ্ধিতে প্রমাদ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ দান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করেন নাই। তবে ষাট বৎসরের অধিক হইল গ্রাম আর ব্রহ্মোত্তর নাই। সে ঘটনা কবীশ্বর চন্দ্র ঝা কর্ত্তৃক সম্পাদিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে বিবৃত আছে। সন ১২৫৭ সালে দরভঙ্গা জেলায় জমির বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় কোন ব্যক্তি বন্দোবস্তবিভাগে সংবাদ দেয় যে বিদ্যাপতি ঠাকুর সিদ্ধ-পুরুষ, গ্রাম ও ধনের তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভৈয়া ঠাকুর বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া গ্রাম ভোগ করিতেছে। তখন বিদ্যাপতির বংশধর ভৈয়া ঠাকুর বর্ত্তমান। তদারকের সময় ভৈয়া ঠাকুর তাম্রপত্র ও বংশাবলী পেশ করেন ও দখল প্রমাণ করেন। পঞ্জীকারগণ ও অপর অনেক লোক তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাহারা কহে, বিসপী গ্রাম বিদ্যাপতি ঠাকুরের লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর, তাঁহার বংশধরেরা ভূমি কর না দিয়া বরাবর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আদালতে পণ্ডিত বিদ্যাকর মিশ্র স্বয়ং এই কথা বলিলেন। সাহেব সনদের তর্জ্জমা শুনিতে চাহিলেন। দানপত্রে এই শ্লোকটি আছে :—

গ্রামে গৃহ্নন্ত্যমুষ্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোঽন্যেতুরুস্কা
গো কোল স্বাত্মমাংসৈ সসহিত মনুদিনং ভুঞ্জতে তে স্বধর্ম্মম্।

যে সকল হিন্দু বা মুসলমান নৃপতি উক্ত গ্রাম হইতে কিছু আদায় করিবেন তাঁহারা (যথাক্রমে) গো এবং শূকরের মাংসের সহিত স্বধর্ম্ম ভোজন করিবেন।

শুনিয়া ইংরাজ কহিলেন, গো এবং শূকর উভয় মাংসই আমাদের ভক্ষ্য, অতএব এই শপথ লঙ্ঘন করিলে আমাদের কোন দোষ হইবে না। গ্রাম রাজা শিবসিংহের প্রদত্ত, বাদশাহের নয়, সুতরাং খাজনা নির্দ্ধারিত হইবে।

বিসপী গ্রাম এখন আর বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নাই, হস্তান্তরিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও লখিমা দেবী।

বিদ্যাপতির জীবনবৃত্তান্ত এ দেশের লোকে অবগত না থাকিলে অথবা বিস্মৃত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক ও অলীক প্রবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। অনেক পদের ভণিতায় শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লখিমা অথবা লক্ষ্মী দেবীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বঙ্গদেশে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে বিদ্যাপতি লক্ষ্মী দেবীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যেমন চণ্ডীদাস রামতারা ওরফে রামী রজকিনীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেইরূপ বিদ্যাপতি লখিমা দেবীর প্রেমে তন্ময় ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রবাদকে প্রশ্রয় দেন। নরহরি লিখিয়াছেন :—

লখিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ।
বিলসয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ॥

ঐ কবি অন্য পদে বলিয়াছেন :—

লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার।
যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শত ধার॥

মহাজন পদাবলীতে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ কহেন লক্ষ্মী দেবীর সহিত ইঁহার (বিদ্যাপতির) প্রসক্তি ছিল।" লক্ষ্মী দেবীকে না দেখিলে বিদ্যাপতি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না, ও বিদ্যাপতির আসক্তির কথা জানিতে পারিয়া রাজা শিবসিংহ তাঁহাকে শূলে দেন, এইরূপ আরও অদ্ভুত ও মিথ্যা প্রবাদসমূহ এদেশে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাপতির যথার্থ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়ার পর এই ভ্রম দূর হওয়া উচিত, কিন্তু এখনও বৈষ্ণবদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিদ্যাপতি লখিমা দেবীকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, ও প্রেমের আরাধ্য দেবী বিবেচনা করিতেন। এ বিশ্বাস হয়ত কতক লোকের কোন কালে ঘুচিবে না ; কিন্তু এখন প্রকৃত কথা ইচ্ছা করিলে সকলেই জানিতে পারেন। প্রথমতঃ বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। দ্বিতীয় কথা, বিদ্যাপতির সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, নিজে শিবসিংহের রাজপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাণীর প্রতি অনুরক্ত ও প্রকাশ্য গীতে তাঁহার নাম লিখিতেন এ কথা জানিয়াও শিবসিংহ কিছু করেন নাই এ কথা একেবারেই অসম্ভব! শিবসিংহের মৃত্যু অথবা পলায়নের পর লখিমা দেবী অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং বিদ্যাপতিও তাহার পর অনেক গ্রন্থ ও পদ রচনা করেন, কিন্তু লখিমা দেবীর আর নামোল্লেখ করেন নাই। শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক গীত রচনা করেন, তাহার কতকগুলির ভণিতায় শিবসিংহ ও লখিমার নাম আছে, এই পর্য্যন্ত। শিবসিংহের অবর্ত্তমানে সেরূপ ভণিতাযুক্ত পদ আর রচনা করেন নাই। পতির সহিত পত্নীর নাম দেওয়ার প্রথা বিদ্যাপতি প্রচলন করেন নাই, জয়দেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে আছে ;—

বর্ণিত জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥

পুনশ্চ—

জয়তি পদ্মাবতীরমণ কবি ভারতী
জয়দেব ভণিত মতিশাতম্।

জয়দেব স্বপত্নীর নাম করিয়াছেন ; তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি স্বীয় পত্নীর নাম লিখিয়া রাখিলে ঐতিহাসিকের অত্যন্ত আনুকূল্য হইত। রাজমহিষীর নাম করিলে দোষের কারণ হইবে কেন? পতি পত্নীর নাম একত্রে করা প্রাচীন আর্য্য প্রথা। সীতাপতি রামচন্দ্র, কমলাপতি নারায়ণ ইত্যাদি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ, বিদ্যাপতি কেবল লখিমার নহে, অপর অনেকের পত্নীর নাম লিখিয়াছেন। সে পদগুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা উঠিয়াছে। শুধু শিবসিংহ কেন, শিবসিংহের পিতা মাতার নামও বিদ্যাপতির পদে আছে—

বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
জাচক জনকে গতী।
হাসিনি দেই পতি গরুড়নরায়ণ
দেবসিংহ নরপতী॥

হাসিনী শিবসিংহের মাতা, দেবসিংহ তাঁহার পিতা। পতি ও পত্নী উভয়ের নাম পূর্ব্বকালের প্রথানুযায়ী বিদ্যাপতির অনেক ভণিতায় একত্র পাওয়া যায় :—

বিদ্যাপতি কবি গএবারে
রস জনিএ বসমন্ত।
মতি মহেসর সুন্দর রে
রেণুক দেবি কন্ত॥

মহেশ্বর নামক মন্ত্রী ছিলেন, তাহার পত্নীর নাম রেণুকা। অপর ভণিতায় :—

বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাবয়
হো উপদেশৌ রসমন্তা।
অরজুন নরায়ণ চরণ পৈঁ সেবহি
গুনা দেবি রাণি কন্তা॥

শিবসিংহের দায়াদ অর্জ্জুন নামক রাজা ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম গুণা। আর একটী পদের ভণিতা এইরূপ :—

ভনই বিদ্যাপতি সেহে জুবতি গতি
গুন অবগুন কর দূর।
হাসিনি দেবি পতি মন্ত্রি চন্দ্রকর
সেবি মনোরথ পূর॥

চন্দ্রকর নামক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনী। অন্য পদে :—

ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাঘব সিংহ সোনমতি দেবি কন্ত॥

রাঘব সিংহ শিব সিংহের দায়াদ, পত্নীর নাম সোনমতী। আরও আছে :—

ভনই বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত।
কুমর অমর জ্ঞানী দেবি কন্ত॥

রাজকুমার অমর, পত্নীর নাম জ্ঞানী।

শিব সিংহ ও লখিমার নামযুক্ত যে সকল পদ আছে সেগুলির সম্বন্ধে মিথিলায় যে প্রবাদ আছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। বিদ্যাপতি রাজা ও রাণীর ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা রাজান্তঃপুরে গীত হইত। শিব সিংহ ও লখিমার সমাজ অর্থে অন্দর মহল। রাজা রাণী অন্দর মহলে উপবেশন করিলে চারিদিকে পুরস্ত্রীগণ সমবেত হইত। তখন কেটী (চেড়ী) নামক গায়িকাশ্রেণী কবি বিদ্যাপতি রচিত শিব সিংহ লখিমা ভণিতাযুক্ত গীত গান করিত। কেটীরা কলাবিদ্যায় নিপুণ, রাজার অবরোধে নিযুক্ত থাকিত। বিদ্যাপতির নব নব রচিত গীত শিক্ষা করিয়া গান করিয়া রাজা রাণীর মনোরঞ্জন করিত।

মিথিলায় প্রচলিত পদে জানিতে পারা যায় যে, লখিমা দেবী ব্যতীত রাজা শিব সিংহের অপর পত্নীও ছিলেন; কোন কোন পদে তাঁহাদের নামও পাওয়া যায় :—

বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাবএ

নব জউবন নব কন্তা।

শিব সিংহ রাজা এহো রস জানএ

মধুমতি দেবি সুকন্তা॥

আর একটী পদে লখিমা ও সুষমা দুই রাণীর নাম আছে।—

ভনই বিদ্যাপতি অয়ে বর জৌবতি

মেদিনি মদন সমানে।

লখিমা দেবি পতি রূপনরায়ণ

সুখমা দেবি রমানে॥

অপর পদে ঃ—

বিদ্যাপতি ভন এহো রস জান।

রাএ শিবসিংহ রূপিনি দেই রমান॥

শিবসিংহের কয়েক পত্নী। সম্ভবতঃ লখিমা প্রধানা মহিষী ছিলেন।

লখিমা দেবীর প্রতি বিদ্যাপতি অনুরক্ত ছিলেন মিথিলায় এরূপ প্রবাদ নাই। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে প্রবাদ।

মিথিলায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। সংগ্রহযোগ্য কয়েকটী প্রবাদের উল্লেখ করিতেছি।

কামিনি করএ সনানে।

হেরইতে হির্দয় হনল পচবানে॥ ইত্যাদি

পদটী এ দেশে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতাবলীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু মিথিলায় ইহার সম্বন্ধে অন্য প্রবাদ আছে। রাজা শিবসিংহ যখন বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হন সেই সময় বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত রাজধানীতে গমন করেন, এবং তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি অসাধারণ কবি ও অদৃষ্টকে দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারেন এ কথা দিল্লীশ্বর শুনিতে পান। এই ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য বিদ্যাপতিকে একটী সদ্যস্নাতা সুন্দরী যুবতীর বর্ণনা করিতে আদেশ করা হয়। আদেশ মত রমণীকে না দেখিয়াই বিদ্যাপতি এই পদ রচনা করেন।

এই সময়ের এইরূপ প্রবাদমূলক আর একটী পদ আছে। বিদ্যাপতিকে একটা কাষ্ঠপেটকে রুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খল দ্বারা একটা কূপে ঝুলাইয়া রাখা হয়। তাঁহার অজ্ঞাতে একটী যুবতীর প্রতি নূতন কলসীতে জল তুলিবার আদেশ হয়। কূপের পার্শ্বে সেই রমণী অগ্নি জ্বালিয়া তাহার উপর কলসী রাখিয়া ফুৎকার দিতে থাকে। সোঁধাগন্ধ হইলে তাহাতে জল তুলিবে। বিদ্যাপতি বুঝিতে পারিয়া কহিলেন ঃ—

সাজনি নিহুরি ফুকু আগি।

তোহর কমল ভমর দেখল

মদন উঠল জাগি॥

জো তোঁহ ভাবিনি ভবন জৈবহ
ঐবহ কোনহ বেলা।
জোঁ ঈ সঙ্কট সোঁ জী বাঁচত
হোয়ত লোচন মেলা॥

সজনি, তুমি হেঁট হইয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতেছ। তোমার (কুচ) কমল (আমার নয়ন) ভ্রমর দেখিল, মদন জাগিয়া উঠিল। হে ভাবিনি (জল লইয়া) যখন তুমি গৃহে গমন করিবে, কোন সময় (আবার) আসিবে? যদি এই সঙ্কট হইতে প্রাণ বাঁচে (তাহা হইলে) লোচনের মিলন হইবে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বাদশাহ বিদ্যাপতিকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মুক্ত হইয়া বিদ্যাপতি কহিলেনঃ—

ভন বিদ্যাপতি চাহথি জে বিধি
করথি সে সে লীলা।
রাজা সিবসিংহ বন্ধন মোচন
তখন সুকবি জীলা॥

রাজা শিবসিংহের বন্ধন মোচন হইলে কবি জীবনলাভ করিবেন, এই প্রার্থনা করিলেন।

বিদ্যাপতি পরম ভক্ত শৈব ছিলেন। প্রবাদ আছে যে তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া শিব স্বয়ং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করেন। ভৃত্যের আকারে শিবের নাম উগনা। বিদ্যাপতি কিছু জানিতেন না। একদিন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি কোন স্থানে গমন করেন। পথে তাঁহার পিপাসা পায়, তিনি ভৃত্যকে পানীয় জল আনিতে আদেশ করেন। ভৃত্য উগনা বিদ্যাপতির অসাক্ষাতে জটা হইতে জল বাহির করিয়া আনিয়া দিল। বিদ্যাপতি পান করিয়া কহিলেন, "এমন উৎকৃষ্ট গঙ্গাজল তুই পাইলি কোথা? নিকটে ত গঙ্গা নাই। কোথা হইতে জল আনিলি আমাকে দেখাইয়া দিবি আয়।" উগনা মুস্কিলে পড়িল, পীড়াপীড়িতে প্রকৃত কথা বাহির হইয়া পড়িল। ভৃত্যরূপী শিব কহিলেন, "আমি তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি। যতদিন আমার পরিচয় প্রকাশ না হয় ততদিন থাকিব, প্রকাশ হইলে থাকিব না।" বিদ্যাপতি অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে এক দিবস বিদ্যাপতির পত্নী উগনাকে কোন সামগ্রী আনিতে আদেশ করেন। উগনার কিছু বিলম্ব হইল দেখিয়া ব্রাহ্মণী যষ্টি হস্তে তাহাকে প্রহার করিতে ধাবমান হইলেন। বিদ্যাপতি অত্যন্ত ভীত হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ করিতেছ? সাক্ষাৎ শিব অঙ্গে আঘাত!" উগনা শিব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। শোকে কাতর হইয়া বিদ্যাপতি গীত রচনা করিলেনঃ—

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতএ গেলা শিব কি দহু ভেলা॥
ভাঙ্গ নহি বটুয়া রুসি বৈসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জে মোর কহতা উগনা উদ্দেশ।
তাহি দেবও কর কঙ্কনা বেশ॥

নন্দন বনমে ভেটল মহেশ।
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ॥
বিদ্যাপতি ভন উগনা সোঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥

আমার উগনা কোথায় গেলেন, শিব কোথায় গেলেন, কি হইলেন! থলিতে সিদ্ধি নাই (বলিয়া) রাগিয়া বসিতেন, খুঁজিয়া আনিয়া দিলে হাসিয়া উঠিতেন। যে আমার উগনার উদ্দেশ করিবে, তাহাকে ভূষণ স্বরূপ করের কঙ্কন দিব। নন্দন বনে মহেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল, গৌরীর মন হরষিত, ক্লেশ মিটিল। বিদ্যাপতি কহে, উগনাকেই কাজ (উগনাকেই আমার প্রয়োজন), ত্রিভুবনের রাজ্যও আমার হিতকর নয়।

বিদ্যাপতির পত্নীর সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় না। তাঁহার নাম কি ছিল, তাহাও কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবাদের কোন ভিত্তি থাকিলে অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণী কিছু কোপনস্বভাবা ছিলেন, এবং স্ত্রীজাতির সচরাচর যেমন বাক্যবল অধিক হয় সেরূপ না হইয়া বাহুবলের লক্ষণই তাঁহাতে প্রবলতর ছিল।

বিদ্যাপতি ও পক্ষধর মিশ্র।

রাজপণ্ডিত বিসপীগ্রামোপার্জ্জক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন সমাপন হইলে বিদ্যাপতি স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেন। প্রবাদ আছে, এক দিবস বিদ্যাপতি অতিথিশালায় প্রবেশ করিলে ভোজনতৃপ্ত অতিথিমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, কেবল অত্যন্ত কৃশকায় এক ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোণে উপবেশন করিয়াছিল, সে আসনত্যাগ করিল না। বিদ্যাপতি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ ব্যক্তি আহার করেন নাই। তখন বিদ্যাপতি কৌতুক করিয়া শ্লোকার্দ্ধে কহিলেন,—

প্রাঘুণো ঘুণবৎকোণে
সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ।

গৃহকোণে অবস্থিত সূক্ষ্ম কাটবৎ অতিথি সূক্ষ্মতাবশতঃ লক্ষিত হইলেন না।

উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ শ্লোকে উত্তর দিলেন,—

ন হি স্থূলধিয়ঃ পুংসঃ
সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

স্থূলবুদ্ধি পুরুষের সূক্ষ্ম পদার্থে দৃষ্টি গমন করে না। তখন বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গেলেন।

পক্ষধর মিশ্র সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি অপেক্ষা বয়ঃ কনিষ্ঠ। পক্ষধর মিশ্রের স্বহস্ত লিখিত একখানি বিষ্ণু-পুরাণ আছে তাহার কাল ৩৫৪ ল সং।

বিদ্যাপতির প্রতি বিদ্বেষ।

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহাদের স্বদেশিগণ বিদ্বেষ করিয়া থাকেন এ কথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যাপতির জীবদ্দশায় তাঁহার বিদ্বেষী কেহ ছিলেন কি না তাহা জানা যায় না; তবে কেহ

কেহ তাঁহাকে নর্ত্তক বলিত এরূপ প্রবাদ আছে। বিদ্যাপতি পরম ভক্ত শৈব ছিলেন, শিবমন্দিরে পূজা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ। কেশব মিশ্র বিদ্যাপতির কালের লোক নহেন। তাঁহার সময় ৪৭৩ ল সং, অর্থাৎ বিদ্যাপতির শতাধিক বর্ষ পরে। কেশব মিশ্র রাজকুটুম্ব, রাজা শিবসিংহের বংশের দৌহিত্র সন্তান। তাঁহার উদ্ধতপ্রকৃতি হওয়া বিচিত্র নহে। দ্বৈত-পরিশিষ্ট নামক গ্রন্থে কেশব মিশ্র পুরাণের মধ্যে দেবী ভাগবত প্রামাণিক গ্রন্থ সিদ্ধান্ত করেন। বিদ্যাপতি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া স্বহস্তে লিখিয়া রাখেন এই তাঁহার অপরাধ। কেশব মিশ্র বিদ্যাপতিকে "অতিলুব্ধনগরযাজক" বলেন। এ কথায় দুইটী ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম, বিদ্যাপতি লিখিত ভাগবত গ্রন্থ সম্বন্ধে, দ্বিতীয় বিসপী গ্রাম দান সম্বন্ধে। বিদ্যাপতি ঠাকুর ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি নগরযাজক।

রচনার কালনির্ণয়।

সাত আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্যাপতির বংশাবলী পাওয়া যায়, কিন্তু কোন্ বৎসরে তাঁহার জন্ম ও কোন্ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহা স্থির করা যায় না। মিথিলায় পঞ্জীর প্রথা ইহার এক মাত্র কারণ। কুলপঞ্জীতে প্রত্যেক বংশের পরম্পরা ক্রমে নাম পাওয়া যায়, জন্ম বা মৃত্যুর কাল নির্দ্দিষ্ট হয় না। যাহা এই পঞ্জীতে আছে তাহা অনায়াসে জানা যায়, যাহা নাই তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং কত বয়সে বিদ্যাপতি রচনা আরম্ভ করেন, কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত, অথবা গ্রন্থাবলীর পারম্পর্য্য নিরূপণ করিবার উপায়, কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। পদাবলীর মধ্যে কোনগুলি তরুণ অবস্থায়, কোনগুলি বা প্রবীণ অবস্থায় রচিত তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। একটী স্থূল মত এই যে তিনি প্রথম বয়সে মিথিলা ভাষায় পদাবলী রচনা করেন ও পরিণত বয়সে সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করেন। এ কথা কতক প্রামাণ্য, সম্পূর্ণ নয়। যে সকল পদে শিবসিংহের নাম আছে সেগুলি তাঁহার রাজ্যকালে রচিত। সেই সময়েই বিদ্যাপতি পুরুষ-পরীক্ষা নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শিবসিংহের রাজ্যকাল দীর্ঘ না হইলেও যে বিদ্যাপতির প্রতিভা সেই সময়ে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাঁহার রচনাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের নামযুক্তও কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ আছে, সে গুলি পূর্ব্বের রচনা। শিবগীতেও শিবসিংহের নাম পাওয়া যায়:—

সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জিব শিবসিংহ রাউ॥

অনেকগুলি পদে বিদ্যাপতির নাম নাই, উপাধি মাত্র আছে। তাহার মধ্যে কবিশেখর পদবীযুক্ত পদেরই সংখ্যা অধিক। ভাষার ও রচনার প্রণালীতে অনুমান হয় যে, শিবসিংহের নামযুক্ত পদাবলী ও কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদাবলীতে কালের বড় দীর্ঘ ব্যবধান নাই। ভূপতি সিংহ শিবসিংহ। অধিক বয়সে যে বিদ্যাপতি মিথিলা ভাষায় পদ রচনা করিতেন না এমন কথা বলা যায় না। গঙ্গাগীতগুলি সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সের রচনা।

পদাবলীর ভাষাতেও অনেক পার্থক্য ও তারতম্য লক্ষিত হয়। যে গুলি বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে সে গুলি এদেশের বৈষ্ণবেরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া এক রকম করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মিথিলায়

এমন পদ পাওয়া যায় যাহাতে ভাষার আকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিবসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণ সম্বন্ধীয় একটী পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভণিতা এই :—

বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ
মানব মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন শিবসিংহ বইট্ঠৌ
উছবৈ বৈরস বিসরি গও॥

বিদ্যাপতি কবিবরের পরিবর্ত্তে বিজ্জাবই কইবর প্রয়োগ প্রচলিত পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দের বিকৃতিতে কতক প্রাকৃতের মত মনে হয় অথচ কোন প্রাকৃত তাহাও নির্ণয় করা যায় না। বিদ্যাপতির কালে যে ভাষা প্রাচীন ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং কতক প্রাকৃতের অনুকরণে বিদ্যাপতি এইরূপ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। আর একটী এইরূপ পদ পাইয়াছি। কেবল ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাম রূপে সধম্ম রক্খিয়
দান দপ্পে দধীচি ক্খিয়
সুকবি নব জয়দেব
ভনিও রে।
দেব সিংহ নরেন্দ্র নন্দন
শত্রু নরবই কুল নিকন্দন
সিংহসম শিবসিংহ রাজা
সকল গুণক নিধান ও রে॥

নব জয়দেব বিদ্যাপতির উপাধি। বিসপী গ্রামের দানপত্রে আছে—অভিনব জয়দেব মহারাজপণ্ডিত ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতি। অপর পদের ভণিতায়ও এই উপাধি পাওয়া যায়।

কতকগুলি শিবগীতের ও অপর পদের ভাষা নিতান্ত সরল ও গ্রাম্য, তাহা কতটা কবির নিজের ও কতটা পরে পরিবর্ত্তনের ফল তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদিগের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত ভাষা সরল ও সহজ হয়। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার রচিত পদাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীতে ভণিতায় অপর ব্যক্তির নাম আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল কবির নাম অথবা উপাধি আছে, আর কাহারও নাম নাই। শিবসিংহের পিতার ও পিতৃব্যের নাম কয়েকটি পদে আছে, কিন্তু সে গুলিও যে বহু পূর্ব্বে রচিত এরূপ অনুমান হয় না। অপর সকল নাম হয় শিবসিংহের অথবা তাঁহার সমসাময়িক অপর ব্যক্তির। পদ্মসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি কয়েকজন শিবসিংহের পরবর্ত্তী রাজার কালে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হয় তাঁহাদের রাজ্যকালে তিনি অধিক পদ রচনা করিতেন না, অথবা তাঁহাদের কালে তাঁহার তাদৃশ সম্মান ও সমাদর ছিল না বলিয়া ভণিতায় তাঁহাদের নাম দিতেন না। কিন্তু এই দ্বিতীয় অনুমান তেমন যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবী ও ভৈরব সিংহের আদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বিবেচনা

এইরূপ হয় যে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট পদাবলী যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় লিখিত, এবং সেই অবস্থায় তাঁহার প্রতিভা তেজস্বিনী ও বলবতী ছিল।

তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য কতক নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হয়। কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তি-পতাকাই প্রথম গ্রন্থদ্বয়, কিন্তু ঐ দুইটি গ্রন্থ শুদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। কীর্ত্তিলতার ভাষাও বড় বিচিত্র। সংস্কৃত নয়, ঠিক প্রাকৃত নয়, অথচ পদাবলীর ভাষার ন্যায়ও নয়। পুরুষ-পরীক্ষাই তাঁহার প্রথম পরিচিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ। লিখনাবলী দ্রোণবাররাজ পুরাদিত্যের নিদেশে লিখিত। সম্ভবতঃ ঐ পুস্তকের রচনাকাল ২৯৯ ল সং, অথবা ১৩৩০ শকাব্দা। ঐ সনের উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে বারবার দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবসর্ব্বস্বসার আরও পরে রচনা, তখন পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবী রাজ্যশাসন করিতেছেন। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী আরও পরে রচিত, কারণ তখন ভৈরব সিংহ রাজা। দানবাক্যাবলী নামক আর একখান পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানি বীরসিংহের পত্নী রাণী ধীরমতীর আদেশে লিখিত। কিন্তু মিথিলা ভাষায় রচিত পদাবলী হইতেই তাঁহার প্রকৃত যশ, শুধু সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি তেমন যশস্বী হইতে পারিতেন না।

উচিতী ও যোগ।

বিদ্যাপতি বিরচিত যে সকল গীত পুঁথিতে ও লোকমুখে পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত লোকাচারের কতকগুলি পদ আছে। মঙ্গলকর্ম্মের সময় পুরস্ত্রীগণ সেই সকল পদ গান করে। উচিতী ও যোগ এই শ্রেণীর গীত। জামাতা গৃহে আসিলে, তাহার ভোজন সমাপন হইলে গৃহের মহিলাগণ যে সকল গীত গান করে সেইগুলি উচিতী। উচিতীর অর্থ উচ্চতা, জামাতার সম্মানের জন্য তাহার গৌরব বাড়াইয়া, গীত দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই শ্রেণীর একটী পদ ইতিপূর্ব্বে মিথিলা হইতে আসিয়াছে ও পূর্ব্ব সংগ্রহাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তোঁহে জলধর সহজহি জলরাজ।
হমে চাতক জল বিন্দুক কাজ॥ ইত্যাদি।

এই পদে জামাতাকে জলধরের সহিত ও গায়িকাকে চাতকের সহিত তুলনা করিয়া জামাতার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহার ভাব চাতকাষ্টক হইতে গৃহীত।

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃ কণান্
যাচতে জলধরং পিপাসিতঃ।

পিপাসিত চাতক জলধরের নিকট তিন চারি বিন্দু জল যাচ্ঞা করিতেছে।

যোগ অর্থে বশীকরণ মন্ত্র। জামাতাকে কৌতুক করিবার জন্য তামাসার সম্পর্কীয়া রমণীগণ গাহিয়া থাকে। এই জাতীয় পদ একটীও প্রকাশিত হয় নাই। এই উভয়বিধ গীতই সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। আবশ্যক মতে রমণীগণ এই সকল গীত গান করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা কোন পুরুষকে শিখাইয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন। আমার বিশেষ অনুরোধে মিথিলার কোন পণ্ডিত বালকদিগের সহায়তায় কতকগুলি গীত লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন। যোগের একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

জগত জোগ হম জানিয়। মাই হে
মোহি মগন কয় আনিয়॥

কর ধয় শাশ কৈ লাবিয়।
তৈঁ জগ যোগিনি কহাবিয় ॥
গাঁগ মে রথ সঞ্চারিয়।
পানি সৌ আগি পজারিয় ॥
ভনই বিদ্যাপতি গাওল।
শুভ শুভ সকল মনায়োল ॥

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়টী পদ আছে তাহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং ঘটনা কাল্পনিক বিবেচনা হয়। বিদ্যাপতি যে কখন বঙ্গদেশে বা বীরভূমে আসিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি রাজপণ্ডিত, সর্ব্বদা পণ্ডিতদিগের সঙ্গে থাকিতেন। বৈষ্ণব ছিলেন না, শৈব ছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কবিকল্পনা অনুমান হয়।

বাঙ্গলা ও মিথিলা।

যে সকল কবিদিগের রচিত গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া, সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম পদকল্পতরু দিয়া বৈষ্ণব দাস অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল কবিদিগের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। একে ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা নাই বলিয়া আমাদের জাতের অখ্যাতি আছে, তাহার উপর বৈষ্ণব কাব্যের কাল একটা যুগ পরিবর্ত্তন, কাব্যের একটানা স্রোতের মুখে দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি বড় বড় ঐরাবত ভাসিয়া যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। তখন কল্পনা এত প্রবল যে অসম্ভব বলিয়া কোন কথা ছিল না। চারিদিকে মহাপুরুষের আবির্ভাব, তাঁহাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যত অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ততই তাহাতে বিশ্বাস প্রবল, সোজাসুজি সহজসম্ভব কথায় কেহ কান পাতিত না। কবির রচনা উত্তম, তাঁহার বন্দনা কর, তাঁহার গীত গান কর, তাঁহার প্রেম বিলাও, কোথায় তাঁহার নিবাস, তিনি কোন দেশের লোক, এ সকল খুঁটিনাটি তুচ্ছ কথায় কি প্রয়োজন? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি এ দেশের লোক ছিলেন না বলিলে সে কথা কেহ মানিত না। কেহ বলিত তাঁহার বাড়ী যশোহরে, কেহ বলিত রাণীগঞ্জে। আরও পশ্চিমে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। কেহ বলিত তাঁহার নাম ছিল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি; বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন এ কেমন কথা! তাহার পর ভাষার একটা খট্‌কা। যদি দুই কবি একদেশের ও এক সময়ের তাহা হইলে উভয়ের ভাষায় এত পার্থক্য কেন? এই সংশয়ের আশু মীমাংসা হইয়া গেল। বিদ্যাপতি অনেক ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন, চণ্ডীদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতেন সেই জন্য এত প্রভেদ। সংশয়কারীর মুখ বন্ধ হইল।

তাহার পরেই প্রমাণ হইল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী, বঙ্গবাসী নহেন। যুক্তির ও প্রমাণের বন্ধন বড়

কঠিন, ছিঁড়িতে পারা যায় না। তখন এক নূতন তর্ক উঠিল। গৌড় পঞ্চ, তাহার মধ্যে মিথিলা একটি। অতএব মিথিলা গৌড়দেশের অর্থাৎ বঙ্গদেশের বাহিরে নয়। সুতরাং বিদ্যাপতি বঙ্গদেশ ছাড়া নহেন। তিনি যে বঙ্গভাষার আদি কবি এ কথা যেমন প্রামাণ্য ছিল তেমনি রহিল, না হয় তাঁহার বাসস্থান কুশীর পশ্চিমে স্থির হইল। তথাপি ভাষার কথাটা রহিল। তখন নানাবিধ প্রাকৃতের নাম করিয়া, সূত্র প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া আমরা প্রমাণ করিলাম যে, প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষায় আর বিদ্যাপতির ভাষায় বিশেষ অসাদৃশ্য নাই। প্রকৃত কথা এই যে, যখন সাড়ে চার শত বৎসর ধরিয়া বিদ্যাপতির গীত এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে তখন ত তাহাদিগকে ছাড়া হইবে না, সুতরাং মিথিলার হউক বা বাঙ্গালার হউক তাহাতে আসিয়া যায় না।

পদাবলীর অর্থ করিবার সময় যে মিথিলার সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক সে কথা আমাদের মনে উঠে নাই। বিদ্যাপতি যখন আমাদের আদি কবি তখন তাঁহার রচনার অর্থ করিবার জন্য দেশান্তরে যাইব কেন ? এই বিশ্বাসে আমরা যেমন পারিয়াছি সেইরূপ অর্থ করিয়াছি।

এই একটি পরীক্ষার স্থল। গল্প আছে, একটি দরিদ্রা রমণীর এক ছড়া বহুমূল্য হার ছিল। গল্পে ওরূপ থাকে। কোন ধনবতী রমণী সেই হার চুরী করে। মকদ্দমা বিচারকের সাক্ষাতে পেষ হইল। আসামী বলিল, "আমাকে চোর বলে ? আমার একরাশি গহনা পত্র, এক ছড়া হার কেন, দশ ছড়া আছে। ও মাগী কাঙ্গাল, খাইতে পায় না, এমন হার পাইবে কোথায় ?" কথাও ত বটে! বিচারক ফরিয়াদিনীকে কহিলেন, "মিথ্যা নালিসের শাস্তি আছে, জান ত বাছা !" সে কহিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার ঐ হার খোলা যায়। যদি আসামী খুলিতে পারে আমি শাস্তি গ্রহণ করিতে রাজি আছি।" বিচারক দেখিলেন, কথা ত অসঙ্গত নয়! আসামীকে কহিলেন, "পার হার খুলিতে ?" আসামী দেখিল, প্রমাদ! হার গলায় দিতে হয় এই জানে, তাহার ভিতর কলকৌশল কি আছে, কেমন করিয়া জানিবে ? অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, টিপিয়া টুপিয়া কিছু করিতে পারিল না। ফরিয়াদিনী তখন হার লইয়া কল খুলিয়া হার খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী মকদ্দমা হয় না, কিন্তু যদি দাওয়ানী মকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় এবং মিথিলা বাদী ও বঙ্গদেশ প্রতিবাদী হয় তাহা হইলে কঠিন জেরায় পড়িয়া কেমন করিয়া কল খুলিতে হয় জানি না স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক গ্রথিত নক্ষত্রখচিত রত্নহার মিথিলাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তামাদী হইয়া গেলেও যে সম্পত্তি আমাদের নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। কল কেমন, সংক্ষেপে তাহার দুই একটি নমুনা দিতেছি। আমাদের দেশের একটি পদে আছে :—

রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন লতা জনু দংশল হাতি॥

কোন বিশেষ সঙ্কলনকার অথবা টীকাকারের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য নাই। মদন লতা জনু দংশল হাতি এই পাঠ সর্ব্বত্র আছে, কেবল বটতলা হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তক অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ। অর্থ যে শাস্তি করিল রস হইল না, হস্তী যেন মদন লতা দংশন করিল। মদন লতা কি ? কোন লতার নাম মদন লতা নাই, সুতরাং ময়না গাছ, ধুতুরা গাছ বা তেলাকুচা গাছ যাহা অভিরুচি হয় বলিতে পারা যায়। মদনের লতা যদি রূপক হয় তাহা হইলে কল্পিত সামগ্রী, তাহাকে হস্তী কেমন করিয়া দংশন করিবে ? রস হইল না কথা কাহার পক্ষে ? নায়িকার পক্ষে মনে হয় কারণ পদ নায়িকার উক্তি; কিন্তু যদি কোন

[illegible] [illegible] পক্ষে করেন তাহা হইলেই বা আমরা কি করিব? হস্তী যদি হস্তীমূর্খের মত মরনা ও [illegible] [illegible] [illegible] মর্দ্দন করে তাহা হইলে তাহার রস না হইবারই কথা। মিথিলার পাঠে একটু প্রভেদ [illegible] [illegible] হার খুলিবার কৌশল জানিতে পারা যায় :—

রস নহি হোয়ল করল জে সাতি।
দমন লতা জনি দমসল হাতি॥

অর্থ, নায়িকা কহিতেছেন, যে শাস্তি করিল আমার রসানুভব হইল না, হস্তী যেন দ্রোণ লতাকে পদদলিত করিল। যে হার আমরা আমাদের বলিয়া দাবী করি অথচ খুলিতে জানি না, এই সেই হার বিযুক্ত হইল! দমন শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়, মিথিলা ভাষার শব্দ দঁওনা। দমসল শব্দ অভিধানে আদৌ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে তাহার স্থানে দংশল শব্দের আদেশ। মিথিলার পদেও এই উপমা পাওয়া যায় :—

জাতি পদুমিনি সহতি কতা।
গজেঁ দমসলি দমন লতা॥

অর্থ, পদ্মিনী জাতি নায়িকা কত সহিবে, দ্রোণলতা গজকর্ত্তৃক পদদলিত হইল। গজেঁ—গজেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত।

আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।

কোন অর্থ হয় না। সঙ্কলনকার ধাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন গিরি, এবং সংশয় চিহ্ন দিয়া চরণের অর্থ করিয়াছেন, "ক্রোধে (আবক্ত) নেত্র প্রদর্শন মাত্র দুই দুর্গম পথে কেন পাহাড় খসিয়া পড়িল?" মিথিলার পাঠ এইরূপ—

আঁখি দেখইত কূপ ধসি খসল
কাহে গহল দুই বাটে।

অর্থ -চক্ষে দেখিয়া কূপে পতিত হইলাম, কেন দুই পথ গ্রহণ করিলাম, অর্থাৎ শ্যামের প্রেম ও আত্মকুল রক্ষা এই উভয় পথ অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেন বিপদে পড়িলাম? আর কোন সংশয় রহিল না। এরূপ বহুসংখ্যক প্রমাদ দেখাইতে পারা যায়।

আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। জাতি পদুমিনি সহতি কতা এই চরণে পদুমিনি শব্দে নি আছে। আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তখনি নী করিয়া দিতাম, এবং মনে করিতাম, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইল। এ দেশে বিদ্যাপতির যত সংস্করণ হইয়াছে ততই সম্পাদকীয় সংশোধনের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ছন্দ যতি প্রভৃতি একেবারে নষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাপতি শব্দের বানান ভুল করিতেন অথবা মিথিলার লিপিকরেরা কেবল বর্ণাশুদ্ধি করেন সহসা এরূপ অনুমান না করিয়া এরূপ লিখন প্রণালীর কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা উচিত। বিদ্যাপতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ আছে, তাহাতে একটা বর্ণাশুদ্ধি নাই। বিদ্যাপতি সংস্কৃত পদও রচনা করিতেন, তাহাতেও বর্ণাশুদ্ধি নাই। বিদ্যাপতির সংস্কৃত পদ এদেশে প্রচলিত নাই, অতএব একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

*

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাস সুবাসিনি

সাগর নাগর গৃহবালে।

পাতক মহিষ বিদারণ কারণ

ধৃত করবাল বীচিমালে॥

জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।

শরণাগত ভয় ভঙ্গে॥

সুরমুনি মনুজ রচিত পূজোচিত

কুসুম বিচিত্রিত তীরে।

ত্রিনয়নমৌলি জটাচয় চুম্বন

ভূতি বিভূষিত নীরে॥

হরিপদকমল গলিত মধু সোদর

পুণ্যপুনিত সুরলোকে।

প্রবিলসদমরপুরী পদ দান

বিধান বিনাশিত শোকে॥

সহজ দয়ালুতয়া পাতকিজন

নরক বিনাশন পুণ্যে।

রুদ্রসিংহ নরপতি বরদায়ক

বিদ্যাপতি কবি ভণিত গুণে॥

কবিশেখর বিদ্যাপতি।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদের ভণিতা গীতচিন্তামণিতে আছে—কবিশেখর ভণ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপ। ভণিতার গোলমাল এমন অনেক আছে, তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। তথাপি কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলি পদকল্পতরুতে ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। শেখর, কবিশেখর বা রায়শেখর নাম অথবা পদবীযুক্ত একজন কিংবা ততোধিক কবি যে আমাদের দেশে ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। একটি পদ অনেকের স্মরণ হইবে:—

মো যদি সিনাঙি আগিলা ঘাটে

পিছিলা ঘাটে সে নায়।

মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া

বাহু পসারিয়া রয়॥

* * * *

ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া

ফিরয়ে কতেক পাকে।

আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে

সে মুখে সে দিন থাকে ॥

মনের আকুতি বেকত করিতে

কত না সন্ধান জানে।

পায়ের সেবক রায় শেখর

কিছু বুঝে অনুমানে ॥

এই পদের রচয়িতা যে বঙ্গবাসী এবং তাঁহার রচনার উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে তাহাতে কোন সংশয় না

পক্ষান্তরে :—

সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।

ঐসন বানি কবহুঁ জনি বোলবি জাতি কুল কিয়ে লেবা॥

গোকুল নগরে কানু রতিলম্পট যৌবন সহজ হমারা।

তুহু সখি রভসে মোহে জনু বোলবি লোক কএব পতিয়ারা ॥

কেশর কুসুম হেরি হম কৌতুকে ভূজ যুগ মেটল তাই।

দাড়িম ভরমে পয়োধর উপব পড়লহু কীর লোভাই ॥

উভয় চকিত ভুজে ইতি উতি পেখল তৈঁ বেশ ভৈ গেল আন।

ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিনি ইহ কবিশেখর ভান ॥

এই পদ লাথশ্রেণীভুক্ত এবং স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির। আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি :

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা।

তসু পব অভিসার করু ব্রজবালা ॥

ঘর সঞে নিকসয় যৈসন চোর।

নিশবদ পথ গতি চললিহু থোর ॥

উনমতি চিত অতি আরতি বিথার।

গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥

কমলিনি মাঝ খিনী উচ কুচ জোর।

ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥

রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা।

নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা ॥

অঙ্ক অভরন বাসয় ভার।

নূপুর কিঙ্কিনি তেজল হার ॥

লীলা কমল উপেখলি রামা।

মন্থর গতি চলু ধরি সখি শ্যামা ॥

যতনহি নিসঙ্ক নগর দুরন্তা।

শেখর অভরন ভেল বহন্তা ॥

এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না। কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি তাহার অপর প্রমাণও আছে। দ্বারভঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ নরপতি ঠাকুরের কালে লোচন নামে এক কবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত রাগতরঙ্গিণী নামে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিদ্যাপতির অনেক গীত আছে, লোচনের স্বরচিতও অনেক গান আছে। গ্রন্থসূচনায় লোচন লিখিয়াছেন সুমতি নামক একজন কলাবান কায়স্থ কথক ছিলেন, তাঁহার পুত্র জয়ত্তকে শিবসিংহ বিদ্যাপতির নিকট রাখিয়া দেন। বিদ্যাপতি গান বাঁধিতেন, জয়ত সুরে বসাইতেন :—

সুমতিসুতোদয়জন্মা
জয়ত্তঃ শিবসিংহদেবেন।
পণ্ডিতবর—কবিশেখর
—বিদ্যাপতয়ে তু সন্ন্যস্তঃ॥

কবিশেখর বিদ্যাপতির উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, শুধু কবিশেখর বলিলে বিদ্যাপতিকে বুঝাইবে, লোচন কবি স্বয়ং তাঁহাকে এই উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আরও একটি এমন প্রমাণ আছে যাহাতে আর সংশয়ের অবসর থাকে না। এ দেশের সঙ্কলনে নিয়োদ্ধৃত পদটী পাওয়া যায় :-

নমুখাবদনী ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনি শরদ পূর্ণিম শশী॥

ইত্যাদি। ভণিতা : -

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

রাগতরঙ্গিণীতে এই পদটী পাওয়া যায়। পাঠ এইরূপ :—

আনন লোলএ বচন বোলএ হঁসি।
অমিঅ বরিস জান সরদ পুনিমা সসি॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইত দেখলি গজরাজ গমনিআঁ॥
কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর মিলল জান অরুন কমল পর॥
ভান ভেল মোহি মাঝক খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাইতি জনি॥
কবিসেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি॥

পদের নীচে টীকা রহিয়াছে, "ইতি বিদ্যাপতেঃ।" পুঁথির কাল দুই শত বৎসর পূর্ব্বে। অতএব কবিশেখর যে বিদ্যাপতি এ কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ শতাধিক পদ পদকল্পতরুতে আছে। সংগ্রহ পুস্তক সমূহে বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা দুই শতের অল্প। এখন দেখিতেছি এক

পদকল্পতরুতেই ৩৫০ এর উপর পদ পাওয়া যায়। গীতচিন্তামণিতেও বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ আছে; কিন্তু তাঁহার বলিয়া আমরা জানি না।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী এবং যতগুলি পদ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয় সে গুলি যে মিথিলায় প্রাপ্য ও বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার একটি প্রধান অংশ আছে এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। একটা মুস্কিলের কথা এই যে মিথিলার পক্ষ হইতে কেহ কোন দাবী করে না। বিদ্যাপতি যে মিথিলাবাসী এ কথাও মিথিলার কোন লেখক আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন নাই। বাঙ্গালীর অনুসন্ধানেই এ সংবাদ প্রথমে জানা যায়। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া মিথিলায় অনুসন্ধান করিলে বিদ্যাপতির বিস্তর পদ পাওয়া যায় এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারা যায়, কিন্তু আমরা যদি বিদ্যাপতিকে বঙ্গবাসীই বলিয়া আসিতাম তাহা হইলেও বোধ হয় মিথিলা হইতে কোন প্রতিবাদ আসিত না। কেবল পুরুষপরীক্ষার ভূমিকায় চন্দ্র কবি লিখিয়াছেন কবি বিদ্যাপতির গীতাবলী দেশান্তরে মুদ্রিত হওয়াতে অত্যন্ত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই! এই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, কারণ মিথিলার কাছে বঙ্গদেশ নিতান্ত শিশু। মিথিলার কবিকেই আমরা বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া গৌরব করি। চন্দ্র কবির সহিত বিদ্যাপতির ভাষা সম্বন্ধে আমার পত্রাদি বিনিময় হয়। তিনি বলেন বিদ্যাপতির ভাষার আকার নানা, কোথাও প্রাকৃতের মত অথচ কোন প্রাকৃত তাহাও নির্ণয় করা যায় না। মিথিলার উত্তরে নেপালের তরাইয়ে সে কালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে মোরঙ্গ ভাষা বলিত। দেশেরও নাম মোরঙ্গ। বিদ্যাপতির গীতে সে দেশের ভাষা মিশ্রিত আছে এবং কোন কোন পদে 'পাহাড়ী মোরঙ্গ' বলিয়া গানের স্বর দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতি গৌড় ভাষাও কিছু ব্যবহার করিতেন।

পাঠ নির্ণয়

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কবি মিথিলাবাসী এবং মিথিলা ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে ভাষা কতক বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ বলিয়া আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি কিন্তু মিথিলা ভাষা জানা না থাকিলে সকল পদ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত ভাষার অনভিজ্ঞতাই এ দেশে পাঠবিকৃতি ঘটিবার একটী প্রধান কারণ। পদাবলীর লিপিপ্রণালী সংস্কৃত অনুযায়ী নয়। বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ঐ ভাষায় তাঁহার রচিত বিস্তর গ্রন্থ আছে। কিন্তু পদ রচনায় তিনি সংস্কৃতলিপি অথবা ব্যাকরণের নিয়মাবলী রক্ষা করেন নাই। স্থানে স্থানে প্রাকৃতের লিপিপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, অনেক স্থানে লিপিপ্রণালী তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। মিথিলায় সেই প্রাচীন প্রণালী প্রচলিত আছে, পুরাতন পুঁথির লিপি কেহ পরিবর্ত্তন করে না। বঙ্গদেশেও প্রথমে সেই লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। ক্রমে যেমন যেমন স্বতন্ত্র সংস্করণ হইয়াছে এ দেশের সম্পাদক ও সঙ্কলনকারগণ পুরাতন লিপি অশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে। এ দেশে আবৃত্তি কালে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ রক্ষিত

হয় না, মিথিলায় আবৃত্তির সময় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, এবং প্রধানত সেই কারণে পদাবলীর লিপিপ্রণালী ছন্দের অনুযায়ী। একই পদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই শব্দের বানান দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কেবল ছন্দের অনুরোধ। যেমন—জূঝল মনমথ পুন জে জুঝাএব সেহে কলাবতি নারী। যুদ্ধ শব্দ হইতে জূঝল ও জুঝাএব; এই শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উকার দুই পাওয়া যাইতেছে। তাহার কারণ আবৃত্তি করিবার সময় প্রথমটী দীর্ঘ ও দ্বিতীয়টী হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে হইবে। সেইরূপ কলাবতি শব্দের পরিবর্ত্তে কলাবতী লিখিলে ছন্দের দোষ হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তনে এ দেশের প্রায় সকল পদই দোষাশ্রিত হইয়াছে। সমস্ত পদ উদ্ধার করা অসম্ভব, সুতরাং কয়েকটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।—

রসবতী রমণী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥

আধুনিক সংস্করণে এ পদ এই আকার ধারণ করিয়াছে। মূল পাঠ এইরূপ—

রসবতি রমণি রতন ধনি রাহী।
রাস রসিক সহ রস অবগাহী॥

রাহী রাধা শব্দ হইতে, ধ স্থানে হ হইয়াছে। হ্রস্ব ইকারান্ত রাই শব্দ হইলে এখানে ছন্দের দোষ হয়। মিথিলার পদাবলীতে রাহী শব্দ অনেক স্থানে পাওয়া যায়—

সহজহি সুন্দরি বড়ি রাহী।
কি করতি অধিক পসাহী॥

রাধার বিরহের অবস্থায় দূতী গিয়া মাধবকে কহিতেছে—

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥

পেখনু বাঙ্গলা ভাষার প্রয়োগ, অতএব অশুদ্ধ। মিথিলা ভাষায় পেখল, পেখলোঁ এই দুই আকার হইতে পারে। যেটী ছন্দের উপযোগী সেইটী ব্যবহৃত হইবে। এই পংক্তির পাঠ এইরূপ হইবে—

পেখল কলাবতি প্রিয় সখি মাঝে।

কতকগুলি শব্দ, যেমন কো, যো, সো, মিথিলা ভাষায় আদৌ নাই, এদেশে ব্রজবুলির অনুকরণ করিতে গিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রজবুলি এবং মিথিলার ভাষায় সাদৃশ্য থাকিলেও দুই ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কে, যে, সে যেমন বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, মিথিলা ভাষায়ও সেইরূপ হয়, এবং বিদ্যাপতির রচনাতেও সেইরূপ আছে। সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা—হইবে কে বিহি।

যো বিনু তিল এক রহই ন পারিয়
সো ভেল পর অনুরাগী।

যো শব্দের পরিবর্ত্তে যে এবং সোর স্থানে সে হইবে। কোই, যোই, সোই শব্দের প্রয়োগ আছে। না, নাহি শব্দ কুত্রাপি প্রয়োগ হইবে না, অথচ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও ছন্দ ভঙ্গ হয়। ন, নহি, নই, এই তিন আকারে বিদ্যাপতির পদে দেখিতে পাওয়া যায়। লিপির পরিবর্ত্তনে সময় সময় অর্থের গোল হয়। পঙার শব্দের অর্থ দুই, বানান এক রকম। অধর নীরস জনি সুরঙ্গ পঙার শব্দের অর্থ প্রবাল,

আবার রুধিরে ভরল কিসে সুরজ পঙার, এখানে পঙার অর্থে প্রণালী, জল যাইবার পথ। মিথিলার লিপিতে এরূপ গোল নাই। প্রবাল শব্দ হইতে পবার এবং প্রণালী শব্দ হইতে পনার হইয়াছে। ছুধক পরসে পবার ধবল ভেল, এই চরণে পবার অর্থে প্রবাল; বসন লোটাএল সুরজ পনারে, এই চরণে পনার অর্থে প্রণালী। মূল ও অপভ্রংশ শব্দের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়, এবং অর্থেরও কোন সংশয় হয় না। এইরূপ গৌয়ারল অথবা গোঙারল মিথিলার লিপিতে গমাওল, সোঙরি সুমরি লিখিত হয়। পঁহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু মিথিলার লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, পহু লিখিত হয়। মূল শব্দ যখন প্রভু তাহার অপভ্রংশ পহু হইবে, চন্দ্রবিন্দু বঙ্গদেশের যোজনা। মৈথিল শব্দ ঐসন বাঙ্গলায় ঐছন হইয়া গিয়াছে, ভৌহ (ভ্রূ) ভাঙ হইয়াছে। লিপিকরের প্রমাদে দুই একটী নূতন শব্দও সৃষ্ট হইয়াছে। স্নেহ হইতে সিনেহ, নেহ, মিলনার্থে সিনেহা, নেহা। প্রাচীন লিপিতে ন এবং ল দেখিতে প্রায় এক রকম। মিথিলার লিপি প্রণালীতেও সেইরূপ। মিথিলাতে এখন পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীতে সর্ব্বত্র নেহ শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়, লেহ কোথাও পাওয়া যায় না। এ দেশেও প্রাচীন পুঁথিতে নেহ শব্দ আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে লেহ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একটী নূতন শব্দ সৃষ্ট হইল। বিদ্যাপতির রচনায় যেখানে লেহ শব্দ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে মূলে নেহ শব্দ ছিল। মিথিলার পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বড় সতর্ক, সাধ্যমত প্রাচীন শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে দেন না।

ছোট খাট এমন অসংখ্য শব্দের অশুদ্ধি ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। এখন গুরুতর পাঠ পরিবর্ত্তন ও বিকৃতির উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে যে সকল পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলি অধিকাংশই প্রমাদান্তর মাত্র। মূল পাঠও ভ্রমাত্মক। বিশুদ্ধ ও যথার্থ অর্থযুক্ত পাঠ নিরূপণ করিতে হইলে মিথিলার সহায়তা ভিন্ন হয় না। এ দেশে প্রচলিত প্রায় সকল পদই পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে মিথিলায় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির রচনায় বিশেষ অধিকার আছে এমন কোন মিথিলার পণ্ডিতের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। মিথিলা ভাষা কিছু জানা থাকিলে এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়া স্থানে স্থানে যথার্থ পাঠ নির্ণয় করা যায়। সকল প্রকার উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছায় পাঠ নির্ণয় করা অসম্ভব।

মাধবের পূর্ব্বরাগের একটী পদ—

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি। ইত্যাদি।

গোড়াতেই অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহুসি পলটি নিহারি।

বিহুসি শব্দের অর্থ মুচ্‌কিয়া হাসিয়া। এই পদের ভণিতা—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥

এই পদ মাধবের উক্তি। রাধাকে দেখিয়া তিনি অধীর হইয়াছেন, দূতীকে সেই কথা বলিতেছেন। টীকাকারেরা ভণিতার অর্থ করিয়াছেন, কবি আপনাকে নায়ক হইতে অভিন্ন করিয়া, স্বয়ং নায়করূপে

কহিতেছেন, সে রমণী, অর্থাৎ রাধা, পুনরায় কি আমাকে মিলিবে? বিদ্যাপতির কোন পদে এরূপ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভণিতায় হয় কোন রাজা অথবা অপর ব্যক্তির নাম থাকে, কিম্বা কবির নিজের উক্তি থাকে, অথবা পদ যাহার উক্তি তাহার প্রতি কবির কোন কথা থাকে। মাধবের সহিত অভিন্ন হইয়া কবির পক্ষে কোন কথা বলা দোষাবহ, এবং বিদ্যাপতি কোথাও এরূপ বলেন নাই। সুতরাং এই ভণিতার এরূপ পাঠ বিকৃত ও দোষাশ্রিত। আর একটী পাঠ আছে সেইটী শুদ্ধ—

ভনই বিদ্যাপতি শুন যদুপতি
চিত থির নহি হোয়।
সে যে রমণি পরম গুনমণি
পুন কি মিলব তোয়॥

এই পাঠ সঙ্গত ও সদর্থযুক্ত হইল। পদ মাধবের উক্তি। পদের শেষে কবি মাধবকে কহিতেছেন, শুন যদুপতি, তোমার চিত্ত স্থির হইতেছে না, সেই যে পরম গুণবতী রমণী, তোমাকে কি আবার মিলিবে? তোয় শব্দের অর্থ তোকে। পদাবলীর সর্ব্বত্র তুই, তোকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দ শ্রুতিমধুর ও সুসঙ্গত।

বিধি বড় দারুণ বাধতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়নে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতী
ইহ রস কুপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণে॥

কুপ শব্দের পাঠান্তর কোপ দেওয়া আছে। দুইটী শব্দই অশুদ্ধ। প্রকৃত শব্দ রূপ। পাঠ এইরূপ হইবে:-

বিধি বড় দারুন বধইতে রসিক জন
সোপল তোহর নয়ানে॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস রূপ যে জানে॥
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি বিরমানে॥

বিরমাণ শব্দ রমণ শব্দের রূপান্তর, অর্থ বল্লভ।

মাধবের পূর্ব্বরাগে আর একটী পদের আরম্ভ নিম্ন রূপ:—

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নেহারি রহল দুই নয়না॥

নিমিখ নেহারি, নিমেষের তরে চাহিয়া, অর্থাৎ শশীমুখী দুই চক্ষে নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল। এই অর্থই করা হইয়াছে, অথচ ইহা যে কিরূপ অসঙ্গত হইতেছে তাহা টীকাকারের উপলব্ধি হয় নাই। নিমেষ মাত্র

চাহিতে হইলে প্রায় কটাক্ষে চাহিয়া থাকে, দুই চক্ষে নয়; আর নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল কি রকম? কোনও ক্রিয়ার সহিত 'রহিল' শব্দ যোগ করিলে কালের দীর্ঘতা সূচিত হয়, যেমন আমি বসিয়া রহিলাম, সে তোমার পথ চাহিয়া রহিল। নিমেষ মাত্র দেখিল বলা যাইতে পারে, কিন্তু নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল বলিলে ভুল হয়। অতএব এই পাঠ অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ এদেশেই পাওয়া যায়। নেহারি শব্দের পরিবর্তে নিবারি হইবে :—

কিয়ে মঝু দিঠি পরলি শশি বয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুই নয়না॥

চাহিয়া থাকা শশিমুখীর পক্ষে নহে, মাধবের পক্ষে। শশিমুখী আমার দৃষ্টিতে পড়িল, দুই চক্ষু নিমেষ নিবারণ করিয়া রহিল, অর্থাৎ আমি নিমেষশূন্য হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোর॥

ইহার অর্থই হয় না, কিন্তু এদেশের টীকাকারেরা সে কথা সহজে স্বীকার করেন না, তাহাতে পসারের ক্ষতি হয়, সুতরাং একটা না একটা অর্থ করিয়া দেন। পাঠ বিকৃত হওয়াতে অর্থ হয় না। শুদ্ধ পাঠ এই :—

বিদ্যাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝই ন বুঝ ইহ রস ভোর॥

এ রসে ভোর (মাধব তোমার প্রেমে আকুল), বুঝিয়াও বুঝে না।

চান্দ দিনহি দীন হীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীনা॥

এই পদে পাঠের দোষ অতি সামান্য, কিন্তু ফলে অর্থের দোষ বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থ হইয়াছে, চাঁদ (প্রত্যেক) দিনে দীনহীন হয় কিন্তু মাধব ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। চাঁদও কি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হয় না? প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষীণ হয়, ক্ষয়ের পরিমাণ একদিনে এক কলা। শুদ্ধ পাঠ ও সঙ্গত অর্থ এই :—

চাঁদ দিনহি দিন হীনা।
সে পুন পলটি খন খন খীনা॥

চাঁদ দিনে দিনে হীন হয়, সেই চাঁদ আবার ফিরিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে, অর্থাৎ চন্দ্র এক পক্ষে হ্রাস অপর পক্ষে পুষ্ট হয়, কিন্তু তাহা না হইয়া কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন হীন হইয়া যদি আবার শুক্লপক্ষে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয় মাধবেরও সেই দশা হইয়াছে। মাধবের তানব অবস্থা বর্ণনে এই অত্যুক্তি।

একে ধনি পদুমিনী, সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটি॥

এই পাঠ অশুদ্ধ। আর একটী পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় সেইটী শুদ্ধ—

একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে করু করুণা কোটি॥

করুণা অর্থে কাতর মিনতি। সহজহি অর্থে স্বভাবতঃ, সোজা নয়। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় যে অর্থে সহজ ব্যবহৃত হয়, বিদ্যাপতির রচনায় কোথাও সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সহজ শব্দের যে মূল অর্থ, সহজাত, স্বাভাবিক, সেই অর্থে তিনি সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রথম মিলনের পর সখী রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

কহ সখি সাঙরি ঝামর দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥

এই পদে প্রমাদ দুই প্রকার, অর্থের এবং লিপিকরের। সাঙরি শব্দের অর্থ সোঙরি (স্মরণ করিয়া) করিয়া টীকাকারেরা একটা ভারি রকমের খিচুড়ি পাকাইয়াছেন। নয়লি, লিপিকরের ভ্রম, তাহা হইতে অর্থভ্রমও ঘটিয়াছে। লেহা লিপিকর প্রমাদে সৃষ্ট শব্দ। নয়লি শব্দের অর্থ হইয়াছে নূতন। এই পদের অবিকৃত পাঠ নিয়মত :—

কহ সখি সামরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে লয়লি নেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনি নিরস পবার।
কোন লুটল তুয় অমিয় ভণ্ডার॥

সামরি অর্থে শ্যামা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও রাধাকে শ্যামালক্ষণযুক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পদের অর্থ, কহ সুন্দরি, (তোমার) মলিন দেহ কেন? কোন পুরুষের সঙ্গে স্নেহ ঘটাইয়াছিস্? সুন্দর রাগযুক্ত অধর যেন নীরস প্রবাল, তোর অমৃত ভাণ্ডার কে লুঠিল? মিথিলার পাঠে যৎসামান্য প্রভেদ আছে :—

সামরি হে ঝামরি তোর দেহ।
কী কহ কইসেঁ উপজল নেহ॥
নিরসি ধূসর করু অধর পবার।
কোন কুবুধি লুটু মদন ভণ্ডার॥

এই পাঠ উৎকৃষ্ট।

নব সমাগমের আশঙ্কার ভণিতায় :—

ভণয়ে বিদ্যাপতি তথনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান॥

পাঠের একটু দোষ হওয়াতে অর্থেরও কিছু দোষ হইয়াছে। কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, প্রভাত হয় কে দেখিতে পায় না? ইহাতে পদের ভাব রক্ষিত হয় না। বরং এরূপ অর্থ করা যায়—সখি, প্রভাত হইল (কি না) কেহ দেখে না (প্রভাত হইলে শয়ন-মন্দিরে থাকিবার আশঙ্কা দূর হয়)। শুদ্ধ পাঠ এই—

বিদ্যাপতি কবি তথনুক ভান।
কোই ন কহত সখি হোয়ত বিহান॥

স্থানে স্থানে মূল রচনার পরিবর্ত্তে দুই একটী অপেক্ষিত শব্দ বসাইয়া দিয়াছে। তাহাতে অর্থসঙ্গতির ন ঘটিলেও ভাষার সঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে :

কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার ॥

এমতি থাকার এদেশের লিপির অথবা রীতের গুণপনা। প্রকৃত পাঠ :—

কঁহা নহি শুনিয় এহন পরকার।
করয় বিলাস দীপ লই জার ॥

অপ্রচলিত অথবা অজানিত শব্দ হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অর্থকৃচ্ছ্র উৎপাদন করে :—

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।

বোলন শব্দের অর্থ লইয়া নানাবিধ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দটাই যে ভুল তাহা মিথিলার পাঠ হইতে বুঝিতে পারা যায়—

বেসনি রসিক বিলাসিনি ছোট।

বেসনি শব্দের অর্থ বয়স, তরুণ। রসিক তরুণ, বিলাসিনী ছোট, এই অর্থ হইল।

এই পদেই আছে :—

দরশন পরশন দুয় অনিবারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে ॥

অনিবার শব্দের অর্থ হইয়াছে অনবরত, মুহিরের, কন্দর্প। পদের অর্থও তদনুযায়ী হইয়াছে। সঙ্গত ও শুদ্ধ পাঠ :—

দরশন পরশন দুঅও নিবারে ;
মোহরে মুদল জনি রতন ভণ্ডারে ॥

মিথিলার পাঠে আর কোনরূপ সংশয় থাকে না।—

গুরুজন পরিজন দুঅও নিবার।
মোহর মুদল অছি মদন ভণ্ডার ॥

গুরুজন পরিজন উভয়ের নিবারণে মদন ভাণ্ডার মোহরে বন্ধ আছে।

এই পদের ভণিতা :—

বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ॥

অসঙ্গত ও নিরর্থ। স্পর্শ করিতে ভয়ে নায়িকা হাত ঠেলিয়া দিতেছে ইহাতে বিদ্যাপতির অতিশয় সুখ হইবে কেন ? মিথিলার পাঠে ভণিতা এইরূপ :—

ভনহি বিদ্যাপতি এহো রস জান ;
রায় শিবসিংহ লখিমা বিরমান ॥

বসন্ত বর্ণনে—

দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড ॥

লিপি প্রমাদে পৌগণ্ড শব্দ আসিয়াছে। প্রকৃত পাঠ এইরূপ হইবে :—

দিনকর কিরণ ভেল পৈ গণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড ॥

দিনকর কিরণ অঙ্গভূষণ হইল, কেশর কুসুম হেমদণ্ড ধরিল।

গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আনহি অবতারা॥

দ্বিতীয় চরণের অর্থ হইয়াছে, চন্দ্র ভিন্নই অবতার। পাঠে দোষ আছে। শুদ্ধ পাঠ :-

গগনে উদয় কত তারা।
চান আন নহি হো অবতারা॥

চন্দ্র অন্য অবতার হয় না, অর্থাৎ চন্দ্র এক।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমক সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥

এই পদে পাঠবিকৃতির চূড়ান্ত ঘটিয়াছে। তৃতীয় চরণের কিছু মাত্র অর্থ হয় না, তথাপি টীকাকারদিগের ধন্য সাহস যে তাঁহারা অর্থ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই! সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? শুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

সখি হে বুঝল কাহ্ন গোআর।
পিতড়ক টাড় কাজ কওনে তহ
উপরে চকমক সার॥
আঁখি দেখইত কূপ খসি খসল
কাহে গহল দুই বাটে।
চন্দন ভরমে সামর আলিঙ্গল
শেল রহল হিয় কাঁটে॥

সখি, বুঝিলাম, কানাই মূর্খ। পিতলের তাড়ে (বাহুটীর মত অলঙ্কার বিশেষ) কি কাজ, উপরে চকমক সার। চক্ষে দেখিয়া কূপে পতিত হইলাম, দুই পথ কেন অবলম্বন করিলাম; (নিজ কুল রক্ষা ও শ্যামের প্রেম এই উভয় পথ কেন গ্রহণ করিলাম)? চন্দন ভ্রমে শিমূল গাছ আলিঙ্গন করিলাম, হৃদয়ে শেলতুল্য কণ্টক রহিল।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
খগরি খসল কুচ চীর হামার॥

ঘগরি অর্থে ঘাগরা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির রচনায় ঘাগরার উল্লেখ কোথাও নাই। রাধার বেশ বর্ণনায় সাড়ীর উল্লেখ আছে, ঘাগরার নাম নাই। পাঠ এই :—

একলি অছলোঁ হম গাঁথইতে হার।
সসরি খসল কুচ চীর হমার॥

সসরি—স্রস্ত হইয়া, সরিয়া। বক্ষের কাপড় সরিয়া পড়িয়া গেল।

হসি বহুবল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল॥

বহু এবং বল্লভ দুইটী শব্দ করিয়া টীকাকারেরা অর্থ করিয়াছেন, বল্লভ হাসিয়া বহু আলিঙ্গন দিল। বহুবল্লভ এক শব্দ, অর্থ বহু নায়িকার বল্লভ। জয়দেবে এই শব্দ কয়েক স্থানে পাওয়া যায়।

প্রলয় পয়োধি জলে তনু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

এখানে কেবল পাঠের দোষ ঘটে নাই, অলঙ্কারের বিশেষ দোষ ঘটিয়াছে। প্রলয় অমঙ্গলসূচক শব্দ, এমন স্থলে এরূপ উপমা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শুদ্ধ পাঠ অন্যরূপ :—

প্রণয় পয়োধি জলে তনু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কে বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

প্রণয় পয়োধি জলে দেহ মগ্ন হইল, ইহা যুগ অবসান নয়।

কিঙ্কিণী কঙ্কণে করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতিক হু
ঐছনে সকল শোহে॥

তুরিযতিক হু—তৌর্য্যত্রিক হইয়া। হু শব্দের অর্থ হইয়া বিদ্যাপতিতে কোথাও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ স্থলেও লিপিকর প্রমাদ।—

কিঙ্কিনি কঙ্কন করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিত যতি কহ
ঐসন সকল শোহে।

কিঙ্কিণী কঙ্কণ নূপুর কলরব কামের নৃত্যে দ্রুত তালে কহিতেছিল (রক্ষা করিতেছিল)।

প্রিয় মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥

ওজ শব্দের অর্থ এদেশেরও সকল সংস্করণেই ভ্রমাত্মক। কেহ করিয়াছেন আগ্রহে, কেহ পদ্ম, কেহ চন্দ্র করিয়াছেন। মিথিলার পাঠে কোন সংশয় থাকে না—

পিআ মুখ সুমুখি চুম্ব তেজি ওজ।

চান অধোমুখ পিবএ সরোজ॥

ওজ অর্থে ছল, ছলনা। সুমুখী ছলনা ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের মুখচুম্বন করিল।

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা।

বরকে জীবন কয়ল পরাধীন

নহি উপকার এক ঠামা॥

বরকে, কামুক, লম্পট ইত্যাদি বিচিত্র অর্থ হইয়াছে। প্রকৃত পাঠ বল কয়, বল করিয়া, বল পূর্ব্বক।

মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ

পহিলহি জানন ন ভেলা।

জানন ন ভেলা থাকিলে শুধু ছন্দ পতন হয় না, আবৃত্তি করাই কঠিন হইয়া পড়ে। জানি ন ভেলা পাঠ হইবে। মিথিলার পদে এবং নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়--

হৃদয় তোহর জানি ন ভেলা।

পরক রতন আনি মোএ দেলা॥

তোর হৃদয় জানা হইল না (জানিতাম না), পরের রত্ন আনিয়া আমি দিলাম।

হামুছন না টুটব লেহা।

সুপুরুখ বচন পাষাণক রেহা॥

হামুছন, অর্থ আমার সঙ্গে। কিন্তু শব্দ কোন দেশের, কোন ভাষার? মিথিলার নয়, বাঙ্গালারও বোধ হয় না। পাঠ এইরূপ হইবে—

মন ছল ন টুটব নেহা।

সুপুরুখ বচন পসানক রেহা॥

মন ছল—মনে ছিল, আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী

থির বিজুরি পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

স্থির বিদ্যুৎ কি রকম? রূপবতী রমণীর সহিত স্থির বিদ্যুতের উপমা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে বর্ষা বর্ণন, ভরা ভাদ্র, বজ্রবৃষ্টিপাতের সঙ্গে স্থির বিদ্যুৎও কি কবিকল্পনা? এখানেও পাঠের ভ্রম। পদামৃত সমুদ্রে নাথির বিজুরিক পাঁতিয়া আছে। অথির পাঠ ও পাওয়া যায়। শুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি—

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনি

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমায়ব

হরি বিনা দিন রাতিয়া॥

সঙ্কলন ও টীকাকারগণ একটু যত্ন করিলেই এরূপ ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে, কারণ ইহার জন্য মিথিলার সাহায্য আবশ্যক হয় না।

হিমকর পেখি আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহতহি টেরি॥
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥

এই পদে দ্বিতীয় চরণের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে - নয়নের কজ্জল লইয়া রাহু অঙ্কিত করে, তাহার সহিত কুপিত হইয়া কথা কয়, অর্থ রাহু চন্দ্রকে কেন গ্রাস করে না, এই জন্য তাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করে। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে ও মিথিলায় এই চরণের পাঠ অন্যরূপ এবং তাহার অর্থও সুসঙ্গত—

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তোহর বিলাসিনি পেখলো বিয়োগিনি
অবহু পলটি ঘর আসী॥
হিমকর হেরি অবনত করু আনন
করু করুনা পথ হেরী।
নয়ন কাজর লই লিখএ বিধুন্তুদ
ভএ রহ তাহেরি সেরী॥

শেষ চরণের অর্থ নয়ন-কজ্জল লইয়া রাহু অঙ্কিত করে ও তাহার শরণার্থী হয়।

সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড় লোরা॥

পাঠ বিকৃতির এই একটী উত্তম দৃষ্টান্ত। দেহ লীনা গণি পন্থ নেহারই তোরা, একজন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, বোধ করি তোমার পথ চাহিয়া তাহার দেহ লীন প্রায় হইয়াছে। কোথাও পাঠ আছে দেহ ক্ষীণা গণি, অথচ শুদ্ধ পাঠের জন্য মিথিলায় সন্ধান করিতে হয় না, পদামৃত সমুদ্রেই পাওয়া যায়। লিপি-করের অজ্ঞতায় নূতন শব্দের দৃষ্টান্তও এই পদে আছে। লোর শব্দ এখন সচরাচর চলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মিথিলায় নোর লেখে। বিদ্যাপতির রচনায় নোর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, লোর পাওয়া যায় না। প্রাচীন পুঁথিতে সর্ব্বত্র শব্দ নোর, এখনও ঐরূপ লেখে। পদের শুদ্ধ পাঠ এই—

সে যে সোহাগিনি দেহলি লাগলি
পন্থ নিহারই তোরা।

নিচল লোচন   ন শুন বচন

ঢরি ঢরি পড়ু নোরা ॥

দেহলি বহির্দ্বার, ডেউড়ী শব্দ এই শব্দ হইতে হইয়াছে। বহির্দ্বারে লাগিয়া, অর্থাৎ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া। দরজার পাশে দাঁড়াইয়া তোর পথ দেখিতেছে।

শব্দের অর্থ না জানায় কিরূপ শব্দ বিকৃত হয় এই পদেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

তুসসি তুসসি   পড়ু খসি খসি

আলি আলিঙ্গন চাহে।

যাকর বেয়াধি   পরাধান উখধ

তাকর জীবন কাহে।

তুসসি যখন কোন শব্দই নাই তখন তাহার যে নানারূপ বিচিত্র অর্থ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রাচীন লিপিতে উ, তু, ও, এই তিনটীর আকার এক রকম। প্রকৃত শব্দ উসসি (উষসি), অর্থ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া। বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া খসিয়া পড়ে। পাঠ এইরূপ—

উসসি উসসি   পড়ু খসি খসি

আলি আলিঙ্গন চাহে।

জকর বেয়াধি   পরাধীন ঔখধ

তকর জীবন কাহে ॥

পদকল্পতরুতেই কবিশেখরের পদে এই উষসি শব্দ আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র সঙ্কলন বা টীকা হয় নাই বলিয়া তাহার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই, মূল শুদ্ধ শব্দটিই রহিয়া গিয়াছে—

উষসি উষসি খসি পড়ু নোর।

গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর ॥

এই কবিশেখর বিদ্যাপতি স্বয়ং। সে কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

পাঠ পরিবর্ত্তনে যে সকল স্থানে অর্থদোষ ঘটিয়াছে সেইরূপ কতকগুলি উদাহরণ সংগৃহীত হইল। প্রাচীন লিপি ও বর্ণযোজনা প্রণালীর পরিবর্ত্তনে ছন্দ প্রভৃতির যে সকল দোষ হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে সমগ্র পদাবলী উদ্ধৃত করিতে হয়। কিন্তু উহাও পাঠ নির্ব্বাচনের অঙ্গীভূত, অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী পদ উদ্ধৃত করিব. একটী ভাবোল্লাসের অতি মধুর পদ। প্রচলিত সংস্করণে পদটী এই আকারে আছে—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।

পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥

আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।

যাওব হাম যতন তঁহু করবে ॥

রভস মাগব পিয়া যবহি।

মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥

কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।

করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥

সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

পদামৃত সমুদ্র, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া, এবং মিথিলার বানান বজায় রাখিয়া, পাঠান্তর নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পলটি চলব হম ইসত হসিয়া॥
রস নাগরি রমনী।
কত কত জুগুতি মনহি অনুমানী॥
আবেশে আচরে পিয়া ধরবে।
জাএব হম যতন বহু করবে॥
কঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
রভস মাঁগব পিয়া যবহি।
মুখ মোরি বিহুসি বোলব নহি নহি॥
সহজহি সুপুরুখ ভমরা।
মুখ কমল মধু পিয়ব হমরা॥
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে॥

প্রথম পাঠে ধুয়া নাই, পাঠান্তরে রস নাগবি রমণী কত কত জুগুতি মনহি অনুমানী ধুয়া। ভণিতার জীবনে ও ধেয়ানে শব্দে অর্থ এবং ভাবের অনেক প্রভেদ। ধ্যান শব্দের অর্থ তন্ময়তা, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া অপর জ্ঞানের লোপ। এই এক শব্দে সমস্ত পদের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ হইয়া গেল। এই 'যুক্তির অনুমান' প্রেমলালসার কল্পনা নহে, ধ্যান ধারণার তন্ময়তা।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা, সখি কি পুছসি অনুভব মোর ইত্যাদি পদকল্পতরুতে দেখিলে উক্ত কবির রচনা বলিয়াই মনে হয় না। পদকল্পতরুতে ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই, কবি বল্লভ আছে। এই কারণে শ্রীযুক্ত ভগবন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহাজন পদাবলী নামক প্রথম সঙ্কলনে এই পদটী নাই। পদকল্পতরুর পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে
অনুক্ষণ নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।

লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় যুড়ন নাহি গেলা ॥
বচন অমিয়া রস অনুক্ষণ শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়মু
না বুঝমু কৈছন কেলি ॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না দেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি ॥

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই পদ প্রথমে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন। সেই সময় হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী মধ্যে ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পাঠ মিথিলার, কিন্তু ইহাতেও কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। মিথিলার প্রকৃত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সখি হে কি পছুসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল ॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক ॥

পদ নির্ব্বাচন।

বিদ্যাপতির স্বদেশে, অর্থাৎ মিথিলায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার পদাবলী মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও লিখনাবলী দরভঙ্গায় মুদ্রিত হইয়াছে; দানবাক্যাবলী কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। মিথিলা ভাষায় রচিত কবির পদাবলী পুস্তকাকারে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাপতির পদ নির্ব্বাচন করিবার সময় এ দেশের সঙ্কলনকারগণ প্রধানতঃ পদকল্পতরুর সংগ্রহ অবলম্বন করেন। যে সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে সেইগুলি তাঁহারা বাছিয়া লইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কোন কোন আধুনিক সঙ্কলনে কয়েকটি নূতন পদ আছে, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা অল্প। পদকল্পতরু প্রকাশিত না হইলে বিদ্যাপতির পদাবলী স্বতন্ত্র প্রকাশিত হওয়া দুরূহ হইত। কীর্ত্তনানন্দ নামক গ্রন্থ খাগড়া বহরমপুরে রক্ষিত ছিল। উহাতে বিদ্যাপতির অনেকগুলি নূতন পদ আছে, কিন্তু সেগুলিও সংগৃহীত হয় নাই। গ্রিয়ার্সনের প্রকাশিত কোন পদ এ দেশের কোন সঙ্কলনে সঙ্কলিত হয় নাই।

নির্ব্বাচনের এই প্রণালী হইতে বুঝিতে হইবে যে ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম থাকিলে ঐ পদ উক্ত কবির, নাম না থাকিলে অথবা ভণিতা না থাকিলে উহা বিদ্যাপতির নহে। এই প্রণালী কতক প্রামাণ্য হইলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কয়েকটি এমন পদ আছে যেগুলি তাঁহার রচিত হইতে পারে না, কারণ ভাষা একেবারে বাংলা, মিথিলা ভাষা নয়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাপতি বাংলা ভাষায় রচনা করিতেন না। এই শ্রেণীর পদ এই সঙ্কলন হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

ভণিতাশূন্য অথবা অপর ভণিতাযুক্ত পদও যে বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে সে সম্ভাবনার আদৌ বিচার হয় নাই; অথচ এরূপ সংশয় হইবার কারণ অনেক দিন হইতে উপস্থিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পদকল্পতরুতে দুই স্থানে, পদামৃত সমুদ্রে ও গীতচিন্তামণিতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি আছে—

> সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
> পানি পয়োধর আপী।
> কনক শম্ভু জনি পূজি পুজারে
> ধএল সরোরুহে ঝাঁপি॥
> সখি হে মাধব কেলি বিলাসে।
> মালতি রমি অলি নাই অগোরসি
> পুন্হু রতিরঙ্গক আসে॥
> বদন মেরাএ ধএলহি মুখমণ্ডল
> কমল মিলল জনি চন্দা।
> ভমর চকোর দুঅও অরসাএল
> পীবি অমিঞ মকরন্দা॥

পাঠের সামান্ত প্রভেদ আছে, কিন্তু পদ এই। ভণিতা নাই বলিয়া এ দেশের কোন সঙ্কলনে বিদ্যাপতির রচিত পদ বলিয়া প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেও পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল। ইতিমধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও কয়েকখানি সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটিতে এই পদ সন্নিবেশিত হয় নাই। শুধু গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে কেন, কীর্ত্তনানন্দেও এই পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে। কীর্ত্তনানন্দ পুঁথিখানি ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, কিন্তু উহা সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্লবে এই পদটি আছে—

অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোঁহারি মন
রজনী গোঙাঅলি জাগি।
জমু পল্লাগী গজগে জল ঢালয়
পরশল সুরকিল মনে।
ঐছন হেরি তমু নাত করহ জমু
বেকত লুকাঅত কোণে॥
দ্বধক পরশে পঙার ধবল ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল।
গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল॥

যখন ভণিতা নাই তখন এ পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। শুধু তাহা নহে, যে আকারে ইহা পদকল্পতরুতে রহিয়াছে তাহাতে ইহার কিছুই অর্থ হয় না। এই অর্থশূন্যতার কারণ কেবল লিপিকরের অথবা মুদ্রাযন্ত্রের প্রমাদ নহে, ভাষার অনভিজ্ঞতা। এখন, এই পদের সহিত রাগতরঙ্গিণীর নিম্নোদ্ধৃত পদ তুলনা করুন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগপদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু সসিখণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালে ঝপলা।
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগী।
কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন
রয়নি গমউলহ জাগী॥
কারনে কোন অধর ভেল ধূসর
পুমু কোনে আরতি দেলা।
দূধক পরস পবার ধবল ভেল
অরুন মজিঠ ভএ গেলা॥

নবি পওোনারি গজেঁ গজি নড়াইলি
পরসলি সূর কিরনে।
অইসন দেখিঅ তমু কপট করহ জমু
বেকত মুকাওব কোনে॥
দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলম সাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা॥

এই দুইটি যে এক পদ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রভেদ এই যে মিথিলার পদে ছন্দচ্যুতি বা অর্থবিকৃতি ঘটে নাই। মিথিলার হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পদ এই আকারে রহিয়াছে, বিকৃত হইয়াছে বঙ্গদেশে। দশাবধান বিদ্যাপতি। মূল ভণিতা থাকিলে এই পদ রাধা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ভণিতা না থাকিলে অভিসারিণী মাত্রেই প্রযুজ্য।

এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। কেবল ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া পদ নির্ব্বাচন করিলে সঙ্কলন সম্পূর্ণ অথবা ভ্রমশূন্য হয় না। পদকল্পতরুতেই বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে, কতকগুলিতে ভণিতা নাই, অপরগুলিতে "কবিশেখর" ভণিতা আছে। কাব্যের প্রমাণ রচনায়, ভণিতায় নয়। বিদ্যাপতির রচনায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহাতে অপর কবিদিগের রচনা ও তাঁহার রচনায় ভ্রম হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মিথিলায় বিদ্যাপতির অনুকরণে অপর অনেক কবি পদ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া ভ্রম হয় না। বঙ্গদেশেও অনেক বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই বিশুদ্ধ মিথিলাভাষা রচনা করিতে পারেন নাই।

মিথিলায় তালপত্রের যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা বিদ্যাপতির বংশে রক্ষিত ছিল। সেই পুঁথিখানির ও নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিখানির সমস্ত পদ বিদ্যাপতির রচিত, ভণিতায় তাঁহার অথবা অপরের নাম থাকুক, কিংবা কাহারও নাম না থাকুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ দুইখানি পুস্তকেও সমগ্র পদাবলী নাই। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী, অসামান্য প্রতিভাশালী ও অক্লিষ্টকর্ম্মা ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি কত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিছু ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে। তিনি যে সহস্রাধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ সংশয় নাই।

পদ নির্ব্বাচনে প্রধানতঃ ভাষা ও রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। যেখানে যে পদ বিদ্যাপতির বলিয়া জানিয়াছি সংগ্রহ করিয়াছি, যে পদ সংশয়যুক্ত অথবা তাঁহার রচিত নয় ভণিতা থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে কয়েকটি পদ আছে সে গুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়। সঙ্কলনকার গায়কের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক গায়কের মুখে ভণিতার বিপর্য্যয় ঘটাতে কতকগুলি অপর পদ গ্রিয়ার্সন সংগ্রহ করেন। সে গুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি হইতে যে সকল পদ সংগ্রহ করি সে গুলি মিথিলায় কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতকে দেখাই। বিদ্যাপতির ভাষা ও কবিতার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা। যে সকল পদ সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান হইয়াছেন সেই সকল পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাচনকালে ভাষাগত ও রচনাগত বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কোন পদ নির্ব্বা-

চিত হয় নাই। মিথিলার পদগুলিও এইরূপে একটী একটী করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। কেবল তালপত্রের ও নেপালের পুঁথির পদ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছি।

তালপত্রের পুঁথি।

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে এই পু থি খানি বিশিষ্ট প্রমাণ। কবির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থ ও এই পুঁথি বরাবর একত্র রক্ষিত ছিল। ইহা বিদ্যাপতির স্বলিখিত নহে, কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত অনুমান করিলে অসঙ্গত বিবেচনা হয় না। অপভ্রংশ মিথিলা ভাষায় রচিত বলিয়া গীতাবলীর তাদৃশ সমাদর ছিল না তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই কালের অথবা ইহার অনেক পরের অনেক মৈথিল তালপত্রের পুঁথি দেখা গিয়াছে, উত্তম পরিষ্কার পত্র, অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত। পুঁথি লিখিবার তালপত্র দুই রকমের, এক পক্ষে অনেক দিন পুঁতিয়া রাখিয়া প্রস্তুত করা, আর এক সাধারণ পত্র। প্রথম শ্রেণীর পত্রগুলি উত্তম, মসৃণ, কালি ভাল ফোটে, পত্র শীঘ্র নষ্ট হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্র অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়, বহু দিনের হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, দেখিতেও অপরিষ্কার। পদাবলীর তালপত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। অনেক পত্রাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক পদ অসম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অযত্নে রক্ষিত হইবার প্রমাণ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নাই : প্রথম দুই খানি পত্র নাই, তাহার পর ৯ম পত্র নাই, তাহার পর ৮১ হইতে ৯৯ পত্র একেবারেই নাই, আবার ১০৩ সংখ্যা পত্র নাই। ১৩২ পত্রের পর আর নাই। পুঁথি অসম্পূর্ণ, কারণ একটী শিবগীতের মধ্যস্থলে পত্র শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণ পুঁথিখানি বিদ্যমান থাকিলে কাহার লেখা, কবেকার লেখা, জানিবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকিত। কত গীত লুপ্ত হইয়াছে তাহাই বা কে বলিবে? ইহাতে প্রায় ৩৫০ পদ আছে। পদ সাজাইবার কোন প্রণালী নাই। রাধাকৃষ্ণের গীত, শিব গীত প্রভৃতি একত্র রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ মহামূল্যবান। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা ও কাল্পনিক মত প্রচার করিবার সুযোগ এই পুঁথি হইতে রহিত হইবে। বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত, কতকগুলি মিথিলায় প্রচলিত, এরূপ একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর এক মত এই যে বঙ্গদেশে পদাবলী যেরূপ বিকৃত হইয়াছে, মিথিলাতেও সেইরূপ বিকৃত হইয়াছে। এই পুঁথি হইতে উভয় মত খণ্ডিত হয়। বঙ্গীয় ও মৈথিল বলিয়া পদাবলীর কোন বিভাগ নাই। এই তালপত্রের পুঁথিতে এদেশে প্রচলিত ও মিথিলায় প্রচলিত উভয়বিধ পদ আছে। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে যেরূপ বিকৃতি হইয়াছে মিথিলায় সেরূপ হয় নাই। না হইবারই কথা। বিদ্যাপতির ভাষা বঙ্গদেশের ভাষা নয়। তাঁহাকে যে আমরা বঙ্গভাষার আদি কবি বলি তাহা সম্মান ও শ্রদ্ধার অনুরোধে, বস্তুতঃ বিদ্যাপতির ভাষায় ও বঙ্গভাষায় অনেক মৌলিক প্রভেদ আছে। বৈষ্ণব কবিগণ পদরচনায় বিদ্যাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ভাষা বঙ্গভাষার অলঙ্কার স্বরূপ, তাহার অবয়ব অথবা প্রাণ নহে। অনেক শব্দ এরূপ আছে যাহার অর্থ আমরা জানি না, অথচ মিথিলা ও হিন্দী ভাষায় সেগুলি প্রচলিত শব্দ। ক্রিয়া শব্দে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ বঙ্গভাষায় আদৌ নাই, মিথিলা ভাষায় ও হিন্দীতে আছে। মিথিলায় যে ভাষায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করিতেন সেই ভাষায় এখনও মৈথিল কবিগণ কবিতা রচনা করেন, প্রভেদ এই যে বিদ্যাপতির ভাষা

প্রাচীন ভাষা, পরবর্তী কবিগণের ভাষা আধুনিক ভাষা। মিথিলায় বিদ্যাপতির পদাবলীর সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে, প্রাচীন শব্দের স্থানে কোথাও আধুনিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিকৃতি অথবা অর্থ-বৈষম্য হয় নাই। তবে মূল পদের ভাষাতেই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহার কারণ বিদ্যাপতি মিথিলা ভাষায় আদি কবি, অনেক রূপ ভাষা পরিবর্তন হইয়া ক্রমে তাহা মার্জ্জিত ও সরল হয়।

কতকগুলি শব্দবিপর্যায়ও তালপত্রের পুঁথি হইতে সংশোধিত হইয়াছে। যেমন জনি ও জনু। দুইটিকে এক শব্দ করিয়া প্রচলিত পদাবলীতে ব্যবহার করা হয়, অর্থ কখন যেন, কখন না কিংবা যেন না। তালপত্রের পুঁথিতে সেরূপ প্রয়োগ নাই। দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ—জনি অর্থে যেন, জনু অর্থে না। এইরূপ বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীতে কে, যে, সে প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে কো, যো, সো দেখিতে পাওয়া যায় ব্রজবুলি অথবা হিন্দীতে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, মিথিলা ভাষায় নয়। এই পুঁথিতে সর্ব্বত্র কে, সে ইত্যাদি আছে, এবং মিথিলায় ঐ আকারেই ব্যবহার হয়। শব্দের বানান লইয়া বড় গোল বাধিয়াছিল। ইকার, উকার, শ, জ, ন প্রভৃতি বটতলার পুস্তকে ও এদেশের হাতে লেখা পুঁথিতে একেবারে শাসনশূন্য বিবেচনা হয়। সেই কারণে বিদ্যাপতির যে সকল স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটিতে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে। আমাদের চক্ষে ইহা উত্তম হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছে বিপরীত, সংশোধন করিতে গিয়া আমরা শুদ্ধকে অশুদ্ধ করিয়াছি। স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে বিদ্যাপতির পদাবলী ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা, তখন দুইটি ভাষা প্রধান ছিল, সংস্কৃত ও প্রাকৃত; মিথিলা বা বাংলা প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে শব্দের বানানের নিয়ম একেবারে স্বতন্ত্র। বিদ্যাপতি সংস্কৃত শব্দ, প্রাকৃতে ঐ শব্দ বিজ্জাবই হয়। প্রিয় সংস্কৃত, পিঅ প্রাকৃত, কোনটার আকার পরিবর্তন করা যায় না। পদাবলীর ভাষা একেবারেই সংস্কৃতের অনুরূপ নয়, বরং কিছু প্রাকৃতের অনুরূপ। ক্রমে মিথিলা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি বা পুস্তকের বানান কেবল যে লিপিকরের প্রমাদ এরূপ অনুমান করাই ভ্রম। এই তালপত্রের পুঁথি হইতে তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। লিপিকর কৃতবিদ্য ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রহেলিকাদির টীকা, দুরূহ শব্দাদির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে লিপিকর অজ্ঞ ছিলেন না। এই তালপত্রের পুঁথিতে বিদ্যাপতির রচিত কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে। তাহাতে একটিও বর্ণাশুদ্ধি নাই। অতএব ভাষার পদ সমূহে যে সকল বানান ভুল মনে হয় সেগুলি ইচ্ছাকৃত। ইহার কারণ কি?

প্রথম কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত নয়, শব্দ বানান করিবার প্রণালীও সংস্কৃতের অনুরূপ নয়। ঠিক প্রাকৃতের মতও নয়। সংস্কৃতে যে সকল নিয়ম আছে তাহা রক্ষিত হয় না, প্রাকৃতের নিয়মাদিও রক্ষিত হয় না। ঋ, র, ষয়ের পর সংস্কৃতে ণ হয়, পদাবলীর শব্দের বানানে সে নিয়ম নাই। ণয়ের প্রয়োগ বড় বিরল। সর্ব্বত্রই 'চরন' লেখা, 'চরণ' দেখিতে পাওয়া যায় না। শ বড় ব্যবহৃত হয় না, প্রায় স দেখা যায়। য়র স্থানে সচরাচর অ ব্যবহার হয়। মিথিলা ভাষায় ষয়ের উচ্চারণ খয়ের মত, এজন্য ষ স্থানে খ ও খ স্থানে ষ লিখিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, শব্দের বানান উচ্চারণের অনুরূপ। বঙ্গভাষায় যুবতী ও জুবতী উভয়রূপ লিখিলেও উচ্চারণ একরূপ, কিন্তু মিথিলা ভাষায় য লিখিলে উচ্চারণ য় হইবে। সংস্কৃত শব্দ যুবতী। কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীতে উচ্চারণ জুবতী, এই জন্য তালপত্রের পুঁথিতে জুবতী লিখিত আছে। জৌবতী শব্দ কবিপ্রয়োগ। এইরূপ এই তালপত্রের

পুঁথিতে শিবসিংহ শব্দের পরিবর্তে সিবসিংঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও উচ্চারণের অনুরূপ বানান।

ইকার ও উকারের নিয়ম বড় সূক্ষ্ম ও কঠিন। বঙ্গদেশে তাহা জানা না থাকায় এ দেশে প্রচলিত পদাবলী অত্যন্ত বিকৃত ও দোষাশ্রিত হইয়া গিয়াছে। বাংলা কবিতার ছন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলীর ছন্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে ছন্দ অক্ষর গণনা করিয়া হয়, বিদ্যাপতির পদে ও আধুনিক মৈথিল কবিতায় মাত্রাবৃত্তি। বিদ্যাপতির ছন্দ দেখিতে পয়ার ত্রিপদীর মত, কিন্তু পয়ারও নয় ত্রিপদীও নয়। বিদ্যাপতি গানের নিমিত্ত পদ রচনা করিতেন, কিন্তু সে জন্য যে আবৃত্তির সময় ছন্দ রক্ষা করা যায় না এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম। বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। ছন্দের প্রতি দৃষ্টি না রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তবে পদাবলীর ছন্দ অনেক স্থানে সংস্কৃত ছন্দ নয়, পিঙ্গলাচার্য্যের প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুযায়ী। মিথিলায় এই সকল ছন্দের স্বতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে। মাত্রা ও ছন্দের অনুরোধে ইকার উকার হ্রস্ব দীর্ঘ হয়, সংস্কৃতের মত বাঁধাবাঁধি নাই। আমরা বঙ্গদেশে তাহার কিছুই জানি না, সুতরাং ইকার উকার সংশোধন করিতে গিয়া প্রায় সমুদায় পদের ছন্দোভঙ্গ করিয়াছি। মাত্রা ও ছন্দ রক্ষার জন্য একই শব্দের ইকার উকার কোথাও হ্রস্ব কোথাও দীর্ঘ হইবে, এমন কি সময় সময় আকার পর্য্যন্ত হ্রস্ব হইয়া অকারের মত উচ্চারিত হয়, যেমন আবে (এখন) কোথাও কোথাও অবে উচ্চারিত হয়। কি কী, কামিনি কামিনী, ধির ধীর এইরূপ অনেক স্থানে পাওয়া যাইবে। ইহা বানান ভুল নয়, ছন্দ রক্ষা করিবার উপায়, সংশোধন করিতে গেলেই ছন্দ ভঙ্গ হয়। কি একমাত্রা, কী দুই মাত্রা।

তালপত্রের পুঁথি হইতে এইরূপ অনেক কথা জানিতে পারা যায়। যে আকারে পদগুলি পুঁথিতে রহিয়াছে উহাই শুদ্ধ ও সংস্কৃত; সংশোধন করিতে যাইলে অশুদ্ধ ও অসংস্কৃত হইয়া যাইবে।

প্রবাদ আছে যে এই তালপত্রের পুঁথি বিদ্যাপতির প্রপৌত্রের লিখিত। এই পুঁথিখানি যে তাঁহার বংশে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত গ্রন্থের ন্যায় ও প্রাচীন অপর মৈথিল গ্রন্থের ন্যায় এই পুঁথিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এক কালে মিথিলা ও গৌড়ের লিপি অভিন্ন ছিল, এখন উভয় দেশে কিছু প্রভেদ হইয়াছে।

রাজকর্ম্ম উপলক্ষে দরভঙ্গায় থাকিতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত এই পুঁথিখানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট উহা পাইয়াছি। এই পুঁথি ও বিদ্যাপতির হস্তলিখিত ভাগবত পুঁথি তরৌণী গ্রামে ৺ লোকনাথ ঝার গৃহে রক্ষিত ছিল।

নেপালের পুঁথি।

এখানিও তালপত্রে লিখিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে গিয়া রাজদরবারের পুস্তকালয়ে দেখিতে পাইয়া দরবারের অনুমতি লইয়া কলিকাতায় লইয়া আইসেন। এখানিও প্রাচীন গ্রন্থ এবং মিথিলার লেখা। কোন কোন শব্দের যেরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহাতে অনুমান হয় যে পুঁথিখানি মিথিলার উত্তরে মোরঙ্গপ্রদেশে (তরাইয়ে) লেখা। পুঁথিখানি সম্পূর্ণ, লিপি উত্তম, তালপত্র-গুলি উত্তম অবস্থায় রক্ষিত আছে। গ্রন্থশেষে একখানি সূচীপত্র আছে। এরূপ সূচীপত্র প্রাচীন হস্ত-

লিখিত পুঁথিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পদ সাজাইবার কোন নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। লেখক যেমন পাইয়াছেন লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এই পুঁথিতে প্রায় ৩০০ পদ আছে। কতকগুলি পদ বঙ্গদেশে ও মিথিলায় পাওয়া যায়, অনেকগুলি মিথিলায় প্রাপ্ত তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া যায়, আবার অনেকগুলি নূতন। কিন্তু এই পুঁথিখানি কোন উত্তম পুঁথি দেখিয়া লিখিত নয়। অনেকগুলি পদ অসম্পূর্ণ, লিপিরও অনেক প্রমাদ আছে। ভণিতা অতি অল্পসংখ্যক পদে আছে। প্রায় "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" লিখিয়া সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ পদ সমাপ্ত হইয়াছে। যে সকল পদ এই পুঁথিতে অসম্পূর্ণ আকারে আছে, মিথিলার পুঁথিতে তাহার কয়েকটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অসম্পূর্ণ হইলেও নেপালের এই পুঁথিতে অনেক সুন্দর পদ আছে। কতকগুলি পদ এই সঙ্কলনে প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ পুঁথিখানি মুদ্রিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কীর্ত্তনানন্দ।

এরূপ একখানি গ্রন্থ যে এত দিন মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁথির আকারেই ছিল ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। পদকল্পতরু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান সংগ্রহ গ্রন্থ। গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, এইরূপ আরও কয়েকখানি পুস্তকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ও সাহিত্য উভয় উদ্যমে বৈষ্ণব গ্রন্থ যত পাওয়া গিয়াছে সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। কীর্ত্তনানন্দ পদকল্পতরুর শ্রেণীর গ্রন্থ, আকারে উক্ত গ্রন্থ অপেক্ষা ছোট কিন্তু আর সকল গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বড়। আচার্য্য প্রভু, অর্থাৎ শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরগণ বহরমপুরে বাস করেন। পদামৃত সমুদ্রের সংগ্রহকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর এই বংশসম্ভূত। কীর্ত্তনানন্দ পুঁথিখানি তাঁহাদের বংশে ছিল। ৺রাধিকানাথ ঠাকুর বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে ঐ পুস্তকখানি উপহার প্রদান করেন। আমার অনুরোধে বৈকুণ্ঠবাবু মূল গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়া দেন।

পুঁথিখানি সন ১২৩২ সাল, ৮ই চৈত্র লেখা সমাপ্ত হয়। অতএব পুঁথিখানি প্রায় ৮৪ বৎসরের লেখা। ইহাতে বিদ্যাপতির এমন কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কতকগুলি পদ আবার এমন পাইয়াছি যাহা মিথিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি নূতন পদও আছে। কীর্ত্তনানন্দ বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ।

লালগোলার সাহিত্যোৎসাহী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ব্যয়ে কীর্ত্তনানন্দ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, অতএব এই পুস্তক এখন সর্ব্বসাধারণের আয়ত্ত হইয়াছে।

রাগতরঙ্গিণী।

এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, হস্তলিখিত পুঁথির আকারে মিথিলায় পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে মহেশ ঠাকুরের রাজ্যকালে লোচন নামক কবির দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হয়। মিথিলা ভাষার গীত সংগ্রহ করা ও রাগরাগিণী নির্দ্দেশ করা উদ্দেশ্য। মুখবন্ধে লোচন লিখিয়াছেন যে মিথিলা অপভ্রংশ ভাষায় বিদ্যাপতি কবি প্রথমে গীত রচনা করেন। সুমতি নামক কায়স্থ উত্তম কথক ও গায়ক ছিল। তাহার পুত্র জয়তঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের নিকট তাঁহার রচিত গীত গান করিতে শিখে। "সুমতি-সুতোদয়জন্মা জয়তঃ শিবসিংহ দেবেন পণ্ডিতবর কবিশেখর বিদ্যাপতয়েতু সন্ন্যস্ত।"

রাগতরঙ্গিণীতে ছন্দ লক্ষণ, মাত্রাসংখ্যা ও রাগিণীর নাম প্রদর্শিত আছে, এবং প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উদাহরণ অধিক সংখ্যক বিদ্যাপতি রচিত তাহার পর আর একটী গীত হয় অপর কোন কবির কিম্বা লোচনের আত্মরচিত। বিদ্যাপতির যে কবিশেখর উপাধি ছিল তাহা নিঃসংশয় রূপে রাগতরঙ্গিণী হইতে প্রমাণিত হয়। অনেক পদের নীচে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" লেখা আছে, তাহার পর "মমতু", অর্থাৎ বিদ্যাপতির অনুকরণে লোচনের লেখা একটি গীত। রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির অনেকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে।

রাগতরঙ্গিণীর একটী পদ চন্দ্রকলা নাম্নী রমণীর রচিত। ইনি বিদ্যাপতির পুত্রবধূ। লোচন টীকা করিয়া রাখিয়াছেন —ইতি শ্রীবিদ্যাপতিপুত্রবধ্বাঃ। পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কোমলং কচ গণ্ডমণ্ডিত কোমলং।
অধর বিম্ব সমান সুন্দর শরদ চন্দ্র নিভাননম্॥
জয় কম্বুকণ্ঠ বিশাল লোচন সারমুজ্জ্বল সৌরভং।
বাহু বল্লি মৃণাল পঙ্কজ হার শোভিত তে শুভম্॥
শোভয় সুন্দরি মম হৃদয়ং গদ গদ হাস সুদতি নিপুণম্।
উর পীন কঠিন বিশাল কোমল যাতি যুগ্ম নিরন্তরম্।
শ্রীফলা কমলা বিচিত্র বিধাতু নির্ম্মল কুচবরম্॥
শ্যামা সুবেষা ত্রিবলিরেখা জঘন ভার বিলম্বিতে।
মত্ত গজকর জঘন যুগবর গমন গতি বরটা জিতে॥
সুললিত মন্দ গমন করই।
মুনি সঙ্গ পতি বরটা ভমই॥
অতি রূপ যৌবন প্রথম সম্ভূত কিং বৃথা কথয়া প্রিয়ে।
তেজহ রূপ বিমোহ পাবহর শোক চিন্তিত চিন্তয়ে॥
উপযাত মদন ব্যাধি দুঃসহ দহএ পাবক সে বনং।
পবন দিসে দিসে দহএ পাবক যুগ্মদারজ সম্বরম॥
শ্যামা সবন্দিতে।
অতি সমর গিত সুশোভিতে॥
আত্মদান সমান সুন্দরি ধার বর্ষতি সিঞ্চয়ে।
সিঞ্চহ সুন্দরি মম হৃদয়ং অধর সুধা মধু পান মিয়ং॥
চন্দ্র কবি জয়দেব মুদ্রিত মান তেজ তোঁহে রাধিকে।
বচন মম ধর কৃষ্ণমনুসর কিন্নু কাম কলা শুভে॥
চন্দ্রকলা হে বচন করসী।
মানিনি মাধব মনুসরসী॥

আলোচনা।

১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, তাহা লোকপ্রবাদমাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন। প্রচুর প্রমাণ দ্বারা তিনি যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত হইল।—"(১) মৈথিলভাষায় রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাংলাদেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বিসফীগ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতিরচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।" রাজকৃষ্ণবাবুর এই দশটি সিদ্ধান্ত এতাবৎকাল প্রামাণ্য রহিয়াছে, কোনটিই খণ্ডিত অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই। দুইটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত আমি দেখিয়া আসিয়াছি; দানপত্রের প্রতিলিপিও প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, কবির রচিত অমূল্য পদাবলী ও তাঁহার রচিত বহুতর সংস্কৃতগ্রন্থের একখানিরও পাণ্ডুলিপি অথবা তালপত্র তাঁহার বংশধরদিগের অথবা অপর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, অথচ সম্ভবত সে গুলি তাঁহার বিশেষ আদরের ও যত্নের সামগ্রী ছিল। বিসফীগ্রামের দানপত্র সম্বন্ধেও নূতন তথ্য নিরূপিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রায় দশবৎসর পরে গ্রিয়ার্সন্ দানপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাইয়া *Indian Antiquary* পত্রে প্রকাশ করেন। সে সময় পর্য্যন্ত তিনি মূল দানপত্র দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে দানপত্রের তাম্রলিপি পাইয়া তাহার প্রতিকৃতি এসিয়াটিক্ সোসাইটির কর্ম্মবিবরণীতে (Proceedings) প্রকাশ করেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, তাম্রলিপি কৃত্রিম, আসল নহে। বোধ হয়, মূল দানপত্রখানি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতির কোন বংশধর একখানি নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, এবং সেই সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বিদ্যাপতির গীতাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকল্পতরুর কবিতাকুসুম ও বর্ণাশুদ্ধিকণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার দুইবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৮০ সালে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজনপদাবলী হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা হয় নাই। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী, এমন কি, তাঁহার কৃত অনেক টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সে ঋণ স্বীকার করেন নাই, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার সংগৃহীত পাঠ ও তৎকৃত টীকা প্রমাদশূন্য হয় নাই, এবং বিদ্যাপতির জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূন্য উদ্যম ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ'সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদা বাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয় বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যাপতির পদাবলী সারদা বাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অক্ষয় বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিশেষ পারদর্শী ছাত্র, ক্রমে সাহিত্যসমাজেও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। সারদা বাবু মেধাবী, সহপাঠীদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।* একদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহুশাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপর দিকে সদ্যপরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ—শিক্ষিতসমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, বটতলার জীর্ণ মলিনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল। যাঁহারা ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের পুত্রগণ এই বৈষ্ণব কবির সমাদর করিতে শিখিলেন। সৌভাগ্য কবির নয়, কারণ বৈষ্ণবভিক্ষুকের ঘরে ও রাজপ্রাসাদে কবির তুল্য প্রীতি। বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত কোন পদে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

মণি কাদব লপটায় রে।
তঁই কি তনিক গুণ যায় রে॥

মণি কর্দ্দমলিপ্ত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়? 'কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা?' যে মণি চিনে, সেই সৌভাগ্যশালী। যে শিবসিংহ রাজা বিদ্যাপতিকে গ্রামদান করিয়াছিলেন, কবির পরিচয়েই আজ তাঁহার পরিচয়। কবির পদাবলীতে তাঁহার নাম পুনঃপুনঃ অনুস্যূত না থাকিলে রাজা শিবসিংহকে আজ কে চিনিত? বিদ্যাপতিকে তাঁহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য স্বয়ং গরিমান্বিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ভদ্রপল্লীতে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ হইল, কিন্তু পাঠের, টীকার, অর্থের, অসংখ্য ভ্রম রহিয়া গেল। কারণ নানা, তাহার মধ্যে দুইটি নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথম, ভাষা। বিদ্যাপতির ভাষা প্রাচীন বঙ্গভাষা কি না, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার ও বঙ্গদেশের কথিত ও লিখিত ভাষার

---

* এক্ষণে রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কতদূর সাদৃশ্য ও পার্থক্য ছিল, সে কথার বিচার বা আলোচনা না করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি, কিন্তু দুইজনের ভাষায় কোন সাদৃশ্য নাই। বীরভূম ও মিথিলায় যত ব্যবধান, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের পরস্পর দূরত্ব তাহার অপেক্ষা অধিক কিন্তু উভয় স্থানের লিখিত ভাষায় বড় প্রভেদ নাই। যাহাকে ব্রজভাষা ও ব্রজবুলি বলা যায়, তাহাও ঠিক কোন দেশের ভাষা নয়, পুঁথির ও গানের ভাষা। বঙ্গদেশে বিস্তর বৈষ্ণবকবি সেই ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, তরলতায় ও মধুময়ী মোহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুকরণে ভূরি ভূরি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভাষা দুর্ব্বোধ; চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতির গীতাবলীর বহুল প্রচার ছিল না, সেইজন্য বৈষ্ণবদাস বলিয়া গিয়াছেন, 'আছিল গোপতে, যতন করি পঁহু মোর (চৈতন্যদেব) জগতে করল পরকাশ।' সেকালে বিদ্যাপতির ভাষা বৈষ্ণব ভাবুক ও কবিদিগের নিকট তেমন দুরূহ ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের পর সাম্প্রদায়িকতার কারণে পদাবলীর চর্চ্চা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় যত বড়ই হউক, জাতির অপেক্ষা ছোট। বৈষ্ণব যাহা ভক্তিপূর্ব্বক পড়ে, শাক্ত হয় ত তাহাতে উদাসীন। ক্রমে লোকে বিদ্যাপতির ভাষা ভুলিল, পদাবলী দিন দিন দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কারণ, লিপিকরের উৎপাত। বর্গীর দৌরাত্ম্য দেশের লোককে ছাড়িয়া দেশের পুঁথিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কোন শাসন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমন লিখে। জ, ন, শ, ইকার, উকার কখন যে কোন আকার ধারণ করে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পরাধীন জাতি এই এক পুঁথি লিখিবার সময় মনের সাধ মিটাইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া লইল। এখন, পুঁথি নকল করা ও ছাপান অক্ষরে বই তৈয়ারি করায় অনেক তফাৎ। মুদ্রাযন্ত্রে যে অক্ষর সাজায়, সে পাণ্ডুলিপির অক্ষরই দেখে, শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে না, শব্দের অর্থ বুঝিবার বিদ্যারও তাহার অভাব। শব্দ সাজাইতে তাহার যে ভ্রম হয়, অপর লোকে বারবার তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। কিন্তু যে পুঁথি লিখে, পুঁথিগত বিদ্যার তাহার একটু অভিমান থাকে। নকল করিবার সময় শব্দ পাঠ করিয়া লিখে, কেবল একএকটি অক্ষর দেখিয়া লিখে না। কোন কথা না বুঝিতে পারিলে কিংবা কোন শব্দ তাহার বিবেচনায় অসঙ্গত বোধ হইলে আর একটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। অথচ সে যাহা লিখিবে, তাহা সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই। ছাপা অক্ষরের প্রুফ দশবার কাটিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে হস্তক্ষেপ করিয়া পাঠপরিবর্ত্তনরূপ মহাপাতকের ভাগী কে হইবে? বিদ্যাপতির পদাবলী একে গীত, তাহার উপর লিপিকরের গুণপনা, পরিবর্ত্তন যে অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাঠপরিবর্ত্তনে পদগুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে, অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়াও সদর্থ করা যায় না। স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থবোধের কিছু আনুকূল্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং তাহাদের ভণিতা এদেশে প্রচলিত ভণিতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি গীতের পাঠান্তর ও একটি নূতন গীত উদ্ধৃত করেন। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারদিগের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ সংবাদ। নূতন পদ এরূপ আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কতগুলি পদের পাঠান্তর

মিথিলায় পাওয়া যায়, এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর সাতটি মাত্র মৈথিল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, হয় মিথিলায় আর পদ নাই, অথবা যাহা আছে তাহা প্রকাশযোগ্য নহে, কিংবা পদকল্পতরু হইতে ভণিতাসংবলিত পদগুলি বাছিয়া সঙ্কলন করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান কৃতার্থ ও অধ্যবসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শেষের অনুমানই সত্য মনে হয়। মহাজনপদাবলী ও প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, মোটের উপর তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পরের সঙ্কলনগুলি আরও বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইবে, এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই। বরং কোন কোন সংস্করণে পদগুলি সাজাইবার প্রণালী বিকৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বাঙালার কবি; তিনি মিথিলাবাসী হইলেও বঙ্গভাষার আদিকবি বলিয়া এদেশে তাঁহার সমাদর ও সম্মান। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী সঙ্কলন, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা নিরূপণ করা বাঙালীর কর্ত্তব্য, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু অধ্যবসায়ের যে পথ প্রদর্শন করেন, তাহা আর কেহ অনুসরণ করেন নাই। বাঙালী ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু যে জাতির অসীম অধ্যবসায়, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সংগ্রহে আত্মপরজ্ঞান নাই, সেই জাতীয় একজন পণ্ডিত বাঙালীর অসমাপিত কর্ত্তব্য সমাপনে যত্নবান্ হইলেন। যে সময় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলনে ও গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার্সন মিথিলায় তৎপ্রদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির গীতাবলী প্রভৃতি পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সঞ্চয় করিয়া মৈথিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় অর্থ করিতেছিলেন। সারদাবাবুর স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশ হইবার ন্যূনাধিক ছয়বৎসর পরে, খৃষ্টাব্দ ১৮৮১-৮২ সালে গ্রিয়ার্সন্, এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাসংগ্রহ ও শব্দার্থ প্রকাশ করেন (An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy, and Vocabulary)। এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি-বিরচিত ৮২টি পদ সানুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে। এই পদগুলির অধিক সংখ্যাই বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সন্ আরও কয়েকটি তত্ত্ব নির্ণয় করেন। দানপত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮৮৫ সালের *Indian Antiquary* পত্রে তিনি সারদাবাবুর লিখিত উপক্রমণিকার প্রশংসা করিয়া আদ্যন্ত অনুবাদ, শিবসিংহের সম্পূর্ণ বংশবল্লী প্রকাশ এবং অপর প্রবন্ধে বিদ্যাপতিসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলীর পূর্ব্বাভাষে বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, ত্রিহুতে প্রচলিত সমুদায় পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি কিছু কঠোর কটাক্ষপাত করেন। নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উদ্ধৃত করিতেছি। "These spurious song of Vidyapati have been more than once collected...I have gone carefully through every poem in both these collections (প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ এবং সারদাবাবুর সঙ্কলন), and am in a position to state that not more than five or six of them altogether show even a resemblance to songs admitted up here (ত্রিহুত) to be the work of Vidyapati. Even these are so distorted, both in language and in rhythm, that identification is by no means easy. The songs in the Bengali recension will not even scan according to Maithili rules of

prosody, much less can they be brought within the bounds of any rules of Maithili Grammar. The fact is that both these Bengali collections are most interesting as showing the influence of Vidyapati over the Bengali mind, but in no way can they be considered as containing more than a few lines really written by himself." খৃষ্টীয় ১৮৮২ সালে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; ১৮৮৫ সালে তাঁহার মতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। সে বৎসর *Indian Antiquary* পত্রে লেখেন—"Owing to the influence of Chaitanya, Vidyapati's Poems obtained an immense popularity in Bengal, and were speedily compiled into written manuals of devotion, an honour to which they did not attain in their native country of Bihar." প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ-সন্নিবিষ্ট পদাবলী-সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ মতান্তর হয়। "While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidyapati, it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is of very doubtful origin." আটবৎসর পরে, ইংরাজি ১৮৯৩ সালে, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রসঙ্গক্রমে আর এক মত প্রচার করেন। "Vidyapati Thakur, who lived in 1400 A. C. has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission, and which now cannot be in the form in which they were written." বিদ্যাপতির মৈথিলপদাবলীর প্রথম সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া গ্রিয়ার্সন্ চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার এই মতগুলি সমীচীন নয়। মিথিলায় বিদ্যাপতির সর্ব্বসুদ্ধ ৮২টি মাত্র পদ আছে এবং তাহাতেই তাঁহার এত যশ, এই অনুমানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠান্তরসম্বন্ধেও তিনি কিছু অসাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৈথিলব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া ছন্দ ও ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইবার কথা, কিন্তু শুধু সেই কারণে এদেশে প্রচলিত পদগুলিকে কৃত্রিম অথবা জাল স্থির করিয়া অবহেলা করা স্বাধীনচেতা রসগ্রাহী ব্যক্তির উচিত হয় না। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলিও এদেশের সংগ্রহের কাব্যাংশে তুলনা করিয়া বিচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যদি বিদ্যাপতি দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল, এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রিয়ার্সন্‌কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে বঙ্গবাসী জাল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এদেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ার্সন্ যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী। তাঁহার দ্বিতীয় কথা কতক প্রামাণিক। বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতকগুলি যে তাঁহার রচিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাঠের যে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অপরগুলি কিছু রূপান্তরিত হইলেও যে বিদ্যাপতির রচনা, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না। গ্রিয়ার্সনের তৃতীয় কথা কোনমতেই মানিয়া লওয়া যায় না। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন গীত হইয়া আসিতেছে, তেমনি পরম্পরাক্রমে পুঁথিতেও লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই ভারতে লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে

বহুতর মহাগ্রন্থ মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল, সহস্রবৎসর ধরিয়া কেবল কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছিল, সে সকল গ্রন্থ কি লুপ্ত অথবা অতিবিকৃত হইয়াছে ? গ্রন্থ ছাড়িয়া যদি কেবল গীতের উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি তানসেনের, শোরী মিঞার গীত কত কালের ? তাঁহাদের গান যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমনি রহিয়াছে। গ্রিয়ার্সনের এই মত অপ্রামাণ্য, এরূপ যুক্তিতে বিদ্যাপতির কোন পদ ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না।

এদেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে কয়খানি স্বতন্ত্র সঙ্কলন আছে, সকলগুলিই প্রধানত পদকল্পতরু হইতে নির্ব্বাচিত। প্রথম তরুণাবস্থায় সারদাবাবু যে সঙ্কলনখানি প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠে ও টীকায় অনেক ভ্রম আছে জানিয়া তিনি এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহে 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' বলিয়া যে পদগুলি আছে, তাহাতে নির্ব্বাচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির, অবশিষ্ট অপর কবিদিগের। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পদনির্ব্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোনরূপ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দেন নাই। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতি, না থাকিলে নয়। বিদ্যাপতির নামযুক্ত পদ কবির না হইতে পারে এবং অপরভণিতাযুক্ত বা একেবারে ভণিতাশূন্য পদও তাঁহার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তার পরিচয় দেন নাই। ভাষা ও ভাবগত প্রমাণ, শব্দযোজনা ও ছন্দোবন্ধে কবির যে বিশেষত্ব আছে, সে সকলের প্রতি কোন সঙ্কলনকার লক্ষ্য করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, একই সঙ্কলনে ভিন্ন ভিন্ন পদের ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্ণও মজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমুদায় একই কবির রচনা বলিয়া কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিদ্যাপতির নামসংবলিত কোন পদ পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও সঙ্কলনকারের কর্ত্তব্য সম্ভব-অসম্ভব-সম্বন্ধে প্রমাণাদি ও যুক্তি প্রয়োগে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, এবং বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। ভ্রষ্টলক্ষ্য সঙ্কলনকারগণ নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

কবির অনুকরণের প্রাচুর্য্যে সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিদ্যাপতির যেরূপ অনুকরণ হইয়াছিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রূপ হয় নাই। বঙ্গের পশ্চিমদ্বারে বিদ্যাপতি ও অন্তঃপুর-মধ্যে চণ্ডীদাস যে সঞ্চিত মধুরসার্দ্র আবেগময়ী রাগিণীতে পঞ্চমস্বরে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার দিগন্ত-প্রসারী পূর্ণবিকাশ হইল বৈষ্ণব কবিদিগের শত শত কোকিলকণ্ঠ ঝঙ্কারে। জয়দেবের আলাপমূর্চ্ছনা বিদ্যাপতির গানে স্ফুটবাক্ বেদন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগমনীসঙ্গীত বিদ্যাপতির ললিত রাগিণীতে। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে যখন গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন সুরসরিৎ জাহ্নবী যেমন ঊষরভূমিকে উর্ব্বর করিয়া,* বিপুল প্রবাহপরিসরে, পুলকিত কলকলনাদে, গদগদকণ্ঠে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি-অনুসারিণী হইয়াছিলেন, সেইরূপ চৈতন্যের হরিহরি-ধ্বনির অনুগামিনী অমৃতনিষ্যন্দিনী উচ্ছ্বসিত কাব্যধারা শতসহস্রমুখী হইয়া, তরল, শ্রুতিশীতল, মধুর তরঙ্গভঙ্গে তরতররবে ন্যায়ব্যাকরণদর্শনদগ্ধ বঙ্গদেশকে সরস, সিক্ত, প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল ! প্রাচীন কবির মধুররসাশ্রিত পদ ছিল একবেণীস্রোতস্বিনীতুল্য, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি বহুতর ভাবপ্রবাহিণীর মিলনে নানা সঙ্গমতীর্থ হইয়া উঠিল ! ভাব চৈতন্যদেবের, ভাষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের—বৈষ্ণব কবিতার ইহাই উপাদান। চণ্ডীদাসের অপেক্ষা বিদ্যাপতির অনুকরণ অনেক অধিক। তাঁহারই ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া, গড়িয়া-গঠিয়া, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভঙ্গী, শব্দ,

উৎপ্রেক্ষা, উপমা তাঁহারই পদাবলী হইতে লইয়া লোকমনোমোহন বৈষ্ণবকাব্যসমূহ সৃজিত হইল। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি নয়, এমন কথা কে বলিবে? যে বলে, সে রাধাকৃষ্ণপ্রেমরজ্জু গলায় দিয়া বৈষ্ণবকাব্যের অমৃতসায়রে ডুবিয়া মরুক!

গ্রিয়ার্সন্ কর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সেগুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাপতির স্বরচিত, এ কথা গ্রিয়ার্সন্ স্বীকার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্কলিত কবিতা ৭৬টি। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোটে ৭৬টি পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রিয়ার্সন্ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই, গায়কদিগের মুখে বিদ্যাপতির গান সংগ্রহ করেন। তাঁহার সঙ্কলনে ভাবসম্মিলনের একটিও পদ নাই; বিদ্যাপতির গম্ভীর স্তোত্র—"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত ন তুয়া আদি-অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহরি-সমানা॥"—অথবা আর কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্ব্বরাগের একটিও পদ নাই। উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি আছে, কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া কাব্যসৌষ্ঠবে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত তুলনা হয় না। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনপ্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। বিদ্যাপতির কতকগুলি অশ্লীল পদ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকগণ সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। একটি বৃহৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলী ধর্ম্মগ্রন্থতুল্য, সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্যদেব স্বয়ং এই সকল গীত শুনিয়া মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত হইতেন, স্থানে স্থানে পদাবলীর পুঁথি অদ্যাবধি তুলসীপুষ্পে পূজিত হয়; কাব্যে কাহাকে অশ্লীল বলা যাইতে পারে, কাহাকে পারে না, সে সকল কথার বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যে দেশের শিক্ষার গুণে আমাদের রুচি বিশুদ্ধ ও সমুন্নত হইয়াছে, কেবল সেই জাতীয় সাক্ষী ডাকিয়া ক্ষান্ত হইব। অতিশয় অশ্লীল ও নিন্দিত পদ গ্রিয়ার্সনের গ্রন্থে অনেকগুলি আছে এবং তিনি ভাষান্তর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলেন, "I have grouped the songs into classes, according to the subjects of which they treat; one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another for the estrangement of the soul, and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or *duti*, the evangelist or else the mediator, and Krishna of course the deity." স্থানান্তরে, The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest। অন্যত্র, "They (Vidyapatis' poems) became great favourites of the more modern Vaishnava reformer of Bengal—Chaitanya, and through him, songs purporting to be by Vidyapati have become as well known in Bengali households as the Bible is in an English one." জন বীম্‌স্ বিশেষ কিছু বুঝিতেন না, কিন্তু তিনিও *Indian*

Antiquary পত্রে বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যের ভক্তিমার্গ পারস্যদেশের সুফী কাব্য ও ভক্তির সহিত উপমিত করেন। যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত দিওয়ান-ই-হাফিজের গজল ও জলালুদ্দীন রুমীর মসনবী মূল কিংবা অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তুলনার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহ অতি সামান্য, মিথিলায় বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে। মৈথিল পদাবলী ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা মিথিলায় পাঠ ও রচনায় পরিবর্ত্তন অল্প বিদ্যাপতির পর তাঁহার সমকক্ষ কবি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিস্রোত উজান বহিয়া মিথিলা ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সে প্রদেশে কখনও প্রবল হয় নাই। সে দেশে মৈথিলী জানকী ও তাঁহার পতি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি এখনও অচলা। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে একটি পদে 'হরি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রঘুপতি', এবং কয়েকটি পদের ভণিতায় 'জয় রাম' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 'দশরথসুত অরু জনকনন্দিনী' মিথিলার উপাস্য দেব-দেবী, বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। দরভাঙ্গা মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানেন না। বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল-ভাষায় রচিত পদাবলী এ পর্য্যন্ত সে আকারে প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতেই তাঁহার বৈষ্ণব গীতাবলীর কিরূপ সমাদর, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাদর নাই বলিয়াই পাঠবিকৃতিরও বাহুল্য নাই। বিদ্যাপতির রচনা আধুনিক মৈথিল ব্যাকরণের অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হওয়াতে স্থানে স্থানে আধুনিক মৈথিল ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার অধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেখানে শব্দপরিবর্ত্তন, সেখানেই শ্রুতিপরুষতা-দোষ ঘটিবে। গীতে ও কাব্যে প্রভেদ এই যে, গীত রাগিণী ও লয়ের অবলম্বনে মিষ্ট, তাহার বিচ্ছেদে শব্দযোজনামাত্র; যে শব্দমালা রাগরাগিণীর মুখপ্রেক্ষী নহে, যাহার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হিল্লোলিত রাগিণী সঞ্চরণ করে, শ্লোকের বন্ধনীতে বন্ধনীতে সম রক্ষিত হয়, তাহাই কাব্য। বিদ্যাপতির রচনা উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, সুরেও সঙ্গীত, শব্দেও সঙ্গীত, শব্দপরিবর্ত্তনের প্রয়াস হইলেই রসভঙ্গ হইবে। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর তুলনায় মৈথিল পদগুলিতে ভাষার ও ভঙ্গীর সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে। শব্দ-লালিত্যে ও ছন্দের তরল গতিতে ঝরঝর নির্ঝরপাততুল্য শ্রবণাভিরাম। পূর্ব্বে অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহা পাঠ করিতে বিস্ময় ও পুলকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কয়েকটি মৈথিল পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রত্যেক পদের সংক্ষিপ্ত অন্বয়ার্থ করিয়াছি। প্রথম ৩টি পদ গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে আছে।—

কানন কাহ্নু কান হম শুনল ভই গেল আনক আনে।
হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি কি কহব তনিক গেয়ানে॥
চানন চান আঙ্গ হম লেপলি তঁই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভসোঁ বিষধর সসরল ধরএ চাহ ফেরি সাপে॥
ভনই বিদ্যাপতি তুহুক মুদিত মন মধুকর লোভিত কেলি।
অসহ সহত কত কোমল কামিনি যামিনি জীব দয় গেলি॥

কাননে কানাই (আসিয়াছে) শুনিয়া আমি অন্যমনা হইলাম। (যখন কানাইকে) দর্শন করিলাম, (তখন) শঙ্কররিপু মদন আমাকে হরণ করিলেন (আমার চৈতন্য হরণ করিলেন), তাঁহার (মদনের) বিবেচনার (কথা) কি বলিব? (প্রথম বিকার শ্রবণজনিত, দ্বিতীয় বিকার দর্শনে)। চন্দন (এবং)

চন্দ্র আমি অঙ্গে লেপন করিলাম (অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া শীতল হইবার আশায় জ্যোৎস্নালোকে বসিলাম), তাহাতে (শ্রবণ ও দর্শন জনিত বিকার) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর সর্প নীচে নামিল (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের উপর পড়িল), সর্পকে ফিরিয়া ধরিতে চাহিলাম (মুক্ত বেণী যুক্ত করিতে চাহিলাম)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দুই জনের প্রীত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ। কোমল কামিনী অসহ্য কত সহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে উভয়ের মিলন হইল)।

দ্বিতীয় পদটি নূতন ধরণের। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান প্রভৃতি যে সকল পদের বিভাগ আছে, মিথিলায় তাহার অতিরিক্ত 'লাথ'-শীর্ষক একটি বিভাগ দেখা যায়। লাথের অর্থ ছলনা, অপরাধগোপনমানসে কৌশলবাক্যপ্রয়োগ। অভিসার হইতে সদ্য প্রত্যাগত রাধা ননদের নিকট অপরাধ গোপন করিতেছেন। কবিতার কৌশল এই যে, ছল প্রত্যক্ষ, অথচ গূঢ় রূপকের ভাষায় অভিসারিকা সত্য বর্ণন করিতেছেন।

ননদি সরূপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝওবহ সাসু করওহ রোষে॥
কউতুকে কমল নাল সঞো তোরল করএ চাহল অবতংসে।
রোখে কোসঞো মধুকর ধাওল তেঁহি অধর করু দংসে॥
সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু দেখহি ন পারল আগূ।
সঁকরি বাট উবটি কহু চললাহু তেঁ কুচ কণ্টক লাগূ॥
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহি থাকএ তেঁ উধসল কেসপাসে।
সখীজনসোঁ হমে পাছু পড়লিহু তেঁ ভেল দীঘ নিসাসে॥
পথ অপবাদ পিশুনে পরচারল তথিহুঁ উত্তর হম দেলা।
অমরখ চাহি ধৈরজ নহি রহলে তেঁ গদগদ সর ভেলা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজউবতি ই সবে রাখহ গোই।
ননদিসোঁ রসরীতি বঢ়াওব গুপুত বেকত নহি হোই॥

ননদ, (আমার) অবয়ব দেখিয়া দোষ নিরূপণ করিতেছ। বিনা বিচারে ব্যভিচারিণী বুঝাইলে শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুক করিয়া মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া আমি শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম, কমলকোষ হইতে ক্রুদ্ধ মধুকর ধাবিত হইয়া আমার অধরে দংশন করিল। সরোবরঘাটের পথে কন্টকতরু পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, ফিরিয়া অন্য পথে যাইতে কুচে কণ্টক লাগিল। গুরুভার পূর্ণকুম্ভ শিরে স্থির থাকে না, সেই কারণে কেশপাশ আলুলিত হইয়াছে। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, (দৌড়িয়া আসিতে) নিশ্বাস দীর্ঘ হইয়াছে। পথে দুষ্টলোকে আমাকে বিদ্রূপ করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, ক্রোধে ধৈর্য্য রহিল না, সেইজন্য কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, এ সকল গোপন করিয়া রাখ। ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াইবে, (তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে না।

মাধবকে দেখিয়া রাধা সখীকে কহিতেছেন—

হমে হসি হেরলা থোরা রে সভল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে।
হেরিতহি হরি ভেল আনে রে জনি মনমথে মন বেধল বানে রে।
লখল ললিত তনু গাতে রে মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥

তমু পসয়ল বিন্দু রে নেউঁছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে।
কাঁপল পরম রসালে রে জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে করত কমলমুখী হরি সাবধানে রে॥

আমাকে অল্প হাসিয়া দেখিল; সখি, আমার কৌতূহল সফল হইল। সই (আমাকে) দেখিয়া হরি অন্যমনা হইল, যেন মন্মথ তাহার চিত্তে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল সরসিজপত্র স্পর্শ করিতেছি। (তাহার) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল, (সেই রূপের তুলনায়) তারানাথ চন্দ্র নির্ম্মঞ্ছন হইল। (অনুরাগ-আতিশয্যে) রসার্দ্র হইয়া (তাহার কলেবর) কম্পিত হইল, যেন তমাল কন্দর্পের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, হরি কমলমুখীকে সচেতন করিতেছে, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরণ করিতেছে।

একটি রূপক উদ্ধৃত করিতেছি—

সাঁঝহি নিজ মুখপ্রেম পিয়াই।
কমলিনি ভমরা রখল ছিপাই॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে।
কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে॥
ভমি ভমি ভমরী বালভ নিজ খোজে।
মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে॥
নই ফুল কহেস নই উগই ন সুরে।
সিনেহো নহি যায় জীব সো মোরে॥
কেও নহি কহই সখি বালমু বাতে।
রইন সমাগম ভই গেল প্রাতে॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনিয়ে ভমরী।
বালভু অছি তোর অপনহি নগরী॥

নিজ মুখপ্রেমসুধা পান করাইয়া কমলিনী সন্ধ্যাকালেই ভ্রমরকে গোপন করিয়া রাখিল। ফুল বাসস্থান ও পরিমল শয্যা হইল। ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আপনার পতিকে অন্বেষণ করে, (ও কহে), কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল। (ওদিকে) মধুকর মধু পান করিয়া কমলের মধ্যে শয়ন করিল। ফুলও কিছু কহে না, সূর্য্যও উদয় হয় না। (ভ্রমরী কহিতেছে) স্নেহে, অর্থাৎ স্নেহজনিত বিচ্ছেদ-যাতনায় আমার প্রাণও যায় না। সখি, বল্লভের কথা (সংবাদ) কেহ কহে না, রাত্রে সমাগম (হইবার কথা), প্রভাত হইয়া গেল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ভ্রমরি, তোর বল্লভ নিজেরই নগরীতে আছে।

বিরহের প্রথম অবস্থায় রাধা কহিতেছেন—

গমনে গমাউলি গরিমা অগমনে জিবন সন্দেহ।
দিনে দিনে তমু অবসন ভেল হিমকমলিনি সম নেহ॥
অবহু ন সুমরহ মধুরিপু কি করতি সুন্দরিনাম।
বিমু দোষ মোহি বিসরলহুঁ কহিনী রহতি বহু ঠাম॥

এক দিস কাহ্নু অওকাদিস সুবিত্তত বংস বিসালা।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনি সংসঅ পড়ু কুলবালা॥
পাঁচবান অতি আতএ ধৈরজে করু মন থিরে।
আঁচরে মুহ দএ কাঁদএ ঝাঁথ নয়ন বহ নীরে॥

গমনে (অভিসারে) গরিমা হারাইলাম, না যাইলে জীবনসংশয়। দিনে দিনে তনু অবসন্ন হইল, কমলিনীর সহিত তুষারের যেমন স্নেহ। মধুরিপু (মধুসূদন) এখনও আমাকে স্মরণ করেন না, সুন্দরী নামে (আমার) কি করিবে? বিনা দোষে আমাকে বিস্মৃত হইলেন, (এই) কাহিনী বহু স্থানে থাকিবে। একদিকে কানাই, আর একদিকে সুবিদিত বিশাল বংশ; দুই পথে নিতম্বিনী আরোহণ করিলেন, কুলবালা সংশয়ে পড়িল। মদন অত্যন্ত দহন করিতেছে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মন স্থির কর। মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতেছে, শোকে নয়নে অশ্রু বহিতেছে।

অনুভবমিলনের একটি পদ—

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে॥
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিস পয়এ কুসুমসর বানে॥
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা॥
উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজায় সূনি সেজ হেরী॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পুরতোহ মনে॥

সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল; তখনকার হৃদয়ের আনন্দ কি কহিব! ধনুর্গুণ অথবা সন্ধান (কিছুই) দেখি না, (মাত্র দেখিলাম) চতুর্দ্দিকে মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অল্পবিকশিত বঙ্কিম নয়ন, যেন সমুদ্রহিল্লোলে চন্দ্রোদয় হইল (সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত ভগ্ন-চঞ্চল চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় ঈষদুন্মীলিত বঙ্কিম নয়ন)। আলিঙ্গনের সময় চমকিত হইয়া উঠিলাম, শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহা মনে পূর্ণ হইবে।

দুইটি পদের ভণিতার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

প্রথমটি এই—

দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি প্রথম সমাগম ভেলা।
আলমশাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু কমলিনী ভমর ভুললা॥

দশ অবধান কে? এই উপাধি অথবা নাম পূর্ব্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পদটি ভণিতাযুক্ত অর্থে রাধাকৃষ্ণবিষয়ে নহে, কিন্তু রচনায় একই প্রণালী। অভিসার হইতে প্রত্যাগত কোন রমণীকে কবি পথে কহিতেছেন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু শশিখণ্ড উদিত ভেল জলধর জালে ঝপলা॥
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগি।
কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন রয়নি গমউলহ জাগি॥

ভণিতার অর্থ—দশাবধান কহিতেছে, গুণবান্ পুরুষের সহিত প্রথম প্রেমসমাগম হইল। কমলিনী যেমন ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে, হে ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজনা করিয়া তাঁহাতে সেইরূপ অনুরক্ত হও। প্রবাদ আছে, শিবসিংহকে যখন দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়, সেই সময় বাদশাহ বিদ্যাপতির রচিত গীত শুনিয়া, প্রীত হইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন অনেকে অনুমান করেন—"কামিনী করু অসনানে, হেরইতে হিরদয় হনল পচবানে"—এই পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা করেন। মিথিলায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। হয় ত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা। যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভণিতায় তাহাই প্রয়োগ করিয়া অপরা রমণীর বর্ণনা করিয়া বাদশাহের চিত্তবিনোদন করা কবির পক্ষে অধিকতর সম্ভব মনে হয়। দশাবধান-উপাধিযুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই নাই।

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অবিকল প্রথম পদের অনুরূপ, কেবল ভণিতা ভিন্ন।—

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরেজীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, প্রকাশ্য চুরী কতক্ষণ গোপন করিবে? যুগপতি সুলতান গ্যাসদেব (এই চুরীর বার্ত্তা) বিদিত আছেন, (তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন। বোধ হয়, এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠানবংশীয় রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের দানপত্রের কাল প্রচলিত বিশ্বাসমতে খৃষ্টাব্দ ১৪০০। খৃষ্ট-চতুর্দ্দশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৩ সালের পূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। মহলম (মালুম) ও সুলতান, এই দুই শব্দের সন্নিবেশনে অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদ্দীনের মনস্তুষ্টির জন্য রচিত ও সম্ভবত তাঁহার সাক্ষাতে গীত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা মিথিলায় পাওয়া যায় এবং এদেশেও ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। সেগুলি প্রহেলিকা অথবা হেঁয়ালি কবিতা। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত এরূপ পদে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে এগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এমন কথা বলা যায় না। এগুলি যে রাজসভায় অথবা রাজাদেশে রচিত, অথবা ক্ষণে-তুষ্ট ক্ষণে-রুষ্ট অব্যবস্থিত রাজচিত্ত প্রসাদনের নিমিত্ত বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই কঠিন সমস্যাগুলি কোন পণ্ডিত পুরণ করিয়া দিতেন, অথবা পণ্ডিতেরা অক্ষম হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া দিতেন ও সাধুধ্বনিতে রাজসভা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথিতে এই শ্রেণীর একটি পদের ভণিতা এইরূপ—

ভন বিদ্যাপতি শুনু উমাপতি সকলগুণনিধান।
যে ই পদক অর্থ লগাবথি সে জন বড় সেয়ান॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান উমাপতি শুন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে (করিবে), সে জন

বড় চতুর। বিদ্যাপতির সমকালীন উমাপতি নামক একজন মন্ত্রী ছিলেন। কবি ভণিতায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণপদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি শিববিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই জানেন ও মিথিলায় সেগুলি বিশেষ প্রচলিত।

উপসংহারে বিদ্যাপতিবিরচিত একটি অপ্রকাশিত স্তোত্র পাঠককে উপহার দিতেছি। এই স্তোত্র শক্তির। ভণিতায় শিবসিংহের নাম নাই, তাঁহার পিতা দেবসিংহ ও মাতা হাসিনী দেবীর নাম আছে। রাজপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাপতির যে সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বোধ হয় এই স্তোত্ররচনাকালে সেরূপ হয় নাই, কারণ যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণের মত তিনি দেবসিংহকে 'যাচকজনের গতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মূল স্তোত্র অতুলনীয়। পরিত্রাণ অথবা মুক্তির কোন প্রার্থনা নাই, আছে কেবল বিস্ময়াভিভূত জ্ঞানলিপ্সুর অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোকের প্রার্থনা। ঘনকুঞ্চিতকেশশোভনে, নিখিল বিশ্বে দ্বন্দ্বমায়াপ্রসারিণি, একে অনেক, সহস্রধারিণি, রিপুরঙ্গস্থলপূর্ণকারিণি, সিতাসিতবরণি, কালি পুঞ্জীকৃততিমিরমধ্য-বর্ত্তিনি, বাণি বিমলবিদ্যাবিধায়িনি, গায়ত্রী-জননি, রবিমণ্ডল-উদ্ভাসিনি, সুরসরিৎঅলকনন্দাচারিণি, ত্রিমূর্ত্তিগেহিনি অজ্ঞাতসম্ভবে দেবি, প্রকাশিতা হও, প্রকাশিতা হও!

বিদিতা দেবী বিদিতা হো অবিরলকেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিনি অরিরঙ্গা পুরনন্তী॥
কজ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅও উজ্জল রূপ তুঅ বানী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিএ গঙ্গা কহিএ পানী॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মানী কহিএ হরঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ানঘর কমলা কহিএ কে জান উতপতি তোরী॥
বিদ্যাপতি কবিবরে এহো গাওল জাচক জনকে গতী।
হাসিনী দেই পতি গরুড়নরাএন দেবসিংহ নরপতী॥

সূচীপত্র

হরগৌরী পদাবলী।

প্রহেলিকা।

হরগৌরী পদাবলী।

পরকীয়া নায়িকা।

প্রহেলিকা।

খ

হরগৌরী পদাবলী।

গ

হরগৌরী পদাবলী।

প্রহেলিকা।

ঝ

ত

হরগৌরী পদাবলী।

পরকীয়া নায়িকা।

প্রহেলিকা।

হরগৌরী পদাবলী।

গঙ্গাগীত।

পরকীয়া নায়িকা।

প্রহেলিকা।

বিদ্যাপতি।

বন্দনা।

১

(দূতীর উক্তি)

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তরে
ধিরে ধিরে মুরলি বলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব ॥২।
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি ॥৩।
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে অবইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনমারি ॥৫।
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
বন্দহ নন্দকিসোরা ॥৭।

রাগতরঙ্গিণী।

ভটিয়ালবরাড়ী ছন্দ। ২৫ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। নন্দক—নন্দের। বলাব—বাজায়। ২। সময় —দর্শন ও মিলনের নির্দ্দিষ্ট সময়। বইসল—বসিয়া, বসিল। বেরি বেরি—বার বার। বোলি—কথা, আহ্বান। পঠাব—পাঠায়। ১-২। নন্দের নন্দন কদম্বের তরু তলে ধীরে ধীরে মুরলি বাজায়। সঙ্কেত-নিকেতনে বসিয়া (মিলন) সময় (আগত জানিয়া) বারবার আহ্বান পাঠায় (বাঁশীতে ডাকে)।

নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।

গীতগোবিন্দ

৩। সামরী—শ্যামা, সুন্দরী।

শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে ॥

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

মেঘদূত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১২৭ অধ্যায়) রাধার বর্ণনা এইরূপ—

রতিশূরা কোমলাঙ্গী কান্তবক্ষঃস্থলস্থিতা।
শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে সা সুখশীতলা ॥

তোরা লাগি—তোর জন্য। অনুখনে—অনুক্ষণ।

৪। উদবেগল—উদ্বিগ্ন হইল। ততহি—সেই দিকেই।

৫। গোরস—দুগ্ধ। বিকে—বিক্রয় করিতে। অবইতে—আসিতে। জনি জনি—প্রত্যেক রমণী। (পুং, জন—পুরুষ; স্ত্রীং, জনি—রমণী)। পুছ—জিজ্ঞাসা করে। বনমারি—বনমালী।

৩-৫। সুন্দরি, তোর জন্য মুরারি অনুক্ষণ বিকল। যমুনার তীরে উপবনে (ভ্রমণ করিতে করিতে) ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই (আগমনের পথ) দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল; দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আসিতে যাইতে প্রত্যেক রমণীকে (গোপীকে) বনমালী (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছে।

৬। তোঁহে—তোর প্রতি। মতিমান—অনুরক্ত।

৭। ভনই—কহিতেছে। বরজৌবতি—যুবতীশ্রেষ্ঠ। বন্দহ—বন্দনা কর।

৬-৭। (হে) সুমতি, আমার বচন কিছু শুন, মধুসূদন তোর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর।

রাধাবন্দনা।

দেখ দেখ রাধা রূপ অপার।
অপরুব কে বিহি আনি মিলাওল
খিতিতলে লাবনি সার ॥২॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়ত
হেরএ পড়ই অথীর।
মনমথ কোটি মথন করু যে জন
সে হেরি মহি মাহ গীর ॥৪॥
কত কত লখিমী চরণতল নেউছয়
রঙ্গিনি হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিশ কোর অগোরি ॥৬॥

হরিপদ ছন্দ। ২৭ মাত্রা। ১৬ ও ১১ মাত্রায় বশ্রাম। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা—রাধারূপ অপার।

২। 'আনি মিলাওল' বিদ্যাপতির রচনায় এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হয়। আনিয়া মিলাইল।

১-২। দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা।
মদন মোহন বাহিতে অনুখণ
লাবণী প্রেম অমিয়া রস ধারা॥
মাধবদাস।

৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হেরিয়া অনঙ্গ মূর্চ্ছিত, অস্থির হইয়া পড়ে।

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।
গোবিন্দদাস।

৪। যে কোটি মন্মথ মথন করে সে (মাধব) দেখিয়া ধরণীতলে (মধ্যে) পতিত হয়।

মনমথ কোটি মথন করু ঐছন।
জ্ঞানদাস।

নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ মথন ভঁউহ যুগ ভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল।
গোবিন্দদাস।

মনমথ মথন মথনিবর
রাইক চরণ শরণ নহোঁ ছোর।
রাধামোহন।

মনমথ কোটি মথন করু যো জন
সো তুয়া চরণ ধেয়ায়।
ধরণী।

৫। নেউছয়—নির্ম্মঞ্ছন করে।

৫-৬। কত কত লক্ষ্মী চরণতলে নির্ম্মঞ্ছন রূপে থাকে, রঙ্গিণীকে (রাধাকে) দেখিয়া বিভোর হয়। মনে অভিলাষ (হয়) পদপঙ্কজ অহর্নিশ কোলে আগলাইয়া রাখি।

ভণিতা নাই। পদকল্পতরু হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের অনুকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

বয়ঃসন্ধি।

৩

(দূতীর উক্তি)

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল ॥২॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ করল পরগাস ॥৪॥
মুকুর লই অব করত শিঙ্গার।
সখি পুছই কৈসে সুরত বিহার ॥৬॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত অপন পয়োধর হেরি ॥ ৮ ।
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ॥ ১০

মাধব পেখল অপরুব বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা ॥১২।
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
দুহু এক যোগ ইহকে কহ সয়ানি ॥ ১৪।

চৌপই (চতুষ্পদী) পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ,
ছন্দোলতায় জয়করী ছন্দ।
১৫ মাত্রা। প্রত্যন্তর নাই।

১। পাঠান্তর, শৈশব দল নব যৌবন ভেল।

২। দুই চক্ষু শ্রবণের পথ লইল—চক্ষে কটাক্ষ আরম্ভ হইল।

৩। বচনক—বচনের। লহু—লঘু।

৪। (যৌবনাগমে রূপ বাড়িয়া) ধরণীতে চন্দ্র প্রকাশ করিল।

শিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশভূষা।

৬। পুছই—জিজ্ঞাসা করে। কৈসে—কইসে, কেমন।

৭। উরজ—পয়োধর। বেরি—বার।

৮। স্মিতং কিঞ্চিদ্বক্ত্রে সরল তরলো দৃষ্টিবিভবঃ
পরিস্পন্দোবাচামপি নববিলাসোক্তি সরসঃ।
গতীনামারম্ভঃ কিসলয়িত লীলা পরিকরঃ
স্পৃশন্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিহ ন হি রম্যং মৃগদৃশঃ ॥

৯। বদরি—বয়ের, বের, কুল (ফল)। নবরঙ্গ—নারঙ্গ লেবু।

১০। অগোরল—আগুলাইল। (দেহে আপনার অধিকার হইয়াছে জানিয়া) দিনে দিনে মদন প্রহরা দিতে লাগিল।

১১। পেখল—দেখিলাম। অপরুব—অপরূপ।

১২। ভেলা—হইল।

১৩। তুহু—তুই, তুমি। অগেয়ানী—অজ্ঞানী।

১৪। ইহকে—ইহাকে। সয়ানি—কিশোরী, চতুরা।

১১-১৪। (দূতী কহিতেছে) মাধব, অপরূপ বালা দেখিলাম, (তাহাতে) শৈশব যৌবন দুই এক হইল। বিদ্যাপতি কহিতেছে (দূতীকে), তুই অজ্ঞানী (নির্ব্বোধ), দুইয়ের (শৈশব ও যৌবনের) একযোগ, ইহাকে কিশোরী কহে।

৪

(মাধবের উক্তি)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে দন্দ পরি গেল ॥২।
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি ॥৪।
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল ॥৬।
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥৮।
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥১০।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১-২। শৈশব ও যৌবনে দর্শন হইল; উভয়ের সৈন্যবলে দ্বন্দ্ব পড়িয়া গেল (শৈশব ও যৌবন একত্র থাকিতে পারে না, এজন্য উভয় দলে কলহ আরম্ভ হইল, কে বালার দেহ অধিকার করিবে)।

৩। কবহু—কথনও। কচ—কেশ।

৪। বিথারি—বিস্তারিত করে।

৫। উঘারি—উদ্ঘাটন করে, খুলিয়া ফেলে।

৬। উরজ উদয় থল—পয়োধরের উদয়স্থল। লালিম-লালিমা (মৈথিল শব্দ), লোহিতাভা।

গীতচিন্তামণিতে এই স্থলে আর দুইটী শ্লোক আছে—

শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ ॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ ॥

শৈশব (যৌবনের সহিত যুদ্ধে না পারিয়া) শশীমুখীর দেহ ছাড়িল। পরাজয় স্বীকার করিয়া)

ত্রিবলী (স্বরূপ) তিনটী (নাকে) খত ত্যাগ করিল (দিয়া গেল)। এখন যৌবনাগমে দৃষ্টি বঙ্কিম (কুটিল) হইল, লজ্জা উৎপন্ন হইল, হাসি মিষ্ট হইল।

৭। ভান—জ্ঞান।

৮। মুদিত, মোদিত (আনন্দিত) নয়নে মনসিজ জাগিল।

কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা এইরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর কান।
বালা অঙ্গে লাগল পাচবান॥

৫

(দূতীর উক্তি)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥২।
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেল ভিন অধিকার॥৪।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব॥৬।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তন্হিক লেল॥৮।
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥১০।
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার॥১২।

পদকল্পতরু।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

২। শৈশব ও যৌবন, দুই পথ দেখিতে মনসিজ গমন করিল।

৩। পহিল পরচার—প্রথম প্রচারিত (প্রকাশিত) হইল।

৬। একক—একের (নিতম্ব)। অওকে—অপরে (কটি)।

৫-৬। কটির গৌরব (গুরুতা) নিতম্ব পাইল, একের (নিতম্বের) ক্ষীণতা অপরে (কটি) পাইল।

৭-৮। প্রকট হাস্য এখন গুপ্ত হইল, উহার (হাস্যের) প্রকটতা উরজ লইল। তন্হিক—তাহার।

৯-১০। চরণের চপল গতি লোচন পাইল, লোচনের ধৈর্য্য পদতলে গেল।

১১-১২। নব কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কি কহিতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার।

শ্রোণীবন্ধস্ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ
পদ্‌ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাম্।
বক্ষঃ প্রাপ্তং কুচ সচিবতামদ্বিতীয়ন্তু বক্ত্রং
তদ্‌গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন॥

কাব্যপ্রকাশ।

কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। তাঁহার পূর্ব্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য্য নামে মিথিলায় সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর কহিত।

৬

(দূতীর উক্তি)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন লেল॥২।
অব সব খন রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখিগণে ন পুছয় বাত॥৪।
কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥৬।
তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল কয় ঠাম॥৮।
শুনইতে রস কথা থাপয় চীত।
যইসে কুরঙ্গিনি শুনএ সঙ্গীত॥১০।
শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয় অবসাদ॥১২।
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সে তনু ছোড় নহি পারি॥১৪।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১। অঙ্কুর—উরজাঙ্কুর।

৫-৮। হে মাধব, বয়সের সন্ধির (কথা) কি কহিব! দেখিলে কন্দর্পেরও মন বাঁধা পড়ে। তথাপি (বন্দী হইয়াও) কন্দর্প (কিশোরীর) হৃদয়ে উচ্চ স্থান দেখিয়া (উচল করি ঠাম) অনুপম ঘট রোপণ করিল।

৯। থাপয়—স্থাপন করে।

১১। উপজল বাদ—কলহ উপস্থিত হইল।

১২। অবসাদ—পরাজয়।

১৪। শৈশব সে দেহকে ছাড়িতে পারে না।

৭

(দূতীর উক্তি)

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥২॥
আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥৪॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহ ॥৬॥
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ ॥৮॥
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ ॥১০॥
তকর আগে তোহর পরসঙ্গ।
বুঝি করব জে নহ কাজ ভঙ্গ ॥১২॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়।
রাধারতন জৈসে তুয় হোয় ॥১৪॥

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

২। মাঝ—কটি।

স্তনতট মিদ মুত্তুঙ্গং
নিম্নোমধ্যঃ সমুন্নতং জঘনং।

৩। আবে—এখন। মদন দৃষ্টি বাড়াইল (শৈশবকে তাড়াইয়া স্বয়ং অধিকার করিবার জন্য)।

৪। সকল শৈশব (শৈশবের সকল সৈন্য, সকল লক্ষণ) চমকিয়া পৃষ্ঠ দিল (পলায়ন করিল)।

১০। দলপতির (শৈশবের) পরাভবে সৈন্যের ভঙ্গ হইল।

১১। তকর—তাহার। আগে—সম্মুখে। তোহর—তোমার, তোর। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

১১-১২। তাহার সাক্ষাতে তোমারই কথা (প্রসঙ্গ) হয় (যাহাতে তোমার প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে); বিবেচনা করিয়া (এরূপ) করিব যাহাতে কাজ না ভঙ্গ হয় (সাবধান হইয়া চতুরতার সহিত কথা পাড়িব যাহাতে কাজ না পণ্ড হয়)।

১৩। ফোয়—খুলিয়া।

১৩-১৪। সুকবি বিদ্যাপতি আবার খুলিয়া (স্পষ্ট করিয়া) কহিতেছে, যাহাতে রাধারত্ন তোমার হয় (এমন চেষ্টা করিব)। কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি সুন গুনবান।
দিনে দিনে সুন্দরি ভৈ গেল আন ॥

৮

(দূতীর উক্তি)

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়য় অনঙ্গ ॥২॥
সে পুন ভই গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর ॥৪॥
মাধব পেখল রমনি সন্ধান।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান ॥৬॥
তনু শুক বসন হিরদয় লাগি।
যে পুরুখ দেখব তাকর ভাগি ॥৮॥
উরহি লোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল কনক মহেশ ॥ ১০ ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসয় সে বরনারি ॥১২॥

২। পীড়য়—পীড়ন করে, ক্লেশ দেয়।

৩। বীজক পোর—বীজপূর।

৪। সিরিফল—শ্রীফল। জোর—জোড়া।

উদ্ভেদং প্রতিপদ্য পঙ্ক বদরীভাবং সমেত্য ক্রমাৎ
পুন্নাগাকৃতিমাপ্য পূগপদবীমারুহ্য বিল্বশ্রিয়ম্।
লব্ধা তাল ফলোপমাং চ ললিতামাসাদ্য ভূয়োঽধুনা
চঞ্চৎকাঞ্চন কুম্ভ জম্ভণমিমাবস্থাঃ স্তনৌ বিভ্রতঃ॥

৫। পেখল—দেখিলাম।

৬। ঘাটে তাহাকে স্নান করিতে দেখিলাম।

৭। শুক—সুকুমার, কোমল। (তাহার) তনু কোমল, হৃদয়ে (বক্ষে) (আর্দ্র) বস্ত্র লাগিয়া (জড়িত হইয়া) রহিয়াছে।

৮। পুরুখ—পুরুষ। দেখব—দেখিবে। তাকর—তাহার। ভাগি—ভাগ্য।

৯। উরহি—বক্ষে। লোলিত—দুলিতেছে, লম্বিত।

১০। স্বর্ণ শম্ভু (পয়োধর) যেন চামরে ঢাকিল।

১২। সুপুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ নারীর (সহিত) বিলাস করে।

৯

(মাধবের উক্তি)

খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খন বসনধূলি তনু ভরই ॥২॥
খনে খন দশন ছটা ছুট হাস।
খনে খন অধর আগে গহু বাস ॥৪॥
চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥৬॥
হৃদয় মুকুলি হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দই খনে হোয় ভোর ॥৮॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ ॥১০॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান ॥ ১২।

পাদাকুলক ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১। খনে—ক্ষণে। ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরণ করে (অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে)।

২। ক্ষণে ক্ষণে অসংযত বস্ত্র ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া দেহকে ধূলিপূর্ণ করে।

৩। ছুট—ছোটে, মুক্ত হয়। ক্ষণে ক্ষণে হাস্যে দশনের ছটা মুক্ত হয় (প্রকাশ পায়)। বঙ্গদেশের বিকৃত পাঠ—ছটাছট।

৪। গহু—গ্রহণ করে। অধরের আগে (সম্মুখে) বাস গ্রহণ করে (মুখে কাপড় দেয়)।

৫। চউকি—চমকিয়া। মন্দ—ধীরে।

৬। মন্মথের পাঠের (শিক্ষার) প্রথম চেষ্টা।

ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গ সংবীক্ষণং
ক্ষণং রজসি খেলনং ক্ষণমতীব ভূষাদরঃ।
ক্ষণং দ্রুততরা গতিঃ ক্ষণমতীব মন্দাগতিঃ
ক্ষণ ক্ষণ বিলক্ষণং জয়তি চেষ্টিতং সুভ্রুবঃ॥

৭। মুকুলি—মুকুল। থোর—অল্প।

৮। হোয়—হয়। ভোর—ভোলা।

৭-৮। হৃদয়জাত মুকুল (পয়োধর) অল্প দেখিয়া দেখিয়া (বারম্বার দেখিয়া), ক্ষণে বক্ষে অঞ্চল দেয়, ক্ষণে (দিতে) ভুলিয়া যায়।

৯। তারুণ—তারুণ্য। ভেট—দেখা, সাক্ষাৎ।

১০। লখই—লক্ষ্য করিতে। পারিঅ—পারি। জেঠ—জ্যেষ্ঠ। কনেঠ—কনিষ্ঠ।

৯-১০। বালিকায় শৈশব (ও) যৌবনের সাক্ষাৎ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারি না (শৈশব প্রবল কি যৌবন প্রবল তাহা বুঝিতে পারি না)।

১১। বর—শ্রেষ্ঠ, সুন্দর। কান—কানাই।

তৃতীয় শ্লোকের পর গীতচিন্তামণির পাঠ স্বতন্ত্র।—

দূতী সয়ানি করহ সোই ঠাট।
পণ্ডিত হমহি পঢ়ায়ব পাঠ॥
চেতন মধু ঝষকেতন মন্দ।
অবগহি লেই শিখাও রসমন্ত্র॥

অপন তন কাঞ্চন হমে দেই।
যতনহি প্রেমরতন ভরি লেই॥
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব।
ইহ বিনু দুহুক জীউ ন জীব॥

'বিদ্যাপতি' স্থানে 'বিদ্যাবল্লভ' প্রয়োগ এই পাঠে দেখা যায়। আজীব—কহে।

১০

(দূতীর উক্তি)

খন ভরি নহি রহ গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝপাবয় লাজে॥ ২।
বালা জন সঙ্গে যব রহই।
তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই॥ ৪।
মাধব তুয় লাগি ভেটল রমণী।
কে কহ বালা কে কহ তরুণী॥ ৬।
কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে॥ ৮।
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখী হসি দএ গারী॥ ১০।
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥ ১২।

পাদাকুলক অথবা শারঙ্গী মালব ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১। ক্ষণকালও গুরুজনের মধ্যে থাকে না (তাঁহাদিগের সাক্ষাতে অধিক সম্ভ্রম করিতে হয়)।

২। বেকত—ব্যক্ত। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জায় ঢাকা দেয় না (এখনও লজ্জাজ্ঞান প্রবল হয় নাই)।

৪। তঁহি—সেইজন্য, অতএব।

৩-৪। যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে, তাহারা (তাহাকে) তরুণী পাইয়া (মনে করিয়া) (সেই কারণে) পরিহাস করে।

৫। তুয় লাগি—তোমার লাগিয়া, তোমার জন্য।

৬। কেহ (তাহাকে) বালিকা বলে, কেহ তরুণী বলে।

৭। কেলিরভস—কেলিরহস্য, কেলি কৌতুক। যব—যখন। আনে—অপরের নিকট।

৮। অনতএ—অন্যত্র, অন্য দিকে। ততহি—সেই স্থানে, সেই দিকে। অন্য দিকে দেখিয়া সেই দিকে কাণ দেয়।

৯। পরচারি---প্রকাশ, ঠাট্টা, নিন্দা।

১০। হাসি কান্না মাখাইয়া (কতক রাগিয়া, কতক কৌতুক করিয়া) গালি দেয়।

১২। বালা চরিত---কিশোরীর স্বভাব।

১১

(দূতীর উক্তি)

ভৌঁহ ভাঙ্গি লোচন ভেল আড়।
তৈঅও ন শৈশব সীমা ছাড়॥ ২।
আবে হসি হৃদয় চীর লএ থোএ।
কুচ কঞ্চন অঙ্কুরএ গোএ॥ ৪।
হেরি হল মাধব কএ অবধান।
জৌবন পরসে সুমুখি আবে আন॥ ৬।
সখি পুছইতে আবে দরসএ লাজ।
সীঁচি সুধাএ অধ বোলিঅ বাজ॥ ৮।
এত দিন শৈশবে লাওল সাঠ।
আবে সবে মদনে পঢ়াউলি পাঠ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

পাদাকুলক ছন্দ।

১-২। ভ্রু ভাঙ্গিয়া (ভ্রুভঙ্গ করিতে শিখিয়াছে), লোচন আড় হইল (আড় দৃষ্টি হইল), তথাপি শৈশব সীমা ছাড়ে না (শৈশব তাহার দেহকে ত্যাগ করিতে চাহে না)।

৩-৪। এখন হাসিয়া বস্ত্র লইয়া হৃদয়ে রাখে (বক্ষে কাপড় দেয়), কাঞ্চন (বর্ণ) কুচাঙ্কুর গোপন করে।

৫। হল (এই শব্দ নানা অর্থ ব্যঞ্জক, অপর ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হয়)—চল।

৬। আন—অন্য।

৫-৬। মাধব, অবধান পূর্ব্বক দেখিয়া চল (লও), যৌবনের স্পর্শে সুমুখী এখন অন্য (রূপ) হইয়াছে।

৭। দরসএ—দেখায়। ৮। সীঁচি—সিঞ্চন করিয়া। অধ—অর্দ্ধ। বোলী—কথা। বাজ—কহে।

৭-৮। সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, অমৃত সিঞ্চন করিয়া অর্দ্ধ (লজ্জাবশতঃ অসম্পূর্ণ) কথা কহে।

৯। সাঠ—সাথ, সঙ্গে।

৯-১০। এতদিন শৈশব সঙ্গে আনিয়াছিল, এখন *মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।*

১২

(দূতীর উক্তি)

পীন পয়োধর দূবরি গতা।
মেরু উপজল কনক লতা ॥ ২।
এ কাহ্নু এ কাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপরুব দেখলি সাই ॥ ৪।
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
ফুললি মধুরি কমল সঙ্গে ॥ ৬।
লোচন জুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পারে ॥ ৮।
ভঁউহেরি কথা পুছহ জনূ।
মদনে জোড়লি কাজর ধনূ ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
এত সুনি কাহ্নু করু গমনে ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

দেশরাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।

১। দূবরি—দুর্ব্বল শব্দ হইতে, তন্বী। গতা—গাত্র।

২। কনকলতায় (দেহে) যেন মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল।

৫। সাই—তাহাকে। ৬। মধুরি—বান্ধুলী।

৮। মধুক মাতল—মধুপানে মত্ত।

৯-১০। ভ্রুর কথা জিজ্ঞাসা করিও না, মদন (যেন ভ্রুধনুতে) কজ্জলের গুণ জুড়িয়াছে।

গীতচিন্তামণির পাঠও প্রায় এইরূপ। ভণিতা অন্যরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি দুতি বচনে।
কিসলয় অঙ্গ ন হোয় পহু ধরনে ॥

১৩

(দূতীর উক্তি)

জেহে অবয়ব পুরুব সময়
নিচর বিন্দু বিকার।
সে আবে জাহু তাহু দেখি ঝাপএ
চিহ্নিমি ন বেবহার ॥ ২।
কন্হা তুরিত শুনসি আএ।
রূপ দেখতে নয়ন ভুলল
সরূপ তোরি দোহাএ ॥ ৪।
সৈসব বাপু বহীরি ফেদাএল
জৌবনে গহল পাস।
জেও কিছু ধনি বিরুহ বোলএ
সে সেও সুধাসম ভাস ॥ ৬।
জৌবন সৈসব খেদএ লাগল
ছাড়ি দেহে মোর ঠাম।
এত দিন রস তোহে বিরসল
অবহু নহিঁ বিরাম ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

কোডার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা।

১। জেহে—যে। পুরুব সময়—পূর্ব্বকালে, পূর্ব্বে। নিচর—নিশ্চল, স্থির। বিন্দু বিকার—বিকারশূন্য।

২। আবে—এখন। জাহু তাহু—যাহাকে তাহাকে। ঝাপএ—ঢাকা দেয়। চিহ্নিমি—চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। ন—না। বেবহার—ব্যবহার। ১—২।

যে শরীর পূর্ব্বে বিকারশূন্য ও স্থির (ছিল) (যে দেহে শৈশবসুলভ নিশ্চিন্ততায় কোন রূপ লজ্জার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত না), সে (দেহ) এখন যাহাকে তাহাকে দেখিয়া আবরণ করে (গায়ে কাপড় দেয়); (এরূপ) ব্যবহার বুঝিতে পারি না।

৩। কন্হা—কানাই। তুরিত—ত্বরিত। শুনসি—শোন্। আএ—আসিয়া।

৪। দেখতে—দেখিতে, দেখিয়া। ভুলল—ভুলিল। সরূপ—স্বরূপ, সত্য। তোরি—তোর। দোহাএ—দোহাই।

৩—৪। কানাই, শীঘ্র আসিয়া শোন্। তোর দোহাই, সত্য (বলিতেছি) রূপ দেখিয়া (আমার) নয়ন ভুলিল।

৫। বাপু (মৈথিল)—বেচারা ; পাঠান্তর, বান্ধব। বহীরি—বাহিরে। ফেদাএল—খেদাইল, তাড়াইয়া দিল। গহিল—গ্রহণ করিল, লইল। পাস—পাশ, নিকটে।

৬। যেও—যাহাও। বিরুহ—বিরোধ,কটু। বোলএ—কহে। সে সেও—তাহা তাহাও, সে সকলও। সুধা সম ভাস—অমৃততুল্য প্রতীয়মান।

৫—৬। শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল, যৌবনকে নিকটে লইল (পাশে লইল); ধনী যাহা কিছু কটু (কথাও) বলে, তাহাও অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয়।

৭। খেদএ লাগল—তাড়াইতে লাগিল। দেহে—দে। মোর ঠাম—আমার স্থান।

৮। তোহে—তোকে। বিরসল—রস প্রদান করাইল, ভোগ করাইল। অবহু—এখনও। বিরাম—নিবৃত্তি, বিরতি।

৭—৮। যৌবন শৈশবকে তাড়াইতে লাগিল, (কহিল) আমার স্থান ছাড়িয়া দে (এখন ইহার দেহে আমার অধিকার হইয়াছে অতএব তুই ইহাকে ত্যাগ কর); এত দিন তোকে রস ভোগ করাইল (এত দিন তুই ইহার দেহ অধিকার করিয়াছিলি), এখনও নিবৃত্তি নাই (এখনও তোর আশা মেটে নাই) ?

১৪

(দূতীর উক্তি)

কি আরে নব জৌবন অভিরামা।
জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ
ছও অনুপম এক ঠামা ॥ ২।
হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিণি হিম
পিক বুঝ অনুমানী।
নয়ন বয়ন পরিমল গতি তনুরুচি
অও অতি সুললিত বানী ॥ ৪।
কুচ যুগ পর চিকুর ফুজি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
জনি সুমেরু উপর মিলি উগল
চাঁদ বিহুন সবে তারা ॥ ৬।
লোল কপোল ললিত মাল কুণ্ডল
অধর বিম্ব অধ জাই।
ভৌঁহ ভমর নাসা পুট সুন্দর
সে দেখি কীর লজাই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগরি
আন ন পাবএ কোই।
কংসদলন নারায়ণ সুন্দর
তসু রঙ্গিনী পএ হোই ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

অহিরাণী ভীমপলাশী ছন্দ। ২৬ হইতে ৩০ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা।

২। জত—যত, যত প্রকার। পারিয়—পারি। ছও—ছয়।

১—২। আহা কি অভিরাম নব যৌবন, যত প্রকার দেখিলাম তাহা কহিতে পারি না, ছয় অনুপম এক ঠাঁই।

৪। অও—আর, এবং।

৩—৪। হরিণ, চন্দ্র, পদ্ম, হস্তিনী, তুষার, পিক (এই ছয়) অনুমান করিয়া বুঝিলাম, নয়ন, মুখ, পরিমল, গমন, তনুরুচি এবং অতি সুললিত কথা (ছয় বস্তু ছয়টীর উপমা)।

৫। ফুজি—খুলিয়া। পসরল—প্রসারিত হইল। তা—তাহাতে। অরুঝায়ল—জড়াইল।

৬। বিহুন—বিহীন।

৫—৬। কুচ যুগের উপর চিকুর মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল, যেন সুমেরুর উপর চন্দ্রবিহীন তারা সকল মিলিয়া উদয় হইল।

৭—৮। ললিত মালা, কুন্তল কপোলে দোলায়মান, অধরে বিম্ব নীচে যায় (অধরের তুলনায় বিম্ব হীন হয়)। ভ্রু ভ্রমর (তুল্য), সুন্দর নাসাপুট দেখিয়া শুক লজ্জা পায়।

৯। আন—অন্য। পাবএ—পায়।

১০। তসু—তাহার। পএ—অব্যয় শব্দ, ছন্দ পূরণার্থে।

৭—৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সেই নাগরী শ্রেষ্ঠ তার কেহ পায় না, কংসদলন নারায়ণের রঙ্গিণী হয়।

১৫

(দূতীর উক্তি)

লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ।
দুঅও নয়ন লহ একহোক লাখ॥ ২।
নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল।
এক কমল দুই খঞ্জন খেল॥ ৪।
কহ্নাই নয়না হলিঅ নিবারি।
জে অনুপম উপভোগ ন আবএ
কী ফল তাহি নিহারি॥ ৬।
চাঁদ গগন বস অও তারাগন
সূর উগল পরচারি।
নিচয় সুমেরু অথিক কনকাচল
আনব কওনে উপারি॥ ৮।
জে চূরু কয় সায়র সোখল
জিনল সুরাসুর মারি।
জল থল নাব সমহি সম চালএ
সে পাবএ এহি নারি॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি জনু হরড়াবহ
নাহ ন হিয়রা লাগ।
দূতী বচন থির কএ মানব
রাএ সিবসিংহ বড় ভাগ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

২। লহ—অনুমান হয়।

১—২। কুটিল কটাক্ষ লঘু লঘু সঞ্চরণ করে, দুই নয়ন এক লক্ষ অনুমান হয় (যেন লক্ষ নয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে)।

৩—৪। নয়ন (ও) মুখ দুই উপমা দিল (উপমিত হইল), এক কমলে (যেন) দুই খঞ্জন খেলা করিতেছে।

৫। হলিঅ—যাও, চল।

উপভোগ—উপভোগের জন্য। আবয়—আসে। তাহি—তাহাকে।

৫—৬। কানাই, নয়ন নিবারিয়া চল (দেখিও না), অনুপম (যে সামগ্রী) উপভোগে আসে না, তাহাকে দেখিয়া কি ফল?

৭। বস—বাস করে। অও—এবং। সূর—সূর্য্য। উগল—উদয় হইলে। পরচারি—প্রকাশ হয়।

৮। অথিক—হয়। কওনে—কে। উপারি—উপাড়িয়া।

৭—৮। চন্দ্র এবং তারাগণ গগনে বাস করে, (কিন্তু) সূর্য্য উদয় হইলে (তাহারা কি) প্রকাশ পায়? সুমেরু নিশ্চয় কনকাচল (কিন্তু) উপাড়িয়া কে আনিবে?

৯। চুরু—অঞ্জলি। সায়র—সাগর। সোখল—শুষিল।

১০। নাব—নৌকা। সমহি সম—সমান। পাবে—পায়।

৯—১০। যে অঞ্জলি করিয়া সাগর শোষণ করিল, সুরাসুরকে মারিয়া জয় করিল, জল স্থলে সমান নৌকা চালনা করে সে এই নারী পায়।

১১। জনু—না। হরড়াবহ—ব্যস্ত, অস্থির হইও। হিয়রা—হৃদয়।

১২। মানব—মানিবে। ভাগ—ভাগ্যবান।

১১—১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অস্থির হইও না, নাথ হৃদয়ে লাগে নাই (নারী এখনও বল্লভের প্রতি অনুরক্ত হয় নাই), দূতীর কথা স্থির করিয়া মানিবে (বিশ্বাস করিবে)। রাজা শিবসিংহ বড় ভাগ্যবান।

১৬

(মাধবের উক্তি)

কনককলতা অরবিন্দা।
দমনা মাঝ উগল জনি চন্দা॥ ২।
কেও বোলে সৈবল ছপলা।
কেও বোলে নহি নহি মেঘে ঝপলা॥ ৪।
কেও বোল ভমএ ভমরা।
কেও বোল নহি নহি চরএ চকোরা॥ ৬।
সংসয় পড়ল সবে দেখী।
কেও বোলএ তাহি জুগুতি বিসেখী॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

ভোগিন্যাসাবরী ছন্দ। লক্ষণ—

চতুষ্কল চতুষ্ক্রান্তা রুদ্রসংখ্যকলাদিকাঃ।
কলা অনিয়তা যত্র পদার্দ্ধে সা তু ভোগিনী॥

রাগতরঙ্গিণী।

প্রথম চরণ ১২ মাত্রা। দ্বিতীয় ১৬।

২। দমনা—দ্রোণপুষ্প।

১—২। কনকলতায় (দেহলতা) পদ্ম (মুখ), দ্রোণ গুল্মের মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় হইল।

৩। সৈবল ছপলা—শৈবালে আচ্ছন্ন হইল। ধম্মিল্লশৈবালকম্—সংযত কেশ শৈবাল—

শৃঙ্গারতিলক।

৩—৪। কেহ বলে শৈবালে আচ্ছন্ন হইল, কেহ বলে না না, মেঘে ঢাকিল। (কেশের বর্ণনা)।

৫। ভমএ—ভ্রমিতেছে।

৫—৬। কেহ বলে ভ্রমর ভ্রমিতেছে, কেহ বলে না না, চকোর চরিতেছে।

৮। জুগুতি—যুক্তি। বিসেখী—বিশেষ করিয়া।

৭—৮। সকল দেখিয়া সংশয় হইল (পড়িল), কেহ তাহাতে বিশেষ বিশেষ যুক্তি কহিল (নির্ণয় করিবার জন্য প্রমাণ উপস্থিত করিল)।

৯—১০। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, বড় পুণ্যে পুণ্যবান (এই) গুণবতীকে পায়।

রাগতরঙ্গিণীতে শেষের কয়েক চরণে কিছু প্রভেদ আছে—

সংসয় পরু জন মহী।
বোল তোর মুখ সন নহী॥ ৮।
কবিরতনাই ভানে।
সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥ ১০।
মিলু রত্তি মদন সমাজা।
দেবল দেবি লখন দেব রাজা॥ ১২।

৭—৮। পৃথিবীর লোক সংশয়ে পড়িল, বলে, (ইহার মধ্যে কোনটী) তোর মুখের তুল্য নয়।

৯—১০। কবিরতন কহে, শঙ্কা (রমণীর) ও কলঙ্ক (চন্দ্রের) দুই অসমান (তুলনা হয় না)। কবিরত্ন ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কবিরঞ্জন একই উপাধি অনুমান হয়।

১১—১২। রতি (যেমন) মদনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, দেবল দেবী (সেইরূপ) লক্ষ্মণ দেব রাজার (সহিত মিলিত হইয়াছেন)। লক্ষ্মণ দেব বোধ হয় মিথিলার সমীপবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন।

১৭

(দূতীর উক্তি)

মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে ॥ ২।
পল্লবরাজ চরণ যুগ শোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনক কেদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে ॥ ৪।
মেরু উপর দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পাই।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তঁই নহি কমল শুখাই ॥ ৬।
অধর বিম্ব সন দশন দাড়িম্ব বিজু
রবি শশি উগথিক পাশে।
রাহু দূরি বস নিয়রো ন আবথি
তঁই নহি করথি গরাশে ॥ ৮।
সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে ॥ ১০
ভনহি বিদ্যাপতি শুন বর জৌবতি
এহন জগত নহি আনে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই পতি ভানে ॥ ১২

২। কতেক—অনেক, কত। সমারল—(সম্ভার— হিন্দী) সাজাইল। সরূপে—স্বরূপে, প্রত্যক্ষ, সত্য।

১—২। মাধব, সুন্দরীর রূপের কি কহিব (বর্ণনা করিব), বিধি অনেক যত্নে আনিয়া সাজাইল, প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

৩। পল্লবরাজ—পদ্ম। গজরাজ—ঐরাবত। ভান—ভাব, অনুমান।

৪। তাপর—তাহার উপর।

৩—৪। চরণযুগলে পদ্ম শোভিত, গতি ঐরাবত তুল্য; কনক কদলীর (উরুর), উপর সিংহ (কটি) সাজাইল, তাহার উপর মেরুর (উন্নত বক্ষঃস্থল) সমান।

৫। ফুলাএল—ফুটাইল। রুচি—শোভা। পাই—পায়।

৬। বহু—বহিতেছে। সুরসরি—সুরসরিৎ।

৫—৬। মেরুর উপরে দুইটা কমল (পয়োধর) ফুটাইল, বিনা নালে (মৃণালশূন্য হইলেও) শোভা পায়। মণিময় হার গঙ্গার ধারা (তুল্য) বহিতেছে সেই জন্য কমল শুকায় না।

৭। উগথিক—উদয় হইয়াছে।

৮। বস—বাস করে। নিয়রো—নিকটে। আবথি—আসে। করথি—করে। গরাশে—গ্রাস।

৭—৮। অধর বিম্ব তুল্য, দশন দাড়িম্ব বীজ। রবি (সিন্দুর বিন্দু) শশী (মুখ) পাশাপাশি উদয় হইয়াছে। রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, নিকটে আসে না, সেই জন্য গ্রাস করে না। (পৃষ্ঠবিলম্বিত মুক্তকেশ মুখ হইতে দূরে থাকে)।

৯। সারঙ্গ (১)—হরিণ। সারঙ্গ (২)—কোকিল। সারঙ্গ (৩)—কামদেব। সমধানে—সন্ধানে।

১০। সারঙ্গ (৪)—পদ্ম (ললাট)। সারঙ্গ (৫)—ভ্রমর (চূর্ণকুন্তল)। কেলি—ক্রীড়া। করথি—করিতেছে।

৯—১০। (তাহার) বচন কোকিল (কণ্ঠতুল্য), আবার নয়ন হরিণ (হরিণ-নয়নী), তাহার সন্ধানে (কটাক্ষে) মদন (রহিয়াছে): ললাটপদ্মের উপরে দশটী ভ্রমর (চূর্ণকুন্তল) ক্রীড়াচ্ছলে মধুপান করিতেছে।

১১—১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, (দূতী সম্বোধনে) জগতে এমন আর নাই (এরূপ সুন্দরী দ্বিতীয় কেহ নাই)। লখিমা দেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন (অনুমান করেন)।

বিদ্যাপতির আর একটী পদেও সারঙ্গ শব্দ লইয়া প্রহেলিকার ভাব আছে। সারঙ্গ শব্দ লইয়া হেঁয়ালি ছড়া দূর পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। *Calcutta Review* July, 1882 সংখ্যায় Captain Temple সেই ছড়া উদ্ধৃত করেন; গ্রিয়ার্সন তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন।—

সারঙ্গ ফড়েয়া সারঙ্গ নূঁ
যো সারঙ্গ বোল্যা আএ।
যে সারঙ্গ আখে সারঙ্গ নূঁ
তান সারঙ্গ মুখ তে যায়॥

সারঙ্গ (১)—ময়ূর। ফড়েয়া—ধরিল। সারঙ্গ (২)—সর্প। নূঁ—কে। যো—যখন। সারঙ্গ (৩)—মেঘ। বোল্যা আএ—ডাকিল। সারঙ্গ (৪)—ময়ূর। আখে—বলিল, কহিল। সারঙ্গ (৫)—মেঘ। তান—তাহাতে। সারঙ্গ (৬)—সর্প। তে—হইতে। যায়—গেল।

ময়ূর সাপ ধরিল। যখন মেঘ ডাকিল তখন ময়ূর মেঘের সহিত কথা কহিল (কেকাধ্বনি করিল), তাহাতে সাপ (ময়ূরের) মুখ হইতে (পলাইয়া গেল)।

এইটি মিথিলার পদ। বঙ্গদেশেও প্রায় এই আকারে প্রচলিত আছে।

১৮

(মাধবের উক্তি)

মএে তো আজ দেখলি কুরঙ্গি নয়নিএা।
সরদক চান্দ বদনিএা॥ ২।
কনক লতা জনি কুন্দি বৈসাওল
কুচ যুগ রতন কটোরবা লো।
দশন জ্যোতি জনি মোতি বৈসাওল
অধর তসু পবারবা লো॥ ৪।

নেপালের পুঁথি।

মিশ্র অহিরাণী ছন্দ। সাধারণ অহিরাণী ছন্দের লক্ষণ ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা, প্রত্যন্তর (ধ্রুবং অথবা ধূয়া) ১২ মাত্রা। এই পদে দ্বিতীয় চরণে ১২ মাত্রা, এবং তৃতীয় চরণে (লো শব্দ ত্যাগ করিয়া) ২৯ মাত্রা, কিন্তু প্রথম চরণে ১৯ মাত্রা মাত্র।

১—২। আমি তো আজ কুরঙ্গিণীনয়নী শরচ্চন্দ্র-বদনীকে দেখিলাম।

৩। কুন্দি—কুঁদিয়া, কাটিয়া। কটোরবা—কটোরা।

৪। পবারবা—প্রবাল। প্রবাল হইতে পবার, আধুনিক মিথিলা ভাষায় পরার হইয়া গিয়াছে।

৩—৪। কনকলতা (দেহ) কাটিয়া যেন কুচ যুগল (আকারে) রত্ননির্ম্মিত বাটী বসাইয়াছে। দশন জ্যোতি যেন বসান (সজ্জিত) মুক্তা, তাহার অধরের বর্ণ প্রবালের ন্যায়। [লো শব্দ মোরঙ্গ (মিথিলার উত্তর) প্রদেশে হে, রে ইত্যাদির ন্যায় সম্বোধন সূচক, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ব্যবহার করে]।

১৯

(মাধবের উক্তি)

জুগল সৈল সিম হিমকর দেখল
এক কমল দুই জোতি রে।
ফুললি মধুরি ফুল সিন্দুর লোটাএল
পাঁতি বইসলি গজ মোতি রে॥ ২।

আজ দেখল জত কে পতিআএত
অপরুব বিহি নিরমাণ রে ॥ ৩।
বিপরিত কনক কদলি তর সোভিত
থল পঙ্কজ কে রূপ রে।
তথহুঁ মনোহর বাজন বাজএ
জনি জগে মনসিজ ভূপ রে ॥ ৫।
ভনই বিদ্যাপতি এহু পূরব পুন তহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংঘ
লখিমা দেইকর কন্ত রে ॥ ৭।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

করুণ মালব ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।

।।। ॥। ।। ।।।। ॥ ।।
জুগল সৈল সিম হিমকর দে খল
।। ।।।।। ॥। ॥
এক কমল দুই জোতি রে।

১। সৈল—শৈল। সিম—সীমা।

১—২। যুগল শৈল সীমার (পয়োধরের নিকটে) হিমকর (মুখ) দেখিলাম, এক কমলে (মুখে) দুই জ্যোতি (চক্ষু)। প্রস্ফুটিত বান্ধুলী ফুল সিন্দুরে লুণ্ঠিত হইল (তাম্বুলরাগযুক্ত ওষ্ঠাধর), গজমুক্তার পংক্তি বসিয়া রহিয়াছে (দশন শ্রেণী)।

৩। পতিআএত—প্রতীতি করিবে।

৩। আজ বিধির অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ যত দেখিলাম কে বিশ্বাস করিবে?

৪—৫। বিপরীত কনক কদলীর (উরু) তলে শোভিত স্থল পদ্মের রূপ (চরণ), তাহাতে যেন জগতে মনসিজ ভূপের মনোহর বাদ্য (নূপুর) বাজিতেছে।

৬। তহ—হইতে। ৭। সিবসিংঘ—শিবসিংহ। দেইকর—দেবীর।

৬—৭। বিদ্যাপতি কহিতেছে, এরূপ (রমণী) রসিক পুরুষকে তাহার পূর্ব্ব পুণ্যফলে ভজনা করে। লখিমা দেবীর কান্ত নৃপ শিবসিংহ সকল রস বুঝেন।

২০

(মাধবের উক্তি)

অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ।
মধুরী ফুলে পূজু অরবিন্দ ।
তহু দুহু সুললিত নয়ন সামরা।
বিমল কমল দল বইসল ভমরা ॥৪।
বিশেখি ন দেখলি এ নিরমলি রমনী।
সুরপুর সঞো চলি আইলি গজগমনী ॥৬।
গিম সঞো লাবল মুকুতা হারে।
কুচ জুগ চকেব চরই গঙ্গাধারে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বুঝ শিবসিংহ নৃপ মহোদার ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সুছন্দ—সুছাঁদ, সুন্দর।

২। মধুরী—বান্ধুলী। পূজু—পূজা করিল।

১—২। সুন্দর মুখে সুশোভিত অধর, (যেন) বান্ধুলী পুষ্পে পদ্মকে পূজা করিল।

৩। তহু—সেখানে। সামরা—কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল।

৪। বইসল—বসিল।

৩—৪। সেখানে দুই সুললিত কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, (যেন) বিমল কমল দলে ভ্রমর বসিল।

৫। বিশেখি—বিশেষ, শ্রেষ্ঠতর। দেখলি—দেখিলাম। নিরমলি—নির্ম্মিতা।

৬। সঞো—হইতে। আইলি—আসিল।

৫—৬। এই রমণীর (অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠতর নির্ম্মিতা (কোন নারী) দেখি নাই, স্বর্গ হইতে গজগামিনী চলিয়া আসিল।

৭। গিম—গ্রীবা। লাবল—নাবিল, দুলিল।

৮। চকেব—চক্রবাক। চরই—চরিতেছে।

৭—৮। গ্রীবা হইতে মুক্তাহার দুলিল, (যেন) কুচ চক্রবাক যুগল গঙ্গাধারে (হারের পার্শ্বে) চরিতেছে।

৯—১০। বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার কহিতেছে, মহোদার শিবসিংহ নৃপ রস বুঝেন।

২১

(মাধবের উক্তি)

চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা করু
লোচন চকিত চকোরে।
অমিয় ধোএ আঁচরে জনি পোছল
দহ দিস ভেল উজোরে ॥ ২।
কামিনি কোনে গঢ়লী।
রূপ সরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী ॥ ৪।
গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ
মাঝ খীনিম নিমাই।
ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি
ত্রিবলি লতা অরুঝাই ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি অদভুত কৌতুক
ই সব বচন সরূপে।
রূপনরায়ন ই রস জানথি
সিবসিংহ মিথিলা ভূপে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। লএ—লইয়া। ঘটনা—নির্ম্মাণ। করু—করিল।

২। পোছল—মুছিল।

১—২। চন্দ্রের সার লইয়া মুখ নির্ম্মাণ করিল, যেন অমৃত ধুইয়া অঞ্চল দিয়া মুছিল (তাহাতে) দশ দিক উজ্জ্বল হইল (চন্দ্রের সার ভাগ লইয়া বিধাতা যেন তাহার মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং রমণী অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিয়া যে অমৃত ধুইয়া ফেলিয়াছে তাহাই চন্দ্র রূপে দশ দিক উজ্জ্বল করিয়াছে)।

৩-৪। কামিনীকে কে গড়িল ? রূপ স্বরূপ কহা আমার পক্ষে অসম্ভব, লোচন (তাহার রূপে) লাগিয়া রহিল।

৫। চলএ—চলিতে। খীনিম—ক্ষীণ। নিমাই—নির্ম্মাণ করিল।

৬। ভাঁগি—ভাঙ্গিয়া। অরুঝাই—জড়াইয়া।

৫—৬। গুরু নিতম্ব ভরে চলিতে পারে না, (বিধাতা) কটী ক্ষীণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে, ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া কন্দর্প ত্রিবলী লতা জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

৭—৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অদ্ভুত কৌতুক, এই সকল কথা সত্য, মিথিলাভুপ শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস জানেন। ভণিতার পাঠান্তর—

ভনই বিদ্যাপতি ই সব সরূপ।
সিবসিংহে জানল ই সবে রূপ ॥

২২

(দূতীর উক্তি)

শুনহ নাগর কান।
রাজকুমরি রাধিকা নাম ॥ ২।
জটিলা বধূ নবীন বালি।
অপন সোভাবে কর খেয়ালি ॥ ৪।
রস ন পরশে তকর অঙ্গ।
কৈসনে হোয়ব তোহর সঙ্গ ॥ ৬।
ভনে বিদ্যাপতি ন শুনে নীত।
তা বিমু কানু কি ধরব চীত ॥ ৮।

৩। জটিলাক—জটিলার।

৪। আপনার স্বভাবে (বয়সের গুণে) খেলা (খেয়ালি) করে।

৫—৬। তাহার অঙ্গে রস স্পর্শ করে নাই (যৌবনের সঞ্চার হয় নাই), তোমার (তোর) সহিত কেমন করিয়া মিলন হইবে ?

১। বিদ্যাপতি কহে, নীতি কথা শুনে না, তাহার বিহনে কানাই কি চিত্ত ধরিবে (স্থির হইবে)? বটতলার পুস্তক হইতে সংশোধিত। পদ।

২৩

(দূতীর উক্তি)

সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপরুব রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা ॥ ২ ।
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনি
শিরিযুত খঞ্জন খেলা ॥ ৪ ।
নাভি বিবর সঞে লোমলতাবলি
ভুজগি নিশাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচ গিরি সন্ধি নিবাসা ॥ ৬ ।
তিন বাণ মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বানে।
বিধি বড় দারুণ বধইতে রসিক জন
সোঁপল তোহর নয়ানে ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কেও পয় জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে ॥১০ ॥

নরেন্দ্র ছন্দের রূপান্তর। ললিত লবঙ্গলতা ইত্যাদি জয়দেবের প্রসিদ্ধ গীতের অনুরূপ।

১। কে বিহি—কোন বিধি। সুধামুখি বালা—অমৃতমুখী কিশোরী।

২। মনোভবমঙ্গল—মদনের শুভস্বরূপ। মনোভব মঙ্গল কলস সহোদরে। গীত গোবিন্দ। ত্রিভুবনবিজয়ী মালাস্বরূপ রূপ।

৩। অরু—আর, এবং।

৪। শিরিযুত খঞ্জন খেলা—সুন্দর খঞ্জনের খেলা।

৩—৪। সুন্দর চারু বদন এবং কজ্জলে রঞ্জিত নয়ন (দেখিলে মনে হয় যেন) সুবর্ণ কমলের (মুখের) মধ্যে কাল ভুজঙ্গিনী (কজ্জল), (তাহার পাশে) শ্রীযুক্ত (সুন্দর) খঞ্জন (নয়ন) খেলা করিতেছে।

৫। সঞে—হইতে। পিয়াসা—পিপাসা।

৬। ভরম—ভ্রম। গিরিসন্ধি—দুই পর্ব্বতের সন্ধি-স্থান।

৫—৬। লোমলতাবলীরূপিণী ভুজঙ্গিনী নিশ্বাস-পিপাসী হইয়া (নিশ্বাস লইবার জন্য) নাভিবিবর হইতে (বাহির হইল); নাসাকে গরুড় চঞ্চু ভ্রমে ভয়ে উভয় কুচের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ স্থানে নিবাস করিল (লুকাইয়া রহিল)।

৭—৮। মদন তিন বাণ ত্রিলোকে ত্যাগ করিল, দুই বাণ অবশিষ্ট রহিল। বিধি বড় নিষ্ঠুর, রসিক পুরুষকে বধ করিবার জন্য (সেই দুই বাণ) তোমার নয়নে সমর্পণ করিয়াছেন।

৯। কেও—কেহ। পয়—অব্যয় শব্দ।

১০। রমান—রমণ, বল্লভ।

৯—১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, এই রস লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের (তুল্য) কেহ (বিরল ব্যক্তি) জানে।

২৪

(সখীতে সখীতে কথা)

ধনি মুখ মণ্ডল চান্দ বিরাজিত
লোচন খঞ্জন ভাঁতি।
মদন চাপ জিনি ভোঁহ লগ যুগ
দশনহি মোতিম পাঁতি ॥ ২ ।

সখি হের রমন মোহিনি রাই।
কত কত বিদগধ হেরিতহি মুরছিত
মদন পরাভব পাই ॥ ৪।
কনক বিরোচি মনিহার বিলম্বিত
অধরহি বিম্ব অকারা।
নব উরজ পর মোতি বিরোচিত
সুমেরু সুরসরি ধারা ॥ ৬।

কান্তনানন্দ।

২। লগ— লাগে, অনুমান হয়।

৩। রমনমোহিনি— বল্লভমোহিনী।

৪। বিরোচি— বিরচিত, খচিত।

৫। অকারা— আকার।

৬। নব পয়োধরের উপর মুক্তা (মালা) শোভিত (যেন) সুমেরুতে গঙ্গাধারা।

২৫

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

জাইতি দেখলি পথ নাগরি সজনি গে
আগরি সুবুধি সেয়ানি।
কনকলতা সনি সুন্দরি সজনি গে
বিহি নিরমাওল আনি ॥২।
হস্তী গমন জকাঁ চলইতি সজনি গে
দেখইত রাজকুমারি।
জনিকর এহনি সোহাগিনি সজনি গে
পাওল পদারথ চারি ॥৪।
নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
শির দেল চিকুর সমারি।
তাপর ভমরা পিবয় রস সজনি গে
পইসল পাঁখি পসারি ॥ ৬।
কেহরি সম কটিগুন অছি সজনি গে
লোচন অম্বুজধারি।
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে
গুন পাওলি অবধারি ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। আগরি—অগ্রগণ্যা।

২। নিরমাওল—নির্ম্মাণ করিল। সনি—সদৃশ, তুল্য।

১—২। সজনি লো পথে যাইতে সুবুদ্ধি ও চতুরাগ্রগণ্যা নাগরী দেখিলাম। বিধি কনকলতা সদৃশ সুন্দরী আনিয়া নির্ম্মাণ করিল।

৩। জকাঁ—যেন, তুল্য।

৪। জনিকর—যাহার। এহনি—এমন। সোহাগিনি—প্রিয়া। পদারথ চারি—চারি পদার্থ, চতুর্ব্বর্গ ফল।

৩—৪। গজগামিনী তুল্য চলিয়া যাইতে (দেখিলাম), দেখিতে রাজকুমারীর (তুল্য) ; যাহার (যে পুরুষের) এমন প্রিয়া সে চতুর্ব্বর্গ ফল পায়।

৫। সমারি—সাজাইয়া।

৬। তাপর—তাহার উপর। পইসল—প্রবেশ করিল। পাঁখি—পক্ষ। পসারি—প্রসারিত করিয়া।

৫—৬। নীল বসনে তনু ঘিরিয়াছে, মস্তকে কেশ সাজাইয়া দিয়াছে। তাহার উপর ভ্রমর পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক রস পান করিতেছে। (কেশের উপর বায়ুবিচলিত চূর্ণকুন্তল উড্ডীয়মান ভ্রমরের ন্যায় দেখাইতেছে)।

৭। কেহরি—কেশরী। অছি—আছে।

৮। গুণ—কলাগুণ সমূহ। অবধারি—অবধারিত, নিশ্চিত।

৭—৮। কটিগুণ কেশরীতুল্য, লোচন অম্বুজধারী। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, (সুন্দরী) নিশ্চিত সকল কলাগুণ পাইয়াছে।

২৬

(কবির উক্তি)

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান।
দুহু মনে মনসিজ পুরল সন্ধান ॥ ২।

দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
সময় নহি বূঝত অচতুর চোর ॥ ৪ ।
বিদগধি সঙ্গিনি সব রস জান।
কুটিল নয়নে কয়ল সাবধান ॥ ৬ ।
চলল রাজপথে দুহু উরঝাই।
কহ কবিশেখর দুহু চতুরাই ॥ ৮ ।

পদকল্পতরু।

৭। উরঝাই—শুষ্ক, মলিন।

২৭

(দূতীর উক্তি)

ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।
চরন চপলতা লোচনে লেল ॥ ২ ।
দুহুক নয়ন কর দূতক কাজ।
ভূষণ ভএ পরিণত ভেল লাজ ॥ ৪ ।
আবে অনুখন দেঅ আঁচর হাথ।
বাজ সখী সঞে নত কএ মাথ ॥ ৬ ।
হমে অবধারল সুন সুন কাহ্ন।
নাগর করথু অপন অবধান ॥ ৮ ।
ভঁউহ ধনুষি গুণ কাজর রেখ।
মারতি রহত পোখ অবসেখ ॥ ১০ ।
রসময় বিদ্যাপতি কবি গাব।
রাজা শিবসিংহ বুঝ রস ভাব ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ।

১। ভল—ভাল। দম্পতি—নায়ক ও নায়িকা।

১—২। (নায়িকার) শৈশব গেল, দম্পতীর (পক্ষে) ভাল হইল ; চরণের চপলতা লোচন লইল।

৪। ভএ—হইয়া।

৩—৪। দুই জনের নয়ন দূতের কাজ করে (দূত মুখে কথা না পাঠাইয়া চক্ষে চক্ষে কথা হয়)। লজ্জা ভূষণ হইয়া (স্বরূপে) পরিণত হইল।

৬। বাজ—বাচ, কথা কয়। কএ—করিয়া।

৫—৬। এখন সর্ব্বদা অঞ্চলে হাত দেয়, মস্তক নত করিয়া সখীর সঙ্গে কথা কয়।

৭। অবধারলি—স্থির করিয়াছি, যথার্থ কহিতেছি।

৮। নাগর—রসিক, চতুর।

৭—৮। কানাই শুন শুন, আমি যথার্থ কহিতেছি (যে) চতুর পুরুষ আপনার (প্রতি) মনোযোগ করুক (আত্মরক্ষায় যত্নবান হউক)।

৯। ভঁউহ—ভ্রূ। ধনুষ—ধনুক।

১০। পোখ—পুঙ্খ, বাণের পক্ষযুক্ত স্থান, শেষাংশ। অবসেখ—অবশেষ।

৯—১০। ভ্রূ ধনুক, কজ্জল রেখা গুণ, পুঙ্খ (মাত্র) অবশিষ্ট (রাখিয়া) (কটাক্ষ বাণ) মারিবে। (কেবল পুঙ্খ বাহিরে থাকিবে, অবশিষ্ট নয়ন বাণ মর্ম্মে প্রবেশ করিবে)।

১১—১২। রসময় বিদ্যাপতি কবি গায়, রাজা শিবসিংহ রসভাব বুঝেন।

বঙ্গদেশেব পাঠে কিছু প্রভেদ আছে।

মাধবের অনুরাগ।

২৮

(দূতীর উক্তি)

ফূজলি কবরি অবনত আনন
কুচ পরসএ পরচারি।
কামে কমল লএ কনক সম্ভু জনি
পূজল চামর ঢারি ॥২।
পলটি হেরি হল পেয়সি বয়না
মদন সপথ তোহি রে ॥৩।
সামর লোম লতা কালিন্দী
হারা সুরসরি ধারা।
মজ্জন কএ মাধবে বর মাগল
পুনু দরসন এক বেরা ॥৫।

নেপালের পুঁথি।

১। ফূজলি—মুক্ত। পরচারি—প্রকাশিত, ব্যক্ত।
২। ঢারি—ঢালিয়া।

১-২। মুক্ত কবরী অবনত আনন ব্যক্ত কুচ স্পর্শ করিতেছে, যেন কাম কমল (মুখ) লইয়া, চামর (কেশ) ঢালিয়া, কনক শম্ভু (পয়োধর) পূজা করিল।

৩। (হে মাধব), তোমাকে মদনের শপথ, প্রেয়সীর বদন আবার দেখিয়া লও।

এই পর্য্যন্ত দূতীর উক্তি। তাহার পর কবির উক্তি।

৪। সামর—কৃষ্ণবর্ণ। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা।
৫। মজ্জন—অবগাহন। বেরা—বার।

৪-৫। কৃষ্ণলোমলতা (নাভি রোমাবলী) যমুনা, হার গঙ্গার ধারা, (এই সিতাসিত সঙ্গমস্থলে নয়ন) অবগাহন করিয়া মাধব আর একবার দর্শনের বর প্রার্থনা করিল।

২৯

(মাধবের উক্তি)

চিকুর নিকর তম সম
পুনু আনন পুনিম সসী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী ॥২॥
আজে মোঞে দেখলি বারা।
লুবুধ মানস চালক মঅন
কর কী পরকারা ॥৪॥
সহজ সুন্দর গোর কলেবর
পীন পওধর সিরী।
কনঅ লতা অতি বিপরিত
ফলল জুগল গিরী ॥৬॥
ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন
কে ন অদবুদ জানে।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥৮॥

তালপত্রের পুঁথি।

২। পতিআওব—প্রতীতি করিবে। বসী বাস করিয়া।

১-২। চিকুর সমূহ অন্ধকারের ন্যায়, আবার আনন পূর্ণিমার শশী। চক্ষু পঙ্কজের (ন্যায়), কে বিশ্বাস করিবে (যে এই সকল পরস্পর বিরোধী বস্তু) এক স্থানে বাস করিয়া রহিয়াছে?

৩। বারা—বালা। ৪। মঅন- মদন। পরকারা—প্রকার, উপায়।

৩-৪। আজ আমি বালাকে দেখিলাম, লুব্ধ মানস, মদন চালক, কি উপায় করিব?

৫-৬। স্বভাবতঃ সুন্দর গৌরবর্ণ কলেবর, পয়োধরের শ্রী পীন। কনকলতায় যুগল গিরি ফলিল (ইহা) অতি বিপরীত (ঘটনা)।

৭। অদবুদ—অদ্ভুত।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, বিধির ঘটনা অদ্ভুত কে না জানে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর বল্লভ।

৩০

(মাধবের উক্তি)

অমিঅক লহরী বম অরবিন্দ।
বিদ্রুম পল্লব ফুলল কুন্দ ॥২॥
নিরবি নিরবি মোঞে পুনু পুনু হেরু।
দমন লতা পর দেখল সুমেরু ॥৪॥
সাঁচ কহএঞো মোঞে সাখি অনঙ্গ।
চান্দক মণ্ডল যমুনা তরঙ্গ ॥৬॥
কোমল কনককেআ মুতি পাত।
মসি লএ মদনে লিখল নিজ বাত ॥৮॥
পঢ়হি ন পারিয় আখর পাতি।
হেরইতে পুলকিত হো তনু কাতি ॥১০॥

ভনই বিদ্যাপতি কহএঞো বুঝাএ।
অরথ অসম্ভব কে পতিআএ ॥১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বম—উদ্গীরণ করে, নিঃসারণ করে।
২। বিদ্রুম—প্রবাল।

১-২। কমল (মুখ) অমৃতলহরী নিঃসারণ করিতেছে, প্রবাল পল্লবে (অধরে) কুন্দকুসুম (দন্ত) ফুটিল।

৩। নিরবি—নির্ণয় করিয়া। মোঞে—আমি।
৪। দমন—দ্রোণ।

৩-৪। নির্ণয় করিয়া করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ দেখিলাম, দ্রোণ লতার (দেহ-যষ্টির) উপর সুমেরু (পয়োধর) দেখিলাম।

৫। সাঁচ—সত্য। সাখি—সাক্ষী।

৫-৬। সত্য কহিতেছি আমি, অনঙ্গ সাক্ষী, চন্দ্রমণ্ডলে যমুনা তরঙ্গ (ত্রিবলী) (দেখিলাম)।

৭। কনককেআ—কনকীয়া, কনকনির্ম্মিতা। মুতি—মূর্ত্তি। পাত—পত্র।

৮। বাত—কথা।

৭-৮। কোমল স্বর্ণগঠিতা মূর্ত্তিরূপ পত্রে মদন মসি লইয়া (রোমাবলী দ্বারা) আপনার কথা লিখিল।

৯। পাতি—পংক্তি। ১০। পুলকিত—রোমাঞ্চিত। কাতি—কান্তি।

৯-১০। অক্ষর পংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি রোমাঞ্চিত হয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বুঝাইয়া কহি, অসম্ভব অর্থ কে বিশ্বাস করিবে?

৩১

(মাধবের উক্তি)

সজনি ভল কএ পেখল ন ভেলি।
মেঘ মাল সঞে তড়িত লতা জনি
হৃদয়ে শেল দই গেলি ॥ ২।

আধ আচর খসি আধ বদনে হসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥৪।
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনি বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম ॥৬।
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আসা ॥৮।

মল্লারী কেদার ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

১। ভল কএ—ভাল করিয়া। পেখল না ভেলি—দেখা হইল না। সজনি—দূতীকে সম্বোধন করিয়া।

২। মেঘমালা (নীল বসন) হইতে বিদ্যুল্লতা (রাধার রূপ) যেন হৃদয়ে শেল দিয়া গেল (ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কেবল যাতনা রহিল)।

৩। অঞ্চল অৰ্দ্ধেক খসিয়া পড়িয়াছে, মুখে অর্দ্ধেক হাসি (স্মিতমুখী), অৰ্দ্ধ নয়নতরঙ্গ (কটাক্ষ)।

৪। পয়োধর অৰ্দ্ধেক দেখিলাম, অৰ্দ্ধ অঞ্চলে আবৃত রহিল (ভরি), সেই অবধি (তবধরি—তদবধি) অনঙ্গ (আমাকে) দগ্ধ করিতেছে।

৫। একে তনু গৌরবর্ণ, সুবর্ণ বাটী (পয়োধর), কাঁচলি মদনের তুল্য।

৬। হারে মন হরণ করিল, যেন কাম (হাররূপী) ফাঁদ বিস্তার করিয়াছে।

৭। ভাসা—ভাষা।

৭-৮। দশন মুক্তাপংক্তি অধরে মিলাইতেছে, মৃদু মৃদু কথা কহিতেছে; বিদ্যাপতি কহে, এই দুঃখ রহিল (যে) দেখিয়া দেখিয়া আশা পূর্ণ হইল না।

৩২

(মাধবের উক্তি)

সসন পরস খসু অম্বর রে
দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর তরে সঞ্চর রে
জনি বীজুরি রেহ ॥২॥
আজ দেখলি ধনি জাইত রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনক লতা জনি সঞ্চর রে
মহি নিরঅবলম্ব ॥৪॥
তা পুন অপরুব দেখল রে
কুচ জুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিছু কারন রে
সোঝা মুখ চন্দ ॥৬॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
রস বুঝ রসমন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেবি কন্ত ॥৮॥

মিথিলার পদ।

মাধবীয় বরাড়ী ছন্দ। ২০, ২১, ২২, অথবা ২৩ মাত্রা। অদ্ধপদের অবসান ১১, ১২ অথবা ১৩ অক্ষরে।

। । । । । । । । । । ॥ । । ॥ ॥ । । । । ॥ ।
সসন পরস খসু অম্বর রে। দেখল ধনি দেহ।

। । । । । । । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । । ॥ ।
নব জলধর তরে সঞ্চর রে। জনি বীজুরি রেহ॥

অদ্ধপদ, সসন পরস খসু অম্বর রে—১২ অক্ষর।

১। সসন—শ্বসন, পবন। খসু—খসিল।

২। তরে—তলে।

১-২। পবন স্পর্শে বস্ত্র (নীল সাড়ী) স্রস্ত হইল (তাহাতে) ধনীর দেহ দেখিলাম। যেন নব জলধরের তলে বিদ্যুৎ রেখা সঞ্চরণ করিতেছে।

৩। জাইত—যাইতে। মোহি—আমাকে, আমার। রঙ্গ—আনন্দ।

৪। নিরঅবলম্ব—বিনা অবলম্বনে।

৩-৪। আজ ধনীকে যাইতে দেখিলাম, আমার আনন্দের উদ্রেক হইল, যেন কনকলতা বিনা অবলম্বনে ধরাতলে সঞ্চরণ করিতেছে।

৬। সোঝা—সোজা, সম্মুখে।

৫-৬। তাহার পর অপরূপ কুচ কমল যুগল দেখিলাম, কিছু কারণে সম্মুখে তাহার মুখচন্দ্র বিকসিত হয় নাই (পবনে বস্ত্র স্রস্ত হওয়াতে সুন্দরী অঞ্চলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়াছিল)।

৭-৯। বিদ্যাপতি কবি গাইল, রসজ্ঞ রস বুঝিয়া লও। হাসিনী দেবীর কান্ত দেবসিংহ নৃপ রসিক।

দেবসিংহ (উপাধি গরুড়নারায়ণ) শিবসিংহের পিতা। হাসিনি—শিবসিংহের মাতা।

৩৩

(মাধবের উক্তি)

জাইতে মিললি কলাবতি রামা।
সে নহি দেখল জে দিয় উপামা ॥২॥
ধইরজে বুঝল চাতুরি নারি।
অনুভব কএ গেল কুটিল নিহারি ॥৪॥
সৌরভে জানল পদুমিনি জাতি।
অন্তরে লাগি রহল দিন রাতি ॥৬॥

কীৰ্ত্তনানন্দ।

১। মিললি—দেখা হইল। ২। যাহার সহিত উপমা দিব তেমন কিছু দেখি নাই। ৪। কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া (আমাকে প্রেম-বিকার) অনুভব করাইয়া গেল।

৫-৬। (অঙ্গের) সৌরভে জানিলাম পদ্মিনী জাতীয়া (রমণী), অন্তরে দিবারাত্রি লাগিয়া রহিল।

৩৪

(কবির উক্তি)

আনন লোলএ বচন বোলএ হসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিম সসি ॥ ২।
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইত দেখলি গজরাজগমনিআঁ ॥ ৪।
কাজর রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর মিলল জনি বিমল কমল পর ॥ ৬।
ভান ভেল মোহি মাঝ খীনি ধনি।
কুচ সিরিফলে ভরে ভাঙ্গি জাইতি জনি ॥৮।
কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রায় নসরদ সাহ ভুললি কমলমুখি ॥১০।

রাগতরঙ্গিণী।

দেশীয় বরাড়ী ছন্দ। ১৭ মাত্রা।

॥ । । ॥ । । । । । ॥ । । । ।
আনন লোলএ বচন বোলএ হসি।

প্রত্যন্তর (ধ্রুবম্ অথবা ধুয়া) ১২ মাত্রা।
অপরুব রূপ রমনিআঁ।

১। লোলএ—আন্দোলিত হয়।

১-২। মুখ নাড়িয়া হাসিয়া কথা কয়, যেন শরতের পূর্ণচন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে।

৩-৪। অপরূপ রূপবতী, গজেন্দ্রগামিনী রমণীকে যাইতে দেখিলাম।

৫-৬। সুন্দর ধবল নয়ন কজ্জলে রঞ্জিত, যেন বিমল কমলে ভ্রমর মিলিত হইল।

৭-৮। ধনীর মধ্যদেশ ক্ষীণ, আমার মনে হইল কুচ শ্রীফল ভরে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৯-১০। কবিশেখর কহিতেছে, অপরূপ রূপ দেখাইয়া, কমলমুখী রায় নসরদ শাহকে ভুলাইল।

মিথিলার পদ। রাগতরঙ্গিণীতে আছে। কবিশেখরের পার্শ্বে টীকা আছে, "ইতি বিদ্যাপতেঃ।" কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। নসরদ শাহ অথবা নসীর শাহ বঙ্গের পাঠান রাজা। ইহাকেই বিদ্যাপতি পঞ্চগৌড়েশ্বর কহিয়াছেন। নাম না দিয়া কেবল কবিশেখর উপাধিযুক্ত ভণিতা অনেক পদে আছে। মূল ভণিতা থাকিলে এই পদ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। বঙ্গদেশে এই পদ নিম্নোদ্ধৃত আকারে প্রচলিত আছে:—

নমুআঁ বদনি ধনি বচন কহসি হসি :
অমিয় বরিসে জনি শরদ পুনিম শশি ॥ ২।
অপরুব রূপ রমনি মনি।
যাইতে পেখল গজরাজগমনি ধনি ॥ ৪।
সিংহ জিনি মাঝা খীনি তনু অতি কোমলিনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঙি পড়য় জনি ॥ ৬।
কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভমর ভুলল জনি বিমল কমল পর ॥ ৮
ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগর
রাহি রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ ১০

৩৫

(মাধবের উক্তি)

অপরুব পেখল সোই।
কনকলতাএে উয়ল কিএ হিমকর
ঐসন লাগল মোই ॥২।
কুটিল কেশ চঞ্চল অতি লোচন
নাসা আঁতর ভীন।
রাগ অধর দশন মনি ভেটল
দুহু কুচ দুহু কঠীন ॥৪।
ত্রিবলিক মাঝে তনু নিবি বান্ধল
নাভি সরোবর গোই।
ভারি জঘন সম্বল রহু ডুবরি
পরদুখে দুখি নই কোই ॥৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। সোই—তাহাকে।

৩। আঁতর—অন্তর, দূর। ভীন—ভিন্ন। ৪—লোহিত অধর দশন মণির সহিত মিলিত। ৫। গোই

—গোপন করিয়া। ৬। তন্বীর গুরুভার জঘন সম্বল রহিল, পরদুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না।

৩৬

(মাধবের উক্তি)

সজনি অপরূপ পেখল রামা।
কনক লতা অবলম্বন উয়ল
হরিণহীন হিমধামা ॥২।
নয়ন নলিনি দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভৌহ বিভঙ্গ বিলাসা।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা ॥৪।
গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরশিত
গীমে গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয় শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥৬।
পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগই
সোই পাএ বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী ॥৮।

হরিপদ ছন্দ।

১। কনকলতা—দেহযষ্টি। উয়ল—উদিত হইল। হরিণহীন হিমধামা—নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র।

২। ভৌঁহ বিভঙ্গি বিলাসা—ভ্রুর বিভ্রম বিলাস।

৪। জোর—জোড়া, যুগল। চকিত চকোর যুগল বিধি কেবল কজ্জল (রূপ) পাশে বাঁধিল।

৫। গরুয়—গুরু। গীম—গ্রীবা।

৫-৬। কণ্ঠের গজমুক্তা হার গিরিবর (তুল্য) গুরু পয়োধরে পরশিত, (যেন) মদন কম্বু (কণ্ঠ) ভরিয়া কনক শম্ভুর উপরে (পয়োধরে) গঙ্গাজলধারা (মুক্তাহার) ঢালিতেছে।

৭। পয়সি—জলে।

৭-৮। যে প্রয়াগ তীর্থে (সেই জলে) শত যজ্ঞ উদযাপন করে সেই বহুভাগ্যবান পুরুষ (এই রমণীকে) পায়। বিদ্যাপতি কহে, গোকুলনায়ক গোপীজনে অনুরক্ত হইয়াছে।

৩৭

(মাধবের উক্তি)

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদয় হনএ পচবানে ॥২।
চিকুর গরএ জলধারা।
জনি মুখ সসি ডরে রোঅএ অন্ধারা ॥৪।
কুচ জুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা ॥৬।
তেঁ সঙ্কাএঁ ভুজ পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥৮।
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু ॥১০।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুনমতি ধনি পুনমত জনি পাবে ॥১২।

তালপত্রের পুঁথি।

বিততাসাবরী ছন্দ।

প্রথম চরণ ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় ১৬। কদাচিৎ গণে ৪ মাত্রা পূর্ণ থাকে না।

১-২। কামিনী স্নান করিতেছে, দেখিতেই পঞ্চবান (মদন) হৃদয়ে (শর) হানে।

৩। গরএ—গলিতেছে। ৪। রোঅএ—রোদন করে।

৩-৪। চিকুর (বহিয়া) জলধারা গলিতেছে (বহিতেছে), যেন মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার (কেশ) রোদন করিতেছে।

৫। চকেবা—চক্রবাক। ৬। নিঅ—নিজ। মিলত—মিলিত করিয়া। দেবা—দিবে, দিয়াছে।

৫-৬। চারু চক্রবাক কুচযুগল, নিজ কূলে আনিয়া কে মিলাইয়া দিয়াছে।

৭। তেঁ--সেই কারণে। সঙ্কাএঁ—শঙ্কায়। ৮। ধএল—ধরিল, রাখিল। জাএত– যাইবে।

৭৮। আকাশে উড়িয়া যাইবে সেই কারণে শঙ্কায় ভুজপাশে বাঁধিয়া রাখিল (ভুজযুগল দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছে)।

৯। তিতল—আর্দ্র। লাগূ—লাগিয়াছে। ১০। মুনিহুক—মুনিরও। জাগূ- জাগে।

৯-১০। আর্দ্র বসন অঙ্গে লাগিয়াছে, (তাহা দেখিয়া) মুনিরও মানসে মন্মথ জাগরিত হয়।

১১। গাবে—গায়, গাহিয়া। ১২। গুনমতি-- গুণবতী। পুনমত—পুণ্যবান।

১১-১২। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, গুণবতী ধনী পুণ্যবান যেন প্রাপ্ত হয়।

এই প্রসিদ্ধ পদের সম্বন্ধে মিথিলায় প্রবাদ আছে যে রাজা শিবসিংহ যখন বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হন তখন বিদ্যাপতি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাদশাহ কবিকে সদ্যস্নাত অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবতীর বর্ণনা রচনা করিতে আদেশ দেন। আদেশ মত বিদ্যাপতি এই পদ রচনা করেন। মিথিলায় এই পদ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বলিয়া গণিত হয় না, কিন্তু তাহাতে দোষের কিছু নাই। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঠ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মিথিলাতে এবং বঙ্গদেশে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভণিতার আরও তিনটী পাঠ পাওয়া যায়। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে·

ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ কবহু ন হোয়ত নদানে॥

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধে—

বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুনমতি পুনমত পাবে॥

পদকল্পতরুতে—

কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুনবতি নারি রসিক জন পাওয়ে॥

এই সঙ্কলনে তালপত্রের পুঁথির পাঠ ধৃত হইয়াছে, কারণ উক্ত পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য।

৩৮

(মাধবের উক্তি)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখল সনানক বেলা ॥২।
চিকুর গলয় জল ধারা।
মেহ বরিস জনি মোতিম হারা ॥৪।
বদন পোছল পরচূরে।
মাজি ধয়ল জনি কনক মুকুরে ॥৬।
তেঁই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈসাওল কনক কটোরা ॥৮।
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেস ॥১০।

বিততাসাবরী ছন্দ।

সনানক বেলা—স্নানের সময়।

৩-৪। চিকুর (বহিয়া) জলধারা গলিতেছে (ঝরিতেছে), যেন মেঘ মুক্তাহার (জলধারা) বর্ষণ করিতেছে।

৫-৬। বদন প্রচুর (উত্তমরূপে) মুছিল, যেন স্বর্ণমুকুর মাজিয়া রাখিল।

৭-৮। তাহাতে (মুখ মুছিবার সময়) কুচযুগল প্রকাশ হইল (উদসল), (যেন) সোনার বাটী উল্টাইয়া বসাইয়াছে।

৯। উদেস—উদাস, শিথিল।

১০। মনোরথ শেস—মনোরথ পূর্ণ হইল।

৩৯

(মাধবের উক্তি)

জাইত পেখল নহাইলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরী ॥২।

কেশ নিঙ্গারইত বহ জল ধারা।
চামরে গলয় জনি মোতিম হারা ॥৪।
অলকহি তীতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥৬।
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা ॥৮।
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেল জনি পড়ি গেল হীমা ॥১০।
ও নুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা ॥১২।
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা ॥১৪।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারী।
বসন লাগল ভাব রূপ নিহারী ॥১৬।

যোগিয়ামালব ছন্দ। ১৭ মাত্রা।

১। নহাইলি—স্নাত, কৃতস্নান।

২। কতি সঞে—কোথা হইতে। চোরী—চুরী করিয়া।

১-২। যাইতে দেখিলাম সুন্দরী স্নান করিয়াছে, কোথা হইতে ধনী রূপ চুরী করিয়া আনিল?

৪। চামরে যেন মুক্তাহার (ছিন্ন হইয়া) ঝরিতেছে।

৫-৬। আর্দ্র অলকাবলী অতি সুন্দর, (যেন) মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল (অলক) কমলকে (মুখ) ঘিরিয়াছে।

৭-৮। জল লাগিয়া চক্ষু লোহিতবর্ণ (রাতা) ও অঞ্জন শূন্য, যেন পদ্মপত্র সিন্দুরে মণ্ডিত হইয়াছে।

৯-১০। আর্দ্র বস্ত্র পয়োধরের সীমা (আর্দ্রবস্ত্রে পয়োধর আবৃত হইয়াছে), যেন সুবর্ণ গঠিত বিল্বফলে তুষারপাত হইয়াছে।

১১-১২। ও (শুভ্রবস্ত্র) দেহকে লুক্কায়িত করিতে চাহিতেছে, (কহিতেছে) এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে।

১৩-১৪। (বস্ত্র কহিতেছে) এমন রস (দেহ-স্পর্শজনিত) আর ফিরিয়া পাইব না, এই জন্য জলধার গলিয়া (মোচন করিয়া) রোদন করিতেছে।

১৬। রূপ দেখিয়া বসনের ভাব লাগিয়াছে (মুগ্ধ হইয়াছে)।

৪০

(সখীর সহিত সখীর কথা)

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনি নত মুখি
কৈসনে হেরব বয়ান ॥২।
সখি হে অপরুব চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥৪।
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহইত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শাম দরশ ধনি লেল ॥৬।
নয়ন চকোর কাহ্নু মুখ শশিবর
কয়ল অমিয় রসপান।
দুহু দুহু দরশনে রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥৮।

১। নহাই—স্নান করিয়া। বর কান—সুন্দর কানাই।

২। গুরুজনের সঙ্গে ধনী লজ্জায় নতমুখী, কেমন করিয়া (কানাইয়ের) মুখ দেখিবে?

৩-৪। হে সখি, সুন্দরীর (রাধার) অপূর্ব্ব চাতুরী! সকলকে ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তাহার পর মুখ আড় করিয়া ফিরাইল (তাহাতে কানাই তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন)।

৫। ফেকল—ছড়াইয়া ফেলিল। কহইত—কহে।

৬। চুনি—চুন্‌না (হিন্দী), কুড়াইয়া। সঞ্চর—সঞ্চরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৫-৬। তাহার পর আবার মুক্তাহার (অলক্ষ্যে) ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া ফেলিল (যাহাতে কুড়াইতে বিলম্ব হয়), বলিল (আমার) হার ছিঁড়িয়া গেল। (সঙ্গের) সকলে এদিক ওদিক করিয়া (অবনত মস্তকে) একটী একটী করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল, (সেই অবসরে) ধনী শ্যামকে দর্শন করিল।

৭-৮। (রাধার) নয়ন চকোর কানাইয়ের মুখচন্দ্রের অমৃতরস পান করিল (দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিল)। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, উভয়ের দর্শনে উভয়ের (চিত্তে) রস (অনুরাগ) প্রসারিত হইল।

৪১

(মাধবের উক্তি)

নাহি উঠল তীরে সে ধনি রাহি।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাহি ॥২।
এ সখি পেখল অপরুব গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥৪।
একলি চললি ধনি হোই অগুয়ান।
উমগি কহই সখি করহ পয়ান ॥৬।
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আশ নিরাশ দগধ তনু মোয় ॥৮।
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা ॥১০।
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলব বর নারি ॥১২।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১। নাহি—নাহিয়া, স্নান করিয়া। রাহি—রাধা, রাই।

২। অবনত (মুখে) সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিল। চাহি—চাহিল।

৪। বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত চুরি করিল।

৬। উমগি—ফিরিয়া।

৫-৬। ধনী অগ্রসর হইয়া চলিল, ফিরিয়া (সখীকে) কহিল, সখি প্রয়াণ কর (আমার সঙ্গে আইস)। (মুখ ফিরাইয়া সখীকে ডাকিবার সময় আর একবার মাধবের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল)।

৭। কিয়ে—কিবা, কি জানি। রাগি—অনুরাগিনী।

৭-৮। কি জানি ধনী (আমার প্রতি) অনুরক্ত (অথবা) বিরক্ত, (এই) আশা (অনুরাগ হইলে আশা) (ও) নিরাশায় (বিরাগ হইলে) আমার তনু দগ্ধ হইতেছে (সংশয়ে আমার চিত্ত অস্থির হইতেছে)।

৯-১০। কেমন করিয়া সেই অবলা ধনী আমায় মিলিবে (কেমন করিয়া তাহাকে দেখিব), আমার চিত্ত ও নয়ন দুই তাহাতে রহিল (তাহাকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি)।

৪২

(মাধবের উক্তি)

কিয় মঝু দিঠি পড়লি শশিবয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুহু নয়না ॥২।
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোরা।
কাল হোয় কিএ উপজল মোরা ॥৪।
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥৬।
শ্রবণ রহল অছ শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নহি জাব ॥৮।
আশা পাশ ন তেজই সঙ্গ।
অনায়ত কয়ল হমর সব অঙ্গ ॥১০।

১। কিয়—কেন।

১-২। চন্দ্রমুখী কেন আমার দৃষ্টি (পথেঁ) পড়িল, দুই চক্ষু নিমেষ নিবারণ করিয়া, অর্থাৎ নিমেষশূন্য হইয়া রহিল।

৩-৪। দারুণ, ঈষৎ বক্রদৃষ্টি কি আমার কাল হইয়া উৎপন্ন হইল?

৫ ৬ পয়োধরের জন্য (স্পর্শ করিবার জন্য) মানস (ইচ্ছা) রহিল; অন্তরে মদন জাগিয়া রহিল।

৭। রহল অছ—রহিয়াছে।

৭-৮। শ্রবণ কণ্ঠস্বর শুনিতে রহিয়াছে (শুনিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছে); চলিতে চাহি চরণ যায় না।

৯-১০। আশার পাশ (বন্ধন) সঙ্গ ত্যাগ করে না; আমার সকল অঙ্গ অনায়ত্ত (আয়ত্ত বহির্ভূত) করিল।১০। পাঠান্তর- বিদ্যাপতি কহ প্রেমতরঙ্গ।

১-২। মুখ দর্শনে সুখ পাইলাম, বিলাস রস হইল না। শরতের সুন্দর চন্দ্র উদিত হইতেই অস্ত গেল।

৩। বিঘটাওলি—মন্দ ঘটাইল। হায় হায়, বিধাতা গজগামিনী বালা (সম্বন্ধে) মন্দ ঘটাইল (তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না)।

৪। অবসাদল—অবসাদিত করিল।

৪-৫। গুণ অনুভব করিয়া মন মোহিল, দেহ অবসাদ প্রাপ্ত হইল। দুর্লভ (সামগ্রীতে) লোভ করিয়া ফল পাইলাম, এখন জীবন সন্দেহ।

৬-৭। মেনকা দেবীর পতি রসিক নরনারায়ণ ভূপতি রস জানেন। সরস কবি ধীরে কহিতেছে। সরস কবি—বিদ্যাপতি। নরনারায়ণ ভূপতি কে তাহা স্থির করিতে পারা যায় না।

(মাধবের উক্তি)

মুখ দরসনে সুখ পওলা
রস বিলসি ন ভেলা।
সরদ চান্দ সোহাঞোনা
উগিতহি অথ গেলা ॥২।
হরি হরি বিহি বিঘটাওলি
গজগামিনি বালা ॥৩।
গুন অনুভবে মন মোহলা
অবসাদল দেহা।
দুলভ লোভে ফল পওলা
আবে প্রাণ সন্দেহা ॥৫।
মেনকা দেবিপতি ভুপতি
রস পরিনতি জানে।
নরনারায়ন নাগরা কবি
ধীরে সরস ভানে ॥৭।

নেপালের পুঁথি।

২। সোহাঞোনা—শোভন। উগিতহি—উদিত হইতেই। অথ—অস্ত।

৩৮

(মাধবের উক্তি)

গোধুলি পেখল বালা
যব মন্দির বাহর ভেলা।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারিয় গেলা ॥ ২।
ধনি অলপ বয়সি বালা
জনি গাঁথলি পুহপ মালা।
থোরি দরসনে আশ ন পূরল
রহল মদন জ্বালা ॥ ৪।
গোরি কলেবর নূনা
জনি কাজরে উজোর সোনা।
কেশরি জিনি মাঝ খিনি
দুলহ লোচন কোনা ॥ ৬।
ইষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বানে।
চিরেঁ জীব রহু রূপনরায়ন
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮।

১—২। গোধূলি কালে যখন বালা গৃহের বাহির হইল (তখন তাহাকে) দেখিলাম। নবজলধর ও বিদ্যুৎ রেখার দ্বন্দ্ব (যুগ্ম বৈপরীত্য) প্রসারিত (দীর্ঘীকৃত) করিয়া গেল।

দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ বিপরীত যুগ্ম—শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, আলোক অন্ধকার যেমন দ্বন্দ্ব। মেঘে বিদ্যুৎ বিকাশ হইলে সেইরূপ বিপরীত দ্বন্দ্ব সাধিত হয়। মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ গোধূলির অন্ধকারে সেইরূপ বালা। গোধূলিতে বালা মন্দিরের বাহির হইয়া চলিল, যেন মেঘ ও বিদ্যুতের দ্বন্দ্বভাব দীর্ঘ প্রসারিত করিয়া গেল। সে যেমন যেমন যাইতে লাগিল সেই দ্বন্দ্বভাবও যেন দীর্ঘতর হইতে লাগিল।

গীতচিন্তামণির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। পাঠান্তর—

যব গোধূলি সময় বেলী
ধনি মন্দির বাহর ভেলী
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারিয় গেলী।

এই গীত মাধবের উক্তি। গীতচিন্তামণির পাঠে প্রথম চরণেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

৩। গাথলি—গাথা। পুহপ—পুষ্প।

৩—৪। সে অল্পবয়সী বালা, যেন গাথা পুষ্প মালা, অল্প দর্শনে আশা পূরিল না, মদন জ্বালা রহিল। রহল মদন জ্বালা—পাঠান্তর, বাঢ়ল মদন জ্বালা।

৫। নূনা—ন্যূনা, ক্ষুদ্রা। কাজরে—কৃষ্ণবর্ণ (নীল) বস্ত্রে। উজোর—উজ্জ্বল।

৬। খিনি—ক্ষীণ।

৫—৬। গৌরবর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, যেন কাজলে (নীল বস্ত্র মধ্যে) উজ্জ্বল সোনা; সিংহ জিনিয়া কটি, অপাঙ্গ (লোচন কোনা) দুর্লভ।

৭। হাসনি—হাসি।

৭—৮। ঈষৎ হাসির সহিত (হাসিয়া) আমাকে (আমার প্রতি) কটাক্ষ বাণ হানিল।

পদকল্পতরুতে ভণিতায় রূপনারায়ণ শব্দের পরিবর্তে পঞ্চগৌড়েশ্বর আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দ ভঙ্গ হয়। মিথিলায় রূপনারায়ণ সংশোধিত পাঠ, কিন্তু উহাও মূল পাঠ নহে। মূল পাঠ কীর্ত্তনানন্দে পাওয়া যায়—

নসীর সাহ ভানে
মুঝে হানল নয়ন বানে
চিরঞ্জীব রহু পচগৌড়েসর কবি বিদ্যাপতি ভানে।

প্রথম চরণে 'ভানে' শব্দের অর্থ জ্ঞান হয়, অনুমান হয়, শেষ চরণে 'ভানে' শব্দের অর্থ কহে।

নসীর সাহ অথবা নসরৎ সাহ সুবে বাঙ্গলার পাঠান রাজা, পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি তাঁহারই উপযুক্ত। প্রাচীন তালপত্রের পুঁথিতেও নসীর সাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ ভণিতা থাকিলে এই পদ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। ভণিতা পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা ত্যাগ করিয়া এরূপ আরও পদ এ দেশে বৈষ্ণব সংগ্রহকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

৪৫

(মাধবের উক্তি)

অপরূপ পেখল আই।
কনক গিরি আউধ মুখে
চাঁদহু গরাসে জাই ॥ ২।
আওর পেখল কুচ যুগ মাঝে
লোলিত মোতিম হারে।
কনক মহেশ কামহু পূজল
জনি সুর নদি ধারে ॥৪।
হেরি হসি উর অম্বরে ঝাঁপল
বঙ্কিম নয়ানে সেহ।
সে বিধু মোর চিত বেয়াকুল
ধৈরজ নহি ধর দেহ ॥৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। আই—আজি।

২। আউধমুখে—অধোমুখে।

১—২। আজ অপরূপ দেখিলাম। চন্দ্র (মুখ) অধোমুখে কনক গিরি (পয়োধর) গ্রাস করিতে যাইতেছে (অবনতমুখী হইয়া রহিয়াছে)।

৩। আওর—আর। মোতিম—মুক্তা।

৩—৪। আর দেখিলাম কুচযুগল মধ্যে দোলায়মান মুক্তাহার, যেন কাম গঙ্গাতীরে কনক মহেশ পূজা করিল।

৫। সেও—সে।

গেল না); তিল মাত্র দেখিলাম, এখনও মনে জাগিতেছে।

৯—১০। চক্ষু রূপে ভুলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল (গেলই গেল), সেই পর্য্যন্ত জগৎ ভরিয়া ফুল শর হইল (মদন আমাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়াছে যে আমি তাহার ফুল শর ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না)।

(মাধবের উক্তি)

আধ বদন হেরি লোচন আধ।
দেখব কিয়ে অরু পুন ভেল সাধ ॥২।
পুন নহি দিঠি ভরি পেখল ভেলা।
মেঘে বিজুরি যইসে উগি লুকি গেলা ॥৪।
জাইতে পেখল নাগরি নারি।
হৃদএ বুঝাএল পলটি নিহারি ॥৬।
মন্থর গমনে বুঝল অনুরাগি।
তিল এক দেখল অবহু মন জাগি ॥৮।
রূপ ভুলল আঁখি গেলই গেল।
তবধরি জগ ভরি ফুল শর ভেল ॥১০।

কীর্ত্তনানন্দ ও গীতচিন্তামণি।

১—২। অদ্ধ মুখ (অবগুণ্ঠনাবৃত বলিয়া সম্পূর্ণ মুখ দেখা যায় না), অদ্ধ লোচন (কটাক্ষ) দেখিয়া পুনরায় আরও দেখিবার সাধ হইল।

৩—৪। আর চক্ষু ভরিয়া দেখা হইল না, বিদ্যুৎ মেঘে উদয় হইয়া যেন লুকাইয়া গেল (নীল বস্ত্রে মুখ আবরণ করিল)।

৫—৬। চতুরা রমণীকে যাইতে দেখিলাম, ফিরিয়া চাহিয়া হৃদয় (মনোগত ভাব) বুঝাইল।

৭—৮। মন্থর গমনে অনুরাগ বুঝাইল (অনুরাগবশতঃ ধীরে ধীরে গমন করিল, দ্রুতগমনে চলিয়া

(মাধবের উক্তি)

লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনি দলে পূজল চন্দ ॥২।
পীন পয়োধর রুচি উজরী।
সিরিফলে ফললি কনক মঞ্জরী ॥৪।
গুনমতি রমণী গজরাজ গতী।
দেখলি মোএ জাইতে বর জুবতী ॥৬।
গরুঅ নিতম্ব উপর কুচ ভার।
ভাঁগিবাকে চাহএ থেঘিবাকে পার ॥৮।
তনু রোমাবলি দেখিএ ন ভেলি।
নিজ ধনু মনমথে থেঘ ন দেলি ॥১০।
সম্ভ্রম সকল সখী জন বারি।
পেম বুঝাওলক পলটি নিহারি ॥১২।
আওর চতুর পন কহহি ন জাএ।
নয়নে নয়ন মিলি রহলি লুকাএ ॥১৪।
তখন সঞো চাঁদ চঁদন ন সোহাব।
অবোধ নঅন পুনু তঠমাহি ধাব ॥১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১—২। চপল লোচন সানন্দ বদন (যেন) নীল নলিনী দলে চন্দ্রের পূজা করিল।

৩—৪। পয়োধর পীন, রুচি (দেহলাবণ্য) উজ্জ্বল, (যেন) স্বর্ণমঞ্জরীতে শ্রীফল ফলিল।

৫—৬। গজেন্দ্রগামিনী গুণবতী যুবতী শ্রেষ্ঠ রমণীকে যাইতে আমি দেখিলাম।

৮। ভাঁগিবাকে—ভাঙ্গিতে। থেঘিবা—অবলম্বন দিতে।

৭—৮। নিতম্ব গুরু, উপরে কুচভার, (কটি) ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, কে অবলম্বন দিবে?

৯—১০। তনু রোমাবলী দেখা হইল না (রোমাবলী দ্বারা যে বদ্ধ আছে তাহা দেখিতে পাইলাম না), মন্মথ নিজের ধনু অবলম্বন দিল না।

১১—১২। সকল সখীর সম্ভ্রম নিবারণ করিয়া (সখীরা সঙ্গে থাকিলেও), ফিরিয়া চাহিয়া প্রেম বুঝাইল।

১৩—১৪। আর চতুরপনা কহা যায় না, নয়নে নয়ন মিলাইয়া লুকাইয়া রহিল (মুখ লুকাইবার ভাণ করিল)।

১৫। সোহাব—সোহায়, শোভন বোধ হয়।

১৬। তঠমাহি—তহি ঠাম, সেই স্থানে।

১৫—১৬। তখন হইতে চন্দ্র চন্দন ভাল লাগে না, অবোধ নয়ন আবার সেই স্থানেই ধাবিত হয়।

৪৮

(মাধবের উক্তি)

দেখল কমলমুখি বরনি ন জাই।
মন মোর হরলক মদন জগাই ॥২।
তনু সুকুমার পয়োধর গোরা।
কনক লতা জনি সিরিফল জোরা ॥৪।
কুঞ্জর গমনি অমিয় রস বোলে।
শ্রবণে সোহঙ্গম কুণ্ডল দোলে ॥৬।
ভৌঁহ কমান ধএল তনু আগু।
তীখ কটাখ মদন শর লাগু ॥৮।
সব তহ সুনিঅ ঐসন বেবহারা।
মারিঅ নাগর উবর গমারা ॥১০।
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গাব।
বড় পুনে রসবতি রসিক রিঝাব ॥১২।

রাগতরঙ্গিণী ও কীর্ত্তনানন্দ।

সম্ভোগাসাবরী ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১। বরনি—বর্ণন করা।

৪। সিরিফল—শ্রীফল।

৫। বোলে—বলে।

৬। সোহঙ্গম—সুন্দর, শোভন।

৭। কমান—ধনু। তনু—তাহার।

১০। উবর—মুক্ত হয়। গমারা—গোয়ার, মূর্খ।

৯—১০। সকলের নিকটে এইরূপ ব্যবহার (নিয়ম) শুনি যে চতুর আহত হয়, অরসিক (গোঁয়ার) মুক্ত হয় (রসিক আকৃষ্ট হয়, অরসিক বুঝিতে পারে না বলিয়া মুক্ত হয়)।

১০। পাঠান্তর—নয়নক গুন তহি বড়হি বিকারা।

১২। রিঝাব—প্রসন্ন করে।

১১—১২। বিদ্যাপতি কবি কৌতুকে গাহিতেছে, বড় পুণ্যে রসিক রসবতীকে প্রসন্ন করে।

রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা স্বতন্ত্র—

কংস নরাএন কৌতুক গাবে।
পুনফলে পুনমত গুণমতি পাবে ॥

শিবসিংহের বংশে কংসনারায়ণ ভৈরবসিংহের উপাধি, আর কেহও হইতে পারেন। রাজা, রাজকুমার, মন্ত্রী ও অপর ব্যক্তিদিগের নাম দিয়া বিদ্যাপতি অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

৪৯

(মাধবের উক্তি)

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।
জনি রয়নি ভেল চান্দ উজোর ॥ ২।
কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বরে অম্বর দেল ॥৪।

কাহিক সুন্দরি কে তাহি জান।
আকুল কএ গেলি হমর পরান ॥ ৬।
লীলা কমলে ভমর ধরু বারি।
চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি ॥ ৮।
তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভ।
কনয় কমল হেরি কাহি ন লোভ ॥ ১০।
আধ নুকায়লি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভে কহি গেল অপনক আস ॥ ১২।
সে সবে অমিল নীধি দএ গেলি সন্দেস।
কিছু নহি রখলন্হি রস পরিসেস ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন জাগু।
বিসম কুসুমশর কাহু জনু লাগু ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অলখিতে (অপরের অলক্ষ্যে)। বিহুসলি—মুচ্‌কিয়া হাসিল।

২। যেন রজনী চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইল।

৩। লাট—সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের পাঠে এই শব্দ "ছটা" হইয়া গিয়াছে।

৩—৪। কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ পড়িয়া গেল (উভয়ের মনে মনে অনুরাগ জন্মিল), আকাশ ভ্রমর সমূহে (পূর্ণ) হইল (নয়নের তারা ভ্রমর-সদৃশ, বারম্বার কটাক্ষপাতে চক্ষের তারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়াতে মনে হইল যেন ভ্রমরপুঞ্জে আকাশ পরিপূরিত হইল)।

৫। কাহিক—কাহার। তাহি—তাহাকে।

৭—৮। লীলা কমলে যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) নিবারণ করিয়া, সুন্দরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিল।

তেঁ—সেই কারণে, হস্ত দ্বারা লীলাকমল উত্তোলন করাতে।

১০। কনয়—কনক। পাঠান্তর, কনক কুম্ভ দেখি কাহি ন লোভ।

১১—১২। অর্দ্ধ আবৃত অর্দ্ধ অনাবৃত কুচকুম্ভ আপনার আশা কহিয়া গেল।

১৩। অমিল—অমূল্য।

১৩—১৪। সে সকল অমূল্য নিধির সংবাদ দিয়া গেল, রসের কিছু পরিশেষ রাখিল না।

১৫—১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উভয়ের মনে (উভয়ে) জাগিতেছে, বিষম কুসুম শর যেন কাহাকেও না লাগে।

বঙ্গদেশের পাঠ:—

বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহে ন লাগ ॥

৫০

(মাধবের উক্তি)

অম্বর বিঘটু অকামিক কামিনি
করে কুচ ঝাঁপু সুছন্দা।
কনক সম্ভু সম অনুপম সুন্দর
দুই পঙ্কজ দশ চন্দা ॥ ২।
কত রূপ কহব বুঝাই।
মন মোর চঞ্চল লোচন বিকলে
ও ও অনইতে জাই ॥ ৪।
আড় বদন কএ মধুর হাস দএ
সুন্দরি রহু সির লাই।
অওঁধা কমল কান্তি নহি পূরএ
হেরইত জুগ বহি জাই ॥৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
পুহবী নব পচবানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥৮।

তালপত্রের পুঁথি ও কীর্ত্তনানন্দ।

১। বিঘটু—স্থানান্তরিত, ত্রস্ত। অকামিক—অকস্মাৎ। ঝাঁপু—ঝাঁপিল, ঢাকিল। সুছন্দা—সুছাঁদে।

১—২। অকস্মাৎ বস্ত্র ত্রস্ত হওয়াতে কামিনী কর দ্বারা সুন্দর ছাঁদে কুচ ঢাকিল, (কুচ) কনক শম্ভু তুল্য অনুপম সুন্দর, দুই কমল (কুচ) দশ চন্দ্র (অঙ্গুলির নখ)।

৪। ও ও—ঐ ঐ, উভয়। অনইতে—অনায়ত্ত।

৩—৪। কতরূপে বুঝাইয়া কহিব, আমার মন চঞ্চল, লোচন বিকল, উভয় (মন ও লোচন) অনায়ত্তে গেল (আমার অধীন রহিল না)।

৫। লাই—অবনত করিয়া, নমিয়া। দএ—দিয়া।

৬। অওঁধা—উপুড় করা, নতমুখ।

৫—৬। বদন আড় করিয়া, মধুর হাস্য দিয়া (করিয়া) সুন্দরী মস্তক অবনত করিয়া রহিল। উল্টান (নতমুখ) কমলের কান্তি পূর্ণ হয় না, দেখিতে যুগ বহিয়া গেল।

৭। পুহবী—পৃথিবী। পচবান—পঞ্চবাণ, মদন।

৭—৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ (দূতী সম্বোধনে), রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ জগতে অভিনব মদন।

কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা :—

বিদ্যাপতি কবি গাবিঅ রে
ইহ রস বুঝ রসমন্তা।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
রেণুক দেবি সুকন্তা॥

রেণুকা শিবসিংহের আর এক পত্নী।

৫১

(মাধবের উক্তি)

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নিহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারি॥ ২।
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈসে শারদ চন্দ॥ ৪।
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শরদ ঘন জনি
বেকত কয়ল সুমেরু॥ ৬।
পুনহি দরসনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন যদুপতি
চিত থির নহি হোয়।
সে যে রমনি পরম গুনমনি
পুন কি মিলব তোয়॥ ১০।

গীতিকা অথবা রূপমালা ছন্দ। ২৪ মাত্রা।

১। গজহুগামিনি—গজগামিনী; বিহসি—মুচকিয়া হাসিয়া।

২। ঐন্দ্রজালিক ফুলশর (মদনের পক্ষেও) নারীশ্রেষ্ঠ কুহকী হইল (মদনের ইন্দ্রজালে সকলে মুগ্ধ হয়, কিন্তু সেই সুন্দরীর কুহকে মদনও মুগ্ধ হইল)।

৩। জোরি—জোড়া। মোরি—মুড়িয়া, ঘুরাইয়া। ততহি—তাহাতে, সেই স্থানে।

৩-৪। তাহাতে (আবার) যুগল হস্ত ফিরাইয়া সুন্দর মুখ বেষ্টন করিল, যেন কাম চম্পকদামে (অঙ্গুলিদ্বারা) শারদ চন্দ্র (মুখ) পূজা করিল।

৫-৬। বক্ষঃস্থল চঞ্চল অঞ্চলে ঢাকিতে অৰ্দ্ধ পয়োধর দেখা গেল, যেন পবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া

(বায়ু তাড়নায়) শরতের মেঘ (অঞ্চল) সুমেরু (পয়োধর) ব্যক্ত করিল (বায়ুতাড়নায় মেঘ অপসৃত হইলে যেমন সুমেরু দেখা যায় সেইরূপ পয়োধর দেখা গেল)।

৭। টুটব—ভাঙ্গিবে, ঘুচিবে। বিরহক—বিরহের। ওর—সীমা।

৮। চরণের অলক্তক হৃদয়াগ্নি (তুল্য) আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।

কীর্ত্তনানন্দের পাঠ—

উধস কুন্তল ফুয়ল কবরি বান্ধই
ভার উভার।
কোকনদে জনি মধুপ শ্রেনি ধাই
ভেল বটমার॥

অসংযত কুন্তল ও মুক্ত কবরী ভার খুলিয়া বাঁধিল, যেন মধুকর শ্রেণী (কুন্তল) কোকনদে (মুখে) বাটপাড় হইল (লুব্ধ হইয়া বাটপাড়ের মত পড়িল)।

৯-১০। গুণমনি—গুণবতী। পুন কি মিলব তোয় —তোকে কি আবার মিলিবে (তাহাকে কি আবার দেখিতে পাইবে) ?

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যদুপতি, (তোমার) চিত্ত স্থির হইতেছে না, সেই পরম গুণবতী রমণীকে কি আবার দেখিতে পাইবে ?

৫২

(মাধবের উক্তি)

সহজহি আনন সুন্দর রে
ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজ মধু পিবি মধুকর
উড়এ পসারএ পাখি॥ ২।
ততহি ধাওল দুহু লোচন রে
জতহি গেলি বর নারি।
আসা লুবুধল ন তেজএ রে
কৃপনক পাছু ভিখারি॥ ৪।
ইঙ্গিত নয়ন তরাঙ্গত দেখল
বাম ভঁউহ ভেল ভঙ্গ।
তখনে ন জানল তেসরে'
গুপুত মনোভব রঙ্গ॥ ৬।
চন্দনে চরচু পয়োধর গৃম
গজ মুকুতা হার।
ভসমে ভরল জনি শঙ্কর
সির সুরসরি জল ধার॥ ৮।
বাম চরণ অগুসারল দাহিন
তেজইতে লাজ।
তখন মদন সরে পূরল
গতি গঞ্জএ গজরাজ॥ ১০।
আজ জাইতে পথ দেখলি রে
রূপে রহল মন লাগি।
তেহি খন সঞো গুন গৌরব রে
ধৈরজ গেল ভাগি॥ ১২।
রূপ লাগি মন ধাওল রে
কুচ কঞ্চন গিরি সাঁধি।
তেঁ অপরাধে মনোভব রে
ততহি ধএল জনি বাঁধি॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
রস বুঝ রসমন্তা।
রূপনরায়ন নাগর রে
লখিমা দেবিক সুকন্তা॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। স্বভাবতঃই আনন সুন্দর, চক্ষে ভ্রুর সুন্দর রেখা। মধুকর (চক্ষের তারা) কমলের (মুখের) মধু পান করিয়া উড়িবার জন্য পক্ষ (নেত্রপক্ষ) প্রসারিত করিয়াছে।

৩-৪। যেখানে শ্রেষ্ঠ নারী গমন করিল সেখানেই দুই লোচন ধাবিত হইল, আশালুব্ধ ভিখারী কৃপণের সঙ্গ (পশ্চাৎ অনুসরণ) ত্যাগ করে না।

৬। তেসরে—তৃতীয় ব্যক্তি।

৫-৬। ইঙ্গিতে নয়ন তরঙ্গিত (এবং) বাম ভ্রূভঙ্গ হইল দেখিলাম, সে সময় তৃতীয় ব্যক্তি কন্দর্পের গুপ্ত রঙ্গ জানিল না।

৭-৮। চন্দনে পয়োধর চর্চ্চিত, গ্রীবায় গজমুক্তা হার, যেন শঙ্করের ভস্ম পরিপূর্ণ শিরে সুরসরিৎ জলধারা।

৯-১০। বাম চরণ অগ্রসর করিল, দক্ষিণ ত্যাগ করিতে (অগ্রসর করিতে) লজ্জা (হইল), গতি গজরাজকে গঞ্জনা করে। তখন মদন শরে (চারিদিক) পূর্ণ (আচ্ছন্ন) হইল।

১১-১২। আজ (তাহাকে) পথে যাইতে দেখিলাম, রূপে মন লাগিয়া রহিল, সেইক্ষণ হইতে গুণ গৌরব ধৈর্য্য পলায়ন করিল।

১৩-১৪। রূপের জন্য মন কুচকাঞ্চনগিরির সন্ধিতে ধাবিত হইল, সেই অপরাধে মনোভব (আমার মনকে) যেন সেখানেই বাঁধিয়া রাখিল।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, রসজ্ঞ রস বুঝে। লখিমা দেবীর সুকান্ত রূপনারায়ণ নাগর (চতুর ও রসিক)।

এই পদের কিয়দংশ নেপালের পুঁথি, গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দে আছে। নেপালের পুঁথিতে ভণিতা নিম্নরূপ—

বিদ্যাপতি কবি গাবিহ রে
শুন বুঝ রসিক সুজান।
রাঙ্গাউঁ রূপনরাএন রে
লখিমা দেবি রমান॥

৫৩

(মাধবের উক্তি)

পথ গতি পেখল মো রাধা।
তখনুক ভাব পরান পৈ পীড়লি
রহল কুমুদনিধি সাধা॥ ২।
নমুয়া নয়নি নলিনি জনি অনুপম
বঙ্ক নিহারই থোরা।
জনি শৃঙ্খল মে খগবর বাঁধল
দিঠিহু নুকাএল মোরা॥ ৪।
আধ বদন শশি বিহসি দেখাউলি
আধ পীহলি নিঅ বাহূ।
কিছু এক ভাগ বলাহকে ঝাঁপল
কিছু এক গরাসল রাহূ॥ ৬।
কর যুগ পিহিত পয়োধর অঞ্চল
চঞ্চল দেখি চিত ভেলা।
হেম কমলিনি জনি অরুণিত চঞ্চল
মিহির তর নিন্দ গেলা॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মধুরপতি
ইহ রস কে পয় বাধা।
হাস দরশ রসে সবহু বুঝাএল
নাল কমল দুই আধা॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। পথগতি—পথে যাইতে। মো—আমি।

২। পৈ—মধ্যে।

১-২। পথে যাইতে আমি রাধাকে দেখিলাম, সে সময়ের ভাব প্রাণের মধ্যে পীড়া উৎপন্ন করিল, কুমুদনিধির (মুখচন্দ্র) সাধ রহিল।

৩। নমুআ—সুন্দর। থোরা—অল্প।

৩-৪। নলিনীর ন্যায় অনুপম সুন্দর নয়নী কুটিল দৃষ্টিতে অল্প চাহিল, যেন শৃঙ্খলে বদ্ধ পক্ষীশ্রেষ্ঠ (তাহার চক্ষু) আমি দেখিতেই লুকাইল (আমাকে কটাক্ষে দেখিয়া আবার চক্ষু ঢাকিল)।

৫। পীহলি—ঢাকিল।

৬। বলাহক—মেঘ, অর্থাৎ নীলাম্বর।

৫-৬। ঈষৎ হাসিয়া অর্দ্ধ মুখশশী দেখাইল, অর্দ্ধ নিজ বাহু দ্বারা আবরণ করিল। কিছু একভাগ (মুখের) মেঘে (নীলাম্বরে) ঢাকিল, কিছু রাহু (কেশ) গ্রাস করিল।

৭। পিহিত—আবৃত।

৭-৮। অঞ্চলে আবৃত পয়োধরে করযুগ দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল, যেন স্বর্ণকমল (পয়োধর) চঞ্চল রাগযুক্ত সূর্য্যতলে (করতলে) নিদ্রা গেল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মথুরাপতি, এই রসে কে বাধা দিবে? হাস্য ও দর্শন রসে সকলকেই বুঝাইল, মৃণাল ও কমল দুই অদ্ধ (তোমার হস্ত মৃণাল এবং উহার কুচকমল দুই অদ্ধ (বিযুক্ত) হইয়াছে, একত্র হইলে পূর্ণ হইবে, এই সঙ্কেত স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল)।

৫৪

(মাধবের উক্তি)

দএ গেলি সুন্দরি দএ গেলী রে
দএ গেলি দুই দিঠে মেরা।
পুনু মন কর ততহি যাইঅ
দেখিঅ দোসরি বেরা ॥ ২।
সার চুনি চুনি হার যে গাঁথল
কেবল তারা জোতী।
অধর রূপ অনুপম সুন্দর
চান্দে পরীহলি মোতী ॥ ৪।
ভমর মধু পিবি পিবি মাতল
শিশিরে ভীজল পাখী।
অলপে কাজরে নয়ন আঁজল
নমুমি দেখিয় আঁখি ॥ ৬।
কতে জতনে দূতী পঠাওল
আনয় গুয়া পান।
সগরে রজনী বইসি গমাওল
হৃদয় তসু পখান ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
ও নহি ও রস জান।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমান ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। দএ- দিয়া। মেরা—মিলন।

২। ততহি—সেই স্থানেই। যাইঅ—যাই। দোসরি—দ্বিতীয়। বেরা—বার।

১-২। দিয়া গেল সুন্দরী দিয়া গেল, দুই চক্ষুর মিলন দিয়া গেল (সুন্দরী আমাকে দেখিয়া গেল, সেই সময় চক্ষে চক্ষে মিলিল)। আবার মন করে (ইচ্ছা হয়) সেই স্থানেই যাই, দ্বিতীয় বার (আবার) দেখি।

৩। সার—উৎকৃষ্ট (মুক্তা)। চুনি চুনি—বাছিয়া বাছিয়া। গাথল—গাঁথিল। জোতী—জ্যোতি।

৪। পরীহলি—পহিরল, পরিল। মোতী—মুক্তা।

৩-৪। উৎকৃষ্ট মুক্তা বাছিয়া বাছিয়া হার গাঁথিয়াছে, কেবল জ্যোতির্ম্ময় তারা (গলায় মুক্তামালা নক্ষত্রমালা তুল্য)। সুন্দর অধর অনুপম (মুখ) চন্দ্র (দন্ত) মুক্তা পরিয়াছে।

৫। পিবিয়ে—পান করিয়া। পাখী—পাখা।

৬। আঁজল—অঞ্জন করিল। নমুমি—কোমল, সুন্দর।

৫-৬। ভ্রমর মধু পান করিয়া পান করিয়া মত্ত হইল, শিশিরে পাখা ভিজিল; অল্প কজ্জলে নয়ন রঞ্জিত, কোমল চক্ষু দেখিতেছি (নয়ন ভ্রমর ও কজ্জল শিশিরের সহিত উপমিত হইয়াছে)।

৭। আনয়—আনিবার জন্য।

৮। পখান—পাষাণ। সগরে—সমস্ত।

৭-৮। কত যত্ন করিয়া গুয়া পান আনিবার জন্য দূতী পাঠাইলাম (গুয়াপান আমন্ত্রণের চিহ্ন, নায়িকা দূতীর হস্তে দিলে বুঝিতে হইবে সে নায়ককে আহ্বান করিয়াছে), সমস্ত রাত্রি (দূতীর প্রত্যাগমনের আশায়) বসিয়া কাটাইলাম, তাহার (নায়িকার) হৃদয় পাষাণ।

৯। জান—জানে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে শুন নাগর, সে ও রস জানে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

নেপালের পুঁথির পাঠ :—

হাস বিলাসিনি দসন দেখিঅ
জনি তলিত জোতী।
সার বিনি বিনি হার জে গাঁথল
চান্দে পরিহল মোতী ॥ ২।
দএ গেলি দএ গেলি দুই দিঠি মেরা।
পুনু মন কর ততহি জাইঅ
দেখিঅ দোসরি বেরা ॥ ৪।
দিবস ভমর কমল স্মুতল
সিসিরে ভিজলি পাখী।
খঞ্জন জনি তাহি পরি রহ
তৈসনি নম্মুমি আঁখী ॥ ৬।
ভনে বিদ্যাপতি জে জন নাগর
তা পর রতলি নারী।
হাসিনি দেবি পতি দেবসিংহ নরপতি
পরসন হোথু মুরারী ॥ ৮।

১। তলিত—তড়িত। ২। বিনি—বাছিয়া। ৭। রতলি—অনুরক্ত হইল। ৮। হাসিনি—শিবসিংহের মাতা। দেবসিংহ—শিবসিংহের পিতা। পরসন—প্রসন্ন। হোথু—হউন।

৫৫

(মাধবের উক্তি)

যঁহা যঁহা পদ যুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই ॥ ২।
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥ ৪।
কী হেরল অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয় মাহা মোরি ॥ ৬।
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ ॥ ৮।
যঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয় বিকার ॥ ১০।
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ।
তঁহি তঁহি মদন শর লাখ ॥ ১২।
হেরইতে সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর ॥ ১৪।
পুন কিয়ে দরশন পাব।
অব মোহে ইহ দুখ যাব ॥ ১৬।
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয় গুণে দেয়ব আনি ॥ ১৮।

২। সেই সেই স্থান পদ্মে পূর্ণ হয়।

১০। অমিঞা বিকার—অমৃত বিকীরণ, ছড়াইয়া দেওয়া।

১৩-১৪। সেই ধনীকে অল্প দেখিয়াই (মনে হইতেছে) এখন (তাহার মূর্ত্তি) তিন ভুবন রোধ করিয়া রহিয়াছে (যে দিকে দেখি তাহার মূর্ত্তিই দেখিতে পাই)।

১৬। এখন আমার (আমার এখনকার) এই দুঃখ যাইবে।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি জানিয়া কহে, তোর গুণে আনিয়া দিব।

রাধার অনুরাগ।

৫৬

(রাধার উক্তি)

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥ ২।
কমল যুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ৪।
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি যাতা ॥ ৬।

শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পলব অরুণক ভাঁতি ॥ ৮।
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করু বাস ॥ ১০।
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোড় ॥ ১২।
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।
পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহু ভল জান ॥ ১৬।

১। অপরূপ—অপূর্ব্ব, পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই।

২। শুনিলে স্বপ্নতুল্য মনে করিবি।

৩-৪। কমল যুগলের (পদ যুগলের) উপর চাঁদের মালা (নখপংক্তি), তাহার উপর তরুণ তমাল (উরু) উৎপন্ন হইল।

৫-৬। তাহার উপর বিদ্যুল্লতা (পীতধড়া) বেষ্টন করিল ; (যাহাকে দেখিলাম সে) কালিন্দী তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

৭-৮। শাখাশিখরে (হস্ত—শাখা ; শিখর—শেষা-গ্রভাগ, অঙ্গুলি) চন্দ্রপংক্তি (নখরাজি) ; তাহাতে অরুণের আভাযুক্ত নব পল্লব (করতল)।

৯-১০। বিম্বফলযুগলের (ওষ্ঠাধরের) নির্ম্মল শোভা, তাহার উপর কীর (শুকপক্ষী, অর্থাৎ শুকচঞ্চুতুল্য নাসা) স্থির হইয়া বাস করিতেছে।

১১-১২। তাহার উপর চঞ্চল খঞ্জনযুগল (চক্ষু), তাহার উপর সাপিনী (চূড়া) পাকাইয়া (মোড়, ঘুরিয়া, বাঁকিয়া) ঢাকিয়াছে। (কেশ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চূড়া হইয়াছে)।

১৩-১৪। হে রঙ্গিণি সখি, (এই) চিহ্ন (নিশান) কহিলাম (এইরূপ সঙ্কেতে বলিলাম, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলিব না)। আবার দেখিতে (যখন আবার দেখিলাম) আমার চৈতন্য লুপ্ত হইল।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহে এই রস অনুমান (প্রত্যক্ষ) হইয়েছে। তুই সুপুরুষের মর্ম্ম ভাল জানিস।

৫৭

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ ॥ ২।
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনি রেহ ॥ ৪।
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ ॥ ৬।
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাস ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
শূন করল বিহি মদন ভঁড়ার ॥ ১০।

১। কানুক—কানাইর।

২। পতিয়ায়ব—বিশ্বাস করিবে। স্বপ্নতুল্য (সেই রূপ) কে বিশ্বাস করিবে ?

৪। রেহ—রেখা। পীত বসন (যেন) সৌদামিনী রেখা।

৫। সামর—কৃষ্ণবর্ণ।

৭-৮। জাতকী কেতকী সুগন্ধ কুসুম (মাধবের অঙ্গে দেখিয়া) মন্মথ ত্রাসে ফুলশর ত্যাগ করিল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, আর কি বলিব, বিধাতা (মাধবকে সাজাইবার জন্য) মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিল।

৫৮

(সখীতে সখীতে কথা)

আজ কহ্নাই এঁ বাটে আওব
বুঝএ ন পারলি বেলা।
বিধিক ঘটনে ভেল অকামিক
লোচনে লোচনে মেলা ॥ ২।

নব কলেবর নিজ পরাভব
 থম্ভ ভেল বিনু কাজে।
দরসন রস রভস লীলা
 লোভে গরাসলি লাজে ॥ ৪।
সুন্দরি রে মন্দির বাহর ভেলী।
বিজুঅ রেহ জলধর নাঞী
 পুনু কইসে মুকি গেলি ॥ ৬।

তালপত্রের পুথি।

২। অকামিক—আকাস্মিক।

১-২। আজ কানাই এ পথে আসিবে, সময় বুঝিতে পারে নাই (কোন সময় আসিবে রাধা তাহা জানিতেন না), বিধির ঘটনায় অকস্মাৎ লোচনে লোচনে মিলন হইল।

৩-৪। আপনার (রাধার) নবীন কলেবর (অনুরাগে) পরাভূত হইয়া বিনা কারণে স্তম্ভিত হইল, দর্শন কৌতুক লীলা রসের লোভ লজ্জাকে গ্রাস করিল।

৬। বিজুঅ—বিদ্যুৎ। নাঞী—ন্যায়।

৫-৬। সুন্দরি গৃহের বাহির হইল, জলধরে বিদ্যুৎ রেখার ন্যায় আবার কেমন করিয়া লুকাইয়া গেল? (প্রথম দর্শনে লজ্জা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আবার লজ্জা পাইয়া রাধা গৃহে প্রবেশ করিলেন)।

৫৯

(রাধার উক্তি)

সাএ সাএ কাঁ লাগি কৌতুক দেখল
 নিমিষ লোচন আধে।
মোর মনমৃগ মরম বেধল
 বিষম বান বেআধে ॥ ২।
গোরস বিরস বাসি বিশেষল
 ছিকেহু ছাড়ল গেহা।
মুরলি ধুনি সুনি মন মোহল
 বিকেহু ভেল সন্দেহা ॥ ৪।
তীর তরঙ্গিনি কদম্ব কানন
 নিকট জমুনা ঘাটে।
উলটি হেরইত উলটি পরল
 চরণ চীরল কাঁটে ॥ ৬।
সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
 বিদ্যাপতি বচন সারে।
কংসদলন নরায়ন সুন্দর
 মিলল নন্দ কুমারে ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

বিততা সংহব ছন্দ। ২১ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। সাএ—সই, সখি। কাঁলাগি—কিসের লাগিয়া।

২। বেধল—বিঁধিল। বেআধে—ব্যাধে।

১-২। সই, সই, নিমেষের তরে কৌতুকে অর্দ্ধ লোচনে (কটাক্ষে) (মাধব আমাকে) দেখিল কেন? (মদন) ব্যাধ বিষম বাণে আমার মনমৃগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।

৩। বিশেষল—নির্দ্দোষ মনে হইল। ছিকেহু—এত হইলেও।

৪। ধুনি—ধ্বনি। বিকেহু—বিক্রয় করিতেও।

৩-৪। দুগ্ধ বাসি ও বিরস (অযাত্রার কারণ) জানিয়াও, নির্দ্দোষ মনে করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলাম (গৃহে বাসি দুগ্ধ ছিল জানিয়াও গৃহ ত্যাগ করিলাম)। মুরলী ধ্বনি শুনিয়া মন মোহিত হইল, (দুগ্ধ) বিক্রয় করাও সন্দেহ হইল (দুগ্ধ বিক্রয় করা ভার হইল)।

৬। হেরইতে—হেরিতে। পরল—পড়িলাম। চীরল—চিরিয়া গেল, বিদ্ধ হইল।

৫-৬। তরঙ্গিণী তীরে, কদম্ব কাননে, যমুনার ঘাটের নিকটে ফিরিয়া দেখিতে উল্টিয়া পড়িলাম, পায় কণ্টক ফুটিয়া গেল।

৭-৮। হে সুন্দরি, বিদ্যাপতির সার কথা শুন; সুকৃতির সুফলে কংসদলন নারায়ণ সুন্দর নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

৬০

সখি আজ মধুরিপু ভেটল মো হটিআঁ।
লোচন জুগল জুড়াএল বটিআঁ ॥ ২।
দরসন লোভে পসার দেল হমে
সখি মুখে সুনি বড়রসী।
তখনে উপজু রস ভেলিহু মোঞে পরবস
বিসরলি দুধহু কলসী ॥ ৪।
মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাওন
জে দিঅ তহ্নিক উপাম রে।
সরদ সুধানিধি জসু মুখ নেওছন
পঙ্কজ কী লেব নাম রে ॥ ৬।
অধরাঞে লোচনে জখনে নিহারলহ্নি
বাঙ্ক কইএ ভউহ ভঙ্গা রে।
তখনুক অবসর জাগল পচসর
থানে থানে গেল অঙ্গা রে ॥ ৮।
দান কলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপতি হিন্দু সুরতান রে।
মেধা দেবিপতি রূপনরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

মনমোদ রাজবিজয় ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা। প্রথম দুই চরণ অর্দ্ধ পদ, ১৫ মাত্রা।

১। মো—আমি। হটিআঁ—হাটে। ২। বটিআঁ—পথে; পাঠান্তর, ছতিআঁ—হৃদয়।

১-২। সখি, আজ হাটে মধুসূদনকে পথে দেখিলাম, লোচন যুগল জুড়াইল (পাঠান্তরে, লোচন যুগল ও হৃদয় জুড়াইল)।

৩। পসার—প্রসারিত করিয়া। বড়রসী (আধুনিক মৈথিল শব্দ বতরসী)—কথা বার্ত্তা। ৪। উপজু—উপজিল। বিসরলি—ভুলিলাম।

৩-৪। দর্শনের লোভে সখীর মুখে (সঙ্গে) কথা-বার্ত্তা প্রসারিত করিয়া (বাড়াইয়া) দিলাম, তখন রস উপজিল, আমি পরবশ হইলাম, দুধের কলসী ভুলিয়া গেলাম।

। সোহাওন—শোভন, সুন্দর। তহ্নিক—তাহার। উপাম—উপমা। ৬। জসু—যসু, যাহার। নেওছন—নির্ম্মঞ্ছন।

৫-৬। মধুরিপুর তুল্য সুন্দর দেখি না যে তাঁহার উপমা দিব। শরতের চন্দ্র যাহার মুখের নির্ম্মঞ্ছন, পঙ্কজের কি নাম লইব?

৭। অধরাঞে—অর্দ্ধ। নিহারলহ্নি—দেখিলেন। বাঙ্ক—বঙ্কিম। ভউহ ভঙ্গা—ভ্রূভঙ্গ।

৮। তখনুক—তখনকার, সেই। পচসর—পঞ্চশর মদন। থানে—স্থানে।

৭-৮। অর্দ্ধ লোচনে ভ্রূভঙ্গ বঙ্কিম করিয়া যখন দেখিলেন, সেই অবসরে মদন জাগিল, অঙ্গ স্থানে স্থানে গেল (আমার অঙ্গ অবশ হইল)।

অবতরু—অবতীর্ণ হইলেন। সুরতান—সুলতান, সম্রাট। ১০। মেধা—শিবসিংহের অপর পত্নী। রূপনারায়ণ—শিবসিংহের উপাধি। সুকবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি।

৯-১০। সুকবি কণ্ঠহার কহিতেছে, মেধা দেবীর পতি, হিন্দু নৃপতিদিগের সম্রাট, রূপনারায়ণ মেদিনীতে দানকল্পতরু(রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৬১

(রাধার উক্তি)

হমে হসি হেরলা গোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে ॥ ২।
হেরিতহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথে মন বেধল বানে রে ॥ ৪।
লখল ললিত তসু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে ॥ ৬।
তসু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে ॥ ৮।

কাঁপল পরম রসালে রে।
জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে ॥১০॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। হেরলা—হেরিলেন, হেরিল।

২। কৌতুক—কৌতূহল।

১-২। হাসিয়া আমাকে অল্প দেখিলেন, সখি, আমার কৌতূহল সফল হইল। (আমার প্রতি অনুরাগী কি না জানিবার আমার কৌতূহল ছিল তাহা পূর্ণ হইল)।

৩। সাএ—সই। আনে—অন্য, অন্যমনা।

৪। বেধল—বিদ্ধ করিল।

৩-৪। সই, (আমাকে) হেরিয়া হরি অন্যমনা হইল, যেন মন্মথ (তাহার) মনে বাণবিদ্ধ করিল।

৫। লখল—লক্ষ্য করিলাম। তসু—তাহার। গাতে—গাত্র।

৬। পরসিয়—স্পর্শ করিতেছি। পাতে—পত্র।

৫-৬। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম; মনে হইল যেন পদ্মপত্র স্পর্শ করিতেছি। (তাহাকে চক্ষে দেখিয়া মনে মনে স্পর্শসুখ অনুভব করিলাম)।

৭। পসরল—প্রসারিত হইল। বিন্দু—ঘর্ম্মবিন্দু।

৮। নেউছি—নির্ম্মঞ্ছন করিয়া। নড়াওল—ফেলিয়া দিল। সনখত—সনক্ষত্র, নক্ষত্র পরিবেষ্টিত।

৭-৮। (তাহার) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল; তারাসনাথ চন্দ্র নির্ম্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল। (তারকাবেষ্টিত চন্দ্র যেন তাহার মুখের নির্ম্মঞ্ছন স্বরূপ হইল)।

এই নির্ম্মঞ্ছন প্রথা এখন বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, মিথিলায় আছে। রাজা অথবা কোন প্রধান ব্যক্তি, অথবা গৃহবাসী কিম্বা বধূ গৃহে আগমন করিলে নির্ম্মঞ্ছন করিবার প্রথা আছে। হয় একটা টাকা কিম্বা কিছু কড়ি লইয়া, মস্তকের অথবা মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া (যে রূপে এ দেশে বরণ করে) ফেলিয়া দেয়। সেই নিক্ষিপ্ত বস্তু নির্ম্মঞ্ছন, নির্ম্মঞ্ছিত ব্যক্তির আলাই বালাই সেই সামগ্রীতে যায়।

১০। গরই—গলিতেছে, স্বিন্ন হইতেছে। জপেলু—জপ করিল (করিতে)।

৯-১০। পরম রসার্দ্র হইয়া (অনুরাগ আতিশয্যে) কাঁপিল, যেন তমাল মনসিজের জপ করিতে করিতে (নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে) গলিয়া গেল (স্বিন্ন হইল)।

১২। সাবধান—সচেতন।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, হরি কমলমুখীকে সচেতন (তাহার হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরণ) করিতেছে।

৬২

(রাধার উক্তি)

সামর সুন্দর এ বাটে আএল
তেঁ মোরি লাগলি আঁখী।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখী জন সাখী ॥ ২।
কহহি মো সখি কহহি মো
কতএ তাহেরি বাসা।
দূরহু দুগুন এড়ি মএঞে আবও
পুনু দরসন আসা ॥ ৪।
কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবনে
কি মোরা চতুরপনে।
মদন বানে মুরুছলি অছএঞো
সহএঞো জীব অপনে ॥ ৬।
আধ পদে যো ধরতে মোর দেখল
নাগর জন সমাজে।
কঠিন হৃদয় ভেদি ন ভেলে
জাও রসাতল লাজে ॥ ৮।

সুরপতি পাএ লোচন মাগঞো
গরুড় মাগঞো পাখী ।
নন্দেরি নন্দন মঞে দেখি আবঞো
মন মনোরথ রাখী ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১। এঁ—এই। তেঁ—তেঁই, সেই জন্য।

১-২। শ্যামল সুন্দর এই পথে আসিল, তাই আমার চক্ষে লাগিল (তাহাকে আমি দেখিলাম), অনুরাগ আতিশয্যে অঞ্চল সাজান হইল না (অঞ্চল দ্বারা উত্তমরূপে অঙ্গ আবরণ করিতে বিস্মৃত হইলাম), সকল সখীগণ সাক্ষী আছে।

৩-৪। সখি আমাকে কহ, আমাকে কহ, তাহার বাসস্থান কোথায়? দ্বিগুণ দূর হইলেও পুনর্ব্বার দর্শনের আশায় আমি এড়াইয়া (পথ অতিক্রম করিয়া) আসিব।

৫-৬। আমার জীবনে যৌবনে চতুরপণায় কি ফল? মদনবাণে মূর্চ্ছিত হইয়াছি, আপনার জীবন সহ্য করিতেছি (কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি)।

৭-৮। অর্দ্ধ পদ রাখিতে (এক পদ অগ্রসর হইতে) সে আমাকে নগরবাসী চতুর (রসিক) লোকের সাক্ষাতে দেখিল। (আমার) কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, লজ্জা রসাতলে গেল।

৯-১০। ইন্দ্রের চরণে লোচন প্রার্থনা করি, গরুড়ের কাছে পাখা প্রার্থনা করি, মনোরথে মন রাখিয়া আমি নন্দের নন্দনকে দেখিয়া আসি।

৬৩

(রাধার উক্তি)

জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।
উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটী ॥ ২।
তরুতর ভেটল তরুন কহ্নাই।
নয়ন তরঙ্গে জনি গেলিহু সনাই ॥ ৪।
কে পতিয়াএত নগর ভরলা।
দেখইতে সুনইতে মোর হৃদয় হরলা ॥ ৬।
পলটি ন হেরল গুরু জন লাজে।
বচন মোঞে চুকলিহু সখিহ্নি সমাজে ॥ ৮।
এত দিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।
আবে মোরা মরম লাগল পচবানে ॥ ১০।
নিঠুর সখী বিসবাস ন দেই।
পরক বেদন পর বাটি ন লেই ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জমুনক—যমুনার। সাঁকড়ি—সঙ্কীর্ণ। বাটী—বাট, পথ।

২। উবটি—ফিরিয়া। সঙ্গ—দেখা, সাক্ষাৎ। পরিপাটী—অনুক্রম, একের পর অপর, পারম্পর্য্যের সৌন্দর্য্য।

১-২। যমুনার তীরে তীরে সঙ্কীর্ণ পথ, ফিরিয়া (পুনর্ব্বার) সাক্ষাতের পরম্পরা হইল না (দেখা হইয়া নয়ন মিলন, সঙ্কেতাদি হইল না)।

৩। তরুতর—তরুতলে। ভেটল—মিলিল, দেখিলাম।

৪। গেলিহু—গেলাম। সনাই—স্নান করাইয়া।

৩-৪। তরুতলে তরুণ কানাইকে দেখিলাম, নয়ন তরঙ্গে যেন (আমি) স্নান করিলাম।

৫। পতিয়াএত—প্রতীতি করিবে, বিশ্বাস করিবে। ভরলা—ভরা, পূর্ণ।

৬। হরলা—হরণ করিল।

৫-৬। নগরপূর্ণ (লোকের মধ্যে) কে বিশ্বাস করিবে (যে) দেখিতে শুনিতেই আমার হৃদয় হরণ করিল?

৭। পলটি—পালটিয়া, মুখ ফিরাইয়া। হেরল—দেখিলাম।

৮। বচন—কথায়। চুকলিহু—ভুল হইল। সখিহ্নি—সখীগণ। সমাজে—সঙ্গে, সাক্ষাতে।

৭-৮। গুরুজনের লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম না, সখীদিগের সাক্ষাতে আমার কথায় ভুল হইল।

৯। অছলিহু—ছিলাম। গেয়ান—জ্ঞান।

১০। আবে—এখন। মরম—মর্ম্ম। পচবান—পঞ্চবাণ।

৯-১০। এত দিন আপনার জ্ঞানে ছিলাম (চিত্ত স্ববশ ছিল), এখন আমার মর্ম্মে পঞ্চবাণ লাগিল।

১১। বিসবাস—বিশ্বাস। দেই—দেয়।

১২। পরক—পরের। বাটি—ভাগ করিয়া। লেই—লয়।

১১-১২। নিষ্ঠুর সখী বিশ্বাস দেয় না (আমার কথা বিশ্বাস করে না), পরের বেদন পরে ভাগ করিয়া লয় না।

১৩। এহু—এই।

১৪। রাএ—রাজা। রমান—রমণ, বল্লভ।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৬৪

(রাধার উক্তি)

অবনত আনন কএ হমে রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর ॥ ২।
ততহু সএো হঠে হটি মোএে আনল
ধএল চরন রাখি।
মধুক মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥ ৪।
মাধবে বোললি মধুর বানী
সে শুনি মুদু মোএে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পচবান ॥ ৬।
তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
তইসন পুলক জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলআ ভাগু ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন জায়।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
সাম সুন্দর কায় ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রহলিহু—রহিলাম। বারল—বারণ করিলাম।

২। পিবএ—পান করিতে। জইসে—যেমন।

১-২। আমি আনন অবনত করিয়া রহিলাম, নয়ন চোরকে নিবারণ করিলাম (চক্ষু তুলিলাম না)। (তথাপি আমার চক্ষু) প্রিয়তমের মুখরুচি পান করিতে ধাবমান হইল যেমন চকোর চন্দ্রের (অভিমুখে ধাবিত হয়)।

৩। ততহু—সেই স্থান। সএো—হইতে। হঠ—বলবান, একগুঁয়ে। হটি—নিবারণ করিয়া।

৩-৪। সেখান হইতে হঠকে (আমার চক্ষুকে) আমি ফিরাইয়া আনিলাম, চরণে ধরিয়া রাখিলাম (দৃষ্টি চরণে স্থাপিত করিলাম)। মধু (পান করিয়া) মত্ত (মধুকর) উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ প্রসারিত করে।

৬। তাহি—সেই। ঠাম—ঠাঁই, স্থান। বাম—বিমুখ, বৈরী। পচবান—পঞ্চবাণ, মদন।

৫-৬। মাধব মধুর বাণী বলিল, তাহা শুনিয়া শ্রবণ রোধ করিলাম। সেই অবসরে (সেই) স্থানে মদন ধনু ধরিয়া বৈরী হইল (মদন আমাকে শরাঘাত করিয়া আমাকে চঞ্চল করিল)।

৭। পসেবে—প্রস্বেদ। পসাহনি—প্রসাধনী, সজ্জা, অঙ্গরাগ। তইসন—তেমন, এত অধিক। পুলক জাগু—পুলক জাগিল, পুলকাঞ্চিত হইল।

৮। চুনি চুনি ভয়- চুন্ চুন্ শব্দ হইয়া, বস্ত্র ছিঁড়িবার শব্দ। কাঁচুঅ—কাঁচলি। ফাটলি—ফাটিল, ছিঁড়িল। ভাঁগু—ভাঙ্গিল।

৭-৮। স্বেদে অঙ্গরাগ ভাসিয়া গেল, দেহ তেমন (এমন অধিক) পুলকাঞ্চিত হইল (যে) চুন্ চুন্ করিয়া শব্দ করিয়া কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল, বাহুর বলয় ভগ্ন হইল।

তদ্বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ
তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে শোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপলকঃ স্বেদোদ্গমোগণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকেসন্ধয়ঃ॥

অমরুশতক।

৯। হো- হয়। বোলল—কথা।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কর কম্পিত হইতেছে, কথা কহা যায় না। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ শ্যামসুন্দর কায়। (শিবসিংহ শ্যামবর্ণ ছিলেন বিদ্যাপতি এ কথা অন্য স্থলে বলিয়াছেন)।

৬৫

(রাধার উক্তি)

সে অবইতে হম রমনি সমাজ।
দিঠি ভরি ন পেখল দারুণ লাজ॥ ২।
শুনি চিত উমত দেখি আঁখি ভোর।
চাঁদ উদয় বন্দি রহল চকোর॥ ৪।
মিলল পুরুষবর ন পুরল কাম।
কিএ বিধি দাহিন কিএ বিধি বাম॥ ৬।

গীতচিন্তামণি।

১-২। সে আসিতে (যখন আসিল) আমি রমণী (অপর রমণীদিগের) সঙ্গে ছিলাম, (সেই কারণে) দারুণ লজ্জায় দৃষ্টি ভরিয়া (চক্ষু ভরিয়া) দেখিতে পাই নাই।

৩-৪। শুনিয়া (তাহার রূপের বর্ণনা শুনিয়া) চিত্ত উন্মত্ত (হইয়াছিল), দেখিয়া চক্ষু ভোর (ভুলিল), চন্দ্রোদয়ে চকোর বন্দী রহিল (উড়িয়া গিয়া সুধা পান করিতে পারিল না)।

৫-৬। পুরুষশ্রেষ্ঠ মিলিল (আমার চক্ষে পড়িল), (কিন্তু) কামনা পূর্ণ হইল না। কিবা বিধি প্রসন্ন (দাহিন) কিবা অপ্রসন্ন (বাম), (বিধাতা আমার প্রতি সদয় কিম্বা বাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না)।

৬৬

(রাধার উক্তি)

বিকে গেলিহুঁ মাথুর মধুরিপু
ভেটল সাধে।
তহি খনে পঞ্চসর লাগল বিধিবসে
কে করু বাধে॥ ২।
হার ভার ভেল তহি খনে
চীর চাঁদন ভেল আগী।
দখিনেও পবন দুসহ ভেল মোহি
পাপিনি বধ লাগী॥ ৪।
কতনে জতনে ঘর অএলাহু
কেকর দধি দুধ কাজে।
মনহু ন মধুরিপু বিসরিঅ
তেজল গুরুজন লাজে॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুবদনি তুই দিঠে
হোএত সমাজে।
মনক মনোরথ পূরত মধুরিপু
আওব আজে॥ ৮।

তালপত্রের পুথি।

১। বিকে—বিক্রয় করিতে।

১-২। মথুরাতে (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে গেলাম,

সাধ করিয়া মধুরিপুকে দেখিলাম। সেই সময় বিধি-বশে পঞ্চশর লাগিল, কে বাধা (রোধ) করিবে?

৩-৪। সেই সময় হার ভার হইল, চীর চন্দন অগ্নি তুল্য হইল, দক্ষিণ পবন পাপিনী আমাকে বধ করিবার জন্য দুঃসহ হইল।

৫। কেকর—কাহার।

৫-৬। কত যত্নে (ক্লেশে) গৃহে আসিলাম, দধি দুগ্ধ কাহার কাজে লাগিবে? মন হইতে মধুরিপুকে বিস্মৃত হইতে পারি না, গুরুজনের লজ্জা ত্যাগ করিলাম।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (হে) সুবদনি দুই দৃষ্টিতে (চারি চক্ষে) মিলন হইবে, মধুরিপু আজ আসিবে, মনের মনোরথ পূর্ণ হইবে।

৬৭

(রাধার উক্তি)

কানু হেরব ছল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ ॥ ২।
তবধরি অবোধি মুগুধি হম নারি।
কি কহি কি সুনি কিছু বুঝই ন পারি॥ ৪।
সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস ধস করয় পরান ॥ ৬।
কাঁ লাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে অপন জিউ পর হাথে দেল ॥ ৮।
ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেল মোর ॥ ১০।
এত সব আদর গেল দরশাই।
যত বিসরিয় তত বিসর ন যাই ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১৪।

১। ছল—ছিল।

২। হেরইতে—দেখিতে, দেখিয়া। পরমাদ—প্রমাদ। কানাইকে একবার দেখিয়াই প্রমাদ হইল।

৩। তবধরি—তদবধি। অবোধি—নির্বোধ। মুগুধি—মুগ্ধা।

৫। সাওন ঘন—শ্রাবণের মেঘ।

৬। অবিরত প্রাণ ধক্ ধক্ করিতেছে।

৭। কাঁ লাগি—কিসের জন্য।

৮। রভসে—রহস্যে, কৌতুকে। জিউ—প্রাণ। কৌতুক করিয়া (দেখিয়া এখন) আপনার প্রাণ পরের (মাধবের) হাতে সমর্পণ করিলাম। পাঠান্তর, বল কয় অপন পর হাথে দেল—বল পূর্ব্বক আপনার সামগ্রী পরের হাতে দিলাম।

৯-১০। মোহন (মাধব) চোর কি করিল জানি না, দেখিতেই আমার প্রাণ চুরী করিয়া লইয়া গেল।

১১-১২। এত সব আদর দেখাইয়া গেল, যতই ভুলিবার চেষ্টা করি ভুলিতে পারি না।

১৪। চিত্তে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে। পাঠান্তর, পেখল তুয় লাগি আকুল মুরারি।

৬৮

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি নিশাস গরল তনু ভোর ॥ ২।
হঠ সঞে পৈসয় শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥ ৪।
বিপুল পুলকে পরিপূরয় দেহ।
নয়নে ন হেরি হেরয় জনু কেহ ॥ ৬।
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥ ৮।
লহু লহু চরণে চলিয় গৃহ মাঝ।
দৈব বিহি আজু রাখল লাজ ॥ ১০।
তনু মন বিবশ খসয় নিবিবন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥ ১২।

চৌপই ছন্দ।

১। ওর—সীমা।

২। ভোর—বিহ্বল। বাঁশীর নিশ্বাস (রূপ) গরলে (বংশী-ধ্বনিতে) তনু বিহ্বল হইয়াছে।

৩। হঠ সঞে—বল পূর্ব্বক। পৈসয়—প্রবেশ করে। শ্রবণক মাঝ—শ্রবণের মধ্যে, কর্ণকুহরে।

৪। তখনি দেহ ও মন হইতে লজ্জা বিগলিত (দূর) হয়।

৫। পরিপূরয়—পরিপূর্ণ হয়।

৬। চক্ষে দেখি না, কেহ যেন না দেখে (আমার চক্ষে আমার আনন্দ না দেখে)।

৭। ভাব তরঙ্গ—সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।

৮। যতনহি—যত্ন পূর্ব্বক।

৭-৮। গুরুজনের সম্মুখেই ভাবাবেশ হয়, (বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিলে গুরুজনের সম্মুখেই অঙ্গে ভাব বিকার উপস্থিত হয়, আত্মসম্বরণ করিতে পারি না)। বসন দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক সকল অঙ্গ আচ্ছাদন করি (ভাব লক্ষণ গোপন করিবার জন্য)।

৯। লহু—লঘু, ধীর। চলিয়—চলি।

১০। দৈব—ভাগ্যক্রমে। রাখল—রাখিল, রক্ষা করিল।

৯-১০। গৃহের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে (সাবধানে) চলি (পাছে চঞ্চল চরণক্ষেপে মনের আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে); ভাগ্যে বিধি আজ (আমার) লজ্জা রক্ষা করিল।

১১। খসয় নিবিবন্ধ—শিথিল হইয়া নীবিবন্ধ খসিয়া পড়িতেছে।

১২। ধন্দ—সংশয়পূর্ণ।

৬৯

(রাধার উক্তি)

কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতি জনা॥ ২।
বিভুতি ভুষন নহি চান্দনক রেনূ।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসনূ॥ ৪।
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেনী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী॥ ৬।
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥ ৮।
নহি মোরা কালকুট মৃগমদ চারু।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা হারু॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা।
এক পএ দুষন অছ ওহি নামক বামা॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

যোগিয়ামালব ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা।

১। দেসি—দিতেছিস্‌। ২। বলা—বলে।

৩। চন্দনক রেনূ—চন্দনের রেণু।

৪। নেতক—নেতের। ৬। সেনী—শ্রেণী।

৭। গোটা—একটি; পাঠান্তর, ছোটা।

১২। একটি দোষ আছে, বামা ওই নামের (মহাদেবের নাম বামদেব, রমণী বামা)।

হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ।
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ॥
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি।
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি॥

গীতগোবিন্দ (পূর্ব্ব সঙ্কলনাদিতে উদ্ধৃত)।

এই পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিথিলায়ও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাগতরঙ্গিণীতে তৃতীয় ও চতুর্থ পদ নাই।

বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

কখিহু মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহি শঙ্কর হোই বরনারি॥
নহি জটাজুট ইহ বেণি বিভঙ্গ।
মালতি মাল শিরে নহি গঙ্গ॥
মোতিম বদ্ধ মৌলি নহি ইন্দু।
ভালে নয়ন নহি সিন্দুর বিন্দু॥

কণ্ঠে গরল নহি মৃগমদ সার।
নহি ফণিরাজ উরে মণিহার॥
চিত্র পটাম্বর নহি বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ ন হো কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এহন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহি মলয়জ পঙ্ক॥

৭০

(রাধার উক্তি)

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধ পরাণ পয় পীড়সি
ই তুয় কোন বিবেক॥ ২।
দাহিন নয়ন পিশুন গণ বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়ন কোনে যব হরি পেখল
তাহি ভেল এত পরমাদ॥ ৪।
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কে নহি হেরত কান।
তোহর কুসুম শর কতহুঁ ন সঞ্চর
হমর হৃদয় পাঁচবান॥ ৬।

পদকল্পতরু।

১-২। মন্মথ, তোমাকে অধিক কি কহিব! দৃষ্টি অপরাধে (মাধবকে দেখিয়াছি এই মাত্র অপরাধে) প্রাণপীড়ন (করিতেছ), এ তোমার কিরূপ বিবেচনা?

৩-৪। দক্ষিণ চক্ষে পিশুনগণের বারণ (দুষ্ট লোকের ভয়ে দক্ষিণ চক্ষে হরিকে দেখি না), বাম (চক্ষেরও) অর্দ্ধেক পরিজনদিগের (বারণ) (পরিজনদিগের ভয়ে বাম লোচনার্দ্ধে হরিকে দেখি না); অর্দ্ধেক নয়ন কোনে (ঈষন্মাত্র কটাক্ষে) যদি হরিকে দেখিলাম, তাহাতে এত প্রমাদ হইল?

৫-৬। গৃহ বাহিরে পথে যাতায়াত করিতে কানাইকে কে দেখে না? তোমার কুসুম শর কোথাও সঞ্চরণ করে না, আমারি হৃদয়ে পঞ্চবাণ (বিদ্ধ) হইল!

—দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।

গীতগোবিন্দ।

৭১

(রাধার উক্তি)

আধ নয়ন কএ তহুকর আধ।
কতবে সহব মনসিজ অপরাধ॥ ২।
কালাগি সুন্দরি দরসন ভেল।
জেও ছল জীবন সেও দূর গেল॥ ৪।
হরি হরি কওোন কএল হমে পাপ।
জে সবে সুখদ তাহি তহ তাপ॥ ৬।
সব দিস কামিনি দরসন জাএ।
তইঅও বেআধি বিরহ অধিকাএ॥ ৮।
কওোনক কহব মেদিনি সে থোল।
সিব সিব এহি জনম ভেল ওল॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। তহুকর—তাহার। ২। কতবে—কতবা।

১-২। অর্দ্ধ নয়ন করিয়া তাহার অদ্ধ (ঈষৎ মাত্র কটাক্ষে মাধবকে অবলোকন করিয়াছিলাম), মনসিজের অপরাধ কত বা সহ্য করিব?

৩-৪। সুন্দরি (সখী সম্বোধনে) কিসের জন্য দর্শন হইল, যাহা জীবন ছিল তাহাও দূর হইল।

৫। কওোন—কোন। ৬। তাহি তহ—তাহা হইতে।

৫-৬। হরি হরি (হায় হায়), আমি কোন পাপ করিয়াছি, যে সকল সুখদ (সামগ্রী) তাহা হইতে তাপ উপজিত হয়।

৮। তইঅও—তথাপি। অধিকাএ—অধিক হয়।

৭-৮। হে কামিনি, সকল দিকে (মাধবকে) দেখা যায়, তথাপি বিরহ ব্যাধি অধিক হইতেছে।

৯। কওঞোনক—কাহাকে। থোল—থোড়া, অল্প। ১০। ওল—ওর, সীমা, শেষ।

৯-১০। কাহাকে কহিব পৃথিবীতে সেরূপ (লোক) অল্প, শিব শিব! এই জন্ম (জীবন) শেষ হইল।

৭১

(রাধার উক্তি)

এহি বাটে মাধব গেল রে।
মোহি কিছু পুছিও ন ভেল রে ॥ ২।
মাধুর জাইত জমুনা তীর রে।
আন্তর ভেটল অহীর রে ॥ ৪।
নঅনহু নঅন জুঝাএ রে।
হৃদএ ন ভেল বুঝাএ রে ॥ ৬।
মোহি ছল হোএত রতি রঙ্গ রে।
মধুর মধুরপতি সঙ্গে রে ॥ ৮।
চিকুর ন ভেল সঁভারি রে।
বুঝলিহু কাহ্নে গোআরি রে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। এই পথে মাধব গেল, আমার কিছু জিজ্ঞাসাও করা হইল না।

৩। মাধুর—মথুরা। অন্তর—দূরে। অহীর—আভীর, গোপ।

৩-৪। মথুরা যাইতে যমুনা তীরে দূরে গোপের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

৫-৬। নয়নে নয়নে যুদ্ধ করিয়া (মিলাইয়া) হৃদয় বুঝান হইল না।

৭-৮। আমার (মনে) ছিল মথুরাপতির সহিত মধুর রতিরঙ্গ হইবে।

৯। সঁভারি—সংযত করা। ১০। গোআরি—গোপী।

৯-১০। চিকুর সংযত করা হইল না, কানাই (আমাকে সামান্যা) গোপী বুঝিল।

৭৩

(রাধার উক্তি)

প্রথমহি হৃদয় বুঝওলহ মোহি।
বড়ে পুনে বড়ে তপে পৌলিসি তোহি ॥ ২।
কাম কলা রস দৈব অধীন।
মএঁ বিকাএব তএঁ বচনহু কীন ॥ ৪।
দূতি দয়াবতি কহহি বিসেখি।
পুনু বেরা এক কইসে হোএত দেখি ॥ ৬।
দুর দুরে দেখলি জাইতে আজ।
মন ছল মদনে সাহি দেব কাজ ॥ ৮।
তাহি লএ গেল বিধাতা বাম।
পলটলি ডীঠি সূন ভেল ঠাম ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

২। পৌলিসি—পাইলি।

১-২। প্রথমেই আমার হৃদয়কে বুঝাইলি, (আমাকে কহিলি) বড় পুণ্যে, বড় তপে তুই (মাধবকে দেখিতে) পাইয়াছিস্।

৩-৪। কাম কলা রস দৈবের অধীন, আমি বিক্রীত হইব, তুই কথায় ক্রয় করিবি (আমি তোর কথায় বিকাইব)।

৫-৬। হে দয়াবতি দূতি, বিশেষ করিয়া কহ আর একবার কেমন করিয়া দেখা হইবে।

৮। সাহি—সাধিয়া।

৭-৮। আজ দূরে দূরে (দূর হইতে) যাইতে দেখিলাম, মনে ছিল বিধাতা কার্য্য সাধন করিয়া দিবে।

৯-১০। বিমুখ বিধাতা তাহাকে লইয়া গেল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম স্থান শূন্য হইল (একবার দেখিয়া ফিরিয়া দেখিতে আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না)।

৭৪

(রাধার উক্তি)

এক দিন হেরি হেরি হসি হসি জায়।
অরু দিন নাম ধয় মুরলি বজায় ॥ ২।
আজু অতি নিয়রে করল পরিহাস।
ন জানিয় গোকুল ককর বিলাস ॥ ৪।
সাজনি ও নাগর সামরাজ।
মুল বিনু পরধনে মাগ বেয়াজ ॥ ৬।
পরিচয় নহি দেখি আন কাজ।
ন করয় সম্ভ্রম ন করয় লাজ ॥ ৮।
অপনা নিহারি নিহরি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন ভএ বিভোর ॥ ১০।
খনে খনে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয় পরিনাম ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝই ন বুঝই ইহ রস ভোর ॥ ১৪।

প্রস্ফুটিত ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

২। অরু—আর, অন্য। ধয়—ধরিয়া।
৩। নিয়রে—নিকটে।
৪। ককর—কাহার।
৫। সামরাজ—শ্যামরাজ।
১১। ক্ষণে ক্ষণে অনুপম বৈদগ্ধ কলা প্রদর্শন করে
১২। দেখিয়—দেখি।
১৪। এই রসমুগ্ধ (ভোর) (মাধব) বুঝিয়াও বুঝে না।

৭৫

(সখীতে সখীতে কথা)

জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি
দুহু মনে দুখ লাগু।
দুহুক আসা দীপ মিঝাএল
মদন আঁকুর ভাঁগু ॥ ২।
বিরহ দহন দুহু সঁতাবএ
দুহু সমীহএ মেলী।
একক হৃদয় অওকে ন পাওল
তেঁ নহি ফাউলি কেলী ॥ ৪।
বাম নয়না জএো ভেল দূতে
ও দাহিন রহু লজাই।
চেতন চেতন গুপুতি পিরিতি
পর কহহু ন জাই ॥ ৬।
জই নব চন্দ পুরন্দর অন্তর
চন্দ ন তাসু সমানে।
দসমি দসা পথ অঁগিরএো
ন করএো তেসর কানে ॥ ৮।
মোহন সর মনোভবে সাজল
তনু পসাহল আগী।
বিনু অবসরে কা সখি বোলতি
পুনু দরসন লাগী ॥ ১০।
সীতলি উকুতি জেহো জুগুতি
সমদল ছল আনে।
অব সঁআনা জানি কহ্নাই
মানি হল ধনি ধানে ॥ ১২।
দপ্পন মুখ প্রতিবিম্ব নাএী
বেকত ভেল বিকারে।
পুনুক আসা কাম পুরাবও
ভনে কবি কণ্ঠহারে ॥ ১৪।
হরি সরীসে জগত জানিঅ
রূপনরায়ন রম্ভা।
রাএ সিবসিংহ সুচিরে জীবও
লখিমা দেবি সুকন্তা ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

ধনছীমালব ছন্দ। ২০ হইতে ২৫ মাত্রা।

১। বিছুড়লি—ছাড়াছাড়ি হইল, অন্তর।

২। মিঝাএল—নিভিল। ভাঁগু—ভাঙ্গিল।

১-২। যখন দুইজনে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, দুই জনের মনে দুঃখ লাগিল (হইল)। দুই জনের আশা দীপ নির্ব্বাপিত হইল, মদনের অঙ্কুর (প্রেমের অঙ্কুর) ভগ্ন হইল।

৩। সঁতাবএ—সন্তাপিত করে। সমীহএ—অভিলাষ করে। মেলি—মিলন।

৪। ফাউলি—পাইল।

৩-৪। বিরহাগ্নি দুই জনকে সন্তাপিত করে, দুই জনে মিলন অভিলাষ করে, একের হৃদয় অপরে প্রাপ্ত হইল না, সেই জন্য কেলি (আনন্দ) পাইল না।

৫-৬। বাম নয়ন যেন দূত হইল ও দক্ষিণ নয়ন লজ্জিত হইয়া রহিল। চতুরে চতুরে গুপ্ত প্রেম, পরকে কহাও যায় না।

৭। জই—যদি। পুরন্দর—শিব (এ স্থানে ইন্দ্র নহে)। তাসু—তাহার। ৮। অঁগিরএত—অঙ্গীকার করিবে। তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি।

৭-৮। যদি বাল (নব) চন্দ্র শিবের মধ্যে (ললাটে) (তথাপি) চন্দ্র তাহার সমান নয় (ব্যক্ত প্রেম গুপ্ত প্রেমের তুল্য নহে)। দশমী দশার পথ (মৃত্যু) অঙ্গীকার করিবে (তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে তুলিবে (করিবে) না (রাধা প্রাণান্তে কাহাকেও মনের ভাব বলিবে না)।

৯। মোহন—মদনের পঞ্চ শরের অন্যতম। সাজল—সাজাইল, সন্ধান করিল। পসাহল—প্রসারিত, ব্যাপ্ত হইল।

৯-১০। মদন মোহন শর সন্ধান করিল, (রাধার) দেহে অগ্নি ব্যাপ্ত হইল। বিনা অবসরে (অবসর না পাইলে) সখী পুনরায় দর্শনের (সাক্ষাতের) জন্য কেমন করিয়া বলিবে?

১১। সীতলি—শীতল। জেহো—যে। জুগুতি—যুক্তি। সমদল—সম্বাদ দিয়াছিল, কহিয়াছিল। ১২। সআঁনা—সেয়ানা, চতুর। মানি—মনে করিয়া, বুঝিয়া। হল—যায়। ধানে—সন্নিধানে।

১১-১২। শীতল কথায় যে যুক্তি অপরকে কহিয়াছিল (রাধা সে সময় সখীকে যাহা বলিয়াছিল), কানাই বুঝিতে পারিয়া যদি ধনীর (রাধার নিকট) গমন করে (তবে তাহাকে) এখন চতুর জানি (মনে করি)।

১৩। দপ্পন—দর্পণ। নাএী—ন্যায়।

১৪। পুরাবও—পূরাইবে।

১৩-১৪। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায় বিকার ব্যক্ত হইল, কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কহে পুনরায় (দেখা হইবার) আশা কাম পূর্ণ করিবে।

১৫। সরীসে—সদৃশ। রস্তা—রাজা।

১৬। রাএ—রায়,রাজা। জীবও—জীবিত হউন।

১৫-১৬। রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) রাজাকে জগতে হরি সদৃশ জানিবে। লখিমা দেবীর সুকান্ত রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন।

৭৬

(সখীতে সখীতে কথা)

আইলি নিকট বাটে ছুইলি মদন সাটে
দৃঢ় বান্ধে দরসিল কেস।
রমন ভবন বেরি পলটি পাছু হেরি
আলি দিঠি দএ গেলি সন্দেস ॥ ২।
আওর কি করতি সখি পরিনত সসিমুখি
কাহ্নু জদি ন বুঝ বিসেষ ॥ ৩।
আচর ধরইতে করে লউলি লাজ ভরে
নমইতে মুখেরি উপাম।
ন জানএো কমন জএো কমল নাল সএো
কমল মমোলল কাম ॥ ৫।
কবি ভনে বিদ্যাপতি অভিনব রতিপতি
সকল কলারস জান।
রাজবলভ জিবও মতি সিরি মহেসর
রেনুক দেবি রমান ॥ ৭।

তালপত্রের পুঁথি।

মঙ্গলী ধনছী ছন্দ। ২৪ হইতে ৩০ মাত্রা।

১। সাট—কষা; সাটমার মিথিলা ভাষায় প্রচলিত শব্দ, অর্থ যে চাবুক দিয়া মারে। ২। রমন—বল্লভ। আলি—আড়, বক্র। সন্দেস—সংবাদ, সঙ্কেত।

১-২। (রাধা) পথে নিকটে আসিল (পথে যাইতে মাধবের পার্শ্ব দিয়া গমন করিল), মদনের কষাতুল্য দৃঢ়বদ্ধ কেশ স্পর্শ করিয়া দেখাইল। বল্লভের (মাধবের) ভবনের নিকট, ফিরিয়া পশ্চাতে দেখিয়া বক্র দৃষ্টিতে সঙ্কেত দিয়া গেল।

৩। আওর—আর। পরিনত—পূর্ণ।

৩। সখি, কানাই যদি বিশেষ করিয়া (উত্তম রূপে) না বুঝিতে পারে তাহা হইলে পূর্ণচন্দ্রমুখী (রাধা) আর কি করিবে?

৪। নউলি—নমিত হইল। ৫। জানএো—জানি। কমন জএো—কেমন করিয়া। মমোলল মুচড়াইল।

৪-৫। করে অঞ্চল ধরিতে লজ্জাভরে নমিত হইল। নমিত হইতে মুখের উপমা (এরূপ হইল), না জানি কেমন করিয়া কাম মৃণাল হইতে কমল অবনত করিল (মুচড়াইল)।

৭। বলভ—বল্লভ, সুহৃৎ। মতি—মন্ত্রী।

৬-৭। বিদ্যাপতি কহে, অভিনব রতিপতি, রাজসুহৃৎ, রেণুকা দেবীর বল্লভ মন্ত্রী শ্রী মহেশ্বর সকল কলারস জানেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

৭৭

(সখীতে সখীতে কথা)

জুবতি চরিত বড় বিপরীত
বুঝএ কে দহু পার।
বুঝএ চেতন গুন নিকেতন
ভুলল রহ গমার॥ ২।
সাজনি নাগরি নাগর রঙ্গ।
সঙ্গহি রহিঅ তেসর ন বুঝ
লোচন লোল তরঙ্গ॥ ৪।
বলিত বদন বাঙ্ক বিলোকন
কপটে গমন মন্দা।
দুই মন মিলল ঠাম অঙ্কুরল
পেম তরুঅর কন্দা॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। দহু—কি। ২। চেতন—চতুর। গমার—গ্রামবাসী মূর্খ।

১-২। যুবতী চরিত্র বড় বিপরীত, কেহ কি বুঝিতে পারে? চতুর গুণনিকেতন বুঝে, মূর্খ গ্রামবাসী (পাড়াগেঁয়ে) ভুলিয়া থাকে (বুঝিতে পারে না)।

৪। তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি।

৩-৪। সজনি, নাগরী ও নাগরের (এমন) রঙ্গ, সঙ্গে থাকিয়া তৃতীয় ব্যক্তিও লোচনের লোল তরঙ্গ বুঝিতে পারে না।

৫। বলিত—বলয়িত, ফিরান। বাঙ্ক—বঙ্কিম। ৬। তরুঅর—তরুবর। কন্দা—কন্দ, মূল।

৫-৬। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বঙ্কিম দৃষ্টি, কপটে ধীর গমন; দুই মন মিলিত হইয়া সেই স্থানেই প্রেম তরুবরের মূল অঙ্কুরিত হইল।

৭৮

(দূতীর উক্তি)

কর কিসলয় সয়ন রচিত
গগন মডল পেখী।
জনি সরোরুহ অরুন সুতল
বিন্দু বিরোধে উপেখী॥ ২।
নব ঘন জএো নির বরীসএ
নয়ন উজ্জল তোরা।
জনি সুধাকর করেঁ কবলিত
অমিয় বম চকোরা॥ ৪।

কহ কমলবদনী।
কমনে পুরুসে হর অরাধিঅ
জসু কারনে তোঞে খিনী ॥ ৬।
উত্তুঙ্গ পীন পয়োধর উপর
লখিঅ অধর ছায়া।
কনক গিরি পবার উপজল
বাপু মনোভব মায়া ॥ ৮।
তৌঁ পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি
পলটি পরলি বেনী।
সাঁস সমীরন পিবএ ধাউলি
জনি সে কারি নগিনী ॥ ১০।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সরূপ মোর বচনা।
অপন মনা থির পএ চাহিঅ
পরে বিবচনে কোনা ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

মলারীনাট ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

১। সয়ন—শয্যা। মডল—মণ্ডল। পেখী—দেখিতেছিস্। ২। জনি—যেন। সুতল—শয়ন করিল। বিনু—বিনা। উপেখী—উপেক্ষা করিয়া।

১-২। কিশলয় (তুল্য) করে (মুখের) শয্যা রচিত, গগন মণ্ডল দেখিতেছিস্ (করতললগ্ন মুখমণ্ডল, আকাশের দিকে চাহিয়া আছিস্), যেন বিনা বিরোধে উপেক্ষা করিয়া পদ্ম (মুখ) অরুণে (করতলে) শয়ন করিল (অরুণোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় অর্থাৎ জাগিয়া থাকে, এখন বিরোধ নাই তথাপি যেন পদ্ম উপেক্ষা পূর্ব্বক অরুণের ক্রোড়ে শয়ন করিল)।

৩। জঞো—যেমন। বরিসএ—বর্ষণ করে।

৪। করেঁ—কর দ্বারা। বম—উদ্গীরণ, নিঃসারণ।

৩-৪। তোর উজ্জ্বল নয়ন নব মেঘের ন্যায় বারি বর্ষণ করিতেছে। যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত উদ্গীরণ করিতেছে।

৫। কমনে—কওন, কোন। পুরুসে—পুরুষের জন্য। অরাধিঅ—আরাধনা করিতেছিস্। জসু—যাহার। তোঞে—তুই। খিনী—ক্ষীণ।

৫-৬। কহ কমলবদনি, কোন পুরুষের জন্য শিবের আরাধনা করিতেছিস্, যাহার কারণে তুই ক্ষীণ (হইয়াছিস্)?

৭। লখিঅ—দেখিতেছি। ৮। পবার—প্রবাল। উপজল—উৎপন্ন হইল। বাপু—শ্রেষ্ঠ। মনোভব—কন্দর্প।

৭-৮। উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি (যেন) কন্দর্পের শ্রেষ্ঠ মায়ায় (ইন্দ্রজালে) সুবর্ণ গিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল।

৯। তৌঁ পুনু—তাহাতে আবার। ঝামরি—মলিন। পলটি—পালটিয়া। পরলি—পড়িল।

১০। সাঁস—নিশ্বাস। পিবএ—পান করিতে। ধাউলি—ধাবিত হইল। কারি—কালো। নগিনী—নাগিনী।

৯-১০। তাহাতে আবার রমণী বিরহে মলিন, বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কৃষ্ণবর্ণ সর্পিণী নিশ্বাস (রূপ) সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।

১১। সরূপ—স্বরূপ, সত্য।

১২। মনা—মন। পএ (অব্যয় শব্দ)—মধ্যে। চাহিঅ—চাই। পরে—পরের। কোনা—কোন।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, যুবতি, আমার সত্য কথা শুন। আপনার মনের মধ্যে স্থির থাকা চাই, পরের কোন বিবেচনা? (পরের কোন বিবেচনা নাই)।

৭৯

(সখীতে সখীতে কথা)

সপনেহু ন পুরল মনক সাধে।
নয়নে দেখল হরি এত অপরাধে ॥ ২।

মন্দ মনোভব মন জর আগী।
দুলভ পেম ভেল পরাভব লাগী ॥ ৪।
চাঁদবদনী ধনি চকোরনয়নী।
দিবসে দিবসে ভেলি চউগুন মলিনী ॥ ৬।
কি করতি চাঁদনে কী অরবিন্দে।
বিরহ বিসর জঞো সূতিঅ নিন্দে ॥ ৮।
অবুধ সখীজন ন বুঝএ আধী।
আন ঔষধ কর আন বেয়াধী ॥ ১০।
মনসিজ মনকে মন্দি বেবথা।
ছাড়ি কলেবর মানস বেথা ॥ ১২।
চিন্তাএ বিকল হৃদয় নহি থীরে।
বদন নিহারি নয়ন বহ নীরে ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

শারঙ্গীমালব ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১-২। স্বপ্নেও মনের সাধ পূর্ণ হইল না, (রাধা) চক্ষে হরিকে দেখিল, (তাহাতেই) এত অপরাধ হইল?

৩। জর—জ্বালায়। মন জর আগী—পাঠান্তর, নিসি উঠ জাগী।

৩-৪। মন্দ মদন মনে অগ্নি জ্বালায়। পরাভবের জন্য দুর্লভ প্রেম হইল।

৫-৬। চন্দ্রবদনী চকোরনয়নী ধনী দিনে দিনে চতুর্গুণ মলিন হইল।

৮। বিরহ—দর্শনজনিত আকুলতায় মিলনের পূর্ব্ব বিরহ। জঞো—যদি। সূতিঅ—শয়ন করে।

৭-৮। চন্দনে ও পদ্মে কি করিবে? যদি শয়ন করিয়া নিদ্রা হয় (তবে) বিরহ বিস্মৃত হয় (নিদ্রা হয় না সুতরাং বিরহ বিস্মৃত হইতে পারে না)।

৯। অবুধ—অবুঝ। ঔষধ—উচ্চারণ ঔখধ।

৯-১০। অবুঝ সখীগণ আধি বুঝে না, অন্য ব্যাধিতে অন্য ঔষধ করে (এক ব্যাধিতে আর ঔষধ দেয়)।

১১। মন্দি—মন্দ। বেবথা—ব্যবস্থা।

১১-১২। মনসিজের মনে মন্দ ব্যবস্থা, কলেবর ছাড়িয়া মানসে ব্যথা (দেয়)।

১৩-১৪। চিন্তায় বিকল, হৃদয় স্থির নাই, বদন দেখিয়া চক্ষে অশ্রু বহে।

মাধবের দূতী।

৮০

(দূতীর উক্তি)

এ সখি এ সখি ন বোলহ আন।
তুঅ গুনে লুবুধল নিতে আব কান ॥ ২।
নিতে নিতে নিঅর আব বিনু কাজ।
বেকতেও হৃদঅ নুকাবএ লাজ ॥ ৪।
অনতহু জাইতে এতহি নিহার।
লুবুধল নঅন হটএ কে পার ॥ ৬।
সে অতি নাগর তোঞে তসু ভূল।
এক নলে গাঁথ দুই জনি ফূল ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
একসর মনমথ দুই জিব মার ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

সরসাসাবরী ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। আন—অন্য কথা। ২। লুবুধল—লুব্ধ। নিতে—নিত্যই। আব—আসে। কান—কানাই।

১-২। এ সখি, এ সখি, অন্য কথা বলিও না (আমার কথা অস্বীকার করিও না)। তোমার গুণে কানাই লুব্ধ হইয়া নিত্য আসে।

৩। নিঅর—নিকট। ৪। বেকতেও—ব্যক্ত। নুকাবএ—লুকায়।

৩-৪। নিত্য নিত্য বিনা কাজে নিকটে আসে, ব্যক্ত হৃদয় (হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইলেও) লজ্জায় গোপন করে।

৫। অনতহু--অন্যত্রও। এতহি—এই দিকেই। ৬। হটএ--হটাইতে, নিবারণ করিতে।

৫-৬। অপর কোথাও যাইবার কালে এইদিকেই দেখে ; লুব্ধ নয়ন কে নিবারণ করিতে পারে ?

৭। অতি—উত্তম, শ্রেষ্ঠ। তসু--তাহার। ৮। নল—ডাঁটা, বোঁটা।

৭-৮। সে নাগরশ্রেষ্ঠ, তুমি তাহার তুল্য (যোগ্য), এক বৃন্তে যেন দুই ফুল গাথা।

১০। একসর—একেশ্বর, একা। জিব—জীবন, প্রাণ। মার--বধ করা।

৯-১০। কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি কহিতেছে, কন্দর্প একা দুইটি প্রাণ বধ করিতেছে।

বঙ্গদেশের পাঠে এই পদে কিছু প্রভেদ ঘটিয়াছে।

৮১

(দূতীর উক্তি)

ধনি ধনি রমনি জনম ধনি তোর।
সব জন কাহ্নু কাহ্নু করি ঝুরএ
সে তুয় ভাবে বিভোর ॥ ২।
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন করিএ
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥ ৪।
কেশ পসারি যব তুহু অছলি
উর পর অম্বর আধা।
সে সব সুমরি কাহ্নু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ ৬।
হসইতে কব তুহু দশন দেখায়লি
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয় পসারলি
পুনু হেরি সখি কর কোর ॥ ৮।
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
জানি তোঁহে করহু বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহু সে শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১০।

১। ধন্য ধন্য, তোর রমণী জন্ম ধন্য।

২। সকলে কানাই কানাই করিয়া ঝুরে (আকুল হয়), সে (কানাই) তোর ভাবে বিভোর।

৩-৪। মেঘ তৃষিত হইয়া চাতকের প্রতি চাহিয়া রহিল। চন্দ্র চকোরের প্রতি চাহিয়া (তাহার প্রত্যাশায়) রহিল। তরু লতিকা অবলম্বন করে, (এই সকল দেখিয়া) আমার মনে সংশয় হইল। (কোথায় তুমি মাধবের প্রেম প্রার্থী হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য আকুল হইবে না সে নিজে তোমার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িল)।

৫-৬। কেশ প্রসারিত করিয়া, অদ্ধ বক্ষে বস্ত্র দিয়া যখন তুই ছিলি, সেই সকল স্মরণ করিয়া কানাই আকুল হইল, হে সুন্দরি, ইহার পরিণাম কি হইবে ?

পদামৃত সমুদ্রে এই পর্য্যন্ত আছে, তাহার পর ভণিতা এইরূপ—

তাকর অন্তর জলই নিরন্তর
বিদ্যাপতি ভল জান।
কিঞ্চিৎ কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাস পরমান ॥

৭। মোর—ফিরিয়া।

৮। অলখিতে—অলক্ষ্যে। পসারলি—প্রসারিত করিলি।

৭-৮। কবে দুই হস্ত যুক্ত করিয়া, ফিরিয়া, হাসিয়া দশন (ছটা) দেখাইলি ; অলক্ষ্যে দৃষ্টি কবে (তাহার) হৃদয়ে প্রসারিত করিলি, আবার তাহাকে দেখিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিলি ?

৯। নিদেশ—নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত।

১০। হৃদয় পুতলি—হৃদয় পুত্তলী, প্রাণ।

৯-১০। সুন্দরি তোমাকে এই সকল ইঙ্গিত নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, জানিয়া ইহার বিধান কর। বিদ্যাপতি কহিতেছে, তুই হৃদয় পুত্তলী (প্রাণ), সে শূন্য কলেবর (প্রাণশূন্য দেহ মাত্র)।

৮২

(দূতীর উক্তি)

জহি খনে নিঅর গমন হোঅ মোর।
তহি খনে কাহ্নু কুশল পুছ তোর॥ ২।
মন দএ বুঝল তোহর অনুরাগ।
পুন ফলে গুণমতি পিআ মন জাগ॥ ৪।
পুনু পুছ পুনু পুছ মোর মুখ হেরি।
কহিলিও কহিনী কহবি কত বেরি॥ ৬।
আন বেরি অবসর চাল আন।
অপনে রভস কর কহিনী কান॥ ৮।
লুবুধল ভমরা কি দেব উপাম।
বাধল হরিণ ন ছাড়এ ঠাম॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। যহি—যেই। নিঅর—নিকট।

১-২। যখন আমার নিকটে গমন হয় (যখন আমি তাহার নিকটে যাই) তখনই কানাই তোর কুশল জিজ্ঞাসা করে।

৩-৪। মন দিয়া বুঝিলাম তোর প্রতি (তাহার) অনুরাগ (জন্মিয়াছে), পুণ্যফলে গুণবতী প্রিয়তমের মনে জাগে।

৫-৬। আমার মুখ দেখিয়া বার বার (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করে, কহা কথা কতবার বলিব?

৭-৮। অন্য সময়ে অন্য সুযোগে কানাই আপনার রহস্য কথাই কয় (সকল সময়েই কোন রূপে না কোন রূপে তোর কথা পাড়ে)।

১০। বাধল—বাঁধা।

৯-১০। লুব্ধ ভ্রমরের কি উপমা দিব, বাঁধা হরিণ স্থান (যেখানে বাঁধা থাকে) ছাড়ে না।

৮৩

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন এ সখি কহন ন হোই।
রাহি রাহি কএ তনু মন খোই॥ ২।
করইতে নাম পেমে ভই ভোর।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি নোর॥ ৪।
গদ গদ ভাখি কহই বর কান।
রাহি দরশ বিনু নিকসে পরান॥ ৬।
যব নহি হেরব তকর সে মুখ।
তব জিউ ভার ধরব কোন সুখ॥ ৮।
তুহু বিনু আন নহি ইথে কোই।
বিসরএ চাহ বিসর নহি হোই॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নহি বিবাদ।
পূরব তোহর সব মন সাধ॥ ১২।

বটতলার পুস্তক।

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। কহন না হোই—কহা হয় (যায়) না।

২। রাই রাই করিয়া দেহ ও মন হারায় (নষ্ট করিতেছে)।

৪। ঘরমহি—ঘর্ম্ম। স্বেদ অশ্রু পুলক কম্প অঙ্গে (দেখা দেয়)।

৫। ভাখি—ভাষা, কথা।

৭। তকর—তাহার।

৮। জিউ—জীবন।

৯-১০। তুই ছাড়া ইহাতে আর কেহ নাই (তোর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে, আর কাহারও প্রতি নয়)। (মাধব তোকে) ভুলিতে চাহে, ভুলিতে পারে না।

১১-১২। বিদ্যাপতি (দূতীকে) কহে, ইহাতে বিবাদ (অন্য মত) নাই, তোর মনের সব সাধ পূর্ণ হইবে (রাধা ও মাধবে মিলন হইবে)।

৮৪

(দূতীর উক্তি)

মাঝ কুসুম পরগাস।
ভমর বিকল নহি পাবএ পাস ॥ ২।
ভমরা ভেল ঘুরএ সবে ঠাম।
তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম ॥ ৪।
রসমতি মালতি পুনু পুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥ ৬।
ও মধুজীবী তোঁএ মধু রাসি।
সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি ॥ ৮।
অপনেহু মনে গুনি বুঝ অবগাহি।
তসু দূষন বধ লাগত কাহি ॥ ১০।
ভনহি বিদ্যাপতি তোঁ পয় জীব।
অধর সুধারস জোঁ পয় পীব ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

পঞ্চস্বরা ধনছী ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। পরগাস—প্রকাশ, বিকাশ।

২। পাবএ—পায়।

১-২। কণ্টকের মধ্যে কুসুম বিকশিত হয়, বিকল ভ্রমর নিকটে যাইতে পায় না।

৩-৪। ভ্রমর (মাধব) সকল স্থানে ভ্রমণ করে, (কিন্তু হে) মালতি (রাধা), তোমা বিনা বিশ্রাম লাভ করে না (তুমি তাহার বিশ্রামস্থান)।

৫-৬। রসবতী মালতীকে বার বার দেখিয়া, জীবন উপেক্ষা করিয়া মধুপান করিতে চাহে।

৮। সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া। লজাসি—লজ্জা পাস্।

৭-৮। সে মধুজীবী, তুই মধুরাশি। মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিস্, মনে লজ্জা হয় না?

৯। অবগাহি—উত্তম রূপে বিবেচনা করিয়া, নিশ্চিত করিয়া।

১০। কাহি—কাহাকে।

৯-১০। আপনার মনে গণিয়া, উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বুঝ; তাহার (ভ্রমরের) বধের দোষ (পাতক) কাহাকে লাগিবে?

১১। তোঁ—তাহা হইলে, ততক্ষণ। পয়—(অব্যয় শব্দ) যদি।

১০। জোঁ—যদি, যতক্ষণ।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, যদি অধর সুধারস পান করে তাহা হইলে বাঁচিবে। ভণিতার পাঠান্তর—ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুভাব।

ভমি ভমি ভ্রমরা তোহর গুণ গাব ॥

এই পদে বঙ্গদেশে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৮৫

(দূতীর উক্তি)

অপনা কাজ কওন নহি বন্ধ।
কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ ॥ ২।
অপন অপন হিত সব কেও চাহ।
সে সুপুরুষ জে কর নিরবাহ ॥ ৪।
সাজনি তাক জিবন থিক সার।
জে মন দএ কর পর উপকার ॥ ৬।
আরতি অরতল আবএ পাস।
অছইতে বথু নহি করিঅ উদাস ॥ ৮।
সে পুনু অনতহু গেলে পাব।
অপনা মন পএ রহ পচতাব ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি দৈন ন ভাখ।
বড় অনুরোধ বড়ে পএ রাখ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। কওন—কে। বন্ধ—বদ্ধ, লিপ্ত, জড়িত।

২। পতি—প্রতি। অনুবন্ধ—চেষ্টা।

১-২। আপনার কাজে কে লিপ্ত নয়, কে নিজের প্রতি (নিজের জন্য) চেষ্টা না করে?

৩। সব কেও—সকলে। চাহ—চায়।

৩-৪। আপনার আপনার হিত সকলেই চায়, যে নির্ব্বাহ (শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার পালন) করে সেই সুপুরুষ।

৫। সাজনি—সজনি। তাক—তাহার। থিক—হয়।

৫-৬। সজনি, যে মন দিয়া পরের উপকার করে তাহার জীবন সার।

৭। আরতি—আর্ত্তি। অরতল- অনুরক্ত।

৮। অছইত—থাকিতে, আছিতে। বথু—বস্তু।

৭-৮। আর্ত্ত অনুরক্ত হইয়া (যে) নিকটে আসে বস্তু (প্রার্থিত সামগ্রী) থাকিতে উদাস করিও না (তাহাকে বিমুখ করিও না)।

৯। অনতহু---অন্য স্থানে।

৯-১০। সে আবার অন্য স্থানে গমন করিলে (প্রার্থিত বস্তু) পাইবে; আপনার (তোমার) মনের মধ্যে পশ্চাত্তাপ থাকিবে।

১১। দৈন—দৈন্য। ভাখ---বলিও।

১২। বড়ে পয়---বড়তেই।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দৈন্য বলিও (প্রকাশ করিও) না (তুমি দরিদ্র অথবা দীন এমন কথা বলিও না), বড় অনুরোধ বড়তেই রাখে।

৮৬

(দূতীর উক্তি)

মুদিত নয়নে হিয় ভুজ যুগ চাপি।
সুতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি ॥ ২।
পরসঙ্গে করলহি নামহি তোরি।
তবহি মিলিঅ আঁখি চাহে মুখ মোরি ॥ ৪।
শুন ধনি ইথে নহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল সামর চন্দ ॥ ৬।
যোই নয়ন ভঙ্গি ন সহ অনঙ্গ।
সোই নয়নে অব নোর তরঙ্গ ॥ ৮।
যোই অধর সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘ নিশাস ॥ ১০।
বিদ্যাপতি ভন মিথ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহু তহি সাখি ॥ ১২।

পদামৃত সমুদ্র।

চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। হিয় ভুজ যুগ চাপি—বক্ষে দুই হাত চাপিয়া।

২। তঁহি--(তহিঁ) তিনি, সে।

৩। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গ ক্রমে।

৪। মোরি-- ফিরাইয়া।

৫। ইথে নাহি কহি আন ছন্দ ইহা অন্য রূপ (মিথ্যা) বলিতেছি না।

৬। সামর চন্দ- শ্যাম চন্দ্র।

৭-৮। যে নয়নের ভঙ্গী (কটাক্ষ) অনঙ্গ সহ্য করিতে পারে না, সেই চক্ষে এখন অশ্রুর তরঙ্গ।

৯-১০। যে অধরে সর্ব্বদা মধুর হাস্য, তাহা দীর্ঘ (উত্তপ্ত) নিশ্বাসে শুষ্ক (নীরস) হইল। (এই পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির রচনা)।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে (দূতীর) কথা (ভাখি) মিথ্যা নয়, গোবিন্দদাস কহে তুমি (বিদ্যাপতি) তাহার সাক্ষী।

এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি গোবিন্দদাস অথবা বঙ্গদেশের কোন গোবিন্দদাস তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই, তবে এরূপ যুক্ত ভণিতা সমেত পদ মিথিলায় পাওয়া যায় না। এইরূপ যুক্ত ভণিতা যুক্ত পদ যে প্রধানতঃ বিদ্যাপতির রচনা তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

৮৭

(দূতীর উক্তি)

কত অছ যুবতি কলামতি আনে।
তোহি মানএ জনি দোসরি পরানে ॥ ২।
তুঅ দরশন বিনু তিলাও ন জীবই।
দারুণ মদন বেদন কত সহই ॥ ৪।
শুন শুন গুনমতি পুনমতি রমনী।
ন কর বিলম্ব ছোটি মধু রজনী ॥ ৬।

সামর অম্বর তনুক রঙ্গা।
তিমির মিলও শশী তুলিত তরঙ্গা॥ ৮।
সপুন সুধাকর আনন তোরা।
পিউত অমিয় হসি চান্দ চকোরা॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। অপর কত কলাবতী যুবতী আছে, তোকে দ্বিতীয় প্রাণ মনে করে (অপর কোন সুন্দরীর প্রতি তাহার অনুরাগ নাই, একান্ত তোতে অনুরক্ত)।

৩-৪। তোর দর্শন বিনা তিল মাত্র বাঁচে না, দারুণ মদন বেদন কত সহ্য করে।

৫-৬। হে গুণবতি পুণ্যবতি রমণি, শুন শুন, চৈত্র মাসের ছোট রজনী, বিলম্ব করিও না;

৭। সামর—শ্যাম, নীল।

৮। মিলও—মিলিত। তুলিত তরঙ্গা—তুল্য, উপমা।

৭-৮। শ্যাম বস্ত্রে (নীলাম্বরে) এবং দেহের বর্ণে তিমিরাচ্ছন্ন শশীর উপমা হইবে।

৯। সপুন—সম্পূর্ণ।

১০। তোর মুখ পূর্ণচন্দ্র, চকোর (মাধব) হাসিয়া চাঁদের অমৃত পান করিবে।

৮৮

(দূতীর উক্তি)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনু উনমত কান॥ ২।
কারণ বিনু খনে হাস।
কি কহএ গদ গদ ভাস॥ ৪।
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥ ৬।
কাঁপএ দুরবল দেহ।
ধরই ন পারই কেহ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনরায়ন সাখি॥ ১০।

অভিরামাসাবরী ছন্দ, অথবা পিঙ্গলের মতে আভীর ছন্দ, ১১ মাত্রা।

২। উনমত—উন্মত্ত।

৩-৪। বিনা কারণে কখন হাসে, গদ গদ স্বরে কি কহে (উন্মত্ততার লক্ষণ)।

৫-৬। (কখন) আকুল হইয়া উচ্চ রবে হা ধিক্ হা ধিক্ বলে।

৭। দুরবল—দুর্ব্বল।

৮। কেহ ধরিতে পারে না (পাছে দুর্ব্বল দেহে আঘাত লাগে)।

৯। ভাখি—ভাষ, কথা।

১০। রূপনরায়ন—রাজা শিবসিংহের উপাধি।

৮৯

(দূতীর উক্তি)

আজু হম পেখল কালিন্দি কূলে।
তুয় বিনু মাধব বিলুঠয় ধূলে॥ ২।
কত শত রমণি মনহি নহি আনে।
কিয় বিষদহ সময় জল দানে॥ ৪।
মদন ভুজঙ্গমে দংশল কান।
বিনহি অমিয় রস কি করব আন॥ ৬;
কুলবতি ধরম কাঁচ সমতুল।
মদন দলাল ভেল অনুকূল॥ ৮।
আনল বেচি নীলমণি হার।
সে তুহু পহিরবি করি অভিসার॥ ১০।
নীল নিচোলে ঝাঁপবি নিজ দেহ।
জনি ঘন ভিতরে দামিনি রেহ॥ ১২।
চৌদিগে চতুর সখি চলু সঙ্গে।
আজু নিকুঞ্জে করহ রস রঙ্গে॥ ১৪।

বল্লভ উজ্জল নিকষ সমান।
নিজ তনু পরিখ হেম দশবান ॥ ১৬।

গীতচিন্তামণি।

২। বিলুঠয়—লুণ্ঠিত হয়।

৩। *মনহি নহি আনে—অন্য (রমণী) মনে (করে) না (অপর রমণীর প্রতি তাহার অনুরাগ নাই)।*

৪। বিষদহ—বিষের দাহ, জ্বালা। বিষের জ্বালার সময় জলদানে কি হইবে?

১০। পহিরবি—পরিধান করিবি।

১৬। পরিখ—পরীক্ষা কর। দশবান—বান শব্দের অর্থ মূল্য, এখানে সুবর্ণের পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত। হেম দশবান, অর্থাৎ দশ আনা সোণা। এইরূপ বার বান প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫-১৬। বল্লভ (মাধব) উজ্জল নিকষ তুল্য, (তুমি) দশ আনা (মহামূল্য) সুবর্ণ (সদৃশ) নিজ তনু পরীক্ষা কর।

৯০

(দূতীর উক্তি)

আজ পেখল নন্দকিশোর।
কেলি বিলাস সবহু অব তেজল
অহ নিশি রহত বিভোর ॥ ২।
যবধরি চকিত বিলোকি বিপিন তটে
পলটি আওলি মুখ মোরি।
তবধরি মদনমোহন তরু কাননে
লুটই ধীরজ পুন ছোরি ॥ ৪।
পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনি দংশি পুনহি যদি দংশয়
তবহি সময় বিষ যাহ ॥ ৬।
অব শুভখন ধনি মনিময় ভূষণ
ভূষিত তনু অনুপাম।
অভিসরু বল্লভ হৃদয় বিরাজহ
জনি মনি কাঞ্চন দাম ॥ ৮।

গীতচিন্তামণি।

৩। যবধরি—যদবধি। মোরি—ফিরাইয়া।

৪। তবধরি—তদবধি। ছোরি—ছোড়ি, ছাড়িয়া।

৫। নাহ--নাথ।

৬। যাহ—যায়।

৭-৮। ধনি, এখন শুভক্ষণে মণিময় ভূষণে অনুপম তনু ভূষিত করিয়া অভিসার কর, সুবর্ণমালায় মণির ন্যায় বল্লভের হৃদয়ে বিরাজ কর।

৯১

(দূতীর উক্তি)

প্রথম সিরীফল গরবে গমওলহ
জোঁ গুন গাহক আবে।
গেল জউবন পুনু পলটি ন আবএ
কেবল রহ পচতাবে ॥ ২।
সুন্দরি বচনে করহ সমধানে।
তোহ সনি নারি দিবস দস অছলিহু
ঐসন উপজু মোহি ভানে ॥ ৪।
জউবন রূপ তাবে ধরি ছাজত
জাবে মদন অধিকারী।
দিন দস গেলে সেহও পড়াএত
সকল জগত পরচারী ॥ ৬।
বিদ্যাপতি ভন জুবতি লাখে লহ
পড়ল পয়োধর ভূলে।
দিনে দিনে অগে সখি ঐসনি হোয়বহ
ঘোসিনী ঘোরক মূলে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সিরীফল—শ্রীফল, পয়োধর, এস্থলে অর্থ যৌবন। গরবে—গর্ব্বে। গমওলহ—গোঁয়াইলে, কাটাইলে, খোয়াইলে। জোঁ—যখন। গাহক—গ্রাহক। আবে—আসে।

২। আবএ—আসে। রহ—রহে। পচতাব—পশ্চাত্তাপ।

১-২। যখন গুণগ্রাহক প্রথমে আসে সে সময় যৌবন বিফলে কাটাইলে (প্রেমের প্রতিদান না দিলে), গত যৌবন পুনরায় ফিরিয়া আসে না, কেবল পশ্চাত্তাপ থাকে।

৩। সমধানে—সমাধান, প্রণিধান।

৪। তোহ—তোর। সনি—সম। নারি—নারী। অছলিহু—ছিলাম। ঐসন—এমন। উপজু—উপজিতেছে। মোহি—আমার। ভানে—ভাব, অনুমান।

৩-৪। সুন্দরি, বচন প্রণিধান কর। তোর মত নারী আমিও দশ দিন ছিলাম, এইরূপ আমার অনুমান হইতেছে।

৫। তাবে ধরি—তাবৎ কাল। ছাজত—সাজে। জাবে—যাবৎ।

৬। সেহও—সেও। পড়াএত—পলায়ন করে। পরচারী—প্রচার হইয়াছে।

৫-৬। যৌবন রূপ তাবৎকাল সাজে যাবৎ মদন অধিকারী, দিন দশ গেলে সেও পলায়ন করে সমস্ত জগতে প্রচারিত রহিয়াছে (জগতে সকলেই জানে)।

৭। লহ—অনুমান হয়। তুলে—তুলাযন্ত্র।

৮। অগে—ওগো। হোয়বহ—হইবে। ঘোষিণী—গোপনারী, গোয়ালিনী। ঘোরক—ঘোলের।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, মনে হয় লক্ষ যুবতী পয়োধর (রূপ) তুলাযন্ত্রে পড়িল (তুলাযন্ত্র বিকৃত হইলে আর ওজন ঠিক হয় না, সেইরূপ যৌবন চিরদিন থাকে না); ওগো সখি, দিনে দিনে গোয়ালিনীর ঘোলের মত মূল্য হইবে (যৌবন অতীত হইলে ঘোলের ন্যায় স্বল্প মূল্য হইবে)।

৯২

(দূতীর উক্তি)

সে অতি নাগর তোঞে সব সার।
পসরও মল্লী পেম পসার ॥ ২।
জোবন নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মুল হোইহ জতে সরূপ ॥ ৪।
সাজনি রে হরি রস বনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার ॥ ৬।
বিধি বসে অধিক কর জনু মান।
সোরহ সহস গোপীপতি কান্হ ॥ ৮।
তোহ হুনি উচিত রহত নহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিছেদ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। পসরও—প্রসারিত কর, সাজাও। মল্লী—মল্লিকা (রাধাকে সম্বোধন করিয়া)। পসার—দোকান।

১-২। সে (মাধব) অত্যন্ত রসিক, তুমি সকলের সার, হে মল্লিকে, প্রেমের দোকান সাজাও।

৩। বেসাহব—বিক্রয় করিবে। ৪। সরূপ, যথার্থ।

৩-৪। যৌবন নগরে রূপ বিক্রয় করিবে, যাহা যথার্থ সেই মূল্য হইবে।

৫। বনিজার—বাণিজ্যকর, সদাগর।

৬। গমার—গোঁয়ার, মূর্খ।

৫-৬। সজনি, হরি রসের সদাগর, গোপ ভ্রমে (তাহাকে) মূর্খ বলিও না।

৭। মান—অভিমান। ৮। সোরহ—ষোড়শ।

৭-৮। বিধিবশে অধিক অভিমান করিও না, কানাই ষোড়শ সহস্র গোপীর পতি।

৯। হুনি—উনি, সে।

১০। মধথে—মধ্যস্থ। পরিছেদ—পরিচ্ছেদ, সমাপ্তি।

৯-১০। তোমাতে উহাতে ভেদ থাকা উচিত নয়, মধ্যস্থ মন্মথ সমাপ্তি করিবে (মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে)।

৯৩

(দূতীর উক্তি)

সে অতি নাগর গোকুল কাহ্নু।
নগরহু নাগরি তোহি সবে জান ॥ ২।
কত বেরি সাজনি কী কহব বুঝাএ।
কএলে ধন্ধে ধরম দুর জাএ ॥ ৪।
সুন্দরি রূপগুনহু সঞো সার।
আদি অন্ত নহি মহঘ পসার ॥ ৬।
সরূপ নিরূপি বুঝউলিসি তোহি।
জনু পরতারি পঠাবসি মোহি ॥ ৮।
বিত্থাপতি কহ বুঝ রসমন্ত।
সিরি সিবসিংহ লখিমা দেবি কন্ত ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। গোকুলে কানাই অত্যন্ত রসিক (নাগর শব্দের মূল অর্থ নগরবাসী; বিত্থাপতির পদেই আছে, নগরহু নাগর বোলিঅ সার); নগরের মধ্যে তুমি (যে প্রধান) নাগরী তাহা সকলে জানে।

৪। ধন্ধ—সংশয়, সংশয়যুক্ত কার্য্য।

৩-৪। সজনি, কতবার বুঝাইয়া বলিব (কার্য্য) করিলে ধর্ম্ম-সংশয় দূর হইবে (এরূপ প্রেম ধর্ম্মসঙ্গত অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সে সংশয় দূর হইয়া যাইবে)।

৬। পসার—দোকানে বিক্রয় করিবার সামগ্রী।

৫-৬। সুন্দরি, রূপগুণের সার (তুমি পাইয়াছ) মহার্ঘ বিক্রয়ের আদি অন্ত নাই (অত্যন্ত মহামূল্যে তোমার রূপগুণ বিক্রয় হইবে)।

৭। বুঝওলিসি—বুঝাইলাম।

৮। পরতারি—প্রতারণা করিয়া।

৭-৮। সত্য কথা নিরূপণ করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম, প্রতারণা করিয়া আমাকে পাঠাইও না (মাধবকে বঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা আশা দিয়া আমাকে তাহার কাছে পাঠাইও না)।

৯-১০। বিত্থাপতি কহে, রসজ্ঞ, লখিমা দেবীর কান্ত শ্রী শিবসিংহ বুঝেন।

৯৪

(দূতীর উক্তি)

মাসে পখে উগএ কলানিধি
লইএ সকল নিঅ সাজ।
তসু মুখ সম নহি দেখিঅ
তেঁ খিন মনে গুনি লাজ ॥ ২।
কওন পুরুষ ধনি
জাহি করবহ অনুরাগ।
কে অছ এহি মহীতল
জে অরজল হেন ভাগ ॥ ৪।
সামর চামর নিন্দয়
কোমল কেস কলাপ।
ভৌঁহ মনোহর কি কহব
কামে তেজল সর চাপ ॥ ৬।
পবন চলিত নব পল্লব
কুচ কোরক ডরে কাঁপ ॥ ৭।
ধকে ধাওল নহি পাওল
আসা লুবুধল লোভ।
এহনি রমনি নৃপ সিংঘ কহ
হরিহি নিকট পৈঁ সোভ ॥ ৯।

রাগতরঙ্গিণী।

দেশাসাবরী ছন্দ। ২১ হইতে ২৪ মাত্রা।

১। পখে—পক্ষে। উগএ—উদিত হয়।

২। তেঁ—সেই জন্য। খিন—ক্ষীণ।

১-২। মাসে পক্ষে চন্দ্র নিজের সকল সাজ লইয়া উদিত হয়। তাহার মুখ (তোমার মুখের) সমান দেখে না সেই জন্য মনে লজ্জা গণিয়া ক্ষীণ হয়।

৩। জাহি—যাহাকে।

৪। অছ—আছে। অরজল—অর্জ্জন করিয়াছে।

৩-৪। ধনি, বল কোন (এমন) পুরুষ যাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে? এই মহীতলে এমন কে আছে যে এমন ভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে?

৫। সামর—কৃষ্ণবর্ণ।

৫-৭। কৃষ্ণবর্ণ চামরকে কোমল কেশ কলাপ নিন্দিত করিতেছে। ভ্রুর মনোহারিত্ব কি কহিব, কাম শরধনু ত্যাগ করিয়াছে। পবনে আন্দোলিত নব পল্লব কুচকোরকের ভয়ে কাঁপিতেছে।

৮। ধকে ধাওল—বেগে ধাবিত হইল। লুবুধল—লুব্ধ।

৯। নৃপ সিংহ—সিংহ ভূপতি, শিবসিংহ।

৯-১০। লোভে লুব্ধ হইয়া আশা বেগে ধাবিত হইল কিন্তু পাইল না। নৃপ সিংহ কহিতেছে (নিজের নামের পরিবর্ত্তে বিদ্যাপতি রাজার নাম দিয়াছেন) এমন রমণী হরির নিকটেই শোভা পায়।

(দূতীর উক্তি)

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বানি।
প্রেম করবি যব সুপুরুখ জানি ॥ ২।
সুজনক প্রেম হেম সমতূল।
দহইতে কনক দিগুণ হোয় মূল ॥ ৪।
টুটইতে নহি টুট প্রেম অদভূত।
যৈসন বাঢ়ত মৃণালক সূত ॥ ৬।
সবহু মতঙ্গজে মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠে নহি কোইল বানি ॥ ৮।
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহ গুণবন্ত ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥ ১২।

২। যখন সুপুরুষ জানিবে (সুপুরুষ জানিয়া) প্রেম করিবে।

৩-৪। সুজনের প্রেম স্বর্ণতুল্য, দগ্ধ করিলে (পরীক্ষা করিলে) দ্বিগুণ মূল্য হয়।

৫-৬। প্রেম এমন অদ্ভুত (বিচিত্র) (যে) ভাঙ্গিলে ভাঙ্গে না, যেমন মৃণালের সূতা (টানিলে) বাড়ে।

৭। মতঙ্গজ—মাতঙ্গ। মোতি—মুক্তা। মানি—বিবেচনা হয়। সকল মাতঙ্গে গজমুক্তা (আছে এরূপ) বিবেচনা হয় না।

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।

চাণক্য।

৮। কোইল—কোকিল। সকল কণ্ঠে কোকিল বাণী (স্বর) নাই।

১০। গুণবন্ত—গুণবান। হে রমণি, সকল পুরুষ গুণবান নহে।

১২। প্রেমের রীতি এখন বিচার করিয়া বুঝ।

৯৬

(দূতীর উক্তি)

কত ন জাতকি কত ন কেতকি
কুসুম বন বিকাস।
তইঅও ভমর তোহি সুমর
ন লেঅ কতহু বাস ॥ ২।
মালতি বধও জাএত লাগি।
ভমর বাপুর বিরহে আকুল
তুঅ দরসন লাগি ॥ ৪।

জখনে জতএ বন উপবন
ততহি তোহি নিহার।
লিহি মহীতল তোহি পরেখয়
তোহর জীবন সার ॥ ৬।
সময় গেলে নেহ বঢ়ওবহ
কুসুম হোএত সাল।
ভমর জনু অচেতন বুঝহ
ছুইতে কর নিমাল ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

২। তইঅও—তথাপি। সুমর—স্মরণ করে।

১-২। কত জাতকী কেতকী কুসুম বনে বিকসিত হয়, তথাপি ভ্রমর তোকে স্মরণ করে, কোথাও বাস গ্রহণ করে না।

৪। বাপুর—বেচারা।

৩-৪। মালতি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), বধ লাগিয়া যাইবে (মাধবের বধ তোকে লাগিবে)। ভ্রমর বেচারা তোর দর্শনের জন্য বিরহে আকুল হইয়াছে। (এই বিরহ প্রথম অনুরাগজনিত ও মিলনের পূর্ব্বগামী। জয়দেবও এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন)।—

সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজ বিশিখ ভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥

গীতগোবিন্দ।

৫। জতএ—যেখানে। ৬। লিহি—চিত্রিত করিয়া। পরেখয়—পরীক্ষা করে, যথাযথ হইল কিনা পরীক্ষা করে।

৫-৬। যখন যেখানে বনে উপবনে সেইখানেই তোকে (ভ্রমে) দেখে, ধরণীতলে তোর চিত্র আঁকিয়া পরীক্ষা করে, তুই (তাহার) জীবনের সার।

৭। বঢ়ওবহ—বাড়াইবে। সাল—শেল।

৮। অচেতন—অচতুর। নিমাল—নির্ম্মাল্য।

৭-৮। সময় গেলে স্নেহ বাড়াইবে, কুসুম শেল হইবে। ভ্রমরকে অচতুর বুঝিও না, ছুঁইতেই নির্ম্মাল্য করে (মাধব রসিক, তাহার সহিত মিলন হইলে দেবপূজার ফুল পূজার পর যেমন নির্ম্মাল্য হয় সেইরূপ তুমিও ভুক্তরস হইবে)।

৯৭

(দূতীর উক্তি)

লাখে তরুঅর কোটিহি লতা
জুবতি কত ন লেখ।
সব ফুলমধু মধুর নহী
ফুলহু ফুল বিসেখ ॥ ২।
জে ফুল ভমর নিন্দহু সুমর
বাসি বিসরএ ন পার।
জাতি মধুকর উড়ি উড়ি পর
সে হে সঁসারক সার ॥ ৪।
সুন্দরি অবহু বচন সুন।
সবে পরীহরি তোহি ইছ হরি
আপু সরাহহি পুন ॥ ৬।
তোরিএ চিন্তা তোরিএ কথা
সেজহু তোরিএ চাএো।
সপনহু হরি পুনু পুনু কএ
লএ উঠ তোরিএ নাএো ॥ ৮।
আলিঙ্গন দএ পাছু নিহারএ
তোহি বিনু সুন কোর।
অকথ কথা আপু অবথা
নঅনে তেজএ নোর ॥ ১০।
রাহি রাহি জাহি মুহ সুনি
ততহি অপএ কান।
সিরি সিবসিংহ ই রস জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

যোগিয়াধনছী ছন্দ। ২২ হইতে ২৫ মাত্রা।

প্রত্যন্তর (ধ্রুবং অথবা ধয়া) ১৩ মাত্রা—সুন্দরি অবহু বচন সুন।

১। লেখ—সংখ্যা।

১-২। লক্ষ তরুবর কোটি লতা, যুবতীর কত (বহু) সংখ্যা। সকল ফলের মধু মধুর নয়। ফলের মধ্যেও ফল বিশেষ আছে।

৩। নিন্দহু—নিদ্রাতেও। সুমর—স্মরণ করে। বাসি—বাস, গন্ধ। বিসরএ—বিস্মৃত হইতে। ৪। সঁসারক—সংসারের।

৩-৪। যে ফল ভ্রমর নিদ্রাতেও স্মরণ করে, গন্ধ বিস্মৃত হইতে পারে না, যাহাতে (যে ফলে) মধুকর উড়িয়া উড়িয়া পড়ে সেই সংসারের সার।

৬। ইছ—ইচ্ছা করে। আপু—আপনি। সরাহহি —প্রশংসা করে।

৫-৬। সুন্দরি, এখন কথা শোন, সকল ত্যাগ করিয়া হরি তোকে অভিলাষ করে, স্বয়ং (তোর) প্রশংসা করে।

৭। সেজহু—শয্যাতেও। চাএ্রে—চায়।

৮। কএ—করিয়া। লএ—লইয়া। নাএ্রে—নাম।

৭-৮। (সর্ব্বদা) তোরই চিন্তা, তোরই কথা, শয্যাতেও তোকেই চায়, স্বপ্নেও হরি বার বার করিয়া তোর নাম লইয়া উঠে।

৯। দএ—দিয়া, দিবার জন্য।

৯-১০। (তোকে) আলিঙ্গন দিবার জন্য পশ্চাতে দেখে, তোর বিহনে ক্রোড় শূন্য (দেখে)। (তাহার) নিজের অবস্থা অকথ্য কথা, নয়নে অশ্রুমোচন করে।

১১। জাহি—যাহার। অপএ—অর্পণ করে, দেয়।

১১-১২। যাহার মুখে রাই রাই (এই নাম) শুনিতে পায় সেখানেই কান দেয়। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে শ্রীশিবসিংহ এই রস জানেন।

এই পদ তালপত্রের পুঁথি, রাগতরঙ্গিণী ও নেপালের পুঁথিতে আছে। নেপালের পুঁথিতে ভণিতা নাই, রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা নিম্নরূপ—

সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল
নিঅ মনে অবধারি।
জকর পেমে পরাধীন বালভ
সেহে কলাবতি নারি॥

সরস কবি বিদ্যাপতি নিজ মনে অবধারণ করিয়া গাহিল, যাহার প্রেমে বল্লভ পরাধীন (বশীভূত হয়) সেই কলাবতী নারী।

৯৮

(দূতীর উক্তি)

সরুপ কথা কামিনি সুনু।
পরেরি আগে কহহি জনু॥ ২।
তঞে অতি নিঠুরি ও অনুরাগী।
সগরি নীসি গমাবএ জাগী॥ ৪।
এ রে রাধে জানি ন জান।
তোরে বিরহে বিমুখ কাহ্নু॥ ৬।
তোরী এ চিন্তা তোরিএ নাম।
তোরি কহিনী কহএ সব ঠাম॥ ৮।
আওর কী কহব সিনেহ তোর।
সুমরি সুমরি নয়ন নোর॥ ১০।
নিতে সে আবএ নিতে সে জাএ।
হেরইতে হসইতে সে ন লজাএ॥ ১২।
ন পিন্ধ কুসুম ন বান্ধ কেস।
সবহি সুনাব তোর উপদেস॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১-২। কামিনি, সত্য কথা শুন, পরের আগে (সাক্ষাতে) যেন কহিও না।

৩। তঞে—তুই। নিঠুরি—নিষ্ঠুরা। সগরি—সমস্ত। গমাবএ—কাটায়, অতিবাহিত করে।

৩-৪। তুই অতি নিষ্ঠুর, সে অনুরাগী, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়।

৫-৬। হে রাধে, তুই জানিয়াও জানিস্ না, কানাই তোর বিরহে বিমুখ (ম্লানমুখ) হইয়াছে।

৭-৮। তোর চিন্তা, তোরই নাম, সকল স্থানেই তোর কথা কয়।

১০। সুমরি—স্মরণ করিয়া। নোর—অশ্রু।

৮-১০। তোর (প্রতি) স্নেহের (কথা) আর কি কহিব, স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া, (তাহার) চক্ষে অশ্রু বহিতেছে।

১১-১২। সে নিত্য আসে, সে নিত্য যায়, (আর কেহ) দেখিলে কিম্বা হাসিলে সে লজ্জা পায় না।

১৩। পিন্ধ—পরিধান করে। ১৪। সুনাব—শোনায়। উপদেস—সেই সম্বন্ধে কথা।

১৩-১৪। কুসুম ধারণ করে না, কেশ বাঁধে না (চূড়া সংযত করে না), সকলকেই তোর সম্বন্ধীয় কথা শোনায়।

৯৯

(দূতীর উক্তি)

হেরিতহি দীঠি চিহ্নসি হরি গোরী।
চান্দ কিরণ জইসে লুবুধি চকোরী ॥ ২।
হরি বড় চেতন তোরি বড়ি কলা।
তেসর ন জানএ দুই মন মেলা ॥ ৪।
মোঞে তঞো ভাব লাগি ভল দুজনা।
মনসিজ সর সন্ধান তরুনা ॥ ৬।
জীবন মাহ জউবন দিন চারী।
তথিহি সকল রস অনুভব নারী ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাএ অরজুন কমলা দেবি কন্ত ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। সুন্দরি, চক্ষে দেখিতেই হরিকে চিনিস্, যেমন লুব্ধ চকোরী চন্দ্রকিরণকে (চিনে)।

৩। চেতন—চতুর। তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি।

৩-৪। হরি বড় চতুর, তোর বড় কলা, তৃতীয় ব্যক্তি দুই মনের মিলন জানে না।

৫। মোঞে—আমি। তঞে—তেঁই, সেই কারণে। তরুনা—তরুণ, প্রবল।

৫-৬। আমি সেই কারণে (বিবেচনা করি) দুইজনে ভাল ভাব লাগিল, মনসিজের শর সন্ধান প্রবল।

৭-৮। জীবনের মধ্যে চার দিন (অল্পকাল) যৌবন, তাহাতে নারী সকল রস অনুভব করে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, রসজ্ঞ (ব্যক্তি) বুঝ। অর্জ্জুন রাজা কমলাদেবীর কান্ত।

অর্জ্জুন রাজা শিবসিংহের বংশীয়। রাজবংশীয় হইলেই রাজা বলিবার প্রথা এখনও আছে। অর্জ্জুন মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই।

১০০

(দূতীর উক্তি)

আজ পেখল ধনি তোহর বড়াই।
তুঅ সম রমনি ভুবনে অরু নাই ॥ ২।
কত কত রমনি কামুক সঙ্গ।
অনুখন করই তোহর পরসঙ্গ ॥ ৪।
হম কহল কিছু তোহর সম্বাদ।
চৌদিসে নাহেরি তোহার মুখ সাধ ॥ ৬।
তুঅ গুন কহই রমনি গণ আগে।
বুঝলম নিচয় তোহর অনুরাগে ॥ ৮।
ছল ছল নয়ন হরি ভেল আন।
ভাবে ভরল রহু তোহর ধেয়ান ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি এহি বিচার।
আবে উচিত ধনি হরি অভিসার ॥ ১২।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। বড়াই—গৌরব, মহত্ত্ব। ২। অরু—আর।

১-২। ধনি, আজ তোর গৌরব দেখিলাম, তোর সমান রমণী ভুবনে আর নাই।

৩-৪। কত কত রমণী কানাইয়ের সঙ্গে থাকে, (সে) অনুক্ষণ তোর প্রসঙ্গ করে।

৬। নাহেরি —নাথের।

৫-৬। আমি তোর সম্বাদ কিছু কহিলাম, চারি দিকে নাথের (মাধবের) তোর মুখ (দেখিবার) সাধ।

৭-৮। রমণীদিগের সাক্ষাতে তোর গুণের কথা বলে, বুঝিলাম নিশ্চয় তোর (প্রতি) অনুরাগ (হইয়াছে)।

৯-১০। নয়ন ছল ছল, হরি অন্যরূপ হইল, তোর ধ্যানে ভাবে ভরিয়া থাকে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে এই বিচার, এখন হরির অভিসার ধনীর উচিত।

১০১

(দূতীর উক্তি)

জদি অবকাস কইএ নহি তোহি।
কাঁ লাগি ততএ পঠওলএ মোহি॥ ২।
তোহরা হৃদয় বচন নহি থীর।
নলনী পাত জইসন বহ নীর॥ ৪।
আবে কি কহব সখি কহইতে অকাজ।
অথিরক মধথ ভেল সম কাজ॥ ৬।
আসা লাগি সহত কত সাঠ।
গরুঅ ন হো অমড়াকাঁ কাঠ॥ ৮।
তোঁহে নাগরি গুন রূপক গেহ।
অনুদিনে বুঝল কঠিন তুঅ নেহ॥ ১০।
তহ্নিকাঁ সতত তোহর পরথাব।
জনি নিরধন মন কতএ ন ধাব॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
মগলে কানট কে নহি পাব॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। কইএ—কাহিও (হিন্দী), কখনও। ২। কাঁ—কিসের। ততএ—সেখানে। পঠওলএ—পাঠাইলে।

১-২। তোর যদি কখনও অবকাশ নাই, কিসের লাগিয়া আমাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলি?

৩-৪। তোর হৃদয় ও কথা স্থির নয়, যেমন নলিনী পত্রে জল বহিয়া যায় (স্থির থাকে না)।

৫। আবে—এখন। অথিরক—অস্থির চিত্তের। মধথ মধ্যস্থ।

৫-৬। সখি, এখন কি কহিব, কহিলে অকাজ, অস্থিরচিত্তের মধ্যস্থের মত (উপযুক্ত) কাজ (ফল) হইল।

৭। আসা—আশা। সাঠ— কষাঘাত, শাস্তি।

৮। গরুঅ—ভারি।

৭-৮। আশার লাগিয়া (সে) কত শাস্তি সহিবে? আমড়া কাঠ ভারি হয় না (তোমার হৃদয় আমড়া কাঠের মত লঘু)।

৯-১০। তুই নাগরি, রূপ গুণের গৃহ (ধাম), দিন দিন বুঝিলাম তোর স্নেহ কঠিন।

১১। তাহ্নকাঁ—তাঁহার। পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ।

১১-১২। তাঁহার সতত তোর প্রস্তাব (সে সর্ব্বদা তোমার কথা বলে), যেন নির্ধনের মন (ধন ছাড়া) কোথাও ধাবিত হয় না।

১৪। মগলে—চাহিলে, প্রার্থনা করিলে। কানট—জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি এই রস গাহিয়া কহিতেছে, চাহিলে কে না জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পায়? (প্রার্থিতকে একেবারে বিমুখ করিতে নাই)।

১০২

(দূতীর উক্তি)

সুন্দর মন্দিরে থির ন থাকয়
বচনে ন দয় কান।

চীর চিকুর এক ন সম্বর
কত ন বুঝাওব আন ॥ ২।
রামা সবহু তোহর উদেশ।
বিরহে আউল কহ্নাই ফিরয়
দেশ বিদেশ ॥ ৪।
সপন কারন সয়ন বরই
তুঅ পরশন লাগি।
নয়ন মুদয় মদন ন দেই
হৃদয় উঠয় আগি ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১-২। সুন্দর গৃহে স্থির থাকে না, কথায় কান দেয় না। বস্ত্র, কেশ (দুয়ের) এক সম্বরণ করে না, আর কত বুঝাইব?

৩-৪। রামা, সকল তোর উদ্দেশে (কারণে), কানাই বিরহে আকুল হইয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

৫-৬। স্বপ্নের জন্য, (স্বপ্নে) তোকে স্পর্শ করিবার আশায় শয্যা বরণ করে (শয্যায় শয়ন করে), কিন্তু মদন চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেয় না, হৃদয়ে অগ্নি (জ্বলিয়া) উঠে।

১০৩

(দূতীর উক্তি)

তোহে কুল মতি রতি কুলমতি নারি।
বাঁকে দরসনে ভুলল মুরারি ॥ ২।
উচিতহু বোলইতে আবে অবধান।
সংসয় মেললহু তহ্নিক পরান ॥ ৪।
সুন্দরি কি কহব কহইতে লাজ।
ভোর ভেলা সে পরহু সঞো বাজ ॥ ৬।
থাবর জঙ্গম মনহি অনুমান।
সবহিক বিষয় তোহর হোঅ ভান ॥ ৮।
আওর কহি কি বুঝওবিসি তোহি।
জনি উধমতি উমতাবএ মোহি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। কুল মতি রতি—কুলে যাহার মতি ও অনুরাগ।

২। বাঁকে দরশনে—বক্র, কুটিল দৃষ্টি।

১-২। তুই কুলবতী নারী, কুলে তোর মতিরতি, (তোর) কুটিল দৃষ্টিতে মুরারি ভুলিল।

৪। মেললহু—নিক্ষিপ্ত হইল, পড়িল। তহ্নিক—তাঁহার।

৩-৪। উচিত কথা বলিতেছি, এখন মনোযোগ কর, তাঁহার প্রাণ সংশয়ে পড়িল।

৬। ভোর—বিহ্বল। পরহু—পর। সঞো—সহিত। বাজ—কথা কহিতে।

৫-৬। সুন্দরি, কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, সে পরের সহিতও কথা কহিতে বিহ্বল হইল।

৭-৮। স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান করিতে, সকল বিষয়েই তোর ভাব হয় (যাহা দেখে তাহার মনে হয় যেন তোকে দেখিতেছে)।

৯। আওর—আর। বুঝওবিসি—বুঝাইব। ১০। উধমতি—উন্মত্ত। উমতাবএ—উন্মত্ত করে।

৯-১০। আর কি কহিয়া তোকে বুঝাইব? যেন উন্মত্ত (মাধব) আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে।

১০৪

(দূতীর উক্তি)

আসাঞে মন্দির নিসি গমাবএ
সুখে ন সুত সঞান।
জখনে জতএ জাহি নিহারএ
তাহি তাহি তোহি ভান ॥ ২।
মালতি সফল জীবন তোর।
তোরে বিরহে ভুঅন ভমএ
ভেল মধুকর ভোর ॥ ৪।

জাতকি কেতকি কত ন অছএ
সবহি রস সমান।
সপনেহু নহি তাহি নিহারএ
মধু কি করত পান॥ ৬।
বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি
সবহি তোহি নিরূপ।
তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ
অইসন পেম সরূপ॥ ৮।
সাহর নবহ সউরভ ন সহ
গুজরি গীত ন গাব।
চেতন পাপু চিন্তাএে আকুল
হরখে সবে সোহাব॥ ১০।
জকর হৃদয় জতহি রতল
সে ধসি ততহি জাএ।
জইঅও জতনে বাঁধি নিরোধিঅ
নিমন নীর থিরাএ॥ ১২।
ই রস রাএ সিবসিংহ জানএ
কবি বিদ্যাপতি ভান।
রানি লখিমা দেবি বল্লভ
সকল গুন নিধান॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। আসাএে—আশাতে। গমাবএ—কাটায়। সুত—শয়ন করে। সএান—শয়ন, শয্যা। ২। জতএ—যেখানে। জাহি—যাহা। তাহি—তাহা।

১-২। গৃহে আশাতে নিশা যাপন করে, শয্যায় সুখে শয়ন করে না, যখন যেখানে যাহা দেখে, তাহাতেই তাহাতেই তোর প্রত্যক্ষ অনুমান হয়।

৩-৪। মালতি (রাধা), তোর জীবন সকল। তোর বিরহে ভুবন ভ্রমণ করিয়া মধুকর (মাধব) বিহ্বল হইল।

৫। অছএ—আছে।

৫-৬। জাতকী কেতকী (অপর রমণী) কত আছে, সকলের সমান রস। স্বপ্নেও তাহাদিগকে দেখে না, মধু কি পান করিবে?

৭-৮। বন, উপবন, কুঞ্জ, কুটীর সকল বস্তুতেই তোর নিরূপণ করে। তোর বিহনে বার বার মূর্চ্ছিত হয়, সত্য এইরূপ (তাহার) প্রেম।

৯। সাহর—সহকার। নবহ—নব। গুজরি—গুঞ্জরিয়া।

১০। চেতন—চতুর। পাপু—পাপ। হরখে—হর্ষে। সোহাব—শোভা পায়।

৯-১০। সহকারের নূতন (মুকুলের) সৌরভ সহ্য করিতে পারে না। গুঞ্জরিয়া গীত গান করে না, পাপ চিন্তায় (দুশ্চিন্তায়) চতুর ব্যক্তিও আকুল হয়, হর্ষের সময় সকল সামগ্রী শোভা পায় (ভাল লাগে)।

১১। জকর—যাহার। রতল—অনুরক্ত। ধসি—বেগে।

১২। জইঅও—যদ্যপি। নিরোধিয়—রোধ কর। নিমন—নিম্ন স্থানে। থিরাএ—স্থির হয়।

১১-১২। যাহার হৃদয় যেখানে অনুরক্ত সে বেগে ধাবমান হইয়া সেখানেই যায়। যদ্যপি যত্ন পূর্ব্বক বাঁধিয়া রোধ কর, (তথাপি) জল নিম্ন স্থানেই স্থির হয়।

১৩-১৪। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, রাণী লখিমা দেবীর বল্লভ সকল গুণনিধান রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

১০৫

(দূতীর উক্তি)

আনহু তোরহি নামে বজাব।
তোরি কহিনী দিন গমাব॥ ২।
সপনেহু তোর সঙ্গম পাএ।
কখনে কী নহি কী বিসুনাএ॥ ৪।
কি সখি পুছসি তাহেরি কথা।
তাহি তহ ভলি তোরি অবথা॥ ৬

জাহি জাহি তুঅ সঙ্গ মেরী।
চকিত লোচন চউদিস হেরী ॥ ৮।
উঠি আলিঙ্গএ অপনি ছাআ।
এতেহু পাপিনি তোহি ন দাআ ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। আনহু — অপরকেও। বঞাব—বলে, ডাকে। ২। কহিনী—কথা। গমাব—কাটায়।
১-২। অপরকেও তোরই নামে (ভ্রমবশতঃ) ডাকে, তোর কথাতেই দিনযাপন করে।
৪। বিসুনাএ—বিস্মৃত হয়।
৩-৪। স্বপ্নেও তোর সঙ্গ (মিলন) পায়, কখন কি না বিস্মৃত হয়!
৫। তাহেরি—তাহার। ৬। তাহি—তাহার। তহ—হইতে, অপেক্ষা। অবথা—অবস্থা।
৫-৬। সখি, তাহার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? তাহার অপেক্ষা তোর অবস্থা ভাল।
৭। জাহি—যেখানে। মেরী—মিলন, দেখা।
৭-৮। যেখানে যেখানে তোর সঙ্গে দেখা হইয়াছে (সেখানে সেখানে) চকিত নয়নে চারিদিকে চায়।
৯। ছাআ—ছায়া। ১০। দাআ—দয়া।
৯-১০। উঠিয়া আপনার ছায়া (তোর ভ্রমে) আলিঙ্গন করে, পাপিনি, ইহাতেও তোর দয়া হয় না?

১০৬

(দূতীর উক্তি)

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২।
সুপুরুখ প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চাঁদ কলা সম বাঢ় ॥ ৪।
তুহুঁ সে নাগরি কানু রসকন্দ।
বড় পুণে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥ ৬।
তুহুঁ যদি কহসি করিয় অনুসঙ্গ।
চোরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ ॥ ৮।
সুপুরুখ ঐসন নহি জগ মাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ইথে নহি লাজ।
রূপগুণবতিক ইহ বড় কাজ ॥ ১২।

১। চাহি—চাহিয়া (চেয়ে), অপেক্ষা।
২। তখন যৌবন (সার্থক) যখন সুপুরুষের সঙ্গ (হয়)।
৩-৪। সুপুরুষের প্রেম কখনও ছাড়ে (ত্যাগ করে) না, দিনে দিনে চন্দ্রকলাসম বাড়ে।
৫। রসকন্দ— রসের মূল।
৬। রসবন্ত—রসবান, রসিক। বড় পুণ্যে রসিক ও রসবতীর মিলন হয়।
৭। অনুসঙ্গ— প্রসঙ্গ, এক কার্য্য করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে অপর কার্য্যের সিদ্ধি। তুই যদি বলিস্ (তাহা হইলে আমি) প্রসঙ্গ করি (তাহার কাছে কথা পাড়ি)।
৮। গুপ্তপ্রেমে লক্ষগুণ (অধিক) প্রেম হয়।
৯-১০। জগতের মধ্যে এমন সুপুরুষ নাই, এইজন্য (অতে) ব্রজসমাজ তাহাতে অনুরক্ত।
১১-১২। বিদ্যাপতি কহে ইহাতে (গুপ্তপ্রেমে) লজ্জা নাই, রূপগুণবতীর ইহা প্রধান কাজ।

রাধার দূতী।

১০৭

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব পুন ফল তোর।
তোহর মুরলি রবে রাহি বিভোর ॥ ২।
তাহি পুন শুনল নাম তোহার।
সে সব ভাব হম কহহি ন পার ॥ ৪।

অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপি অগেয়ান।
মুরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান ॥ ৬।
বুঝই ন পারিয় কৈসন রীত।
কীএ ভেল কিছু নহ পরতীত ॥ ৮।
আবএ সে অব কাল পয় আজ।
বিদ্যাপতি কহ অবইতে কাজ ॥ ১০।

বটতলার পুস্তক।

৮। কি হইল কিছুই বিশ্বাস হয় না।
৯-১০। সে আজ কি কাল আসিবে, বিদ্যাপতি কহে আসিলেই কাজ (সিদ্ধ হইবে)।

১০৮

(দূতীর উক্তি)

তুহু মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগুধিনি রমনি তুয় লাগি রোয় ॥ ২।
নিশি দিশি জাগি জপয় তুয় নাম।
থর থর কাঁপি পড়য় সোই ঠাম ॥ ৪।
যামিনি আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয় তব রোয় ॥ ৬।
সখিগণ যত পরবোধয় তায়।
তাপিনি তাপে ততহি নহি ভায় ॥ ৮।
কহ কবিশেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহি রজনি বহি যায় ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ।

২। মুগুধিনি—মুগ্ধা।
৫-৬। অর্দ্ধ রাত্রি যখন অতীত হইয়া যায় তখন বিগলিত লজ্জা (লজ্জাশূন্য) হইয়া রোদন করিয়া উঠে।
৮। তাপিনীর সন্তাপে তাহা ভাল লাগে না (সে কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করে না)।
৯-১০। কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কহে তাহার (সান্ত্বনার) উপায় রচনা (উদ্ভাবন) করিতে রজনী অতীত হইয়া যায়।

১০৯

(দূতীর উক্তি)

এ হরি এ হরি কর অবধান।
দরশ দান দয় রাখ পরান ॥ ২।
খনে খন বর তনু ঝামর ভেল।
সরস বিলাস হাস সব দুর গেল ॥ ৪।
চরকি চরকি বহ লোচন নোর।
অধর সুখায়ল নহি নিকসই বোল ॥ ৬।
দুরে গেল বসন দুর গেল লাজ।
তোহর সিনেহ ভেল এতেক অকাজ ॥ ৮।
উঠই ধরনি ধরি তেজই নিশাস।
জিবন অছয় পুন তুয় প্রতি আস ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

৩। ক্ষণে ক্ষণে সুন্দর দেহ মলিন হইল।
৬। নিকসই—বাহির হয়।
৮। তোমার স্নেহে এত অকাজ হইল।
১০। তোমার আশাতেই জীবন আছে।

১১০

(দূতীর উক্তি)

মাধব কি কহব সে বিপরীতে।
তনু ভেল জর জর ভাবিনি অন্তর
চিত রহল তসু ভীতে ॥ ২ ॥
নিরস কমল মুখ করে অবলম্বই
সখি মাঝে বৈসলি গোই।
নয়নক নীর থির নহি বান্ধই
পঙ্ক কএল মহি রোই ॥ ৪।

মরমক বোল বয়নে নহি বোলত
তনু ভেল কুহু শশি খীনা।
অবনি উপর ধনি উঠএ ন পারই
ধয়লি ভুজা ধরি দীনা ॥ ৬।
তপত কনয়া জনি কাজর ভেল তনু
অতি ভেল বিরহ হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাসত
কাহ্নু চলহ তসু পাসে ॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

১-২। মাধব, সেই বিপরীত কথা কি কহিব? ভাবিনীর মন (অন্তর) ও দেহ জর জর হইল (কিন্তু) তাহার চিত্ত ভীত রহিল।

৩-৪। নীরস কমল মুখ করে অবলম্বন করিয়া সখীর মাঝে গোপন করিয়া (মুখ লুকাইয়া) বসিল, চক্ষের জল স্থির হয় না, রোদন করিয়া ধরণীতে পঙ্ক করিল।

৫। কুহু—অমাবস্যা।

৫-৬। মর্ম্ম কথা মুখে বলে না, দেহ অমাবস্যার চন্দ্রের তুল্য ক্ষীণ হইল। ধরণীর উপরে ধনী উঠিতে পারে না, (সখীরা) দীনার বাহু ধরিয়া তোলে।

৭-৮। তপ্ত কনক তুল্য তনু কজ্জলের ন্যায় হইল, অত্যন্ত বিরহের হুতাশ হইল। কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষ করে, কানাই তাহার নিকটে চল।

১১১

(দূতীর উক্তি)

লোটই ধরনি ধরনী ধরি সোই।
খনে খন শাস খনে খন রোই ॥ ২।
খনে খন মুরছই কণ্ঠ পরান।
ইথি পর কী গতি দৈবে সে জান ॥ ৪।
এ হরি পেখলো সে বর নারি।
ন জীবই বিনু কর পরস তোহারি ॥ ৬।
কেহো কেহো জপয় বেদ দিঠি জানি।
কেহো নবগ্রহ পুছ জোতিঅ আনি ॥ ৮।
কেহো কেহো ধরি ধাতু বিচারি।
বিরহ বিখিন কোই লখই ন পারি ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। সোই—শয়ন করে।

১-২। ধরণীতে লুটায়, ধরণী ধরিয়া শয়ন করে। ক্ষণে শ্বাস ত্যাগ করে, ক্ষণে রোদন করে।

৩-৪। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়, প্রাণ কণ্ঠাগত, ইহার পর কি গতি হইবে তাহা দৈব জানে।

৫-৬। হে হরি, সেই শ্রেষ্ঠ নারীকে দেখিলাম, তোমার করস্পর্শ ব্যতীত বাঁচিবে না।

৭। বেদ—মন্ত্র। দিঠি—কুদৃষ্টি, নজর।

৮। জোতিঅ—জ্যোতিষী।

৭-৮। কেহ কেহ নজর লাগিয়াছে জানিয়া মন্ত্র জপিতেছে, কেহ জ্যোতিষীকে আনিয়া নবগ্রহ জিজ্ঞাসা করিতেছে (গ্রহ শান্তি করাইবার জন্য)।

১০। ধাতু—নাড়ী।

৯-১০। কেহ কেহ নাড়ী ধরিয়া বিচার করে, বিরহ খিন্ন কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না।

১১২

(দূতীর উক্তি)

নয়নক নীর চরনতল গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল ॥ ২।
অধর অরুণ নিমিষি নহি হোত্র।
কিসলয় সিসিরে ছাড়ি হলু ধোএ ॥ ৪।
সসি মুখি নোরে ওল নহি হোএ।
তুঅ অনুরাগে শিথিল সব কোএ ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

২। থলহুক কমল—স্থলপদ্ম। অম্ভোরুহ—জলপদ্ম।

১-২। নয়নের জল (বহিয়া) চরণতলে গেল। স্থলপদ্ম জলপদ্ম ভইল (প্রথমে চরণ স্থলপদ্ম তুল্য ছিল, এখন নয়ন জলে সিক্ত হইয়া জলপদ্ম তুল্য হইয়াছে)। পাদাম্ভোরুহধারি—জয়দেব।

৩। নিমিখি—নিমেষের তরে।

৪। ছাড়ি হলু—ছাড়িয়াছে। ধোয়—ধুইয়া।

৩-৪। অধর নিমেষের তরে অরুণ (বর্ণ) হয় না (সর্ব্বদাই পাংশুবর্ণ রহিয়াছে); (যেন) কিশলয়কে শিশির (তুষার) ধুইয়া ছাড়িয়াছে (নীরস ও ম্লান করিয়াছে)।

৫। নোরে—অশ্রু। ওল—ওর।

৬। সব কোএ—সকলে, সকলই।

৫-৬। শশীমুখীর অশ্রুর সীমা হয় না (অজস্র অশ্রু বহিতেছে), তোমার অনুরাগে সমস্তই শিথিল হইয়াছে।

১১৩

(দূতীর উক্তি)

অবিরল নয়ন গরএ জল ধার।
নব জল বিন্দু সহএ কে পার ॥ ২ ।
কি কহব সাজনি তাহেরি কহিনী।
কহহি ন পারিঅ দেখলি জহিনী ॥ ৪ ।
কুচ যুগ উপর আনন হেরু।
চান্দ রাহু ডরে চড়ল সুমেরু ॥ ৬ ।
অনিল অনল বম মলয়জ বীখ।
জেও ছল শীতল সেও ভেল তীখ ॥ ৮ ।
চান্দ সতাবএ সবিতাহু জীনি।
নহি জীবন একমত ভেল তীনি ॥ ১০ ।
কিছু উপচার মান নহি আন।
তাহি বেআধি ভেষজ পঞ্চবান ॥ ১২ ।
তুঅ দরসন বিনু তিলাও ন জীব।
জইঅও কলামতি পীউখ পীব ॥ ১৪ ।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

দ্রাবিনী আসাবরী ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা।

১। গরএ—গলিতেছে, বহিতেছে।

২। সহএ—সহিতে।

১-২। নয়নে অবিরল জলধারা বহিতেছে, নব জলবিন্দু কে সহিতে পারে?

৩। তাহেরি—তাহার।

৪। কহহি—কহিতে। জহিনী—যেমন।

৩-৪। সখীর কাহিনী (কথা) কি কহিব, যেরূপ দেখিলাম কহিতে পারি না।

৫। হেরু—দেখি।

৫-৬। কুচ যুগলের উপর মুখ দেখিলাম (দেখাইতেছে যেন) চন্দ্র রাহুর ভয়ে সুমেরু আরোহণ করিল।

৭। বীখ—বিষ।

৮। ছল—ছিল। তীখ—তীক্ষ্ণ, তীব্র।

৭-৮। পবন অগ্নি নিঃসারণ করিতেছে, চন্দন বিষ, যাহাও শীতল ছিল তাহাও তীব্র হইল।

৯। সতাবএ—সন্তাপিত করে। জীনি—জিনিয়া, অধিক।

১০। তীনি—তিন।

৯-১০। চন্দ্র সূর্য্যের অধিক সন্তাপিত করে, তিন (অনিল, চন্দন ও চন্দ্র) একমত হইলে জীবন থাকে না।

১১। উপচার—উপশম। আন—অন্য।

১২। তাহি—সেই। ভেষজ—চিকিৎসক।

১১-১২। অন্য কিছুতে উপশম মানে না, মদন তাহার ব্যাধির চিকিৎসক।

১৩। তুঅ—তোর। তিলাও—তিলমাত্র। জীব—বাঁচে, জীবন ধারণ করে।

১৪। জৈঅও—যদিও। কলামতি—কলাবতী। পীউখ—পীযূষ। পীব—পান করে।

১৩-১৪। কলাবতী যদিও পীযূষ পান করে (তথাপি) তোর দরশন বিনা তিল মাত্র বাচিবে না।

১১৪

(সখীতে সখীতে কথা)

রাহিক নবিন প্রেম সুনি দুতি মুখে
মনহি উলসিত কান।
মনোরথ কতহি হৃদয়ে পরিপূরল
আনন্দে হরল গেয়ান ॥ ২।
সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা।
কত কত জনমক পুন ফলে মিলব
সেহে গুনমতি রাধা ॥ ৪।
এত কহি মাধব তোরিত গমন করু
পথ বিপথ নহি মান।
সুন্দরি মন কর দূতি বদন হেরি
মনমথে জর জর প্রান ॥ ৬।
ঐসন কুঞ্জে মিলল নব নাগর
সখিগন সঞে জঁহা রাই।
দুহু দুহু বদন হেরি দুহু আকুল
বিদ্যাপতি কবি গাই ॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি মাধবের উক্তি।

৬। দূতীর মুখ দেখিয়া সুন্দরীকে (রাধাকে) স্মরণ করিয়া মন্মথের (পীড়নে) প্রাণ জর জর হইল।

৮। গাই—গান করে।

সম্ভাষণ।

১১৫

(মাধবের উক্তি)

সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
অকাস পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ ॥ ২।
বিধি নিরমলি রামা দোসরি লাছি সমা
ভল তুলাএল নিরমান ॥ ৩।
কুচ মণ্ডল সিরি হেরি কনক গিরি
লাজে দিগন্তর গেল।
কেও অইসন কহ সেও ন জুগুতি সহ
অচল সচল কইসে ভেল ॥ ৫।
মাঝ খীন তনু ভরে ভাঁগি জাএ জনু
বিধি অনুসএ ভেল সাজি।
নীল পটোর আনি অতি সে সুদৃঢ় জানি
জতনে সিরিজু রোমরাজি ॥ ৭।
ভন কবি বিদ্যাপতি কামে রমনি রতি
কউতুক বুঝ রসমন্ত।
সিরি সিবসিংহ রাউ পুরুব সুকৃতে পাউ
লখিমা দেবি রানি কন্ত ॥ ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সহজ—স্বাভাবিক। ২। অস—অছ, হইয়াছে।

১-২। স্বভাবতঃ প্রসন্ন মুখ, দর্শনে হৃদয়ে সুখ হয়, লোচনে লোল তরঙ্গ। আকাশ পাতালে বাস করে, চন্দ্র ও পদ্মের (মুখের ও চক্ষের) সঙ্গ কেমন করিয়া হইল?

৩। নিরমলি—নির্ম্মাণ করিল। দোসরি—দ্বিতীয়। লাছি—লক্ষ্মী। তুলাএল—তুলনা করিল। বিধি দ্বিতীয় লক্ষ্মীর সমান রামাকে নির্ম্মাণ করিল, নির্ম্মাণে উত্তম তুলনা করিল (উভয়কে তুল্য গঠিল)।

৪। সিরি—শ্রী। ৫। অইসন—এমন। সেও—তাহাও। জুগুতি—যুক্তি।

৪-৫। কেহ কহে কুচমণ্ডল শ্রী দেখিয়া কনক গিরি লজ্জায় দিগন্তরে গেল, তাহাও যুক্তি সহে না (যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হয় না), অচল কেমন করিয়া সচল হইল?

৬। ভাঁগি—ভাঙ্গিয়া। অমুসয়—অমুশয়। সাজি—সাজাইয়া, নির্ম্মাণ করিয়া। ৭। পটোর—পট্ট সূত্র, রেশম। সিরিজু—সৃজন করিল।

৬-৭। কটি ক্ষীণ, দেহ ভরে ভাঙ্গিয়া না যায়, সৃজন করিয়া বিধাতার (এই) অমুতাপ হইল। নীল রেশমের সূতা আনিয়া অতিশয় সুদৃঢ় জানিয়া, যত্ন পূর্ব্বক রোমরাজি সৃজন করিল।

৮। রতি—অনুরাগ। রসমন্ত—রসজ্ঞ। ৯। রাউ—রায়, রাজা। পাউ—পাইল।

৮-৯। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, রমণীতে কামের অনুরাগ, রসজ্ঞ কৌতুক বুঝে। রাণী লখিমা দেবী পূর্ব্ব সুকৃত ফলে রাজ শ্রী শিবসিংহকে কান্ত পাইলেন।

এই পদ মাধবের অনুরাগ ব্যঞ্জক। তালপত্রে কিছু নষ্ট হইয়া যাওয়াতে প্রথমে সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় নাই, পরে পাওয়া গিয়াছে।

১১৬

(মাধবের উক্তি)

জকর নয়ন জতহি লাগল
ততহি সিথিল গেলা।
তকর রূপ সরূপ নিরূপএ
কাহু দেখি নহি ভেলা ॥ ২।
কমলবদনি রাহী জগত তকর
পুন সরাহিয় সুন্দরি মীনতি জাহীরে ॥৩।
পীন পয়োধর চীবুক চুম্বএ
কীএ পটতর দেলা।
বদন চান্দ তরাসে লুকাএল
পলটি হের চকোরা ॥ ৫।

নেপালের পুঁথি।

১। জকর—যাহার। জতহি—যেখানেই। সিথিল—নিশ্চেষ্ট।

১-২। যাহার নয়ন যেখানে লাগিল সেখানেই নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। তাহার রূপ নিরূপণ করে (এমন) কাহাকেও দেখা হইল না। (তোমার যে অঙ্গে আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে সেখানেই চক্ষু নিবিষ্ট হইয়াছে, সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে পাই নাই)।

৩। সরাহিয়—প্রশংসা করি। মীনতি—বিনতি, বিনয়। জাহী—যাহাতে, যাহার।

৩। হে কমলমুখি, সুন্দরী রাধে, জগতে আবার তাহার প্রশংসা করি যাহার বিনয় আছে।

৪। পটতর—পত্রতর, উপমা।

৪-৫। পীন পয়োধর চিবুক চুম্বন করিতেছে, কি উপমা দিবে? মুখচন্দ্র ত্রাসে লুকাইল, ফিরিয়া চকোরকে দেখ।

(মাধবের উক্তি)

রামা অধিক চঙ্গিম ভেল।
কতনে জতনে কত অদবুদ
বিহি বিহি তোহি দেল ॥ ২।
সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু
সামর চিকুর ভার।
জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল
পাছু কএ অন্ধকার ॥ ৪।
চঞ্চল লোচন বাঙ্কে নিহারএ
অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবনে পেলল
অলি ভরে উলটাএ ॥ ৬।
উনত উরজ চিরে ঝপাবএ
পুনু পুনু দরসাএ।
জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ
হিমগিরি ন লুকাএ ॥ ৮।

এহনি সুন্দরি গুনক আগরি
পুনেঁ পুনমত পাব।
ই রস বিন্দক রূপনরাঅন
কবি বিদ্যাপতি গাব ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

যোগিয়া ধনছী ছন্দ। ২২ হইতে ২৫ মাত্রা।
প্রত্যন্তর ১৩ মাত্রা।

১। চঙ্গিম -শোভা। ২। অদবুদ- অদ্ভুত। বিহি—বিধি, বিধান। বিহি বিধাতা। তোহি—তোকে।

২। কত যত্নে কত অদ্ভুত বিধান বিধাতা তোকে দিল।

৩। সামর—শ্যামল, কৃষ্ণ। ৪। সসি—শশী। সঙ্গহি—সঙ্গেই, একত্রে।

৪। যেন রবি (সিন্দুর) শশী (মুখ) অন্ধকারকে (কেশ) পশ্চাতে করিয়া একত্রে উদয় হইল।

৫। বাঙ্কে—বক্র ভাবে। ৬। পেলল—আন্দোলিত।

৫-৬। চঞ্চল লোচনে বক্র ভাবে দৃষ্টি করিতেছে, অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোলিত ইন্দীবর অলিভরে উল্টাইয়া যাইতেছে।

৭। উনত—উন্নত। চিরে—চীরে, বস্ত্রে। ঝপাবএ—ঢাকে। দরসাএ—দর্শন করাইয়া, দেখাইয়া।

৮। জইঅও—যদ্যপি। গোঅএ—গোপয়, গোপন করিতে। চাহএ—চাহে। হিমগিরি—হিমাচল।

৭-৮। উন্নত উরজ পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া বস্ত্র দ্বারা আবরণ করে; যদ্যপি যত্নে গোপন করিতে চায়, হিমাচল লুকায় না।

৯। এহনি—এ হেন, এমন। গুনক—গুণের। আগরি—অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠ। পুনেঁ—পুণ্যেন, পুণ্য দ্বারা। পুনমত—পুণ্যবান। পাব—পায়। ১০। ই—এই। বিন্দক—জ্ঞাতা। গাব—গায়।

৯-১০। এমন সুন্দরী গুণাগ্রগণ্যা পুণ্যবান পুণ্যবশতঃ পায়। কবি বিদ্যাপতি গাহে, রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) এই রসজ্ঞাতা।

পদকল্পতরুতে এই পদ কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

১১৮

(মাধবের উক্তি)

কবরী ভয়ে চামরি গিরি কন্দর
মুখ ভয় চাঁদ অকাসে।
হরিন নয়ন ভয় সর ভয় কোকিল
গতি ভয় গজ বনবাসে ॥ ২।
সুন্দরি কিএ মোহি সম্ভাসি ন যাসি।
তুয় ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহি ডরাসি ॥ ৪।
কুচ ভয় কমল কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশ হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥ ৬।
ভুজ ভয় পঙ্কে মৃণাল মুকাএল
কর ভয় কিশলয় কাঁপে।
কবিশেখর ভন কত কত ঐসন
কহব মদন পরতাপে ॥ ৮।

হরিপদ ছন্দ।

৩। কিএ—কেন। মোহি—আমাকে। সম্ভাসি—সম্ভাষণ করিয়া, কথা কহিয়া। যাসি—যাও।

৪। তুয়—তোর। ডরাসি—ভয় পাও। তোমার ভয়ে ইহারা সকলে দূরে পলাইল, তুমি আবার কাহাকে ভয় কর (যে আমাকে সম্ভাষণ করিয়াও যাও না)

৫। মুদি—বন্ধ হইয়া। রহু—রহে। ঘট পরবেশ হুতাশে—ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে।

৬। শম্ভু গরল গ্রাস করে। কুচ ভয়ে ভীত—কমলকোরক, ঘট, দাড়িম্ব, শ্রীফল ও শম্ভু।

৮। কবিশেখর কহে, এমন কত কত মদনের প্রতাপ কহিব?

গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দের ভণিতায় কবিশেখর আছে, অপর সংগ্রহে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতি লিখিত হইয়াছে।

অরণ্যং শারঙ্গৈর্গিরিকুহরগর্ভাশ্চহরিভিঃ
দিশোদিঙ্মাতঙ্গৈঃ শিতমপি পয়ঃ পঙ্কজবনৈঃ।
প্রিয়া চক্ষুর্মধ্যস্তনবদন সৌন্দর্য্য বিজিতৈঃ
সতাং মানে ম্লানে মরণমথবা দূরশরণম্‌॥

মহানাটক।

১১৯

(মাধবের উক্তি)

জনি হুতবহে হবি আনি মেরাওল
তা সম ভেল বিকার।
দুঅও নয়ন তোর বিসম মদন শর
শালয় হৃদয় হমার ॥ ২।
হরি হরি কাঁ লাগি সুমুখি বিহুসি হসি
হেরহ জীবন পরল সন্দেহ ॥ ৩।
পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥ ৫।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা কন্ত উদার ॥ ৭।

রাগতরঙ্গিণী।

শুদ্ধকেদার ছন্দ। ২৫ হইতে ৩১ মাত্রা।

১। হুতবহ—জ্বলিতাগ্নি। হবি—ঘৃত। মেরাওল—মিলাইল। বিকার—যাতনা।

২। দুঅও—দুই। শালয়—শেল বিদ্ধ করে।

১-২। যেন প্রজ্বলিত হুতাশনে হবি আনিয়া মিলাইল (তাহাতে ঘৃত নিক্ষেপ করিল) সেইরূপ (আমার) যাতনা হইল (হইতেছে)। তোমার দুই নয়ন, মদনের বিষম শর, আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে!

৩। বিহুসি হসি—স্মিত হাসিয়া। হরি হরি! (হে) সুন্দরি, কিসের লাগিয়া স্মিত হাস্য করিয়া (আমাকে) দেখিতেছ, (আমার) জীবনে সন্দেহ পড়িল (প্রাণসংশয় হইল)।

৫। সুরসরি—সুরসরিৎ।

৪-৫। অপরূপ সুন্দর পীন পয়োধরের উপর মুক্তাহার, যেন কনকাচলের উপর নির্ম্মলসলিল দুইটী সুরসরিৎ ধারা বহিতেছে।

৬। পরকার—প্রকার, উপায়।

৬-৭। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নাগরশ্রেষ্ঠ, সকল উপায় হইতে পারে (প্রয়াস করিলে কামনা সিদ্ধ হইতে পারে)। উদার রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর কান্ত।

১২০

(মাধবের উক্তি)

সুন্দরি গরুঅ তোর বিবেক।
বিনু পরীচয়ে পেমক আঁকুর
পল্লব মেল অনেক ॥ ২।
কখনে হোএত সুফল দিবস
বদন দেখব তোর।
বহুল দিবস ভুখল ভমর
পিউত চাঁদ চকোর ॥ ৪।
ভন বিদ্যাপতি সুন রমাপতি
সকল গুননিধান।
চিরে জিবে জিবও রাএ দামোদর
দসা সএ অবধান ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

দেশমালব ছন্দ।

১। গরুঅ—গুরু, উত্তম।

২। মেল—বিকাশ।

১-২। সুন্দরি, তোর উত্তম বিবেচনা (তুমি বুদ্ধিমতী)। বিনা পরিচয়ে প্রেমের অঙ্কুর অনেক পল্লব বিকাশ করিতেছে (তোমাতে আমাতে পরিচয় হয় নাই তথাপি প্রেম বাড়িতেছে)।

৩-৪। কবে দিবস সুফল হইবে, তোর বদন দেখিব। ভ্রমর অনেক দিবস ক্ষুধিত রহিয়াছে, চকোর চন্দ্র (চন্দ্রের সুধা) পান করিবে।

৫। রমাপতি—ইনি বোধ হয় কোন অমাত্য অথবা মন্ত্রী ছিলেন। আরও কোন কোন পদে ইহার নাম পাওয়া গিয়াছে।

৬। চিরে জিবে—চিরজীবী। রাএ দামোদর—ইনি বোধ হয় মিথিলার করদ কোন সামান্য রাজা ছিলেন। দসা সএ অবধান—দশ শত অবধান, যে বহু বিষয়ে একত্রে অবধান করিতে পারে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। একটি পদে বিদ্যাপতিও দশাবধান অভিহিত হইয়াছেন।

১২১

(মাধবের উক্তি)

ভৌঁহ লতা বড় দেখিঅ কঠোর।
অঞ্জনে আঁজি হাসি গুন জোর ॥ ২।
সায়ক তীর কটাখ অতি চোখ।
ব্যাধ মদন বধই বড় দোখ ॥ ৪।
সুন্দরি সুনহ বচন মন লাএ।
মদন হাথ মোহি লেহ ছড়াএ ॥ ৬।
সহএ কে পার কাম পরহার।
কত অভিভব হো কী পরকার ॥ ৮।
এহি জগ তিনিহু বিমল জস লেহ।
কুচ যুগ শম্ভু শরণ মোহি দেহ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। দেখিঅ—দেখিতেছি। ২। আঁজি—আঁজিয়া, রঞ্জিত করিয়া। জোর—জুড়িয়াছে।

১-২। ভ্রূলতা বড় কঠোর দেখিতেছি, অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া হাসিয়া গুণ জুড়িয়াছে।

৩। চোখ—তীক্ষ্ণ। ৪। দোখ—দোষ।

৩-৪। ধনুতে অতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তীর (সন্ধান করিয়া) ব্যাধ মদন (আমাকে) বধ করিতেছে (ইহা) বড় দোষ।

৫। লাএ—লাগাইয়া, দিয়া। ৬। ছড়াএ—ছাড়াইয়া।

৫-৬। সুন্দরি, মন দিয়া কথা শুন, মদনের হাত হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লও।

৭। সহএ—সহিতে। । পরহার—প্রহার।

৮। অভিভব—পরাভব। পরকার—উপায়, প্রকার।

৭-৮। কামের প্রহার কে সহিতে পারে? কত পরাভব হয় কি উপায় (পরাভব রক্ষা করিবার উপায় কি)?

৯। তিনিহু—তিনই। জস—যশ।

৯-১০। এই তিন জগতেই বিমল যশ লও, কুচযুগ শম্ভুর শরণ আমাকে দাও।

১২২

(রাধার উক্তি)

তোরএ মোএঁ গেলহু ফুল।
মোতী মানিকে তুল ॥ ২।
সাজনি সাজি অছোরসি মোরি।
গরুবি গরুবি আরতি তোরি।
দিঠি দেখইতে দিবস চোরি ॥ ৫।
এত কহ্নাই পর ধন লোভ।
জে নহি লুবুধ সেহে পএ সোভ ॥ ৭।
নিকুঞ্জকের সমাজ।
ইথী নহী মুখ লাজ ॥ ৯।

চাকি রহে ন অপজস রাসি।
সে করএ কাহ্নু জেন লজাসি।
জখনে নাগর নগর জাসি ॥ ১২।
পীন পয়োধর ভার।
মদন রাএ ভঁড়ার ॥ ১৪।
রতনে জড়িলো তাহেরি মাথ।
মলিন হোএত ন দেহে হাথ ॥ ১৬।
ভন কবি কণ্ঠহার।
বস এতএ কে পার ॥ ১৮।
সিরি সিবসিংহ জানে তন্তু।
রতন সন লখীমা কন্তু।
সকল কলা রস জে গুনমন্তু ॥ ২১।

রাগতরঙ্গিণী।

অনূপা ছন্দ।

১। তোরএ— ভাঙ্গিতে, তুলিতে।

১-২। (সখীকে রাধা কহিতেছেন) আমি মুক্তা-মাণিক্য তুল্য ফুল তুলিতে গেলাম।

৩। সাজনি—সজনি। অছোরসি—কাড়িয়া লয়।

৪। গরুবি—গুরু। তোরি—তোড়ি, ভাঙ্গে।

৫। দিঠি দেখইতে—চক্ষে দেখিতে, চক্ষের উপর।

৩-৫। সজনি, আমার (ফুলের) সাজি কাড়িয়া লইল, (নয়নে) গুরুতর আরতি (অনুরাগের কাতরতা প্রদর্শন করিয়া) ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দিনের বেলা চক্ষের সম্মুখে চুরী!

৬-৯। (মাধবকে রাধা যাহা বলিয়াছিলেন সখীকে তাহাই শুনাইতেছেন) কানাই, পরের ধনে এত লোভ? যে লুব্ধ হয় না তাহার পক্ষেই শোভা পায় (পরের ধনে যে লোভ করে না তাহার ব্যবহার দেখিতে ভাল)। নিকুঞ্জের নিকটে (এমন কর্ম্ম করিতে) তোমার মুখে লজ্জা হয় না?

১১। জেন—যাহাতে।

১০-১২। (সখীর প্রতি রাধা) অপযশ রাশি ঢাকা থাকে না, যখন নাগরের নগরে যাই (তখনই) কানাই যেরূপ (আচরণ) করে তাহাতে লজ্জা পাই।

১৩-১৬। (মাধবের প্রতি রাধা) পীন পয়োধর ভার মদন রাজার ভাণ্ডার, তাহার শীর্ষ (অগ্রভাগ) রত্নে জড়িত (হারে মণ্ডিত), হাত দিও না, মলিন হইয়া যাইবে।

১৭-১৮। কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, এখানে কে বাস করিতে পারে?

১৯। তন্তু—তত্ত্ব।

১৯-২১। রত্ন তুল্য লখিমার কান্ত, সকল কলা-রস গুণজ্ঞ শ্রীশিবসিংহ তত্ত্ব জানেন।

১২৩

(রাধার উক্তি)

কুঞ্জ ভবন সঞো নিকসলি রে
রোকল গিরিধারী।
একহি নগর বস মাধব হে
জনু কর বটবারী ॥ ২।
ছাড়ু কহ্নইয়া মোর আঁচর রে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগত ভরি হে
জনু করিঅ উঘারী ॥ ৪।
সঙ্গক সখি অগুআইলি হে
হম একসরি নারী।
দামিনী আএ তুলাএল হে
এক রাতি অঁধারী ॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল রে
সুনু গুনমতি নারী।
হরিক সঙ্গ কিছু ডর নহি হে
তোঁহ পরম গমারী ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। নিকসলি—বাহির হইল। রোকল—আটকাইল। ২। বস—বাস কর। বটবারি—বাটমারি, রাহাজানি।

১-২। কুঞ্জভবন হইতে (রাধা) বাহির হইলেন, গিরিধারী পথরোধ করিল। (রাধা কহিলেন), মাধব, একই নগরে বাস কর, রাহাজানি করিও না।

৩। ফাটত—ছিঁড়িয়া যাইবে। সারী—সাড়ী।

৪। উঘারী—বিবস্ত্রা।

৩-৪। কানাই, আমার আঁচল ছাড়, নূতন সাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে। বিবস্ত্রা করিও না, জগত ভরিয়া অপযশ হইবে।

৫। সঙ্গক—সঙ্গের। অগুআইলি—এগাইয়া গেল। একসরি—একেশ্বরী, একাকিনী ৬। আএ—আসিয়া। তুলাএল—ব্যাপ্ত হইল, ছাইয়া ফেলিল (তূলয়তে—পূরয়তি সর্ব্বং ব্যাপকত্বাৎ)।

৫-৬। সঙ্গের সখী এগাইয়া গেল, আমি একাকিনী নারী; একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে) বিদ্যুৎ আসিয়া (আকাশে) ব্যাপ্ত হইল।

৭-৮। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিল, শুন গুণবতি নারি, হরির সঙ্গে কিছু ভয় নাই, তুমি অত্যন্ত মূঢ়া।

১২৪

(রাধার উক্তি)

কর ধয় করু মোহে পারে।
দেব মেঁ অপরুব হারে কহ্নৈয়া ॥ ২।
সখি সভ তেজি চলি গেলী।
ন জানু কোন পথ ভেলী কহ্নৈয়া ॥ ৪।
হম ন জায়ব তুঅ পাসে।
জাএব ঔঘট ঘাটে কহ্নৈয়া ॥ ৬।
বিদ্যাপতি এহো ভানে।
গুঞ্জরি ভজু ভগবানে কহ্নৈয়া ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। ধয়—ধরিয়া। ২। মেঁ—ময়, আমি। অপরুব—অপরূপ। কহ্নৈয়া—কানাই।

১-২। কানাই, (আমার) হাত ধরিয়া আমাকে পার কর (পার করিয়া দাও)। আমি (তোমাকে) অপরূপ (উত্তম) হার দিব।

৩। সভ—সব। তেজি—ত্যাগ করিয়া।

৪। জানু—জানি। ভেলী—হইল। পথ ভেলী—পথে গমন করিল।

৩-৪। সখী সকলে (আমাকে) ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কোন পথে গেল জানি না।

৫। তুঅ—তোমার।

৬। ঔঘটঘাটে—আঘাটায় (যে পথে লোক চলে না)।

৫-৬। আমি তোমার নিকটে যাইব না, আঘাটার পথে যাইব।

৭। এহো—এই। ভানে—ভণে।

৮। গুঞ্জরি—গুঞ্জরিয়া। ভজু—ভজনা কর।

৭-৮। বিদ্যাপতি এই কহিতেছে, গুঞ্জরিয়া ভগবানকে ভজনা কর (তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন; অর্থান্তরে, মাধবের প্রতি অনুরক্ত হও)।

এই পদের বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ। রাধা কোন সঙ্কীর্ণ স্রোত বা অল্পসলিল পল্বলের সম্মুখে উপনীত হইয়াছেন, সঙ্গে সখী কেহ নাই। মাধবকে দেখিয়া কহিলেন, আমি নারী, সখীরা আমাকে ছাড়িয়া কোন্ পথে গিয়াছে জানি না, এই জল উত্তীর্ণ হইতে আমার ভয় হইতেছে, তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে পার করিয়া দাও, পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে অপূর্ব্ব হার দিব। তাঁহাকে পার করিয়া দিয়া মাধব তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিলেন না, তখন রাধা রাগিয়া কহিলেন, আমি তোমার নিকটে বা তোমার সঙ্গে যাইব না, যে পথে লোক চলে না সেই পথে আঘাটার পাশ দিয়া যাইব। কবি কহিতেছেন, সুন্দরি, গুঞ্জরিয়া ভগবানকে ভজনা কর। (সঙ্কেতার্থ) রাধা যখন

মাধবকে হস্ত ধারণ করিতে কহিলেন তখনি তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন, কারণ পরপুরুষের পক্ষে পর-স্ত্রীর হস্ত ধারণ নিষিদ্ধ। আবার যখন রাধা নিজের কণ্ঠহার মাধবকে দিতে অঙ্গীকার করিলেন তখন তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন। সখীরা অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে সঙ্কেতও হইল। তাহার পর রাধা সঙ্কেতে কহিলেন, এখানে লোকের যাতায়াত আছে, এখানে আমাকে ডাকিও না, কিম্বা আমার নিকটে আসিও না, যে পথে লোক চলে না আমি সেই আঘাটার পথে যাইতেছি, তুমি সেই স্থানে আসিও। কবি কহিতেছেন, সুন্দরি মনে দ্বিধা করিও না, মধুকরীর ন্যায় গুঞ্জরিয়া আনন্দে ভগ-বানের (মাধবকে) ভজনা কর। মাধব তোমাকে পাইবেন, তোমারও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে।

সকল পদেরই এইরূপ প্রত্যক্ষ ও গূঢ় দুই প্রকার অর্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থ এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ এই একটি পদের অর্থ দ্বৈত প্রদর্শিত হইল।

১১৫

(রাধার উক্তি)

তুঅ গুন গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব ॥ ২।
হঠ ন করিঅ কহ্নু কর মোহি পার।
সব তহ বড় থিক পর উপকার ॥ ৪।
আইলি সখি সবে সাথে হমার।
সে সবে ভেলি নির্কাহ বিধি পার ॥ ৬।
হমরা ভেলি কাহ্নু তোহরেও আস।
জে অঁগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস ॥ ৮।
ভল মন্দ জানি করিঅ পরিনাম।
জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম ॥ ১০।
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক ॥ ১২।
তোহেঁ পর নাগর হমে পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন ই রস সকল
সে পাবে ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

২। সেহে লএ—সেই লাগিয়া, সেই কারণে। নাব—নৌকা।

১-২। তোমার গুণ গৌরব (ও) স্বভাবের শীলতা (আছে) সেই কারণে তোমার নৌকায় চড়িলাম।

৩। কহ্নু—কানাই। ৪। থিক—হয়।

৩-৪। কানাই, হঠ (জিদ) করিও না, আমাকে পার কর, পরোপকার সকলের অপেক্ষা বড়।

৬। নির্কাহি—উত্তম।

৫-৬। আমার সঙ্গে সখী সকল আসিল, তাহারা উত্তম রূপে পার হইল।

৮। অঁগিরিয়—অঙ্গীকার। তা—তাহাতে।

৭-৮। কানাই, আমার তোমারি আশা, যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা (পালনে) উদাসীন হইও না।

৯-১০। পরিণাম ভাল কি মন্দ জানিয়া (কার্য্য) করিও, যশ ও অপযশ দুই (এই) স্থানে (এই জগতে) রহিয়া যায়।

১২। আইতি—আয়ত্ত।

১১-১২। আমি অবলা, অধিক (আর) কত কহিব, (তোমার) আয়ত্তে পড়িয়াছি, বিবেচনা করিয়া বুঝিও।

১৩-১৪। তুমি পরপুরুষ আমি পরস্ত্রী, তোমার প্রকৃতি বিচার করিয়া (আমার) হৃদয় কাঁপিতেছে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস সমস্তই প্রাপ্ত হন।

রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি তোঁহে গুনমান।

হাথি মহতেঁ নব কে নহি জান।

বিদ্যাপতি কহিতেছে, তুমি গুণবান, হস্তী মাহুতের নিকট নম্র (বশীভূত) হয় কে না জানে ?

১২৬

(রাধার উক্তি)

নাব ডোলাব অহীরে
জিবইতে ন পাওব তীরে
খর নীরে লো।
খেব ন লেঅএ মোলে
হসি হসি কী দহু বোলে
জিব ডোলে লো ॥ ২।
ককে বিকে ঐলিহু আপে
বেঢ়লিহু মোহি বড়ে সাপে
মোরে পাপে লো।
করিতহুঁ পর উপহাসে
পরিলিহুঁ তহ্নি বিধি ফাঁসে
নহি আসে লো ॥ ৪।
ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহু দেব মুরারী
নহি গারী লো।
কবি বিদ্যাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংহ রস জানে
নর কাহ্নে লো ॥ ৬।

রাগতরঙ্গিণী।

সুন্দর সুহব ছন্দ।

১। নাব—নৌকা। ডোলাব—দোলায়, দোলাইতেছে। অহীরে—গয়লা, গোপ। জিবইতে—জীবিত থাকিতে। লো—হে, রে ইত্যাদির ন্যায় সম্বোধন সূচক শব্দ, মিথিলার উত্তরে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে ব্যবহার করে।

২। খেব—খেয়া। লেঅএ—লয়। মোলে—মূল্য। কী দহু—কি। জিব—জীবন, প্রাণ। ডোলে—দোলে, কাঁপে।

১-২। গোপ (মাধব) নৌকা দোলাইতেছে, জল খরস্রোত, জীবিত থাকিতে তীর প্রাপ্ত হইব না (মাধব কৌতুক করিয়া নৌকা দোলাইতেছেন, রাধার আশঙ্কা হইতেছে ডুবিয়া যাইবেন)। খেয়া মুল্য (পারাণী পয়সা) লয় না, হাসিয়া হাসিয়া কি বলে, প্রাণ কাঁপিতেছে।

৩। ককে—কেন। বিকে—বিক্রয় করিতে। ঐলিহু—আসিলাম। আপে—আপনি। বেঢ়লিহু—বেষ্টন করিল। মোহি—আমাকে। বড়ে—বড়।

৪। পরিলিহুঁ—পড়িলাম।

৩-৪। কেন নিজে (দুগ্ধ) বিক্রয় করিতে আসিলাম, আমার পাপে আমাকে বড় সর্প বেষ্টন করিল। পরকে উপহাস করিতাম (অপর কেহ এই অবস্থায় পতিত হইলে তাহাকে উপহাস করিতাম), সেই বিধির ফাঁসে পড়িলাম, (এখন আর) আশা নাই।

৫। গোআরী—গোয়ালী, গোপকন্যা। গারী—গালি।

৫-৬। (কবির উক্তি) অবুঝ গোপকন্যে, বুঝিস্ না, দেব মুরারিকে ভজিয়া থাক্ (ভজনা কর), গালি নয় (তাঁহাকে ভজনা করা নিন্দার কথা নয়)। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, নরকৃষ্ণ (নররূপী কৃষ্ণ) নৃপ শিবসিংহ রস জানেন।

১২৭

(রাধার উক্তি)

কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।
গিরি কইসে মুকাএত নব সসি রেখ ॥ ২।
আরতি অধিক ন করিয়ে লোভ।
সবে রাখএ পহিলহি মুখসোভ ॥ ৪।

ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।
তুহু কুল অপজস পহিল পসার ॥ ৬।
খর কএ খেব লেহে নিঅ দান।
রসিক পএ রাখ গোপীজন মান ॥ ৮।
তোহেঁ জদুকুল হমে কুলিন গোআলি।
অনুচিত বাট ন কর বনমালি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি।
বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি ॥ ১২।
রাজা রূপনরায়ন জান।
রাএ সিবসিংহ সুখমা দেই রমান ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। লাগত—লাগিবে। দেখ—দেখিবে। ২। কইসে—কেমন করিয়া। লুকায়ত—লুকাইবে।

১-২। কুচে নখ লাগিবে সখী জন দেখিবে, পর্ব্বত কেমন করিয়া নব শশীরেখা গোপন করিবে?

৪। মুখ সোভ—মুখের শোভা, অর্থাৎ লোক-লজ্জা।

৩-৪। অধিক অনুরাগে লোভ করিতে নাই, সকলেই প্রথমে মুখের শোভা রাখে (যাহাতে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা না হয়)।

৫। হৃদয়ক—বক্ষের। ৬। পহিল পসার—প্রথম দোকান। এই পসার শব্দ হইতে হিন্দী পসারী শব্দ হইয়াছে, অর্থ বেনে।

৫-৬। হরি, বক্ষের হার হরণ করিও না, হরণ করিও না, দোকানের প্রথম (সামগ্রী) তুই কুলে অপযশ হইবে (নবীন যৌবনে প্রথমেই অপযশ সঞ্চয় করিতে হইবে)।

৭। খর—খারা, সমুচিত। খেব—খেয়া, পারাণী। দান—শুল্ক, মাসুল। ৮। পয়—অব্যয় শব্দ।

৭-৮। সমুচিত করিয়া (হিসাব মত) নিজের খেয়া মাসুল লও, রসিক গোপী জনের মান রক্ষা কর।

৯। তোহেঁ—তুমি, তুই। কুলিন—উচ্চ কুল। গোআলি—গোয়ালিনী, গোপী। ১০। বাট—পথ।

৯-১০। তুমি (তোমার) যদুকুল, আমি উচ্চ কুলের গোপী, হে বনমালি, অনুচিত পথ (অন্যায় ব্যবহার) করিও না।

১১। গোআরি—গোপী।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে গোপি, বড় পুণ্যে মুরারির আদর সম্ভব।

১৩-১৪। সুষমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ জানেন।

সুষমা নামে শিবসিংহের আর এক পত্নী ছিলেন।

সখী-শিক্ষা।

রাধার শিক্ষা।

১২৮

(দূতীর উক্তি)

শুনু শুনু বিনোদিনি রাই।
তোহে পুনু কহওঁ বুঝাই ॥ ২।
কানুক ভাব জোঁ হোই।
হিয় মাহ রাখব গোই ॥ ৪।
কেহো জনু লখইতে পার।
বেকত করবি কুলচার ॥ ৬।
কানু উয়ব হিয় মাহ।
আন ছলে বিসরবি তাহ ॥ ৮।
গুরু দুরুজন তুয় পাপ।
দেখলে দেঅব বহু তাপ ॥ ১০।
থীর করবি সদা চীত।
যৈসন সে কুলবতি রীত ॥ ১২।
পুনু জনু ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১৪।

অভিরামাসাবরী ছন্দ। ১০ অথবা ১১ মাত্রা।

৪। গোই—গোপন করিয়া।

৫-৬। কুলাচার ব্যক্ত করিবি, যাহাতে কেহ (তোর মনের ভাব) বুঝিতে না পারে।

৭-৮। কানাই হৃদয়ের মধ্যে উদয় হইলে অন্য ছলে তাহাকে ভুলিবি।

১২৯

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি সুন্দরি কুটিল কটাখ।
জিব জোখে নাগর দে দস লাখ॥ ২।
কেও দে হাস সুধা সম নীক।
জইসন পরহোঁক তইসন বীক॥ ৪।
সুনু সুন্দরি হে নব মদন পসার।
জনু গোপহ আওব বনিজার॥ ৬।
রোস দরসি রস রাখব গোএ।
ধয়লে রতনে অধিক মুল হোএ॥ ৮।
ভলহি ন হৃদয় বুঝাওব নাহ।
আরতি গাহক মহগ বেসাহ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানি।
সুহিত বচন রাখব হিয় আনি॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

২। জিব—জীবন, প্রাণ। জোখে—ওজন করিয়া।

১-২। সুন্দরি, প্রথম কুটিল কটাক্ষে (তাহার মূল্য স্বরূপ) নাগর দশ লক্ষ প্রাণ ওজন করিয়া দেয়।

৩। নীক—ভাল, সুন্দর।

৪। পরহোঁক—প্রথম বিক্রয়, বউনি; নেপালের পুঁথিতে এই শব্দ পঢ়ক্রোক এই আকারে আছে। বীক—বিক্রয়।

৩-৪। কোন (সুন্দরী) সুধা সম সুন্দর হাস্য দেয়, যেমন বউনি সেইরূপ বিক্রয় (বউনি ভাল হইলে বিক্রয় ভাল হইবে)।

৫। পসার—দোকান।

৬। গোপহ—গোপন করিও। বনিজার—বাণিজ্যকর, সদাগর।

৫-৬। শুন সুন্দরি, মদনের নূতন দোকান, সদাগর আসিলে গোপন করিও না।

৭। গোএ— গোপন করিয়া।

৮। ধয়লে—রাখিল।

৭-৮। রাগ দেখাইয়া রস গোপন করিয়া রাখিবে, রাখিলে রত্নের অধিক মূল্য হয়। (অর্থাৎ, একেবারে অনুরাগ গোপন করিবে না অথচ সুলভ হইবে না)।

৯। ভলহি—ভাল করিয়া। নাহ—নাথ।

১০। আরতি—অনুরক্ত, আগ্রহযুক্ত। মহগ—মহার্ঘ। বেসাহ—বিক্রয়।

৯-১০। নাগকে ভাল করিয়া হৃদয় বুঝাইবে না, গাহক আগ্রহপূর্ণ হইলে (রত্ন) মহা মূল্যে বিক্রয় হয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন চতুরে, সুহৃদের বচন হৃদয়ে আনিয়া রাখিবে।

১৩০

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি অলক তিলক লেব সাজি।
চঞ্চল লোচন কাজরে আঁজি॥ ২।
জাএব বসনে আঙ্গ লেব গোএ।
দুরহি রহব তেঁ অরথিত হোএ॥ ৪।
মোরে বোলে সজনী রহব লজাএ।
কুটিল নয়নে দেব মদন জগাএ॥ ৬।
ঝাঁপব কুচ দরসাওব কন্ত।
দৃঢ় কএ বাঁধব নিবিহুক অন্ত॥ ৮।

মান কইএ কিছু দরসব ভাব।
রস রাখব তেঁ পুনু পুনু আব॥ ১০।
হমে কি সিখউবি হে অওর সে রঙ্গ।
অপনহি গুরু ভএ কহত অনঙ্গ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
নাগরি কামিনি ভাব বুঝাব॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

পঞ্চস্বরাধনচী ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

২। আঁজি—অঞ্জন করিয়া।

১-২। প্রথমে অলকা তিলক সাজাইয়া লইবে, চঞ্চল লোচনে কজ্জলের অঞ্জন দিবে।

৩। গোএ—গোপন করিয়া।

৪। অরথিত—প্রার্থিত।

৩-৪। বসনে অঙ্গ গোপন করিয়া লইয়া যাইবে, দূরে রহিবে তাহা হইলে প্রার্থিত হইবে (দূরে থাকিলে তাহার অনুরাগ বাড়িবে, সে মিলনপ্রার্থী হইবে)।

৫। বোলে—কথায়। লজাএ—লজ্জায় মৌন হইয়া।

৫-৬। সজনি আমার কথায় (আমি এই শিক্ষা দিতেছি) লজ্জায় মৌন হইয়া রাংবে, কুটিল নয়নে (কটাক্ষে) (তাহার হৃদয়ে) মদন জাগাইয়া দিবে।

৭। দরসাওব দেখাইবে। কন্ত—কান্ত।

৮। নিবিহুক—নীবিবন্ধনের অন্ত—আগা।

৭-৮। কুচ ঢাকিবে (ঢাকিবার ছলে) কান্তকে দেখাইবে, নীবিবন্ধের প্রান্ত দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে।

নেপালের পুঁথির পাঠ—

ঝাপব কুচ দরসাওব আধ।
খনে খনে সুদৃঢ় করব নিবি বাধ॥

১০। আব—আসিবে।

৯-১০। মান করিয়া কিছু ভাব দেখাইবে, রস রাখিবে তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ আসিবে।

১১। অওর—আর।

১১-১২। আমি আর রঙ্গ কি শিখাইব, অনঙ্গ আপনি গুরু হইয়া কহিবে (শিখাইবে)।

১৩। গাব—গায়।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে, এই রস গায় (গান করি), নাগরী (চতুরা) কামিনীর ভাব বুঝায়।

বঙ্গদেশের পাঠ প্রায় এইরূপ, পদের আরম্ভে আর দুইটি চরণ আছে—

শুন শুন মুগুধিনি মঝু উপদেস।
হম শিখাওব চরিত বিশেস॥

ভণিতা নিম্নরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুনবন্ত সেহে ফল পাব।

১৩১

(দূতীর উক্তি)

অপনহি নাগরি অপনহি দূত।
সে অভিসার ন জান বহূত॥ ২।
কী ফল তেসর কান জনাএ।
আনব নাগর নয়নে বঝাএ॥ ৪।
এ সখি রাখহিসি অপনুক লাজ।
পরক দুআরে করহ জনু কাজ॥ ৬।
পরক দুআরে করিঅ জএো কাজ।
অনুদিন অনুখনে পাইঅ লাজ॥ ৮।
দুহু দিস এক সঞো হোইক বিরোধ।
তকরা বজইতে কতএ নিরোধ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

চৌপই অথবা পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১। দূত—দূতী। ২। বহূত—অনেক (লোক)।

১-২। নিজে নাগরী, নিজে দূতী, সে অভিসার অনেকে জানিতে পারে না।

৩। তেসর—তৃতীয় ব্যক্তি। ৪। বঝায়—পাশ বদ্ধ করিয়া।

৩-৪। তৃতীয় কানে (অপর ব্যক্তিকে) জানাইয়া কি ফল? নাগরকে নয়ন পাশে বদ্ধ করিয়া আনিবে।

৫। রাখহিসি—রাখ, রক্ষা কর। অপমুক—আপনার। ৬। তুআরে—দ্বারা।

৫-৬। হে সখি, আপনার লজ্জা রক্ষা কর, পরের দ্বারা কাজ করিও না।

৭-৮। পরের দ্বারা যদি কাজ কর, অনুদিন অনুক্ষণ লজ্জা পাইবে।

১০। তকরা—তাহার। বজইত—বলিতে।

৯-১০। বিরোধে এক হইতে দুই দিক হইলে (দূতী ও নাগরীতে বিবাদ হইলে এক মত আর থাকিবে না) তাহার (সেই গোপনীয় কথা) বলিতে নিষেধ কোথায়? (অর্থাৎ দূতীর সহিত বিবাদ হইলে সে কথা প্রকাশ করিয়া দিবে)।

১৩২

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন এ সখি বচন বিশেস।
আজু হম দেব তোহে উপদেস ॥ ২।
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥ ৪।
পরশইতে দুহু করে বারবি পানি।
মৌন রহবি পহু করইতে বানি ॥ ৬।
যব হম সোপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু ভএ শিখাওব পাঠ ॥ ১০।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

২। তোহে—তোকে।

৩। প্রথমে শয্যার সীমায় (বিছানার ধারে) বসিবে।

৪। মোড়বি—ফিরাইবি। গীম—গ্রীবা। পিয়া—প্রিয়। প্রিয় (মাধব) মুখ দেখিতে (যখন তোর মুখ দেখিবে তখন) গ্রীবা ফিরাইবি (মুখ ফিরাইবি)।

৫-৬। স্পর্শ করিতে (যখন মাধব তোকে স্পর্শ করিবে) দুই হাতে হস্ত নিবারণ করিবি, প্রভু কথা কহিলে মৌন রহিবি।

৭। সোপব—সমর্পণ করিব। আপি—অর্পণ করিয়া।

৮। সাধসে—সভয়ে। মোহে—আমাকে।

৭-৮। যখন আমি (তোর) হাত (তাহার) হস্তে দিয়া সমর্পণ করিব (তখন) সভয়ে কাঁপিয়া উল্টিয়া আমাকে ধরিবি।

১০। ভএ—হইয়া।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, এই রস ঠাট (সমূহ) কাম গুরু হইয়া পাঠ শিখাইবে।

এই পাঠ পদকল্পতরুর। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে প্রভেদ আছে-

হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ।
পহিরণ অম্বরে ঝাঁপিবি কেশ ॥
পহিলহি যায়বি শয়নক ওর।
আধ নেহারবি বঙ্কিম থোর ॥
যবে পিয়া করে ধরি লেউ নিজ পাশ।
মৌনে রহিবি ধনি গদ গদ ভাষ ॥
পিয়া পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
নহি নহি বোলবি নয়ন বিভঙ্গ ॥
ভনই বিদ্যাপতি কি কহব হাম।
আপে গুরু হোই শিখায়ব কাম ॥

"নহি নহি বোলবি নয়ন বিভঙ্গ" এই চরণের স্থানে "রভস সময়ে পুন দেওবি ভঙ্গ" পাঠও দেখা যায়।

গীতচিন্তামণিতে ভণিতার পূর্ব্বে দুইটী চরণ অন্ত-রূপ।—

বহুবিধ চাটু করয়ে যদি নাহ।
বিহসি বুঝাওবি রস নিরবাহ ॥

প্রথম দুই চরণেও একটু প্রভেদ আছে—

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেস।
হম শিখায়ব বচন বিশেষ॥

পদকল্পলতিকায় ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই, কবিশেখর আছে। যেখানে যেখানে কবিশেখর আছে সেই সেই পদে প্রাচীন অথবা আধুনিক সংগ্রহ-কারগণ পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতি করিয়া দিয়াছেন। কবিশেখর যে বিদ্যাপতির উপাধি এ কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে।

১৩৩

(দূতীর উক্তি)

তোহর সাজনি পহিল পসার।
হমরে বচনে করিঅ বেবহার॥ ২।
অমিঅক সাগর অধরক পাস।
পওলে নাগর করব গরাস॥ ৪।
লহু লহু কহিনী কহব বুঝাএ।
পিউত কুগয়াঁ গোমুখ লাএ॥ ৬।
পহিল পঢ়ওোক ভলাকে হাথ।
তে উপহাস নহি গোপী সাথ॥ ৮।
মন্দা কাজ মন্দে কর রোস।
ভল পওলেহি অলপহি কর তোস॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। পসার—দোকান। বেবহার—ব্যবহার, দোকানের সওদা।

১-২। সজনি, তোর প্রথম (নুতন) দোকান, আমার কথায় (শিক্ষা মত) সওদা করিবি।

৩। পাশ—পাশে। ৪। পওলে—পাইলে।

৩-৪। অধরের নিকটে অমৃতসাগর, পাইলে নাগর গ্রাস করিবে।

৫। লহু—লঘু, মৃদু। কহিনী—কথা।

৬। পিউত—পান করে। কুগয়াঁ—কুগ্রামবাসী, অল্পবুদ্ধি গ্রাম্য ব্যক্তি। গোমুখ—গোরুর মত মুখ। লাএ—লাগাইয়া, দিয়া।

৫-৬। মৃদু মৃদু কথায় বুঝাইয়া বলিবি, অল্পবুদ্ধি গ্রাম্য ব্যক্তি গরুর মত মুখ দিয়া পান করে (অর্থাৎ কৌশলে অধরামৃত পান করিতে নিষেধ করিবি)।

৭। পঢ়ওোক—প্রথম বিক্রয়, বউনি।

৭-৮। ভাল লোকের হাতে বউনি হইলে গোপী-দিগের সঙ্গে (মধ্যে) উপহাস হইবে না।

১০। তোস—তুষ্ট।

৯-১০। মন্দ কাজে মন্দ লোক রাগ করে, ভাল লোক অল্প পাইলেই তুষ্ট হয়।

১৩৪

(রাধার উক্তি)

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হম নহি যাএব সে পিয়া ঠাম॥ ২॥
বচন চাতুরি হম কিছু নহি জান।
ইঙ্গিত ন বুঝিয় ন জানিয় মান॥ ৪।
সহচরি মিলি বনায়ত বেশ।
বাঁধএ ন জানিয় অপন কেশ॥ ৬।
কভু নহি শুনিয় সুরতক বাত।
কৈসনে মিলব মাধব সাথ॥ ৮।
সে বরনাগর রসিক সুজান।
হম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ কি বোলব তোয়।
আজুক মীলন সমুচিত হোয়॥ ১২।

১। পরিহর—পরিত্যাগ কর। তোহে—তোকে। পরণাম—প্রণাম।

২। ঠাম—ঠাঁই, নিকট।

১-২। হে সখি, তোকে প্রণাম (তোর পায়ে পড়ি) আমাকে ছাড়িয়া দে; আমি সে প্রিয়তমের (মাধবের) নিকট যাইব না।

৩-৪। বচনের চাতুরী আমি কিছু জানি না। ইঙ্গিত বুঝি না, মান জানি না।

৫। বনায়ত—রচনা করে।

৫-৬। সহচরীরা মিলিয়া (আমার) বেশ রচনা করিয়া দেয়, আপনার কেশও বাঁধিতে জানি না।

৭। সুরতক—কেলির। বাত—কথা।

৭-৮। কখন কেলির কথা শুনি নাই, মাধবের সহিত কেমন করিয়া মিলিত হইব?

৯। সুজান—অভিজ্ঞ।

৯-১০। সে নাগরশ্রেষ্ঠ, রসিক, অভিজ্ঞ আমি অবলা, অতি অল্পজ্ঞান (বয়স অল্প বলিয়া)।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, তোকে কি বলিব? আজিকার মিলন সমুচিত হইবে।

১৩৫

(রাধার উক্তি)

ন জানিয় পেম রস নহি রতি রঙ্গ।
কৈসে মিলব হম সুপুরুখ সঙ্গ॥ ২।
তোহর বচনে যব করব পিরীতি।
হম শিশুমতি অতি অপযশভীতি॥ ৪।
সখি হে হম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নহি হোয়॥ ৬।
সে বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচশরে মদন মনোরথ জাগ॥ ৮।
দরশনে আলিঙ্গন করব সোই।
জিউ নিকসব যব রাখব কোই॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ মিথই তরাস।
শুনহ ঐসে নহ তকর বিলাস॥ ১২।

২। সুপুরুখ—সুপুরুষ।

৬। তাহার সহিত মিলন কৌতুক কখনও হইবে না।

৭-৮। সে শ্রেষ্ঠ নাগর, (তাহার) অনুরাগ নূতন, মদনের পঞ্চশরে মনোরথ জাগরিত হইবে।

৯-১০। দর্শন হইলেই সে আমাকে আলিঙ্গন করিবে, যখন (আমার) প্রাণ বাহির হইবে (নিকসব) (তখন) কেহ (আমাকে) রক্ষা করিবে (রাখব)?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, মিছামিছি ভয় (পাইতেছ), তাহার বিলাস এরূপ নয়।

১৩৬

(দূতীর উক্তি)

কাহে ডরসি সখি চলু হম সঙ্গ।
মাধব নহি পরশব তুয় অঙ্গ॥ ২।
ইহ রজনী ফুল কানন মাঝ।
কে এক ফিরত সাজি বহু সাজ॥ ৪।
কুসুমক ঘোর ধনুক ধরি পানি।
মারত শর বালা জন জানি॥ ৬।
অতএ চলহ সখি ভিতর কুঞ্জ।
যঁহা রহ হরি মহাবলপুঞ্জ॥ ৮।
এত কহি আনল ধনি হরি পাস।
পূরল বল্লভ সুখ অভিলাস॥ ১০।

গীতচিন্তামণি।

১-২। সখি, কেন ভয় পাইতেছিস্, আমি সঙ্গে যাইতেছি। মাধব তোর অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।

৪। কে এক জন বহু সাজে সজ্জিত হইয়া ফিরিতেছে।

৫-৬। কুসুমের ঘোর ধনুক হস্তে ধরিয়া, বালা জন জানিয়া শরাঘাত করে।

৭-৮। সখি, অতএব কুঞ্জের ভিতর চল, যেখানে মহাবলপুঞ্জ হরি থাকেন।

১০। বল্লভের (মাধবের) সুখ, অভিলাষ পূর্ণ হইল।

১৩৭

(দূতীর উক্তি)

পরিহর মনে কিছু ন কর তরাস।
সাধস নহি কর চল পিয় পাস ॥ ২।
দুর কর দুরমতি কহলম তোয়।
বিনু দুখে সুখ কবহু নহি হোয় ॥ ৪।
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনি কি হোইয় বিমুখ ॥ ৬।
তিলা এক মূনি রহু দু নয়ান্।
রোগি করয় জনি ঔখধ পান ॥ ৮।
চল চল সুন্দরি করহ সিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহি সে বিচার ॥ ১০।

১। পরিহর— ভয় ত্যাগ কর।
২। সাধস—আতঙ্ক, আশঙ্কা।
৩। দুরমতি—দুর্ম্মতি, দুর্ব্বুদ্ধি। কহলম—আমি কহিলাম।
৪। কবহি— কখনও।
৬। কিয়ে— কি, কেন।
৭। মূনি- মুদিয়া।
৯। সিঙ্গার শৃঙ্গার, বেশ।

১৩৮

(দূতীর উক্তি)

সয়ন সীম রহি আবে।
দুর কর সে সব সকল সভাবে ॥ ২।
মুখ অবনত তেজ লাজে।
কত মহি লিখসি চরন বেআজে ॥ ৪।
রামা রহ পিআ পাসে।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসে ॥ ৬।
পিআ সঞো পহিলুকি মেলী।
হোউ কমলকে অলি কেলী ॥ ৮।
তরতম তঞে কর দূরে।
ছৈল ইছহি ছোড়হ মোর চীরে ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি ভাসা।
অভিনব সঙ্গম তেজহ তরাসা ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। রহি—রহিয়া, থাকিয়া। আবে—এখন। ২। সভাবে—স্বভাব।

১-২। এখন শয্যার সীমায় (পাশে) থাকিয়া সে সকল স্বভাব দূর কর (এখন শয্যার নিকটে আসিয়াছ, পূর্ব্বের লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ কর)।

৪। বেআজে—ব্যাজ, ছলনা।

৩-৪। অবনত মুখে লজ্জা ত্যাগ কর, ছলনাপূর্ব্বক চরণ দ্বারা (পদের অঙ্গুলি দিয়া) মহীতলে কত লিখিতেছ ?

৫-৬। রামা, প্রিয়তমের পাশে থাক, অভিনব মিলনে ত্রাস ত্যাগ কর।

৭। পহিলুকি—প্রথম। মেলী—মিলন।

৭-৮। প্রিয়তমের সঙ্গে প্রথম মিলন, কমলের সহিত অলির কেলি হউক।

৯। তরতম—তারতম্য, সংশয়। তঞে—তুই, তুমি। ১০। ছৈল—রসিক। ইছহি—ইচ্ছা করিতেছে।

৯-১০। তুমি সংশয় দূর কর, রসিক (মাধব) ইচ্ছা করে (তোমাকে চায়), আমার বস্ত্র ছাড়।

১১। ভাসা—ভাষণ।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি কহে, অভিনব মিলনে ত্রাস ত্যাগ কর।

মাধবের শিক্ষা।

১৩৯

(দূতীর উক্তি)

হমে দরসইতে কতহুঁ বেশ করু
হমে হেরইতে তনু ঝাঁপ।
সুরত শিঙ্গারে আজু ধনি আওলি
পরশইত থর থর কাঁপ ॥ ২।
শুনহে কাহ্নু কহিয় অবধারি।
সকল কাজ হম বুঝল বুঝায়ল
ন বুঝল অন্তর নারি ॥ ৪।
অভিনব কাম নাম পুন শুনইতে
রোখত গুন দরসাই।
অরি সম গঞ্জএ মন পুন রঞ্জএ
অপন মনোরথ সাই ॥ ৬।
অন্তরে জিউ অধিক করি মানএ
বাহর ন গনএ তরাসে।
কহ কবিশেখর সহজ বিষয় রত
বিদগধ কেলি বিলাসে ॥ ৮।

পদকল্পতরু।

১-২। আমাকে দেখাইয়া কত রকম বেশ করে, আমাকে দেখিয়া তাহার অঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠে, (কিন্তু) আজ সুরত শৃঙ্গারে (বেশে) আসিয়া, স্পর্শ করিবা মাত্র থর থর কাঁপিতেছে।

৩। কহিয় অবধারি—নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি।

৪। সকল কাজ বুঝিলাম, (তাহাকে) বুঝাইলাম, কিন্তু নারীর অন্তর বুঝিল না।

৬। সাই—সে।

৫-৬। নূতন (প্রথম) কন্দর্পের নাম শুনিতেই (কলা) গুণ দেখাইয়া রোষ প্রকাশ করে; সে শত্রুর ন্যায় গঞ্জনা করে, আবার আপনার মনোরথে মনোরঞ্জন করে।

৭-৮। অন্তরে প্রাণের অধিক করিয়া মানে, বাহিরে ত্রাসে গণনা (প্রকাশ) করে না। কবিশেখর কহে, বিদগ্ধ স্বভাবতঃ কেলিবিলাস বিষয়ে অনুরক্ত।

১৪০

(দূতীর উক্তি)

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥ ২।
লোভ পরীহরি সূনহি রাঁক।
ধকে কি কেও কুঅ ডূব বিপাক ॥ ৪।
তেজ মধুকর এহন অনুবন্ধ।
কোমল কমল লীন মকরন্দ ॥ ৬।
এখনে ইছসি এহন সঙ্গ।
ও অতি সৈসবে ন বুঝ রঙ্গ ॥ ৮।
কর মধুকর তোঁহে দিঢ় গেআঁন।
অপনে আরতি ন মিল আন ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। জাবে—যাবৎ। ২। তাবে—তাবৎ।

১-২। যাবৎ মালতী প্রকাশ করে না (বিকসিত হয় না) তাবৎ তাহাতে মধুকর বিলাস করে না।

৩। সূনহি—শূন্য, অর্থশূন্য। রাঁক—রঙ্ক, দরিদ্র। ৪। ধকে—বেগে, সহসা। কুঅ—কূপ।

৩-৪। অর্থশূন্য দরিদ্র লোভ পরিত্যাগ করিবে, সহসা কি কেহ কূপে ডুবিয়া বিপদগ্রস্ত হয়?

৫-৬। মধুকর (মাধব) এমন চেষ্টা ত্যাগ কর, কোমল কমলে মকরন্দ লীন রহিয়াছে।

৭-৮। এক্ষণে এমন সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ, ও (রাধা) অত্যন্ত শিশু, রঙ্গ বুঝে না।

৯। দিঢ়—দৃঢ়।

৯-১০। মধুকর তুমি দৃঢ় জ্ঞান কর, আপনার আর্ত্তি (প্রবল অনুরাগ ও কাতরতা) অপরে পায় না।

১৪১

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন সুন্দর কহ্নাই।
তোহে সোঁপল ধনি রাই ॥ ২।
কমলিনি কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভুখল মধুকর ॥ ৪।
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবান ॥ ৬।
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনি সরোরুহ ॥ ৮।
গনইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশবি কুচভারা ॥ ১০।
ন বুঝএ রতিরসরঙ্গ।
খনে অনুমতি খনে ভঙ্গ ॥ ১২।
সিরীস কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহবি ফুল ধনু ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি গাব।
দূতিক মিনতি তুয় পাব ॥ ১৬।

৪। ভুখল—ক্ষুধিত।

৫-৬। সহজে (স্বাভাবিক রূপে) মধুপান করিবি, যেন মদনকে ভুলিয়া যাইবি।

৭-৮। সান্ত্বনা করিয়া পয়োধর স্পর্শ করিবি, যেমন কুঞ্জর কমলকে (স্পর্শ করে)।

৯-১০। মুক্তাহার গণনা করিবার ছলে কুচভার স্পর্শ করিবি।

১২ ক্ষণে সম্মতি দেয় ক্ষণে পলায়ন করে।

১৪ কন্দর্প অল্পে অল্পে সহ্য করাইবি।

১৫। গাব—গান করে

১৬। পাব—পদে।

১৪২

(দূতীর উক্তি)

বারি বিলাসিনি জতনে আনলি
রমন করব রাখি।
জৈসে মধুকর কুসুম ন তোল
মধু পিব মুখ মাখি ॥ ২।
মাধব করব তৈসনি মেরা।
বিনু হকারে তুঅ নিকেতন আবএ
দোসরি বেরা ॥ ৪।
সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি
তোহহু কোমল কাহ্নু।
ইঙ্গিত উপর কেলি জে করব
জে ন পরাভব জান ॥ ৬।
দিনে দিনে দূন পেম বঢ়াওব
জৈসে বাঢ়সি সুসসী।
কৌতুকহু কিছু বাম ন বোলব
নিঅর জাউবি হসী ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। রাখি—রক্ষা করিয়া। ২। তোল—তোড়, ভাঙ্গে।

১-২। বালা বিলাসিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিলাম, রক্ষা করিয়া উপভোগ করিবে, যেরূপ মধুকর কুসুম ভাঙ্গে না, মুখ মাখিয়া মধু পান করে।

৩। মেরা—মেলা। ৪। হকার—আহ্বান, ডাক।

৩-৪। মাধব, সেইরূপ মিলন করিবে (তাহাকে এরূপ আদর সম্ভাষণ করিবে) (যাহাতে) বিনা আহ্বানে (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক) দ্বিতীয় বার তোমার নিকেতনে আসে।

৫-৬। সে নারী শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, কানাই তুমিও কোমল, ইঙ্গিতের উপর কেলি করিবে যাহাতে পরাভব না জানিতে পারে।

৭। বঢ়াওব—বাড়াইবে। ৮। বাম—মন্দ, অপ্রসন্ন। নিঅর—নিকট। জাউবি—যাইবে।

৭-৮। দিনে দিনে দ্বিগুণ প্রেম বাড়াইবে যেরূপ সুন্দর শশী বাড়ে, কৌতুক করিয়া মন্দ কথা বলিবে না, নিকটে হাসিয়া যাইবে।

১৪৩

(দূতীর উক্তি)

বুঝব ছয়লপন আজ।
রাহি মনি রতনে আনল অতি যতনে
বঞ্চি সব রমণি সমাজ ॥ ২।
শিরিষ কুসুম তনি অতি সুকুমার ধনি
আলিঙ্গব দৃঢ় অনুরাগে।
নির্ভয়ে করব কেলি কেহো নহি বুঝ মেলি
ভমরা ভরে মাজরি ন ভাঁগে ॥ ৪।
পিরীতিক বোলে নিয়রে বইসাওবি
নখ হানি আনব কোল।
নহি নহি করি ধনি কপটে ভুলবি জনু
যদি কহ কাতর বোল ॥ ৬।

গীতচিন্তামণি।

১। ছয়লপন—রসিকপণা।

৩। তনি—তনু। ৪। কেহো নহি বুঝ মেলি—অপর কেহ মিলন বুঝিতে পারিবে না। ভাঁগে—ভাঙ্গে।

৫-৬। পিরীতির কথা (বলিয়া) নিকটে বসাইবে, নখাঘাত করিয়া কোলে আনিবে। যদি ধনী না না করিয়া কপটে কাতর কথা কয় (তাহাতে) ভুলিবে না।

১৪৪

(দূতীর উক্তি)

কোমল তনু পরাভবে পাওব
তেজি ন হলবি তেঁহু।
ভমর ভরে কি মাজরি ভাঁগএ
দেখল কতহু কেহু ॥ ২।
মাধব বচন ধরব মোর।
নহী নহি কয় ন পতিআএব
অপদ লাগত ভোর ॥ ৪।
অধর নিরসি ধুসর করব
ভাব উপজত ভলা।
খনে খনে রতি রভস অধিক
দিনে দিনে সসি কলা ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। হলবি—যাইবে। তেঁহু—তাহাতে।

২। মাজরি—মঞ্জরী। ভাঁগএ—ভাঙ্গে। কতহু—কোথাও।

১-২। কোমল দেহ পরাভব পাইবে তাহাতে (সেই আশঙ্কায়) ত্যাগ করিবে (করিয়া যাইবে) না। কেহ কোথাও কি দেখিয়াছে যে ভ্রমরের ভরে মঞ্জরী ভাঙ্গে?

৪। অপদ—অস্থানে। ভোর—ভ্রম।

৩-৪। মাধব, আমার কথা রাখ, না না করিলে বিশ্বাস করিবে না, অস্থানে ভ্রম হইবে (যাহাতে ভ্রম হওয়া উচিত নয় তাহাতেই ভ্রম হইবে)।

৫। নিরসি—রস শূন্য করিয়া।

৫-৬। অধর নীরস করিয়া ধূসর করিবে (তাহাতে) ভাল ভাব উপপন্ন হইবে, ক্ষণে ক্ষণে রতি আনন্দ অধিক হইবে (যেমন) দিনে দিনে শশী কলা (বর্দ্ধিত হয়)।

১৪৫

(দূতীর উক্তি)

সহজহি তনু খিনি মাঝ বেবি সনি
সিরিসি কুসুম সম কায়া।
তোহে মধুরিপুপতি কৈসে কএ ধরতি রতি
অপুরুব মনমথ মায়া ॥ ২।

মাধব পরিহর দৃঢ় পরিরম্ভা।
ভাঁগি জাএত মন জীব সঞে মদন
বিটপি আরম্ভা ॥ ৪।
সৈসব অছল সে ডরে পলাএল
জৌবন নূতন বাসী।
কামিনি কোমল পাহুন পচসর
ভএ জনু জাহ উদাসী ॥ ৬।
তোহর চতুর পন জখনে ধরতি মন
রস বূঝতি অবসেখি।
এখনে অলপ বুধি ন বুঝ অধিক সুধি
কেলি করব জিব রাখি ॥ ৮।
তোহে জে নাগর মানও ধনি জিব সনি
কোমল কাঁচ সরীরা।
তে পরি করব কেলি জে পুনু হোঅ মেলি
মূল রাখ বনিজারা ॥ ১০।
হমরি অইসনি মতি মন দএ সুন দুতি
দুর কর সবে অনুতাপে।
জক্রো অতি কোমল তৈঅও ন ঢরি পল
কবহু ভমর ভরে কাপে ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। বেবি—দুই। সনি—তুল্য।

১-২। স্বভাবতঃই ক্ষীণ তনু, মধ্য(কটি) যেন (ভাঙ্গিয়া) দুই খানি (হইয়া গিয়াছে), শিরীষ কুসুম তুল্য কায়। তুমি মধুরিপুপতি, কেমন করিয়া (তোমার) রতি ধারণ করিবে; মন্মথের মায়া অপূর্ব্ব।

৩-৪। মাধব, দৃঢ় আলিঙ্গন পরিহার করিবে। মনে হয় প্রাণের সহিত মদন বিটপীর মূল (আরম্ভ) ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৫। অছল—আছিল। ৬। পাহুন—(প্রাঘুণ শব্দ হইতে) অতিথি। পচসর—পঞ্চশর, মদন। ভএ—হইয়া। জাহ—যাইও।

৫-৬। শৈশব ছিল, সে ভয়ে পলায়ন করিল, যৌবন নূতন নিবাসী (যৌবন তাহার দেহে সম্প্রতি আসিয়াছে), যেন উদাসী হইয়া যাইও না (এ কথা যেন বিস্মৃত হইও না)।

৭। অবসেখি—অবশেষ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে। ৮। সুধি—চৈতন্য, জ্ঞান।

৭-৮। তোমার (তোর) চতুরপনা যখন মনে ধরিবে (বুঝিবে) তখন সম্পূর্ণ রূপে রস বুঝিবে। এখন অল্প বুদ্ধি, বুঝিবার (মত) অধিক জ্ঞান নাই, জীবন রাখিয়া কেলি করিবে।

৯। মানও—মানিবে, বিবেচনা করিবে। ১০। তে পরি—সেই রূপে। মূল—মূল ধন। বনিজারা—বাণিজ্যকর, সদাগর।

৯—১০। তুমি নাগর, ধনীর জীবনের ন্যায় (তাহার) দেহও কোমল কাঁচা বিবেচনা করিবে। সেইরূপে (এমন করিয়া) কেলি করিবে যাহাতে পুনরায় মিলন হয়; সদাগর মূল ধন রক্ষা করে।

১২। ঢরি পল—ঢলিয়া পড়ে। কাপে—কর্প, সর (যাহার কলম হয়)।

১১-১২। (কবির উক্তি) হে দুতি, মন দিয়া শুন, আমার এরূপ মনে হয় (যে) সমস্ত অনুতাপ দুর কর। কর্প যদিও অত্যন্ত কোমল তথাপি ভ্রমরের ভরে ঢলিয়া পড়ে না।

১৪৬

(দুতীর উক্তি)

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।
ধনি বল জানি করব রতিরঙ্গ ॥ ২।
হঠ নহি করবে আইতি পাএ।
বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ ॥ ৪।
চেতন কানু তোঁহহি যদি আখি।
কে নহি জান মহতে নব হাথি ॥ ৬।

তুয় গুণ গন কহি কত অনুবোধি।
পহিলহিঁ সবহি হললি পরবোধি ॥ ৮।
হঠ নহি করবে রতি পরিপাটি।
কোমল কামিনি বিঘটতি সাটি ॥ ১০।
জাবে রভস সহ তাবে বিলাস।
বিমতি বুঝিঅ জএো ন জাএব পাস ॥ ১২।
ধসি পরিহরি নহি ধরবিএ বাহু।
উগিলল চন্দ গিলয় জনি রাহু ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি কোমল কাঁতি।
কৌশল সিরিস স্থম অলি ভাঁতি ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ভুখল—ক্ষুধিত।

১-২। প্রথম মিলন কালে অনঙ্গ ক্ষুধিত, ধনীর বল জানিয়া রতিরঙ্গ করিবে।

৩। আইতি—আয়ত্ত, অধীন।

৪। কওরে—গ্রাসে।

৩-৪। আয়ত্ত পাইয়া বল (প্রকাশ) করিও না, অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও (কেহ) দুই গ্রাসে খায় না।

৫। আথি—অস্তি, হও।

৬। মহুতে—মাহুত। নব—নম্র হয়।

৫-৬। কানাই, তুমি যদি চতুর হও, কে না জানে যে মাহুতের নিকট হস্তী নম্র হয়? (হস্তীকে যে কৌশলে বশ করিতে হয়, বলে হয় না, এ কথা কোন মাহুত না জানে)?

৭-৮। তোমার (তোর) গুণ সমূহ কহিয়া কত বুঝাইয়া প্রথমে সকলে (সখীরা) প্রবোধ করিয়া গেল।

৯। পরিপাটি—ক্রম।

১০। বিঘটতি—বিপরীত ঘটিবে। সাটি—শান্তি।

৯-১০। বল করিলে রতির ক্রমানুযায়ী আনন্দ হইবে না, কোমল কামিনীর শান্তি হইবে।

১১-১২। যাবৎ বেগ সহ্য করে (কোন রূপ উৎপীড়ন না হয়) তাবৎ বিলাস (করিবে)। যদি অসম্মতি বুঝ নিকটে যাইও না।

১৩। ধসি—বেগে ধাবিত হইয়া।

১৩-১৪। ছাড়িয়া দিয়া (আবার) বেগে দৌড়িয়া বাহু ধরিবে না, যেন রাহু চন্দ্রকে উদ্গীর্ণ করিয়া (আবার) গ্রাস করে।

১৫। কাঁতি—কান্তি।

১৬। সিরিস—শিরীষ। স্থম—সুমনস্, পুষ্প।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কোমল কান্তি (নায়িকাকে) শিরীষ পুষ্পে অলির ন্যায় কৌশলে (উপভোগ করিবে)।

মিলন।

১৪৭

(সখীতে সখীতে কথা)

সুন্দরি চললিহ পহু ঘর না।
চহুদিশ সখি সব কর ধর না ॥ ২।
জাইতহুঁ লাগু পরেম ডর না।
জইসে সসি কাঁপ রাহু ডর না ॥ ৪।
জইতেহি হার টুটিএ গেল না।
ভূষন বসন মলিন ভেল না ॥ ৬।
রোএ রোএ কজলি বহায় দেল না।
অদস্কহি সিন্দুর মেটায় গেল না ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল না।
দুখ সহি সহি সুখ পাওল না ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। চললিহ—চলিল। না—ছন্দপূরণে (অর্থশূন্য)।

২। চহুদিশ—চৌদিক।

১-২। সুন্দরী প্রভুগৃহে চলিল; চৌদিকে সখিগণ হস্ত ধারণ করিল।

৩। জইতহুঁ—যাইতে। লাগু—লাগে, লাগিল। পরেম—প্রেম। ডর—আতঙ্ক।

৪। কাঁপ—কাঁপে।

৩-৪। যাইতে (পথে) প্রেমাতঙ্ক (প্রথম মিলনে পূর্ব্বাতঙ্ক) লাগিল (উপস্থিত হইল), যেমন রাহুভয়ে শশী কাঁপে।

৫। জইতহি—যাইবা মাত্রই।

৫-৬। যাইবা মাত্রই (গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্রই) হার ছিন্ন হইল, ভূষণ বসন মলিন হইল।

৭। রোএ—কাঁদিয়া। কজ্জলি -কজ্জল। বহায়—ভাসাইয়া। বহায় গেল—গ্রিয়াসনের সংস্করণে "দহায় দেল"; অর্থ এক—দহায়- -ভাসিয়া।

৮। অদঙ্ক—আতঙ্ক।

৭-৮। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কজ্জল ভাসাইয়া দিল। ভয়ে (কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু মুছিবার সময় কিম্বা মাথায় কাপড় দিতে) সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল।

৯-১০। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, দুঃখ সহিয়া সহিয়া (অবশেষে) সুখ পাইল (বহু দুঃখের পর প্রথম মিলন রূপ সুখ পাইল)।

১৪৮

(রাধার উক্তি)

অহে সখি অহে সখি লই জনু জাহে।
হম অতি বালিক আকুল নাহে॥ ২।
গোট গোট সখী সভ গেলি বহরায়।
বজর কবাড় পহু দেলহি লগায়॥ ৪।
তেহি অবসর পহু জাগল কন্তে।
চীর সম্ভারলি জীউ ভেল অন্তে॥ ৬।
নহি নহি করে নয়ন ঢর নোরে।
কাঁচ কমলা ভমরা ঝিক ঝোরে॥ ৮।
জইসে ডগমগ নলনিক নীরে।
তইসে ডগমগ ধনিক শরীরে॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু কবিরাজে।
আগি জারি পুনু আগিক কাজে॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। লই—লইয়া। জাহে—যাইও।

২। বালিক—বালিকা। আকুল—কামাকুল। নাহে—নাথ।

১-২। হে সখি, হে সখি, (আমাকে) লইয়া যাইও না, আমি অত্যন্ত বালিকা, নাথ কামাসক্ত।

৩। গোট গোট—গুটি গুটি, একে একে। বহরায়—বাহির হইয়া।

৪। বজর—বজ্র। কবাড়—কবাট। দেলহি—দিলেন। লগায়—লাগাইয়া, বন্ধ করিয়া।

৩-৪। একে একে সখীরা সকলে বাহির হইয়া গেল, প্রভু বজ্র কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

৫। তেহি—সেই। অবসর—সুযোগ। কন্তে—কান্ত।

৬। সম্ভারলি—সামলাইতে।

৫-৬। সেই সুযোগে প্রভু কান্ত জাগিল (কামাকুল হইল), বস্ত্র সামলাইতে (আমার) প্রাণান্ত হইল।

৭। ঢর—বহে। ৮। কমলা—কমল। ঝিক ঝোরে—টানাটানি, ব্যস্ততা প্রকাশ।

৭-৮। (আমি) না, না, বলিতে লাগিলাম, চক্ষে জল বহিতে লাগিল; ভমর কাঁচা কমল (পদ্মকলি) (লইয়া) টানাটানি করিতে লাগিল।

৯। নলনীক—পদ্মের, পদ্মপত্রে।

৯-১০। পদ্মপত্রে জল যেমন টলমল করে, ধনীর শরীর সেইরূপ কম্পিত হইল।

১১-১২। কবিরাজ বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, আগুনে পুড়িলে আবার আগুনের কাজ হয় (জ্বালা নিবারণের জন্য)।

বঙ্গদেশের সঙ্কলনে নিম্নোদ্ধৃত পাঠান্তর প্রচলিত আছে—

এ সখি এ সখি লই জনু যাহ।
মুঞি অতি বালী সে আরত নাহ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥

দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনি ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মাই হে কি সহত জীব কি শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনি রাতি॥
ভনই বিদ্যাপতি তথনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান॥

এই ভণিতা অপর মৈথিল পদে এই আকারে দেখিতে পাওয়া যায়—

বিদ্যাপতি কবি তখনুক ভান।
কেও ন কহে সখি হোয়ত বিহান॥

১৪৯

(দূতীর উক্তি)

অথিক নবোঢ়া সহজহি ভীতি।
আইলি মোর বচনে পরতীতি॥ ২।
চরণ ন চলএ নিকট পহু পাস।
রহলি ধরনি ধরি মান তরাস॥ ৪।
অবনত আনন লোচন বারি।
নিজ তনু মিলি রহলি বরনারি॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। অথিক—হয়।

১-২। নবোঢ়া স্বভাবতঃই ভীতা, আমার কথা বিশ্বাস করিয়া আসিল।

৪। মান—মানিয়া।

৩-৪। প্রভুর নিকটে যাইতে চরণ চলে না, ত্রাস মানিয়া (চরণ) ধরণী ধরিয়া রহিল।

৫-৬। নারীশ্রেষ্ঠ অবনত আননে, চক্ষু ফিরাইয়া, নিজ দেহে মিলিত হইয়া রহিল (লজ্জায় যেন নিজের অঙ্গে লীন হইয়া গেল)।

১৫০

(সখীতে সখীতে কথা)

কতে অনুনয়ে অনুগত অনুবোধি।
পতিগৃহ সখিহি সোআউলি বোধি॥ ২।
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোঁএ॥ ৪।
বালভু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেলি ন মিলএ দেলহু হিম কোটি॥ ৬।
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ॥ ৮।
ভুজ জুগ চাপ জীব জোঁ সাঁচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥ ১০।
লগ নহি সরএ করএ কসি কোর।
করে কর বাঁহি করহি কর জোর॥ ১২।
এত দিন সইসবে লাওল সাঠ।
অব গএ মদনে পঢ়াওব পাঠ॥ ১৪।
গুরুজন পরিজন দুঅও নেবার।
মোহরে মুদল অছ মদন ভঁড়ার॥ ১৬।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা বিরমান॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অনুবোধি—বুঝাইয়া।

২। সোআউলি—শয়ন করাইল। বোধি—প্রবোধ দিয়া, সান্ত্বনা করিয়া।

১-২। কত অনুগত হইয়া, অনুনয় করিয়া, বুঝাইয়া, সখীগণ(রাধাকে) সান্ত্বনা করিয়া পতিগৃহে শয়ন করাইল।

৩। বিমুখি—মুখ ফিরাইয়া। সুমুখি—সম্মুখীন (স্ত্রীং)। ৪। ভাগল—পলায়িত। দল—সৈন্য। বহুলাবএ—ফিরায়। কোএ—কেহ।

৩-৪। ধনী মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিল, সম্মুখে মুখ ফিরায় না; পলায়িত সৈন্য কেহ কি ফিরাইতে পারে?

৫। বালভু—বল্লভ। বেসনি—তরুণ, বয়স্থ। ৬। হিম—হেম, স্বর্ণ।

৫-৬। বল্লভ তরুণবয়স্ক, নায়িকা (বিলাসিনী) ছোট, কোটি স্বর্ণ দিলেও মিলিয়া মিলে না (মিলনে সম্মত হয় না)।

৭। ঝপাএ—ঢাকিয়া। ধর—রাখে। গোএ—গোপন করিয়া।

৮। বাদর—মেঘ।

৭-৮। বসনে মুখ ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখে, মেঘের (নীল বসনের) তলায় শশী (মুখ) ব্যক্ত হয় না।

৯। চাপ—চাপিয়া রাখে। জীব—জীবন। জৌ—যেন। সাঁচ—সঞ্চয়, রক্ষা করে। ১০। কোরী—কোরা, নবীন। কাঁচ—কাঁচা।

৯-১০। ভুজ যুগলে চাপিয়া নবীন কাঁচা কাঞ্চন (গঠিত) কুচ জীবনের স্থায় রক্ষা করিতেছে।

১১। লগ · নিকটে। সরএ—সরে, সরিয়া আসে। করএ—করিলে। কসি—কসিয়া, বল পূর্ব্বক। কোর—ক্রোড়। ১২। বাঁহি—বাঁধি। করহি—করে। জোর—জোড়া।

১১-১২। বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলে নিকটে সরিয়া আসে না, করে কর বদ্ধ করিয়া (অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া) হাত জোড় করে।

১৩। লাওল—আনিল। সাঠ—সাথ, সঙ্গে। ১৪। অব—এখন। গএ—গিয়া। পঢ়াওব—পড়াইবে।

১৩-১৪। এত দিন শৈশব সঙ্গে আনিল, এখন মদন গিয়া পাঠ পড়াইবে।

১৫। তুঅও—তুই। নেবার—নিবারণ, শাসন।

১৬। মোহরে—মোহর দিয়া। মুদল—মুদ্রিত, বদ্ধ। অছ—আছে।

১৫-১৬। গুরুজন (ও) পরিজন উভয়েরই শাসনে মদনের ভাণ্ডার মোহর দিয়া বদ্ধ আছে।

১৭। ভান—জ্ঞান। ১৮। বিরমান—রমণ, বল্লভ।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি কহে, লখিমার বল্লভ রাজা শিবসিংহের এই রসের জ্ঞান আছে।

এই পদে বঙ্গদেশের পাঠে বিকৃতি ঘটিয়াছে।

১৫১

(সখীতে সখীতে কথা)

ধনী বেয়াকুলি কোমল কন্ত।
কোন পরবোধব সখি পরজন্ত ॥ ২।
সখী পরবোধি সেজ যব দেল।
পিয়া হরষি উঠি কর ধএ লেল ॥ ৪।
নহি নহি করয় নয়ন ঢরু নোর।
সূতি রহলি ধনি সেজক ওর ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি হে জুবরাজ।
সভ সঞো বড় থিক আঁখিক লাজ ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। বেয়াকুলি—ব্যাকুলা। কন্ত—কান্তি।

২। পরবোধব—প্রবোধিবে, সান্ত্বনা করিবে। পরজন্ত—পর্য্যন্ত, শেষ পর্য্যন্ত।

১-২। কোমলকান্তি ধনী ব্যাকুল (হইয়াছে), শেষ পর্য্যন্ত কে সখীকে সান্ত্বনা করিবে?

৩-৪। সখী সান্ত্বনা করিয়া যখন শয্যায় দিল (শয্যার নিকটে লইয়া গেল) (তখন) প্রিয় (নায়ক) আনন্দে উঠিয়া হাত ধরিয়া লইল।

৫। ঢরু—প্রবাহিত হইল। ৬। সেজক—শয্যার।

৫-৬। না না করিতে (বলিতে) নয়নে অশ্রুধারা বহিল, ধনী শয্যার সীমায় (ধারে) শয়ন করিয়া রহিল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবরাজ (মাধব) সকলের অপেক্ষা চক্ষুলজ্জা বড়।

১৫২

(সখীতে সখীতে কথা)

সখী পরবোধি শয়ন তলে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পানি ॥ ২।
ছুইতে ঋালি মলিন ভই গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনি মলিন ভেলি ॥ ৪।

নহি নহি কহ নয়ন ঝর নোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥ ৬।
আলিঙ্গয় নীবিবন্ধ বিনু খোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল গোরি ॥ ৮।
আচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নহি হোয়ত থর থর কাঁপে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার ॥ ১২।

২। প্রিয়তম আনন্দিত হৃদয়ে নিজের হাতে (রাধার হাত) ধরিল।

৩। বালী—বালা।

৪। চন্দ্রের কোলেও কুমুদিনী মলিন হইয়া গেল।

৬। রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল।

৭। বিনু খোরি—না খুলিয়া।

৮। কুচে অল্প করস্পর্শ হইল।

১৫৩

(সখীর উক্তি)

প্রথমহি গেলি ধনি প্রীতম পাশে।
হৃদয় অধিক ভেল লাজ তরাসে ॥ ২।
ঠাঢ়ি ভেলিহিঁ ধনি আঙ্গো ন ডোলে।
হেম মুরত সনি মুখহুঁ ন বোলে ॥ ৪।
কর দুহু ধয় পহু পাশ বৈসায়।
রুসলি ছলি ধনী বদন শুখায় ॥ ৬।
মুখ হেরি তাকয় ভমর ঝাঁপি লেল।
অঙ্কম ভরিকঁ কমলমুখি লেল ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি দইহ সুমতি মতি।
রস বুঝ হিন্দুপতি হিন্দুপতি ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। প্রীতম—প্রিয়তম।

১-২। ধনী যখন প্রথম প্রিয়তমের পার্শ্বে গমন করিল (তখন) হৃদয়ে অত্যন্ত লজ্জা ও ত্রাস হইল।

৩। ঠাঢ়ি ভেলিহি—দাঁড়াইয়া রহিল। আঙ্গো—অঙ্গ।

৩-৪। ধনী হেমমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, অঙ্গ নড়ে না, মুখেও কথা নাই।

৬। রুসলি ছলি—রাগ হইয়াছিল।

৫-৬। প্রভু দুই হাত ধরিয়া পাশে বসাইল, (তাহাতে) রাগে (যেন) ধনীর মুখ শুকাইল।

৭। তাকয়—দেখে। ৮। অঙ্কম—ক্রোড়ে, বক্ষে। ভরিকঁ—ভরিয়া।

৭-৮। ভ্রমর (মাধব) মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল (তাহাতে ধনী কমলমুখ) ঢাকিয়া লইল। কমলমুখীকে (মাধব) বক্ষে ভরিয়া তুলিয়া লইল (ধারণ করিল)।

৯। দইহ—দাও। মতি—অনুমতি, সম্মতি।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সুমতি, সম্মতি দাও; হিন্দুপতি, হিন্দুপতি (রাজা শিবসিংহ) রস বুঝেন।

এই পদ গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে আছে।

বঙ্গদেশের সঙ্কলনে এই পদে অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছে —

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাশে ॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নহি আগুসারে।
হেম মুরতি জনি ন চল পিছারে ॥
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বইসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায় ॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে ॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরষিত ॥

১৫৪

(সখীতে সখীতে কথা)

জতনে আয়লি ধনি শয়নক সীম।
পাঙ্গুর লিখি খিতি নত রহু গীম ॥ ২।
সখি হে পিয়া পাসে বৈঠলি রাহি।
কুটিল ভোঁহ করি হেরইছি কাহি ॥ ৪।
নবি বর নারি পড়িল পিয়া মেলি।
অনুনয় করইতে যামিনি আধ গেলি ॥ ৬।
করে ধরি বালভু বৈসাওল কোর।
এক পয় কহ ধনি নহি নহি বোল ॥ ৮।
কোরে করইতে মোড়ই সব অঙ্গ।
পরবোধ ন মানে জনি বাল ভুজঙ্গ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নায়রি রামা।
অন্তরে দাহিন বাহরে বামা ॥ ১২।

কীর্ত্তনানন্দ।

২। পাঙ্গুর—পদাঙ্গুলি। গীম—গ্রীবা।
৪। কুটিল ভ্রু করিয়া কাহাকে দেখিতেছে?
৭। বালভু—বল্লভ।
৮। ধনী বার বার না না বলিতে লাগিল।
১১। নায়রি—নাগরী, চতুরা।
১২। অন্তরে প্রসন্ন (দক্ষিণ) বাহিরে বিমুখ (বাম)।

১৫৫

(সখীতে সখীতে কথা)

অধর মগইতে অওোধ কর মাথ।
সহএ ন পার পয়োধর হাথ ॥ ২।
বিঘটল নীবী করে ধরি জাঁতি।
অঙ্কুরল মদন ধরএ কত ভাঁতি ॥ ৪।
কোমল কামিনি নাগর নাহ।
কওোনে পরি হোএত কেলি নির্ব্বাহ ॥৬।
কুচ কোরক তবে কর গহি লেল।
কাঁচ বদর অরুণ রুচি ভেল ॥ ৮।
লাবএ চাহিঅ নখর বিশেখ।
ভৌঁহ ন আবএ চান্দক রেখ ॥ ১০।
তসু মুখ সোঁ লোভে রহু হেরি।
চান্দ ঝপাব বসন কত বেরি ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। মগইতে চাহিতে। অওোধ—অবনত।
১-২। অধর (চুম্বন) চাহিলে মস্তক অবনত করে, পয়োধরে হাত সহিতে পারে না।
৩। বিঘটল—মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত, অর্থাৎ মুক্ত। জাঁতি—চাপিয়া রাখে। ৪। ভাঁতি—রূপ, আকার।
৩-৪। মুক্ত নীবিবন্ধ হাতে ধরিয়া চাপিয়া রাখে। অঙ্কুরিত (সদ্যজাগ্রত) মদন কত আকার ধারণ করে।
৬। কওোনে পরি—কেমন করিয়া।
৫-৬। কামিনী কোমল, নাথ নাগর, কেমন করিয়া কেলি নির্ব্বাহিত হইবে?
৭। গহি—গ্রহণ করিয়া। ৮। কাঁচ—কাঁচা। বদর—বদরি, কুলফল। রুচি—বর্ণ।
৭-৮। তখন কুচকোরক হস্তে গ্রহণ করিল, কাঁচা কুলফল অরুণবর্ণ হইল।
৯। লাবএ—আনিতে, ঘটাইতে। বিশেখ—বিশেষ, উত্তম, সুন্দর। ১০। আবএ—আসে।
৯-১০। (কুচে) সুন্দর নখক্ষত করিতে চাহে, ভ্রূতে চন্দ্রের রেখা (ভ্রূভঙ্গ) হয় না (নখ ক্ষত করিতে উদ্যত হইলেও কুঞ্চিত ভ্রূ হইয়া কপট কোপ প্রকাশ করে না)।
১১। তসু—তাহার। ১২। ঝপাব—ঢাকিবে।
১১-১২। তাহার মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, বসনে কতবার চাঁদ ঢাকিবে (রাধার মুখ মাধব বার বার দেখিতে চাহিলেন, বার বার রাধা বসনে মুখ ঢাকিতে লাগিলেন)।

১৫৬

(সখীতে সখীতে কথা)

পরশইতে চমকি চলয় পদ আধ।
অনুমতি ন দএ ন কর রসবাধ ॥ ২।
অভিনব নাগর সুনাগরি মেলি।
রস বৈদগধি অবধি ভই গেলি ॥ ৪।
হঠ পরিরম্ভ আরম্ভন বেলি।
ধনি মুখ মোড়ি রহল কর ঠেলি ॥ ৬।
আন কহইতে আন কহে তঙ্কে।
মরম কহইতে বিহসি মুখ বঙ্কে ॥ ৮!
রতিরন রঙ্গহি ভঙ্গ ন দেল।
ন জানি কাম কেহন যশ লেল ॥ ১০।

গীতচিন্তামণি।

১। চলয় পদ আধ—অর্দ্ধপদ সরিয়া যায়।

২। অনুমতি দেয় না, রসে বাধাও দেয় না।

৩। মেলি—মিলন।

৪। বৈদগ্ধ রসের সীমা হইয়া গেল।

৫। আরম্ভন বেলি—আরম্ভের সময়। বল-পূর্ব্বক প্রথম আলিঙ্গন করিতে।

৬। হাত ঠেলিয়া দিয়া ধনী মুখ ফিরাইয়া রহিল। ৭। তঙ্ক—আতঙ্ক।

৭-৮। এক কহিতে আতঙ্কে ধনী আর কহে। মর্ম্ম (গূঢ় রহস্যের কথা) কহিলে স্মিত হাস্যে মুখ বাঁকাইয়া (ফিরাইয়া) লয়।

৯-১০। রতি রণ রঙ্গে ভঙ্গ দিল না, কাম কেমন করিয়া যশ লইল জানি না।

১৫৭

(সখীতে সখীতে কথা)

বামা বয়ন নয়ন বহ নোর।
কাঁপ কুরঙ্গিনি কেসরি কোর ॥ ২।
একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচ সীম ॥ ৪।
নিবিবন্ধ ফোএক নহি অবকাস।
পানি পচমকে বাঢ়লি আস ॥ ৬।
রাধা মাধব প্রথমক মেলি।
ন পুরল কাম মনোরথ কেলি ॥ ৮!
ভনই বিদ্যাপতি প্রথমক রীতি।
দিনে দিনে বালা বুঝতি পিরীতি ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

দ্রাবিণী আসাবরা ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। নোর—অশ্রু।

১-২। বামার চক্ষে মুখে অশ্রু বহিতেছে, কুরঙ্গিণী কেশরী ক্রোড়ে কাঁপিতেছে।

৩-৪। এক (হস্তে) চিকুর গ্রহণ করিল, দ্বিতীয় (হস্তে) গ্রীবা গ্রহণ করিল, তৃতীয় দ্বারা চিবুক, চতুর্থ কুচ সীমায়। (এই পদে মাধবকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। এরূপ পদ আর পাওয়া যায় নাই)।

৫। ফোএক—খুলিবার। ৬। পচম—পঞ্চম।

৫-৬। নীবিবন্ধ খুলিবার অবকাশ রহিল না, (এজন্য) পঞ্চম হস্তের আশা বাড়িল (ইচ্ছা হইল)।

৭-৮। রাধা মাধবের প্রথম মিলন, কেলিতে কামের মনোরথ পূর্ণ হইল না।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, প্রথম (মিলনের এই) রীতি, দিনে দিনে বালা পিরীতি বুঝিবে।

১৫৮

বারি বিলাসিনি আকুল কান।
মদন কৌতুকিয়া হটল ন মান ॥ ২।
একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে করুণা কর কোটি ॥ ৪।
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি [illegible] হরিণী হরি হিয়ে ডোল ॥

নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ঐসন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ ॥ ১০।

১। বারি বিলাসিনি—বালা নায়িকা। আকুল—কামাকুল।

২। কৌতুকিয়া—কুতূহলী, উদ্রিক্ত। হটল—নিষেধ।

৪। করে ধরিতে কোটি অনুনয় (করুণা) করে।

৫-৬। বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে না না বলে, সিংহ ভয়ে হরিণী হরির বক্ষে কম্পিত হয়।

পাঠান্তর—

নয়ন নীর ঝর নহি নহি বোল।
হরি উরে হরিণনয়নি ঘন ডোল ॥

৭-৮। নয়নপ্রান্ত (কটাক্ষ) চঞ্চল হইল; মুদিত (মোদিত, আনন্দিত) নয়ন মন্মথ জাগিল।

৯-১০। পাঠান্তর—

বিদ্যাপতি কবি ইহ রস ভান।
বালা নবরস অমিয়া সিনান ॥

১৫৯

(সখীতে সখীতে কথা)

একে অবলা অওকে সহজক ছোটি।
কর ধরইতে করুনা কর কোটি ॥ ২।
আঁকম নামে রহএ হিঅ হারি।
জনি করিবর তর খসলি পঞোনারি ॥ ৪।
নঅন নীর ভরি নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল ॥ ৬।
কৌশলে কুচ কোরক করে লেল।
মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল ॥ ৮।
বারি বিলাসিনি বেসনী কাহু।
মদন কউতুকিআ হটল ন মানু ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
অতি রতি হঠে নহি জীবএ নারি ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অওকে—দ্বিতীয়তঃ। ২। করুনা—মিনতি।

১-২। একে অবলা তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, কর ধারণ করিতে কোটি মিনতি করে।

৩। আঁকম—অঙ্ক, আলিঙ্গন। হিঅ হারি—হৃদয় হারিয়া, অবসন্ন হৃদয়। ৪। তর—তলায়। খসলি—খসিল, পড়িল। পঞোনারি—পদ্মনাল, মৃণাল।

৩-৪। আলিঙ্গনের নামে হৃদয় অবসন্ন হয়, যেন হস্তীর (পদ) তলে মৃণাল পড়িল।

৬। হরি—সিংহ। জিব—জীবন। ডোল—আন্দোলিত হয়, কাঁপে।

৫-৬। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে না না বলে; সিংহের ভয়ে হরিণের যেন প্রাণ কাঁপিতেছে।

৭-৮। কৌশলে কুচকোরক করে লইল, মুখ দেখিয়া স্ত্রীবধের সংশয় হইল।

৯। বারি—বালী, বালা,। বেসনী—তরুণ, বয়স্ক। ১০। কউতুকিয়া—কৌতুকী। হটল—নিষেধ।

৯-১০। বিলাসিনী (নায়িকা) বালা, কানাই তরুণবয়স্ক, কৌতুকী মদন নিষেধ মানে না।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মুরারি, রতিকালে অত্যন্ত বলপ্রকাশ করিলে নারী বাঁচে না।

বঙ্গদেশে প্রচলিত ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (১৫৮) পদের সহিত এই পদের সাদৃশ্য আছে।

১৬০

(সখীতে সখীতে কথা)

পহিলহি রাধা মাধব ভেট।
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট ॥ ২।

অনুনয় কাকু করতহি কাহ্নু।
নবীন রমনি ধনি রস নহি জান ॥ ৪।
হেরি হরি নাগর পুলক ভেল।
কাঁপি উঠু তনু সেদ বহি গেল ॥ ৬।
অথির মাধব ধরু রাহিক হাথ।
করে কর বাধি ধর ধনি মাথ ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি নহি মন আন।
রাজা শিবসিংহ লখিমা রমান ॥ ১০।

বটতলার পুস্তক।

৩। কাকু—কাকুতি।
৫-৬। দেখিয়া রসিক হরির রোমাঞ্চ (পুলক) হইল, দেহ কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল।
৭। রাহিক—রাধার, রাধা হইতে রাহী।
৮। করে কর নিষেধ করিয়া ধনী (মাধবের হস্ত) মাথায় রাখিল (মাথার দিব্য দিল, বুঝাইল আমাকে ছাড়িয়া দাও)।
৯। বিদ্যাপতি কহে মনে অন্য নাই (মনে অনিচ্ছা বা বিরক্তি নাই)।
১০। রমান—রমণ, বল্লভ।

১৬১

(সখীতে সখীতে কথা)

হৃদয় আরতি বহু ভয় তনু কাঁপ।
নূতন হরিনি জনি হরিনক করু ঝাঁপ ॥ ২।
ভুখল চকোর জনি পিবইতে আশ।
ঐসন সময় মেঘ নহি পরকাশ ॥ ৪।
পহিল সমাগম রস নহি জান।
কত কত কাকু করতহি কান ॥ ৬।
পরিরম্ভণ বেরি উঠই তরাস।
লাজে বচন নহি কর পরকাশ ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ নহি ভায়।
জে রসবন্ত সেহো রস পায় ॥ ১০।

৩। পিবইতে—পান করিতে।
৬। কাকু—কাকুতি।
৯। ইহ নহি ভায়—ইহা শোভা পায় না।
১০। যে রসজ্ঞ সেই রস পায়।

১৬২

(সখীতে সখীতে কথা)

জখনে লেল হরি কঁচুঅ অছোড়ি।
কতে পরজুগুতি কএল অঙ্গ মোড়ি ॥ ২।
তখনুকি কহিনী কহহি ন জাএ।
লাজে সুমুখি ধনি রহলি লজাএ ॥ ৪।
করে ন মিঝায় দূর জর দীপ।
লাজে ন মরএ নারি কঠজীব ॥ ৬।
আঁকম কঠিন সহএ কে পার।
কোমল হৃদয় উখড়ি গেল হার ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
কওনে কহল সখি হোএত বিহান ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। কঁচুঅ—কঞ্চুক, কাঁচলি। অছোড়ি—ছিনাইয়া, কাড়িয়া। ২। কতে—কত, অনেক। পরজুগুতি—প্রযুক্ত। মোড়ি—মোড়া দিয়া, ফিরাইয়া।
১-২। (অন্বয়) হরি জখনে কঁচুঅ অছোড়ি লেল, অঙ্গ মোড়ি কতে পরজুগুতি কএল। (অর্থ) হরি যখন কঞ্চুক কাড়িয়া লইল (তখন রাধা) অঙ্গ মুড়িয়া (লজ্জা রক্ষা করিবার) অনেক প্রযুক্তি করিল।
৪। লজাএ—(লজ্জায়) নীরব হইয়া।
৩-৪। তখনকার কাহিনী (কথা) কহা যায় না, সুন্দরী ধনী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল।
৫। মিঝায়—নিভায়। জর—জ্বলিতেছে। পাঠান্তর বর—জ্বলিতেছে।

৬। মরএ—মরে। কঠ—কঠিন ; কঠজীব—কাঠপ্রাণ।

৫-৬। দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিভান যায় না ; নারী কঠিন প্রাণ, লজ্জায় মরে না।

৭। আঁকম—আলিঙ্গন। সহএ—সহিতে।

৮। উখড়ি—ফুটিয়া চিহ্ন হইয়া যাওয়া, যেমন মোহরের ছাপ উঠে।

৭-৮। কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে, কোমল বক্ষে হার ফুটিয়া চিহ্ন হইল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি তখনকার ভাব কহিতেছে, কোন সখী কহিল প্রভাত হইতেছে ? (তাহা হইলে নায়িকা মুক্তি পায়)।

১৬৩

(রাধার উক্তি)

মাধব এ বেরি দুরন্ত দুর সেবা।
দিন দস ধৈরজ কর যতুনন্দন
হমে তপ বরি বরু দেবা ॥ ২।
কোরি কুসুম মধু বেকত ন রহতে
হঠ জনু করিঅ মুরারি।
তুঅ ইহ দাপ সহএ কে পারত
হম কোমল তনু নারি ॥ ৪।
আইতি হঠ জএো করবহ মাধব
তএো আইতি নহি মোরী।
কাঁচি বদরি উপভোগে ন আওত
উহে কী ফল তোরী ॥ ৬।
এতিখনে অমিঅ বচন উপভোগহ
আরতি অনদিনে দেবা।
লখিমিনাথ ভন সুন যতুনন্দন
কলি যুগে নিতে মোরি সেবা ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। এঁ—এই। সেবা—নমস্কার,প্রণাম, পূজা।

২। বরি—বর। দেবা—দিবে।

১-২। মাধব এবার দূর দূর হইতেই নমস্কার। হে যতুনন্দন, দশ দিন ধৈর্য্য কর, বরং আমার তপস্যার বর দিবে।

৩। কোরি—কলিকা। রহতে—রহে।

৩-৪। কুসুমকলিকায় মধু ব্যক্ত রহে না, মুরারি বলপ্রকাশ করিও না। তোমার এই দাপ কে সহ্য করিতে পারে, আমি কোমল তনু নারী।

৫। আইতি—আয়ত্ত। আইতি—আগমন, আসা।

৬। তএো—তবে।

৫-৬। মাধব, আয়ত্ত (পাইয়া) যদি বলপ্রকাশ কর তাহা হইলে আমার (আর) আসা হইবে না। কাঁচা বদরী (কুল) উপভোগে আসিবে না, উহাকে ভাঙ্গিয়া কি ফল ?

৭। এতিখনে—এই সময়। অনদিন—অন্য দিন।

৮। নিতে—নিত্য।

৭-৮। এখন বচনামৃত উপভোগ কর, অনুরাগ অন্য দিন দিবে (দেখাইবে)। লক্ষ্মীনাথ কহে, শুন যতুনন্দন, কলিযুগে নিত্য আমার প্রণাম (পূজা লইবে)।

লখিমি নাথ লক্ষ্মীনাথ কংসনারায়ণ হইতে পারেন, অথবা শিবসিংহও হইতে পারেন কারণ তাঁহার মহিষীর নাম লখিমা অথবা লক্ষ্মী। পুরুষপরীক্ষার একটি শ্লোকে বিদ্যাপতি শিবসিংহকে লক্ষ্মীপতি বলিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনেক পদে এইরূপ অপরের নাম পাওয়া যায়, অথচ তালপত্রের পুঁথিতে ও নেপালের পুঁথিতে বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও পদ নাই।

১৬৪

(রাধার উক্তি)

অবলা অংসুক বালভু লেলা।
পানি পলব ধনি আঁতর দেলা ॥ ২।
হঠ ন করিহ পহু ন পূরত কামে।
প্রথমক রভস বিচারক ঠামে ॥ ৪।
মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥ ৬।
মুকুলিত লোচন নহি পরগাসে।
কাঁপ কলেবর হৃদয় তরাসে ॥ ৮।
আবে নব জৌবন সময় নিহারী।
অপনহি বেকত হোয়ত পরচারী ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নব অনুরাগী।
সহিয় পরাভব পিয় হিত লাগী ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

কামোদকেদার ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা।

১। অংসুক—অংশুক, বস্ত্র। বালভু—বল্লভ। ২। আঁতর—অন্তর, অন্তরাল।

১-২। বল্লভ অবলার বস্ত্র লইলেন ; ধনী করপল্লব অন্তরাল দিলেন (করিলেন)।

৩। হঠ—বল প্রকাশ। পূরত—পূরিবে। কামে—কাম। ৪। প্রথমক—প্রথমের, নবীন। রভস—হর্ষ, বেগ ; রভসো বেগহর্ষয়োরিত্যমরঃ। বিচারক—বিচারের। ঠামে—ঠাঁই, স্থান।

৩-৪। কানাই, বল প্রকাশ করিও না, (তোমার) কাম পূর্ণ হইবে না। প্রথম আনন্দ বিচারের স্থান (যোগ্য)।

৫। আনী—আনিয়া। ৬। মোহরে—মোহরে, মোহর দ্বারা। মুন্দল—মুদ্রিত, বন্ধ। অছ—আছে।

৫-৬। মদন ভাণ্ডার হইতে সুরত রস আনিয়া অসময় জানিয়া মোহর (ছাপ) দিয়া বন্ধ আছে (রহিয়াছে)।

৭। পরগাসে—প্রকাশে, বিকশিত হয়।

৮। তরাসে—ত্রাসে, ত্রাসিত।

৭-৮। মুকুলের ন্যায় অর্দ্ধ মুদ্রিত লোচন প্রকাশিত (পূর্ণ বিকশিত) হয় না, কলেবর কম্পিত হয়, হৃদয় *ত্রাসিত হয়।*

৯। আবে—এখন।

৯-১০। এখন নব যৌবন,সময় দেখিয়া (বুঝিয়া) আপনি ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ হইবে।

১১। অনুরাগী—অনুরাগিণী। ১২। সহিয়—সহ্য করিও।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (হে) নব অনুরাগিনি ! প্রিয়তমের হিতের জন্য (তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য) পরাভব সহ্য কর।

১৬৫

(রাধার উক্তি)

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয় তোয় ॥ ২।
তুহু রস আগর নাগর ঢীঠ।
হম ন বুঝিয় রস তীত কি মীঠ ॥ ৪।
রস পরসঙ্গে উঠয় মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনি কয়লহি ঝাঁপ ॥ ৬।
অসময় আশ ন পূরএ কাম।
ভল জন ন কর বিরস পরিণাম ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহু ন মীঠ হোয়ত কাঁচ ॥ ১০।

২। তিরিবধ—স্ত্রীবধ। লাগয় তোয়—তোকে লাগিবে।

৩। আগর—অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ। ঢীঠ—নির্ভয় ও শঠ।

৪। তীত—তিক্ত।

৫। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।

৬। বাণ (লাগিলে) হরিণী যেমন লাফাইয়া উঠে।

৭-৮। কামের আশা অসময়ে পূর্ণ হয় না, ভাল জন পরিণাম বিরস (অসুখের কারণ) করে না।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে সত্য বুঝিয়াছ, কাঁচা ফল মিষ্ট হয় না।

১৬৬

(রাধার উক্তি)

রতি সুবিশারদ তুহু রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দেব দান ॥ ২।
আবে সে অলপ রসে ন পূরব আস।
থোরি সলিলে তুয় ন যাব পিয়াস ॥ ৪।
অলপে অলপে যদি চাহ নীতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি ॥ ৬।
থোরি পয়োধরে ন পূরব পানি।
ন দিহ নখ রেহ হরি রস জানি ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি কৈসন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐসন প্রীত ॥ ১০।

৩। আবে—এখন। ৫। নীতি—নিত্য।

৬। প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকলা যেমন দিনে দিনে বাড়ে।

৭-৮। অল্প (ক্ষুদ্র) পয়োধরে হাত পূরিবে না, হে হরি, রস জানিয়া (মনে করিয়া) (পয়োধরে) নখ রেখা দিও না।

১৬৭

(রাধার উক্তি)

চান্‌ুর মরদন তুঁহু বনমারি।
শিরিস কুসুম হম কমলিনি নারি ॥ ২।
দুতি বড় দারুণ সাধল বাদ।
করি করে সোঁপল মালতি মাদ ॥ ৪।
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল ॥ ৬।
বিদগধ মাধব তোহে পরনাম।
অবলা বলি দয় ন পূজহ কাম ॥ ৮।
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরান ॥ ১০।
রসবতি নাগরি রস মরিজাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ ॥ ১২।

১। মরদন—মর্দ্দন। বনমারি—বনমালী।

২। কমলিনী—পদ্মিনী (নারী জাতি)।

১-২। তুমি চানুর মর্দ্দন আমি শিরীষ কুসুম তুল্য পদ্মিনী নারী।

চানূর—দৈত্যমল্ল। কংস কৃষ্ণকে নিধন করিবার মানসে তাঁহাকে চানূর নামক দৈত্যমল্লের সহিত যুদ্ধে নিয়োগ করেন। কৃষ্ণ চানূরকে পরাভব করিয়া তাহাকে বধ করেন।

চানূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ
উৎপাট্য ভ্রময়ামাসঃ তদ্বধায় কৃতোদ্যমঃ।
ভ্রাময়িত্বা শত গুণং দৈত্যমল্লমিত্রজিৎ
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ১০ অধ্যায়।

৪। মাদ—দাম (কবিপ্রয়োগ)।

৫। নিরঞ্জন—অঞ্জনশূন্য।

৬। ভিগি—ভিজিয়া।

১০। অন্য দিবসের জন্য প্রাণ রাখ (আজই বধ করিও না)।

১১-১২। রসবতী নাগরী রসের মর্য্যাদা জানে; বিদ্যাপতি কহে, সাধ পূরিবে।

১৬৮

(রাধার উক্তি)

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বান ॥ ২।

অগেয়ানে কওন করয় বেভার।
বলে নহি লেওত জিবন হমার॥ ৪।
আরতি ন কর কানু ন ধর চীর।
হম অবলা অতি রতি রণ ভীর॥ ৬।
প্রথম বয়স লেশ ন পূরব আশ।
ন পূরে অলপ ধনে দারিদ পিয়াস॥ ৮।
মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল।
তাহে নহি ভুখল ভমর অনুকূল॥ ১০।
অনুচিত কাজে ভল নহ পরিণাম।
সাহস ন করিয় সংশয় ঠাম॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করি নহি অঙ্কুশ মান॥ ১৪।

১-২। তরল নয়ন (কটাক্ষ) সন্ধান (এখনও) অস্থির। মদন গুরু (আমাকে) নূতন শিখাইয়াছে (আমি বালা, এখনও কামকলা ভাল করিয়া শিখি নাই)।

৩। অগেয়ানে—অজ্ঞানকে। বেভার—ব্যবহার।

৪। বলপূর্ব্বক আমার জীবন লইও না।

৫। আরতি—অনুরাগ প্রদর্শন। চীর—বস্ত্র।

৭। লেশ—লেশ মাত্র।

৮। দরিদ্রের পিপাসা অল্প ধনে পূরে না।

৯-১০। মুকুলিত মাধবী ও মালতী ফুলে ক্ষুধিত ভ্রমর অনুকূল (অনুরাগী) হয় না।

১১-১২। অনুচিত কাজে পরিণাম ভাল হয় না, সংশয় স্থানে (যে কাজ সংশয়জনক) সাহস করিও না।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে, নাগর কানাই মত্তকরী (সদৃশ), অঙ্কুশ মানে না।

ভণিতার এরূপ পাঠান্তরও আছে—

কহ কবিরঞ্জন নাগর কান।
মাতল করি নহি অঙ্কুশ মান॥

১৬৯

(রাধার উক্তি)

গরবে ন কর হঠ লুবুধ মুরারি।
তুয় অনুরাগে ন জীব বর নারি॥ ২।
তুহু নাগর গুরু হম অগেয়ান।
কেলি কলা সব তুহু ভল জান॥ ৪।
ফুয়ল কবরি মোর টুটল হার।
হম অবুধ নারি তুহুত গোয়ার॥ ৬।
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
রোগি করয় জইসে ঔখধ পান॥ ৮।

১। হঠ—বল প্রকাশ। ২। অনুরাগ—অনুরাগ আতিশয্য। জীবয়—বাঁচে। ৫। ফুয়ল—খুলিয়া গেল। ৬। অবুধ—বুদ্ধিহীন, অল্পবুদ্ধি। গোআর—অবিবেচক গোপ।

১৭০

(রাধার উক্তি)

হমে অবলা তোহে বলমত নাহ।
জীবক বদলে পেম নিরবাহ॥ ২।
পঠি মনসিজ মত দরসহ ভাব।
কউতুকে করিবর করিনি খেলাব॥ ৪।
পরিহর কন্ত দেহে জিব দান।
আজ ন হোএতে নিসি অবসান॥ ৬।
দইন দআ নহি দারুন তোহি।
নহি তিরিবধ ডর হৃদঅ ন মোহি॥ ৮।
রমন সুখে জএো রমনী জীব।
মধুকর কুসুম রাখি মধু পীব॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি পহু রসমন্ত।
রতিরস রভস হোএত নহি অন্ত॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বলমত—বলবন্ত, বলবান।

১২। আমি অবলা, নাথ, তুমি বলবান, জীবনের পরিবর্ত্তে প্রেম নির্ব্বাহ করিতেছ।

৩। পঠি পাঠ করিয়া। মত—মন্ত্র। দরসহ—দেখাও।

৩-৪। মনসিজের মন্ত্র পাঠ করিয়া ভাব দেখাও করীবর করিণীর সহিত কৌতুকে খেলা করে।

৫ ৬। কান্ত, পরিহার কর, জীবন দান দাও। আজিকার নিশি অবসান হইবে না।

৭। দইন—দৈন্য। দআ—দয়া। ৮। তিবিবধ স্ত্রীবধ। মোহি—মোহিত, অবসন্ন।

৭-৮। তুমি দারুণ, দৈন্যে দয়া নাই, স্ত্রীবধ ভয়ে (তোমার) হৃদয় অবসন্ন হয় না।

৯ ১০। যদি রমণী জীবিত থাকে (তবে) রমণে সুখ, মধুকর কুসুমকে রাখিয়া (রক্ষা করিয়া) মধু পান করে।

১১ ১২। বিদ্যাপতি কহে, পঞ্চ রসজ্ঞ, রতিরস আনন্দের অন্ত হয় না।

পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাস॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস জান।
নৃপ শিবসিংহ লখিমা বিরমান॥ ১৪।

১। কিয়- কেন। ২। এরূপ করিয়াই (নীবিবন্ধন উন্মোচন না করিয়া) তোমার মনোরথ পূর্ণ কর।

৩। হেরলে—দেখিয়া। কাম—কার্য্য।

৬। লহু লহু (অনুচ্চ স্বরে) আমি গালি পাড়িব।

৭। গোপনে বিহার কর, দেখিবার কি প্রয়োজন?

৮। সহবহি—সহিবে।

৯। পরকার—প্রকার। এহন—এমন।

১০। জার—জ্বালিয়া।

১১ ১২। পরিজনদিগকে শুনিয়া শুনিয়া (তাহাদের সাড়া পাওয়া যাইতেছে কি না জানিয়া) নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরিজনেরা নিকটে আছে, লঘু লঘু বিহার কর।

১৪। বিরমান বলভ।

(রাধার উক্তি)

নিবি বন্ধন হরি কিয় কর দূর।
এহো পয় তোহর মনোরথ পূর॥ ২।
হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীঠ বুঝল বনমারি॥ ৪।
হমর শপথ জোঁ হেরহ মুরারি।
লহু লহু তব হম পারব গারি॥ ৬।
বিহর সে রহসি হেরলে কওন কাম।
সে নহি সহবহি হমর পরান॥ ৮।
কঁহা নহি শুনিয় এহন পরকার।
করয় বিলাস দীপ লই জার॥ ১০।

(রাধার উক্তি)

সুনহ নাগর নীবিবন্ধ ছোর।
গাঠিতে নহি সুরত ধন মোর॥ ২।
সুরতক নাম সুনল হম আজ।
ন জানিএ সুরত করয় কোন কাজ॥ ৪।
সুরতক খোজ করব জঁহা পাঁও।
ঘরে কি অছয় নহি সখিরে সুধাঁও॥ ৬।
বেরি একু মাধব সুন মঝু বানি।
সখি সঞে খোজি মাগি দেব আনি॥ ৮।
বিনতি করয় ধনি মাগে পরিহার।
নাগরি চাতুরি ভন কবি কণ্ঠহার॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। ছোর—ছাড়। ২। গাঠিতে—(নীবিবন্ধের) গ্রন্থিতে।

৬। অছয়—আছে। সুধাঁও—জিজ্ঞাসা করিব।

মৌন্ধ হাব। মৌগ্ধ্যমজ্ঞাতবৎ প্রশ্নো জ্ঞাতস্যাপীহ বল্লভনঃ।

১০। কবিকণ্ঠহার—বিদ্যাপতি।

১৭৩

(রাধার উক্তি)

বুঝল মোহে হরি বহুত অকার।
হিয়া মোর ধস ধস তুহু সে গোআর॥ ২।
ধিরে ধিরে রমহ টুটয় জনু হার।
চোরি রভস নহি কর পরচার॥ ৪।
ন দিহ কুচে নখরেখঘাত।
কইসে মুকায়ব কালি পরভাত॥ ৬।
ন কর বিঘাতন অধরহি দশনে।
লাজ ভয় দুহু নহি তুয় থানে॥ ৮।
ন ধর কেশ ন কর ঢিঠপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন॥ ১০।
তোহে সোঁপল তনু জনমক মত।
অলপে সমধান আজু অভিমত॥ ১২।
নাগরি সুন কহে কবি কণ্ঠহার।
বিদ্ধল কুসুম সরে নহি সে বিচার॥ ১৪।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। অকার—আকার, প্রকার। ২। গোআর—গোপ, রসে অনভিজ্ঞ। ৪। পরচার—প্রচার, প্রকাশ। ৮। থানে—স্থানে। ৯। ঢিঠপন—ঢিঠপনা, বল প্রকাশ। ১২। সমধান—সমাধান। ১৪। কুসুম শরে বিদ্ধ হইলে সে বিচার থাকে না।

১৭৪

(মাধবের উক্তি)

একি আ অনলহু ন আবএ পাসে।
কোরহু করইতে কাঁপ তরাসে॥ ২।
নহি নহি নহি পএ ভাখে।
জইঅও জতন করিঅ পএ লাখে॥ ৪।
সুমুখি বিমুখী রহ সোই।
পঅ পরলহু নহি পরসনি হোই॥ ৬।
সেজ চকিত রহ জাগী।
ছট পট কর জনি পরসলি আগী॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

বিততাসাবরী ছন্দ। কামিনি করএ সনানে ইত্যাদি পদের অনুরূপ।

১। একি আ—একি। অনলহু—আনিলেও।

১-২। এ কি, নিকটে আনিলেও আসে না, ক্রোড়ে করিতে ত্রাসে কাঁপে।

৩-৪। যদ্যপি লক্ষ যত্ন করি (তথাপি) না, না, না, বলে।

৫। সোই—শয়ন করিয়া। ৬। পঅ—পদ। পরলহু—পড়িলেও। পরসনি—প্রসন্ন।

৫-৬। সুন্দরী বিমুখী হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, পায় পড়িলেও প্রসন্ন হয় না।

৮। পরসলি—স্পর্শ করিল। আগী—অগ্নি।

৭-৮। শয্যায় চকিত হইয়া জাগিয়া থাকে, যেন অগ্নি স্পর্শ করিয়াছে (এইরূপ) ছট্‌ফট্‌ করে।

দৃষ্টা দৃষ্টিমধো দদাতি কুরুতে নালাপমাভাষিতা
শয্যায়াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি বলাদালিঙ্গিতা বেপতেঃ।
নির্য্যান্তীষু সখীষু বাসভবনান্নির্গন্তুমেবেহতে
জাতা বামতয়ৈব সম্প্রতি মম প্রীত্যৈ নবোঢ়া প্রিয়া॥

শৃঙ্গারশতক।

১৭৫

(মাধবের উক্তি)

সবহু সখি পরবোধি কামিনি
আনি দেলি পিআ পাস।
জনি বাঁধি ব্যাধা বিপিন সঞো মৃগ
তেজ তীখ নিসাস ॥ ২ ।
বৈসলি শয়ন সমীপ সুবদনি
যতনে সমুহি ন হোই।
ভেল মানস বুলএ দহোদিস
দেল মনমথে ফোই ॥ ৪ ।
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতহু নহি অবকাস।
পানি পরস পরান পরিহর
পূরতি কী রতি আস ॥ ৬ ।
নিবিল নিবিবঁধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম কঠোর কামিনি
মান নহি পরবোধ ॥ ৮ ।
করব কী পরকার আবে হমে
কিছু ন পর অবধারি।
কোপে কৌসলে করএ চাহিঅ
হঠহি হল হিঅ হারি ॥ ১০ ।
দিবস চারি গমাএ মাধব
করব রতি সমধান।
বড়াহিকা বড় হোঅ ধৈরজ
সিংঘ ভূপতি ভান ॥ ১২ ।

রাগতরঙ্গিণী।

সিংহাসাবরী অথবা সংক্ষেপে সিংবলী ছন্দ। ২১ হইতে ২৬ মাত্রা।

।।। ।।।। ॥ । ॥ । । ॥ । । । । ॥ ॥ ।
সবহু সখি পরবোধি কামিনি আনি দেলি পিআ পাস।
।। ॥ । ॥ ।।। ।। ।। ॥। ॥। ।॥।
জনি বাঁধি ব্যাধা বিপিন সঞো মৃগ তেজ তীখ নিসাস॥

১-২। সকল সখী প্রবোধ দিয়া কামিনীকে প্রিয়তমের নিকট আনিয়া দিল, যেন ব্যাধ বিপিন হইতে মৃগকে বাঁধিয়া আনিলে তীক্ষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করে (কামিনী সেইরূপ ত্রস্ত হইল)।

৩। সমুহি—সম্মুখী। ৪। বুলএ—ভ্রমণ করে। দহোদিস—দশ দিক। ফোই—খুলিয়া।

৩-৪। সুবদনী শয্যার নিকটে বসিল, যত্ন করিলেও সম্মুখী হয় না (বিমুখী হইয়া বসিল)। মানস হইল মন্মথ (ব্যাধের সহিত মন্মথের উপমা) খুলিয়া দিলে (বন্ধন মুক্ত করিলে) দশ দিকে ভ্রমণ করে।

৫-৬। সকল গাত্রে বস্ত্র অতি দৃঢ় (আবৃত), কোথাও অবকাশ নাই, করস্পর্শে প্রাণ পরিত্যাগ করে, রতি আশা কি রূপে পূর্ণ হইবে ?

৭-৮। নীবিবন্ধ নিবিড়, কঞ্চুক কঠিন, অধরে নিরোধ আরও অধিক, কাম কঠিন, কামিনী কঠোর, প্রবোধ মানে না।

৯। পরকার—প্রকার, উপায়। আবে (এ স্থলে উচ্চারণ অবে)—এখন। পর অবধারি—অবধারণ পড়ে না, নিশ্চয় হয় না।

১০। চাহিঅ—চাহি। হঠহি—বল। হল—যায়। হিঅ হারি—হৃদয় হারে, ইচ্ছা হয় না।

৯-১০। এখন আমি কি উপায় করিব কিছু নিশ্চয় করিতে পারি না। কৌশল করিয়া কোপ করিতে চাহি, বল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না।

১১। গমাএ—কাটাইয়া। সমধান—সমাধান।

১২। বড়াহিকা—বড় লোকেরই। সিংঘ (এ আকারে এই শব্দ তালপত্রের পুঁথিতে ও অপর অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়)—সিংহ। সিংহ ভূপতি (এই ভণিতা যুক্ত বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ আছে) —শিবসিংহ।

১১-১২। মাধব, চার দিন (কিছু দিন) অতিবাহিত হইলে রতি সমাধান করিবে, সিংহ ভূপতি কহিতেছে বড় লোকেরই বড় ধৈর্য্য হয়।

এই পদ পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রেও আছে। পদামৃত সমুদ্রে ভণিতা এইরূপ—

কান্ত কাতর কতহু মিনতি
করত কামিনি পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥

১৭৬

(রাধা ও মাধবে কথা)

পরসে বুঝল তনু সিরিসিক ফুল।
বদন সুসৌরভ সরসিজ তুল॥ ২।
মধুর বানি সরে কোকিল সাদ।
পিউল অধর মুখ অমিয় সবাদ॥ ৪।
সুন্দরি বুঝ তোহর বিবেক।
চারি জেঁওল ভরি ভুখল এক॥ ৬।
বাসর দেখহি ন পারিয় সূর।
দুতিক বচনে অএলাহুঁ এত দূর॥ ৮।
পওলহ শীতল পানি বিসেখি।
হরহ পিয়াস কি করবহ দেখি॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
নয়নকে আতুর রহল মুরারি॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি

১। পরশে—স্পর্শ। সিরীসিক—শিরীষের। ২। তূল—তুল্য।

১-২। (মাধবের উক্তি) স্পর্শে বুঝিলাম তনু শিরীষ ফুলের (ন্যায়), মুখের সুসৌরভ পদ্ম তুল্য।

৩। বানি—বাণী। সরে—স্বর। সাদ—শব্দ।

৪। পিউল—পান করিলাম। সবাদ—সওয়াদ (হিন্দী), স্বাদ।

৩-৪। মধুর বাণীর স্বর কোকিল শব্দের (ন্যায়), মুখে অধর অমৃত স্বাদ পান করিলাম।

৫। তোহর—তোর। বিবেক—বিবেচনা।

৬। জেঁওল—ভোজন করিল। ভরি—পূর্ণ-রূপে, তৃপ্তিপূর্ব্বক।

৫-৬। সুন্দরি, তোমার বিবেচনায় বুঝিয়া দেখ। চারি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিল (কর স্পর্শ করিল, নাসা ঘ্রাণ পাইল, কর্ণ শ্রবণ করিল,রসনা পান করিল), এক (নেত্র) ক্ষুধিত (রহিল) (রাধা অন্ধকারে আগমন করিয়াছেন, মাধব স্পর্শাদি সুখ অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু রাধাকে দেখিতে পান নাই)।

৭। বাসর—দিবাকালে। দেখহি—দেখিতেও। পারিয়—পাই। সূর—সূর্য্য। ৮। দুতিক—দূতীর। অএলাহুঁ—আসিয়াছি।

৭-৮। (রাধার উত্তর) দিবাকালে সূর্য্য দেখিতেও পাই না (কুলবধূ বলিয়া); দূতীর কথায় এত দূর আসিয়াছি।

৯। পওলহ—পাইয়াছ। বিসেখি—বিশেষ করিয়া, উত্তম। ১০। হরহ—হরণ কর, নিবারণ কর। করবহ—করিবে।

৯-১০। উত্তম শীতল জল পাইয়াছ, পিপাসা নিবারণ কর, দেখিয়া কি করিবে?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মুরারি নয়নের আতুর রহিল (দর্শনে বঞ্চিত হইল)।

১৭৭

(সখীর উক্তি)

আএল মাধব পাওল ধাম।
সম্ভ্রম জাগল মনমথ গাম॥ ২।
ধনি মুখ ঢাকি রহল এক পাস।
বাদর তরে শশি রহল তরাস॥ ৪।
চলু সব সখি জন ইঙ্গিত জানি।
করতল নাহ ধরল ধনি পানি॥ ৬।
রুঠে বলয় কিয়ে ঝন ঝন বাজ।
বালা কিছুই ন কহ ভয় লাজ॥ ৮।

কত কত সখি জন করয় উপাই।
ধনি মুখ চান্দ কবহু ন দেখাই ॥ ১০।
রতি রস পণ্ডিত নাগর রঙ্গ।
চাপি ধরল ধনি বেণী ভুজঙ্গ ॥ ১২।
দাহিন হাথ চিবুক গহি রাখ।
সম্ভ্রমে বদন ইন্দু রস চাখ ॥ ১৪।
নয়ন চকোর অমিয় রস পীব।
অপুরুব দুহুক জিউ তব জীব ॥ ১৬।
ভুজ ধরি আনল কুসুম শয়ান।
জনম সফল মানল পঁচবান ॥ ১৮।
সঘনে আলিঙ্গন নিভয় কেলি।
বল্লভ বিদগধ সাফল ভেলি ॥ ২০।

গীতচিন্তামণি।

২। গাম—গ্রাম, সমূহ।

৪। মেঘের (নীল বস্ত্রের) তলায় চন্দ্র (মুখ) ভীত হইয়া রহিল।

৭। রুঠে—রুষ্ট। রুষ্ট বলয় কি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল? ১৩। গহি—গ্রহণ করিয়া।

১৩। দক্ষিণ হস্তে চিবুক গ্রহণ করিয়া রাখিল (ধারণ করিল)।

১৪। চাখ—আস্বাদন করিল।

১৬। জিউ—জীবন। জিউ তব জীব—তখন প্রাণ বাঁচিল।

১৮। পঁচবান—পঞ্চবাণ, মদন।

১৯। নিভয়—নির্ভয়।

২০। বিদগ্ধ বল্লভ সফল (মানস) হইল।

১৭৮

(সখীতে সখীতে কথা)

হরি করে হরিণনয়নি তব সোঁপি
সখিগণ চলু আন ঠামে।
অবসরে ধনি কর ধরি নাগর
বিনতি করয় অনুপামে ॥ ২।
হরিণনয়নি ধনি রামা।
কামুক সরস পরশ সম্ভাষণে
মেটউ লাজক ধামা ॥ ৪।
সুখদ সেজোপর নাগরি নাগর
বৈসল নব রতি সাধে।
প্রতি অঙ্গ চুম্বনে রস অনুমোদনে
থর থর কাঁপয় রাধে ॥ ৬।
মদন সিংহাসন করল আরোহণ
মোহন রসিক সুজান।
ভয় গড় তোড়ল অলপে সমাধল
রাখল সকল সমান ॥ ৮।
কহ কবিশেখর গরুঅ ভোখভর
করু জল থোর অহারে।
ঐসন দুহু মন তলপই পুন পুন
উপজল অধিক বিকারে ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। সোঁপি—সঁপিয়া।

২। সেই অবসরে ধনীর কর ধারণ করিয়া নাগর অনুপম (অতি সুন্দর) রূপে বিনয় করিতে লাগিল।

৪। মেটউ লাজক ধামা—লজ্জার বাসস্থান দূর হইল (নাগরীর হৃদয়ে আর লজ্জা রহিল না)।

৮। ভয়রূপী গড় ভাঙ্গিল, অল্পে সমাধান করিল, সকল সম্মান রাখিল।

৯। গরুঅ ভোখভর—অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে। থোর—থোড়া, অল্প।

১০। তলপই—অস্থির হয়।

৯-১০। কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কহে, অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে অল্প আহার (ও অল্প) জলপান করিবে। এইরূপে দুই জনের মন বার বার অস্থির হইয়া অধিক বিকার উৎপন্ন হইল।

১৭৯

(দূতীর উক্তি)

এ হরি মাধব কি কহব তোয়।
অবলা বল কএ মহত ন হোয় ॥ ২।
কেশ উধসল টুটল হার।
নখঘাতে বিদারল পয়োধর ভার ॥ ৪।
দশনহিঁ দংশল তুহু বনমারি।
সিরিস কুসুম হেরি কমলিনি নারি ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
আগিক দহনে আগি প্রতিকারি ॥ ৮।

রসমঞ্জরী।

২। অবলার প্রতি বল প্রকাশ করিলে মহত্ব হয় না।

৩। উধসল—আলুথালু হইল। টুটল—ছিন্ন হইল।

৫-৬। বনমালি, তুই দশন দ্বারা দংশন করিয়াছিস্, নারী পদ্মিনী (ও) শিরীষ কুসুম (তুল্য) দেখিতেছি।

৮। আগিক দহনে আগি প্রতিকারি—আগি জারি পুনু আগিক কাজে—অনলে জারি পুন অনলক কাজ—ভিন্ন আকারে এই কয়টা পদের একই অর্থ।

এই পদটী পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে আছে।

১৮০

(দূতীর উক্তি)

জাতি পদুমিনি সহতি কতা।
গজেঁ দমসলি দমন লতা ॥ ২।
লোভে অধিক মূল ন মার।
জে মুল রাখএ সে বনিজার ॥ ৪।
অছল জোর সিরীফল ভাতি।
কএলহ ছোল নারঙ্গ কাতি ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি ন করহ লাথ।
ভূখল নখা দুহু হাথ ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী

দেশরাজবিজয় ছন্দ। ১২ হইতে ১৪ মাত্রা।

১। জাতি পদুমিনি—পদ্মিনী জাতীয়া রমণী। সহতি—সহিবে। কতা—কত।

২। গজেঁ—গজেন, গজ দ্বারা। দমসলি—দলিত হইল। দমন—দ্রোণ পুষ্প, মিথিলা ভাষায় দঁওনা।

১-২। পদ্মিনী জাতীয়া রমণী কত সহিবে? দ্রোণ লতা গজ কর্ত্তৃক দলিত হইল।

৩। মুল—মুল ধন। মার—নষ্ট করা।

৪। বনিজার—যে বাণিজ্য করে, সদাগর।

৩-৪। অধিক লোভে মূল নষ্ট করিতে নাই। যে মুল (ধন) রাখে সেই সদাগর।

৫। অছল—আছিল। জোর—জোড়া। শিরীফল—শ্রীফল। ভাতি—তুল্য।

৬। কএলহ—করিয়াছ। ছোল—ছাড়ান। কাতি—কান্তি (উপমার্থে)।

৫-৬। (পয়োধর) শ্রীফল যুগলের তুল্য ছিল, ছাড়ান নারঙ্গ (ফলের) ন্যায় করিয়াছ (মাধবকে সম্বোধন করিয়া)।

৭। লাথ—ছলনা।

৮। ভূখল—ক্ষুধিত। নখা—নখসমূহ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে ছলনা করিও না, (নাগরের) দুই হস্তের নখ সমূহ ক্ষুধিত (ছিল)। (ক্ষুধিত নখ পয়োধর ভোজন করিয়া তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র করিয়াছে)।

১৮১

(দূতীর উক্তি)

আবে ন লহতি আইতি মোরি।
পরে পরভূখ লখবি চোরি ॥ ২

বেরা এক জীব রাখ কহ্নাই।
পরক পেঅসি দেহ পঠাই ॥ ৪।
চুম্বনে লেপি কাজর ধার।
অধর নিরসি জে তোরলহ হার ॥ ৬।
নখেরি খত কুচজুগ লাগু।
সে কইসে হোইতি গুরুজন আগু ॥৮।
ভনে বিদ্যাপতি রস সিঙ্গার।
সঙ্কেত আইলি তেজএ কে পার ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। আবে—এখন। লহতি—অনুমান হয়। আইতি—আয়ত্ত।
২। লখবি—লক্ষ্য করিবে।
১-২। এখন আর আমার আয়ত্ত অনুমান হয় না, পরে প্রত্যক্ষ চুরী লক্ষ্য করিবে।
৩। বেরা—বার।
৩-৪। কানাই, একবার জীবন রক্ষা কর, পরের প্রেয়সী পাঠাইয়া দাও।
৫। লেপি—লিপ্ত হইয়াছে। ৬। তোরলহ—ভাজিয়াছ, ছিঁড়িয়াছ।
৫-৬। চুম্বনে কাজলের ধারা লিপ্ত হইয়াছে, অধর নীরস করিয়া হার ছিঁড়িয়া দিয়াছ।
৭-৮। কুচ যুগলে নখক্ষত লাগিয়াছে, সে কেমন করিয়া গুরুজনের আগে (সাক্ষাতে) হইবে (যাইবে)?
৯-১০। বিদ্যাপতি শৃঙ্গার রস কহিতেছে, সঙ্কেত (স্থানে) আসিলে কে ত্যাগ করিতে পারে?

১৮২

(দূতীর উক্তি)

হৃদয় তোহর জানি ন ভেলা।
পরক রতন আনি মোএ দেলা ॥ ২।
কএল মাধব হমে অকাজ।
হাথি মেরাউলি সিংহ সমাজ ॥ ৪।
রাখহ মাধব মোরি বিনতী।
দেহে পরীহরি পরজুবতী ॥ ৬।
চুম্বনে নয়ন কাজর গেলা।
দসনে অধর খণ্ডিত ভেলা ॥ ৮।
পীন পয়োধর নখর মন্দা।
জনি মহেসর শিখর চন্দা ॥ ১০।
ন মুখ বচন ন চিত থীরে।
কাঁপ ঘন হন সবে সরীরে ॥ ১২।
ঘর গুরুজন দুরজন সঙ্কা।
ন গুনহ মাধব মোহি কলঙ্কা ॥ ১৪।
কবি বিদ্যাপতি ভান।
আনক বেদন নই বুঝ আন ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

১। তোহর—তোর। ২। পরক—পরের। মোএ—ময়, আমি।
১-২। তোর হৃদয় জানা হইল না (তোর হৃদয় কেমন জানিতাম না), (আমি) পরের রত্ন (রাধাকে) আনিয়া দিলাম।
৩। কএল—করিলাম। হমে—আমি। ৪। হাথি—হাতী। মেরাউলি—মিলাইলাম। সমাজ—সম্মুখে, নিকটে।
৩-৪। মাধব, আমি অন্যায় কর্ম্ম করিলাম। সিংহের সম্মুখে হস্তী মিলাইলাম।
৫। বিনতী—মিনতি। ৬। দেহে—দাও।
৫-৬। মাধব, আমার মিনতি রাখ, পরযুবতীকে ছাড়িয়া দাও।
৭-৮। চুম্বনে নয়নের কাজল (মুছিয়া) গেল, দশনে অধর খণ্ডিত হইল।
৯-১০। পীন পয়োধরে মন্দ (দুষ্ট) নখর (লাগিল), যেন মহেশ্বর শিরে চন্দ্র (উদিত হইল)।
১১। পাঠান্তর—ন অতি চপল অতি থীর, অত্যন্ত চপলও নয়, অত্যন্ত স্থিরও নয়। ১২। হন—আঘাত করে, আক্রমণ করে।

১১-১২। মুখের বচন (ও) চিত্ত স্থির হয় না, শরীরে ঘন ঘন কম্প আঘাত করিতেছে (ঘন ঘন শরীর কাঁপিতেছে)।

১৪। গুনহ—গণনা কর, বিবেচনা কর। মোহি—আমার।

১৩-১৪। (রাধার) ঘরে গুরুজন দুর্জ্জনের আশঙ্কা, মাধব, আমার কলঙ্ক গণনা কর না। (লোকে আমাকেও দোষী করিবে)।

১৫-১৬। কবি বিদ্যাপতি কহে পরের বেদন পর বুঝে না।

নেপালের পুঁথির ভণিতা—

ভনে বিদ্যাপতি দূতী ভোরী।
চেতন গোপএ গুপুতি চোরী॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, দূতী নির্ব্বোধ (ভোরী), চতুর (চেতন) গুপ্ত চুরী গোপন করে (যে কার্য্য গোপনীয় তাহা গোপন করিতে হয়)।

১৮৩

(সখীতে সখীতে কথা)

সাজনি অকথ কহি ন জাএ।
অবল অরুন সসিক মণ্ডল
ভীতর রহ লুকাএ॥ ২।
কদলি উপর কেসরি দেখল
কেসরি মেরু চঢ়লা।
তাহি উপর নিশাকর দেখল
কির তা উপর বইসলা॥ ৪।
কীর উপর কুরঙ্গিনি দেখল
চকিত ভমএ জনী।
কীর কুরঙ্গিনি উপর দেখল
ভমর উপর ফনী॥ ৬।
এক অসম্ভব আওর দেখল
জল বিনা অরবিন্দা।
বেবি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দূতিঅ চন্দা॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথা
ই রস কেও কেও জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমান॥ ১০

তালপত্রের পুঁথি।

১। অকথ—অকথ্য (আশ্চর্য্য অর্থে)। কহি—কথন, কথা। সজনি, আশ্চর্য্য (ব্যাপার) কথা যায় না।

২। অবল অরুণ—কোমল অরুণ। সসিক মণ্ডল—শশীর মণ্ডল। লুকাএ—লুকাইয়া। কোমল অরুণ (পদতল) শশীমণ্ডলের (পদনখপংক্তির) ভিতরে লুকাইয়া রহিল।

৩। কেসরি—কেশরী। মেরু—পর্ব্বত, সুমেরু। চঢ়লা—আরোহণ করিয়াছে।

৪। তাহি—তাহার। কির—শুক পক্ষী (নাসা)। বইসলা—বসিয়া আছে।

৩-৪। কদলীর (উরুর) উপর কেশরী (কটি) দেখিলাম, কেশরীর (উপর) মেরু (পয়োধর) আরোহিত। তাহার উপর নিশাকর (মুখ), তাহার উপর শুক পক্ষী (নাসা) বসিয়া আছে।

৫। শুক পক্ষীর (নাসিকার) উপর হরিণী (নয়ন) যেন চকিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে (চঞ্চল চক্ষু দেখিলাম)।

৬। তাহার উপর ভ্রমর (চূর্ণ কুন্তল) দেখিলাম, তাহার উপর ফণী (বেণী)।

৭। আওর—আরও।

৮। বেবি—দুই। দূতিঅ—দ্বিতীয়ার।

৭-৮। আরও এক অসম্ভব দেখিলাম, বিনা জলে পদ্ম (পয়োধর); দুই পদ্মের উপর দেখিলাম, যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্র (নখরেখা)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, আশ্চর্য্য কথা, এই রস কেহ কেহ জানে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

ভণিতার পাঠান্তর মিথিলায় প্রচলিত আছে—

ভন বিদ্যাপতি শুনু রমাপতি
সকল গুন নিধান।
যে ই পদক অর্থ লগাবথি
সে জন বড় সেয়ান ॥ ১০।

পদক—পদের। লগাবথি—লাগায়, করে।

বিদ্যাপতি কহিতেছে, (হে) সকল গুণনিধান রমাপতি, শুন, যে এই পদের অর্থ করিবে সে ব্যক্তি বড় চতুর।

রমাপতি নামে রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

এই পদ কীর্ত্তনানন্দেও আছে।

১৮৪

(সখীর উক্তি)

প্রথম দরস রস রভস ন জানএ
কি করতি পহু সঞো কেলী।
নবি নলিনী জনি কুঞ্জরে গঞ্জলি
দমনে দমন তনু ভেলী ॥ ২।
কী আরে দেখিঅ অনুপে।
মধুলোভে মুকুল কুসুম দল কলপএ
আরতি ভুখল মধুপে ॥ ৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রভস—হর্ষ, বেগ।

২। দমনে—দলিত। দমন—দ্রোণ পুষ্প।

১-২। প্রথম দর্শনে (মিলনে) রস (প্রীতি) হর্ষ জানে না, প্রভুর সহিত কেলি কি করিবে? নব নলিনী যেন কুঞ্জর কর্তৃক গঞ্জিত হইল, দ্রোণ পুষ্প (তুল্য) দেহ দলিত হইল।

৩। আরে—আহা। অনুপে—অনুপম।

৪। কলপএ—কল্প, তুল্য বিবেচনা করে। ভুখল—ক্ষুধিত।

৩-৪। আহা, কি অনুপম দেখিতেছি! ক্ষুধিত আর্ত্ত (অনুরাগ কাতর) মধুকর মধুলোভে মুকুলকে কুসুমদল-তুল্য করিল।

১৮৫

(সখীতে সখীতে কথা)

কুচ কোরী ফল নখ খত রেহ।
নব সসি ছন্দে অঙ্কুরল নব নেহ ॥ ২।
জিব জঞো জনি নিরধনে নিধি পাএ।
খনে হেরএ খনে রাখ ঝপাএ ॥ ৪।
নবি অভিসারিনি প্রথমক সঙ্গ।
পুলকিত হোএ সুমরি রতি রঙ্গ ॥ ৬।
গুরুজন পরিজন নয়ন নিবারি।
হাথ রতন ধরি বদন নিহারি ॥ ৮।
অবনত মুখ কর পর জন দেখি।
অধর দসন খত নিরখি নিরেখি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। কোরী—কোরা, নূতন।

১-২। নূতন কুচ ফলে নখক্ষত রেখা, নূতন শশীর (শশী রেখার) ছাঁদে নবীন স্নেহ অঙ্কুরিত হইল।

৩। জিব—জীবন, প্রাণ। পাএ—পাইয়া।

৪। ঝপাএ—ঢাকিয়া।

৩-৪। নির্ধন প্রাণতুল্য নিধি পাইয়া ক্ষণে দেখে, ক্ষণে ঢাকিয়া রাখে।

৫। সঙ্গ—মিলন। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৫-৬। নূতন অভিসারিণী, প্রথম মিলন, রতিরঙ্গ

স্মরণ করিয়া পুলকিত হয়।

৮। হাথ রতন—হস্তস্থিত রত্ন; কঙ্কণস্থিত ক্ষুদ্র দর্পণ, যাহাতে মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭-৮। গুরুজন পরিজনের নয়ন নিবারণ করিয়া (তাহাদের পরোক্ষে) হস্তস্থিত কঙ্কণের ক্ষুদ্র দর্পণে মুখ দেখে।

১০। নিরবি—নির্ণয় করিয়া, উত্তম রূপে।

৯-১০। অপর লোককে দেখিয়া মুখ অবনত করে, অধরে দশন ক্ষত উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করে।

১৮৬

(সখীর উক্তি)

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি
আজ কালি কত ভেদ।
সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ॥ ২।
সুন্দরি কনককেআ মুতি গোরী।
দিনে দিনে চান্দ কলা সঞো বাঢ়লি
জউবন সোভা তোরী॥ ৪।
বাল পয়োধর বদন সহোদর
অনুমাপিয় অনুরাগে।
কওনে পুরুষ করেঁ পরসএ পাওল
জে তনু জিনল পরাগে॥ ৬।
মন্দ হাসে বঙ্কিম কএ দরসএ
চঙ্গিম ভঁউহ বিভঙ্গে।
লাজে বেআকুলি সামু ন হেরএ
আউল নয়ন তরঙ্গে॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবএ
নব জউবন নব কন্তা।
সিবসিংহ রাজা এহো রস জানএ
মধুমতি দেবি সুকন্তা॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। দেখলিসি—দেখিলে।

২। বাপুড়—বেচারা। ফেদ—তাড়া করিয়া।

১-২। আজ দেখিলে কাল দেখিলে, আজ কালে কত ভেদ! শৈশব বেচারা সীমা ছাড়িল, যৌবন তাড়া করিয়া বাঁধিল (অঙ্গে যৌবন আশ্রয় গ্রহণ করিল)।

৩। কনককেআ—কনকীয়া। মুতি—মূর্ত্তি।

৩-৪। সুন্দরি কনক নির্ম্মিতা গৌর মূর্ত্তি, তোর যৌবনের শোভা দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাড়িল।

৫। বদন—গিরিক (পাঠান্তর), গিরির। অনুমাপিয়—অনুমান করি (পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা)।

৬। পরসএ—স্পর্শ।

৫-৬। বাল পয়োধর এবং বদন অনুরাগে সহোদর তুল্য এরূপ অনুমান হয় (উভয় লোহিত বর্ণ হইয়াছে)। কোন পুরুষের করস্পর্শ পাইল যে তনু পরাগকে জয় করিয়াছে?

৭। চঙ্গিম—উজ্জ্বল, সুন্দর।

৮। সামু—সম্মুখ। আউল—আকুল।

৭-৮। অল্প হাসিয়া, ভ্রুভঙ্গ করিয়া উজ্জ্বল বক্র [illegible] করে, লজ্জায় ব্যাকুল, নয়ন তরঙ্গে আকুল হইয়া সম্মুখে দেখে না।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবিবর এই গাহিতেছে, নব যৌবন, কান্ত নবীন; মধুমতী দেবীর সুকান্ত শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন। (মধুমতী নামে শিবসিংহ রাজার আর এক রাণী ছিলেন)।

১৮৭

(সখীর উক্তি)

আজু বিপরীত ধনি দেখিঅ তোয়।
বুঝই ন পারিয় সংশয় মোয়॥ ২।
তুয় মুখমণ্ডল পুনিমক চাঁদ।
কাঁ লাগি ভেল ঐসন ছাঁদ॥ ৪।

নয়ন যুগল ভেল কজর বিথার।
অধর নিরস করু কওন গমার ॥ ৬।
পীন পয়োধরে নখরেখ দেল।
কনক কুম্ভ জনি ভগনহু ভেল ॥ ৮।
অঙ্গ বিলেপন কুঙ্কুম ভার।
পিতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার ॥ ১০।
সুজন রমনি তুহু কুলবতি বাদ।
কা সঞে ভুঞ্জলি মরমক সাধ ॥ ১২।
কামিনি কহিনী কহ সম্বাদ।
কহ কবিশেখর নহ পরমাদ ॥ ১৪।

পদকল্পতরু।

১। দেখিঅ—দেখিতেছি। ২। কাঁ লাগি—কিসের জন্য।

৫। বিথার—বিস্তার। ৬। গমার—অজ্ঞ। ১১। কুলবতি বাদ—কুলবতীর বিপরীত।

১৮৮

(সখীর উক্তি)

কহ কথি সামরি ঝামরি দেহা।
কওন পুরুখ সঞে লয়লি নেহা ॥ ২।
অধর সুরঙ্গ জনি নিরস পবার।
কওন লুটল তুয় অমিয় ভণ্ডার ॥ ৪।
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধয়ল জনি কনয় কটোর ॥ ৬।
ন যাইহ সে পিয়া তহি একগূনে।
ফিরি আওল তুহুঁ পুরুবক পূনে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস ভানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা রমানে ॥ ১০।

১। সামরি—শ্যামা, সুন্দরী। ঝামরি—মলিন।
২। লয়লি—ঘটাইলি।

১-২। হে সুন্দরি, কহ কেন (তোমার) দেহ মলিন, কোন পুরুষের সহিত প্রেম ঘটাইয়াছ?

৩। সুরঙ্গ—সুরঞ্জিত, লোহিত বর্ণ। পবার—প্রবাল।

৩-৪। (তোমার) লোহিত বর্ণ অধর যেন নীরস প্রবাল (হইয়া গিয়াছে), তোমার অমৃত ভাণ্ডার কে লুটিল?

৫। রঙ্গ—রংযুক্ত। গৌরবর্ণ পয়োধর অতিশয় রঞ্জিত (লোহিত) হইল।

৬। ধয়ল—ধরল, রাখিল। কনয় কটোর—সোনার বাটী।

৭। তহি—(তহিনা) অতএব। একগূনে—একবারও।

৭-৮। অতএব সেই প্রিয়তমের (নিকট) একবারও যাইও না, পূর্ব্বের পুণ্যে তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ।

১৮৯

(সখীর উক্তি)

এ ধনি ঐসন কহবি মোয়।
আজু যে কৈসন দেখিয় তোয় ॥ ২
নয়ন বয়ন আনহি ভাঁতি।
কহইতে কহিনী ভুলসি পাঁতি ॥ ৪।
সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি।
কা সঞো কামিনি কয়লি কেলি ॥ ৬।
বেকত ভই গেল গুপুত কাজ।
অতএ ককর করহ লাজ ॥ ৮।
সঘন জঘন কাঁপয় তোর।
মদন মথন কয়ল জোর ॥ ১০।
গোর পয়োধর রাতুল গাত।
নখক আঁচর ঝাপসি হাত ॥ ১২।
অমিয় সাগর তুহু সে রাহি।
মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহরে তাহি ॥ ১৪।
তেঁ বুঝিয় মন বিতথ দেখি।
বেকত কয় ন কহ দেখি ॥ ১৬।

কহ কবিশেখর কি কর লাজে।
কহ ন কহিনী সখিনি সমাজে॥ ১৮।

পদকল্পতরু।

৮। ককর—কাহার। ১২। আঁচর—আঁচড়।

১৩-১৪। রাই, তুই অমৃত সাগর, তাহাতে মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহার করিয়াছে।

১৫। বিতথ—মিথ্যা, বিফল। ১৬। কয়—করিয়া।

১৮। সখীদিগের নিকটে কাহিনী (কথা) কহ না কেন?

১৯০

(সখীর উক্তি)

শুন শুন সুন্দরি নারি।
মদন ভণ্ডার কে লেল কারি॥ ২।
কুন্তল কুসুম অতীতে।
হার তোড়ল কোন রীতে॥ ৪।
হেরইতে নখর বিধানে।
বুঝি মঝু ন টুটে পিন্ধানে॥ ৬।
অলক তিলক মিটি গেল।
সিন্দুর বিন্দুহি বিগলিত ভেল॥ ৮।
বিদ্যাপতি রস গাব।
প্রথম সমাগম পুনমতি পাব॥ ১০।

২। কারি—(কাড়ি), কাড়িয়া।

৩। কুন্তলের কুসুম নাই (অতীত হইয়াছে)।

৪। কোন প্রকারে (কিরূপে) হার ছিঁড়িল?

৫-৬। নখরের বিধান (নখ রেখার সজ্জিত চিহ্ন) দেখিয়া (ভয়ে) আমার না বস্ত্র খসিয়া যায়!

৭। মিটি—মুছিয়া।

৯। গাব—গায়।

১০। পুণ্যবতী প্রথম সমাগম প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯১

(সখীর উক্তি)

সামরি হে ঝামর তোর দেহ।
কী কহ কইসে লাবলি নেহ॥ ২।
নীন্দে ভরল অছ লোচন তোর।
অমিয় ভরমে জনি লুবুধ চকোর॥ ৪।
নিরসি ধুসর করু অধর পবার।
কোনে কুবুধি লুড়ু মদন ভণ্ডার॥ ৬।
কোনে কুমতি কুচ নখ খত দেল।
হাএ হাএ সম্ভু ভগন ভএ গেল॥ ৮।
দমন লতা সম তনু সুকুমার।
ফূটল বলয় টুটল গৃম হার॥ ১০।
কেস কুসুম তোর সিরক সিন্দূর।
অলক তিলক হে সেহও গেল দূর॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি রতি অবসান।
রাজা সিবসিংহ ঈ রস জান॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সামরি—শ্যামা, সুন্দরী। ঝামরি—মলিন।

১-২। হে সুন্দরি, তোর দেহ মলিন; কেমন করিয়া স্নেহ ঘটিল কহিবি কি?

৩। ভরল—ভরা। অছ—আছে। ৪। ভরম—ভ্রমে। লুবুধ—লুব্ধ। পাঠান্তর—কোমল বদন কমল রুচি চোর।

৩-৪। তোর চক্ষু নিদ্রায় ভরিয়া রহিয়াছে, যেন অমৃত ভ্রমে চকোর লুব্ধ হইয়াছে।

৫। নিরসি—রসহীন করিয়া, শুষ্ক করিয়া। করু—করিল। পবার—প্রবাল।

৬। কুবুধি—কুবুদ্ধি। লুড়ু—লুটিল।

৫-৬। অধরপ্রবাল শুষ্ক করিয়া ধুসর বর্ণ করিল, কোন কুবুদ্ধি মদন ভাণ্ডার লুটিল?

৭। খত—ক্ষত।

৭-৮। কোন কুমতি কুচে নখ ক্ষত দিল, হায় হায়, শম্ভু (কুচ) ভগ্ন হইয়া গেল।

৯। দমন—দ্রোণপুষ্প। ১০। ফূটল—ভাঙ্গিল। টূটল—ছিন্ন হইল। গৃম—গ্রীবা।

৯-১০। দ্রোণলতা তুল্য সুকুমার তনু; বলয় ভাঙ্গিয়া গেল, কণ্ঠের হার ছিন্ন হইয়া গেল।

১১। সিরক—মস্তকের।

১১-১২। তোর কেশের কুসুম, মাথার সিন্দূর, অলকা ও তিলক তাহাও দূরে গেল।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে রতি অবসান হইল। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

নেপালের পুঁথির ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি রসমতি নারি।
করএ পেম পুনু পলটি নিহারি॥

১৯২

(সখীর উক্তি)

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি কলা রস কহবি মোয়॥ ২।
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলক তিলক মিটি গেলছ দূর॥ ৪।
কুসুম কুল সব ভেল ভিন ভীন।
অধরে লাগল দশনক চীন॥ ৬।
কোন অবুঝ কুচে নখ খত দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভই গেল॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেল রসিক মুরারি॥ ১০।

১। পুছমো—আমি জিজ্ঞাসা করি।

৪। মেটি—মুছিয়া।

৮। হায় হায়, (কুচ) শম্ভু (নখাঘাতে) ভগ্ন হইয়া গেল।

এই পদ এবং ১৮৮ সংখ্যক পদের সহিত ১৯১ সংখ্যক পদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

১৯৩

(সখীর উক্তি)

তুয় অঙ্গে পিতছ চীরে।
কুচ যুগ দংশল কীরে॥ ২।
অধর বিম্বফল তোরী।
কে রস লেল নিচোরী॥ ৪।
বচন কহসি আন ভাঁতি।
কা সঞে বঞ্চলি রাতি॥ ৬।
হৃদয় নয়ন গতি রীত।
হেরইতে পাওল ভীত॥ ৮।
ইহ রস কহিনী কহই।
জরতিক উচিত বচন তহিঁ রচই॥ ১০।
কবিশেখর অনুমানে।
রাহিক অমিয় সিনানে॥ ১২।

পদকল্পতরু।

১। পিতছ—পীত। ২। কীরে—শুকপক্ষী। ৪। নিচোরী—নিঙড়াইয়া। ১০। জরতিক—জটিলার। ১২। রাহিক—রাধার।

১২। রাই অমৃতে স্নান করিয়াছে।

১৯৪

(সখীর উক্তি)

কহ কহ এ সখি মরমক বাত।
সে তোহে কি করল সামর গাত॥ ২।
মনমথ কোটি মথন তনু রেহ।
কইসে উবরি তুহু আওলি গেহ॥ ৪।
কুলবতি কোটি হোয় যহিঁ অন্ধ।
পাওলি কিছু কিয়ে সে মুখ ধন্ধ॥ ৬।
যকর মুরলি শ্রবণে জনি লাগে।
খসতহি বসন শাশুপতি আগে॥ ৮।

অব নীর ঢারসি কওন বিচার।
বল্লভ সে রস সাগর সার ॥ ১০।

গীতচিন্তামণি।

১। মরমক—মর্ম্মের, গোপন। বাত—কথা।

২। সামর গাত—শ্যামগাত্র, মাধব। সেই শ্যাম কলেবর (মাধব) তোকে কি করিল?

৩। রেহ—রেখা। ৪। উবরি—মুক্ত হইয়া।

৩-৪। (তোর) তনু রেখা (যষ্টি) কোটি মন্মথ মথনকারী, কেমন করিয়া মুক্তি পাইয়া তুই গৃহে আসিলি?

৫-৬। কোটি কুলবতী (যে মুখ দেখিয়া) অন্ধ হয় সে মুখের রহস্য কিছু পাইলি?

৭। যকর—যাহার। জদি—যখন।

৭-৮। যাহার মুরলি যখন শ্রবণে লাগে (প্রবেশ করে) (তখন ভাবাবেশে) শ্বশ্রূ ও পতির সম্মুখেই বসন খসিয়া পড়ে।

৯-১০। এখন জল ঢালিতেছিস্ (অশ্রু মোচন করিতেছিস্) কোন বিচারে (বিবেচনায়)? সেই বল্লভ রস সাগরের সার।

১১৫

(সখীর উক্তি)

আজ দেখিয় সখি বড় অনমন সনি
বদন মলিন সন তোরা।
মন্দ বচন তোহি কে ন কহল অছি
সে ন কহিয় কিছু মোরা ॥ ২।

(রাধার উত্তর)

আজুক রইনি সখি কঠিন বিতল অছি
কাহ্নু রভস কর মন্দা।
গুন অবগুন পহু একও ন বুঝলনি
রাহু গরাসল চন্দা ॥ ৪।

(সখীর উক্তি)

অধর শুখায়ল কেশ ওরঝায়ল
ঘাম তিলক বহি গেলা।
বারি বিলাসিনি কেলি ন জানথি
ভাল অরুণ উড়ি গেলা ॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি শুন বর জৌবতি
তাহে কহব কিয় বাধে।
যে কিছু পহু দেল আঁচর ঝাঁপি লেল
সখী সভ কর উপহাসে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। অনমন—অন্যমনস্ক, বিমর্ষ। সনি—যেন, মত। সন—যেন। ২। কে ন—কে না, (না কথার মাত্রা)। কহল অছি—কহিয়াছে।

১-২। সখি, আজ (তোকে) যেন অন্যমনস্ক দেখিতেছি, তোর মুখ যেন মলিন (হইয়াছে)। কে তোকে মন্দ কথা কহিয়াছে, আমাকে কিছু কহিবি না?

৩। বিতল অছি—কাটিয়াছে। রভস—বেগ। মন্দা—মন্দ, পীড়াদায়ক।

৪। অবগুণ—অপগুণ, অগুণ। গরাসল—গ্রাস করিল।

৩-৪। সখি, আজিকার রজনী কঠিন কাটিয়াছে (ক্লেশানুভবে কাটিয়াছে), কানাই মন্দ রূপে বেগ (বল প্রকাশ) করে। গুণ অগুণ (ভাল মন্দ) একটীও বুঝিলেন না, (যেন) রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল।

৫। শুখায়ল—শুষ্ক হইল। ওরঝায়ল—জড়াইয়া গেল। ৬। বারি—বালিকা, কিশোরী। জানথি—জানে। অরুণ—সিন্দূর বিন্দু। উড়ি—উড়িয়া, মুছিয়া।

৫-৬। অধর শুষ্ক হইয়া গেল, কেশ জড়াইয়া গেল, ঘামে তিলক ভাসিয়া গেল। বালিকা বিলাসিনী (নায়িকা) কেলি জানে না, ললাটের সিন্দূর বিন্দু মুছিয়া গেল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, তাহা (যাহা ঘটিয়াছিল) কহিতে বাধা কি? প্রভু (প্রিয়) যাহা কিছু দিল অঞ্চল ঢাকিয়া লইল (পাছে) সখী সকলে উপহাস করে। (নায়িকার অধর কেশ ও মুখের অবস্থা গোপন করা যায় না, কিন্তু নায়ক পয়োধরে যে নখক্ষত চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল তাহা অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, পাছে সখীগণ দেখিয়া উপহাস করে)।

১৯৬

(রাধার উক্তি)

প্রথম সমাগম কে নহি জান।
সম কএ তৌলল পেম পরান ॥ ২।
কসল কসউটা ন ভেল মলান।
বিনু হুতবহে ভেল বারহ বান ॥ ৪।
বিকলএ গেলিহু রতন অমোল।
চিহ্নিকহু বনিকে ঘটাওল মোল ॥ ৬।
সুলভ ভেল সখি ন রহএ ভার।
কাচ কনক লএ গাঁথ গমার ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানি।
লাভ লাই গেলাহু মুলহু ভেল হানি ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি

২। কএ—করিয়া। তৌলল—ওজন করিল।

১-২। প্রথম সমাগমের (রীতি) কে না জানে? প্রেম (এবং) প্রাণ সমান করিয়া ওজন করিল।

৩। কসল—কষিলে। কসউটা—কষ্টি পাথর।

৪। হুতবহ—অগ্নি। বারহ বান—বারোগুণ মূল্য, অর্থাৎ মহামূল্য।

৩-৪। কষ্টি পাথরে কষিলে ম্লান হইল না, বিনা অগ্নিতে (দাহ না করিয়াই) মহামূল্য হইল।

৫। বিকলএ—বিক্রয় করিবার জন্য। গেলিহু—গেলাম।

৬। চিহ্নিকহু—চিহ্ন করিয়া। ঘটাওল—কমাইল, হ্রাস করিল। মোল—মূল্য।

৫-৬। অমূল্য রত্ন বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, বণিক (মাধব) চিহ্ন করিয়া (অঙ্গে রতিচিহ্ন করিয়া) মূল্য হ্রাস করিল।

৭। ভার—ভারি, অধিক মূল্য। ৮। লএ—লইয়া। গমার—মূর্খ।

৭-৮। সখি, সুলভ হইলাম, অধিক মূল্য রহিল না, মূর্খ কাচ ও কাঞ্চন লইয়া (একত্রে) গাঁথে।

১০। লাই—লাগি, লাগিয়া।

৯-১০। বিদ্যাপতি অসময়ের কথা কহিতেছে, লাভের লাগিয়া গেলাম, মূলের (ধন)ও হানি হইল।

১৯৭

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি কহইতে লাজ।
জেহো করল সোই নাগর রাজ ॥ ২।
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দূতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥ ৪।
হেরইতে দেহ মঝু থরথর কাঁপ।
সোই লুবুধ মতি তাহে করু ঝাঁপ ॥ ৬।
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি ॥ ৮।
হঠ করি নাহ কয়ল কত কাজ।
সে কি কহব ইহ সখিনি সমাজ ॥ ১০।
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সে ধনি জে থির তাহি নিহারি ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ ন কর তরাস।
ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ ১৪।

৬। সেই লুব্ধমতি তাহাতে (আমার দেহে) ঝম্প প্রদান করিল (আমাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিল)।

১০। সখিনি—সখিগণ।

১১-১২। জানিস্ যদি তবে জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন? যে তাহাকে দেখিয়া স্থির থাকে সে ধন্য।

১৯৮

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবনিক হাত॥ ২।
কাচ কাঞ্চন ন জানয় মূল।
গুঞ্জা রতন করয় সমতূল॥ ৪।
জে কিছু কভু নহি কলারস জান।
নীর খীর দুহুঁ করয় সমান॥ ৬।
তহি সৌঁ কঁহা পিরিতি রসাল।
বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর মুহ কী শোভয় পান॥ ১০।

৪। গুঞ্জা ও রত্ন তুল্য (বিবেচনা) করে।
৭। রসাল—রসযুক্ত।
৮। বানরের কণ্ঠে কি মুক্তামালা (শোভা পায়)?
১০। বানরের মুখে কি পান শোভা পায়?

১৯৯

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি রজনিক বাত।
বড় দুখে গমাওল মাধব সাত॥ ২।
করে কুচ ঝাঁপয় অধর মধুপান।
বদনে বদন দয় বধয় পরান॥ ৪।
নব যৌবন তাহে রস পরচার।
রতি রস ন জানয় কানু সে গমার॥ ৬।
মদনে বিভোর কিছুও ন জান।
কতএ বিনতি কর তৈও নহি মান॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহু মুগুধিনি সোই লুবুধ মুরারি॥ ১০।

১। বাত—কথা।
২। গমাওল—অতিবাহিত করিলাম। সাত—সাথ, সঙ্গে।
৪। দয়—দিয়া।
৫। পরচার—প্রকাশ।
৬। গমার—মূঢ়।
৮। তৈও—তথাপি।
১০। মুগুধিনি—মুগ্ধা।

২০০

(রাধার উক্তি)

ন কর ন কর সখি মোহি অনুরোধে।
কি করব হমহু তকর পরবোধে॥ ২।
অলপ বয়স হম কানু সে তরুনা।
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুনা॥ ৪।
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনি যত দুখ দেলি॥ ৬।
হঠ ভেল রস হম হরল গেয়ান।
নিবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥ ৮।
দেল আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি।
তহি খনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি॥ ১০।
নয়নে বারি দরশাওল রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নহি হোই॥ ১২।
অধর নিরস মঝু করলনি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥ ১৪।
কুচযুগে দেল নখ পরহারে।
কেশরি জনি গজকুম্ভ বিদারে॥ ১৬।
ভনই বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহু সে চেতনি লুবুধ মুরারি॥ ১৮।

কামকলা ছন্দ (পিঙ্গল)।

২। তাহার প্রবোধে আমার কি করিবে (তাহার সান্ত্বনা বাক্যে আমার কি ফল হইবে)?

৩। তরুনা—তরুণ।

৫। কয়লহুঁ—করিলেন।

১১। কাঁদিয়া চক্ষে জল দেখাইলাম।

১৩। মন্দা—দুষ্ট, দুরন্ত।

১৪। নিশীথে রাহু শশীকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ করিল।

১৫। পরহার—প্রহার, আঘাত।

১৮। চের্তানি—চতুরা।

২০১

(রাধার উক্তি)

দৃঢ় পরিরম্ভনে পিড়লি মদনে।
উবরি অয়লাহুঁ সখি পুরুব পুনে॥ ২।
টুটি ছিড়িয়ায়ল মোতিম হারে।
সিন্দুরে লুটায়ল সুরঙ্গ পবারে॥ ৪।
সুন্দর কুচ জুগ নখ খত ভরী।
জনি গজকুম্ভ বিদারল হরী॥ ৬।
অধর দশন দেখি জিব মোর কাঁপে।
চাঁদমণ্ডল জনি রাহুক ঝাঁপে॥ ৮।
সমুদ্র ঐসনি নিশি ন পাবিয় উরে।
কখন উগত মোর হিত ভএ সূরে॥ ১০।
মোএঁ নহি জাএব সখি তহি পিআ ঠামে।
বরু জিব মারি নড়াবথু কামে॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি তেজ ভয় লাজে।
আগি জাড়িয় পুনু আগিহিক কাজে॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। মদনে—মদনের দ্বারা।

২। উবরি—ফিরিয়া।

১-২। সখি, মদন কর্তৃক (মদনান্ধ মাধব দ্বারা) দৃঢ় পরিরম্ভণে পীড়িত হইয়াছি; পূর্ব্ব পুণ্যে ফিরিয়া আসিয়াছি।

৩। ছিড়িয়ায়ল—ছড়াইয়া পড়িল। ৪। সুরঙ্গ—উত্তম বর্ণ যুক্ত, সুন্দর। পবার—প্রবাল, অধর।

৩-৪। মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। সুন্দর প্রবাল সিন্দুরে লুটাইল (অধরে দশন চিহ্ন হইল)।

৫-৬। সুন্দর কুচ যুগলে নখ ক্ষত ভরিয়া গেল, সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল।

৮। ঝাঁপে—আক্রমণ।

৭-৮। অধরে দশন (চিহ্ন) দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে, চন্দ্রমণ্ডলকে যেন রাহু আক্রমণ করিল।

৯। ঐসনি—ঐসন, তুল্য। পাবিয়—পাই। উর—ওর, শেষ, পার।

১০। হিত—হিতৈষী।

৯-১০। সমুদ্র তুল্য নিশি, পার পাইনা (রাত্রি আর শেষ হয় না), আমার হিতৈষী হইয়া কখন সূর্য্য উদিত হইবে?

১১। ঠামে—ঠাঁই, নিকটে।

১২। জিব—জীবন। নড়াবথু—ফেলিয়া দিব।

১১-১২। সখি, সেই প্রিয়তমের নিকটে আমি আর যাইব না, বরং কামকে প্রাণে মারিয়া ফেলিয়া দিব।

১৪। জাড়িয়—জ্বালায়।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ভয় লজ্জা ত্যাগ কর, আগুনের কাজে আগুন জ্বালিতে হয়।

বঙ্গদেশের সঙ্কলনে এই পদের পাঠ নিম্নোদ্ধৃত আকার ধারণ করিয়াছে—

(সখীর উক্তি)

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পভার॥
সুন্দর পয়োধর নখ ক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইও কাম॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

২০২

(রাধার উক্তি)

হম অতি ভীত রহল তনু গোই।
সে রস সাগর থির নহি হোই ॥ ২।
রস নহি হোএল কএল যে সাতি।
দমন লতা জনি দমসল হাতি ॥ ৪।
পুনু কত কাকু কএল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয় মঝু নহি ভূল ॥ ৬।
হমর অছল কত পুরুবক ভাগি।
ফিরি আওল হম সে ফল লাগি ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ন করহ খেদ।
ঐসন হোয়ল পহিল সম্ভেদ ॥ ১০।

১। গোই—গোপন করিয়া।

৩। সাতি—শাস্তি।

৪। দমন—দ্রোণ পুষ্প, বঙ্গ দেশে চলিত ভাষায় ঘলঘোষে ফুল, সাধারণ মিথিলা ভাষায় দঁওনা দমসল—ক্রুদ্ধ হইয়া দলিত করিল।

৩-৪। যে শাস্তি করিল, রস হইল না, হস্তী যেন দ্রোণলতা দলিত করিল। দমন লতা জনি দমসল হাতি—এই পদ বঙ্গদেশের পাঠে হইয়াছে, মদন লতা জনু দংশল হাতি, এবং ইহার নানারূপ অদ্ভুত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠ বিকৃতির ইহা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৫। অনুকূল—অনুকূল হইবার তরে। কাকু—কাকুতি।

৬। ভূল—ভুলিল।

৭। পুরুবক ভাগি—পূর্ব্বের ভাগ্য।

১০। পহিল সম্ভেদ—প্রথম সম্ভোগ।

২০৩

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি আজুক বিচার।
সে সুপুরুখ মোহে কয়ল শিঙ্গার ॥ ২।
হসি হসি পহু আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥ ৪।
আচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনি ভেটল সুমেরু ॥ ৬।
যব নিবিবন্ধ খসাওল কাহ্ন।
তোহর সপথ হম কিছু যদি জান ॥ ৮।
রতি চিনে জানল কঠিন মুরারি।
তোহর পুনে জিয়ল হম নারি ॥ ১০।
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধু রাই।
ন কহ সুধামুখি গেল চতুরাই ॥ ১২।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী বা চৌপই ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

ভেটল—দেখিল।

৮। তোমার দিব্য যদি আমি কিছু জানি।

৯। চিনে—চিহ্নে।

১০। জিয়ল—বাঁচিলাম। তোর পুণ্যে আমি নারী রক্ষা পাইলাম।

১১। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতি। সহজ মধু রাই—রাই স্বভাবতঃ মধু।

১২। সুধামুখি, তোমার চাতুরী গিয়াছে (পরাজিত হইয়াছে), বলিও না (প্রকাশ করিও না)।

২০৪

(রাধার উক্তি)

কি করতি অবলা হঠ কএ নাহ।
নিরদএ ভএ উপভোগএ চাহ ॥ ২।
পরম প্রবল পহু কোমল নারি।
হাথি হাথ জনি পড়লি পঞোনারি ॥ ৪।

কি কহব হে সখি নাহ বিবেক।
একহি বেরি রস মাগ অনেক ॥ ৬।
করল কাকু কত কর জুগ লাএ।
তইঅও মুগুধ রতি রচএ উপাএ ॥ ৮।
বিনু অবসর হঠ রস নহি আব।
ফুললা ফুল মধুকর মধু পাব ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি গুনক নিধান।
জে বুঝ তাহি লাগ পঞ্চবান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

পর্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১। কএ—করিলে। ২। ভএ—হইয়া।

১-২। নাথ বল (প্রকাশ) করিলে অবলা কি করিবে? নির্দ্দয় হইয়া উপভোগ করিতে চায়।

৪। পঙোনারি—পদ্মনাল, মৃণাল।

৩-৪। প্রভু পরম প্রবল, নারী কোমল, যেন হস্তীর হস্তে মৃণাল পড়িল।

৫-৬। সখি, নাথের বিবেচনা কি কহিব, এক বারে অনেক রস চায়।

৭। কাকু—কাকুতি। লাএ—দিয়া।

৭-৮। যুক্ত করে কত কাকুতি করিলাম, তথাপি মুগ্ধ রতি উপায় রচনা করে।

১০। ফুললা—প্রস্ফুটিত।

৯-১০। বিনা অবসরে বলে রস আসে না, প্রস্ফুটিত ফুলে মধুকর মধু পায়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, যে গুণনিধান বুঝে তাহার পঞ্চশর লাগে।

২০৫

(রাধার উক্তি)

রামা তোরি বঢ়াউলি কেলি।
কতয় দেখলি নবি নলিনী
মত মতঙ্গজ মেলি ॥ ২।
গোর সরীর পয়োধর কোরী
পরসে অরুন ভেল।
কনক বলরি জনি রতোপলে
মুকুলে উদয় দেল ॥ ৪।
ছৈল জন জদি দৈনে ন পাইঅ
তাহেরি হৃদয় মন্দ।
খনে খনে রতি রভসে আগর
দিনে দিনে নব চন্দ ॥ ৬।
মঞে নবীনা পিআ সআনা
কুপুত কুসুম বান।
কেসরি কর করিনা পড়লি
তাসু মহতে ছোড়ান ॥ ৮।
সে জে অবসর মন ন বিসর
নয়ন চলএ নার।
সিরিসি কুসুম খগে খেলৌলহি
ভমর ভরে জে ভীর ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি সুনহ জৌবতি
পেমক গাহক কন্ত।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
সুরস বিন্দ সুতন্ত ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

দেশাসাবরী ছন্দ। ২১ হইতে ২৪ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা।

১। বঢ়াউলি—বাড়ান, বর্দ্ধিত।

২। কতয়—কোথায়। নবি—নবীনা, নব প্রস্ফুটিত! মত—মত্ত। মেলি—মিলন, মিলিত।

১-২। (দূতীকে সম্বোধন করিয়া) রামা, তোর কর্ত্তৃক কেলি বর্দ্ধিত (তুই কেলি বাড়াইলি), নব নলিনী মত্ত মাতঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে, কোথাও দেখিয়াছিস্?

৩। কোরী—কোরা, নূতন। পরসে—স্পর্শে।

৪। বলরি—বল্লরী। রতোপলে—রক্তোৎপল।

৩-৪। গৌরবর্ণ শরীর ও নূতন পয়োধর স্পর্শে অরুণ বর্ণ হইল, যেন কনক লতায় রক্তোৎপলের মুকুল উদয় দিল (হইল)।

৫। ছৈল—রসিক। দৈন—দৈন্য। পাইঅ—পায়। তাহেরি—তাহার। মন্দ—ক্ষুব্ধ।

৬। আগর—শ্রেষ্ঠ।

৫-৬। রসিক যদি দৈন্য প্রকাশ করিয়া না পায় তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়। ক্ষণে ক্ষণে রতি আনন্দে শ্রেষ্ঠ (হয় যেমন) দিন দিন নব চন্দ্র (বর্দ্ধিত হয়)।

৭। মঞে—আমি। নবীনা—বালা, কিশোরী। সেয়ানা—চতুর, রসিক। কুপুত—কুপিত।

৮। কেসরি—কেশরী। তাসু—তাহার, তাহাকে। মহতে—মুস্কিল, কঠিন।

৭-৮। আমি বালা, প্রিয়তম রসিক (তাহাতে) কন্দর্প কুপিত, (যেন) সিংহের হস্তে হস্তিনী পড়িল, তাহাকে ছাড়ান কঠিন।

৯। অবসর—সময়। বিসর—বিস্মরণ হয়।

১০। সিরিসি—শিরীষ। খগে—খগ, পক্ষী। খেলোলহি—খেলা করিল। ভীর—ভীত।

৯-১০। সে যে সময়, মন বিস্মৃত হয় না, নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয়, যে শিরীষ কুসুম ভ্রমর ভরে ভীত তাহাতে পক্ষী ক্রীড়া করিল।

১২। বিন্দ—জানেন। সুতত্ত—সুতত্ত্ব।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতি, কান্ত প্রেমের গ্রাহক। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সুরসের সম্যক তত্ত্ব অবগত আছেন।

২০৬

(রাধার উক্তি)

পহিলুকি পরিচয় পেমক সঞ্চয়
রজনী আধ সমাজে।
সকল কলারস সভরি ন ভেলে
বৈরিনি ভেলি মোরি লাজে ॥ ২ ।
সাএ সাএ অনুসএ রহলি বহুতে।
তহিহি সুবন্ধুকে কহিএ পঠাইঅ
জৌ ভমরা হোঅ দূতে ॥ ৪ ।
খনহি চীর ধর খনহি চিকুর গহ
করয় চাহ কুচ ভঙ্গে।
একলি নারি হমে কত অনুরঞ্জব
একহি বেরি সবে রঙ্গে ॥ ৬ ।
তখনে বিনয় জত সে সবে কহব কত
কহএ চাহল করে জোলী।
নবএ রস রঙ্গ ভইএ গেল ভঙ্গ
ওড় ধরি ন ভেলে বোলী ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
পহু অভিমত অভিমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই বিরমানে ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

কামসুহব ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

প্রত্যন্তর ১২ মাত্রা—অনুসএ রহলি বহুতে।

১। পহিলুকি—প্রথম। সমাজে—সন্নিধি, নিকট।

২। সভরি—সামলান। বৈরিনি—বৈরিণী।

১-২। প্রেমের সঞ্চয়ে (সঞ্চিত প্রেমে) প্রথম পরিচয়, অর্দ্ধ রজনীতে সাক্ষাৎ, সকল কলারস সামলান (নির্ব্বাহিত) হইল না, লজ্জা আমার শত্রু হইল।

৩। সাএ—সই। অনুসএ—অনুতাপ। বহুতে—বহুত, অনেক।

৪। তহিহি—তাঁহাকে। পঠাইঅ—পাঠাইব। জৌ—যদি।

৩-৪। সখি, সখি, অত্যন্ত অনুতাপ রহিল। যদি ভ্রমর দূত হয় (তবে) সেই সুবন্ধুকে কহিয়া পাঠাইব।

৫। খনছি—ক্ষণে। গহ—গ্রহণ করে।

৬। অনুরঞ্জব—অনুরঞ্জন করিব। বেরি—বার, সময়।

৫-৬। ক্ষণে বস্ত্র ধরে, ক্ষণে কেশ গ্রহণ (ধারণ) করে, কুচ ভঙ্গ করিতে চায়। আমি একাকিনী নারী, একবারে সকল রঙ্গে কত অনুরঞ্জন করিব?

৭। চাহল—চাহিল। করে জোলী—হাত জুড়িয়া।

৮। নবএ—নূতন। ওড়—ওর, সীমা। ধরি—ধরিয়া, পর্য্যন্ত। বোলী—কথা।

৭-৮। সে সময়কার যত বিনয় সে সকল কত কহিব, যুক্ত করে কহিতে (আমাকে বলিতে) চাহিল। নূতন রঙ্গে রস ভঙ্গ হইয়া গেল, শেষ পর্য্যন্ত কথা হইল না (সম্ভোগ হইল না)।

৯। জৌবতি—যুবতী।

১০। বিরমানে—রমণ, বল্লভ।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, প্রভুর অভিমত (যুক্তিযুক্ত) অভিমান। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

১। পেসল—কোমল। সমাজে—মিলনে।

১-২। প্রিয়তমের (সহিত) প্রথম মিলনের কোমল রস (অনুভব করিলাম), কতক্ষণ লজ্জা অখণ্ডিত রাখিব?

৩-৪। কহ গজগামিনি, প্রিয়তমের অনুরাগে আপনার মনে কত নাগরীপণা (কলাকৌশল) জাগরিত হয়?

৫। চীর—বস্ত্র। হেরী—হেরিয়া।

৬। কতি—কত। বেরী—বার।

৫-৬। হাসিয়া (আমাকে) দেখিয়া অঞ্চল (ও) বস্ত্র ধরে। না না শব্দ কতবার বলিব?

৭-৮। উভয়ের রতিরঙ্গে দুই জনের মন পূর্ণ হইল, তথাপি অনঙ্গ ধনুর্গুণ ত্যাগ করেনা (নিবৃত্ত হয় না)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ নৃপ শিবসিংহ এই রস জানেন।

২০৭

(রাধার উক্তি)

পিঅ রস পেসল প্রথম সমাজে।
কত খন রাখব অখঁডিত লাজে ॥ ২ ।
কহ গজগামিনি জত মন জাগে।
অপন নাগরিপন পিঅ অনুরাগে ॥ ৪।
আচর চীর ধরই হসি হেরী।
নহি নহি বচন ভনব কতি বেরী ॥ ৬ ।
দুহু মন পুরল উভয় রতিরঙ্গে।
তইঅও সে ধনুগুন ন ছাড় অনঙ্গে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
নৃপ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুথি।

(মাধবের উক্তি)

সুবল সঞো বইসি সাম।
কহয় রজনি বিলাস কাম ॥ ২ ।
সে যে সুবদনি সুন্দরি রাই।
আবেশে হিয়াক মাঝ লাই ॥ ৪ ।
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥ ৬ ।
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব সপন ভেল মোই ॥ ৮ ।
কিয় সে বচন অমিয় মীঠ।
ভঁউহু ভঙ্গিম কুটিল দীঠ ॥ ১০ ।
সে ধনি হিয়াক মাঝ জাগে।
বিদ্যাপতি কহ নবীন রাগে ॥ ১২ ।

প্রথম দুই পংক্তি মাধবের উক্তি নয়।

৪। লাই—লাগাই, ধারণ করি।

৬। আনন্দে মৃদু মৃদু স্মিত হাস্য করিয়া।

৯। অমিয় মিঠ—অমৃততুল্য মধুর।

১০। ভ্রুভঙ্গ কুটিল দৃষ্টি।

২০৯

(মাধবের উক্তি)

সুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ।
সে যে মুগুধিনি হেরি মুখানি
বাঢ়ল রস তরঙ্গ ॥ ২ ।
কত ন যতনে বচন বোলল
হসি মিটাওল আধ।
সে যে কুলবহু কহ লহু লহু
শুনইতে ভই গেল সাধ ॥ ৪ ।
গাঢ় আলিঙ্গনে চঁউকি উঠএ
অলসে সুতল কোর।
পবনে আকুল নবীন কমল
ভমর রহল অগোর ॥ ৬ ।

পদকল্পতরু।

৩। কত যত্ন করিয়া কথা কহিল, হাসিয়া অর্দ্ধেক মিটাইল (হাসিতে কথার অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ রহিল)।

৫। চঁউকি—চমকিয়া।

৬। পবনে আকুল নবীন কমলকে ভ্রমর আগুলাইয়া রহিল।

২১০

(মাধবের উক্তি)

বেলজ সঞো যব বসন উতারল
লাজে লজাওলি গোরি।
করে কুচ ঝঁপইতে বিহুসি বয়নি ধনি
অঙ্গ কয়ল কত মোরি ॥ ২ ।
নিবিবন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি
পুনু বেকত কুচ জোর।
দুহু সমধানে বিকল ভেল শশিমুখি
তব হম কোরে অগোর ॥ ৪ ।
এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাহিক প্রেমে ভেল ভোর।
ভনই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর ॥ ৬ ।

পদকল্পতরু।

১। বেলজ—নির্লজ্জতা। উতারল—নামাইলাম, খুলিয়া লইলাম। লজাওলি—লজ্জায় মৌন (নীরব) হইয়া রহিল।

২। বিহুসি বয়নি—স্মিতমুখী। মোরি—মোড়ি, ফিরাইয়া।

১-২। নির্লজ্জভাবে যখন (তাহার) বসন খুলিয়া লইলাম, সুন্দরী লজ্জায় নীরব (লজ্জিত হইয়া মৌন) হইল; কর দ্বারা কুচ আচ্ছাদন করিতে ধনী স্মিতমুখী (হইয়া) কত অঙ্গ মুড়িল (দেহ ফিরাইবার চেষ্টা করিল)।

৩। খসইতে—খসাইতে। বেকত—ব্যক্ত। জোর—জোড়া।

৪। সমধানে—সম্পন্ন করিতে। অগোর—আগুলাইলাম।

৩-৪। নীবিবন্ধ খসাইতে ধনী হাত দিয়া (আমার) হাত ধরিল, (তাহাতে) আবার কুচযুগ ব্যক্ত হইল। দুই সম্পন্ন করিতে (নীবিবন্ধ রক্ষা করিতে ও কুচ আচ্ছাদন করিতে) শশীমুখী বিকল হইল, তখন আমি ক্রোড়ে আগুলাইলাম (তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম)।

৫-৬। এই পর্য্যন্ত কহিয়া মাধব রাইর প্রেমে ভোর হইয়া বিষণ্ণ হইল (বিষাদে নীরব হইল)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গোবিন্দদাস তাহার পর এই রসের সীমা পূর্ণ করিল (পদ পূর্ণ করিল)।

এখন পদ যে আকারে রহিয়াছে তাহাতে বিবেচনা হয় প্রথম দুইটী শ্লোক, বা চারিটী পংক্তি বিদ্যাপতির রচনা, শেষ দুইটী গোবিন্দদাসের। মিথিলায় যুক্ত ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায় না।

২১১

(মাধবের উক্তি)

থর থর কাঁপল লহু লহু ভাস।
লাজে ন বচন করয় পরগাস ॥ ২।
আজু ধনি পেখল বড় বিপরীত।
খনে অনুমতি খনে মানয় ভীত॥ ৪।
সুরতক নামে মুদয় দুই আঁখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি ॥৬।
চুম্বন বেরি করয় মুখ বঙ্কা।
মিলল চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা ॥ ৮।
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভণ্ডারক চোরী ॥ ১০।
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি ॥ ১৪।

৪। ক্ষণে অনুমতি দেয় (সম্মতি প্রকাশ করে), ক্ষণে ভয় পায়।

৬। মদন মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ পাইল (সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হইল)।

৭। বঙ্কা—বাঁকা, ফিরায়।

৮। সরোরুহ চন্দ্রের ক্রোড়ে মিলিল (চন্দ্রোদয়ে পদ্ম যেমন মলিন হয় সেইরূপ মুখ মলিন হইল)।

১০। জানিল (যে) মদনের ভাণ্ডার চুরী (যাইবে)।

১১। ফুয়ল—খোলা, মুক্ত। সাঁঠি—চাপিয়া রাখা।

১১-১২। বস্ত্র খুলিয়া গিয়াছে (কিন্তু) বক্ষ বাহু দ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছে; রত্ন বাহিরে, অঞ্চলে গাঁট দেয়।

১৪। আলিঙ্গনের সময় শয্যা ত্যাগ করে।

ভণিতা বোধ হয় মূল পদে ছিল না, অথবা বঙ্গদেশে বিকৃত হইয়াছে।

২১২

(মাধবের উক্তি)

দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ।
তিল এক লাগি কত উপজল নেহ ॥ ২।
নূতন মনসিজ গুরুতর লাজ।
বেকত পেম কত করয় বেয়াজ ॥ ৪।
খন পরিতেজ খন আবয় পাস।
ন মিলয় মন ভরি ন হোয় উদাস ॥ ৬।
নয়নক গোচর থির নহি হোয়।
কর ধরইত ধনি মুখ ধরু গোয় ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস গাব।
অভিনব কামিনি উকুতি জনাব ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১-২। কোমলদেহ কমলমুখীকে দেখিলাম। এক তিলের জন্য কত স্নেহ উপজিল।

৪। বেয়াজ—ব্যাজ, ছলনা।

৩-৪। মনসিজ নূতন (নূতন প্রেম—মদনাধিকার নূতন), (সেই কারণে) গুরুতর লজ্জা; প্রেম ব্যক্ত (তথাপি তাহা গোপন করিবার জন্য) কত ছলনা করে।

৫-৬। ক্ষণে পরিত্যাগ করে (নায়ক হইতে দূরে চলিয়া যায়), ক্ষণে নিকটে আসে; মন ভরিয়া মিলে না (সম্পূর্ণ মিলন হয় না) (আবার) উদাস (ও) হয় না।

৭। গোচর—দৃষ্টি।

৮। ধরু—ধরে, রাখে।

৭-৮। নয়নের দৃষ্টি স্থির হয় না (সর্ব্বদা চঞ্চল), হস্ত ধারণ করিলে ধনী মুখ গোপন করে (করিয়া রাখে)।

১০। উকুতি—উক্তি, মনোভাব (কৌশলে মনোভাব প্রকাশ)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, আমি এই রস (মিলন রস) গাহিতেছি। অভিনব (নব প্রেমাধিনী) কামিনী (এইরূপ করিয়া) মনোভাব (সম্মতি) জানায়।

২১৩

(মাধবের উক্তি)

বালা রমণি রমণে নহি সুখ।
অন্তরে মদন দিগুণ দএ দুখ ॥ ২।
সব সখি মীলি শুতায়ল পাস।
চমকি চমকি ধনি ছাড়এ শাস ॥ ৪।
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র ন শুনয় জনি বাল ভুজঙ্গ ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগুধিনি নারি ॥ ৮।

২। এই চরণের পর পদকল্পলতিকায় আছে—

সুখ নাহি পাওল বেদন সার।
গরুঅ ভুখে জনি থোর আহার ॥

৫। মোড়ই—ফিরায়। আলিঙ্গন করিতে সমস্ত অঙ্গ (মুক্ত হইবার জন্য) ফিরাইয়া লয়।

৬। ভুজঙ্গ শিশু যেমন মন্ত্র শোনে না।

এই পংক্তির পর আর কয়েকটী পংক্তি আছে—

বেরি এক রহ ধনি মুদি নয়ান।
রোগি করয় জনি ঔখধ পান ॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ ॥

এই কয়েক পংক্তি অপর পদে সখী শিক্ষা বা প্রবোধের আকারে পাওয়া যায় এবং সেই স্থলে সঙ্গত। ১৩৭ সংখ্যক পদ দেখ।

৮। মুগুধিনি—মুগ্ধা।

পদকল্পলতিকার ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
বালা রমণি তুঁহু রসিক সুজান ॥

২১৪

(দূতীর প্রতি মাধবের উক্তি)

করে কর ধরি যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যইসে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥ ২।
রামা হে শপথ করহুঁ তোর।
সোই গুণবতি গুণ গণি গণি
ন জানিয় কিয় গতি মোর ॥ ৪।
গলিত বসন লুলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
সে কিয় বিসরি পার ॥ ৬।
নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভনে বিদ্যাপতি ভল সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ৮।

১। বিহসি—মুচকিয়া হাসিয়া।

২। যেন চন্দ্র কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া কুমুদকে কোলে লইল।

৬। আহা উহু—মূল মৈথিল নয়, বাঙ্গালা আকারে এরূপ হইয়াছে। বিসরি পার—ভুলিতে পারি?

৭। কেতন—গৃহ, কুঞ্জগৃহ। বাধা—ব্যথা, পীড়া।

৮। উমতি—উন্মত্ত। বিপতি—বিপত্তি, বিপদ।

৭-৮। নিভৃত নিকুঞ্জে চেতন হরণ করিল, হৃদয়ে ব্যথা রহিল। বিদ্যাপতি কহে, ভাল উন্মাদ, রাধা বিপদে পড়িল (মাধব রাধার জন্য উন্মত্ত হইয়া এইরূপ করিলে রাধার কলঙ্ক রটিবার আরও আশঙ্কা)।

কৌতুক।

২১৫

(দূতীর প্রতি রাধার উক্তি)

পিয়া পরদেস আস তুঅ পাসহি
তেঁ বোলহ সখি আন।
জে পতিপালক সে ভেল পাবক
ইথী কি বোলত আন ॥ ২।
সাজনি অঘটন ঘটাবহ মোহি।
পহিলহি আনি পানি পিয়তমে গহি
করে ধরি সোপলিহু তোহি ॥ ৪।
কুলটা ভএ যদি পেম বঢ়াবিঅ
তেঁ জীবনে কী কাজ।
তিলা এক রঙ্গ রভস সুখ পাওব
রহত জনম ভরি লাজ ॥ ৬।
কুলকামিনি ভএ নিঅ পিয় বিলসে
অপথে কতহু নহি জাই।
কী মালতী মধুকর উপভোগয়
কিম্বা লতাহি সুখাই ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ কুল রথলে রহ
দূতি বচনে নহি কাজ।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেই সমাজ ॥ ১০।

রাগতরঙ্গিণী।

সুহবকোডার ছন্দ। ২৪ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। আস—আশা।

২। পতিপালক—প্রতিপালক। পাবক—অগ্নি, অগ্নিতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। ইথী—ইহাতে। আন—অপর লোক।

১-২। প্রিয়তম (স্বামী) বিদেশে (এই কারণে) তোমার নিকট আশা, সেই জন্য তুমি অন্য কথা বলিতেছ। যে প্রতিপালক সেই দাহক (ভক্ষক) হইল, ইহাতে অন্য লোকে কি বলিবে ?

৩-৪। সজনি, আমার অঘটন ঘটিবে। প্রথমে তুমি আমার হস্ত ধারণ করিয়া প্রিয়তমের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলে।

৫। বঢ়াবিয়—বাড়াইব।

৫-৬। কুলটা হইয়া যদি প্রেম বাড়াই তাহা হইলে জীবনে কি কাজ ? এক তিল রঙ্গ আনন্দ সুখ পাইব, জন্ম ভরিয়া লজ্জা রহিবে।

৭। বিলসে—বিলাস করে। কতহু—কখনও।

৭-৮। (যে) কুলকামিনী হয় (সে) নিজ প্রিয়তমের সহিত বিলাস করে, অপথে কখনও যায় না। মালতী হয় মধুকর কর্তৃক উপভুক্ত হয় কিম্বা লতাই (মালতী) শুখায় (মালতী প্রাণত্যাগ স্বীকার করে তথাপি পরের প্রতি অনুরক্ত হয় না)।

৯। রথলে—লইয়া। ১০। সমাজ—সমীপ, এক স্থানে অবস্থান।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কুল লইয়াই থাক, দূতীর কথায় কাজ নাই। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (ও) লখিমা দেবীর সাক্ষাতে (কবি কহিতেছে)।

২১৬

(রাধার উক্তি)

নিধন কা জঞো ধন কিছু হো
করএ চাহ উছাহ ;
সিআর কা জঞো সীঁগ জনমএ
গিরি উপারএ চাহ ॥ ২।

দূতী বুঝলি তোহরি মতী।
ছাড়রে চন্দা ভরইতে বুলহ
কি হয়হ তাহে বিপতী ॥ ৪।
পিপড়ী কা জঞো পাঁখি জনমএ
অনল করএ ঝপান।
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী
কে নহি জান ॥ ৬।
জইও জকর মূহ পেচ সন
দূসএ চাহএ আন।
হম তহ কে বিষগু আগর
ঢোঁঢ়হু কা থিক ভান ॥ ৮।
ঝরক পানী ডোভক কোঁঈ
গরব উপজু জাহি।
ভনে বিদ্যাপতি দহক কমল
দূসয় চাহএ তাহি ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

বৃহদ্বিয়োগি মালব ছন্দ। ২০ হইতে ২৮ মাত্রা।

১। নিধন কাঁ—নির্ধন ব্যক্তির। জঞো—যদি। উছাহ—উৎসাহ।

২। সিআর—শৃগাল। সাঁগ—শৃঙ্গ। উপারএ—উপাড়িতে।

১-২। নির্ধনের যদি কিছু ধন হয়, উৎসাহ করিতে চায়; শৃগালের যদি শৃঙ্গ জন্মায়, পর্ব্বত উৎপাটন করিতে চায়।

৩। মতী—মতি। ৪। ভরইতে—নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ করা, যেরূপ প্রহরীর অথবা শান্তিরক্ষকের ভ্রমণ। হয়হ—হরণ হয়।

৩-৪। দুতি, তোর মতি (বুদ্ধি) বুঝিয়াছি। চন্দ্র যদি ভ্রমণ ত্যাগ করে তাহা হইলে কি তাহার বিপত্তি যায়? (চন্দ্র যেখানেই থাকুক রাহু তাহাকে গ্রাস করিবে)।

৫-৬। পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হইলে অনলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অল্প জলে পুঁটি মাছ ফর্ ফর্ করে কে না জানে?

অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেণ সফরি ফর্ফরায়তে।
নীতিরত্ন।

৭-৮। যাহার মুখ পেচক তুল্য সেও অপরকে দূষিতে চায়, ঢোঁড়া সাপের মনে হয় আমার অপেক্ষা কাহার বিষ শ্রেষ্ঠ?

৯। ঝরক—ঝরণার। ডোভক—ডোবার। কোঁঈ—কুমুদিনী।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ঝরণার জলে (পুষ্ট) ডোবায়জাত কুমুদিনীর গর্ব্ব উৎপন্ন হয় (সে) হ্রদের কমলকে দোষ দিতে চায়।

এই পদে রাধা দূতীকে সম্বোধন করিয়া মাধবকে ব্যঙ্গ করিতেছেন।

২১৭

(দূতীর প্রতি রাধার উক্তি)

কউড়ি পঠওলে পাব নহি ঘোর।
ঘীব উধার মাগ মতিভোর ॥ ২।
বাস ন পাবএ মাগ উপাতি।
লোভক রাসি পুরুষ থিক জাতি ॥ ৪।
কি কহব আজ কি কৌতুক ভেল।
অপদহি কাহ্নক গৌরব গেল ॥ ৬।
অএলে বইসএ পাব পোআর।
সেজক কহিনী পুছএ বিআর ॥ ৮।
ওছাওন খণ্ডতরি পলিআ চাহ।
অওর কহব কত অহিরিনি নাহ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি পহু গুনমন্ত।
সিরি সিবসিংহ লখিমা দেবি কন্ত ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। কউড়ি—কড়ি। পাব—পায়। ঘোর—ঘোল।

২। ঘীব—ঘৃত। উধার—ধার। মাগ—চায়। মতিভোর—ভ্রষ্টমতি, মতিচ্ছন্ন।

১-২। কড়ি পাঠাইলে (নগদ) ঘোল পায় না, মতিচ্ছন্ন ঘৃত ধার চায় (অনেক সাধাসাধিতেও মাধব প্রেমের সামান্য সমাদর পায় না, না সাধিয়াই অধিক প্রেম চায়)।

৩। বাস—বাসস্থান। উপাতি—অত্যন্ত সম্মান।

৪। থিক—হয়, আছে।

৩-৪। বাসস্থান পায় না, অত্যন্ত সম্মান চায়, পুরুষ জাতি লোভের রাশি (অত্যন্ত লুব্ধ)।

৬। অপদহি—অস্থানে।

৫-৬। আজ কি কৌতুক হইল কি কহিব! অস্থানে (যে স্থানে এরূপ হইবার কথা নয়) কানাইয়ের গৌরব গেল।

৭। অএলে—আসিলে। বইসএ—বসিতে। পোআর—খড়, বিচালি। বিআর—বিচার।

৭-৮। আসিলে বসিতে বিচালি পায়, শয্যার কথার বিচার (শয্যা কোথায়) জিজ্ঞাসা করে।

৯। ওছাওন—বিছানা। খণ্ডতরি—ছেঁড়া চ্যাটাই (মাদুর)। পলিআ—পালঙ্ক।

১০। অহিরিনি নাহ—গোয়ালিনীর স্বামী (গোপীবল্লভ)।

৯-১০। বিছানা ছেঁড়া মাদুর, পালঙ্ক চায়। গোয়ালিনীর বল্লভের (কথা) আর কত কহিব?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে প্রভু গুণবান। শ্রীশিবসিংহ লখিমা দেবীর কান্ত।

২১৮

(দূতির প্রতি রাধার উক্তি)

গাএ চরাবএ গোকুল বাস।
গোপক সঙ্গম কর পরিহাস ॥ ২।
অপনহি গোপ গরুঅ কী কাজ।
গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥ ৪।
সাজনি বোলহ কাহ্নু সঞো মেলি।
গোপ বধূ সঞো জহ্নিকা কেলি ॥ ৬।
গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ সঁসার ॥ ৮।
বস বথান সালি দুহ গাএ।
তহ্নি কী বিলসব নাগরি পাএ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। গরু চরায়, গোকুলে বাস করে, গোপের সঙ্গে পরিহাস করে।

৩-৪। আপনি গোপ, কি ভারি কাজ (তাহার পক্ষে এরূপ আচরণ বিচিত্র কি)! তুমি আমাকে গোপনে বলিতেছ (তথাপি) আমার বড় লজ্জা হইতেছে।

৬। জহ্নিকা—যাঁহার।

৫-৬। সজনি, কানাইয়ের সহিত মিলন (করিতে) বলিতেছ, গোপবধূর সহিত যাঁহার কেলি!

৭। গামক—গ্রামের। ৮। সঁসার—সংসারবাসী।

৭-৮। সংসারের সকল লোক গ্রামে বাস করিলে গোঁয়ার বলে, নগরে (বাস করিলে) নাগর বলে। (এই পদে নাগর ও গমার শব্দের মৌলিক অর্থ জানিতে পারা যাইতেছে)।

৯। বথান সালি—গোয়াল ঘর। দুহ—দোহন করে। ১০। তহ্নি—তিনি।

৯-১০। গোয়াল ঘরে বাস করে, গরু দোহন করে, তিনি নাগরী পাইয়া কি বিলাস করিবেন?

মুগ্ধাঞ্চলং চঞ্চল পশ্য লোকং
বালোসি নালোকয়সে কলঙ্কং।
ভাবন্ন জানাসি বিলাসিনীনাং
গোপাল গোপাল ন পণ্ডিতোসি ॥

২১৯

(রাধার উক্তি)

রাহু তরাসে চাঁদ হম মানি।
অধর সুধা মনমথে ধরু আনি ॥ ২।
জিব জএো জোগাএব ধরব অগোরি।
পিবি জনু হলহ লগতি হম চোরি ॥ ৪।
সহজহি কামিনি কুটিল সিনেহ।
আস পসাহ বাঁক সসিরেহ ॥ ৬।
কী কহ্নু নিরখহ ভঁঞ্ক ভঙ্গ।
ধনু হমে সোঁপি গেল অপন অনঙ্গ ॥ ৮।
কঞ্চনে কামে গঢ়ল কুচ কুম্ভ।
ভঙ্গইতে মনব দেইতে পরিরম্ভ ॥ ১০।
কৈতব করথি কলামতি নারি।
গুন গাহক পহু বুঝথি বিচারি ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি ন করহি বাধ।
আসা বচনে পুরহি ধনি সাধ ॥ ১৪।
গরুড়নরায়ন নন্দন জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

১। মানি—মানিয়া।

২। ধরু—ধরিল, রাখিল।

১-২। রাহুর ত্রাসে আমার (মুখ) চন্দ্র (তুল্য) মানিয়া মন্মথ (আমার) অধর মধ্যে অমৃত আনিয়া রাখিল। পাঠান্তর—

রাহু তরাস চাঁদ সএো আনি।
অধর সুধা মনমথে ধরু জানি ॥

৩। জিবজএো—প্রাণের মত। জোগাএব—যোগাইব, সাবধানে রাখিব। ধরব—রাখিব। অগোরি—আগলাইয়া।

৪। পিবি—পান করিয়া। লগতি—লাগিবে।

৩-৪। প্রাণের মত সাবধানে আগলাইয়া রাখিব, পান করিয়া যাইও না, আমার চুরী লাগিবে (চুরীর অপবাদ হইবে)।

৫। সহজহি—স্বভাবতঃ। পসাহ—সাজ।

৬। আস—আস্য, মুখ। বাঁক সসিরেহ—বাঁকা শশিরেখা, তিলক।

৫-৬। স্বভাবতঃই কামিনীর কুটিল স্নেহ, (তাহার উপর) মুখে তিলক সাজান আছে।

পাঠান্তর—

চতুর সখী জন লাবথি নেহ।
আসে পসাহি বাঙ্ক সসি রেহ ॥

চতুর সখী মুখে তিলক সাজাইয়া প্রেম ঘটনা করে (দর্শকের হৃদয়ে প্রেম জাগাইয়া দেয়)।

৭। কহ্নু—কানাই। ভঁঞ্ক ভঙ্গ—ভ্রূভঙ্গ।

৭-৮। কানাই, (আমার) ভ্রূভঙ্গ কি দেখিতেছ? অনঙ্গ আপনার ধনু আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে।

১০। ভঙ্গইতে—ভাঙ্গিতে। মনব—মনে হইবে।

৯-১০। কাম (আমার) কুচ কুম্ভ কাঞ্চনে গড়িল, আলিঙ্গন দিলে মনে হইবে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

১১-১২। কলাবতী নারী ছল করিতেছে, গুণ-গ্রাহক প্রভু বিচার করিয়া বুঝিবে।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বাধা করিও (দিও) না, ধনি, আশাবাক্যে সাধ পূর্ণ কর।

১৫। গরুড় নরায়ন—শিবসিংহের পিতা দেব সিংহের উপাধি গরুড়নারায়ণ ছিল।

১৫-১৬। গরুড়নারায়ণ দেবসিংহনন্দন লখিমা দেবীর বল্লভ (শিবসিংহ) জানেন।

২২০

(রাধার উক্তি)

হঠে ন হলব মোর ভুজ জুগ জাতি।
ভাঙ্গি জাএত বিস কিসলয় কাঁতি ॥ ২।
হঠ ন করিয় হরি ন করিয় লোভ।
আরতি অধিক ন রহ সুখ সোভ ॥ ৪।
হটিএ হলিয় নিঅ নয়ন চকোর।
পীবি হলত ধসি সসিমুখ মোর ॥ ৬।

পরসি ন হলবে পয়োধর মোর।
ভাঙ্গি জাএত গিরি কনক কটোর ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ই রস ভান।
লখিমা পতি সিবসিংহ নৃপ জান ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। হঠে—বলপূর্ব্বক। হলব—যাইবে, যাইও, দিও। জাঁতি—চাপিয়া।

২। বিস—বিষ, মৃণাল। কাঁতি—কান্তি।

১-২। বলপূর্ব্বক আমার ভুজ যুগল চাপিয়া দিও না, মৃণাল কিশলয় কান্তি (বাহু যুগল) ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৩। করিয়--করিও।

৩-৪। হরি, বল (প্রকাশ) করিও না, লোভ করিও না, অধিক আরতিতে (অতিরিক্ত অনুরাগে) সুখের শোভা থাকে না।

৫। হটিএ—সরাইয়া, নিবারণ করিয়া। নিঅ—নিজ।

৬। পীবি—পান করিয়া। ধসি—বেগে আসিয়া।

৫-৬। নিজ নয়ন চকোর সরাইয়া লইয়া যাও, বেগে আসিয়া আমার মুখ চন্দ্র পান করিয়া যাইবে।

৭-৮। আমার পয়োধর স্পর্শ করিয়া যাইও (দিও) না, গিরি (তুল্য) সোনার বাটী (তুল্য পয়োধর) ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৯। ভান—ভাব।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে লখিমার পতি শিবসিংহ নৃপ এই রসের ভাব জানেন।

২২১

(রাধার উক্তি)

পহিল পসার সংসার সার রস
পরহোঁক পহিল তোহার হে।
হঠে আঁচর মোর ফেরি ন হলবে রবেঁ
রস জএ জাএত উঘার হে ॥ ২।
এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি
হঠ ন করিঅ পহু বাট হে।
জেহে বেসাহল সে কি বেসাহব
উচিত মনোভব হাট হে ॥ ৪।
কঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর
নাগর জীবন অধার হে।
ছুঅইতে রতন তুল ন রহ অধিক মুল
কিনহি ন পার গমার হে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহে সুচেতনি
হরি সঞো কইসন সমান হে।
কপট তেজিকহু ভজহ জে হরি সঞো
অন্ত কাল হোঅ ঠাম হে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

ভীমপলাশী অহিরানী ছন্দ। ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা।

১। পহিল—প্রথম। পসার—দোকান। সংসার সার রস—কেলিরহস্য। পরহোঁক—প্রথম বিক্রয়, বউনী।

২। ফেরি—ফিরাইয়া। হলবে—যাইবে। রবেঁ—রঁউয়া (ছাপরা ও আরা জেলার শব্দ), আপনি (বিজ্ঞপাত্মক)।

১-২। প্রথম কেলি রহস্যের দোকানের বউনী কি তোমার? বল পূর্ব্বক আপনি আমার অঞ্চল ফিরাইবেন না (টানিবেন না), রস (পয়োধর ও বক্ষস্থল) উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

মুগ্ধাঞ্চলং চঞ্চল পশ্যলোকং ইত্যাদি।

৪। বেসাহল—বিক্রয় হইল। উচিত—উচিত মূল্য।

৩-৪। হে হরি, হে হরি, আরতি (অতিশয় অনুরাগ) পরিহার কর, প্রভু, পথে বল প্রকাশ করিও না। যাহা মদনের হাটে উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার কি বিক্রয় করিব?

৬। কিনহি—কিনিতে। গমার—গোঁয়ার, মূর্খ।

৫-৬। কাঞ্চনে গঠিত সুন্দর পয়োধর নাগরের প্রাণাধার, ছুঁইলেই রত্ন তুল্য অধিক মূল্য রহিবে না (স্পর্শে মলিন হইয়া যাইবে), মূঢ় (তোমার তুল্য ব্যক্তি) কিনিতে পারে না।

৮। তেজিকহু—ত্যাগ করিয়া।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন সুচতুরে, হরির সহিত কেমন করিয়া সমান হইবে ? কপট ত্যাগ করিয়া ভজনা কর, যাহাতে অন্তকালে হরির নিকট স্থান হইবে (পাইবে)।

২২২

(রাধার উক্তি)

সগর সঁসারক সারে।
অছএ সুরত রস হমর পসারে ॥ ২ ॥
ছুই জনু হলহ কহ্নাই।
আরতি মান ন হলিঅ নড়াই ॥ ৪ ॥
দুরহি রহও মোরি সেবা।
পহিল পঢ়ঞোক উধারি ন দেবা ॥ ৬ ॥
হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিসেখী ॥ ৮ ॥
মিলত উচিত পরিপাটী।
মধথ মনোজ ঘরহি ঘর সাটী ॥ ১০ ॥
বিদ্যাপতি কহ নারী।
হরি সঞো কৈসন রৌক উধারী ॥ ১২ ॥

নেপালের পুঁথি।

১। সগর—সমস্ত। সঁসারক—সংসারের।

২। অছএ—আছে। পসারে—দোকানে।

১-২। সমস্ত সংসারের সার সুরত রস আমার দোকানে আছে।

৩। ছুই—ছুঁইয়া। হলহ—দিও, যাইও।

৪। মান—গৌরব। নড়াই—ফেলিয়া।

৩-৪। কানাই, ছুঁইয়া দিও না, আর্ত্তিবশতঃ (আমার) গৌরব ফেলিয়া দিও (নষ্ট করিও) না।

৫। সেবা—সম্ভ্রম পূর্ব্বক সম্ভাষণ, নমস্কার।

৬। পঢ়ঞোক—পরহৌক, বউনী, যাহা প্রথমে বিক্রয় হয়। উধারি—ধার। দেবা—দিব।

৫-৬। দূরে থাকিয়াই আমার নমস্কার (লও), প্রথম বউনীর (সামগ্রী) ধারে দিব না।

৮। বিশেখী—বিশেষ করিয়া।

৭-৮। আমার হৃদয়ে হার দেখিয়া, লোভে অত্যন্ত (বিশেষ) নিকট হইও (আসিও) না !

৯। পরিপাটী—ক্রম, আনুপূর্ব্বিক।

১০। মধথ—মধ্যস্থ। সাটী—শান্তি।

৯-১০। আনুপূর্ব্বিক উচিত মত পাইবে, মদন মধ্যস্থ ঘরে ঘরেই শান্তি (দেয়)।

১২। রৌক—রোক, নগদ।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, হে নারি, হরির সঙ্গে নগদই বা কেমন, ধারই বা কেমন !

২২৩

(রাধার উক্তি)

গুন অগুন সম কয় মানএ
ভেদ ন জানএ পহু।
নিঅ চতুরিম কত সিখাউবি
হমহু ভেলিহু লহু ॥ ২ ॥
সাজনি হৃদয় কহঞো তোহি।
জগত ভরল নাগর অছএ
বিহি ছললিহ মোহি ॥ ৪ ॥
কাম কলারস কত সিখাউবি
পুব পছিম ন জান।
রভস বেরা নিন্দে বেআকুল
কিছু ন তাহি গেআন ॥ ॥৬ ॥

নেপালের পুঁথি।

২। চতুরিম—চাতুরী। সিখাউবি—শিখাইব।

১-২। গুণ অগুণ সমান করিয়া মানে, প্রভু ভেদ জানে না। আপনার চাতুরী কত শিখাইব, আমিই লঘু হইলাম।

৩-৪। সজনি, তোকে হৃদয়ের কথা বলিতেছি, জগৎ ভরিয়া নাগর আছে, বিধাতা আমাকে ছলনা করিল।

৫-৬। কামকলারস কত শিখাইব, পূর্ব্ব পশ্চিম জানে না, আনন্দের সময় নিদ্রায় ব্যাকুল, কিছু তাহার জ্ঞান নাই।

২২৪

(রাধার উক্তি)

কুটিল বিলোক তন্ত নহি জান।
মধুরহ বচনে দেই নহি কান ॥ ২।
মনসিজ ভঙ্গে বচন মঞে জেও।
হৃদয় বুঝাএ বুঝএ নহি সেও ॥ ৪।
কি সখি করব কঞোন পরকার।
মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার ॥ ৬।
কপট গমন হমে লাউলি বেরি।
বাহুমূল দরসন হসি হেরি ॥ ৮।
কুচ জুগ বসন সম্তরিকহু দেল।
তইঅও ন মন তহ্নিক বহরি ভেল ॥ ১০।
বিমুখ হোইতে আবে পর উপহাস।
তহ্নিকে সঙ্গে কলা সহবাস ॥ ১২।
কি কএ কি করব হমে ঝখইতে জাএ।
কহ দহু অরে সখি জিবন উপাএ ॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১। তন্ত—তত্ত্ব।

১-২। কুটিল দৃষ্টির তত্ত্ব জানে না, মধুর কথায় কান দেয় না।

৩। ভঙ্গ—ভঙ্গী। জেও—যাহা।

৩-৪। কামভঙ্গী করিয়া আমি যে কথায় হৃদয়ের ভাব বুঝাইলাম, সে (তাহা) বুঝে না।

৫-৬। সখি কি করিব, কোন উপায় (করিব), মূর্খ গোপ আমার কান্ত মিলিল।

৭। লাউলি—আনিলাম।

৭-৮। আমি সময় (বুঝিয়া) কপট গমন আনিলাম (চলিয়া যাইবার ছল করিলাম), হাসিয়া চাহিয়া বাহুমূল দেখাইলাম।

৯। সম্তরিকহু—সামলাইয়া।

১০। বহরি—বাহির।

৯-১০। কুচযুগলে বস্ত্র সামলাইয়া দিলাম (সেই ছলনায় দেখাইলাম), তবু তাহার মন বাহির (প্রকাশ) হইল না।

১১-১২। এখন বিমুখ হইলে (আমি যদি তাহাকে ত্যাগ করি) পরে উপহাস করিবে, তাহার সহিত সহবাসে রস কি ?

১৩। ঝখইতে—শোকাকুল হইয়া ভাবিতে।

১৩-১৪। কি করিয়া কি করিব এই চিন্তাতেই আমার কাল কাটিতেছে, হে সখি, জীবনের উপায় কি, কহ।

২২৫

(সখীর উক্তি)

বড় কৌশল তুয় রাধে।
কিনল কহ্নাই লোচন আধে ॥ ২।
ঋতুপতি হটবএ নহি পরমাদী।
মনমথ মধথ উচিত মুলবাদী ॥ ৪।
দ্বিজ পিক লেখক মসি মকরন্দা।
কাঁপ ভমরপদ সাখী চন্দা ॥ ৬।
বহি রতিরঙ্গ লিখাপন মানে
শ্রীসিবসিংহ সরস কবি ভানে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। রাধে, তোমার বড় কৌশল, কানাইকে অর্দ্ধ লোচনে (কটাক্ষে) কিনিয়াছ।

৩। হটবএ—হট্টাকর, হাটওয়ালা, দোকানদার। নহি পরমাদি—অপ্রমাদী, যে হিসাবে ভুলে না।

৪। মধথ—মধ্যস্থ। মূলবাদী—মূল্যবাদী।

৩-৪। ঋতুপতি বসন্ত দোকানদার ভুলিবার (লোক) নয়, উচিত মূল্যবাদী (জানিয়া) মদনকে মধ্যস্থ মানিল। (সওদা বড় সুবিধা রকম হইল দেখিয়া মধ্যস্থ মানিয়া লেখাপড়া করিয়া লইল, পাছে পরে কেহ গোল না করে যে মাল উচিত মূল্যে বিক্রয় হয় নাই)।

৬। কাঁপ—কর্প, সরের কলম। সাথী—সাক্ষী।

৫-৬। দ্বিজ কোকিল (লেখক দ্বিজ হইলে লেখা সিদ্ধ হয়) লেখক, মধু মসী, ভ্রমরপদ লেখনী, চন্দ্র সাক্ষী (হইল)। (মদন মধ্যস্থ হইয়া সাক্ষীসবুদ লেখক ডাকিয়া, মসী লেখনী যোগাড় করিয়া পাকা রকম লেখাপড়া করিয়া দিলেন)।

৭। বহি—বহির্গতী, রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে মানিনীকে অনুনয়। লিখাপন—অনুভবপ্রকাশক।

৭-৮। মানাবস্থায় রুদ্ধগৃহের বাহির হইতে অনুনয়, রতিরঙ্গ (ও) মান (কৃষ্ণের) অনুভবজ্ঞাপক (কাহিনী) সরস কবি শ্রীশিবসিংহকে কহিতেছে।

বিদ্যাপতি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে এই পদের অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শ্লোক কয়টী উদ্ধৃত হইল।

রত্নাকর সুতা ভার্য্যা যস্য কৃষ্ণস্য রাধিকে।
লোচনার্দ্ধেন স ক্রীত স্বয়া তে কৌশলম্মহৎ॥
হট্টাধিপো বসন্তস্সোঽপ্রমাদী বিচক্ষণঃ।
যোগ্যমূল্যার্থ বাদীচ মধ্যস্থো মন্মথোঽভবত॥
ভ্রমরস্য পদং কর্ণো লেখকঃ কোকিলো দ্বিজঃ।
অভূৎ কৃষ্ণ ক্রয়ে রাধে শশী পাত্রং মসী মধু॥
বহির্গতিরতিক্রীড়া মানো বেদনলেখকঃ।
কৃষ্ণস্য শিবসিংহেন বাণী বিদ্যাপতেঃ কবেঃ॥

তালপত্রের নীচের অংশ ছিঁড়িয়া যাওয়াতে একটী শ্লোক ও অনুবাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষের শ্লোকটি তালপত্রে নাই, অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে।

২২৬

(সখীর উক্তি)

সাঁঝক বেরি উগল নব সসধর
ভরমে বিদিত সবতহু।
কুণ্ডল চক্র তরাসে নুকাএল
দূর ভেল হেরথি রাহু॥ ২।
জনু বৈসাস রে বদন হাথ বলাই।
তুঅ মুখ চঙ্গিম অধিক চপল ভেল
কতি খন ধরব নুকাই॥ ৪।
রতোপল জনি কমল বৈসাওল
নীল নলিন দল তহু।
তিলক কুসুম তহু মাঝ দেখিকহু
ভমর আবথি লহু লহু॥ ৬।
পানি পলব গত অধর বিম্ব রত
দসন দালিম বিজ তোরে।
কীর দূর ভেল পাস ন আবএ
ভৌঁহ ধনুহি কে ভোরে॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সন্ধ্যার সময় নব শশধর উদিত হইল, সকলে ভ্রমে বিদিত হইল (সকলের এইরূপ ভ্রম হইল)। কুণ্ডলরূপ চক্রের ত্রাসে লুকাইয়া রাহু দূর হইতে দেখিতে লাগিল (মুখ শশধর, কর্ণকুণ্ডল সুদর্শন চক্র, এবং কেশ রাহু)।

৩। বৈসসি—বসিও। বলাই—বেষ্টন করিয়া, বলয়িত করিয়া।

৩-৪। মুখ হাতে বেষ্টন করিয়া (করতলন্যস্ত মুখে) বসিও না। তোমার মুখের শোভা অধিক চঞ্চল হইল, কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে?

৫। রতোপল—রক্তোৎপল।

৫-৬। রক্তোৎপলে (করতলে) যেন কমল (মুখ) বসাইল, তাহাতে নীল নলিনী দল (নয়ন), তাহার মধ্যে তিলক কুসুম দেখিয়া ভ্রমর (নায়ক) ধীরে ধীরে আসিবে।

৭। রত—রক্ত, লোহিত। ৮। ভোরে—ভ্রমে।

৭-৮। করপল্লববলয়, লোহিত বিম্বাধর, তোর দশন দাড়িম্ব বীজ, ভ্রূতে ধনুক ভ্রম হইয়া কীর (নাসা) নিকটে আসে না।

২২৭

(দূতীর উক্তি)

বদন কামিনি হে বেকত ন করবে
চউদিস হোএত উজোরে।
চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে
ঐঁঠ কএ জাএত চকোরে॥ ২।
সুন্দরি তোরিত চলিয় অভিসারে।
অবহি উগত সসি তিমিরে তেজব নিসি
উসরত মদন পসারে॥ ৪।
অমিয় বচন ভরমহু জনু বাজহ
সৌরভে বুঝত আনে।
পঙ্কজ লোভে ভমরে চলি আওব
করত অধর মধুপানে॥ ৬।
তোঁহে রসকামিনি মধুকে জামিনি
গেল চাহিয় পিয় সেবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
কবি অভিনব জয়দেবে॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশ। চউদিস—চারিদিক। উজোরে—উজ্জ্বল, আলোকিত।

২। চাঁদক—চন্দ্রের। ভরমে—ভ্রমে। লালচে—লোভে। ঐঁঠ—এঁঠো, উচ্ছিষ্ট। কএ—করিয়া।

১-২। হে কামিনি, বদন প্রকাশ করিও না, চারিদিক আলোকিত হইবে। চন্দ্রের ভ্রমে অমৃতরস লোভে চকোর (তোমার মুখ) উচ্ছিষ্ট করিয়া যাইবে।

৩। তোরিত—ত্বরিত। চলিয়—চল।

৪। অবহি—এখনি। উগত—উদয় হইবে। তেজব—ত্যাগ করিবে। উসরত—ফুরাইয়া, উঠিয়া যাইবে।

৩-৪। সুন্দরি, ত্বরিত অভিসারে চল, এখনি চন্দ্র উদয় হইবে, তিমির নিশিকে ত্যাগ করিবে, মদনের দোকান উঠিয়া যাইবে।

৫। জনু—না। বাজহ—কহিও। বুঝত—বুঝাইবে। আনে—অন্য প্রকার।

৫-৬। ভ্রমেও অমৃত বচন কহিও না, অন্যরূপ সৌরভ বুঝাইবে; পদ্ম লোভে ভ্রমর চলিয়া আসিবে, অধর মধু পান করিবে।

৭। মধুক—চৈত্র মাসের। চাহিয়—চাই।

৮। কবি অভিনব জয়দেবে—বিসপী গ্রামের দানপত্রে বিদ্যাপতি অভিনব জয়দেব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

পাঠান্তর—গুপুত সকল রস নেহে।

৭-৮। তুমি রস কামিনি, চৈত্র মাসের রজনী, প্রিয়তমের সেবা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। কবি অভিনব জয়দেব (বিদ্যাপতি) রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের (সাক্ষাতে কহিতেছে)।

২২৮

(রাধার প্রতি সখীর উক্তি)

অম্বরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি॥ ২।
ঘরে ঘরে পহরী গেল অছ জোহি।
অবহী দূখন লাগত তোহি॥ ৪।
কতএ নুকাএব চাঁদক চোর।
জতহি নুকাওব ততহি উজোর॥ ৬।
হাস সুধারসে ন কর উজোর।
বনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর॥ ৮।
অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিন্দুরক সীম বেসাউলি মোতি॥ ১০।

ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ থী ভেদ কলঙ্ক ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। হে সুন্দরি, অম্বরে বদন আচ্ছাদন কর, রাজ্যে চাঁদের চুরী (হইয়াছে) শুনিতেছি।

৩। পহরী—প্রহরী। জোহি—খুঁজিয়া। গেল অছ—গিয়াছে।

৩-৪। ঘরে ঘরে প্রহরী খুঁজিয়া গিয়াছে, এখনি তোর (চুরীর) দোষ লাগিবে।

৫-৬। চাঁদের চোর কোথায় লুকাইবে? যেখানে লুকাইবে সেখানেই আলোক হইবে।

৭-৮। হাস্য অমৃতরসে আলোক (উৎপন্ন) করিও না, বণিক ও ধনী (তোমার দশন দেখিয়া) বলিবে আমার ধন।

১০। সীম—সীমা। বেসাউলি—বসান।

৯-১০। অধরের সীমায় দশনের উজ্জ্বল আলোক হইবে, সিন্দুরের (অধরের) প্রান্তে (যেন) মুক্তা বসান রহিয়াছে।

১১। হোহ—হও। ১২। থী—অস্তি, আছে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নিঃশঙ্ক হও, চাঁদের কলঙ্ক ভেদ আছে (চাঁদের কলঙ্ক আছে, তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক)।

এই পদে বঙ্গদেশের পাঠে কিছু প্রভেদ আছে।

২২৯

(রাধার প্রতি সখীর উক্তি)

লোলুঅ বদন সিরি ধনি তোরি।
জনু লাগিহ তোহি চাঁদক চোরি ॥ ২।
দরসি হলহ জনু হেরহ কাহু।
চাঁদ ভরমে মুখ গরসত রাহু ॥ ৪।
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার।
তীখ তরল তঁহি কটাখ ধার ॥ ৬।
নিরবি নিহারি ফাস গুন জোলি।
বাঁধি হলত তোহি খঞ্জন বোলি ॥ ৮।
সাগর সার চোরাওল চন্দ।
তা লাগি রাহু করএ বড় দন্দ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি হোউ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ কিছু লাগু কলঙ্ক ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি ও মিথিলার পদ।

১। লোলুঅ—আন্দোলিত, চঞ্চল।

১-২। ধনি, তোর মুখশ্রী চঞ্চল, তোর যেন চাঁদের চুরী না লাগে (চাঁদের চুরী অপরাধে যেন তোকে না ধরে)।

৩-৪। কাহাকেও যেন (মুখ) দেখাইও না, (তুমিও যেন) কাহাকেও দেখিও না, চাঁদের ভ্রমে রাহু মুখ গ্রাস করিবে।

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে
গ্রহণ সময় বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি সুবিমলকান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহুঃ
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় ॥

শৃঙ্গারতিলক।

৫। কার—কালো।

৫-৬। তোর ধবল নয়ন কজ্জলে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে তীক্ষ্ণ তরল কটাক্ষধার।

৭। নিরবি—উত্তম রূপে। জোলি—জোড়ি, জুড়িয়া।

৭-৮। উত্তম রূপে দেখিয়া, ফাঁস গুণ জুড়িয়া, তোকে খঞ্জন বলিয়া (ব্যাধ) বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

৯। সাগর সার—অমৃত।

৯-১০। অমৃত ও চন্দ্র চুরী করিয়াছ বলিয়া রাহু বড় কলহ করে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে নিঃশঙ্ক হও, চাঁদেরও কিছু কলঙ্ক লাগে।

২৩০

(সখীর উক্তি)

কঞ্চনে গঢ়ল হৃদঅ হথিসার।
তাহি থির থম্ভ পওধর ভার ॥ ২।
লাজ সিকর ধর দৃঢ় কএ গোএ।
আনক বচনে হলহ জনু ফোএ ॥ ৪।
দুর কর অগে সখি চিন্তা আন।
জউবন হাথি করিঅ অবধান ॥ ৬।
মনসিজ মদজলে জওঁ উমতাএ।
ধরিহিসি পিঅতম আঁকুস লাএ ॥ ৮।
জাব ন সুমত ততনি অগোর।
মুসইতে মনিহিসি মানস চোর ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন মতিমান।
হাথি মহতে নব কে নহি জান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। হথিসার—হস্তীশালা।

১-২। হৃদয়ের হস্তীশালা কাঞ্চনে গঠিত, তাহাতে পয়োধর ভার স্থির স্তম্ভ।

৩। সিকল—শিকল, শৃঙ্খল। গোএ—গোপন করিয়া। ৪। ফোএ—খুলিয়া।

৩-৪। লজ্জা শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় করিয়া (বাঁধিয়া) গোপন করিয়া রাখিবে, অপরের কথায় খুলিয়া দিও না।

৫। অগে—হে, ওলো। ৬। অবধান—অবধারণ।

৫-৬। হে সখি, অপর চিন্তা দুর কর, যৌবনকেই হস্তী স্থির কর।

৭। জঁও—যদি। উমতাএ—উন্মত্ত হয়।

৮। ধরিহিসি—ধরিবে। লাএ—লাগাইয়া।

৭-৮। যদি মনসিজ মদজলে (তোমার যৌবন) উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে (শাসন করিবে)।

৯। জাব—যতদিন। সুমত—সুমতি হয়।

১০। মুসইতে—চুরি করিতে। মনিহিসি—মানা করিবে।

৯-১০। যত দিন না সুমতি হয় ততদিন আগলাইবে, মানসচোর (মনচোর) চুরী করিলে কি নিবারণ করিতে পারিবে? (যদি কেহ তোমার যৌবনে লুব্ধ হয় তাহা হইলে তুমি সেই মনচোরকে কেমন করিয়া নিষেধ করিবে? অতএব আপনার যৌবনকে সাবধানে রক্ষা করিবে)।

১২। মহতে—মাহুত। নব—নম্র হয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মতিমান, হাতী মাহুতের নিকট নম্র হয় কে না জানে?

২৩১

(সখার উক্তি)

সিরিহি মিলল দেহা ন কুচে চান রেহা
ঘামে ন পিউল সুগন্ধা।
অধর মধুরি ফুল দেখিঅ তাহেরি তূল
ধয়লহি অছ মকরন্দা ॥ ২।
রামা অইলি হে পিয়া বিসরাই।
পুরুষ কেসরি জনি দমন লতা ধনি
ছুঅইতে জা অসিলাই ॥ ৪।
গেলিহি কয়লহ মান কী অবসর আন
কী সিসু বালভু তোরা।
মুসএ গেলিহে ধন জাগল পরিজন
লগহি কলাওক চোরা ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
ই রস কেও কেও জানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

বিয়াগিকোডার ছন্দ। ২৫ হইতে ২৯ মাত্রা।

১। সিরিহি- সিরীষ পুষ্প। মিলল—মিলিত, তুল্য। চানরেহা—চন্দ্ররেখা, নখচিহ্ন। পিউল—পান করিল। সুগন্ধা—চন্দন, অগুরু ইত্যাদি।

২। মাধুরী।—বান্ধুলী। দেখিঅ—দেখিতেছি। ধয়লহ—রাখা। অছ—আছে।

১-২। দেহ শিরীষ পুষ্পে মিলিয়াছে (যেমন শিরীষ পুষ্পের মত সুকুমার ছিল সেইরূপ রহিয়াছে, কোন প্রকার মালিন্য হয় নাই), কুচে নখচিহ্ন নাই, ঘামে সুগন্ধ পান (ধুইয়া নিঃশেষ) করে নাই। বান্ধুলী পুষ্পের (ন্যায়) অধর তাহারই তুল্য দেখিতেছি (অধরের লোহিত বর্ণ বিকৃত হয় নাই), মধু রাখা রহিয়াছে (কেহ অধরমধু পান করে নাই)।

৩। বিসরাই—ভুলিয়া।

৪। দমন—দ্রোণপুষ্প। ধনি—রমণী। অসিলাই—সঙ্কুচিত, ম্লান।

৩-৪। হে সুন্দরি, (তুই কি) প্রিয়তমকে ভুলিয়া আসিলি? পুরুষ যেন সিংহ, রমণী দ্রোণ লতা, ছুঁইতেই ম্লান হইয়া যায়।

৫। গেলিহি—যাইতেই। কী—কিম্বা। অবসর আন—অন্য অবসর, এক প্রসঙ্গে অন্য কথা। বালভু—বল্লভ।

৬। মুসএ—চুরী করিতে। লগাহি—লাগিল। কলাওক—কলঙ্ক। চোরা—চোর।

৫-৬। যাইবামাত্র কি মান করিলি, কিম্বা (এক) অবসরে অন্য করিয়াছিলি (প্রেমালাপের সময় কোন মন্দ কথা বলিয়াছিলি), কিম্বা তোর বল্লভ শিশু (কেলি রহস্য জানে না)? ধন চুরী করিতে গিয়াছিলি (এমন সময়) গৃহস্থ জাগিয়া উঠিল (কেবল) চোরের কলঙ্ক লাগিল (চুরী করিতে পারিলি না অথচ চোর বলিয়া ধরা পড়িলি)? (অভিসারিণী বলিয়া তোর কলঙ্ক হইল অথচ অঙ্গে কোন রতিচিহ্ন নাই)।

কস্তূরীবর পত্রভঙ্গ নিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে
নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্।
রাগো ন স্খলিত স্তবাধরপুটে তাম্বূল সম্বর্জিতঃ
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্রমন্দগমনে কিম্বা শিশুস্তে পতিঃ॥

শৃঙ্গারতিলক।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, লখিমাকান্ত রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের সমান এই রস কেহ কেহ (বিরল লোক) জানে।

২৩২

(দূতীর উক্তি)

উঠ উঠ মাধব কি সুতসি মন্দ।
গহন লাগ দেখ পুনিমক চন্দ॥ ২।
হার রোমাবলি জমুনা গঙ্গ।
ত্রিবলি তরঙ্গিনি বিপ্র অনঙ্গ॥ ৪।
সিন্দুর তিলক তরনি সম ভাস।
ধূসর মুখ সসি নহি পরগাস॥ ৬।
এহন সময় পূজহ পচবান।
হোঅও উগরাস দেহ রতিদান॥ ৮।
পিক মধুকর পুর কহইতে বূল।
অলপেও অবসর দান অতূল॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাএ সিবসিংহ সব রসক নিধান॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সুতসি—শয়ন করিয়া আছ। মন্দ—মন্দ সময়, অসময়। ২। গহন—গ্রহণ।

১-২। মাধব উঠ উঠ, অসময় শয়ন করিয়া আছ কেন? দেখ পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল।

৩-৪। হার গঙ্গা ও নাভিরোমাবলী যমুনা (সদৃশ) (সিতাসিত সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থ তুল্য), ত্রিবলী তরঙ্গিণী, অনঙ্গ ব্রাহ্মণ (সদৃশ)।

৫। তরণি—সূর্য্য। ভাস—শোভা পাইতেছে।

৫-৬। সিন্দুর তিলক সূর্য্য সম শোভা পাইতেছে। (রাহুগ্রস্ত) ধূসর মুখচন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে না।

৭। পূজহ—পূজা করিতেছে। ৮। উগরাস—গ্রাসমুক্ত, গ্রহণের অবসান।

৭-৮। এই সময় পঞ্চবাণ পূজা করিতেছে, মুক্তি হউক, রতিদান দাও।

৯। পুর—সম্মুখে। বুল—ভ্রমণ করিতেছে, সঞ্চরণ করিতেছে।

৯-১০। পিক ও মধুকর সম্মুখে কহিয়া সঞ্চরণ করিতেছে (ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতেছে), অবসর অল্প, দান অতুল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহিতেছে রাজা শিবসিংহ সকল রসের নিধান।

২৩৩

(দূতীর উক্তি)

ত্রিবলি তরঙ্গিনি পুর দুগ্‌গম জানি
মনমথে পত্র পঠাউ।
জৌবন দলপতি সমর তোহর
রতিপতি দূত বঢ়াউ॥ ২।
মাধব আবে সাজিয় দছ বালা।
তসু সৈসবে তোহে জে সন্তাপলি
সে সবি আউতি পালা॥ ৪।
কুণ্ডল চক্ক অঙ্কুস তিলক কএ
চন্দন কবচ অভিরামা।
নয়ন কটাখ বান গুন দএ
সাজি রহলি অছ বামা॥ ৬।
সুন্দরি সাজি খেত চলি আইলি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
লখিমা দেবি রমানে॥ ৮।

১। দুগ্‌গম—দুর্গম। পঠাউ—পাঠাইল।

২। বঢ়াউ—বাড়াইল, অগ্রসর করিয়া দিল।

১-২। ত্রিবলী (রূপিণী) তরঙ্গিণী (তটবর্ত্তী) স্থান দুর্গম জানিয়া মন্মথ দ্বারা পত্র পাঠাইল। যৌবন দলপতি তোমাকে সমরে (আহ্বান করিবার জন্য) রতিপতিকে দূত (করিয়া) অগ্রসর করিয়া দিল।

৩। আবে—এখন। সাজিয়—সাজিতেছে। দছ—কেমন, কেন। ৪। আউতি—আসে। পালা—পালটিয়া, ফিরিয়া।

৩-৪। মাধব, এখন বালা কেমন সাজিতেছে! তাহার শৈশবে তুমি যে সন্তাপ দিয়াছ (অসম্পূর্ণ যৌবনে তুমি তাহাকে রতিযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলে) সে সকলি ফিরিয়া আসিবে (তাহার প্রতিশোধ লইবে)। (পূর্ব্বে তুমি বলবান ও সে অবলা ছিল, এখন সে যৌবনের বলে বলবতী হইয়া তোমাকে সংগ্রামে পরাস্ত করিবে)।

৫। চক্ক—চক্র। কএ—করিয়া। ৬। দএ—দিয়া। রহলি অছ—রহিয়াছে।

৫-৬। কুণ্ডল (রূপ) চক্র, তিলককে অঙ্কুশ করিয়া, চন্দন (রূপ) অভিরাম কবচ (ধারণ করিয়া) নয়ন (ধনুকে) (কজ্জল) গুণ দিয়া (তাহাতে) কটাক্ষ বাণ (সংযোজনা) করিয়া বামা সাজিয়া রহিয়াছে।

৭। খেত—ক্ষেত্র, সমর ভূমি। ৮। রমান—রমণ, বল্লভ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, সুন্দরী (রণ-সজ্জায়) সাজিয়া সমরক্ষেত্রে চলিয়া আসিল। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

অভিসার।

২৩৪

(দূতীর উক্তি)

বারি বিলাসিনি আনবি কাঁহা।
তোঁহি কাহ্ন বরু জাসি তাঁহা॥ ২।
প্রথম নেহ অতি ভিতি রাহী।
কতে জতনে কতে মেরাউবি তাহী॥ ৪।
জা পতি সুরত মনে অসার।
সে কইসে আউতি জমুনা পার॥ ৬।

পথহুঁ কণ্টক জাহ বিসূর।
চরন কোমল পথ বিদূর ॥ ৮।
অতি ভআউনি নিবিলি রাতি।
কইসে অঁগীরতি জীবন সাতি ॥ ১০।
এত গুনি মনে তাহি তরাস।
মধু ন আব মধুকর পাস ॥ ১২।
পাইঅ ঠাম বইসলে ন নীধি।
জে কর সাহস তা হো সীধি ॥ ১৪।
ভন বিদ্যাপতি সুন মুরারি।
বেরস পললি অছ সে নারি ॥ ১৬।
নৃপ সিবসিংহ ই রস জান।
রানি লখীমা দেবি রমান ॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। আনবি—আনিব। কাহা—কোথায়।

২। বরু—বরং। জাসি—যাও। তাঁহা—সেখানে।

১-২। বালা বিলাসিনীকে কোথায় আনিব? কানাই, তুমি বরং সেখানে যাও।

৩। নেহ—স্নেহ, প্রেম। ভিতি—ভীতা।

৪। মেরাউবি—মিলাইব।

৩-৪। প্রথম প্রেমে রাধা অত্যন্ত ভীতা, কত যত্ন করিয়া তাহাকে কোথায় মিলাইব?

৫। জা পতি—যাহার প্রতি। মনে—অনুমান হয়, বিবেচনা হয়।

৬। আউতি—আসিবে।

৫-৬। যাহার প্রতি (পক্ষে) সুরত অসার বিবেচনা হয়, সে কেমন করিয়া যমুনা পার হইয়া আসিবে?

৭। জাহ—যাও, যাইতেছ। বিসূর—বিস্মরণ হইয়া, ভুলিয়া।

৭-৮। পথে কণ্টক ভুলিয়া যাইতেছ, চরণ কোমল, দূর পথ।

৯। ভয়াউনি—ভীতিসঞ্চারিণী। নিবিলি—নিবিড় (অন্ধকার)।

১০। অঁগীরতি—অঙ্গীকার করিবে। সাতি—শান্তি।

৯-১০। অত্যন্ত ভীতিসঞ্চারিণী নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, কেমন করিয়া জীবনের শান্তি অঙ্গীকার করিবে?

১১। গুনি—গণনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া। তাহি—তাহার।

১২। আব—আসে।

১১-১২। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহার মনে ত্রাস (হইয়াছে), মধু মধুকরের নিকটে আসে না।

১৩। পাইঅ—পায়। ঠাম—স্থান। বইসলে—বসিয়া। নীধি—নিধি। ১৪। জে—যাহাতে, যে কাজে। তা—তাহাতে। সীধি—সিদ্ধি।

১৩-১৪। (এক) স্থানে বসিয়া নিধি পাওয়া যায় না, যে কাজে সাহস করিবে তাহাতে সিদ্ধি হয়।

১৬। বেরস—বিরস। পললি—পড়লি, পড়িয়া। অছ—আছে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মুরারি, সে নারী বিরস হইয়া পড়িয়া আছে।

১৭-১৮। নৃপ শিবসিংহ, রাণী লখিমা দেবীর বল্লভ, এই রস জানেন।

২৩৫

(দূতীর উক্তি)

বারিস জামিনি কোমল কামিনি
নিদারুণ অতি অন্ধকার।
পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর
ঘন পর জলধার ॥ ২।

মাধব প্রথম নেহে সে ভীতি।
গয়ে অপনহি সেঅ বিলোকিয়
করিয় তৈসনি রীতি ॥ ৪ ।
অতি ভয়াউনি আতর জউনি
কইসে কএ আউতি পার।
সুরতরস সুচেতন বালভূ
তা পতি সবে অসার ॥ ৬ ।
এত শুনি মনে বিমুখ সুমুখী
তোহ মনে নহি লাজ।
কতএ দেখল মধু অপনে জা
মধুকর সমাজ ॥ ৮ ।

নেপালের পুঁথি।

১। বারিস—বর্ষা।

২। সহসে—সহস্র। পর—পড়িতেছে।

১-২। কোমল কামিনী, বর্ষা রাত্রি, অতি দারুণ অন্ধকার, পথে সহস্র নিশাচর (হিংস্র নিশাচর জন্তু) সঞ্চরণ করিতেছে, ঘন জলধারা পড়িতেছে।

৩। নেহে—স্নেহে। ভীতি—ভীতা।

৪। অপনহি—আপনি। সেঅ—তাহা। বিলোকিয়—দেখ। করিয়—কর।

৩-৪। মাধব, সে (রাধা) প্রথম স্নেহে (নবীন প্রেমে) ভীতা। আপনি গিয়া তাহা দেখ, সেইরূপ করিবে (তুমি বাহিরে গিয়া দেখ রাত্রি কি ভয়ানক, তাহা হইলে তুমিও রাধার মত ভয় পাইবে)।

৫। ভয়াউনি—ভয়ঙ্কর, যাহা দেখিয়া ভয় হয়। আতর—অন্তর, অন্তরায়। জউনি—যাতায়াত, গমনাগমনের পথ। কইসে কএ—কেমন করিয়া। আউতি—আসিতে।

৬। সুরতরস—রতিরস। সুচেতন—সুচতুর। বালভূ—বল্লভ। তা পতি—তাহার পর।

৫-৬। আসিবার যাইবার পথে অতি ভয়ানক অন্তরায় (বিঘ্ন), কেমন করিয়া আসিতে পারে? সুরতরস সুচতুর বল্লভ, তারপর সব অসার (এত বিঘ্ন বাধাও রাধার চক্ষে অসার, সে কেবল বল্লভকে দেখিবার তরে আকুল)।

৭। তোহ—তোর।

৮। কতএ—কোথাও। দেখল—দেখিয়াছ। অপনে—আপনি। জা—যায়। সমাজ—নিকট, মিলন।

৭-৮। সুমুখী এই সকল মনে বিচার করিয়া (গণিয়া) মনে বিমুখ (নিরুৎসাহিত) হইয়াছে, তোর মনে লজ্জা হয় না? কোথায় দেখিয়াছ মধুকরের নিকট মধু আপনি যায় (নাগর নাগরীর নিকট যায়, নাগরী কি কখন নাগরের অভিসার করে?)

২৩৬

(সখীর উক্তি)

জাগল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজল উঠি নন্দকিশোর ॥ ২ ।
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি।
অবধি ন পাওল ছুটল রাতি ॥ ৪ ।
জলধর রুচিহর সামর কাঁতি।
যুবতিমোহন বেশ ধরু কত ভাঁতি ॥ ৬ ।
ধনি অনুরাগিনি জানি সুজান।
ঘোর আঁধিয়ারে করল পয়ান ॥ ৮ ।
পর নারি পিরিতিক ঐসন রীত।
চলল নিভৃত পথে ন মানয় ভীত ॥ ১০ ।
কুসুমিত কানন কালিন্দি তীর।
তঁহা চলি আওল গোকুলবীর ॥ ১২ ।
শেখর পন্থ পর মিলল যাহি।
আনল নাগর ভেটল রাহি ॥ ১৪ ।

পদকল্পতরু।

১-২। ঘরে পরে যাহারা জাগিয়াছিল নিদ্রায় ভোর হইল, নন্দকিশোর উঠিয়া শয্যা ত্যাগ করিল।

৩ নখতর—নক্ষত্র।

৪। রাত্রি অবসান হইয়াছে কি না তাহার সীমা পাইল না (বুঝিতে পারিল না)।

৫। জলদনিন্দিত শ্যাম কান্তি।

৭। সুজন (মাধব) ধনীকে অনুরাগিণী জানিয়া।

১৩। যাহি—যাইয়া।

১৪। নাগরের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য রাইকে আনিল।

২৩৭

(দূতীর উক্তি)

চল চল সুন্দরি সুভ কর আজ।
ততমত করইত নহি হো কাজ ॥ ২।
গুরুজন পরিজন ডর করু দূর।
বিনু সাহস সিধি আঁস ন পূর ॥ ৪।
বিনু জপলে সিধি কেও নহি পাব।
বিনু গেলে ঘর নিধি নহি আব ॥ ৬।
ও পরবল্লভ তোঁহি পরনারি।
হম পয় মধ দুহু দিস গারি ॥ ৮।
তোঁহ হুনি দরশন ইহ মন লাগ।
তত কএ দেখিয় জেহন তুয় ভাগ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
জে অঙ্গীরিয় তাঁ ন গুনিঅ গারি ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। শুভ—মঙ্গল (লক্ষণ)

২। ততমত—বিলম্ব, ইতস্ততঃ। করইত—করিতে, করিলে।

১-২। সুন্দরি, চল চল, আজ শুভ (কর্ম্ম) কর; বিলম্ব করিলে কাজ হয় না।

৪। সিধি—সিদ্ধির। আশ—আশা। পূর—পূর্ণ।

৩-৪। গুরুজন পরিজনের ভয় দূর কর, বিনা [illegible] সিদ্ধির আশা পূর্ণ হয় না।

৫। পাব—পায়।

৬। নিধি—ধন। আব—আসে।

৫-৬। জপ না করিলে কেহ সিদ্ধি পায় না। না যাইলে (প্রয়াস না করিলে) ধন আসে না।

৭। পরবল্লভ—পরপতি। তোঁহি—তুমি।

৮। পয়—হইতে (অব্যয় শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়)। গারী, গারি—গালি।

৭-৮। সে পরপতি, তুমি পরনারী, আমি মধ্যে দুই দিক (হইতে) গালি (খাই)।

৯। তোঁহ—তোমারও। হুনি—সে, তাহার। ইহ—ইহা। মনলাগ—মনে লাগিয়া থাকে।

৯-১০। তথাপি (গালি খাইয়াও) তোমাতে উহাতে দরশন ইহা মনে লাগে (মনে আনন্দ হয়), যেরূপ তোমার ভাগ্য সেইরূপ করিয়া দেখ।

১২। যে—যাহা। অঙ্গীরিয়—অঙ্গীকার করিয়াছ। তাঁ—তাহাতে। গুনিয়—গণনা করিবে।

১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, যাহা অঙ্গীকার করিবে তাহাতে (তাহা পালন করিতে) গালি গণনা করিবে না। (যাহা করিতে স্বীকার করিয়াছ গালি খাইলেও তাহা করিতে হইবে)।

২৩৮

(দূতীর উক্তি)

ধনি ধনি চলু অভিসার।
শুভ দিন আজু রাজপনে মনমথ
পাওব কি রীতি বিচার ॥ ২।
গুরু জন নয়ন অন্ধ করি আওল
বান্ধব তিমির বিশেখ।
তুয় উর ফুরত বাম কুচ লোচন
বহু মঙ্গল করি লেখ ॥ ৪।
কুলবতি ধরম করম অব সব
গুরু মন্দিরে চলু রাখি।

প্রিয়তম সঙ্গে রঙ্গ করু চিরদিনে
ফলত মনোরথ শাখি ॥ ৬ ।
নীরদে বিজুরি বিজুরী সঞো নীরদ
কিঙ্কিনি গরজন জান ।
হরিখে বরিসে ফুল সব শাখী
শিখিকুল দুহু গুন গান ॥ ৮ ।

গীতচিন্তামণি।

২। রাজপনে—রাজত্বে। বিথার—বিস্তার।

৩। বান্ধব প্রধান তিমির গুরুজনের নয়ন অন্ধ করিয়া আসিল।

৪। উর—উরু। লেখ—গণনা, বিবেচনা কর। তোর বাম উরু, কুচ ও লোচন স্পন্দিত হইতেছে, বহু মঙ্গল করিয়া গণনা করিব।

৬। ফলিত মনোরথ শাখি—মনোরথ বৃক্ষ ফলযুক্ত হউক।

৭। মেঘে বিদ্যুৎ, বিদ্যুতে মেঘ (রাধা ও মাধবের মিলন) কিঙ্কিনী (মেঘ) গর্জ্জন জানিবে।

৮। শিখিকুল দুহু গুন গান— পক্ষীগণ উভয়ের গুণ গান করিবে।

২৩৯

(দূতীর উক্তি)

একে মধু যামিনি সুপুরুখ সঙ্গ।
আইতি ন করিঅ আসা ভঙ্গ ॥ ২ ।
মঞে কী সিখউবি হে তোহহি সুবোধ।
অপন কাজ হোঅ পর অনুরোধ ॥ ৪ ।
চল চল সুন্দরি চল অভিসার।
অবসর লাখ লহএ উপকার ॥ ৬ ।
তরতমে নহি কিছু সম্ভব কাজ।
আসা দএ তোহ মনে নহি লাজ ॥ ৮ ।
পিআ গুন গাহক তঞে গুন গেহ।
সুপুরুখ বচন পষানক রেহ ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

২। আইতি—আসিতে।

১-২। একে মধু (চৈত্র মাসের) যামিনী (তাহাতে) সুপুরুষের সঙ্গ, আসিতে আশা ভঙ্গ করিও না (অভিসারে যাইবে মাধবকে আশা দিয়াছ, তাহা ভঙ্গ করিও না)।

৩-৪। আমি কি শিখাইব, তুমিই সুবোধ, আপনার কাজ কি পরের অনুরোধে হয় ?

৬। লহএ—অনুমান হয়, সাধিত হয়।

৫-৬। চল চল সুন্দরি, অভিসারে চল। অবসর পাইলে লক্ষ উপকার সাধিত হয়।

৭। তরতম—তারতম্য, ইতস্ততঃ, সংশয়।

৭-৮। সংশয়ে কিছু কাজ সম্ভব নয়, আশা দিয়া তোমার মনে লজ্জা হয় না ?

৯। তঞে—তুই, তুমি। গেহ—গৃহ, ধাম।

৯-১০। প্রিয় গুণগ্রাহক তুমি গুণধাম, সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা।

২৪০

(দূতীর উক্তি)

নূপুর রসনা পরিহর দেহ।
পীত বসন হে জুবতি পিধি লেহ ॥ ২ ।
সিথিল বিলম্বে হোএত হাস।
নহি গএ হোএতে কাহুক পাস ॥ ৪ ।
গমন করহ সখি বল্লভ গেহ।
অভিমত হোএত ইথি ন সন্দেহ ॥ ৬ ।
কুঙ্কুম পঙ্কে পসাহহ দেহ।
নঅন জুগল তুঅ কাজর রেহ ॥ ৮ ।
অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ।
জানি পিসুন জনে বোলব মন্দ ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
অভিনব নাগর রূপে মুরারি ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রসনা—কাঞ্চী। ২। পিধি— পরিধান করিয়া।

১-২। নূপুর কাঞ্চী দেহ হইতে পরিহার কর, হে যুবতি, পীত বসন পরিধান করিয়া লও।

৩-৪। আলস্যজনিত বিলম্বে উপহাস হইবে. কানাইয়ের নিকটে যাওয়া হইবে না।

৫-৬। সখি, বল্লভের গৃহে গমন কর, অভিমত (পূর্ণ) হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

৭। পসাহহ—প্রসাধন কর।

৭-৮। কুঙ্কুম চন্দনে অঙ্গ সজ্জিত কর, তোমার নয়ন যুগলে কজ্জলের রেখা (দাও)।

৯-১০। এখনি তম পান করিয়া চন্দ্র উদিত হইবে, জানিয়া পিশুন লোকে মন্দ বলিবে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মুরারি অভিনব নাগর রূপে (অবতীর্ণ) হইয়াছেন।

২৪১

(দূতীর উক্তি)

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার।
যামিনি উচিত করহ সিঙ্গার ॥ ২।
যৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেস ভূষণ করু বন্ধ ॥ ৪।
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিচয় নাগর তুয় বস হোয় ॥ ৬।
তুহু রস নাগরি নাগর রসবন্ত।
তোরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত ॥ ৮।
একল কুঞ্জ বনে আকুল কান।
বিদ্যাপতি কহ করহ পয়ান ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

২। যামিনীর উপযুক্ত বেশ কর।

৩। উজোরল—উজ্জ্বলিত।

৪। বন্ধ—সজ্জা।

৭। রসবন্ত—রসিক।

৮। অন্ত—সীমা।

২৪২

(দূতীর উক্তি)

প্রথম পহর নিসি জাউ।
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ ॥ ২।
তম মদিরা পিবি মন্দা।
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা ॥ ৪।
সুন্দরি চলু অভিসারে।
রস সিংগার সঁসারক সারে। ৬।
ওতএ অছএ পিআ আসে।
এতএ বেঢ়ল গিম মনমথ পাসে ॥ ৮।
সাহসে সাহিঅ অসাধে।
তিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে ॥ ১০।
সে সামর তোঞে গোরী।
বীজুরি বলাহক লাগতি চোরী ॥ ১২।
হসি আলিঙ্গন দেসী।
মন ভরি জুবতি জনক সুখ লেসী ॥ ১৪।
সবে সঙ্কা কর দূরে।
কামিনি কন্ত মনোরথ পূরে ॥ ১৬।
ভনই বিদ্যাপতি ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জাউ—গেল। ২। সমাউ—প্রবেশ করিল।

১-২। প্রথম প্রহর নিশা গেল, সুজন নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।

৩। পিবি—পান করিয়া। মন্দা—মন্দ।

৪। মাতি—মত্ত হইয়া। উগি জাএত—উদয় হইয়া যাইবে।

৩-৪। তিমির মদিরা পান করিয়া, মত্ত হইয়া এখনি মন্দ (দুষ্ট) চন্দ্র উদয় হইবে।

৬। রস সিংগার—শৃঙ্গার রস।

৫-৬। সুন্দরি, অভিসারে চল, শৃঙ্গার রস সংসারের সার।

৭। ওতএ—ওখানে। আসে—আশায়।

৮। পাসে—পাশে।

৭-৮। সেখানে প্রিয়তম আশায় রহিয়াছে, এখানে মন্মথের পাশ কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছে।

৯। সাহিঅ—সাধন কর। অসাধে—অসাধ্য।

৯-১০। সাহসে অসাধ্য সাধন হয়, প্রথম অপরাধ এক তিল কঠিন।

১১। সামর—শ্যাম বর্ণ। ১২। বলাহক—মেঘ।

১১-১২। সে শ্যামবর্ণ, তুমি গৌরবর্ণ, মেঘ ও বিদ্যুতের চুরীর (গুপ্ত মিলনের ন্যায়) লাগিবে (দেখাইবে)।

১৩। দেসা—দাও। ১৪। লেসা—লও।

১৩-১৪। হাসিয়া আলিঙ্গন দিবে, মন ভরিয়া যুবতী জন্মের সুখ লইবে।

১৫-১৬। সকল শঙ্কা দূর কর, কামিনি কান্তের মনোরথ পূর্ণ করে।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছে, রায় শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ।

২৪৩

(দূতীর উক্তি)

চরণ নূপুর উপর সারী।
মুখর মেখল করে নিবারী ॥ ২।
অম্বরে সমরি দেহ ঝপাঈ।
চলহি তিমির পথ সমাঈ ॥ ৪।
সমুদ কুসুম রভস রসী।
অবহি উগত কুগত সসী ॥ ৬।
আএল চাহিঅ সুমুখি তোরা।
পিসুন লোচন ভম চকোরা ॥ ৮।
অলক তিলক ন কর রাধে।
অঙ্গে বিলেপন করহি বাধে ॥ ১০।
তএে অনুরাগিনি ও অনুরাগী।
দূষণ লাগত ভূষণ লাগী ॥ ১২।
ভনে বিদ্যাপতি সরস কবী।
নৃপতিকুল সরোরুহ রবী ॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১। সারী—সাড়ী। ৩। সমরি—সামরি, কৃষ্ণ অথবা নীল বর্ণ। ৪। সমাঈ—প্রবেশ করিয়া।

১-৪। চরণে নপুর, উপরে সাড়ী, মুখর মেখলা করে নিবারণ করিয়া, নীলাম্বরে দেহ ঢাকিয়া, অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া পথে চল।

৫। রভস রসী—আনন্দে রসযুক্ত হইয়া।

৬। কুগত—অশুভাগত।

৫-৬। সমুদ্র ও কুসুমের (মিলন) আনন্দে রসিক (চন্দ্র উদিত হইলে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় ও সমুদ্র উদ্বেলিত হয় এজন্য তাহাদের দর্শনে চন্দ্র আনন্দ অনুভব করে) অশুভাগত চন্দ্র এখনি উদয় হইবে।

৭। আএল—আসা, অর্থাৎ গমন।

৭-৮। সুমুখি, তোমার আগমন (যাওয়া) উচিত, পিশুনের নয়ন চকোরের (ন্যায়) ভ্রমণ করিতেছে (চারিদিকে ঘুরিতেছে)।

৯-১০। হে রাধে, অলকা তিলক করিও না (সাজাইও না), অঙ্গ বিলেপনে বাধা (বিলম্ব) হয়।

১১-১২। তুমি অনুরাগিনী, সে (মাধব) অনুরাগী, ভূষণের কারণে দোষ হইবে (ভূষণে প্রয়োজন নাই)।

১৩-১৪। সরস কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, নৃপতিকুল সরোরুহের সূর্য্য (রাজা শিবসিংহ)।

২৪৪

(দূতীর উক্তি)

চান্দ বদনি ধনি চান্দ উগত জবে।
দুহুক উজোরে দুরহি সএো লখত সবে॥ ২।
চল গজগামিনি জাবে তরুন তম।
কিম্বা কর অভিসারহি উপসম॥ ৪।
চান্দ বদনি ধনি রয়নি উজোরি।
কওনে পরি গমন হোএত সখি মোরি॥ ৬।
তোহে পরিজন পরিমল দুরবার।
দুর সএো দুরজনে লখব অভিসার॥ ৮।
চৌদিস চকিত নয়ন তোর দেহ।
তোহি লএ জাইতে মোহি সন্দেহ॥ ১০।
আগরি অএলাহু পরআএত কাজ।
বিফল ভেলে মোহি জাইতে লাজ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। চন্দ্রবদনি ধনি, যখন চন্দ্র উদয় হইবে দুইয়ের (তোমার মুখের ও চন্দ্রের) উজ্জ্বলতায় সকলে দূর হইতেই লক্ষ্য করিবে।

৩। তরুন—প্রবল।

৩-৪। গজগামিনি, যাবৎ অন্ধকার প্রবল (সেই অবসরে) চল, কিংবা অভিসারই উপশম কর।

৬। কওনে পরি—কেমন করিয়া।

৫-৬। ধনী চন্দ্রবদনী, রজনী উজ্জ্বল, সখি আমার, কেমন করিয়া (তুমি) যাইবে ?

৭। দুরবার—দুর্ব্বার, অনিবার্য্য।

৭-৮। তোমার পরিজন (তোমার অঙ্গের) অনিবার্য্য পরিমল (বুঝিতে পারিবে), দুর্জ্জনেরা দূর হইতে অভিসার লক্ষ্য করিবে।

৯-১০। তোর নয়ন ও দেহ চারিদিকে চকিত (চঞ্চল), তোকে লইয়া যাইতে আমার সন্দেহ হইতেছে।

১১। আগরি—অগ্রসর, অগ্রগামিনী। পর-আএত—পরায়ত্ত।

১১-১২। পরায়ত্ত কাজে অগ্রগামিনী হইয়া আসিয়াছি, বিফল হইলে আমার যাইতে লজ্জা (তোমাকে না লইয়া যদি আমি ফিরিয়া যাই তাহাতেও আমার লজ্জা)।

২৪৫

(দূতীর উক্তি)

প্রণয়ি মনমথ করহি পাএত।
মনক পাছে দেহ জাএত॥ ২।
ভূমি কমলিনি গগন সূর।
পেম পন্থা কতএ দূর॥ ৪।
বাধ ন করহি রামা।
পুর বিলাসিনি পিঅতম কামা॥ ৬।
বদন জিনিকহু করসি মন্দা।
লগ ন আওত লাজে চন্দা॥ ৮।
তেহি সঞ্চিয় পথ উজোর।
গমন তিমিরহি হোএত তোর॥ ১০।
কাজ সংসয় হৃদয় বঙ্কা।
কত ন উপজএ বিরহ সঙ্কা॥ ১২।
সবহি সুন্দরি সাহস সার।
তেহি তেজি কে করএ পার॥ ১৪।
সকল অভিসার সিদ্ধিদায়ক।
রূপে অভিনব কুসুম সায়ক॥ ১৬।
রাএ সিবসিংহ রস অধার।
সরস কহ কবি কণ্ঠহার॥ ১৮।

নেপালের পুঁথি।

১। করহি পাএত—হাতে পায়, অধীন হয়।

১-২। প্রণয়ী মদনের অধীন হইলে মনের পশ্চাৎ দেহ যায়।

৩-৪। ভূমিতে কমলিনী গগনে সূর্য্য, প্রেমের পথ কত দূর!

৬। কামা—কাম, অভিলাষ।

৫-৬। হে সুন্দরি, বাধা করিও (দিও) না, বিলাসিনী প্রিয়তমের অভিলাষ পূর্ণ করে।

৭। জিনিকহু--জয় করিয়া। মন্দা—মলিন।

৮। লগ—নিকটে।

৭-৮। (তোমার) মুখে জয় করিয়া মলিন কর (সেই কারণে) লজ্জায় চন্দ্র নিকটে আসে না।

৯। তেহি—সেই জন্য। সঙ্কিয়—ভয় পায়।

৯-১০। সেই জন্য পথ আলোকিত করিতে (চন্দ্র) ভয় পায়। অন্ধকারেই তোমার (তোর) গমন হইবে।

১১। বঙ্কা—বাঁকা। ১২। উপজএ—উৎপন্ন হয়।

১১-১২। কাজে সংশয় ও হৃদয় বাঁকা করিলে (প্রতিকূল হইলে) বিরহের কত শঙ্কা উৎপন্ন হয়।

১৩-১৪। সুন্দরি, সাহস সকলের সার, তাহাকে ত্যাগ করিয়া কে (কাজ) করিতে পারে ?

১৫-১৮। সরস কবি কণ্ঠহার কহিতেছে, অভিসারে সকল সিদ্ধিদায়ক, রূপে অভিনব মদন রাজা শিবসিংহ রসের আধার।

২৪৬

(সখীর উক্তি)

মৃগমদ পঙ্ক অলকা।
মুখ জনু করহ তিলকা ॥ ২ ।
নিপুন পুনিমকে চন্দা।
তিলকে হোএত গএ মন্দা ॥ ৪ ।
সহজহি সুন্দরি বড়ি রাহী।
কি করবি অধিক পসাহী ॥ ৬ ।
উজর নয়ন নলিনা।
কাজরে ন কর মলিনা ॥ ৮ ।
দুধক ধোএল ভমরা।
মসি বুড়ি জা'এত সামরা ॥ ১০ ।
পীন পয়োধর গোরা।
উলটল কনয় কটোরা ॥ ১২ ।
চন্দনে ধবল ন করু।
হিমে বুড়ি জাএত সুমেরু ॥ ১৪ ।
ভনই বিদ্যাপতি কবী।
কতএ তিমির জহাঁ রবী ॥ ১৬ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। অলকে মৃগমদ চন্দন (লেপন) (ও) মুখে তিলক করিও না।

৩। নিপুন—সুন্দর। পুনিমকে—পূর্ণিমার।

৪। মন্দা—মলিন, কুৎসিত।

৩-৪। সুন্দর পূর্ণিমার চন্দ্র (তুল্য তোমার মুখ) তিলকে মলিন হইয়া যাইবে।

৫। বড়ি—(স্ত্রীং) বড়। রাহী—রাই।

৬। পসাহী—সাজাইয়া (স্ত্রীলোকের বেশ সম্বন্ধে প্রযুক্ত)।

৫-৬। রাই (তুমি) স্বভাবতঃই বড় সুন্দরী, (রূপ) অধিক বাড়াইয়া কি করিবে ?

৭-৮। উজ্জ্বল নলিন নয়ন কজ্জলে মলিন করিও না।

৯। ধোএল—ধৌত। ১০। বুড়ি—ডুবিয়া। সামরা—কৃষ্ণবর্ণ।

৯-১০। (এখন তোমার নয়ন) দুগ্ধধৌত ভ্রমর (তুল্য); (কাজল দিলে) মসিতে ডুবিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে। (চক্ষের তারা ভ্রমর ও চক্ষের ক্ষেত্র দুগ্ধতুল্য। চক্ষে কাজল পরিলে মনে হইবে যেন দুগ্ধস্নাত ভ্রমরকে কালিতে ডুবাইয়াছে)।

১১। উলটল—উল্টান, উপুড় করা। ১২। কনয়—কনক।

১১-১৪। উপুড় করা সোণার বাটীর (মত) গৌরবর্ণ পীন পয়োধর চন্দনে ধবল করিও না, (তাহা হইলে) তুষারে সুমেরু ডুবিয়া যাইবে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, যেখানে রবি (সেখানে) তিমির কোথায় ?

পাঠান্তরে পদের শেষে আর দুইটি চরণ আছে—

রূপ নরায়ন পহু।

তৌলি হলত গুরু লহু॥

রূপনারায়ণ প্রভু (শিবসিংহ) গুরু লঘু তৌল করিয়া দিবেন (ভাল মন্দ নিরূপণ করিবেন)।

২৪৭

(সখীর উক্তি)

সহজহি আনন অছল অমূল।
অলকে তিলকে সসধর তূল॥ ২।
কা লাগি অইসন পসাহন দেল।
জে ছল রূপ সেহও দুর গেল॥ ৪।
অছল সোহাওন কতয় গেল।
ভূষণ কএলে দূষণ ভেল॥ ৬।
দরসি জনাবএ মুনিজন আধি।
নাগরকাঁ হো সহজ বেয়াধি॥ ৮।
লিহলে উধলল অবইত ভার।
ভেটলে মেটত অছ পরকার॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। স্বভাবতঃ মুখ অমূল্য ছিল, অলকে তিলকে শশধর তুল্য (হইল) (তোমার মুখ তুলনা রহিত, অলক তিলক ধারণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কযুক্ত হইল)।

৩। পসাহন—প্রসাধন, সজ্জা।

৩-৪। কিসের জন্য এমন প্রসাধন দিলে (এমন করিয়া সাজাইলে?) যে রূপ ছিল তাহাও দূরে গেল।

৫-৬। শোভন ছিল, কোথায় গেল? ভূষণ করিয়া দোষ হইল।

৭-৮। (রূপ) দেখাইয়া মুনিগণেরও আধি জানায়, নাগরের স্বভাবতঃই ব্যাধি হয়।

৯। লিহলে—লইলে। উধলল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া। অবইত—আসিতে, আগত। ভার—উপঢৌকন, যাহা বহন করিয়া লইয়া যায়। ১০। ভেটলে—দেখা হইলে। মেটত—মুছিবার। পরকার—প্রকার, উপায়।

৯-১০। উপনীত উপঢৌকন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লইয়া থাকে (উপঢৌকন পাঠাইবার সময় সাজাইয়া দেয় কিন্তু যে গ্রহণ করে সে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, তখন আর সাজান থাকে না)। দেখা হইলে মুছিবার উপায় আছে (আলিঙ্গন দিতে তিলক মুছিয়া যাইবে।)

২৪৮

(দূতার উক্তি)

সুরুজ সিন্দুর বিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু
তিথি কহি গেলি তিলকে।
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার
অঙ্কুস কএল অলকে॥ ২।
মাধব ভেটলি পসাহনি বেরা।
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক
চতুর সখী জন মেরা॥ ৪।
কেতকি দল দএ চম্পক ফুল লএ
কবরিহি থোএলক আনী।
মৃগমদ কুঙ্কুম অঙ্গরুচি কএলক
সময় নিবেদ সয়ানী॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ অভয়মতি
কুহূ নিকট পরিমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই বিরমানে॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। চাঁদনে—চন্দনে। লিখএ—লিখে, চিত্রিত করে।

২। বরিস—বর্ষণ করে।

১-২। সিন্দুর বিন্দু সূর্য্য, চন্দনে চন্দ্র আঁকিল, তিলক তিথি কহিয়া গেল (তিলক বিন্দুর সংখ্যায়

তিথি সূচিত হইল)। বিপরীত অভিসার অমৃত বর্ষণ করে (রমণী পুরুষের অভিসারে গমন করিবে, ইহা মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে), অলকে অঙ্কুশ করিল (মদনকে দমন করিবার জন্য)।

৩। ভেটলি—দেখা হইল। পসাহনি—প্রসাধনী, শৃঙ্গার রচনা। বেরী—বেলা, সময়। ৪। হেরলক—হেরিল। পুছলক—জিজ্ঞাসা করিল। মেরী—মিলন, সঙ্গ।

৩-৪। মাধব, বেশভূষা রচনা কালে (রাধার সহিত) দেখা হইল; সঙ্গে চতুর সখী (ছিল বলিয়া আমাকে) আদর পূর্ব্বক দেখিল, কিছু জিজ্ঞাসা করিল না (পুছিও ন পুছলক)।

৫। দএ—দিয়া। লএ—লইয়া। থোএলক থুইল।

৬। নিবেদ—নিবেদন করিল। সয়ানী—চতুরা।

৫-৬। কেতকী দল দিয়া, চম্পক ফুল লইয়া, কবরীতে আনিয়া থুইল। মৃগমদ কুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া, চতুরা সময় জানাইল (সঙ্কেতে জানাইল যে অন্ধকার রাত্রে যখন কেতকী ও চম্পক প্রস্ফুটিত হইবে তখন অভিসারে আগমন করিবে)।

৭। অভয়মতি—ঐ নামের কোন মন্ত্রী অথবা অমাত্য। কুহূ—অমাবস্যা। পরিমানে—প্রমাণ, যথার্থ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, শুন অভয়মতি, অমাবস্যা যথার্থই আগতপ্রায়। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ। পাঠান্তর—

কবি ভনে বিদ্যাপতি গমনক অবসর
রঅনি উজাগর পেখী।
গগন লিখএ লাথে লিখইছনি হাথে
ডর সঞো সসধর রেখী॥

কবি বিদ্যাপতি কহে (দূতী) যাইবার সময় রজনী জ্যোৎস্নালোকিত দেখিয়া, হস্তকে আকাশ (বুঝাইয়া) ছলনাপূর্ব্বক ডরে চন্দ্ররেখা অঙ্কিত করিল (জানাইল যে জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া অভিসারে আসিতে পারিবে না)।

২৪৯

(সখীর উক্তি)

সহচরি অনুচরি কয় অনুমান।
দেহরি লাগি বুঝে বচন সন্ধান॥ ২।
জাগল নহি দেখল এক লোক।
সুখ সঞো সূতল নহি দুখ শোক॥ ৪।
বাটক কণ্টক সব ভেল দূর।
সব এক জাগয় মনমথ শূর॥ ৬।
নগর নিচল ভেল নিরজন বাট।
দুরজন নয়নহি লাগল কবাট॥ ৮।
কবিশেখর কহ পন্থ বিথার।
অভিসর সুন্দরি ভয় নহি আর॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। কয়—করিয়া। ২। দেহরি—বহির্দ্বার।

১-২। সহচরী ও অনুচরীরা অনুমান করিয়া বাহিরের দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কথার সন্ধান বুঝিল (কেহ জাগিয়া কথা কহিতেছে কি না জানিল)।

৩। জাগল—জাগরিত।

৫-৬। পথের কণ্টক সব দূর হইল, সবে এক (মাত্র) মন্মথ শূর জাগিয়া রহিয়াছে।

৭। নিচল—নিশ্চল।

৮। দুর্জ্জনের নয়নে কবাট লাগিল (নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত হইল)।

৯। পন্থ বিথার—পথ বিস্তৃত, মুক্ত।

২৫০

(সখীর উক্তি)

জিনি করিবর রাজহংসগতি গামিনি
চললিহু সঙ্কেত গেহা।

অমল তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥ ২ ।
জলধর চামর তিমির জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে ।
ভৌঁহ মদন ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনি জিনি
আধ বিধুবর ভালে ॥ ৪ ।
নলিনি চকোর সফরি সব মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আঁখী ।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণে বিসেখী ॥ ৬ ।
কনক মুকুর শশি কমল জিনিয় মুখ
জিনি বিম্ব অধর পবারে ।
দশন মুকুতা পাঁতি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ অকারে ॥ ৮ ।
বেল তালযুগ কনয়কলস গিরি
কটোরি জিনিয় কুচ সাজা ।
বাহু মৃণাল পাশ বল্লরি জিনি
সিংহ ডমরু জিনি মাঝা ॥ ১০ ।
লোমলতাবলি শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গিণিরঙ্গা ।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয় গজকুম্ভা ॥ ১২ ।
উরুযুগ কদলি করিবর কর জিনি
থলপঙ্কজ জিনি পদপানী ।
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু অমিয় জিনি বানী ॥ ১৪ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মধুরমতি
রাধারূপ অপারা ।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
একাদশ অবতারা ॥ ১৬ ।

১। চললিহ—চলিল। সঙ্কেত গেহা—সঙ্কেত গৃহ।

২। উজ্জ্বল বিদ্যুৎ যষ্টি, সুবর্ণ মঞ্জরী জিনিয়া অতি সুন্দর দেহ।

৩। কুন্তল জলধর, অন্ধকার, চামর জিনিয়া; অলকা ভ্রমর, শৈবাল জিনিয়া।

৪। ভ্রু মদনের ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী জিনিয়া; ললাট অৰ্দ্ধশশী জিনিয়া।

৫। চক্ষু পদ্ম, চকোর, সফরী, মধুকর, মৃগী, খঞ্জন সকলকে জিনিয়া।

৬। নাসা তিলফুল, গরুড় চঞ্চু জিনিয়া; শ্রবণ গৃধিনী হইতে বিশেষ (প্রধান, জিনিয়া)। 'বিসেখী' এই শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর টীকা করিয়াছেন, 'পাশ্চাত্যা মূদ্ধণ্য ষকারোচ্চারণং কুৰ্ব্বন্তি অতো বর্ণ সাম্যং।' ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে বিদ্যাপতির বাসস্থান যে পশ্চিম দেশে রাধামোহন ঠাকুর তাহা জানিতেন।

৭। পবার—প্রবাল। মুখ সুবর্ণমুকুর, চন্দ্র, পদ্ম জিনিয়া; অধর বিম্ব, প্রবাল জিনিয়া।

৮। দশন মুক্তা, কুন্দ, দাড়িম্ব বীজ (করকবীজ) জিনিয়া; কণ্ঠের আকার কম্বু জিনিয়া।

৯। কুচের শোভা (সাজা, সাজ) বেল, তালযুগল, স্বর্ণকলস, পৰ্ব্বত, বাটী (কটোর) জিনিয়া।

১০। বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনিয়া; কটি (মাঝা) ডমরু, সিংহ জিনিয়া।

১১। লোম লতাবলী শৈবাল, কজ্জল জিনিয়া; ত্রিবলী তরঙ্গিত নদী জিনিয়া। পাঠান্তর—ত্রিবলি তুঙ্গ তুরঙ্গা।

১২। নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনিয়া; নিতম্ব গজকুম্ভ জিনিয়া।

১৩। উরুযুগল কদলী, করিবরশুণ্ড জিনিয়া; হস্ত চরণ স্থলপদ্ম জিনিয়া।

১৪। নখ, দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র, রত্ন জিনিয়া; বাণী কোকিল, অমৃত জিনিয়া।

১৫। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মধুরমতি (শিবসিংহের মন্ত্রী), রাধারূপ অপার। পাঠান্তর, অপরূপ মূরতি অথবা যুবতী।

১৬। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতার (দশাবতারের অতিরিক্ত আর এক অবতার —স্তুতিবাদে)।

২৫১

(সখীর উক্তি)

কুণ্ডল তিলক বিরাজ মুখ
শোভিত সাঁদুর বিন্দু।
হেমলতামে সমারু বিধি
কবি রবি তারা ইন্দু ॥ ২।
ইন্দুবদনি ধনি নয়ন বিশালা।
কমলকলিত জনি মধুকর মালা ॥ ৪।
দেখলি কলাবতি অপরুব রমনী।
জনি আইলি সুরপুর গজগমনী ॥ ৬।
বেনী বিমল বিরাজ
তনু বস কুসুমাবলি হার।
শ্যাম ভুজঙ্গম দেখিকহু
কিয়ো কাম পরহার ॥ ৮।
করু পরহার মদন সর বালা।
কুটিল কটাখ বান কনিয়ালা ॥ ১০।
কম্বু কণ্ঠ মৃণাল ভুজ
বলিত পয়োধর হার।
কনক কলস রসে পূরি রহু
সঞ্চিত মদন ভঁডার ॥ ১২।
মদন ভঁডার পয়োধর গোরা।
জনি উলটাওল কনক কটোরা ॥ ১৪।
শ্যামা সুলোচনি সুরতি রতি
অপরুব ভূষনসার।
বিদ্যাপতি কবিরাজ কহ
সুফলে করথু অভিসার ॥ ১৬।

রাগতরঙ্গিণী।

বিজয়পুর মালব ছন্দ। গণ ষট্‌মাত্রিক। চরণে মাত্রার নিয়ম নাই।

২। সমারু—সাজাইল। কবি—ব্রহ্মা।

১-২। মুখে কুণ্ডল তিলক বিরাজ (করিতেছে), সিন্দুর বিন্দু শোভিত, (যেন) স্বর্ণলতায় বিধিব্রহ্মা রবি তারা ইন্দু সাজাইল। (কুণ্ডল—তারকা, তিলক—ইন্দু, সিন্দুর—রবি)।

৩-৪। বিশালনয়না ইন্দুবদনী ধনী যেন মধুকর মালাকলিত কমল।

৫-৬। অপরূপ কলাবতী রমণী দেখাইল (দৃষ্টিপথে পড়িল), যেন গজগমনী সুরপুর হইতে আসিয়াছে।

৮। দেখিকহু—দেখিয়া। পরহার—প্রহার।

৭-৮। বিমল বেণী বিরাজ (করিতেছে), অঙ্গে কুসুমাবলী হার। শ্যাম ভুজঙ্গম (বেণী) দেখিয়া কাম প্রহার করিল (মালা ধনুক ও গুণের তুল্য)।

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিল করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।

গীতগোবিন্দ।

১০। কনিয়ালা, কনিয়ারা—তীক্ষ্ণ।

৯-১০। বালা মদনকে শরাঘাত (প্রতিপ্রহার) করিল, কুটিল কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ (স্বরূপ)।

১১-১২। কম্বু কণ্ঠ, মৃণাল ভুজ, পয়োধরে হার বলিত। কনক কলস (পয়োধর) সঞ্চিত মদন ভাণ্ডারের (ন্যায়) রসে পূর্ণ রহিয়াছে।

১৩-১৪। গৌর পয়োধর মদনের ভাণ্ডার, যেন উল্টান (উপুড় করা) সোণার বাটী।

১৫। সুরতি রতি—রতিরূপা।

১৬। করথু—কর, করুক।

১৫-১৬। অপরূপ ভূষণসার রতিরূপা শ্যাম সুলোচনী। বিদ্যাপতি কবিরাজ (কবিশ্রেষ্ঠ) কহে সুফলে অভিসার করুক (অভিসার সিদ্ধ হউক)।

২৫২

(সখীর উক্তি)

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার।
পহিরল হৃদয় ঝাঁপি কুচভার॥ ২।
থোরহি শশধর কিরণ বিথার।
ঐসন সময় কয়ল অভিসার॥ ৪।
চঙুদিশ সচকিত নয়ন নিহার।
মদন মদালসে চলই ন পার॥ ৬।
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ নৃপ পাস।
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস॥ ৮।

পদকল্পতরু।

১-২। কুন্দ ও কুমুদ ফুল, গজমুক্তার মালা, কুচভার ঢাকিয়া হৃদয়ে পরিল।

(সখীর উক্তি)

কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা।
তসু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥ ২।
ঘর সঞো নিকসয় জইসন চোর।
নিশবদ পদ গতি চললিহু থোর॥ ৪।
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার॥ ৬।
কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥ ৮।
রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা।
নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা॥ ১০।
অঙ্গক অভরণ বাসয় ভার।
নেপুর কিঙ্কিনি তেজল হার॥ ১২।
লীলা কমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শামা॥ ১৪।
যতনহি নিসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥ ১৬।

পদকল্পতরু।

১-২। কজ্জলের রুচি হরণ করে (এইরূপ) বিশাল রজনী, তাহার উপরে (সেই রজনীতে) ব্রজবালা অভিসার করিল।

৩। ঘর হইতে বাহির হইল যেমন চোর।

৮। ধাধসে—ভয়ে।

৯। জোরা—জোড়া (দুই জন সখী)।

১৪। শ্যামা (নাম্নী) সখীকে ধরিয়া মন্থর গমনে চলিল।

১৫। যতনহি—যত্নপূর্ব্বক, সাবধানে। নিসরু—নিঃসরণ করিল। দুরন্তা—দুরন্ত, দুর্বৃত্ত। ১৬। শেখর—কবিশেখর বিদ্যাপতি। বহন্তা—বাহক।

১৫-১৬। সাবধানে দুরন্ত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কবিশেখর আভরণবাহক হইল।

২৫৪

(রাধার উক্তি)

লহু কয় কহলহ গুরুতর ভার।
দুতর রজনি দূর অভিসার॥ ২।
বাট ভুঅঙ্গম উপর পানি।
দুহু কুল অপজস অঙ্গিরল জানি॥ ৪।
পরনিধি হরলয় সাহস তোর।
কে জান কওন গতি করবএ মোর॥ ৬।
তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ।
জীব সঞো তৌলল গরুঅ সিনেহ॥ ৮।

দসমি দসাহে বোলব কী তোহি।
অমিঞ বোলি বিখ দেলহে মোহি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। কয়—করিয়া। কহলহু—কহিলে। ২। দুতর—দুস্তর।

১-২। লঘু করিয়া কহিলেও (মৃদুস্বরে কথা কহিলেও) গুরুতর ভার হয় (উচ্চ স্বরের ন্যায় অনুমান হয়)। রজনী দুস্তর, অভিসার (স্থান) দূর।

৩। ভুঅঙ্গম—ভুজঙ্গ। পানি—জল। ৪। অঙ্গিরল—অঙ্গীকার করিলাম।

৩-৪। পথে ভুজঙ্গ, উপরে বৃষ্টি, জানিয়া দুই কুলে অপযশ অঙ্গীকার করিলাম।

৫। হরলয়—হরণ করিতে। ৬। করবএ—করিবি।

৫-৬। পরনিধি হরণ করিতে তোর সাহস, কে জানে আমার কি গতি করিবি ?

৭। বোলে—কথায়। ৮। তৌলল—তৌল করিলাম। গরুঅ—ভারী।

৭-৮। দূতি, তোর কথায় নিজ গৃহ ত্যাগ করিলাম, ওজন করিলাম (করিয়া দেখিলাম) জীবনের অপেক্ষা স্নেহ গুরুতর হইল।

৯-১০। তোকে কি বলিব, (আমার) দশমী দশা উপস্থিত, অমৃত বলিয়া আমাকে বিষ দিলি।

২৫৫

(মাধবের উক্তি)

কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর কান।
কামিনি লাগি কত করু অনুমান ॥ ২।
কী করব কহ মোরে সুবল সঙ্ঘাতি।
কলাবতি কাঁগ্রি অবধি করু আতি ॥ ৪।
দারুণ গুরুজন কিয় করু বাধা।
কিয় লাগি মানিনি ভৈ গেল রাধা ॥ ৬।
তপনক তাপে কিয় চলএ ন পার।
গরুঅ নিতম্ব পীন কুচভার ॥ ৮।
সজন সহিত কিয় বাঢ়ল নেহ।
ইথে কিয় ধনি নহি তেজল গেহ ॥ ১০।
বিপদ সম্পদ কিয় বুঝই ন পারি।
কৈসনে বঞ্চয় সে সুকুমারি ॥ ১২।
বোধি সুবল কহু শুন গুনমন্ত।
শেখর কহ ধনি মিলব নিতন্ত ॥ ১৪।

পদকল্পতরু।

৩। সঙ্ঘাতি—সাঙ্গাতি, সুহৃৎ।

৪। কাঁগি—কেন। অবধি—নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া। আতি—আসিতে।

৫-৬। দারুণ গুরুজন কি (কোন) বাধা দিল, কিসের জন্য রাধা মানিনি হইয়া গেল।

৯। স্বজনের সহিত কি স্নেহ বাড়িল ?

১২। সেই সুকুমারি কেমন করিয়া বঞ্চনা করিতেছে ?

২৫৬

(মাধবের উক্তি)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমনী।
কতি খনে আওব কুঞ্জরগমনী ॥ ২।
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত শঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥ ৪।
বিহি পায়ে কর পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার ॥ ৬।
গগন সঘন মহি পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা ॥ ৮।
দশ দিশ ঘন অন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নহি পারা ॥ ১০।

সব জনি পলটি ভুললি।
আওত মানবি ভানত লোলি ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতি পরাভব সহই ॥ ১৪।

১। রয়নি—রজনী।

৩। সরণা—পথ, সরণি।

৫-৬। (হে) বিধাতঃ (তোমার) চরণে ত্যাগ করি (তাহাকে সমর্পণ করি), সুন্দরী অবিঘ্নে অভিসার করুক।

৭। সঘন—মেঘাচ্ছন্ন। পঙ্কা—কর্দ্দম।

৮। বিথারত—বিস্তৃত।

১০। চলিতে পদস্খলন হয়, লক্ষ্য করিতে পারে না।

১১। পালটিয়া (ফিরিয়া, অর্থাৎ অগ্রসর হইতে পশ্চাতে যাহা রহিল) যেন সকল ভুলিল (এত যে আশঙ্কা ও বিঘ্ন পশ্চাতে পড়িবা মাত্র রাধা যেন সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছেন)।

১২। আসিতে দেখিলে মনে হইবে ক্ষুদ্রকায়া নারী আসিতেছে, অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র, ভীরু রমণী তাহার এত সাহস যে এই সকল দারুণ আশঙ্কা ও বিঘ্নে তাহার দৃক্‌পাত নাই।

১৪। পরাভব—তিরস্কার, বিপদ। কুলবতী প্রেমের জন্য এত বিপদ সহ্য করে।

(সখীর উক্তি)

আজু সাজলি ধনি অভিসার।
চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই
গুরুজন ভবন দুয়ার ॥ ২।
অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই
ঝাঁপই নীল নিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত
মনসিজু মনহি হিলোল ॥ ৪।
মন্থর গমনি পন্থ দরসাওলি
চতুর সখি চলু সাথ।
পরিমলে হরিত হরিত করি বাসিত
ভাবিনি অবনত মাথ ॥ ৬।
তরুণ তমাল সঙ্গ সুখ কারণ
জঙ্গম কাঞ্চন বেলি।
কেলি বিপিন নিপুন রস অনুসরি
বল্লভ লোচন মেলি ॥ ৮।

গীতচিন্তামণি।

১। সাজলি—সাজিল।

৪। মনে কত মনোরথ উৎপন্ন হয়, মনসিজু মনেই হিল্লোলিত হয়।

৬। হরিত—দিক্‌।

৫-৬। মন্থরগামিনী (রাধাকে) পথ দেখাইয়া চতুর সখী সঙ্গে চলিল। (অঙ্গের) পরিমলে দিকে দিকে সুগন্ধিত করিয়া সুন্দরী অবনত মস্তকে (চলিল)।

৭। বেলি—বল্লী, লতা। ৮। নিপুন—উত্তম, পূর্ণ।

৭-৮। তরুণ তমালের সঙ্গসুখ কারণে গমনশীল কাঞ্চনলতার (ন্যায়) পূর্ণ রসবতী (রাধা) কেলি বিপিনের পথ অনুসরণ করিয়া বল্লভের (মাধবের) লোচনে মিলিল (সাক্ষাতে উপনীত হইল)।

২৫৮

(সখীতে সখীতে কথা)

সহচরি বাত ধয়ল ধনি শ্রবনে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে ॥ ২।
সহচরি সমুঝল মরমক বাত।
সজাওল যইসে কিছু লখই ন যাত ॥ ৪।

শেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবন গতি সঙ্গে করি লেলি ॥ ৬।
যইসন চাঁদ পবনে চলি যাই।
ঐসন কুঞ্জে উদয় ভেলি রাই ॥ ৮।
কানু ধরল যব রাহিক হাত।
বৈসল সুবদনি কহ লহু বাত ॥ ১০।
কুচ যুগ পরশে তরসি মুখ মোর।
ভনই বিদ্যাপতি আনন্দ ওর ॥ ১২।

বটতলার পুস্তক।

১। ধয়ল শবণে—কানে রাখিল, শুনিল।

২। হৃদয়ের উল্লাস কথায় কহিল না (মুখে প্রকাশ করিল না)।

৩-৪। সহচরী মনের কথা বুঝিল, (এমন করিয়া) সাজাইল যাহাতে কিছুই বুঝিতে (লক্ষ্য করিতে) পারা যায় না।

৬। বাহু ধারণ করিয়া পবনের গতি সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

৭-৮। চন্দ্র যেমন পবনে (আরোহণ করিয়া) চলিয়া যায়, এইরূপ রাই কুঞ্জে উদয় (উপনীত) হইল।

১০। লহু বাত—মৃদুস্বরে কথা।

১১। কুচ যুগ স্পর্শ করিতে ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল।

১২। বিদ্যাপতি কহে আনন্দের সীমা (প্রাপ্ত হইল)।

২৫৯

(রাধার উক্তি)

অরুণে কিরন কিছু অম্বর দেল।
দীপক সিখা মলিন ভএ গেল॥ ২।
হঠ তেজ মাধব জএবা দেহ।
রাখএ চাহিঅ গুপুত সিনেহ ॥ ৪।
দুরজনে জাএত পরিজন কান।
সগর চতুরপন হোএত মলান ॥ ৬।
ভমর কুসুম রমি ন রহ অগোরি।
কেও নহি বেকত করএ নিঅ চোরি ॥ ৮।
অপনেঞো ধন হে ধনিক ধর গোএ।
পরক রতন পরকট কর কোএ ॥ ১০।
ফাব চোরি জেঁা চেতন চোর।
জাগি জাএত পুর পরিজন মোর ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি সখি কহ সার।
সে জীবন জে পর উপকার ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। আকাশে কিছু অরুণের কিরণ দিল, দীপের শিখা মলিন হইয়া গেল।

৩। হঠ—বল, জিদ। জয়বা—যাইতে। দেহ—দাও। ৪। চাহিয়—চাই, কর্ত্তব্য।

৩-৪। মাধব জিদ ছাড়, যাইতে দাও; গুপ্ত স্নেহ (গোপনে) রাখা (রক্ষা করা) উচিত।

৫। দুরজনে—দুর্জ্জনের দ্বারা। জাএত—যাইবে। ৬। সগর—সমুদায়। চতুরপন—চতুরপণা। মলান—ম্লান।

৫-৬। দুর্জ্জনের দ্বারা পরিজনের কানে যাইবে, সমস্ত চতুরপণা ম্লান (নিষ্ফল) হইবে।

৭-৮। ভ্রমর কুসুমকে উপভোগ করিয়া আগুলাইয়া থাকে না (মধুপান করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে), কেহ নিজের চুরী ব্যক্ত করে না।

৯। ধনিক—ধনী। গোএ—গোপন করিয়া। ১০। পরকট—প্রকট, প্রকাশ। কোএ—কেহ।

৯-১০। ধনী আপনার ধন গোপন করিয়া রাখে। পরের রত্ন কেহ কি প্রকাশ করে?

১১। ফাব—সাজে, শোভা পায়। জেঁা—যদি। চেতন—চতুর।

১১-১২। চোর যদি চতুর হয় (তাহা হইলে) চুরী সাজে। আমার গৃহের পরিজন জাগিয়া যাইবে।

১৪। জে—যাহার দ্বারা।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সখী (রাধা) সার (সত্য) কহিতেছে, যাহার দ্বারা পরের উপকার হয় সেই জীবন (যে পরের উপকার করে তাহার জীবন সার্থক)।

২৬০

(রাধার উক্তি)

পুরল পুর পুরজন পিসুনে
জামিনি আধ অঁধার।
বাহু তরি হরি পলটি জাএব
পুনু জমুনা পার ॥ ২ ।
এঁ কুল কুলকলঙ্ক ডরাইঅ
ও কুলে আরতি তোরি।
পিরিতি লাগি পরাভব সহব
ইথি অনুমতি মোরি ॥ ৪ ।
কাহ্ণা তেজ ভুজ গিম পাস।
পহু জনলে দুরন্ত বাঢ়ত
হোএত রে উপহাস ॥ ৬ ।
জগত কত ন জুব জুবতী
কত ন লাবএ পেম।
বাপু পুরুস বিচখন চাহিঅ
জে কর আগিল খেম ॥ ৮ ।
গোচর এক মোর পএ রাখব
রাখবি দুঅও লাজ।
কবহু মুখ মলান ন করব
হোএত পুনু সমাজ ॥ ১০ ।
বালভু সমদি চললি বালা
কবি বিদ্যাপতি ভান।
ই রস রানি লখিমাবল্লভ
রাএ সিবসিংহ জান ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

পর্ব্বতীয় মালব ছন্দ। ২২ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। পুরল—পূর্ণ। পুর—নগর, গ্রাম।

২। তরি—সন্তরণ করিয়া।

১-২। নগর পুরজনে (ও) পিশুন লোকে পূর্ণ, অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রি। হে হরি, বাহু দ্বারা সন্তরণ করিয়া আবার যমুনা পার (হইয়া) ফিরিয়া যাইব।

৩। এঁ—এ। ডরাইঅ—ভয় পাই, ডরাই।

৪। ইথি—ইহা। অনুমতি—অনুমান।

৩-৪। এ কুলে কুলকলঙ্কের ভয় ও কূলে তোর অনুরাগকাতরতা। প্রীতির লাগিয়া পরাভব সহ্য করিব ইহাই আমার অনুমান।

৫। কাহ্ণা—কানাই। পাস—পাশ, ফাঁস।

৬। পহু—প্রভু, স্বামী। জনলে—জানিলে। দুরন্ত—উৎপাত।

৫-৬। কানাই, গ্রীবায় বাহুপাশ ত্যাগ কর, স্বামী জানিলে উৎপাত বাড়িবে, (লোক) উপহাস হইবে।

৭। জুব—যুবা। লাবএ—ঘটায়। ৮। বাপু—শ্রেষ্ঠ। বিচখন—বিচক্ষণ। চাহিঅ—চাই। আগিল—যাহা আগে হইয়াছে, অতীত ঘটনা। খেম—ক্ষমা। জে কর আগিল খেম—পাঠান্তর, জে চিহ্ন আএস হেম।

৭-৮। জগতে কত কত যুবক যুবতী প্রেম সংঘটন করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিচক্ষণ হওয়া চাই, যে অতীত (যাহা হইয়া গিয়াছে) ক্ষমা করে।

৯। গোচর—নিবেদন। রাখবি—রক্ষা করিবে।

১০। সমাজ—সন্নিধি, মিলন।

৯-১০। আমার এক নিবেদন রাখিবে, দুই (দিকের) লজ্জা রক্ষা করিবে। আবার মিলন (দেখা) হইলে কখন মুখ ম্লান করিবে না।

১১। বালভু—বল্লভ। সমদি—সম্বাদ দিয়া, বুঝাইয়া।

১১-১২। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, বল্লভকে বুঝাইয়া বালা গমন করিল। রাণী লখিমার বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

২৬১

(রাধার উক্তি)

রয়নি সমাপলি ফুলল সরোজ।
ভমি ভমি ভমরী ভমরা খোজ ॥ ২।
দীপ মন্দ রুচি অম্বর রাত।
জুগুতিহি জানল ভএ গেল পরাত ॥ ৪।
অবহু তেজহ পহু মোহি ন সোহাএ।
পুনু দরসন হোত মোহি মদন দোহাএ ॥৬।
নাগর রাখ নারি মান রঙ্গ।
হঠ কএলে পহু হো রস ভঙ্গ ॥ ৮।
তত করিঅএ জত ফাবএ চোরি।
পরসন রস লএ ন রহিঅ অগোরি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। রজনী সমাপ্ত হইল, পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমরীকে খুঁজিতেছে।

৪। জুগুতিহি—যুক্তিতে। পরাত—প্রাতঃকাল

৩-৪। দীপের রুচি ও আকাশের রাত্রি মলিন হইল, যুক্তিতে জানিলাম প্রাতঃকাল হইয়া গেল।

৫। সোহাএ—শোভা পায়। ৬। দোহাএ—দোহাই।

৫-৬। প্রভু, এখন আমাকে ত্যাগ কর, (আর) শোভা পায় না। মদনের দোহাই, আবার আমার সঙ্গে দেখা হইবে।

৭-৮। নাগর রঙ্গে (আনন্দের সময়) নাগরীর মান রক্ষা করে। প্রভু, বল প্রকাশ করিলে রস ভঙ্গ হয়।

৯। ফাবএ—সাজে, ফলবতী হয়।

৯-১০। যাহাতে চুরী সাজে সেইরূপ করিবে, প্রসন্ন হইয়া রস লইয়া আগলাইয়া থাকিও না।

২৬২

(দূতীর উক্তি)

পরক বিলাসিনি তুয় অনুবন্ধ।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ ॥ ২।
কোনে পরি জাইতি নিঅ মন্দির রামা।
অতিশয় চিন্তা ভেলি এহি ঠামা ॥ ৪।
নিকটহু বাহর ডরে ন নিহার।
জতনে আনলি এত দুর অভিসার ॥ ৬।
তিলা এক জা সঞো মহঘ সমাজ।
বহলি বিভাবরি মনে নহি লাজ ॥ ৮।
তোহর মনোরথ তহ্লিকি পরান।
নাগর সে জে হিতাহিত জান ॥ ১০।
নখত মলিন বেকতাএত বিহান।
পথ সঞ্চরইতে লখতই কে আন ॥ ১২।
পাস পিসুন বস কি করতি নাথ।
কোনে পরি সন্তরতি গুরুজন হাথ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি তখনুক ভান।
আদরি আনি ন খণ্ডিয় মান ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অনুবন্ধ—চেষ্টা, আগ্রহ। ২। ধন্ধ—ধাঁধা, কৌশল।

১-২। পরের বিলাসিনী তোর অনুবন্ধে কত কৌশল বচন করিয়া (তাহাকে কহিয়া) আনিলাম।

৩। কোনে পরি—কেমন করিয়া। মন্দির—গৃহ। ৪। এহি ঠামা—এই স্থানে (এই বিষয়ে)।

৩-৪। কেমন করিয়া রামা নিজ গৃহে যাইবে সেই বিষয়ে অতিশয় চিন্তা হইল (হইতেছে)।

৫। বাহর—বাহির।

৫-৬। (গৃহের) নিকটেই ভয়ে বাহিরে দেখে না, যত্নে এত দূর অভিসারে (তাহাকে) আনিলাম।

৭। তিলা—তিল, ক্ষণমাত্র। জা সঞো—যাহার সহিত। মহঘ—মহার্ঘ, দুর্লভ। সমাজ—সন্নিধি, মিলন। ৮। বহলি—বহিল, পোহাইল।

৭-৮। যাহার নিকটে তিলমাত্র অবস্থান দুর্লভ, রাত্রি অবসান হইল, মনে লজ্জা হয় না (সমস্ত রাত্রি সে তোমার নিকটে রহিল তাহাতেও তোমার তৃপ্তি হইল না)?

৯। তহ্নিকি—তাঁহার।

৯-১০। তোর মনোরথ তার প্রাণ (তোর শুধু মিলনের লালসা তাহার প্রাণের ভয়), যে হিতাহিত জানে (প্রেয়সীর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে) সেই নাগর।

১১। নখত—নক্ষত্র। বেকতাএত--ব্যক্ত করিতেছে।

১২। সঞ্চরইতে—সঞ্চরণ করিতে, চলিতে। লখতই—লক্ষ্য করিবে, দেখিবে। কে আন- অপর কেহ।

১১-১২। মলিন নক্ষত্র প্রভাত ব্যক্ত করিতেছে, পথ চলিতে অপর কেহ দেখিবে।

১৩। লাথ—ছলনা। ১৪। কোনে পরি—কেমন করিয়া। সন্তরতি—সন্তরণ করিবে, উত্তীর্ণ হইবে, এড়াইবে।

১৩-১৪। পিশুনেরা নিকটে বাস করে (তাহাদিগের নিকট) কি ছলনা করিবে ? (ছলনা বাক্যে দুষ্ট লোকের নিকট হইতে প্রকৃত কথা গোপন করিতে পারিবে না)। কিরূপে গুরুজনের হাত এড়াইবে ?

১৫-১৬। বিদ্যাপতি তখনকার কথা কহিতেছে, আদর করিয়া আনিয়া মান (গৌরব) খণ্ডন করিও না।

২৬৩

(সখীতে সখীতে কথা)

রজনী শেষ বর নাগরি নাগর
বইসল সেজক মাহী।
হেরি সখি তোরিত মন্দির ভীতর
হসি হসি বইসল তাহী ॥ ২ ।
সহচরি মেলি কেলি কলপতরু
কর কত রস পরকাসে।
রজনিক রঙ্গ কহইতে নব নাগরি
পিয়া মুখ ঝাঁপল বাসে ॥ ৪ ।
দুহু মুখ নিরখি হরখি সব সহচরি
পুলকিনি রহল নিহারি।
পীত বসন লই নিজ তনু ঝাঁপল
লাজে লজাওলি গোরি ॥ ৬।
তব হরি নাগরি কোরে অগোরল
ডুবল সুখসিন্ধু মাঝ।
ললিতা ললিত কহি দুহু বেশ খণ্ডিত
সজাওত অনুপম সাজ ॥ ৮ ।
দুহু রূপে মগন ভেল সব সখীগণ
দিন রজনি নহি জান।
অরুণ উদয় ভেল জটিলা শবদ পাওল
কবিশেখর ইহ ভান ॥ ১০ ।

পদকল্পতরু।

১। বইসল সেজক মাহী--শয্যার মধ্যে (উপরে) উপবেশন করিল।

২। তাহী--তথায়।

৪। প্রিয়তম (সহচরীদিগের নিকট) রজনীর রঙ্গ কহিতে নব নাগরী বস্ত্র দ্বারা (প্রিয়তমের) মুখ ঢাকিল।

৬। (মাধবের) পীত বস্ত্র লইয়া (রাধা) নিজ তনু ঢাকিল, সুন্দরী লজ্জায় মৌন হইল।

৭। অগোরল—আগুলাইল।

৮। ললিত—মধুর।

২৬৪

(সখীর উক্তি)

বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।
গরগর অন্তর ঝরয় নয়ান ॥ ২ ।
দুহু মনে মনসিজ জাগি রহু।
তিল বিসরন নহে কেহু কাহু ॥ ৪ ।

নিশবদে সুতল নিন্দ নহি ভায়।
বিয়োগ বিয়াধি বিথারল গায়॥ ৬।
দুহুক দুলহ নেহ দুহু ভল জান।
দুহু জন মিলনে মধথ পচবান॥ ৮।
কবিশেখর জান ইহ রস রঙ্গ।
পরবশ পেম সতত নহ ভঙ্গ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। বিছোহ- বিচ্ছেদ।
৫। ভায়--ভাল লাগে।
৬। বিথারল—বিস্তার করিল।
৭। দুলহ—দুলভ। ভল ভাল।
৮। দুই জনের মিলনে মদন মধ্যস্থ হইল।
১০। পরাধীন প্রেম কি সতত ভঙ্গ হয় না?

২৬৫

(সখীতে সখীতে কথা)

দুহু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি
নিরখি নয়ন ভুলি যায়।
রজনী জনিত রতি বিশেষ অলাপনে
আলস রহল দুহু গায়॥ ২।
চাঁচর কুন্তল তাহে কুসুমদল
লোলত আনহি ভাঁতি।
দুহু দোহা হেরি মুখ হৃদয় বাঢ়য় সুখ
বোলত ভূলত পাঁতি॥ ৪।
নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিরহ বিষানলে দুহু তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ॥ ৬।
ভিতক চীত পুতলি সন দুহু জন
রহল বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতন অচেতন ভেলা॥ ৮।
দুহু জন চীত রীত হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনী পোহাওল সব জন জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়॥ ১০।
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহু সঙ্গ ভঙ্গ করাব।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহু
গুরুজন ভেদ নহি পায়ব॥ ১২।

পদকল্পতরু।

৩। লোলত আনহি ভাঁতি—অন্যরূপে দুলিতে লাগিল (বিপর্য্যস্ত হইল।)

৪। বোলত ভূলত পাঁতি—বলিতে পংক্তি (কথার শৃঙ্খলা) ভুলিয়া যায়।

৬। জারল—দগ্ধ হইল।

৭। ভিতক চীত----দেয়ালে চিত্রিত।

১১। শেখর—কবিশেখর। করাব—করায়।

১২। ভেদ নহি পাব—কিছু জানিতে পারিল না।

২৬৬

(সখীর উক্তি)

অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল।
জনি রতোপল পবনে পাওল॥ ২।
আকুল চিকুরে বদন ঝাপল।
জনি তমাচএে চাঁদ চাপল॥ ৪।
মাধব ককেঁ জাইতি বাসা।
দেখি সখীজন হো উপহাসা॥ ৬।
ফুজলি নীবী আনি মেরাউলি।
জনি সুরসরি উতরে ধাউলি॥ ৮।
নখখত দেল কুচ সিরীফল।
কমলে ঝাঁপি কি হো কনকাচল॥ ১০।

ভনে বিদ্যাপতি কৌতুকে গাওল।
ই রস রাএ সিবসিংহে পাওল ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ঘুমি ঘুমাএল—ঘুরিয়া ঘুরিল (বার বার ঘুরিয়া আসিল)

২। রতোপল—রক্তোৎপল।

১-২। অরুণ নয়ন (আশঙ্কায়) বার বার ঘুরিয়া আসিল (অনিদ্রায় চক্ষু অরুণবর্ণ ও অভিসার প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় চঞ্চল) যেন রক্তোৎপল পবন পাইল (বায়ুভরে চঞ্চল হইল)।

৪। তমাচএ—তমচয়, অন্ধকার পুঞ্জ।

৩-৪। আকুল কেশে বদন ঝাঁপিল, যেন তমপুঞ্জ চন্দ্রকে চাঁপিল (ঢাকিল)।

৫। ককেঁ—কেমন করিয়া। বাসা—গৃহ।

৫-৬। (হে) মাধব, কেমন করিয়া গৃহে যাইবে, সখীজন দেখিয়া উপহাস করিবে।

৭। ফুজলি—মুক্ত। নীবী—নীবিবন্ধন। মেরাউলি—মিলাইল, সংযুক্ত করিল।

৮। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা। উতরে—উত্তরমুখে। ধাউলি—ধাবিত হইল।

৭-৮। মুক্ত নীবিবন্ধন আনিয়া সংযুক্ত করিল, যেন গঙ্গা উত্তরে (বিপরীত দিকে) ধাবিত হইল।

৯। খত—ক্ষত। দেল—দিয়াছ। সিরীফল—শ্রীফল।

১০। কমলে—করকমল দ্বারা।

৯-১০। কুচ শ্রীফলে নখক্ষত দিয়াছ, কমলে কি কনকাচল ঢাকা হয়?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কৌতুকে গাহিলাম, এই রস রাজা শিবসিংহ পাইল।

২৬৭

(সখীর উক্তি)

অলসে পুরল লোচন তোর।
অমিএ মাতল চাঁদ চকোর ॥ ২।
নিচল ভঁউহ জে লে বিসরাম।
রন জিনি ধনু তেজল কাম ॥ ৪।
অরে রে সুন্দরি ন কর লথা।
উকুতি বেকত গুপুত কথা ॥ ৬।
কুচ সিরীফল করজ সিরী।
কেসু বিকসিত কনঅ গিরী ॥ ৮।
বহল তিলক উধসু কেস।
হসি পরিছল কামে সন্দেস ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অলসে—আলস্যে।

১-২। তোর লোচন আলস্যে পূর্ণ (যেন) চকোর চন্দ্রের অমৃত (পানে) মত্ত।

৩। ভউঁহ—ভ্রূ। লে—লইতেছে। বিসরাম—বিশ্রাম।

৩-৪। নিশ্চল ভ্রূ বিশ্রাম করিতেছে, যেন কাম রণ জয় করিয়া ধনু ত্যাগ করিতেছে।

৫। লথা (মিলনার্থে)—লাথ, ছলনা।

৬। উকুতি—উক্তি।

৫-৬। হে সুন্দরি, ছলনা করিও না, উক্তিতে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইতেছে।

৭। করজ—নখাঘাত। সিরী—শ্রী।

৮। কেসু—কেশর, কিংশুক। গিরী—গিরি।

৭-৮। কুচ শ্রীফলে নখাচিহ্নের শোভা (যেন) কনক গিরিতে কিংশুক কুসুম বিকশিত হইয়াছে।

৯। উধসু—উস্কো খুস্কো, আলু থালু।

১০। পরিছল—পরীক্ষা করিল। সন্দেশ—উপঢৌকন।

৯-১০। তিলক বহিয়া গেল, কেশ আলু থালু হইল (যেন) কাম হাসিয়া উপঢৌকন পরীক্ষা করিল।

২৬৮

(সখীর উক্তি)

উধসল কেশ কুসুম ছিরিয়াএল
খণ্ডিত দশন অধরে।

নয়ন দেখিয় জনি অরুণ কমলদল
মধু লোভে বইসল ভমরে ॥ ২ ।
কলাবতি কৈতব ন করহ আজ ।
কওন নাগর সঙ্গে রয়নি গমওলহ
কহ মোহি পরিহরি লাজ ॥ ৪ ।
পীন পয়োধর নখরেখ সুন্দর
করে রাখহু কাঁ গোরি ।
মেরুশিখর নব উগি গেল শশধর
গুপুতি ন রহলিয় চোরি ॥ ৬ ।
বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভান ।
মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু
গ্যাসদেব সুরতান ॥ ৮ ।

রাগতরঙ্গিণী।

বিহাগকেদার ছন্দ। ২৪ হইতে ২৮ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা।

১। উধসল—বিপর্য্যস্ত, আলুলায়িত। ছিরিয়াএল—বিকীর্ণ, ছড়াইয়া পড়িল।

১-২। কেশ বিপর্য্যস্ত, কুসুম ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, অধর দশনে খণ্ডিত। অরুণবর্ণ কমলদল তুল্য নয়ন দেখিতেছি, মধুলোভে (তাহাতে) ভ্রমর উপবিষ্ট। (ভ্রমর—চক্ষুতারা)। (রাত্রিজাগরণে লোহিত চক্ষু)।

৪। কওন—কোন। গমওলহ—কাটাইয়াছ।

৩-৪। (হে) কলাবতি, আজ কৈতব (কপটতা) করিও না। কোন নাগরের সহিত রজনী যাপন করিয়াছ, লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে বল।

৫। কাঁ—কেন। রাখহু—রক্ষা করিতেছ, ঢাকিতেছ। গোরি—সুন্দরী।

৫-৬। সুন্দরি, পীন পয়োধরে সুন্দর নখরেখা হস্তদ্বারা কেন ঢাকিতেছ? সুমেরুশিখরে (পয়োধরে) নূতন শশধর (চন্দ্রকলা—নখরেখা) উদয় হইল, চুরী গুপ্ত রহে না।

৭। বেকতেও—প্রকাশ হইতেছে। কতিখন—কতক্ষণ।

৮। মহলম—(পারসী শব্দ) মালুম, গোচর, অবগত। চিরইজীব—চিরজীবী। জীবথু—জীবিত থাকুন। গ্যাসদেব—গ্যাসউদ্দীন, (সংস্কৃত শব্দ 'দেব' পারসী নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে)। (সুরতান) সুলতান—(আরবী শব্দ) বাদশাহ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, ব্যক্ত চুরী কতক্ষণ গুপ্ত করিবে? সুলতান গ্যাসদেব বিদিত আছেন, (তিনি) চিরজীবী (হইয়া) জীবিত হউন।

এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠান রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

২৬৯

(সখীর উক্তি)

উধসল কেস পাস লাজে গুপুত হাস
রজনি উজাগরে মুখ ন উজলা।
নখপদ সুন্দর পীন পওধর
কনক সম্ভু জনি কেসু পুজলা ॥ ২ ।
ন ন ন ন কর সখি পরিনত সসিমুখি
সকল চরিত তোর বুঝল বিসেখী ॥ ৩।
অলস গমন তোর বচন বোলসি ভোর
মদন মনোরথ মোহগতা।
জৃম্ভসি পুনু পুনু জাসি অরস তনু
আতপে ছুইলি মৃণাল লতা ॥ ৫ ।
বাস পিন্ধু বিপরিত তিলক তিরোহিত
নয়ন কজর জলে অধর ভরূ।
এত সবে লছন সঙ্গ বিচচ্ছন
কপট রহত কতি খন জে ধরূ ॥ ৭ ।
ভনে কবি বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মধুকরে পাউলি মালতি ফুললী।

হাসিনি দেবি পতি দেবসিংহ নরপতি
গরুড়নরায়ন রঙ্গে ভুললী ॥ ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১। উধসল—আলুথালু। উজাগরে—জাগরণে।

।।

২। নখপদ—নখচিহ্ন। পওধর—পয়োধর। কেসু—কিংশুক।

১-২। কেশ পাশ আলুথালু, লজ্জায় হাসি গুপ্ত, রজনী জাগরণে মুখ উজ্জ্বল নাই। পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, যেন কনক শম্ভু কিংশুক দ্বারা পূজা করিল।

৩। পরিণত—পূর্ণ। বিসেখী—বিশেষ করিয়া। সখি, পূর্ণচন্দ্রমুখি, না, না, না, না করিতেছিস্, তোর সকল চরিত্র বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছি।

৪। ভোর—বিহ্বল। ৫। জৃম্ভসি—হাই তুলিতেছিস্। জাসি—গিয়াছে। অরস—রসশূন্য, মলিন।

৪-৫। বার বার হাই তুলিতেছিস্, দেহ মলিন হইয়া গিয়াছে, (যেন) মৃণাললতাকে সূর্য্যের উত্তাপ স্পর্শ করিয়াছে।

৬। পিন্ধু—পরিয়াছিস্; পরিহিত। ৭। এত সবে—এই সকল। সঙ্গ—মিলন। বিচচ্ছন—বিচক্ষণ। ধরু—ধরিয়া, কালের পরিমাণ।

৬-৭। বস্ত্র বিপরীত, পরিহিত, তিলক তিরোহিত, নয়নের কজ্জল (মিশ্রিত) জলে অধর পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল মিলনের বিচক্ষণ (প্রকৃষ্ট) লক্ষণ, কপট কতক্ষণ ধরিয়া রহিবে ?

৮। পাউলি—পাইল। ফুললী—প্রস্ফুটিত।

৮-৯। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবতী শ্রেষ্ঠ, প্রস্ফুটিত মালতী মধুকরকে প্রাপ্ত হইল। হাসিনী দেবীর পতি দেবসিংহ গরুড়নারায়ণ নরপতি রঙ্গে ভুলিল (মুগ্ধ হইল)।

২৭০

(সখীর উক্তি)

সুন্দরি বেকত গুপুত নেহা।
বঞ্চিত আজু করয় নহি পারব
সাখি দেল তুয় দেহা ॥ ২।
সঘনে আলস সখী তুয় মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দা।
কত রস পানে কয়ল সব নীরস
রাহু উগিলল চন্দা ॥ ৪।
জাগি রজনি দুহু লোহিত লোচন
অলস নিমিলিত ভাঁতী।
মধুকর লোহিত কমল কোরে জনি
শুতি রহল মদে মাতী ॥ ৬।
বেকত পয়োধরে নখরেখ ভুখল
তাহে পরল কচ ভারা।
নিজ রিপু চাঁদ কলানিধি হেরইতে
মেরু পড়ল অঁধিয়ারা ॥ ৮।
নব কবিশেখর কহয় নই পারত
দোখ সপতি করি জানী।
কত শত বেরি চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বানী ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

৪। উগিলল—উদ্গীর্ণ করিল। রাহু উগিলল চন্দা—রাহুমুক্ত চন্দ্রের (ন্যায় তোমার মুখ মলিন)।

৫-৬। রাত্রি জাগরণে দুই লোচন লোহিত, ও অলস নিমীলিত ভাব, যেন মধুকর মধুপানে মত্ত হইয়া রক্তকমলের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিল।

৭। ভুখল—ক্ষুধিত। কচ—কেশ।

৭-৮। ক্ষুধিত নখের রেখা পায়োধরে ব্যক্ত, তাহাতে কেশভার পড়িয়াছে, (যেন) অন্ধকার (কেশ) নিজ রিপু কলানিধি চন্দ্রকে (মুখ) দেখিয়া পর্ব্বতে (পয়োধরে) পড়িল।

৯-১০। নব কবিশেখর (বিদ্যাপতি) দোষ জানিয়াও শপথ করিয়া কহিতে পারিতেছে না। কত শত বার চুরী গোপন কর একবার কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

২৭১

(দূতীর উক্তি)

ছল মনোরথ জৌবন ভেলে
কত ন করব রঙ্গ।
সে সবে পেম ওড় ধরি ন রহল
ভেল হৃদয় ভঙ্গ ॥ ২।
তথুহু উপর ছল মনোরথ
আবে কি করব সাধ।
অইসনি ভএ অপরাধিনি ভেলাহু
জে ছল তথিহু বাধ ॥ ৪।
মাধব আবে তঞো ই বড় দোস।
জতএ জে কিছু বোলিঅ চালিঅ
তথি গুরুজন রোস ॥ ৬।
অবস নিকট আএব জাএব
বিনঅ কর সে নারি।
দিনে সাতে পাঁচে বাটহু ঘাটহু
দিঠিহু হলু নিহারি ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

২। ওড়—ওর, সীমা।

১-২। (রাধার) মনোরথ ছিল যৌবন হইলে কত না রঙ্গ করিবে; সে সকল প্রেম সীমা পর্য্যন্ত হইল না, হৃদয় ভঙ্গ হইল।

৩-৪। তাহার উপর (আরও) মনোরথ ছিল, এখন কি সাধ করিবে? এমনি হইয়া (এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত প্রেম হইয়া) অপরাধিনী হইল, যাহা ছিল তাহাতেও বাধা হইল।

৫। তঞো—তবে।

৬। জতএ—যেখানে। বোলিঅ চালিঅ—বল কহ কিম্বা কর।

৫-৬। মাধব, এখন তবে এই বড় দোষ, যেখানে যাহা কিছু বল কর তাহাতেই গুরুজন রাগ করেন।

৭। অবস—অবশ্য।

৮। হলু—যাইও।

৭-৮। সে নারী (রাধা) বিনয় করিতেছে, অবশ্য নিকটে আসিবে যাইবে, পাঁচ সাত দিনে (কখন কখন) পথে ঘাটে চোখে দেখিয়া যাইবে (গুরুজনেরা রাগ করেন অতএব এখনকার মত আর অভিসারে দেখা হইবে না, কখন কখন পথে ঘাটে মাত্র দেখা হইবে)।

২৭২

(রাধার উক্তি)

আরে বিধিবস নয়ন পসারল
পসরল হরিক সিনেহ।
গুরুজন গুরুতরে ডরে সখি
উপজল জিবহু সন্দেহ ॥ ২।
দুরজন ভীম ভুজঙ্গম
বম কুবচন বিষসার।
তেঁহ তীখেঁ বিষে জনি মাখল
লাগ মরম কনিয়ার ॥ ৪।
পরিজন পরিচয় পরিহরি
হরি হরি পরিহর পাস।
সগর নগর বড় পুরীজন
ঘরে ঘরে কর উপহাস ॥ ৬।
পহিলুক পেমক পরিভব
দুসহ সকল জন জান।
ধৈরজ ধনি ধর মনে গুনি
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। বিধিবস নয়ন পসারল—বিধি কৃপাদৃষ্টি করিল।

২। জিবহু—জীবনের।

১-২। আহা বিধি কৃপা করিয়া (আমার দিকে) দৃষ্টিপাত করিলেন, (তাহাতে) হরির স্নেহ (আমার প্রতি) বাড়িল। সখি, গুরুজনের গুরুতর ভয়ে (আমার) জীবনে সন্দেহ উপজিল (প্রাণ সংশয় হইল)।

৩। বম—উদ্গীর্ণ করে। বিষসার—বিষের সারভাগ, তীব্রবিষ।

৪। তীখেঁ—তীক্ষ্ণ। মাখল—মিশ্রিত, মাখান। লাগ—লাগে। কনিয়ার—তীক্ষ্ণ। লাগ—লাগে।

৩-৪। ভীম ভুজঙ্গ (তুল্য) দুর্জ্জনগণ তীব্রবিষ (তুল্য) দুর্ব্বাক্য উদ্গীর্ণ (প্রয়োগ) করে; সেই যেন তীব্র বিষমাখা তীক্ষ্ণ শর মর্ম্মে লাগিল।

৫। হরি হরি—বিষাদোক্তি, হায় হায়।

৬। সগর—সমস্ত। বড়—অত্যন্ত। পুরীজন—পুরবাসী।

৫-৬। হায় হায়, পরিজনের পরিচয় পরিহার করিয়া পাশ (ফাঁস, গৃহের বন্ধন) পরিত্যাগ করি, সমস্ত নগরে পুরবাসিগণ ঘরে ঘরে অত্যন্ত উপহাস করিতেছে।

৭। পহিলুক—প্রথমের। পেমক—প্রেমের। পরিভব—পরাভব, বাধা।

৮। গুনি—গণনা করিয়া, বিবেচনা করিয়া।

৭-৮। প্রেমের প্রথম পরাভব (বাধা) দুঃসহ (তাহা) সকল লোকেই জানে; কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, ধনি মনে ভাবিয়া (বিবেচনা করিয়া) ধৈর্য্য ধর।

এই পদ হরিপতি ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির পুত্রের নাম হরপতি ছিল। বিদ্যাপতির রচিত পদে হয় তাঁহার পুত্রের অথবা আর কাহারও নাম দেওয়াই সম্ভব মনে হয়।

২৭৩

(রাধার উক্তি)

দুর সিনেহা বচনে বাঢ়ল
মনক পিরিতি জানি।
অলপে কাজে বড়ী দুর আঁতর
করমে পাওল আনি ॥ ২ ।
চরন নূপুর ঘন শবদএ
চান্দহু রাতি উজোরি।
ননন্দি বৈরিনি নিন্দে ন সোঅএ
আবে অনাইতি মোরি ॥ ৪ ।
দূতী বোলে বুঝাবহ কাহ্নু।
আজুক রঅনি আএ ন হোএতে
হৃদয়ে কোপথি জনু ॥ ৬ ।
চরন নূপুর করে উতারব
সামর বসন তনু।
খেড়হু কউতুকে ননন্দ বোধবি
বিলঁব লাগএ জনু ॥ ৮ ।
ও ভরে লাগল নব সিনেহা
এঁ ভরে কুলক গারি।
সকল পেম সম্ভারি ন হোএতে
হঠে বিনাসতি নারি ॥ ১০ ।
ভন বিদ্যাপতি উগন্ত সেবিঅ
মদন চিন্তথু আউ।
পিরিতি কারনে জিব উপেখব
এঁ বেরি হোউ কি জাউ ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সিনেহা—স্নেহ, প্রেম। বাঢ়ল—বাড়িল।

২। আঁতর—অন্তর।

১-২। মনের প্রীতি জানিয়া বচনে দূর হইতে স্নেহ বাড়িল। কাজ অল্প হইতেই বড় দূর অন্তর, কর্ম্মে আনিয়া পাইল (কর্ম্মফলে এমন হইল)।

৩। শবদএ—শব্দ করিতেছে। চান্দহু—চন্দ্র।

৪। বৈরিনি—বৈরিণী, শত্রু। সোঅএ—শয়ন করে। আবে—এখন। অনাইতি—অনায়ত্ত।

৩-৪। চরণে নূপুর ঘন ঘন শব্দ করিতেছে, চন্দ্রে রাত্রি উজ্জ্বল। ননদ শত্রু, শয়ন করিয়া নিদ্রিত হয় না, এখন আমার অনায়ত্ত (ইহাতে আমার দোষ কি)।

৫। বোলে—কথায়। বুঝাবঙ—বুঝাও,বুঝাইও। কাহ্নু—কানাই।

৬। আএ—আসা। হোএতে—হইবে। কোপথি—কোপ করে। জনু—না।

৫-৬। দূতি, কানাইকে বলিয়া বুঝাইও, আজ রজনীতে আসা হইবে না (আমি যাইতে পারিব না), হৃদয়ে ক্রোধ না করে।

৭। উতারব—নামাইব, খুলিব। ৮। খেড়হু—খেলায়। বোধবি—সান্ত্বনা করিব, ভুলাইব। বিলঁব—বিলম্ব।

৭-৮। চরণের নূপুর হাত দিয়া খুলিব, কৃষ্ণ বসন অঙ্গে (পরিধান) করিব। খেলায় কৌতুকে ননদকে ভুলাইব (যাহাতে) বিলম্ব না লাগে (হয়)।

৯। ও ভরে—ও দিকে। কুলক—কুলের, আত্মীয় লোকের। গারি—গালি।

১০। সম্ভারি—সামলান। হঠে—বল পূর্ব্বক।

৯-১০। ও দিকে নূতন স্নেহ লাগিল (রহিল), এদিকে কুলের গালি (আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্বাক্য), প্রেমে সকল সামলান হয় (যায়) না, বল পূর্ব্বক নারীকে বিনাশ করে।

১১। উগন্ত—যাহা উদয় হইতেছে, উদয়মান। সেবিয়—সেবা কর। চিন্তথু—চিন্তা কর। আউ—আশু, আগে।

১২। জিব—জীবন। উপেখল—উপেক্ষা করিল। ই—এই। বেরি—বার। হোউ—হউক। যাউ—যাউক।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উদয়মান (যেরূপ প্রাতঃসূর্য্য) সেবা কর, আগে মদনকে চিন্তা কর। প্রীতির জন্য জীবন উপেক্ষা করিবে এবার (প্রাণ) থাকুক কিম্বা যাক্।

২৭৪

(দূতীর উক্তি)

যদি তোরা নহি খন নহি অবকাশ।
পরকে যতনে কতে দেল বিসবাশ ॥ ২।
বিশবাস কই ককে শুতহ নিচীত।
চারি পহর রাতি ভমত সুচীত ॥ ৪।

(রাধার উত্তর)

করজোরি পঁইয়া পরি কহবি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী ॥ ৬।
প্রথম পহর রাতি রভসে বহলা।
দোসর পহর পরিজন নিন্দ গেলা ॥ ৮।
নিন্দ নিরূপইত ভেল অধরাতি।
তাবত উগল চন্দা পরম কুজাতি ॥ ১০।
ভনহি বিদ্যাপতি তখনুক ভাব।
জেহ পুনমত সেহ জন পয় পাব ॥ ১২।

মৈথিল পুঁথি।

অভিসারের সঙ্কেত করিয়া রাধা অভিসারে গমন করিতে পারেন নাই, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে; রাধা অপরাধের কারণ বুঝাইয়া বলিতেছেন।

২। যতনে—যত্ন করিয়া। কতে—কেন। বিসবাশ—বিশ্বাস।

১-২। যদি তোর ক্ষণমাত্রও অবকাশ নাই, (তবে) যত্ন পূর্ব্বক পরকে বিশ্বাস দিলি কেন (যদি তোর যাইবার অবকাশই না থাকে তাহা হইলে তাহার মনে কেন বিশ্বাস জন্মাইলি যে তুই যাইবি)?

৩। কই—করিয়া। ককে—কেন। শুতহ—শয়ন কর। নিচীত—নিশ্চিন্ত।

৪। ভমত—ভ্রমণ করে। সুচিত—সুচিত্ত, সহৃদয়।

৩-৪। বিশ্বাস করাইয়া (এরূপে আশ্বাস দিয়া) কেন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও? (সেই) সহৃদয় (মাধব) চারি প্রহর রাত্রি ভ্রমণ করিতেছিল (সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তোমার পথ দেখিতেছিল)।

৫। পঁইয়া পরি—পায়ে পড়িয়া। বিনতী—বিনীত নিবেদন, মিনতি।

৬। বিসরি—ভুলিয়া। হলবিএ—যাইবে।

৫-৬। (আমার পক্ষ হইতে) হাত জোড় করিয়া, পায় পড়িয়া (মাধবকে) মিনতি করিয়া বলিবি, পূর্ব্বের প্রেম ভুলিয়া যাইবে না।

৭। রভসে—কৌতুকে, আনন্দে। বহলা—বহিয়া গেল, কাটিল।

৭-৮। প্রথম প্রহর রাত্রি কৌতুকে কাটিল, দ্বিতীয় প্রহরে পরিজন নিদ্রিত হইল।

৯। নিরূপইত—নিরূপণ করিতে। অধ—অর্দ্ধ।

১০। তাবত—ততক্ষণ, তাবৎ। কুজাতি—মন্দজাতি (গালি অর্থে)।

৯-১০। (পরিজনেরা) নিদ্রিত (হইয়াছে কি না) নিরূপণ করিতে অর্দ্ধ রাত্রি হইল, ততক্ষণ (এমন সময়) পরম কুজাতি চন্দ্র উদয় হইল (সেই জন্য অভিসারে যাইতে পারি নাই)।

১২। পুনমত—পুণ্যবন্ত, পুণ্যবান্।

১১-১২। বিদ্যাপতি তখনকার ভাব কহিতেছে, যে জন পুণ্যবান্ সেই পায় (এমন নারী প্রাপ্ত হয়)।

২৭৫

(সখীর উক্তি)

কাননে কাতর কুলবতি রাহি।
চকিত নয়ন ঘন দশ দিশ চাহি ॥ ২।
কোকিল কলরবে বিকল পরান।
শুনি শুনি ভাবিনি ভেলি নিদান ॥ ৪।
উষসি উষসি খসি খসি পড়ু নোর।
গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর ॥ ৬।
ঐসন আয়লি তপনক গেহ।
পূজা উপহার তঁহি রাখলি সেহ ॥ ৮।
তঁহি পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ।
সখিগণ কৌতুক করু নানা ছন্দ ॥ ১০।
উতপত তেজত দীঘ নিশাস।
খনে রোদন করু খন করু হাস ॥ ১২।
কহ কবিশেখর শুনু সুকুমারি।
ধইরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১৪।

পদকল্পতরু।

৪। শুনি শুনি—চিন্তা করিয়া। নিদান—শেষ, অত্যন্ত ক্লিষ্ট।

৫। উষসি—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া। নোর—অশ্রু।

৭। তপনক গেহ—সূর্য্যমন্দির।

৮। তঁহি—সেখানে। সেহ—সে।

৯। ধন্দ—ধন্ধ, সংশয়।

১১। উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

১৪। ধৈর্য্য ধরিয়া থাক মুরারি মিলিবে।

২৭৬

(সখীর উক্তি)

হরিণ নয়নি ধনি চকিত নিহারনি
অতি উতকণ্ঠিত ভেলা।
সজন সভ জন তনু মন জীবন
সৌতিনি করি বিহি দেলা ॥ ২।
খনে খন উঠত খনে খন বৈসত
উতপত তেজত শাসা।
খনে খন চমকই খনে খন কম্পই
গদ গদ কহতহি ভাসা ॥ ৪।

কুলগুণ গৌরব অতিশয় সৌরভ
বাম পায় ঠেলল তায়।
দারুণ প্রেম থেহ নহি মানত
পলকে পলকে তলপায় ॥ ৬।
অরুণিত আনন নোরে ভরু লোচন
পিয়া পথ হেরত রাহি।
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত
গোখুর ধুলি উছলাহি ॥ ৮।
কহ কবিশেখর ধনি পুন হেরহ
আওত নাগর রাজ।
তুয় মন মানস অতি খনে পূরব
হেরব পন্তক মাঝ ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। নিহারনি—দৃষ্টি।

২। সকল স্বজন, তনু, মন, ও জীবন বিধি (যেন সমুদায়) সপত্নী করিয়া দিল।

৫। অতিশয় সৌরভযুক্ত (বিশুদ্ধ) কুলগুণ গৌরব বাম পায় ঠেলিল।

৬। থেহ—স্থৈর্য্য। তলপায়—ছট্‌ফট্‌ করে, আকুল হয়।

৮। শিশু পশুর সঙ্গে গোক্ষুরে ধূলি উড়াইয়া হরি আসিতেছে।

১০। তোমার মনের মানস এইবার পূর্ণ হইবে, পথের মাঝে (মাধবকে) দেখিবে।

২৭৭

(সখীর উক্তি)

সজ্জা তেজি বামা খন বহিরায়।
খনে মুরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥ ২।
খনে বাহর আয় চল আধ পথ।
দূতি সহ কলহ করএ অনুরত ॥ ৪।
দারুন দূতী সাধলি বাদ।
আজু হম তেজব রতি সুখ সাধ ॥ ৬।

রসমঞ্জরী।

১। সজ্জা—শয্যা।

৪। অনুরত—অনবরত।

৬। রাধার উক্তি।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধৃত।

২৭৮

(রাধার উক্তি)

পাশরইতে শরীর হোয় অবসান।
কহইত ন লয় অব বুঝহ অবধান ॥ ২।
কহএ ন পারিয় সহন ন যায়।
বচহ সজনি অব কি কর উপায় ॥ ৪।
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ ॥ ৬।
কাম করে ধরিয় সে করয় বহার।
রাখয় মন্দিরে ই কুল অচার ॥ ৮।
সহই ন পারিয় চলই ন পারি।
ঘন ফিরি যৈসে পিঞ্জর মাহা সারি ॥ ১০।
এতহুঁ বিপদে কিয় জীবয় দেহ।
ভনই বিদ্যাপতি বিষম ই নেহ ॥ ১২।

২। কহিতে পারি না, এখন বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া দেখ।

৩। সহনে না যায়—সহ্য করা যায় না।

৪। বচহ—বল।

৫। কোন বিধাতা আবার এই প্রেম সৃজন করিল?

৭। বহার—বাহির।

৭-৮। কাম হাত ধরিয়া (কুলের) বাহির করিয়া দেয়, গৃহে (মন্দিরে) কুলাচার রাখে। (এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি)।

১০। পিঞ্জরের মধ্যে সারীর মত ঘন ঘন ফিরিতেছি।

১১। কিয় জীবয় দেহ—দেহ কেন প্রাণ ধারণ করে?

২৭৯

(সখীর উক্তি)

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেয়াজ।
দেখিঅ আজে অপুরব সবে সাজ ॥ ২ ।
মৃগমদ পঙ্কে করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ ॥ ৪ ।
পুনু পুনু উঠসি পছিম দিস হেরি।
কখন জাএত দিন কত অছ বেরি ॥ ৬ ।
নেপুর উপর করসি কসি থীর।
দৃঢ় কএ পহিরসি তম সম চীর ॥ ৮ ।
উঠসি বিহুসি হসি তেজিয় সার।
মোরে মন ভাব সঘন অন্ধকার ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ কর মনে মিলত মুরারি ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বেয়াজ—ব্যাজ।

১-২। সুন্দরি কহ কহ, ছলনা করিস্ না, আজ সমস্ত অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিতেছি।

৩-৪। মৃগমদ চন্দনে অঙ্গরাগ করিতেছিস্, কোন নাগরের ভাগ্য পরিণত (পূর্ণ) হয়,(কোন ভাগ্যবান্ নাগর সৌভাগ্যের পূর্ণ ফলে তোমাকে পাইবে)?

৫। পুনু পুনু—বার বার।

৫-৬। বার বার পশ্চিম দিক দেখিয়া (দেখিবার জন্য) উঠিতেছিস্, কখন দিন যাইবে, কত বেলা আছে!

৭। নেপুর—নূপুর। কসি—কসিয়া।

৮। কএ—করিয়া। পহিরসি—পরিধান করিতেছিস্।

৭-৮। নূপুর উপরে তুলিয়া কসিয়া স্থির করিতেছিস্ (যাহাতে চলিতে নিক্কণ না হয়), অন্ধকার তুল্য (গাঢ় নীল) বস্ত্র দৃঢ় করিয়া পরিধান করিতেছিস্।

৯। বিহুসি হসি—স্মিত হাস্য করিয়া। তেজিয় সার—সার ত্যাগ করিয়া, অকারণে।

১০। ভাব—ভায়, হয়। সঘন—গাঢ়। অন্ধকার- সংশয়।

৯-১০। অকারণে স্মিত হাস্য করিতেছিস্; আমার মনে গাঢ় সংশয় হইতেছে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, নারী শ্রেষ্ঠ, মনে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

২৮০

(রাধার উক্তি)

কৈতুক চললি ভবনকে সজনি গে
সঙ্গ দশ চৌদিশ নারী।
বিচ বিচ শোভিত সুন্দরি সজনি গে
জনি ঘর মিলত মুরারী ॥ ২ ।
লই অভরণ কএ ষোড়শ সজনি গে
পহির উতিম রঙ্গ চীর।
দেখি সকল মন উপজল সজনি গে
মুনিহুক চিত নহি থীর ॥ ৪ ।
নীল বসন তন ঘেরলি সজনি গে
শির লেল ঘোঘট সারী।
লগ লগ পহুকে চলইত সজনি গে
সঁকুচল অঙ্কম নারী ॥ ৬ ।
সখি সব দেল ভবনকে সজনি গে
ঘুরি আইলি সভ নারী।
কর ধএ লেল পহু লগকই সজনি গে
হেরই বসন উঘারি ॥ ৮ ।
ভয় বর সনমুখ বোলই সজনি গে
করে লাগল সবিলাসে।

নব রস রীতি পিরীতি ভেল সজনি গে
দুহু মন পরম হুলাসে ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি গে
ই থিক নব রস রীতি।
বয়স যুগল সমুচিত থিক সজনি গে
দুহু মন পরম পিরীতি ॥ ১২ ।

মিথিলার পদ।

১। কৈতুক—কৌতুক, কৌতূহল, কুতূহলী হইয়া। ভবনকে—কুঞ্জভবনে। সঙ্গ- -সঙ্গে, পরিবৃত হইয়া। গে—লো (সম্বোধনে)।

২। বিচ বিচ—মধ্যে। জনি—জানিয়া।

১-২। সজনি লো, (আমি) কুতহলী হইয়া কুঞ্জভবনে চলিলাম। দশ জন নারী (সখী) সঙ্গে (পরিবৃত হইয়া) মধ্যস্থলে সুন্দরী (আমি) শোভিত, ঘরে (কুঞ্জভবনে) মুরারি মিলিত হইবে জানিয়া (চলিলাম)। (সখীপরিবৃত হইয়া মুরারির সহিত মিলন হইবে জানিয়া আমি কুঞ্জভবনে চলিলাম)।

৩। অভরণ—আভরণ। কৈ—করিয়া, করিলাম। ষোড়শ—ষোড়শ শৃঙ্গার। পহির—পরিলাম, পরিধান করিলাম। উতিম—উত্তম। রঙ্গ—রঞ্জিত, রং করা। চীর—বস্ত্র।

৪। সকল মন---সকলের মনে। উপজল—(কাম) উপজিত হইল। মুনিহুক—মুনিরও। চিত—চিত্ত।

৩-৪। আভরণ লইয়া ষোড়শ শৃঙ্গার (রচনা) করিলাম, রঞ্জিত উত্তম বস্ত্র পরিধান করিলাম। (আমাকে) দেখিয়া সকলের মনে (কামের) উদ্রেক হইল, মুনিরও চিত্ত স্থির রহিল না।

৫। ঘেরলি---ঘিরিলাম, আবৃত করিলাম। ঘোঘট—ঘোমটা।

৬। লগ লগ—নিকটে। পহুকে—প্রভুর, প্রাণনাথের। চলইত—যাইতে। সঁকুচল—সঙ্কুচিত হইল। অন্তম—হৃদয়।

৫-৬। নীল বসনে তনু আচ্ছাদন করিলাম, মস্তকে সাড়ী দিয়া অবগুণ্ঠন দিলাম। প্রাণনাথের নিকটে যাইতে নারীর (আমার) হৃদয় সঙ্কুচিত হইল।

৭। ঘুরি—ফিরিয়া। সভ—সব।

৮। উঘারি—খুলিয়া।

৭-৮। সখী সকলে (আমাকে) কুঞ্জভবনে (উপনীত করিয়া) দিল, (তাহার পর) সকল নারী (সখী) ফিরিয়া আসিল (গেল)। প্রভু (আমার) হস্তধারণ করিয়া নিকটে লইল, (আমার) বস্ত্রমোচন করিয়া দেখিল।

৯। বর—বর, নায়ক। সনমুখ—সম্মুখ। সবিলাসে—প্রণয়প্রকাশ।

৯-১০। নায়ক (আমার) সম্মুখ হইয়া (অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া) প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিল। নব রসরীতিতে পিরীতি হইল, দুইজনের মন পরম উল্লসিত হইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, এই (ই থিক—ইহাই হয়) নব রসরীতি। উভয়ের সমুচিত বয়স, দুই জনের মনে পরম বিলাস (উপজিত হইয়াছে)।

২৮১

(রাধার উক্তি)

ঘর গুরুজন পুর পরিজন জাগ।
কাহুক লোচন নিন্দও ন লাগ ॥ ২ ।
কোন পরিজুগুতি গমন হোএত মোর।
তম পিবি বাঢ়ল চান্দ উজোর ॥ ৪ ।
সাহসে সাহিঅ প্রেম ভঁড়ার।
অবহু ন আবয় করম চন্দার ॥ ৬ ।
দুহু অনুমান কয়ল বিহি জোর।
পাঁখি ন দেলক বিধাতা ভোর ॥ ৮ ।

ভনই বিদ্যাপতি জদি মন জাগ।
বড়ে পুনে পাবিঅ নব অনুরাগ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। ঘরে গুরুজন, পুরে পরিজন জাগিয়া রহিয়াছে, কাহারও লোচনে নিদ্রাও লাগে নাই (আসে না)।

৩। পরিজুগুতি—প্রযুক্তি।

৪। পিবি—পান করিয়া।

৩-৪। কোন প্রযুক্তিতে আমার গমন হইবে, তম পান করিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বাড়িয়াছে।

৫। সাহিঅ—রক্ষা করি, সাধনা করি।

৬। চন্দার—চন্দ্রারি, রাহু।

৫-৬। সাহস পূর্ব্বক প্রেম ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছি, এখনও (আমার) কপালে রাহু আসে না (রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিলে অন্ধকার হয়, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ রাহুও আসে না)।

৭। বিহি—বিধি, বিধান। জোর—তুল্য, জোড়া।

৮। পাঁখি—পক্ষ। দেলক—দিল। ভোর—ভোলা, ভ্রান্ত।

৭-৮। বিধাতা অনুমান করিয়া (আমাদের দুই জনকে) তুল্য করিল, (কিন্তু) ভ্রান্ত বিধাতা পক্ষ দিল না (তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম, কেহ দেখিতে পাইত না)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, যদি মনে জাগিয়া থাকে (সর্ব্বদা স্মরণ হয় তাহা হইলে জানিবে) বড় পুণ্যে নব অনুরাগ পাইয়াছ।

২৮২

(সখীর উক্তি)

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥ ২।
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥ ৪।
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার॥ ৬।
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পথহি তেজল সগরি॥ ৮।
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥ ১০।
যামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥ ১২।
বিঘিনি বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥ ১৪॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐসন ন হেরি আন॥ ১৬।

৩-৪। একেলা প্রয়াণ করিল। পথ বিপথ মানিল না।

৭। কর সঞে—হস্ত হইতে। মুদরি—আংটি।

৮। পথহি—পথেই। সগরি—সমস্ত, সমুদায়।

৯-১০। পায়ের মণিময় মঞ্জরী দূরেই ত্যাগ করিয়া গেল। মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং—গীতগোবিন্দ।

১২। হিয়—হৃদয়। উজিয়ার—উজ্জ্বল।

১১-১২। যামিনী ঘন অন্ধকার, মন্মথ হৃদয়ে উজ্জ্বল (যেমন বাহিরে ঘোর অন্ধকার, তেমনি হৃদয় মদনের প্রভাবে আলোকিত)।

১৩। বিঘ্ন বিস্তারিত (প্রসারিত) পথ।

১৪। প্রেমের আয়ুধে কাটিল (কোন বিঘ্ন বাধা তাহার পথরোধ করিতে পারিল না।)

১৫-১৬। বিদ্যাপতি মনে জানে, এমন (রাধার মত) আর দেখি না।

২৮৩

(সখীর উক্তি)

গুরুজন নয়ন পগার পবন জঞো
সুন্দরি সতরি চললি।

জনি অনুরাগে পাছু ধরি পেললি
করে ধরি কামে তিড়লী ॥ ২ ।
কি আরে নবি অভিসারক রীতী ।
কে জান কওনে বিধি কামে পঢ়াউলি
কামিনি তিহুয়ন জীতী ॥ ৪ ।
অম্বর সকল বিভূষন সুন্দর
ঘনতর তিমির সামরী ।
কেহু কতহু পথ লখহি ন পারলি
জনি মসি বুড়লি ভমরী ॥ ৬ ।
চেতন আগু চতুরপন কইসন
বিদ্যাপতি কবি ভানে ।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

বিহাগরকেদার ছন্দ। ২৬ অথবা ২৭ মাত্রা।

১। পগার—পার হইয়া, উত্তীর্ণ হইয়া। পবন-জঞো—পবন তুল্য। সর্তার—সত্বর।

২। পেললি—ঠেলিল। তিড়লী—টানিল।

১-২। গুরুজনের নয়ন পার হইয়া সুন্দরী পবনের ন্যায় সত্বর চলিল। যেন অনুরাগ পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া ঠেলিল, কাম হস্ত ধরিয়া টানিল।

৩। নবি—নবীনা, নূতন।

৪। তিহুয়ন—ত্রিভুবন। জীতি—জয় করিল।

৩-৪। অভিসারের কিবা নূতন রীতি, কে জানে কাম কোন বিধিতে পড়াইল, কামিনী ত্রিভুবন জয় করিল।

৫। সামরী—কৃষ্ণবর্ণ।

৬। কতহু—কোথাও। লখহি—লক্ষ্য করিতে। বুড়লি—ডুবিল।

৫-৬। সুন্দরীর বসন (ও) সকল সুন্দর ভূষণ ঘনতর তিমিরে কৃষ্ণবর্ণ হইল, পথে কেহ কোথাও লক্ষ্য করিতে পারিল না, যেন ভ্রমরী মসিতে ডুবিল।

৭। চেতন—চতুর। আগু—আগে, সম্মুখে। চতুরপন—চাতুরী।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহে, চতুরের নিকটে কেমন করিয়া চাতুরী (করিবে)? লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন।

২৮৪

(সখীর উক্তি)

প্রেম রতন খনি রমনী শিরোমনি
প্রিয় বিরহানল জানি।
অন্তর জর জর নয়নে নিঝরে ঝর
বদনে ন নিকসয় বানি ॥ ২ ।
আজু কী কহব হরি অনুরাগ।
তৈখনে কানন চললি বিকল মন
কুল ধরম লাজ ভয় ভাগ ॥ ৪ ।
মন্থর গতি অতি চলই ন পারথি
চলতহি তবহুঁ তুরন্ত।
হিয়া অতি ধসমসি শাসহি মুখশশি
শ্রম জল কন বরিখন্ত ॥ ৬ ।
সঙ্গিনি সহচরি দূরহি পরিহরি
রাহি একাকিনি কুঞ্জে।
বল্লভ মুরছিত হেরি জীয়াওত
রূপ সুধারস পুঞ্জে ॥ ৮ ।

গীতচিন্তামণি।

২। নিঝরে—অজস্র। নিকসয়—বাহির হয়।

৩। হরি অনুরাগ—হরির প্রতি অনুরাগ।

৫। পারথি—পারে। তুরন্ত—দ্রুত।

৬। ধসমসি—ধক্ ধক্। বরিখন্ত—বর্ষণ করিতেছে।

২৮৫

(দূতীর উক্তি)

মাধব ধনি আয়লি কত ভাতি।
প্রেম হেম পরখাওল কসোটিয়
ভাদব কুহু তিথি রাতি॥ ২।
গগন গরজ ঘন তাহে ন গন মন
কুলিস ন কর মুখ বঙ্কা।
তিমির অঞ্জন জলধারে ধোয় জনি
তেঁ উপজাবতি সঙ্কা॥ ৪।
ভাগে ভুজগ সিরে করে অভিনয় করে
ঝাঁপল ফনিমনি দীপে।
জানি সজল ঘন সে দেই চুম্বন
তেঁ তুয় মিলন সমীপে॥ ৬।
নারি রতন ধনি নাগর ব্রজমনি
রস গুনে পহিরল হারে।
গোবিন্দ চরণে মন কহ কবিরঞ্জন
সফল ভেল অভিসারে॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। ভাতি—প্রকার, উপায়।

২। প্রেম (রূপ) হেম ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথি রাত্রি (রূপ) কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিল।

৩। কুলিস ন কর মুখ বঙ্কা—বজ্রপাতে (ভয়ে) মুখ বাঁকা করে না।

৪। অন্ধকার (এবং নয়নের) অঞ্জন জল ধারায় না ধুইয়া যায় সেই শঙ্কা (তাহার মনে) উৎপন্ন হয়।

৫। ভাগ্য বশতঃ (অদৃষ্টক্রমে) ভুজঙ্গের মস্তকে হস্ত দ্বারা ফণীমণি (রূপ) দীপ ঢাকিবার অভিনয় করে।

৬। সজল ঘন (মেঘকে তোমার ভ্রমে) তোমার মিলন নিকট মনে করিয়া সে চুম্বন দেয়।

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর কল্পং।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং॥

গীতগোবিন্দ।

৭। পহিরল—পরিধান করিল

৮। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতি।

২৮৬

(রাধার উক্তি)

চন্দা জনু উগ আজু কি রাতী।
পিয়াকে লিখিএ পঠাউবি পাতী॥ ২।
সাওন সঞো হমে করব পিরীতী।
জত অভিমত অভিসারক রীতী॥ ৪।
অথবা রাহু বুঝাওব হসী
পিবি জনু উগিলহ সিতল সসী॥ ৬।
কোটি রতন জলধর তোহে লেহ।
আজুকি রত্তনি ঘনতম কএ দেহ॥ ৮।
ভনই বিদাপতি শুভ অভিসার।
ভল জন করথি পর উপকার॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জনু—না। উগ—উদয় হইও।

২। পিয়াকে—প্রিয়কে। পঠাউবি—পাঠাইব। পাতী—পত্র।

১-২। চন্দ্র, আজিকার রাত্রে উদয় হইও না, প্রিয়কে পত্র লিখিয়া পাঠাইব (পত্র লিখিয়া অভিসারের সময় নির্দ্দেশ করিব, চন্দ্র উদয় হইলে অভিসারে গমন করিতে পারিব না)।

৩। সাওন সঞো—শ্রাবণ হইতে, শ্রাবণ মাসে।

৩-৪। শ্রাবণে আমি প্রীতি করিব, অভিসারের অনুরূপ যত (সকল) রীতি (পালন করিব)।

৫। বুঝাওব—বুঝাইব।

৬। উগিলহ—উদ্গীরণ করিও।

৫-৬। অথবা রাহুকে হাসিয়া বুঝাইব, শীতল শশীকে পান করিয়া উদ্গীরণ করিও না (তাহাকে গ্রাস করিয়া আর মুক্ত করিও না)।

৭। লেহ—লহ, গ্রহণ কর।

৮। কএ – করিয়া।

৭-৮। (হে) জলধর, তুমি কোটি রত্ন লও, আজ রাত্রি ঘন অন্ধকার করিয়া দাও।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অভিসার শুভ হউক, ভাল লোক পরের উপকার করে।

২৮৭

(রাধার উক্তি)

আজ মোঞে জাএব হরি সমাগমে
কত মনোরথ ভেল।
ঘর গুরুজন নিন্দ নিরূপইতে
চন্দাএ উদয় দেল॥ ২।
চন্দা ভলি নহি তুঅ রীতি।
এহি মতি তোহি কলঙ্ক লাগল
কিছু ন গুনহ ভীতি॥ ৪।
জগত নাগরী মুখে জিনলা হে
গেলা হে গগন হারি।
তাহাঁহু রাহু গরাস পড়লা
দেব তোহ কী গারি॥ ৬।
একে মাস বিহি তোহ সিরীজএ
দএ সকলেও বল।
দোসর দিনা পুর ন রহসি
এহী পাপক ফল॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি শুন তোঁঞে জুবতি
চাঁদক ন কর সাতি।
দিনা সোড়হ চাঁদক আইতি
তাহিতর ভলি রাতি॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। নিরূপইতে—নিরূপণ করিতে।

১-২। আজ আমি হরি সমাগমে যাইব, কত মনোরথ হইল, ঘরে গুরুজনের নিদ্রা নিরূপণ করিতে (তাঁহারা নিদ্রিত হইয়াছে কি না জানিতে) চন্দ্র উদয় হইল।

৩। ভলি—ভাল। ৪। মতি—বুদ্ধি। তোহি-তোকে, তোর।

৩-৪। চন্দ্র, তোর রীতি ভাল নয়, এই বুদ্ধিতে তোর কলঙ্ক লাগিল, কিছু ভয় গণনা করিস্ না (মনে কিছু ভয় হয় না)?

৫। জিনলা - জয় করিয়াছ। হারি—হারাইয়া।

৬। তাহাঁহু—তথায়। দেব—দিব।

৫-৬। জগতে (সকল) নাগরীর মুখ জয় করিয়াছিস্, (তাহাদিগকে) হারাইয়া গগনে গিয়াছিস্। সেখানে রাহুর গ্রাসে পড়িলি, তোকে কি গালি দিব?

৭। সিরীজএ—সৃজন করে; পাঠান্তর, পুরাবএ।

৮। দোসর—দ্বিতীয়।

৭-৮। এক মাসে (মাসে একদিন) বিধি (নিজের) সকল বল দিয়া তোকে সৃজন (পূর্ণ) করে, দ্বিতীয় দিন (আর পূর্ণ) থাকিতে পারিস্ না, এই পাপের ফল।

৯। চাঁদক—চাঁদের। সাতি—শাস্তি।

১০। সোড়হ—ষোড়শ। আইতি—আয়ত্ত। তাহিতর—তদ্ব্যতীত।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, যুবতি তুমি শোন, চাঁদের শাস্তি করিও না; চাঁদের ষোড়শ দিন আয়ত্ত, তদ্ব্যতীত রাত্রি ভাল (কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র অভিসারে ব্যাঘাত করিতে পারিবে না)।

২৮৮

(রাধার উক্তি)

অগমনে প্রেম গমনে কুল জাএত
চিন্তা পঙ্ক লাগলি করিনী।
মঞে অবলা দহ দিস ভমি ঝাখঞো
জনি ব্যাধ ডরে ভীরু হরিনী॥ ২।

চন্দা দুরজন গমন বিরোধী।
উগল গগন ভরি নখত বৈরি মোরা
কে পহু আন পরবোধী ॥ ৪।
কুহূ ভরমে পথ পদ আরোপল
আএ তুলাএল পঞ্চদশী।
হরি অভিসার মার উদবেজক
কওোনে নিবারব কুগত শশী ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। জাএত—যায়। লাগলি—লাগিল, এ স্থলে অর্থ মগ্ন হইল। ২। মঞে—আমি। দহ দিস—দশ দিক। ঝাখওো—আকুল হই।

১-২। অগমনে প্রেম যায়, গমনে কুল যায়, করিণী চিন্তারূপ পঙ্কে মগ্ন হইল। আমি অবলা, ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় দশদিক ভ্রমিয়া আকুল হইয়াছি।

৪। নখত—নক্ষত্র। পরবোধী—প্রবোধিয়া, সান্ত্বনা করিয়া।

৩-৪। দুর্জ্জন চন্দ্র গমনের বিরোধী, আকাশ ভরিয়া আমার শত্রু নক্ষত্র উদয় হইল, কে প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া আনিবে?

৫। কুহূ—অমাবস্যা। আএ—আসিয়া। তুলাএল—ব্যাপ্ত হইল। পঞ্চদশী—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী, পূর্ণিমা। ৬। মার—কন্দর্প। উদবেজক—উদ্বেজক। কওোনে—কে। নিবারব—নিবারণ করিবে। কুগত—অশুভাগত।

৫-৬। অমাবস্যা ভ্রমে পথে পদ আরোপণ করিলাম, পূর্ণিমা আসিয়া (আকাশ) ব্যাপ্ত করিল। হরির অভিসারে কন্দর্পের উদ্বেজক অশুভাগত শশীকে কে নিবারণ করিবে?

২৮৯

(সখীর উক্তি)

প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব
ছোটি মধুমাস রজনী।
জাগ গুরুজন গেহা রাখএ চাহ নেহা
সংশঅ পড়লি সজনী ॥ ২।
নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহারে।
বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জা চন্দা
সুতি উঠি গগন নিহারে ॥ ৪।
পথহু পথুক সঙ্কা পয় পয় ধয় পঙ্কা
কি করতি ও নবি তরুনী।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিনী ॥ ৬।
সাএ সাএ কমন বেদন তসু জানে।
নিকুঞ্জ বন জে হরি জাইতি কওনে পরি
অনুখনে হন পচবানে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন কি করত গুরুজন
নীদ নিরূপন লাগী।
বঅনি নীর ভরি ধীরে ঝপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগি ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। গরুঅ—গুরু, বলবান। মধুমাস—চৈত্র।
২। গেহা—গৃহ। নেহা—স্নেহ।

১-২। প্রথম নব যৌবন, কন্দর্প বলবান, চৈত্র মাসের ছোট রাত্রি। গুরুজন গৃহে জাগিয়া আছে, স্নেহ রাখিতে চাহে (অভিসারে গমন করিতে চাহে), সজনী (রাধা) সংশয়ে পড়িল।

৪। উগি—উদিত হইয়া। সুতি উঠি—শুইতে উঠিতে।

৩-৪। পদ্মপত্রে (যেমন) জল (সেইরূপ) চিত্ত স্থির রহে না, কখন ঘরে কখন বাহিরে (গমন করে) বিধি আমার (রাধার) প্রতি বড় মন্দ, (পাছে) চন্দ্র না উদিত হইয়া যায়, শয়ন করিতে উঠিতে আকাশ দেখে (চন্দ্রোদয় হইয়াছে কি না জানিবার জন্য)।

৫। পথুক—পথিক। পয় পয়—পদে পদে।

ধয়—ধরে, লাগে। পঙ্কা—পঙ্ক। নবি—নবীনা।

৬। চলএ—চলিতে। খসি—বেগে। জালক—জালের, জাল দ্বারা। ছেকলি—ঘেরা, বেষ্টিত।

৫-৬। পথে পথিকের ভয় (যদি পথিক দেখিতে পায়), পদে পদে কর্দ্দম লাগে, নবীনা তরুণী কি করিবে? বেগে চলিতে চায়, আবার খসিয়া খসিয়া পড়ে, (যেন) জালবেষ্টিত হরিণী।

৭। সাএ—শত। কমন—কোন, কে। ৮। কোনে পরি—কেমন করিয়া, কোন উপায়ে।

৭-৮। তাহার শত শত বেদন কে জানে! যে নিকুঞ্জ বনে হরি (আছে সেখানে) কেমন করিয়া যাইবে, মদন অনুক্ষণ পীড়া দিতেছে (শর হানিতেছে)

১০। ঝপাবএ—ঢাকে। গমাবএ—যাপন করে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে (রাধা) কি করিবে, গুরুজনেরা নিদ্রিত (হইয়াছে কি না) নিরূপণের জন্য (নিরূপণ করিতে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে)। অশ্রুপূর্ণ মুখ বস্ত্র দ্বারা আবরণ করে, রজনী জাগিয়া যাপন করে।

২৯০

(রাধার উক্তি)

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥ ২ ।
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমরি নিতান্ত অগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥ ৪ ।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
সাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর ॥ ৬।
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি
অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ ॥ ৮।
তোরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
কবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার ॥ ১০ ।

পদকল্পতরু।

২। পাতন—পতন। বলগই—লম্ফ দিয়া গমন করিতেছে।

৭। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৮। আমার গুরুজনের দারুণ নয়ন (এড়াইবার জন্য) ঘোর তিমিরে ঝাঁপ (দিয়াছি)।

১০। কিয়ে সে বিঘিন বিথার—বিঘ্ন বিস্তার (বিকীর্ণ হইয়া) কি করিবে?

২৯১

(রাধার উক্তি)

কাজরে রাঙ্গলি সঞে জনি রাতি।
অইসনা বাহর হোইতে সাতি ॥ ২।
তড়িতহু তেজলি মিত অন্ধকার।
আসা সংশয় পরু অভিসার ॥ ৪।
ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।
নিকট জোএ নসত কাহ্নক বাস ॥ ৬।
জলদ ভুঅঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ।
নিচল নিশাচর কর রস ভঙ্গ ॥ ৮।
মন অবগাহএ মনমথ রোস।
জিবঞো দেলে নহি হোএত ভরোস ॥ ১০।

অগমন গমন বুঝএ মতিমান।
বিদ্যাপতি কবি এহু রস জান ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। রাঙ্গলি—রং করিয়াছে। ২। অইসনা—এমন সময়। সাতি—শাস্তি।

১-২। যেন কজ্জল দিয়া রাত্রিকে রঞ্জিত করিয়াছে, এমন সময় (গৃহের) বাহির হওয়াই শাস্তি।

৩। মিত—মিত্র, বন্ধু।

৩-৪। তড়িৎ (তাহার) বন্ধু অন্ধকারকে ত্যাগ করিল (বিদ্যুৎ চমকিতেছে না), অভিসারের আশায় সংশয় পড়িল।

৬। জোএ—খুঁজিয়া। নসত—অশক্ত।

৫-৬। বিশ্বাস দিয়া আমি ভাল করি নাই, কানাইয়ের বাসস্থান নিকটে গিয়াও খুঁজিয়া পাইব না।

৮। নিচল—নিশ্চল।

৭-৮। মেঘ ও ভুজঙ্গ দুই সঙ্গ (একত্র) হইল, নিশ্চল নিশাচর রসভঙ্গ করিতেছে।

৯। অবগাহএ—ডুবিয়া যায়। ১০। জীবএো—প্রাণও। ভরোস—ভরসা।

৯-১০। মন মন্মথের রোষে ডুবিয়া গেল (অবসন্ন হইল), প্রাণ দিলেও ভরসা হয় না।

১১-১২। মতিমান অগমন গমন বুঝে (যদি যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে না যাইতে পারিলেও মতিমান তাহা গমনই বুঝে), বিদ্যাপতি কবি এই রস জানে।

২৯২

(রাধার উক্তি)

ঝর ঝর বরিস সঘন জলধার।
দশ দিশ সবহু ভেল অঁধিয়ার ॥ ২।
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বারএ হরি অভিসার ॥ ৪।
অন্তরে শাম চন্দ্র পরকাশ।
মনহি মনোভব লই নিজ পাশ ॥ ৬।
কৈসনে সঙ্কেত বঞ্চব কান।
সুমরই জর জর অথির পরান ॥ ৮।
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝম্ ঝন্ শবদ কুলিশ ঝন ঝান ॥ ১০।
ঘর মাহ রহত রহই ন পার।
কী করব ই সব বিঘিনি বিথার ॥ ১২।
চঢ়ব মনোরথ সারথি কাম।
তোরিত মিলায়ব নাগর ঠাম ॥ ১৪।
মন মঝু সাখি দেত পুনু বার।
কহ কবিশেখর কর অভিসার ॥ ১৬।

পদকল্পতরু।

৩। পরকার—প্রকার, উপায়।

৪। এখন হরির অভিসারে না বারণ করে (বাধা দেয়)।

৬। মনের মধ্যে মদন নিজের পাশ লইয়াছে।

৮। সুমরই—স্মরণ করিতে।

১১। ঘরের মধ্যে থাকিতে (চাহিয়াও) থাকিতে পারি না।

১৩-১৪। মনোরথে চড়িব, কাম সারথি (হইবে), ত্বরিত নাগরের নিকট মিলিব।

১৫। আমার মন আবার সাক্ষী দিতেছে।

২৯৩

(রাধার উক্তি)

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার।
সঘন নীর বরিসএ জলধার ॥ ২।
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইতে পথিকহু মন ভঙ্গ ॥ ৪।
কওনে পরি আওত বালভু হমার।
আগু ন চল অভিসারিনি পার ॥ ৬।

গুরু গৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তথিহু বধু জন সঙ্কা আথি ॥ ৮।
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ ॥১০।

নেপালের পুঁথি।

১। পাউস—(প্রাবৃষ শব্দ হইতে) বর্ষা।

২। নীর—নীরদ, মেঘ।

১-২। বর্ষা আসিল, নিবিড় অন্ধকার, মেঘ সঘনে জলধার বর্ষণ করিতেছে।

৩। ঘন হন—ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছে। বিঘটিত—ব্যাহত, ব্যাঘাত প্রাপ্ত।

৩-৪। দেখিতেছি ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছে, রঙ্গ (অভিসারে মিলন প্রভৃতি) ব্যাঘাত পাইল, পথ চলিতে পথিকের মন ভঙ্গ হয়।

৫-৬। কেমন করিয়া আমার বল্লভ আসিবে? অভিসারিণী আগে চলিতে (অগ্রসর হইতে) পারে না।

৭। জাথি—যাইতেছে। ৮। তথিহু—তাহাতেও। আথি—অস্তি, হয়।

৭-৮। গুরুজনের গৃহ ত্যাগ করিয়া শয়ন গৃহে যাইতেছে (এক ঘর হইতে তাহার পার্শ্বের ঘরে যাইতেছে) তাহাতেও বধূজন শঙ্কিত হয়।

৯। নদিআ—নদী। জোরা—জোর, প্রবল। ভউ—হইল। অথাহ—অথই, অতল।

১০। চললাহ—চলিল।

৯-১০। নদী প্রবল ও অতল গভীর হইল, ভীম ভুজঙ্গ পথে চলিল।

২৯৪

(রাধার উক্তি)

রয়নি কাজর বম ভীম ভুঅঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোসে বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার ॥ ২।
সজনী বচন ছড়ইতে মোহি লাজ।
জে হোএত সে হোঅও বরু সবে হমে অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ ॥ ৪।
অপন অহিত লেখ কহইতে পরতেখ
হৃদয়ক ন পাইঅ ওল।
চাঁদ হরিনবহ রাহু কবল সহ
পেম পরাভব থোল ॥ ৬।
চরন বেঢ়িল ফনি হিত কএ মানিল ধনি
নেপুর ন করএ রোল।
সুমুখি পুছএঞো তোহি সরুপ কহসি মোহি
সিনেহ কত দুর ওল ॥ ৮।
ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরসে চিহ্নিঅ ভুমি
দিগমগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি শিব শিব তাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজু সিনেহ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্বে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
সকল কলা অবলম্বে ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

মলারীনাট ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

১। বম—উদ্গীরণ, নিঃসারণ। পরএ—পড়িতেছে। দুরবার—দুর্ব্বার।

২। তরজ—তর্জ্জন, ত্রস্ত। বরিস—বর্ষণ করিতেছে। পড়—পড়িল।

১-২। রজনী কজ্জল নিঃসারণ করিতেছে, ভীম ভুজঙ্গ, দুর্ব্বার কুলিশপাত হইতেছে। গর্জ্জনে মনে ত্রাস সমুৎপন্ন করিয়া মেঘ কুপিত হইয়া বারি বর্ষণ করিতেছে; অভিসারে সংশয় পড়িল।

৩। ছড়ইতে—ত্যাগ করিতে। হোঅউ—হউক। বরু—বরং, ভাল।

৩-৪। সজনি, বচন ছাড়িতে (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে) আমার লজ্জা হয়। যাহা হইবে, ভাল

তাহাই হউক, আমি সকল অঙ্গীকার করিব, আজ মনে সাহস দিলাম।

৫। লেখ—গণনা। পরতেখ—প্রত্যক্ষ। ওল—ওর, সীমা। ৬। হরিনবহ—কলঙ্কবহ। থোল—থোড়া, অল্প।

৫-৬। আপনার অহিত গণনা (ভবিষ্যতের ঘটনা) প্রত্যক্ষ কহিতে হৃদয়ের সীমা পাই না (আপনার অমঙ্গল বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না), চাঁদ কলঙ্ক বহন করে, রাহুর কবল সহ্য করে, (কিন্তু) প্রেমের পরাভব অল্প (সহ্য করে না)।

৭। বেধিল—বেড়িল। নেপুর—নূপুর।

৭-৮। চরণে ফণী বেষ্টন করিল, ধনী হিত করিয়া মানিল, নূপুর রোল করে না। সুন্দরি, তোকে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে সত্য বলিস্, স্নেহের সীমা কতদূর (প্রেমের জন্য কতদূর সহ্য করা যায়)?

৯। ঠামহি—এক স্থানেই। রহিঅ—থাকি। ঘুমি—ঘুরিয়া। দিগমগ—ডগমগ, দোলায়মান।

১০। তাবে—তাবৎ। জাইহ—যায়। জাবে—যাবৎ। উপজু—উৎপন্ন হয়। সিনেহ—স্নেহ, প্রেম।

৯-১০। এক স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকি (ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক স্থানেই ফিরিয়া আসি), সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া (চিত্ত) দোলায়মান হয়। হরি হরি! শিব শিব! যাবৎ না প্রেম উৎপন্ন হয় তাবৎ প্রাণ যায় (প্রেম হইবার পূর্ব্বেই যেন প্রাণ যায়)।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন সুচতুরে, গমনে বিলম্ব করিও না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার অবলম্বন।

২৯৫

(মাধবের উক্তি)

কাজরে সাজলি রাতি।
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি ॥ ২।
বরিস পয়োধর ধার।
দূর পথ গমন কঠিন অভিসার ॥ ৪।
জমুন ভয়াউনি নীরে।
আরতি ধসতি পাউতি নহি তীরে ॥ ৬।
বিজুরী তরঙ্গে ডরাই।
তৌঁ ভল কর জোঁ পলটি ঘর জাই ॥ ৮।
ঝাঁখথি দেব বনমালী।
এহি নিসি কোনে পরি আউতি গোয়ালী ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি বানী।
তোহহুঁ তহ কাহ্নু নারি সয়ানী ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সাজলি—সাজিল।

২। ভএ—হইয়া। পাঁতি—পংক্তি।

১-২। রাত্রি কাজলে সাজিল, মেঘমালা ঘন হইয়া বর্ষণ করিতেছে।

৩-৪। মেঘ ধারা বর্ষণ করিতেছে, দূর পথ গমন করিয়া অভিসার কঠিন।

৫। ভয়াউনি—ভয়ানক, ভয়জনক।

৬। ধসতি—পড়িবে। পাউতি—পাইবে।

৫-৬। যমুনার জল ভয়ানক, অনুরাগ আতিশয্যে (যদি তাহাতে) পড়ে (বেগে প্রবেশ করে) তীর পাইবে না (উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না)।

৭। ডেরাই—ডরায়, ভয় পায়।

৮। তৌঁ—তবে, তাহা হইলে। ভল কর—ভাল করে, ভাল হয়। জোঁ—যদি। পলটি—ফিরিয়া।

৭-৮। বিদ্যুৎ তরঙ্গে ভয় পায়, যদি ঘরে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়।

৯। ঝাঁখথি—শোক করিতেছে, বিষাদপূর্ব্বক ভাবিতেছে।

১০। কোন পরি—কেমন করিয়া। আউতি—আসিবে। গোয়ালী—গোয়ালিনী, গোপরমণী।

৯-১০। দেব বনমালী বিষাদপূর্ব্বক ভাবিতেছে, এই রাত্রে গোপী (রাধা) কেমন করিয়া আসিবে?

১২। তোহহুঁ—তোর। তহ—হইতে, অপেক্ষা।

১১-১২। বিদ্যাপতি (এই) কথা কহিতেছে, কানাই, তোর অপেক্ষা নারী (রাধা) চতুরা (রাত্রি এরূপ ভয়ানক হইলেও সে অভিসারে আগমন করিবে)।

২৯৬

(দূতীর উক্তি)

পন্থ পিছর নিসি কাজর কাঁতি।
পাতরে ভৈ গেল দিগভঁরাতি ॥ ২।
চরনে বেঢ়ল অহি তেঁ নহি সঙ্ক।
সুন্দরি হৃদয় নূপুর পুর পঙ্ক ॥ ৪।
কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুয় অভিসার ন জীএ বর নারি ॥ ৬।
বরাহ মহিস মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিনী বাঘ ডরায় ॥ ৮।
ফনি মনি দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ ॥ ১০।
কহ কবিরঞ্জন করহ সন্তোস।
আজুক বিলম্ব গমনে নহি দোস ॥ ১২।

রসমঞ্জরী।

১। পিছর—পিচ্ছিল।

২। পাতরে—প্রান্তরে। ভরাঁতি—ভ্রান্তি। প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্তি হইয়া গেল। এই পংক্তি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত পুস্তকে এই আকারে প্রকাশিত হইয়াছে—পাতরে ভৈগে নদি গভরাতি, এবং অর্থও অদ্ভুত রূপ হইয়াছে। বিদ্যাপতির ভাষা এ দেশে জানা না থাকায় সর্ব্বদাই এইরূপ ভ্রম হয়।

১-২। পথ পিচ্ছিল, রাত্রি কজ্জলের ন্যায়, প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রম হইয়া গেল।

৩। তেঁ—তাহাতে। সঙ্ক—শঙ্কা।

৩-৪। চরণে অহি বেষ্টন করিল তাহাতে ভয় নাই, সুন্দরীর নূপুরের হৃদয়ে (ভিতরে) পঙ্ক পূর্ণ হইল।

৫-৬। মাধব, তোর পিরীতির (কথা) কি কহিব, তোর অভিসারে সুন্দরী নারী বাঁচে না।

৭-৮। পালে পালে বরাহ, মহিষ, মৃগ পলায়ন করে, অনুরাগিণীকে (রাধাকে) দেখিয়া ব্যাঘ্র ভীত হইয়া পলায়ন করে।

৯-১০। সর্পের (মাথার) মণি দেখিয়া ভ্রমে ফুঁ দেয় (আলো নিভাইয়া দিবার জন্য), কত বার সর্পিণীর মুখে মুখ লাগিল।

১১-১২। কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) কহে, সন্তোষ কর, আজ গমনে বিলম্ব হইলে দোষ নাই।

এই পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে আছে।

২৯৭

(দূতীর উক্তি)

বাট বিকট ফনিমালা।
চউদিস বরিসএ জলধর জালা ॥ ২।
হে মাধব বাহু তরিএ নরি ভাগে।
কতএ ভীতি জোঁ দৃঢ় অনুরাগে ॥ ৪।
বন ছলি একলি হরিণী।
ব্যাধ কুসুম সরে পাউলি রজনী ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রূপনরায়ন নৃপ রস জানে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। পথে বিকট বিষধর সর্প, চারিদিকে জলধর জাল বর্ষণ করিতেছে।

৩। তরিএ—উত্তীর্ণ হয়। নরি—নদী। ভাগে—ভাগ্যে।

৪। কতয়—কোথায়। জোঁ—যখন, যদি।

৩-৪। হে মাধব, ভাগ্যে বাহু দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইল, যদি দৃঢ় অনুরাগ (তাহা হইলে) ভয় কোথায়?

৫। ছলি—ছিল।

৬। পাউলি—পাইল।

৫-৬। হরিণী একাকিনী বনে ছিল, কন্দর্প ব্যাধ (তাহাকে) রজনীতে পাইল (রাত্রে মদনের তাড়নায়

বিকল হইয়া সকল বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া অভিসারে আসিয়াছে)।

৭-৮ বিদ্যাপতি কবি কহে, রূপনারায়ণ নৃপতি রস জানে। ৮। পাঠান্তর—রাজা সির্বসিংহ রূপনরাএন লখিমা দেবি রমানে।

২৯৮

(রাধা ও সখীতে কথা)

কোমল কমল কাঞি বিহি সিরিজল
মো চিন্তা পিআ লাগী।
চিন্তা ভরে নীন্দে নহি সোঅএ্রো
রঅনি গমাবএ্রো জাগী ॥ ২।
বর কামিনি হে কাম পিআরী
নিসি অন্ধিয়ারি ডরাসী।
গুরু নিতম্ব ভরে চলহি ন পারসি
কামক পীড়লি জাসী ॥ ৪।
সাএ্রোন মেহ ঝিমি ঝিমি বরিসএ
বহল ভমএ জল পূরে।
বিজুরি লতা চক চক মক কর
ডীঠী ন পসরএ দূরে ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। (রাধার উক্তি) কাঞি—কেন। মো—আমার। ২। সোঅএ্রো—শয়ন করি। গমাবএ্রো—যাপন করি।

১-২। বিধাতা (আমাকে) কোমল কমল (করিয়া) কেন সৃজন করিল, প্রিয়তমের লাগিয়া আমার চিন্তা। চিন্তাভরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই না, রজনী জাগিয়া কাটাই।

৩। পিআরী—প্রিয়া, অনুরক্তা। ডরাসী—ভয় পাস্।

৩-৪। (সখীর উক্তি) হে শ্রেষ্ঠ কামিনি, কামে অনুরক্ত, অন্ধকার রাত্রে ভয় পাও। গুরু নিতম্ব ভরে চলিতে পার না, কাম কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া যাও।

৫। সাএ্রোন—শ্রাবণ। বহল—বহিতেছে। ভমএ—ঘুরিতেছে। পূরে—প্রবাহ। ৬। পসরএ—প্রসারিত হয়।

৫-৬। শ্রাবণের মেঘ ঝিমিঝিমি বর্ষণ করিতেছে, জল প্রবাহ বহিয়া ঘুরিতেছে; বিদ্যুল্লতা চকমক করিতেছে, দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হয় না।

২৯৯

(সখীর উক্তি)

সখি হে অইসনি নিসি অভিসার।
তোহি তেজি করএ কে পার ॥ ২।
ভমএ ভুঅঙ্গম ভীম।
পঙ্কে পূরল চৌসীম ॥ ৪।
দিগমগ দেখিঅ ঘোর।
পএর দিঅ বিজুরি উজোর ॥ ৬।
সুকবি বিদ্যাপতি গাব।
মহঘ মদন পরথাব ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

আভীর ছন্দ।

২। তেজি—ছাড়িয়া, ব্যতিরেক।

১-২। হে সখি, এমন নিশিতে তোমা ছাড়া আর কে অভিসার করিতে পারে?

৩-৪। ভীম ভুজঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে, চারি দিক পঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে।

৫। দিগমগ—ডগমগ, আন্দোলন, সংশয়।

৬। পএর—পা।

৫-৬। ঘোর সংশয় দেখিতেছি, বিদ্যুতের আলোকে পদক্ষেপ করিতেছি।

৭-৮। সুকবি বিদ্যাপতি গান করে, মদনের প্রস্তাব মহার্ঘ।

৩০০

(সহচরীর উক্তি)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুঅঙ্গম
জলধর বিজুরি উজোর।
তরুন তিমির নিসি তইঅও চললি যাসি
বড় সখি সাহস তোর ॥ ২।
সুন্দরি কওন পুরুষ ধন জে তোর হরল মন
জসু লোভে চলু অভিসার ॥ ৩।
আতর দুতর নরি সে কইসে জএবহ তরি
আরতি ন করিয় ঝাপ।
তোরা অছ পচসর তে তোহি নহি ডর
মোর হৃদয় বরু কাঁপ ॥ ৫।
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জউবতি
সাহস কতহি ন জাএ।
অছয় জুবতি গতি কমলা দেবি পতি
মন বস অরজুন রাএ ॥ ৭।

তালপত্রের পুঁথি।

১। নিসিঅর—নিশাচর।

২। তরুন—দ্বিতীয় অবস্থা, প্রবল।

১-২। রাত্রে নিশাচর (ও) ভীম ভুজঙ্গ ভ্রমণ করিতেছে, মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ, রাত্রি প্রবল অন্ধকার, তথাপি তুই চলিয়া যাইতেছিস্, সখি তোর বড় সাহস।

৩। কওন—কোন।

সুন্দরি, কোন ধন্য পুরুষ তোর মন হরণ করিল, যাহার লোভে অভিসারে চলিলি ?

৪। আতর—অন্তর, দূরে। দুতর—দুস্তর। নরি—নদী। জএবহ—যাইবে। ঝাপ—গোপন।

৫। অছ—আছে। বরু—বরং।

৪-৫। মধ্যে দুস্তর নদী, সে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে? আরতি (অনুরাগ) গোপন করিও না। তোর পঞ্চশর আছে (মদন তোর সহায়) সেই জন্য তোর ভয় নাই, কিন্তু আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

ক প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ।

অমরুশতক।

৬-৭। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, সাহস কহা যায় না (অসীম); লক্ষ্মীপতি (যিনি) অর্জ্জুন রাজার মনে (হৃদয়ে) বাস করেন, যুবতীর গতি আছেন। (অর্জ্জুন রাজা শিবসিংহের বংশীয় এইরূপ অনুমান হয়)।

৩০১

(সখীর উক্তি)

রিপু পচসর জানি অবসর
সব সিন সাজে।
হেরি সূন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে ॥ ২।
নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি
পলটলি নহি দূতী ॥ ৪।
সাজি অভিসারা পড়ি অন্ধকারা
উগি জনু জা ভোরা।
আরতি বেরা জএো হো মেরা
লাখ গুন সুখ থোরা ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। পচসর—পঞ্চশর, মদন। সিন—সেনা।

২। ঘটী—অপরাধী, যাহার ক্রটী হইয়াছে।

১-২। রিপু পঞ্চশর অবসর জানিয়া সব সেনা সাজাইয়াছে। শূন্য পথ দেখিয়া, মনোরথের ক্রটী (নিষ্ফলতা) (জানিয়া) কে জানে আজ কি হইবে!

৪। হরি হরি হরি—হায়, হায়, হায়! পলটলি—ফিরিল।

৩-৪। যুবতী নিষ্ফল (বিফলমানস) হইল। হায়, হায়, হায়, রাত্রে হরিকে ত্যাগ করিয়া (হরির নিকট হইতে) দূতী ফিরিল না।

৫। সাজি—সাজিয়াছে।

৬। মেরা—মিলন।

৫-৬। অন্ধকার পড়িতেই (সন্ধ্যার সময় হইতেই) অভিসারে সাজিয়াছে, ভোর না উদয় হইয়া যায় (সন্ধ্যার সময় সাজিয়া অভিসারে আসিয়াছে, কিন্তু মাধব এ পর্য্যন্ত আসে নাই। এইরূপে না প্রভাত হইয়া যায়)! অনুরাগের কাতরতার সময় যদি মিলন হয় (তাহা হইলে) লক্ষগুণ সুখও অল্প (বিবেচনা হয়)।

৩০২

(রাধার উক্তি)

হিমকর কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার ॥ ২ ।
চললি রমনি ধনি আকুল চীত।
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে উপনীত ॥ ৪ ।
ন দেখি তঁহি বর নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরান ॥ ৬ ।
গুরুজন নয়ন পাশগন বারি।
আওল কুলবতি চরিত উঘারি ॥ ৮ ।
ইথে যদি ন মিলল সে বর কান।
কহ সখি কৈসনে ধরব পরান ॥ ১০ ।
কহ কবিশেখর সুন্দরি রাহি।
ধৈরজ ধর হম আনব যাহি ॥ ১২ ।

পদকল্পতরু।

২। বিথার—বিস্তার।

৫। তঁহি—তথায়।

৭। পাশগন বারি—পাশ সমূহ নিবারণ করিয়া।

৮। কুলবতী চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া (কলঙ্কিত করিয়া) আসিলাম।

১২। যাহি—যাইয়া।

৩০৩

(রাধার উক্তি)

নিঅ মন্দির সোঁ পঅ দুই চারি।
ঘন হন বরিস মহী ভর বারি ॥ ২ ।
পথ পীছর বড় গরুঅ নিতম্ব।
খস কত বেরি নহী অবলম্ব ॥ ৪ ।
বিজুরি ছটা দরসাবএ মেঘ।
উঠএ চাহ জল ধারক থেঘ ॥ ৬ ।
এক গুনে তিমির লাখ গুনে ভেল।
উতরন্ত দখিন ভান দুর গেল ॥ ৮ ।
এ হরি জানি করিঅ মোকে রোস।
আজুক বিলম্ব দইব দিঅ দোস ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পঅ-- পদ।

১-২। নিজ গৃহ হইতে দুই চারি পদ (আসিতেই) ঘন বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল, ধরণী জলে পূর্ণ হইল।

৩। পীছর—পিচ্ছিল। গরুঅ—গুরু।

৪। খস—পড়ি।

৩-৪। পথ বড় পিচ্ছিল, নিতম্ব গুরু, কতবার পড়িয়া যাই, অবলম্বন নাই।

৫। দরসাবএ—দেখায়।

৬। থেঘ—অবলম্বন।

৫-৬। বিদ্যুৎ ছটা মেঘ দেখায়, জলধারের অবলম্বনে উঠিতে চাই।

৭-৮। একগুণ তিমির লক্ষগুণ হইল, উত্তর দক্ষিণ জ্ঞান দূর হইল।

১০। দইব—দৈব।

৯-১০। হে হরি, জানিয়া আমার প্রতি রাগ করিও, আজিকার বিলম্বের জন্য দৈবকে দোষ দিও।

এই পদ কীর্ত্তনানন্দেও আছে।

৩০৪

(রাধার উক্তি)

গমনে গমাউলি গরিমা
অগমনে জিবন সন্দেহ।
দিনে দিনে তনু অবসন ভেল
হিমকমলিনি সম নেহ ॥ ২ ।
অবহু ন সুমরহ মধুরিপু
কি করতি সুন্দরি নাম।
বিনু দোষ মোহি বিসরলহুঁ
কহিনী রহতি বহু ঠাম ॥ ৪ ।
একদিস কাহ্নু অওকাদিস
সুবিতত বংস বিসালা।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনি
সংসঅ পড়ু কুলবালা ॥ ৬ ।
পাঁচবান অতি আতএ
ধৈরজে করু মন থিরে।
আঁচরে মুহ দএ কাঁদএ
ঝাঁখ নয়ন বহ নীরে ॥ ৮ ।

রাগতরঙ্গিণী।

গোপীবল্লভ ছন্দ। ২১ হইতে ২৫ মাত্রা।

১। গমাউলি—হারাইলাম। গরিমা—গৌরব (কুলশীল গৌরব)। অবসন—অবসন্ন।

২। হিমকমলিনি সম নেহ—হিম ও কমলিনী তুল্য স্নেহ, অর্থাৎ শিশির বা তুষারপাতে কমলিনী যেরূপ ম্লান হইয়া যায়।

১-২। গমনে (অভিসারে গমন করিয়া) কুলশীল গৌরব হারাইলাম। অগমনে (গমন না করিলে) জীবন সংশয়। দিনে দিনে তনু অবসন্ন হইল; তুষারের (সহিত) কমলিনীর যেমন স্নেহ (বিপরীতার্থে) (আমাদেরও সেইরূপ প্রণয়)। (তুষার স্পর্শে কমলিনী যেমন ম্লান ও মৃতপ্রায় হয় শ্যামের জন্য আমার তনুও সেইরূপ অবসন্ন হইয়াছে)।

৩। অবহু—এখনও। সুমরহ—স্মরণ করে। মধুরিপু—মধুসূদন। করতি—করিবে, করিতেছে।

৪। মোহি—আমাকে। বিসরলহুঁ—বিস্মৃত হইল। কহিনী—কাহিনী, কথা। রহতি—রহিবে। ঠাম—ঠাঁই, স্থান।

৩-৪। এখনও মধুসূদন আমাকে স্মরণ করে না, (আমার) সুন্দরী নাম কি করিবে? (লোকে আমাকে সুন্দরী বলে; নায়িকা সুন্দরী হইলে নায়ক তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারে না ইহাই সকলের বিশ্বাস, কিন্তু মধুসূদন যখন আমাকে ভুলিয়াই রহিলেন তখন আমার সুন্দরী নামের কি সার্থকতা হইল)? বিনা দোষে আমাকে বিস্মৃত হইল (এই) কাহিনী (কথা) অনেক স্থানে রহিবে।

৫। দিস—দিকে। কাহ্নু—কানাই। অওকাদিস—অপর দিকে। সুবিতত—সুবিদিত। বিসালা—মহৎ।

৬। চঢ়লি—চড়িল, আরোহণ করিল। পড়ু—পড়িল।

৫-৬। একদিকে কানাই অপর দিকে সুবিদিত উচ্চ বংশ (রাধা রাজকুমারী)। দুই পথে আরোহণ করিয়া নিতম্বিনী কুলবালা সংশয়ে পড়িল। "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"।

৭। পাচ বান—কন্দর্প। আতএ—দহন করে, সন্তপ্ত করে। থিরে—স্থির।

৮। ঝাঁখ—শোকাকুল।

৭-৮। পঞ্চবাণ অত্যন্ত সন্তপ্ত করিতেছে ধৈর্য্য (ধারণ করিয়া) মন স্থির কর। অঞ্চলে মুখ দিয়া কাঁদে, শোকে চক্ষে অশ্রু বহিতেছে।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে এই পদের নীচে টীকা আছে—"ইতি বিদ্যাপতেঃ।"

৩০৫

(রাধার উক্তি)

পইরি মোঞে অইলিহুঁ তরনি তরঙ্গ।
পথ লাঁঘল সাএ সহস ভুঅঙ্গ ॥ ২।
নিসি নিসাচর সঞ্চর সাথ।
ভাগে ন মোহি কেহু ধইলিহু হাথ ॥ ৪।
এত কএ অইলিহুঁ জীব উপেখি।
তইঅও ন ভেলে মোহি মাধব দেখি ॥ ৬।
তহ্নি নহি পঢ়লিএ মদনক রীতি।
পিসুনক বচনে কইলি পরতীতি ॥ ৮।
দূতী দম্পতি দুঅও অবোধ।
কাজ আলস দুহু পরম বিরোধ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১২।

১। পইরি—সন্তরণ করিয়া। অইলিহুঁ—আসিলাম। তরনি—যমুনা।

২। সাএ—শত। লাঁঘল—লঙ্ঘন করিলাম।

১-২। আমি যমুনা তরঙ্গ সন্তরণ করিয়া আসিলাম, পথে শত সহস্র ভুজঙ্গ লঙ্ঘন করিলাম।

৩। সঞ্চর—সঞ্চরণ করিতেছিল।

৪। মোহি—আমার। ধইলিহু—ধরিল। হাথ—হাত।

৩-৪। নিশীথে নিশাচর (আমার) সঙ্গে সঞ্চরণ করিতেছিল। ভাগ্যে কেহ আমার হাত ধরে নাই।

৫। কই—করিয়া। জীব—জীবন। উপেখি—উপেক্ষিয়া।

৬। তইঅও—তবুও, তথাপি। দেখি—দেখা।

৫-৬। এত করিয়া জীবন উপেক্ষা করিয়া আসিলাম, তবুও আমার মাধব দেখা হইল না (মাধবের সহিত দেখা হইল না)।

> কথিত সময়েহপি হরি রহহ ন যযৌ বনং।
> মম বিফলমিদমমল রূপ যৌবনং ॥
>
> গীতগোবিন্দ।

৭। তহ্নি—তিনি। মদনক—মদনের।

৮। পিসুনক—খলের। কয়লি—করিলেন। পরতীতি—প্রতীতি।

৭-৮। তিনি মদনের নিয়ম পড়েন নাই, খলের কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন।

৯। দম্পতি—নায়ক ও নায়িকা, প্রণয়ী যুগল।

৯-১০। দূতী ও দম্পতি, উভয় অবোধ; কাজ এবং আলস্তে পরম বিরোধ।

১২। ধৈরজ—ধৈর্য্য। মিলত—মিলিবে। ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

ভনিতার পাঠান্তর আছে—

> ভনই বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
> পরহাথ কাজ সিথিল বিচার ॥

৩০৬

(দূতীর উক্তি)

কুসুমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জবে জবে তুঅ মেরা নিফলে বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে ॥ ২।
মাধব তোরি রাহী বাসক সজা।
চরণ সবদ জানে চৌদিস আপএ কানে
পিআ লোভে পরিনতি লজা ॥ ৪।
সুনিঅ সুজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে
জনি বন পইসল হরী।
সে তুঅ গমন আসে নিন্দ ন আবে পাসে
লোচন লাগল দেহরী ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। সেজা—শয্যা। তেজা—প্রজ্বলিত। অগর—অগুরু। ২। বহলি—বহিল। বেরা—সময়।

১-২। কুসুমে রচিত শয্যা, দীপ প্রদীপ্ত রহিল, অগুরু চন্দনের পরিমল। যখন যখন তোর মিলনে

(মিলনের আশায়) সময় নিষ্ফল বহিল তখন তখন মদন কর্তৃক পীড়িতা হইল।

৩। বাসক সজা—বাসকসজ্জা, যে নারী বেশভূষা করিয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে। ৪। আপএ—অর্পণ করে। পরিনতি—পূর্ণ, অর্থাৎ শেষ।

৩-৪। মাধব, তোর রাধা বেশভূষা করিয়া তোর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। চরণ শব্দ জানিয়া (মনে করিয়া) চারিদিকে কান দেয়, প্রিয়তমের (মিলন) লোভে লজ্জা পরিণত (সমাপ্ত) হইয়াছে।

৫। চুকএ—ভুলিয়া যায়। পইসল—প্রবেশ করিল। হরী—হরি। ৬। দেহরী—বহির্ব্বাটীর দ্বার, দেউড়ি।

৫-৬। সুজনের নামে (এই) শুনি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্থান ভুলিয়া যায় না (প্রতিশ্রুত সময় মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়); যেন বনে (কুঞ্জবনে) হরি প্রবেশ করিল (কোন শব্দ শুনিলেই রাধার মনে হয় হরি কুঞ্জবনে আসিতেছে)। তোর গমনের আশায় তাহার নিকটে নিদ্রা আসে না, চক্ষু বাহিরের দ্বারে লাগিয়া থাকে (সর্ব্বদা তোমার পথ দেখে)।

৩০৭

(দূতীর উক্তি)

জাগল জামিক জন চউদিস গরজ ঘন
সাসু নহি তেজএ গেহা রে।
তইও সে চললে বুধিবলে কউসলে
এত বড় তোহর সিনেহা রে ॥ ২।
এ হরি তোহর থৈরজ জত সে সবে কহব কত
ধনি গেলি সূন সঁকেতা রে।
জদি ন অএলা হে তোহে ধনি সে কহলি কোহে
থোইআ গেলি মালতি মালারে ॥ ৪।
সগরি রঅনি জাগি তুঅ দরসন লাগি
তরুতর তিতলি বালা রে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
নীন্দ জগইতে সন্দেহা রে ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জাগল—জাগিয়া আছে। জামিক জন—প্রহরের ব্যক্তি, প্রহরী। সাসু—শ্বশ্রূ। ২। বুধিবলে—বুদ্ধি বলে।

১-২। প্রহরী জাগিয়া আছে, চারিদিকে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, শ্বশ্রূ গৃহ ত্যাগ করে না (শাশুড়ী রাধার ঘরে রহিয়াছে); তথাপি সে বুদ্ধিবলে কৌশলে চলিল, এত বড় তোর স্নেহ!

৩। থৈরজ—স্থৈর্য্য। সঁকেতা—সঙ্কেত স্থান। ৪। কোহে—কাহে, কেন। থোইআ—থুইয়া।

৩-৪। হে হরি, তোর যত ধৈর্য্য সে সব কত কহিব! ধনী শূন্য সঙ্কেত স্থানে গেল। যদি তুমি আসিলে না, ধনীকে বলিলে কেন, মালতি মালা থুইয়া গেলে (কেন)?

৫। তিতলি—ভিজিল।

৫-৬। তোর দর্শনের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বালা তরুতলে ভিজিল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, নিদ্রা হইতে জাগিতে সন্দেহ (বোধ হয় মাধবের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই)।

৩০৮

(সখীর উক্তি)

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেয়াজে।
পুরুব সুকৃত কেদহু পাওল
মদন মহাসধি কাজে ॥ ২।
মৃগমদ তিলক অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিশ কখন তোয়ত নিশ
গুরুজন নয়ন নিহারি ॥ ৪।
বিসু কারন গৃহ করহ গতাগত
মুনি নয়ন অরবিন্দা।

অতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা ॥ ৬।
চেতন হাথ লাথ নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
সকল কলারস জানে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

২। কেদহু—কেহ কি।

১-২। সুন্দরি, ছলনা করিও না, কেহ কি (কোন পুরুষ) পূর্ব্ব সুকৃত (ফলে) মদনের কাজে মহাসিদ্ধি পাইল? (তুমি যাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ ও যাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ সে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃত ফলে তোমাকে পাইবে)।

৩। অগর—অগুরু। সামর—নীল, কৃষ্ণ। সমারি—সম্বৃত করিয়া, উত্তমরূপে পরিধান করিয়া।

৪। পছিম—পশ্চিম।

৩-৪। মৃগমদ তিলক অগুরু অনুলেপন করিয়া, নীল বসন উত্তম রূপে পরিধান করিয়া, গুরুজনের চক্ষু দেখিয়া (তাঁহারা কিছু সন্দেহ করিতেছেন কি না জানিবার জন্য), পশ্চিম দিকে দেখিতেছ কখন নিশা হইবে।

৫। গতাগত—গমনাগমন। মুনি—বুজিয়া।

৬। অকামিক—অকারণে। সানন্দা—সানন্দে। পুলকিত—রোমাঞ্চিত। বিহসি, বিহসি—অল্প হাসিয়া, স্মিতমুখে।

৫-৬। নয়ন কমল (লজ্জায়) মুদ্রিত করিয়া গৃহে গমনাগমন করিতেছ; তনু অতি পুলকাঞ্চিত, অকারণে অল্প হাসিয়া (শয্যা হইতে) সানন্দে জাগিয়া উঠিতেছ।

৭। চেতন—যাহার চেতন আছে, চতুর। হাথ—হাতে, নিকটে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, চতুরের নিকট লাথ (ছলনা) সম্ভব নহে (সখী চতুর, তাহাকে ছলনা করিয়া প্রতারিত করিতে পারিবে না); রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন।

৩০৯

(রাধার উক্তি)

সখি হে আজ জাএব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহী ॥ ২।
চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূষন কএ গজমোতী।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী ॥ ৪।
ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগনে উগত
সহসে সহসে চন্দা ॥ ৬।
ন হমে কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
এহে সিনেহক লোতে ॥ ৮।
ভনে বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
সাহসে সকল কাজে।
বুঝ সিবসিংঘ রস রসময়
সোরম দেবি সমাজে ॥ ১০।

রাগতরঙ্গিণী।

স্মরসন্দীপন কোড়ার ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা।

১। মোহী—আমি। ২। চুকব—চুকিব, ভ্রষ্ট হইব।

১-২। হে সখি, আজ আমি যাইব। ঘরে গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যভ্রষ্ট হইব না। (যখন যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছি তখন নিশ্চিত যাইব)।

৩। কএ—করিয়া। ৪। বিহুন—বিহনে।

৩-৪। চন্দন আনিয়া আনিয়া অঙ্গে লেপন করিব, গজমুক্তার ভূষণ করিব। অঞ্জন বিহনে লোচন যুগল ধবল জ্যোতি ধরিবে (অতএব চক্ষে অঞ্জন দিব)।

৫। ঝপাওব—ঢাকিব। মন্দা—ধীরে।

৬। সগর—সমস্ত। সহসে—সহস্র।

৫-৬। শুভ্র বসনে তনু আবরণ করিব, যদ্যপি আকাশ জুড়িয়া সহস্র সহস্র চন্দ্র উদিত হয় (তথাপি) ধীরে ধীরে গমন করিব। (বহু চন্দ্র গগনে উদিত হইয়া যদ্যপি পৃথিবী আলোকিত হয় তাহা হইলেও আমি শুভ্র বসন ধারণ করিব, আত্মগোপনের জন্য নীল অথবা কৃষ্ণ বাস ধারণ করিব না। ধীরগতি গমন করিব, ভয়ে অথবা আত্মগোপনের তরে বেগে গমন করিব না)।

৭। কাহুক—কাহারও। ডীঠি—দৃষ্টি। ওতে—ওত, গোপন, অন্তরাল।

৮। চোরী—গুপ্তপ্রেম। সঁও—হইতে। এহে—ইহাই। সিনেহক—প্রেমের। লোতে—লোপত্র, অপহৃত সামগ্রী।

৭-৮। আমি কাহারও দৃষ্টি নিবারণ করিব না, আমি গোপন (ও) করিব না। পরের নিকট হইতে অধিক চুরী করিবে, ইহাই প্রেমের অপহৃত ধন।

১০। সোরম—সুরমা, শিবসিংহের পত্নী। সমাজে—সঙ্গে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, সাহসে সকল কাজ (সিদ্ধ হয়)। রসময় শিবসিংহ সুরমা দেবীর সহিত রস বুঝেন।

৩১০

(দূতীর উক্তি)

আজ পুনিমা তিথি জানি মোয়ে ঐলিহু
উচিত তোহর অভিসার।
দেহ জোতি সসি কিরণ সমাইতি
কে বিভিনাবয় পার॥ ২।
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি।
আঁখি পসারি জগত হম দেখল
কে জগ তুয় সনি নারি॥ ৪।
তোহেঁ জনু তিমির হীত কয় মানহ
আনন তোর তিমিরারি।
সহজ বিরোধ দূরে পরিহর ধনি
চল উঠি জতয় মুরারি॥ ৬।
দূতী বচন হীত কয় মানল
চালক ভেল পচবান।
হরি অভিসার চললি বর কামিনী
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

১। মোয়ে—আমি। ঐলিহু—আসিলাম।

২। সসি—শশী। সমাইতি—প্রবেশ করিবে। বিভিনাবয়—বিভিন্ন করিতে, প্রভেদ বুঝিতে।

১-২। আজ পূর্ণিমা তিথি জানিয়া আমি আসিলাম (আজ) তোর অভিসার (করা) উচিত। দেহ জ্যোতি শশীকিরণে প্রবেশ করিবে, কে বিভিন্ন করিতে (প্রভেদ বুঝিতে) পারিবে? (তোমার দেহের কান্তি জ্যোৎস্নাতুল্য, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় তাহা মিশিবে, কেহ প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না, অতএব তোমাকে চিনিতে পারিবে না)।

৪। পসারি—প্রসারিত করিয়া। সনি—তুল্য।

৩-৪। সুন্দরি, আপনার হৃদয়ে বিচার করিয়া জগতে চক্ষু প্রসারিত করিয়া (সমস্ত জগতে) দেখিলাম, জগতে তোর তুল্য নারী কে?

৫। জনু—না। হীত—হিত।

৬। সহজ—স্বাভাবিক। জতয়—যেখানে।

৫-৬। তুই তিমিরকে মঙ্গল করিয়া মানিস্ না, তোর মুখ তিমিরারি (তোর মুখ চন্দ্রতুল্য তিমিরকে

নাশ করে, অতএব অন্ধকারে গমন করিলে তোকে সকলে দেখিতে পাইবে), ধনি, স্বভাবের বিরোধ (অন্ধকারের এবং আলোকের স্বভাবসিদ্ধ বিরোধ) দূরে পরিত্যাগ কর, উঠিয়া যেখানে মুরারি (সেখানে) চল্।

৭-৮। দূতীর বচন হিত করিয়া মানিল, পঞ্চবাণ কন্দর্প চালক হইল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে কামিনীশ্রেষ্ঠ হরি অভিসারে চলিল।

৩১১
(সখীর উক্তি)

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডল লাগি ॥ ২।
সহএ ন পারয় নব নব নেহ।
হেরি হেরি সুন্দরি পড়লি সন্দেহ ॥ ৪।
কামিনি কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশ কয়ল অভিসার ॥ ৬।
ধম্মিল লোল ঝূট করি বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ ॥ ৮।
অম্বরে কুচ নহি সম্বরু ভেল।
বাজন যন্ত্র হৃদয় করি লেল ॥ ১০।
ঐসন মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি ন চিহ্নই নাগর রাজ ॥ ১২।
হেরইত মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশি ভাঙ্গল হৃদয়ক দন্দ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
দুধ সমুদ জনি রাজ মরালি ॥ ১৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। পুরজন—নগরবাসী। জাগি—জাগিয়া রহিয়াছে।

১-২। এখনও রাজপথে নগরবাসীরা জাগিয়া রহিয়াছে, চন্দ্রকিরণ জগৎ মণ্ডলে লাগিয়া রহিয়াছে (জ্যোৎস্নায় সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে)।

৪। সন্দেহ—সংশয়, যাতনা।

৩-৪। নূতন প্রেমে গৃহে থাকিতে শান্তি হয় না, দেখিয়া দেখিয়া (চন্দ্র কখন অস্তমিত হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া) সুন্দরী সংশয়ে পড়িল (তাহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইল)।

৫। কতহুঁ—কতই। পরকার—প্রকার, উপায়।

৫-৬। কামিনী কতই উপায় করিল, পুরুষের বেশে অভিসার করিল।

৭। ধম্মিল—ধম্মিল্ল, খোঁপা; গীতগোবিন্দে—সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত। ধম্মিল্ল—কেশ; শৃঙ্গারতিলকে—বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং ... নেত্র সফরং ধাম্মিল্লশৈবালকম্। লোল—শিথিল, আলুলায়িত। ঝূট—ঝুঁটী, চূড়া।

৮। পহিরল—পরিধান করিল। আন—অন্য। ছন্দ—ছাঁদ।

৭-৮। মুক্তবেণী (পুরুষের মত) চূড়া করিয়া বাঁধিল; পরিধেয় বস্ত্র অন্য ছাঁদ করিল (পুরুষের মত করিয়া পরিল)।

৯। সম্বরু—সম্বৃত, সামলান, আবৃত।

৯-১০। (পুরুষের মত করিয়া বস্ত্র পরাতে) বসনে পয়োধর আবৃত হইল না, (অতএব) বাদন যন্ত্র বক্ষে করিয়া লইল।

১১-১২। এমন করিয়া (এই বেশে) কুঞ্জের মাঝে মিলিল (উপনীত হইল); নাগররাজ দেখিয়া চিনিতে পারিল না।

১৩। পড়লহি ধন্দ—সংশয়ে পড়িল।

১৩-১৪। দেখিয়া মাধব সংশয়ে পড়িল; স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের বিবাদ ভাঙ্গিল (তখন চিনিতে পারিল)।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, দুগ্ধ সমুদ্রে যেন রাজমরালী (যাইতেছে)।

৩১২

(মাধবের উক্তি)

রাহু মেঘ ভএ গরসল সূর।
পথ পরিচএ দিবসহি ভেল দূর ॥ ২ ।
নহি বরিসএ অবসর নহি হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহি কোএ ॥ ৪ ।
চল চল সুন্দরি কর গএ সাজ।
দিবস সমাগম সপজত আজ ॥ ৬ ।
গুরুজন পরিজন ডর কর দূর।
বিনু সাহসেঁ অভিমত নহি পূর ॥ ৮ ।
এহি সংসার সার বথু এহ।
তিলা এক সঙ্গম জাব জিব নেহ ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটিহু ন ঘট দিবস অভিসার ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ভএ—হইয়া। গরসল—গ্রাস করিল। সুর—সূর্য্য।

২। পরিচএ—চিনিতে পারা। দূর—দুরূহ, দুষ্কর।

১-২। মেঘ রাহু হইয়া (রাহুরূপে) সূর্য্যকে গ্রাস করিল, দিবাকালেই পথে লোক চিনিতে পারা দুষ্কর হইল। (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ অন্ধকার হইয়াছে যে দিবাভাগেই পথে লোক চিনিতে পারা যায় না)।

৪। কোএ—কেহ।

৩-৪। বৃষ্টি পড়ে না সুতরাং অবসর (দিবাভিসারের অবসর) হয় না ; (এখন) পুরপরিজন কেহ (পথে অথবা বাহিরে গমনাগমন) করিতেছে না (অতএব এখন অবসর হইয়াছে)।

৫। গএ—গিয়া। সাজ—সজ্জা, অভিসার-সজ্জা।

৬। সপজত—সম্পূর্ণ হইবে, পূর্ণ হইবে।

৫-৬। চল চল সুন্দরি, গিয়া অভিসার সজ্জা কর, আজ দিবামিলন পূর্ণ হইবে।

৮। অভিমত—মনোবাঞ্ছা।

৭-৮। গুরুজন পরিজনের ভয় দূর কর, বিনা সাহসে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

৯। এহি—এহ—এই, ইহা। বথু—বস্তু।

১০। তিলা—তিল। জাব জিব—যাবজ্জীবন সঙ্গম—মিলন।

৯-১০। এই সংসারে ইহাই সার বস্তু, এক তিলের (নিমিত্ত) মিলনে যাবজ্জীবন স্নেহ।

১২। কোটি—সংখ্যা, কোটি করিলেও ("হাজার করিলেও")। ঘট—ঘটে।

১১-১২। কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতি কহিতেছে, কোটি করিলেও (কোটি স্তোকবাক্যে বা চাটুবাদেও) দিবাভিসার ঘটিবে না।

৩১৩

(দূতীর উক্তি)

গুরুজন কহি দুরজন সঞো বারি।
কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি ॥ ২ ।
কৈতবে বারি সখীজন সঙ্গ।
অহ অভিসার পূর রতি রঙ্গ ॥ ৪ ।
এ সখি বচন করহি অবধান।
রাত কি করতি আরতি সমধান ॥ ৬ ।
অন্ধ কূপ সম রয়নি বিলাস।
চোরক মন জনি বসএ বাস ॥ ৮ ।
হরষিত হোএ লঙ্কাকে রাএ।
নাগর কী করতি নাগরি পাএ ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১। বারি—নিবারণ করিয়া। ২। ধারি—ধালি, ছুটাছুটি।

১-২। গুরুজনদিগকে কহিয়া দুর্জ্জনকে নিবারণ করিয়া, কৌতুকে কুন্দ ফুল (লইয়া) ছুটাছুটি করিবি

(গুরুজনদিগকে কহিবে ফুল খেলা করিব, তাহা হইলে তাঁহারা বারণ করিয়া দিবেন যাহাতে কোন মন্দলোক তোমার সঙ্গে না যায়)।

৪। পুর—পূর্ণ কর।

৩-৪। কৈতবে সখীজনের সঙ্গ নিবারণ করিয়া (কোন ছলনায় সখীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া) দিবাভিসারে রতিরঙ্গ পূর্ণ কর (কোন ছলনায় সখীদিগকে ত্যাগ করিয়া দিবাভিসারে গমন করিবে)।

৫-৬। হে সখি, বচন অবধান কর, রাত্রে অতিরিক্ত অনুরাগ কেমন করিয়া সমাধা করিবে?

৮। বসএ বাস—গৃহে বাস করে।

৭-৮। রাত্রির বিলাস অন্ধকূপের ন্যায়, যেন চোরের মন (অপরের) গৃহে থাকে।

৯। লঙ্কাকে রাএ—লঙ্কার রাজা, রাবণ।

৯-১০। (দিবাভিসারে) রাবণও হর্ষিত হয়, নাগর নাগরী পাইয়া কি করিবে (কতই আনন্দ প্রকাশ করিবে)!

৩১৪

(দূতীর উক্তি)

দৃঢ় বিসোয়াসে তুয় পন্থ নিহারি।
জামুন কুঞ্জ রহল বনমারি ॥ ২ ।
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
অহ অভিসারে দিগুন থিক রঙ্গ ॥ ৪ ।
তুহু ধনি সহজহি পদুমিনি জাতি।
তোহর বিলম্ব উচিত নহ আতি ॥ ৬ ।
ভূখল জন যদি ন পাওব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন ॥ ৮ ।
আরতি রতি দুহু নহ সমতুল।
গাহক আদর সবহু তহ মূল ॥ ১০ ।
গএ মিলি নাগরি জদুমনি পাহ।
কহ কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥ ১২ ।

রসমঞ্জরী।

১। বিসোয়াসে—বিশ্বাসে। জামুন—যমুনার তীরবর্ত্তী।

৩। সুন্দরি, মনোরথ ভঙ্গ করিও না।

৪। দিবাভিসারে দ্বিগুণ রঙ্গ হয়।

৫। সহজহি—স্বভাবতঃই।

৬। আতি—আসিতে, যাইতে।

৭। ভূখল—ভুক্ষিত, ক্ষুধিত।

৯-১০। আর্ত্তি ও রতি দুই তুল্য নহে, গ্রাহক আদরকে সকলের অপেক্ষা মূল্যবান (বিবেচনা করে)।

১১-১২ নাগরি, গিয়া যদুমণিকে মিলিয়া (তাহাকে) প্রাপ্ত হও।

কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) কহে, রস নির্ব্বাহ কর।

এই পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে আছে।

৩১৫

(দূতীর উক্তি)

জলদ বরিস ঘন দিবস অন্ধার।
রয়নি ভরমে হমে সাজু অভিসার ॥ ২ ।
আসুর করমে সফল ভেল কাজ।
জলদহি রাখল দুহু দিস লাজ ॥ ৪ ।
মঞে কি বোলব সখি অপন গেঞান।
হাথিক চোরি দিবস পরমান ॥ ৬ ।
মঞে দূতী মতি মোর হরাস।
দিবসহু কে জা নিঅ পিআ পাস ॥ ৮ ।
আরতি তোরি কুসুম সর রঙ্গ।
অতি জীবনে দেখিঅ অভিসঙ্গ ॥ ১০ ।
দূতী বচনে সুমুখি ভেল লাজ।
দিবস অএলাহু পরপুরুষ সমাজ ॥ ১২ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। মেঘ ঘন বর্ষণ করিতেছে, দিবস অন্ধকার, রজনী ভ্রমে আমি অভিসারে সাজিলাম (তোমার সঙ্গে যাইতে হইবে বলিয়া সজ্জা করিলাম)।

৩। আসুর—আসুরিক, বিকট।
করমে—কর্ম্মফল।

৩-৪। কর্ম্মফলে আসুরিক কাজ সফল হইল, মেঘেই দুই দিকের লজ্জা রক্ষা করিল।

৬। পরমান—প্রমাণ, সত্য।

৫-৬। সখি, আমি আপনার জ্ঞান (সম্বন্ধে) কি বলিব, দিবাকালে সত্য হস্তী চুরী হইল (এইরূপ অসম্ভব ঘটনা ঘটিল)।

৭। হরাস—হ্রাস, অল্প। ৮। জা—যায়।

৭-৮। আমি দূতী, আমার বুদ্ধি অল্প, (কিন্তু) দিনের বেলা কে নিজের প্রিয়তমের নিকট যায় ?

১০। অভিসঙ্গ—অভিষঙ্গ, মিথ্যা অপবাদ।

৯-১০। মদনের রঙ্গে তোর অতিশয় অনুরাগ, দেখিতেছি জীবনে অত্যন্ত মিথ্যা অপবাদ (হইল)।

১১-১২। দূতীর কথায় সুমুখীর লজ্জা হইল। দিবাকালে পরপুরুষের নিকট আগমন করিল ! (এই কথা মনে করিয়া লজ্জা হইল)।

৩১৬

(সখীর উক্তি)

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুকা দহন সমান।
চঢ়ল মনোরথ ভাবিনি চলু পথ
তাপ তপন নহি জান ॥ ২।
পেমক গতি দুরবার।
নবীন যৌবনি ধনি চরণ কমল জিনি
তইও কয়ল অভিসার ॥ ৪।
কুল গুণ গৌরব সতি যশ অপযশ
তৃণ করি ন মানয় রাধে।
মন মাহা মদন মহোদধি উছলল
বূড়ল কুল মরিযাদে ॥ ৬।
কতহু বিঘিনি জিতল অনুরাগিনি
সাধল মনমথ তন্ত।
গুরুজন নয়ন নিবারইত সুবদনি
পাঠ করয় মন মন্ত ॥ ৮।
কেলি কলাবতি কুসুম সরসি কুলে
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছল মনোরথ পূরল মনমথ
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। তাতল—তপ্ত। দহন—অগ্নি।

২। তাপ তপন—বালুকার ও সূর্য্যের উত্তাপ।

৩। পেমক—প্রেমের। দুরবার—দুর্ব্বার।

৪। তইও—তথাপি।

৬। বূড়ল—ডুবিয়া গেল। মন মধ্যে মদনের মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইল, মর্য্যাদা (রূপ) কূল ডুবিয়া গেল।

৭। তন্ত—তত্ত্ব।

৮। নিবারইত—নিবারিতে। মন্ত—মন্ত্র। গুরুজনের নয়ন নিবারণ করিবার জন্য সুবদনী মনে মনে মন্ত্র পাঠ করে।

৯-১০। কেলি কলাবতী কুসুম সরসি কূলে কৌশলে প্রয়াণ করিল, কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কহে, যত মনোরথ ছিল মন্মথ পূর্ণ করিল।

৩১৭

(সখীতে সখীতে কথা)

সুরত সমাপি সুতল বর নাগর
পানি পওধর আপী।
কনক শম্ভু জনি পূজি পূজারে
ধএল সরোরুহে ঝাঁপী ॥ ২।
সখি হে মাধব কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাহঁ অগোরসি
পুনু রতিরঙ্গক আসে ॥ ৪।

বদন মেরাএ ধএলহ্নি মুখমণ্ডল
কমল মিলল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অরসাএল
পীবি অমিঞ মকরন্দা ॥ ৬।
ভনই অমিকর সুনহ মধুরপতি
রাধাচরিত অপারে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

ভীমপলাশী অহিরানি ছন্দ। ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১২ মাত্রা—মাধব কেলি বিলাসে।

১। পওধর—পয়োধর। আপী—অর্পণ করিয়া। ২। পূজারে—পূজারি।

১-২। সুরত সমাপন করিয়া, পয়োধরে হস্ত অর্পণ করিয়া নাগরশ্রেষ্ঠ শয়ন করিল, যেন পূজারি (ব্রাহ্মণ) কনক শম্ভু পূজা করিয়া পদ্মদ্বারা ঢাকিয়া রাখিল।

৪। নাই—ন্যায়। অগোরসি—আগুলাইতেছে।

৩-৪। হে সখি, মাধব কেলি বিলাস করিতেছে, অলির ন্যায় মালতীকে রমণ করিয়া, পুনরায় রতিরঙ্গের আশায় আগুলাইতেছে।

৫। মেরাএ—মিলাইয়া। ধএলহ্নি—রাখিলেন, রাখিল। অরসাএল—অলসিত হইল।

৫-৬। মুখমণ্ডলে মুখ মিলাইয়া রাখিল, চন্দ্রে যেন কমল মিলিল। অমৃত এবং মকরন্দ পান করিয়া ভ্রমর ও চকোর দুই আলস্যযুক্ত হইল।

৭। অমিকর—অমৃতকর, শিবসিংহের মন্ত্রী। মধুরপতি—মথুরাপতি, মাধব।

৭-৮। অমৃতকর কহিতেছে, মথুরাপতি ও রাধার অপার চরিত শুন। সুকবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে কহিতেছে।

এই পদ বঙ্গদেশে সকল সংগ্রহে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে দুই স্থানে, গীতচিন্তামণি ও পদামৃত সমুদ্রে এবং কীর্ত্তনানন্দে আছে। প্রথম তিন গ্রন্থে ভণিতা নাই, এই জন্য এই পদ কোন সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কীর্ত্তনানন্দে এ দেশের রচিত ভণিতা আছে।—

নিশি অবশেষ জাগি সব সখিগণ
করয় কত কত খেদ।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি
দারুন বিহি কৈল ভেদ ॥

মিথিলায় শেষ চরণের পাঠান্তর পাওয়া যায়—

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই কণ্ঠহারে।

লখিমার পরিবর্ত্তে "প্রাণবতী" পাঠও আছে। রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থেও এই পদ ও ছন্দের নাম আছে।

৩১৮

(দূতীর উক্তি)

জলধর রুচি অম্বর পহিরাউলি
সেত সারঙ্গ কর বামা।
সারঙ্গ অদন দাহিন কর মণ্ডিত
সারঙ্গ গতি চলু রামা ॥ ২।
মাধব তোরে বোলে আনল রাহী।
সারঙ্গ ভাস পাস সঞো আনলি
তোরিত পঠাবহ তাহী ॥ ৪।
সম্ভু ঘরিনি বেরি আনি মেরাউলি
হরি সুত সুত ধুনি ভেলা।
অরুনক জোতি তিমির পিবি উগল
চান্দ মলিন ভএ গেলা ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। পহিরাউলি—পরিধান করাইলাম। সেত সারঙ্গ—শ্বেত পদ্ম। বামা—বাম।

২। সারঙ্গ অদন—পশুর (ছাগের) ভক্ষ্য, পান। সারঙ্গ—হস্তী।

১-২। বামাকে মেঘরুচি বস্ত্র পরিধান করাইলাম, (তাহার) বাম হস্তে শ্বেত পদ্ম, দক্ষিণ হস্তে পান (তাম্বুল) শোভিত, সুন্দরী গজগমনে চলিল।

৪। সারঙ্গ ভাস—পশুর হম্বা রব, অর্থাৎ মাতা। তোরিত—ত্বরিত। তাহী—তাহাকে।

৩-৪। মাধব, তোর কথায় রাধাকে আনিলাম। (তাহার) মাতার নিকট হইতে (তাহাকে) আনিয়াছি, শীঘ্র পাঠাইয়া দাও।

৫। সম্ভু ঘরিনি—পার্ব্বতী। বেরি—বেলা। সম্ভুঘরিনি বেরি—গৌরীগীতের সময়, সন্ধ্যা। মেরাউলি—মিলাউলি, মিলাইলাম। হরি—ইন্দ্র। ইন্দ্রের সুত—জয়ন্ত। জয়ন্তের সুত—কাক। হরি সুত সুত—কাক। ধুনি—ধ্বনি। হরি সুত সুত ধুনি—কাকের ধ্বনি, প্রভাত।

৬। পিবি—পান করিয়া। উগল—উদিত হইল।

৫-৬। সন্ধ্যার সময় আনিয়া মিলাইলাম, (এখন) কাক ডাকিল, অরুণের জ্যোতি তিমির পান করিয়া উদয় হইল, চন্দ্র মলিন হইয়া গেল।

৩১৯

(দূতীর উক্তি)

পরক পেঅসি আনলি চোরী।
সাতি অঙ্গিরলি আরতি তোরী ॥ ২।
তোহি নহী ডর ওহি ন লাজ।
চাহসি সগরি নিশি সমাজ ॥ ৪।
রাখ মাধব রাখহ মোহি।
তোরিত ঘর পঠাবহ ওহি ॥ ৬।
তোহে ন মানহ হমর বাধ।
পুনু দরসন হোইতি সাধ ॥ ৮।
ওহও মুগুধি জানি ন জান।
সংশয় পড়ল পেম পরান ॥ ১০।
তোহহু নাগর অতি গমার।
হঠে কি হোইহ সমুদ পার ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। চোরী—চুরী করিয়া, গোপনে। সাতি—শাস্তি। অঙ্গিরলি—অঙ্গীকার করিলাম।

১-২। পরের প্রেয়সী গোপনে আনিলাম, তোর অনুরাগকাতরতায় শাস্তি স্বীকার করিলাম।

৩। ওহি—উহার। ৪। সগরি—সমুদায়।

৩-৪। তোর ভয় নাই, উহার লজ্জা নাই, সারা রাত্রি নিকটে রাখিতে চাস্!

৫-৬। রক্ষা কর মাধব, আমায় রক্ষা কর, উহাকে ত্বরিত ঘরে পাঠাও।

৭। বাধ—বাধা, নিষেধ।

৭-৮। তুই আমার নিষেধ মানিস্ না, আবার দর্শনের সাধ হইবে (আবার রাধাকে দেখিতে চাহিলে উহাকে লইয়া আসিব না)।

৯-১০। সে মুগ্ধা, জানিয়াও জানে না, প্রেমে প্রাণ সংশয়ে পড়িল।

১১-১২। তুইও নাগর অত্যন্ত নির্ব্বোধ, বলপূর্ব্বক কি সমুদ্র পার হইবে?

৩২০

(সখীতে সখীতে উক্তি)

গগন মগন হোঅ তারা।
তইঅও ন কাহ্ন তেজয় অভিসারা ॥ ২।
অপনা সরবস লাথে।
আনক বোলি সুড়িয় দুহু হাথে ॥ ৪।
টুটল গ্রিম মোতি হারা।
বেকত ভেল অছ নখ খত ধারা ॥ ৬।
নহি নহি নহি পএ ভাখে।
তইঅও কোটি জতন কর লাখে ॥ ৮।

ভনহি বিদ্যাপতি বানী।
এহি তীন্হুহ মহ দূতি সআনী॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

ভোগিন্যাসাবরী ছন্দ। এক পংক্তি ১২ অপর পংক্তি ১৬ মাত্রা।

১-২। তারা গগনে মগ্ন হইল, তথাপি কানাই অভিসার (শয্যা) ত্যাগ করে না।

৩। লাথে—ছলনা। ৪। বোলি—বলিয়া। লুড়িয়—লুণ্ঠন করে।

৩-৪। অপরের সর্ব্বস্ব ছলনাপূর্ব্বক আপনার বলিয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করে।

৬। ভেল অছি—হইয়াছে।

৫-৬। কণ্ঠের মুক্তাহার ছিন্ন হইল, নখক্ষতধারা ব্যক্ত হইয়াছে।

৭। পয়—(অব্যয়) যদিও। ভাখে—ভাষে, কহে।

৭-৮। যদিও (রাধা) না না না বলে, তথাপি তাহাকে লক্ষকোটি যত্ন করে (সান্ত্বনা বাক্য বলে)। লাখে—রাখে, পাঠান্তর।

১০। তীন্হুহ—তিন। মহ—মধ্যে।

৯-১০। বিদ্যাপতি (এই) কথা বলিতেছে, এই তিনের মধ্যে দূতী চতুরা। (প্রভাতের পূর্ব্বে নায়ক নায়িকা অভিসার হইতে প্রত্যাগত না হইলে তাহাদের আশঙ্কা আছে কারণ লোকে দেখিবে, কিন্তু দূতী চতুরা, সে ইতিপূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে)।

৩২১

(রাধার উক্তি)

হে হরি! হে হরি! শুনিয় শ্রবণ ভরি
অব ন বিলাসক বেরা।
গগন নখত ছল সেহো অবেকত ভেল
কোকিল করইছ ফেরা। ২॥

চকবা মোর শোর কয় চুপ ভেল
ওঠ মলিন ভেল চন্দা।
নগরক ধেনু ডগরকই সঞ্চর
কুমুদিনি বসু মকরন্দা॥ ৪।
মুখকের পান সেহো রে মলিন ভেল
অবসর ভল নহি মন্দা।
বিদ্যাপতি ভন ইহো ন নিক থিক
জগ ভরি করইছ নিন্দা॥ ৬।

মিথিলার পদ।

২। নখত—নক্ষত্র। ছল—ছিল। অবেকত—অব্যক্ত, লীন। ফেরা—ডাকাডাকি; (এই শব্দ হইতে ফেরিওয়ালা শব্দ হইয়াছে)।

১-২। হে হরি! হে হরি! শ্রবণ ভরিয়া শুন, এখন বিলাসের সময় নয়। গগনে নক্ষত্র ছিল তাহাও লীন হইল, কোকিল ডাকাডাকি করিতেছে।

৩। চকবা—চকোয়া, চক্রবাক। মোর—ময়ূর। শোর—(পারসী শব্দ, শোরগোল) কোলাহল। ওঠ—ওষ্ঠ।

৪। ডগরকই—(ডগর—পথ) পথে, মাঠের উপর দিয়া পথে।

প্রভুজী আজ আওন গে।
পলক সে মঁয় ডগর বহারুঁগী॥

মীরা বাঈ।

প্রভুজী আজ আসিবেন, নেত্রপক্ষ্ম দ্বারা (তাহাকে সম্মার্জ্জনী করিয়া) আমি পথমার্জ্জনা করিব। (তাঁহার শুভাগমনের জন্য আমি পথে লুণ্ঠিত হইয়া নেত্রপক্ষ্ম দ্বারা পথ ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিব)। এই ভাব হাফেজ হইতে গৃহীত।

সঞ্চর—চলিল (বাহির হইল)। বসু—বাস করিল, রহিল।

৩-৪। চক্রবাক ময়ূর কোলাহল করিয়া চুপ হইল, চন্দ্রের ওষ্ঠ মলিন হইল; নগরের ধেনু পথে বাহির হইল, মধু কুমুদিনীতে রহিল (প্রভাত হইলে

কুমুদিনী মুদিত হইল, ভ্রমর আর মধুপান করিতে আসিল না)।

৫। মুখকের—মুখের। সেহো—সেও। মলিন—ম্লান।

৫-৬। মুখের পান (অধরে তাম্বূলরাগ) ম্লান হইল, (এই) অবসর (বিলাসের পক্ষে) মন্দ, ভাল নহে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ইহা (এরূপ সময় বিলাস) ভাল নয়, জগৎ ভরিয়া (লোকে) নিন্দা করিতেছে।

৩২২

(রাধার উক্তি)

কুমুদবন্ধু মলীন ভাসা
চারু চম্পক অরুন বিকাসা
শুদ্ধ পঞ্চম গাব কলরব
কলয় কণ্ঠী কুঞ্জ রে ॥ ১।
রে রে নাগর জএ দেহে নিঅ ঘর
ছোড় অঞ্চল জাব পথ নহি পথিক সঞ্চর
লাজ ডর নহি তো পরানী
দে মেরানী রে ॥ ২।
সুনিঅ দন্দাজনক রোরা
চক্ক চক্কী বিরহ থোরা
নিসি বিরামা সঘন
হক্কইত মুছ্না রে ॥ ৩।
ধোএ হলু জনি নয়ন কজ্জল
অমিঅ লএ জনি কএল উজ্জ্বল
অবহু ন বল্লভ তুঅ মনোরথ
কাম পূরও রে ॥ ৪।
হৃদয় উখড়ু মোতিম হারা
নিফুল ফুল মালতি মালা
চন্দ্রসিংহ নরেস জীবও
ভানু জম্পএ রে ॥ ৫।

নেপালের পুঁথি।

দণ্ডক ছন্দ।

১। বিকাসা—বিকাশ। কলয় কণ্ঠী—কলকণ্ঠ বিহঙ্গ। চন্দ্রের দীপ্তি মলিন হইল, অরুণের চারু চম্পক বর্ণ বিকশিত হইল, কুঞ্জে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কলরবে শুদ্ধ পঞ্চম গান করিতেছে।

২। জএ—যাইতে। তো—তোর। মেরানী—মেলানি, বিদায় (মেলানি অর্থে মিলন, বিদায় শব্দ অশুভ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে মিলনের প্রয়োগ, যেমন আমরা যাই না বলিয়া আসি বলিয়া থাকি)।

হে নাগর, (আমায়) আপনার ঘরে যাইতে দাও, পথে যাবৎ পথিক না সঞ্চরণ করে (তৎপূর্ব্বে) আমার অঞ্চল ত্যাগ কর, তোমার প্রাণে লজ্জা ভয় নাই; বিদায় দাও।

৩। সুনিঅ—শ্রবণ কর। দন্দাজনক—দম্পতী-জনের। রোরা—রোল। চক্ক—চক্রবাক। চক্কী—চক্রবাকী। থোরা—অল্প। বিরামা—বিরাম, বিরতি। হক্কইত—হাঁকিয়া, শব্দ করিয়া। মুছ্না—মূর্চ্ছনা।

শ্রবণ কর, চক্রবাক চক্রবাকী দম্পতী নিশীথে সঘন রবে মূর্চ্ছনা করিয়া (প্রভাতাগমে) বিরহশূন্য হইয়া কলরব বন্ধ করিল।

৪। ধোএ—ধুইয়া। হলু—গেল। লএ—লইয়া।

নয়নের কজ্জল যেন ধুইয়া গেল, অমৃত লইয়া যেন (নয়ন) উজ্জ্বল করিল। হে বল্লভ, তোমার মনোরথ কি কাম এখনও পূর্ণ করে নাই?

৫। উখড়ু—ফুটিয়া চিহ্ন হইয়া গেল। নিফুল ফুল—ফুলশূন্য। জীবও—জীবিত হউন। জম্পএ—জল্পনা করে, কহে।

বক্ষে মুক্তাহার ফুটিয়া চিহ্ন হইয়া গেল, মালতী মালা ফুলশূন্য হইল। ভানু কহে, চন্দ্রসিংহ নরেশ দীর্ঘজীবী হউন।

স্বরচিত পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি নিজের নাম না দিয়া ভানু নামক অপর কোন ব্যক্তির নাম দিয়াছেন। চন্দ্রসিংহ বোধ হয় মিথিলার উত্তরে মোরঙ্গ প্রদেশের কোন রাজা ছিলেন।

লাথ (ছলনা)।

৩২৩

(রাধার উক্তি)

ন কহ ন কহ মিথ্যা অপবাদ।
সহজে যৌবন তাহে কুল মরিজাদ ॥ ২।
সখি পরসঙ্গে নিশি জাগল হাম।
বিপরিত হোয় জনু গুরুকুল ঠাম ॥ ৪।
ঐসন বচন পুনু ন কহবি মোয়।
রহসহি বচন সাঁচ জনি হোয় ॥ ৬।

পদকল্পতরু।

২। সহজে—স্বভাবতঃ। মরিজাদ—মর্য্যাদা।

৩। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, কথোপকথনে।

৪। গুরুকুল ঠাম—গুরুদিগের ঠাঁই (নিকটে)।

৬। রহস্যের কথা যেন সত্য না হয় (তুমি রহস্য করিয়া কহিতেছ, অপর লোকে শুনিলে বিশ্বাস করিবে)।

৩২৪

(রাধার উক্তি)

মন্দিরে অছলোঁ সহচরি মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভই গেলি ॥ ২।
যব সখী চললিহ অপন গেহ।
তব মঝু নিঁদে ভরল সব দেহ ॥ ৪।
সুতি রহল হম করি এক চীত।
দৈব বিপাকে ভেল বিপরীত ॥ ৬।
ন বোল সজনি শুন সপন সম্বাদ।
হসইত কেহ জনি করে পরিবাদ ॥ ৮।
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়লোঁ নীবিক কাজ ॥ ১০।
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে ॥ ১২।
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল ॥ ১৪।
অন্তরে কহব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ কে পতিয়াব ॥ ১৬।

প্রথম মিলনের পর রাধার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া কোন সখী তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাধা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছেন।

২। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, কথাবার্ত্তায়।

৩-৪। সখীরা যখন আপনার গৃহে গেল তখন নিদ্রায় আমার সমস্ত দেহ ভরিল।

৫। এক চীত—স্থির চিত্ত।

৭। ন বোল—(আর কাহাকেও) বলিও না।

৮। হাসিতে (তামাসা করিয়া) কেহ নিন্দা না করে।

১০। তুরিতে—ত্বরিতে। নীবিক কাজ—নীবির বন্ধন (কাজ, কাছ—কসা)। (নিদ্রার জন্য নীবিবন্ধন শিথিল করিলাম)।

১১। আগে—সম্মুখে।

১২। অধরক দাগে—অধরের দাগে (অধরে চিহ্ন করিয়া দিল)।

১৩-১৪। তাহার ভয়ে বস্ত্র ও কেশ অন্যত্র গেল (স্খলিত হইল), কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিল।

১৫। অন্তরে—স্থানান্তরে, আর কাহাকে। আর কাহাকেও কহিলে (হয় ত) কেহ অপযশ ঘোষণা করিবে)।

১৬। কে পতিয়াব—কে বিশ্বাস করিবে?

৩২৫

(রাধার উক্তি)

সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।
ঐসন বানী কবহু জনি বোলবি
জাতি কুল কিয়ে লেবা ॥ ২।

গোকুল নগরে কান্হু রতি লম্পট
যৌবন সহজ হমারা।
তুহু সখি রভসে মোহে জনি বোলবি
লোক করব পতিয়ারা ॥ ৪।
কেশর কুসুম হেরি হম কৌতুকে
ভুজযুগে মেটল তাহী।
দাড়িম ভরমে পয়োধর উপর
পড়লহু কীর লোভাহী ॥ ৬।
উভয় চকিত ভূজে ইতি উতি পেখল
তৈঁ বেশ ভৈ গেল আন।
ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিনি
ইহ কবিশেখর ভান ॥ ৮।

পদকল্পতরু।

১। সেবা—মিনতি, প্রণাম।

২। জাতিকুল কিয়ে লেবা—(আমার) কি জাতি কুল লইবে, (অপবাদ রটাইয়া কি আমার জাতি কুল নষ্ট করিবি)?

৪। পতিয়ারা—প্রতীতি। সখি, তুই রহস্য করিয়াও আমাকে বলিস্ না, লোকে বিশ্বাস করিবে।

৫-৬। কেশর (কিংশুক) কুসুম দেখিয়া আমি কৌতুকে ভুজ যুগলে তাহা ঘর্ষণ (মেটল) করিলাম, (তাহাতেই বাহুতে ও অঙ্গে রাগচিহ্ন হইয়াছে)। দাড়িম্ব ভ্রমে পয়োধরের উপরে শুকপক্ষী লুব্ধ হইয়া পড়িল (তাহার চঞ্চুতে কুচে চিহ্ন হইয়াছে)।

৭-৮। চকিত হইয়া উভয় হস্ত (উত্তোলন করিয়া) এদিক ওদিক দেখিলাম, সেই জন্য বেশ অন্যরূপ হইয়া গেল। ইহাতে তুই শত্রু (সখি হইয়াও শত্রুর ন্যায়) আমাকে অপবাদের কথা কহিতেছিস্—ইহাই কবিশেখরের অনুমান।

৩২৬

(রাধার উক্তি)

খরি নরি বেগে ভাসলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাই ॥ ২।
তেঁ ধসি জমুনা ভেলাহু পার।
ফূটল বলয়া টূটল হার ॥ ৪।
এ সখি এ সখি ন বোল মন্দ।
বিরহ বচনে বাঢ়ল দন্দ ॥ ৬।
কুণ্ডল খসল জমুন মাঝ।
তাহি জোহইতে পড়লি সাঁঝ ॥ ৮।
অলক তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল ॥ ১০।
তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কাঁট ॥ ১২।
ভনে বিদ্যাপতি নিঅ অবসাদ।
বচন কউসলে জিনিঅ বাদ ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। খরি—খর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, খরস্রোত। নরি—নদী, যমুনা। ভাসলি—ভাসিল। নাই—নৌকা।

২। ধরএ—ধরিতে। নই—না। পারথি—পারে। বাল—বালক। কহ্নাই—কানাই।

১-২। খরস্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই ধরিতে (নৌকা সামলাইতে) পারে না।

৩। তেঁ—সেই জন্য। ধসি—পড়িয়া (জলে)। ভেলাহু—হইলাম।

৪। ফূটল—ভাঙ্গিল। বলয়া—বলয়। টূটল—ছিঁড়িল।

৩-৪। সেই জন্য জলে পড়িয়া যমুনা পার হইলাম, বলয় ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল।

৫। বোলহ—বলিও।

৬। বিরহ—বিরস, কটু। দন্দ—দ্বন্দ্ব।

৫-৬। এ সখি, এ সখি, মন্দ কথা বলিও না, কটু কথায় কলহ বাড়ে।

৭। খসিল—খসিয়া পড়িল।

৮। তাহি—তাহাকে। জোহইতে—খুঁজিতে।

৭-৮। কুণ্ডল যমুনার মাঝে খসিয়া পড়িল, তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা পড়িয়া গেল (হইয়া গেল)।

১০। সুধ—শুদ্ধ।

৯-১০। সেই জন্য অলকের তিলক বহিয়া বহিয়া (ধুইয়া) গেল, মুখ শুদ্ধ (নির্ম্মল) চন্দ্র (চন্দ্রের তুল্য) হইল।

১১। পাইঅ—পাই।

১২। গাড়ল—ফুটিয়া গেল।

১১-১২। তটিনী তটে পথ পাই না, সেই জন্য কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া গেল।

১৩। নিঅ—নিজ। অবসাদ—পরাজয়।

১৪। জিনিঅ—জয় কর। বাদ—মকদ্দমা।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে নিজ পরাজয় (আমি হারিলাম), বচন কৌশলে মকদ্দমা জয় করিয়াছ।

৩২৭

(রাধার উক্তি)

কুসুম তোরএ গেলাহু জাহাঁ।
ভমরে অধর খণ্ডল তাহাঁ॥ ২।
তেঁ চলি অয়লাহুঁ জমুনা তীর।
পবনে হরল্ল হৃদঅ চীর॥ ৪।
এ সখি সরুপ কহল তোহি।
আন কিছু জনু বোলসি মোহি॥ ৬।
হার মনোহর বেকত ভেল।
উজর উরগ সংসঅ গেল॥ ৮।
তেঁ ধসি মজুরে জোড়ল ঝাঁপ।
নখর গাড়ল হৃদঅ কাঁপ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি উচিত ভাগ।
বচন পাটবে কপট লাগ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি

১-২। যেখানে কুসুম তুলিতে (পাড়িতে) গেলাম, সেই খানে ভ্রমর অধর খণ্ডন করিল।

৩-৪। সেই জন্য যমুনাতীরে চলিয়া আসিলাম, পবনে হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করিল।

৫-৬। হে সখি, তোকে সত্য কহিলাম, অন্য কিছু আমাকে বলিস্ না।

৭-৮। (বক্ষের বস্ত্র অপহৃত হওয়াতে) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, (তাহাতে) উজ্জ্বল সর্পের সংশয় হইল।

৯। ধসি—দৌড়িয়া, বেগে আসিয়া। মজুর—ময়ূর। জোড়ল—জুড়িল, দিল।

১০। গাড়ল—পুঁতিয়া দিল, ফুটাইল।

৯-১০। সেই জন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, (তাহাতে এখনও) হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

১১। ভাগ—ভাগ্য।

১২। পাটব—পটুতা।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উচিত ভাগ্য (সমুচিত ফল হইয়াছে), বচনের পটুতায় কপট লাগিতেছে (সংশয় হইতেছে)।

৩২৮

(রাধার উক্তি)

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচারে বেভিচার বুঝওবহ
সাসু করওহ রোসে॥ ২।
কউতুকে কমল নাল সঞো তোরল
করএ চাহল অবতংসে।
রোখে কোখ সঞো মধুকর ধাওল
তেঁহি অধর করু দংসে॥ ৪।

সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু
দেখহি ন পারল আগূ ॥ ৫ ।
সাঁকরি বাট উবটি কহু চললাহু
তেঁ কুচ কণ্টক লাগূ ॥ ৬ ।
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহি থাকএ
তেঁ উধসল কেস পাশে ।
সখিজন সঞো হমে পাছু পড়লিহু
তেঁ ভেল দীঘ নিসাসে ॥ ৮ ।
পথ অপবাদ পিশুনে পরচারল
তথিহু উতর হমে দেলা ।
অমরখ চাহি ধৈরজ নহি রহলে
তেঁ গদ গদ সর ভেলা ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
ইসবে রাখহ গোই ।
ননদী সঞো রসরীতি বঢ়াওব
গুপুত বেকত নহি হোই ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

১। স্বরূপ—আকৃতি। নিরূপহ—নিরূপণ কর। বুঝওবহ—বুঝাইবে।

২। সাসু—শ্বশ্রূ। করওহ—করাইবে।

১-২। ননদি, (আমার) আকৃতি (দেহ) দেখিয়া আমাকে দোষী নিরূপণ করিতেছ। বিনা বিচারে (আমাকে) ব্যভিচারিণী বুঝাইবে, শাশুড়ী রাগ করিবেন।

৩। নাল—মৃণাল। তোরলি—ভাঙ্গিলাম। করএ—করিতে। চাহল—চাহিলাম। অবতংসে—শিরোভূষণ।

৪। রোখে—রোষান্বিত হইয়া। কোখ সঞো—(কমল) কোষ হইতে। ধাওল—ধাবিত হইল। তেঁ—সেই কারণে। করু—করিল। দংসে—দংশন।

৩-৪। কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে পদ্ম ছিন্ন করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম; ক্রুদ্ধ মধুকর পদ্মকোষ হইতে ধাবিত হইয়া (আমার) অধরে দংশন করিল।

কস্য বা ন ভবেদ্রোষঃ প্রিয়াম্লাসব্রণেঽধরে।
স ভৃঙ্গং পদ্মমাঘ্রাসীর্ব্বারিতাপি ময়াঽধুনা ॥

৬। সাঁকরি—সঙ্কীর্ণ। উবটিকহু—ফিরিয়া।

৫-৬। সরোবর ঘাটের পথে কণ্টকতরু আগে দেখিতে পাই নাই। সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলিলাম সেই জন্য কুচে কণ্টক লাগিল।

৭। গরুঅ কুম্ভ—জলপূর্ণ কলসী, অতএব গুরুভার। থির—স্থির। থাকএ—থাকে। উধসল—আলুথালু হইল। ৮। নেপালের পুঁথিতে এই চরণের পাঠ নিম্নরূপ—

আতপ দোসে রোসে চলি অইলিহু
খরতর ভেল নিসাস।

জলপূর্ণ কলস মস্তকে স্থির থাকে না সেই জন্য (আমার) কেশপাশ আলুথালু হইল। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম সেই জন্য (দৌড়িয়া আসিতে) দীর্ঘ নিশ্বাস হইল (বহিতেছে)।

৯। পরচারল—প্রচার করিল। তথিহুঁ—তাহাতে।

১০। অমরখ চাহি—অমর্ষবশতঃ।

৯-১০। পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, অমর্ষবশতঃ ধৈর্য্য রহিল না, সেই জন্য আমার কণ্ঠস্বর গদ গদ হইল।

১১। রাখহ—রাখ। গোই—গোপন করিয়া।

১২। বঢ়াওব—বাড়াইবে। গুপুত—গুপ্ত। বেকত—ব্যক্ত। হোই—হইবে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, এ সকল গোপনে রাখ। ননদীর সহিত রসরীতি বাড়াইবে (তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে না।

নেপালের পুঁথিতে ভনিতা অন্যরূপ—

বেকত বিলাস কএলানে তব ছাপব
বিদ্যাপতি কবি ভান।

রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমান ॥

বিদ্যাপতি কবি কহে, তোমার ব্যক্ত বিলাস কে ঢাকিবে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৩২৯

(রাধা ও ননদে কথা)

জাহি লাগি গেলি হে তাহি কহাঁ লইলি হে
তা পতি বইরি পিতু কাঁহা।
অছলি হে দুখ সুখে কহহ অপনে মুখে
ভুষন গমওলহ জাঁহা ॥ ২ ।
সুন্দরি কি কএ বুঝাওব কন্তে।
জহ্নিকা জনম হোইতে তোঁহে গেলিহে
অইলি হে তহ্নিকা অন্তে ॥ ৪ ।
জাহি লাগি গেলাহুঁ সে চলি আএল
তেঁ মোহি ধএলাহুঁ নুকাই।
সে চলি গেল তাহি লএ চললাহুঁ
তেঁ পথে ভেলি অনেআই ॥ ৬ ।
সঙ্করবাহন খেড়ি খেলাইতে
মেদিনিবাহন আগে।
যে সবে অছলি সঙ্গে সে সবে চললি ভঙ্গে
উবরি অএলাহুঁ অছ ভাগে ॥ ৮ ।
জাহি দুই খোজ করইছহ সাসুহ্নি
সে মিলু অপনা সঙ্গে।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
গুপুত নেহ রতিরঙ্গে ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জাহি—যাহা। লইলি—আনয়ন করিলি। তা পতি—তাহার পতি (সমুদ্র)। বইরি—বৈরী (অগস্ত্য)। পিতু—পিতা (ঘট)। ২। ভুষন—অঙ্গরাগ। গমওলহ—হারাইয়াছিস্, লুপ্ত করিয়াছিস্।

১-২। (ননদের উক্তি) যাহার জন্য গিয়াছিলি তাহা কোথায় আনিলি, তাহার পতির শক্রর পিতা কোথায় (তুই ঘটে করিয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, জল আর ঘট কোথায়)? যেখানে অঙ্গরাগ হারাইলি (সেখানে) দুঃখে সুখে (কেমন) ছিলি, আপনার মুখে বল।

৩। কএ—করিয়া। বুঝাওব—বুঝাইবি। কন্ত—কান্ত। ৪। জহ্নিকা—যাহার। তহ্নিকা—তাহার।

৩-৪। সুন্দরি, কান্তকে কি করিয়া বুঝাইবি? যাহার জন্ম হইতে (দিবারম্ভে) তুই গিয়াছিলি তাহার অন্তে (দিবাবসানে) আসিলি (প্রাতে কুম্ভ লইয়া জল আনিতে গিয়াছিলি, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলি, জল অথবা কুম্ভও তোর কাছে নাই)।

৫। ধএলাহুঁ—রাখিলাম। তেঁ—তাই। অনেআই—অন্যায়।

৫-৬। (রাধার উত্তর) যাহার জন্য গিয়াছিলাম সে চলিয়া আসিল (জল আনিতে গিয়াছিলাম, পথে বৃষ্টি আসিল)। সে চলিয়া গেল তাহাকে লইয়া চলিলাম (বৃষ্টি থামিয়া গেল, কলসীতে জল লইয়া গৃহে ফিরিলাম), সেই জন্য পথে অন্যায় (বিলম্ব) হইল।

৭। সঙ্করবাহন—বৃষ। খেড়ি—খেলিয়া। মেদিনিবাহন—বাসুকী, সর্প। আগে—সম্মুখে। ৮। ভঙ্গে—ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া। উবরি—মুক্ত হইয়া, রক্ষা পাইয়া। অছ—আছে। ভাগে—ভাগ্যে।

৭-৮। (একটা) বৃষ ক্রীড়া করিতেছিল, সম্মুখে (একটা) সর্প (পথে আসিতে একদিকে একটা বৃষ ও অপর দিকে একটা সর্প দেখিতে পাইলাম)। যে সকলে সঙ্গে ছিল (সখীগণ) সকলে পলায়ন করিল, ভাগ্যে আছে (বলিয়া) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছি।

৯। করইছহ—করিতেছেন। সাসুহ্নি—শাশুড়ী। ১০। নেহ—স্নেহ।

৯-১০। শ্বাশুড়ী যে দুইয়ের খোজ করিতেছেন তাহা আপনার সঙ্গে মিলিল (কুম্ভ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া মাটীতে মিশিল, জল গড়াইয়া বৃষ্টির জলে মিশিল)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, গুপ্তস্নেহ ও রতিরঙ্গ (অনুমান হইতেছে)।

মান শিক্ষা।

৩৩০

(সখীর উক্তি)

খনরি খন মহঘি ভই কিছু অরুন নয়ন কই
কপটে ধরি মান সম্মান লেহী।
কনক জএো পেম কসি পুনু পলটি বাঙ্ক হসি
আধি সএো অধর মধু পান দেহী ॥ ২।
অরে রে ইন্দুমুখি অঢ় ন করপিঅ হৃদয় খেদ হর
কুসুম সর রঙ্গ সংসার সারা ॥ ৩।
বচনে বস হোসি জনু সসরি ভিন হোইহ তনু
সহজে বরু ছাড়ি দেব সঅন সীমা।
প্রথম রস ভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে
বাঁধি ভূজ পাসে পিঅ ধরব গীমা ॥ ৫।
জদি নয়ন কমলবর মুকুলকের কন্তি ধর
খর নখর ঘাত কই সেহে বেলা।
পরম পদ লাভ সম মোদে চিরে হৃদয় রম
নাগরী সুরত সুখ অমিয় মেলা ॥ ৭।
সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে
নারি আরাহিয়ই পঞ্চবানা।
সকল জন সুজনগতি রানি লখিমাক পতি
রূপ নারায়ন সিবসিংহ জানা ॥ ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১। খনরি খন—ক্ষণকালের জন্য। মহঘি—মহার্ঘ্য।

২। কসি—কষিয়া, কষিত। আধি—অর্দ্ধ।

১-২। ক্ষণকালের জন্য মহার্ঘ্য হইয়া, কিছু অরুণ নয়ন করিয়া (কৃত্রিম কোপ করিয়া), কপট মান ধরিয়া (করিয়া) সম্মান (অধিক আদর) লইবি। কষিত কনকের ন্যায় প্রেম (প্রেমকে যেন পরীক্ষা করিয়া), আবার ফিরিয়া বঙ্কিম হাসিয়া অর্দ্ধ অধরের মধু পান (করিতে) দিবি।

৩। ওরে চন্দ্রমুখি, অরুণ (বর্ণ) কর (হস্ত), প্রিয়তমের হৃদয়ের খেদ হরণ কর, কুসুমশরের (কন্দর্পের) রঙ্গ (কেলি) সংসারের সার।

৪। হোসি—হোস্, হইবি। সসরি—সরিয়া। বরু—বরং।

৫। গীমা—গ্রীবা।

৪-৫। বচনে বশ হইবি না, সরিয়া তনু বিভিন্ন হইবি (অঙ্গে অঙ্গে না স্পর্শ করে এরূপ ভাবে সরিয়া যাইবি), বরং সহজে শয্যার সীমা ছাড়িয়া দিবি (শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবি)। প্রথম রসভঙ্গ হইলে, লোভে মুখশোভা গেলে (অপসৃত হইলে) প্রিয়তম ভুজপাশে বাঁধিয়া গ্রীবা ধরিবে।

৬। যদি—যখন। মুকুলকের—মুকুলের। সেহে—সেই।

৭। মোদ—আনন্দ। মেলা—মিলন।

৬-৭। যদি নয়নকমলবর মুকুলের কান্তি ধরে (চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হয়) সেই সময় (প্রিয়তম খরনখর-ঘাত করিবে)। পরম পদ লাভ তুল্য আনন্দিত হৃদয়ে চিরকাল রমণ (আনন্দ সম্ভোগ) কর, হে নাগরি, (সুরতসুখ) অমৃত মিলন।

৮-৯। সরস কবি (বিদ্যাপতি) সুরস কহে, হে নারি, চারুতর চতুরপণার সহিত পঞ্চবাণ মদনের আরাধনা কর। সকল সুজন লোকের গতি রাণী লখিমার পতি রূপনারায়ণ শিবসিংহ জানেন।

৩৩১

(সখীর উক্তি)

হামার বচন সূন সাজনি।
মান করবি আদর জানি ॥ ২।
জব কিছু পিয়া পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয় ॥ ৪।
জব পরীহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি ॥ ৬।
জব কিছু আদর দেখহ থোর।
ঝাপি দেখাওবি কুচ ওর ॥ ৮।
বচন কহবি কাঁদন মাখি।
মান করবি আদর রাখি ॥ ১০।
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি সোই সে নারি।
মানক পিরিতি রাখয় পারি ॥ ১৪।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। সাজনি—সজনি।
২। আদর (পাইবি) জানিয়া মান করিবি।
৩। জব—যখন। তোয়—তোকে।
৪। গোয়—গোপন করিয়া।
৫। যখন (তোকে) ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিবে।
৮। ঢাকিবার (ছলনায়) কুচপ্রান্ত দেখাইবি।
১১। যখন কর ধারণ করিয়া নিকটে আনিবে।
১২। কএ—করিয়া।
১৩। সোই—সেই।
১৪। মানের প্রীতি রাখিতে পারে।

৩৩২

(সখীর উক্তি)

সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি
থম্ভবি থম্ভ সমীপে।
জব হরি করে ধরি কোর বইসাওব
আঁচরে চোরায়বি দীপে ॥ ২।
সখি মান ন রহত উদাসে।
সত সম্ভাসনে বচন ন পরগাসব
জেহন কৃপন অসোয়াসে ॥ ৪।
লহু লহু হসি হসি মুখ মোড়বি
দশন দেখাওব হাসে।
বদন আধ বিনু সাধ ন পূরব
কুচ দরসাওব পাসে ॥ ৬।
বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি
বিমুখি বইসব বামে।
করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব
সেজ তেজি বইসব ঠামে ॥ ৮।
করে কর জোরি মোরি তনু উঠব
অম্বর সম্বরি পীঠে।
ভনই বিদ্যাপতি উতকট সঙ্কট
উপজায়ব দীঠে ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। থম্ভবি—স্তম্ভিত হইবি, নিস্পন্দ হইবি। থম্ভ—স্তম্ভ।
২। বইসাওব—বসাইবে। চোরায়বি—চুরী করিবি, লুকাইবি। দীপ—আলোক (তত্তুল্য মুখ)।
১-২। হে নিতম্বিনি, সখীকে অবলম্বন করিয়া চলিবি, (গৃহের) স্তম্ভের সমীপে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইবি। যখন হরি হস্ত ধারণ করিয়া কোলে বসাইবে অঞ্চলে মুখ লুকাইবি।
৩। রহত—থাকে। উদাস—উপেক্ষা।
৪। পরগাসব—প্রকাশ করিবে। জেহন—যেমন। অসোয়াসে—আশ্বাসে।
৩-৪। সখি, উপেক্ষা করিলে মান থাকে না। শত সম্ভাষণে বচন প্রকাশ করিবে না (কথা কহিবে না), যেমন কৃপণ আশ্বাস (দেয় না) কৃপণের নিকট

বারম্বার অর্থ প্রার্থনা করিলেও সে দিতে স্বীকৃত হয় না।

৫-৬। লঘু লঘু হাসিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইবি, হাসিবার সময় দশন দেখাইবি। অর্দ্ধ মুখ বিনা সাধ পুরাইবে না (অর্দ্ধ মুখের অধিক দেখাইবে না), কুচের পার্শ্ব দেখাইবে।

৭। লখি—লক্ষ্য করিয়া। বইসব বসিবি। বামে—অপ্রসন্ন হইয়া, রুষ্ট হইয়া।

৮। সেজ শয্যা। ঠামে—স্থানে, ভূমিতে।

৭-৮। বহুবিধ আদরে প্রভুর কাতরতা লক্ষ্য করিয়া, মুখ ফিরাইয়া রুষ্ট হইয়া বসিবি। হাত দিয়া হাত ঠেলিবি, আলিঙ্গন নিবারণ করিবি, শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করিবি।

১০। উপজায়ব উৎপন্ন করাইবি।

৯-১০। কাবে কর ভঙ্গ করিয়া, অঙ্গ মুড়িয়া, পৃষ্ঠে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া উঠিবি। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দৃষ্টিতে (চক্ষের চাহনিতে) উৎকট সঙ্কট উৎপন্ন করাইবি।

৩৩৩

(সখীতে সখীতে কথা)

কোপ করএ চাহ নয়নে নিহারি রহ
ধরিবা ন পারয় হাসে।
ন বোল পরুস বাক ন মুখ অরুন থাক
চাঁদ কি জলই হুতাসে॥ ২।
এ সখি মান করিবা ন জানে।
কত খন সিখাউবি আনে॥ ৪।
ন ন ন ন ন ন ভন পিঅরে নখরে হন
জেও জান তথিহু লজাই।
ন কর ভৌহ ভঙ্গ ন ধরি মোলই অঙ্গ
খনহি সুলভ ভএ জাই॥ ৬।
অপনে অথিক সুধি ন ধর পরেরে বুধি
বিসম কুসুমসর মায়া।
বিরহ সোস ভেলে ভল হো অধর দেলে
রৌদ সোহাউনি ছায়া॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি হোইহ দূন রতি
পূজবতে পঞ্চবানে।
রূপিনি দেবি পতি মতি সিরি রতিধর
সকল কলা রস জানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। চাহ—চায়। ধরিবা—ধরিতে। পারয়—পারে।

১-২। (রাধা) কোপ করিতে চায়, চক্ষে দেখিয়া থাকে (তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়া যায়), হাসি ধরিতে (রাখিতে) পারে না। পরুষ কথা বলিতে পারে না, মুখ অরুণ বর্ণ (কোপের চিহ্ন) থাকে না, চন্দ্র কি আগুন (ন্যায়) জ্বলে ?

৩। করিবা—করিতে। ৪। সিখাউবি—শিখাইবে। আনে—অন্য ব্যক্তি।

৩-৪। সখি, মান করিতে জানে না, কতক্ষণ অপরে শিখাইবে ?

৫। পিঅরে—প্রিয়কে। জেও—যদিও। তথিহু—তথাপি।

৬। মোলই—মোড়ই, ফিরাই।

৫-৬। না, না, না, না, না, না, বলিয়া প্রিয়তমকে নখাঘাত করিতে যদিও জানে তথাপি লজ্জা পায়। ভ্রুভঙ্গ (কোপচিহ্ন) করে না, অঙ্গ ফিরাইয়া ধরে (রাখে) না, ক্ষণমাত্রেই সুলভ হইয়া যায়।

৭। অথিক—আছে। সুধি—বিবেচনা। বুধি—বুদ্ধি, জ্ঞান। ৮। সোস—শুষ্ক। সোহাউনি (স্ত্রীং)—শোভন।

৭-৮। আপনার বিবেচনা আছে, পরের বুদ্ধি লইবে না, কামের মায়া বিষম। বিরহে শুষ্ক হইলে অধর (পান) দিলে ভাল হয়, রৌদ্রে ছায়া সুন্দর।

৯। হোইহ—হইবে। দূন—দ্বিগুণ। পূজবতে—পূজা করিতে, পূজা করিবার সময়।

১০। মতি—মন্ত্রী। সিরি—শ্রী।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, পঞ্চবাণকে পূজা করিলে দ্বিগুণ রতি হইবে। রূপিণী দেবীর পতি মন্ত্রী শ্রী রতিধর সকল কলারস জানেন।

৩৩৪

(রাধার উক্তি)

দূরহি রহিয় করিয় মন আন।
নয়ন পিয়াসল হটল ন মান ॥ ২।
হাস সুধারস তসু মুখ হেরি।
বাঁধলিএ বাঁধ নিবী কতি বেরি ॥ ৪।
কী সখি করব ধরব কী গোয়।
করিয় মান জৌঁ আইতি হোয় ॥ ৬।
ধসমস করয় রহওঁ হিয় জাতি।
সগর শরীর ধরয় কত ভাঁতি ॥ ৮।
গোপহি ন পারিয় হৃদয় উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো হাস ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি তোর ন দোস।
ভুখল মদন বঢ়াবয় রোস ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। রহিয়—থাকিয়া। আন—অন্য।

২। পিয়াসল—পিপাসিত। ২। হটল—নিষেধ।

১-২। দূরে থাকিয়া মন অন্য (প্রকার) করি, পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না।

৩। তসু—তাহার।

৪। বাঁধলিএ—বাঁধা। নিবী—নীবি। বেরি—বার।

৩-৪। হাস্য সুধারস (সিঞ্চিত) তাহার মুখ দেখিয়া বদ্ধ নীবি কত বার বাঁধিব? (তাহার মুখ দেখিলে নীবি বদ্ধ থাকিলেও মনে হয় শিথিল বন্ধন হইয়াছে)।

৫। ধরব—রাখিব। গোয়—গোপন করিয়া।

৬। জৌঁ—যদি। আইতি—আয়ত্ত, স্বায়ত্ত।

৫-৬। সখি, কি করিব, কেমন করিয়া গোপন করিয়া রাখিব? যদি (চিত্ত) স্বায়ত্ত হয় তবে মান করি।

৭। ধসমস—ধড়ফড়, দুরু দুরু। রহওঁ—রহি, থাকি। হিয়—হৃদয়, বক্ষ। জাতি—চাপিয়া।

৮। সগর—সমস্ত। ধরয়—ধরে। ভাঁতি—ভাতি, শোভা।

৭-৮। হৃদয় দুরু দুরু করে (সেই জন্য) চাপিয়া থাকি, সমুদয় শরীর কত (প্রকার) শোভা ধারণ করে।

৯। গোপহি—গোপন করিতে।

১০। মুনলাহু—মুদিত করিলেও। বেকত—ব্যক্ত।

৯-১০। হৃদয়ের উল্লাস গোপন করিতে পারি না, মুখ মুদিত করিলেও হাসি ব্যক্ত হয়।

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূরোমাঞ্চমালম্বতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে ॥

অমরুশতক।

১২। ভুখল—ক্ষুধিত। বঢ়াবয়—বাড়ায়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, তোর দোষ নয়, ক্ষুধিত মদন রোস বাড়াইতেছে (অধিক কুপিত হইতেছে)।

৩৩৫

(রাধার উক্তি)

জখনে জাইঅ পিআ সঅনক পাস।
মন রহ মান করব কত রাস ॥ ২।
তসু কর পরসে ন রহএ গেয়ান।
নীবী কখনে ফুজএ কে জান ॥ ৪।

কোনে পরি পিয়া সঞো করব সখি মান।
মন মোর হরএ মধথ পচবান ॥ ৬ ।
কি করব মান মো ন মন থীর।
কামক আএত তরুনি সরীর ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জাইঅ—যাই। সআনক—শয্যার।
২। মন রহ—মনে ইচ্ছা থাকে। রাস—রাশি।

১-২। যখন প্রিয়তমের শয্যার পার্শ্বে যাই, মনে ইচ্ছা থাকে কত রাশি মান করিব।

৩-৪। তাহার করস্পর্শে জ্ঞান থাকে না নীবিবন্ধ কখন খুলিয়া যায় কে জানে।

৫-৬। সখি, প্রিয়তমের সহিত (প্রতি) কেমন করিয়া মান করিব? মধ্যস্থ পঞ্চবাণ (মদন) আমার মন হরণ করে।

৭। মো—আমি। ৮। আএত—আয়ত্ত।

৭-৮। কি মান করিব, আমার মন স্থির নয়, তরুণীর শরীর কামের আয়ত্ত।

রাধার মান

৩৩৬

(রাধার উক্তি)

লোচন অরুন বুঝল বড় ভেদ।
রঅনি উজাগর গরুঅ নিবেদ ॥ ২ ।
ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জহ্নিকে সাথ ॥ ৪ ।
কুচ কুঙ্কুমে মাখল হিঅ তোর।
জনি অনুরাগে রাঁগি করু গোর ॥ ৬ ।
অনকে ভুষনে তোর কলঙ্ক।
বড়ে ও ভেদ মন্দেও পরসঙ্গ ॥ ৮ ।
চিট গুড়ে চুপড়লি রাড়ক পোরি।
লওলে লোথে বেকত ভেল চোরি ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি বজবাহু বাধ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ ॥ ১২ ।

মিথিলার পদ।

১। ভেদ—রহস্য।

২। রঅনি—রজনী। উজাগরি—উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নালোকিত। নিবেদ—জানাইতেছে।

১-২। বড় রহস্য বুঝিয়াছি। (তোমার) অরুণ লোচন জ্যোৎস্নারাত্রির গুরুতর (কথা) জানাইতেছে। (আমি সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছি। রাত্রি জাগরণে তোমার চক্ষু অরুণপ্রতিম হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি)।

রজনিজনিত গুরুজাগর রাগকষায়িতমলস নিমেষং।
গীতগোবিন্দ।

৩। লাথ—ছলনা, মিথ্যা কথা কহিয়া দোষ গোপন করিবার চেষ্টা।

৪। গমওলহ—যাপন করিয়াছ। জহ্নিকে—যাহার, যে রমণীর।

৩-৪। হরি, মিথ্যা ছলনা করিও না, যে রমণীর সহিত রজনী যাপন করিয়াছ সেইখানে যাও।

হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব বাদং।
গীতগোবিন্দ।

৫। রাঁগি—রঞ্জিয়া, রং দিয়া।

৫-৬। তোর হৃদয় কুচকুঙ্কুম মাখিয়াছে, যেন প্রেম (অনুরাগ) রং মাখাইয়া তোকে গৌরবর্ণ করিয়াছে। (আগে কালো ছিলে এখন নূতন প্রেমের নূতন রং মাখিয়া গৌরবর্ণ হইয়াছ)।

৮। উকুতি—উক্তি, কথা, লক্ষণ।

৭-৮। অপরের ভূষণ (কুঙ্কুমাদি) তোর কলঙ্ক হইয়াছে, মন্দের সহবাসে (প্রসঙ্গ) থাকিলে মহতেরও দোষ (ভেদ) হয়। (এই সকল) লক্ষণে অপরের সঙ্গ (সহবাস) ব্যক্ত হইতেছে।

৯। চিট—চিঁউটি, পিপীলিকা। চুপড়লি—মাখা। রাড়ক—ইতর জাতীয় ব্যক্তির, রেড়োর। পোরি—পুর, গৃহ।

১০। লওলে—আনীত। লোথে—লোপ্ত্র, অপহৃত সামগ্রী।

৯-১০। ইতর লোকের গৃহে গুড়ে পিপীলিকা লিপ্ত, আনীত অপহৃত সামগ্রী হইতে চুরী ব্যক্ত হয় (কোন ইতর লোকে যদি গুড় চুরী করিয়া আনে তাহার গৃহে পিপীলিকা হওয়াতে সে ধরা পড়ে)।

১১। বজবহু—বচবহ, বলিতেও। বাধ—বাধা, নিষেধ।

১২। বড়াক—গুরু। অনয়—অন্যায় কার্য্য। সাধ—সাধনা।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কথা কহাও কঠিন (বাধ)। গুরুতর অন্যায় কর্ম্ম করিলে মৌন রহিতে হয় (সহ্য করিবে)।

৩৩৭

(রাধার উক্তি)

কুঙ্কুম লওলহ নখ খত গোই।
অধরে বিকাজর অয়লাহে ধোই ॥ ২।
তইও ন রহল কপট বুধি তোরী।
লোচন অরুণে বেকত ভেলি চোরী ॥ ৪।
চল চল কহ্নাই বোল জনু আনে।
পরতখ চাহি অধিক অনুমানে ॥ ৬।
জানএো প্রকৃতি বুঝএো গুণশীলা।
জস তোর মনোরথ মনসিজ লীলা ॥ ৮।
ধনসঁৌ জউবন ছইলও জাতী।
কামিনি বিনু কইসে গেলি মধুরাতী ॥ ১০।
বচনে নুকাবহ বেকতেও কাজে।
তোহে হসি হেরহ হম বড়ি লাজে ॥ ১২।
অপথহুঁ সপথ বুঝাবহ রাধে।
কোনে পরি খেওম সঠ অপরাধে ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি পিআ অপরাধে।
উদঘট ন কর মনোরথ বাধে ॥ ১৬।
দেবসিংহ সুত এহো রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে ॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

শারঙ্গীমালব ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১। লওলহ—আনিয়াছি। খত—ক্ষত। গোই—গোপন করিয়া।

২। বিকাজর—কজ্জলশূন্য। অয়লাহে—আসিয়াছ। ধোই—ধুইয়া।

১-২। কুঙ্কুম দ্বারা নখক্ষত গোপন করিয়া আনিয়াছ, অধর ধুইয়া কজ্জলশূন্য করিয়া আসিয়াছ।

৪। বুধি—বুদ্ধি। ৪। বেকত—ব্যক্ত।

৩-৪। তথাপি তোর কপট বুদ্ধি রহিল না (কৌশল সফল হইল না), অরুণ লোচনে চুরী ব্যক্ত হইল।

৫। চল চল—যাও যাও। আনে—অন্য। ৬। পরতখ—প্রত্যক্ষ। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা।

৫-৬। যাও যাও কানাই, অন্য কথা বলিও না (মিথ্যা কথা বলিও না), প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অনুমান অধিক (যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহার অপেক্ষা অধিক অনুমান করিতেছি)।

৭। জান—জানি। গুণশীলা—গুণশীলতা। ৮। জস—যত।

৭-৮। (তোর) প্রকৃতি জানি, গুণশীলতা বুঝি। তোর যত মনোরথ (সমস্ত) মনসিজ লীলা (কেবল কন্দর্প লীলাতেই তোর মনোরথ পূর্ণ হয়)।

৯। ছইল—চতুর, সুঘড়। জাতী—জাতি।

৯-১০। চতুর জাতীয় পুরুষের ধন অপেক্ষা যৌবন (প্রিয়), বিনা কামিনী মধুরাত্রি কেমন করিয়া গেল?

১১। নুকাবহ—লুকাইতেছিস্। বেকতেও—ব্যক্ত হইতেছে। ১২। হেরহ—দেখিতেছিস্।

১১-১২। বচনে লুকাইতেছিস্ (অপরাধ অস্বীকার করিতেছ), কাজে ব্যক্ত হইতেছে, তুই

হাসিয়া (আমাকে) দেখিতেছিস্, আমি অত্যন্ত লজ্জা পাইতেছি।

১৩। অপথহুঁ—অপথেও, মন্দ কাজ করিয়াও। সপথ—শপথ। বুঝাবহ—বুঝাইতেছিস্।

১৪। কোনে পরি—কেমন করিয়া। খেওম—ক্ষমা করিব।

১৩-১৪। মন্দ কাজ করিয়াও শপথ করিয়া রাধাকে (আমাকে) বুঝাইতেছিস্, শঠের অপরাধ কেমন করিয়া ক্ষমা করিব ?

১৬। উদঘট—প্রকাশ, উদ্ঘাটন।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, প্রিয়তমের অপরাধ প্রকাশ করিয়া মনোরথে বাধা করিও (দিও) না।

১৮। রমান—রমণ, বল্লভ।

১৭-১৮। লখিমাদেবীবল্লভ দেবসিংহপুত্র রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৩৩৮

(রাধার উক্তি)

চল চল মাধব মঝু পরনাম।
চাতুরি ন রহ চতুরক ঠাম ॥ ২ ॥
অধরক জোতি মলিন ভই গেল।
তুয় অনুরূপ রমনি হরি লেল ॥ ৪ ॥
সিঁদুরক বিন্দু ললাটহি লাগি।
সোপলি সুন্দরি নিজ অনুরাগি ॥ ৬ ॥
প্রতি অঙ্গে রতি চিন বেকত হোয়।
করতল চাঁদ ঝপাবয় কোয় ॥ ৮ ॥

কীর্ত্তনানন্দ।

১। চল চল—যাও যাও। পরনাম—প্রণাম।
২। চতুরের কাছে চাতুরী থাকে না।
৩। ভই—হইয়া।
৪। অনুরূপ—যোগ্য।
৬। সুন্দরী নিজের অনুরাগ সমর্পণ করিল।
৭। চিন—চিহ্ন। বেকত—ব্যক্ত।
৮। করতলে কে চন্দ্র ঢাকা দেয় ?

৩৩৯

(রাধার উক্তি)

আধ মুদিত ভেল দুহু লোচন
বচন বোলত আধ আধে।
রতিক আলসে সামতনু ঝামর
হেরি পুরল মোর সাধে ॥ ২ ॥
মাধব চল চল চল তহি ঠামে।
জসু পদ জাবক হৃদয় ভুখন
অবহুঁ জপত তসু নামে ॥ ৪ ॥
কত চন্দন কত মৃগমদ কুঙ্কুম
তুয় কপোল রহু লাগি।
দেখি অনুরূপ সাতি কয়ল বিহি
অতএ মানিয় বহু ভাগি ॥ ৬ ॥

কীর্ত্তনানন্দ।

২। সামতনু—শ্যামতনু। ঝামর—মলিন।
৩-৪। মাধব, যাও, যাও, যাও, তাহার কাছে যাও যাহার পদযাবক (তোমার) হৃদয় ভূষণ এখনও তাহার নাম জপিতেছে।
৬। অনুরূপ দেখিয়া বিধি শাস্তি করিল, অতএব বহু ভাগ্য (করিয়া) মানিবে।

৩৪০

(রাধার উক্তি)

সহস রমনি সোঁ ভরল তোহর হিয়
করু তনি পরসি ন ত্যাগে।
সকল গোকুল জনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তাহেরি ভাগে ॥ ২ ॥

পদজাবক হৃদয় ভিন অছ
আওর করজ খত তাহে।
জাহি জুবতি সঙ্গে রঅনি গমৌলহ
ততহি পলটি বরু জাহে ॥ ৪ ।
নয়নক কাজর অধরেঁ চোরাওল
নয়ন অধরকল্প রাগে।
বদলল বসন নুকাওব কত খন
তিলা এক কৈতব লাগে ॥ ৬ ।
বড় অপরাধ উতর নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
সকল কলা রস জানে ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সোঁ—সহিত, দ্বারা। তনি—তাঁহাদিগকে, তাঁহাকে।

২। জনি—নারী, জন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ।

১-২। তোর হৃদয় সহস্র রমণী দ্বারা পূর্ণ (কিন্তু) তাঁহার স্পর্শ (সেই রমণীর সঙ্গ) ত্যাগ করিস্ না। গোকুলে সকল নারীর অপেক্ষা সেই ধনী পুণ্যবতী, তাহার ভাগ্য কি কহিব!

৩। অছ—আছে। আওর—আর। করজ—নখ।

৪। জাহি—যে। গমৌলহ—যাপন করিয়াছ। বরু—ভাল, বরং। জাহে—যাও।

৩-৪। পদের অলক্তক চিহ্ন এবং নখরেখা বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে; যে যুবতীর সহিত রাত্রি কাটাইয়াছ সেইখানে বরং ফিরিয়া যাও।

৬। বদলল—বদলান, অপরের।

৫-৬। নয়নের কজ্জল অধর হরণ করিয়াছে, অধরের রাগ নয়ন লইয়াছে। পরের বসন, তিলমাত্র কৈতবের জন্য (ছলনা করিয়া) কতক্ষণ লুকাইবে?

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, বড় অপরাধে উত্তর সম্ভব নয়। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল রস জানেন।

৩৪১

(রাধার উক্তি)

জাবে রহিঅ তুঅ লোচন আগে।
তাবে বুঝাবহ দিঢ় অনুরাগে ॥ ২ ।
নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপট হে মাধব কতি খন বানে ॥ ৪ ।
বুঝল মধুরপতি ভলি তুঅ রীতি।
হৃদয় কপট মুখে করহ পিরীতি ॥ ৬ ।
বিনয় বচন জত রস পরিহাস।
অনুভবে বুঝল হমে সেও পরিহাস ॥ ৮ ।
হসি হসি করহ কি সব পরিহার।
মধু বিখে মাখল সর পরহার ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। যাবৎ তোমার চক্ষের সম্মুখে থাকি তাবৎ দৃঢ় অনুরাগ বুঝাও।

৩। ওত— অন্তরাল। ৪। বানে—মূল্য থাকে।

৩-৪। চক্ষের অন্তরাল হইলে সকলই অন্যরূপ, হে মাধব, কপটতার মূল্য কতক্ষণ থাকে?

৫। মধুরপতি—মথুরাপতি। ভলি—ভাল, ভল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ।

৫-৬। মথুরাপতি, বুঝিলাম তোমার রীতি ভাল, হৃদয়ে কপটতা, মুখে প্রীতি কর।

৭। পরিহাস—কৌতুক। ৮। পরিহাস—মিথ্যা কৌতুক, বিদ্রূপ।

৭-৮। যত বিনয় বচন, রস কৌতুক, অনুভবে আমি বুঝিলাম তাহা বিদ্রূপ।

৯-১০। হাসিয়া হাসিয়া কি সকলকে (যাহারা তোমার প্রেয়সী হয়) পরিত্যাগ কর? মধু বিষে মাখা শর প্রহার কর?

৩৪২

(রাধার উক্তি)

মনসিজ বানে মোর হরল গেঁআনে।
বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে ॥ ২।
বচনহু চুকলাসি আবে কী ছড়া।
সমুহ নিহারসি সাহস বড়া ॥ ৪।
কি তোহি বোলিবোঁ কাহ্ন কি বোলিবএ্রো তোহী।
বেরি বেরি কত পরিপঞ্চসি মোহী ॥ ৬।
ভাঁগিলে ভাসা তোলিলে আসা।
আবে ককেঁ করসি তোএ্রে মুখ পরগাসা ॥ ৮।
লাজক অপগমে চীহ্নলি জাতী।
পেম করহ অনতএ গেলি রাতী ॥ ১০।
খণ্ডিত জুবতি কবি বিদ্যাপতি ভানে।
পেঅসি বচনে লজাএল কাহ্নে ॥ ১২।
রূপনরাএ্রেন এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, তুই আমাকে (তোর) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি।

৩। চুকলাসি—চুকিলি, ভ্রষ্ট হইলি। ছড়া—ছাড়া, বাকি।

৪। সমুহ—সম্মুখ।

৩-৪। বাক্য ভ্রষ্ট হইয়াছিস্ এখন (আর) কি বাকি! সম্মুখে দেখিতেছিস্, বড় সাহস!

৬। পরিপঞ্চসি—প্রপঞ্চ করিতেছিস্, বঞ্চনা করিতেছিস্।

৫-৬। কি তোকে বলিব কানাই, তোকে কি বলিব! বার বার আমাকে কত বঞ্চনা করিতেছিস্!

৭। ভাসা—ভাষা,কথা। তোলিলে—তোড়িলে, ভাঙ্গিলে।

৮। ককেঁ—কেন। পরগাসা—প্রকাশ।

৭-৮। কথা ভাঙ্গিলি (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলি), আশা ভঙ্গ করিলি, এখন কেন তুই মুখ প্রকাশ করিতেছিস্ (দেখাইতেছিস্)?

৯। চীহ্নলি—চিনিলাম।

১০। অনতএ—অন্যত্র। গেলি—গত।

৯-১০। লজ্জা দূর হইলে (তোর) জাতি (স্বভাব) চিনিলাম, গত রাত্রে অন্যত্র গিয়া প্রেম করিয়াছিলি।

১১। খণ্ডিত—খণ্ডিতা, স্বামীর পরস্ত্রাসঙ্গ চিহ্ন দর্শনে ঈর্ষাযুক্তা স্ত্রী।

১২। পেঅসি—প্রেয়সী।

১১-১২। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, যুবতী খণ্ডিতা, প্রেয়সীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল।

১৩-১৪। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস জানেন।

৩৪৩

(রাধার উক্তি)

পরিজন পুরজন বচনক রীতি।
পেম লুবুধ মন ভেলি পরতীতি ॥ ২।
নিঅ অপরাধ বোলত কী আনে।
কুমুদহি ভেল কমলকে ভানে ॥ ৪।
এহি অনুভবি বুঝল সরূপে।
নঅন অছইতে নিমজলিহু কূপে ॥ ৬।
জদি তোহে মাধব সহজ বিরাগী।
লোচন গীম কএল কথি লাগী ॥ ৮।
পুনু জনু বোলহ অইসনি ভাসা।
কাহুক কউতুকে কাহু নিরাসা ॥ ১০।
নহি নহি বোলহ দরসহ কোপে।
জতনে জনাএ করইছহ গোপে ॥ ১২।
পরতখ গোপব কে পতিআউ।
বরু মনমথ সরে জীবন জাউ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
পুহবিহি অবতরু নব পঁচবানে ॥ ১৬।

রূপনরাঅন এহু রসমন্তা।
গুন নিবাস লখিমা দেবি কন্তা ॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। পরিজন পুরজনের কথার রীতিতে প্রেম-লুব্ধ মনে প্রতীতি হইল।

৩-৪। নিজের অপরাধ, অপরকে কি বলিব? কুমুদে কমলের ভ্রম হইল।

৬। নিমজলিহু—নিমগ্ন হইলাম।

৫-৬। অনুভব করিয়া ইহাই সত্য বুঝিলাম, চক্ষু থাকিতে কূপে নিমগ্ন হইলাম।

৭-৮। মাধব, যদি তুমি স্বভাবতঃই বিরাগী, কিসের জন্য গ্রীবার দিকে চক্ষু করিলে (চক্ষু অবনত করিলে)?

৯-১০। পুনরায় এমন ভাষা বলিও না, কাহারও নিরাশায় কাহারও কৌতুক।

১১-১২। না না বলিতেছ, কোপ প্রদর্শন করিতেছ, জানাইয়া যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিতেছ।

১৫। পতিআউ—প্রতীতি করিবে।

১৬। বরু—বরং, ভাল।

১৫-১৬। প্রত্যক্ষ গোপন করিলে কে প্রতীতি করিবে? মন্মথের শরে জীবন যাউক সে বরং ভাল।

১৬। পুহবিহি—পৃথিবীতে।

১৭। রসমন্তা—রসজ্ঞ।

১৮। গুননিবাস—গুণধাম।

১৫-১৮। বিদ্যাপতি এই রসের জ্ঞান কহিতেছে, পৃথিবীতে নব পঞ্চবাণ (মদন) (শিবসিংহ) অবতীর্ণ হইয়াছেন। রূপনারায়ণ (রাজা শিবসিংহ) এই রসজ্ঞ, তিনি গুণধাম ও লখিমা দেবীর কান্ত।

৩৪৪

(রাধার উক্তি)

আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ।
মাধব বুঝল তোহর অনুবন্ধ ॥ ২।
আসা রাখহ নএন পঠাএ।
কত খন কৌসলে কপট নুকাএ ॥ ৪।
চল চল মাধব তোহ জে সআন।
তাকে বোলিঅ জে উচিত ন জান ॥ ৬।
কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম।
প্রকৃতি পরেখিয় সুপুরুখ পেম ॥ ৮।
পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ।
নয়নে নিবেদিঅ নব অনুরাগ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নঅনক লাজ।
আদরে জানিঅ আগিল কাজ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

১। বন্ধ—বাঁধা, রক্ষণ।

২। অনুবন্ধ—অনুরোধ।

১-২। কাজের অধিক আদরে রক্ষা হয় না, মাধব, তোমার অনুরোধ বুঝিলাম।

৩। নএন পঠাএ—নয়ন পাঠাইয়া, নয়নকে দূত স্বরূপে পাঠাইয়া, কাতর দৃষ্টি করিয়া।

৩-৪। কাতর দৃষ্টি করিয়া আশা রক্ষা করিতেছ, কৌশলে কতক্ষণ কপটতা লুকাইবে?

৬। পাঠান্তর, কে তোহ সিখাওত উচিত গেয়ান।

৫-৬। যাও যাও মাধব, তুমি ত চতুর, যে উচিত জানে না তাহাকে বলিতে হয়।

৭। কসিয়—কষিয়া। কসৌটী—কষ্টিপাথর। চিহ্নিঅ—চিনি।

৮। পরেখিয়—পরীক্ষা করি।

৭-৮। কষ্টি-পাথরে কষিয়া স্বর্ণ চিনিতে হয়, সুপুরুষের প্রেম (তাহার): প্রকৃতিতে পরীক্ষা করে।

১০। নিবেদিঅ—নিবেদন করে, জানায়।

৯-১০। পরিমলে কমলের পরাগ জানা যায়, নব অনুরাগ নয়নে জানা যায়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নয়নের লজ্জা (চক্ষে লজ্জা প্রকাশ করিতেছে), আদরে ভবিষ্যতের কাজ জানা যায়।

৩৪৫

(রাধার উক্তি)

মাধব বুঝল তোহর নেহ।
ওড় ধরইত হম রাখি ন পারিয়
আশা কী জই দেহ ॥ ২।
তো সন মাধব অতি গুণাকর
দেখইত অতি অমোল।
জেহন মধুক মাখল পাথর
তেহন তোহর বোল ॥ ৪।
ই রীতি দএ হম পিরিতি লাওল
জোগ পরিনত ভেল।
অমৃত বধি হম লতা লাওল
বিষে ফরি ফরি গেল ॥ ৬।
ভন বিদ্যাপতি শুনু রমাপতি
সকল গুন নিধান।
অপন বেদন তাহি নিবেদিঅ
জে পরবেদন জান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

২। ওড়—ওর, শেষ। ধরইত—ধরিয়া। পারিয়—পারি। জই—যাইতে। দেহ—দিলাম।

১-২। মাধব, তোমার স্নেহ বুঝিলাম। শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারিলাম না, (এজন্য) আশাকে যাইতে দিলাম (ত্যাগ করিলাম)।

৩। সন—যেমন, তুল্য। গুণাকর—গুণবান। দেখইত—দেখিতে। অমোল—অমূল্য।

৪। মধুক—মধুর (মধু দ্বারা)। মাখল—মাখান।

৩-৪। মাধব, তুমি যেন অতি গুণবান, দেখিতে অতি অমূল্য; যেমন মধুমাখা পাথর সেইরূপ তোমার কথা।

৫। ই—এই, এমন। দএ—দিয়া। লাওল—লাগাইলাম।

৬। বধি—বোধে, বোধ করিয়া। ফরি—ফলিয়া।

৫-৬। এমন রীতি দিয়া আমি প্রীতি আনিলাম (যেমন আমি তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম তাহার) যোগ্য পরিণাম হইল। অমৃত বোধ করিয়া আমি লতা রোপণ করিলাম, বিষে ফলিয়া ফলিয়া গেল (সকল ফলই বিষ হইল)।

৭। রমাপতি—জনৈক মন্ত্রী অথবা অমাত্য।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান রমাপতি শুন, যে পরবেদন জানে তাহাকে আপনার বেদন নিবেদন করিবে।

৩৪৬

(রাধার উক্তি)

প্রথমহি গিরি সম গৌরব ভেল।
হৃদয়হু হার আঁতর নহি দেল ॥ ২।
সুপুরুষ বচন কএল অবধান।
ভল মন্দ দুঅও বুঝব অবসান ॥ ৪।
চল চল মাধব ভলি তুঅ রীতি।
পিসুন বচনে পরিহরলি পিরীতি ॥ ৬।
পরক বচনে আপল কান।
তহি খনে জানল সময় সমান ॥ ৮।
আবে অপদহু হরি তেজ অনুরোধ।
কাহু কা জনু হো বিহিক বিরোধ ॥ ১০।
ন ভেলে রঙ্গ রভস দুর গেল।
ইথি হম খেদ একও নহি ভেল ॥ ১২।

একে পএ খেদ জে মন্দা সমাজ।
ভলেহু তেজল আবে আঁখিক লাজ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি হরি মনে লাজ।
কাহু কা জনু হো মন্দা সমাজ ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

২। আঁতর—অন্তরাল।

১-২। প্রথমে পর্ব্বত সমান গৌরব হইল, হৃদয়ে (বক্ষে) হার অন্তরাল দিলে না।

৩-৪। সুপুরুষের বচন (মনে করিয়া) মনোযোগ করিলাম, শেষে ভাল মন্দ দুই বুঝা যায়।

৫-৬। মাধব, যাও যাও, তোমার রীতি ভাল! পিশুনের কথায় প্রীতি পরিহার করিলে।

৭। আপল—অর্পণ করিলে।

৮। তহি খনে—তখনি।

৭-৮। পরের কথায় কান দিলে, তখনি জানিলাম সময় (এই অবস্থার) উপযোগী (যখন তুমি পরের কথায় কান দিলে তখনি বুঝিলাম সময় মন্দ হইয়াছে)।

৯। অপদহু—অস্থানে।

৯-১০। হরি, এখন অস্থানে অনুরোধ রক্ষা কর না (যে কথা শোনা উচিত তাহাও শোন না), কাহারও যেন বিধির বিরোধ না হয়।

১১-১২। রঙ্গ হইল না, আনন্দ দূরে গেল, ইহাতে আমার কিছুমাত্র খেদ নাই।

১৩-১৪। এক মাত্র খেদ যে মন্দ লোকের সঙ্গ হইল, ভাল লোকও এখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিল।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হরি মনে লজ্জা পাইল, কাহারও যেন মন্দ লোকের সঙ্গ না হয়।

৩৪৭

(রাধার উক্তি)

অহনিসি বচনে জুড়ওলহ কান।
সুচিরে রহত সুখ ই ভেল ভান ॥ ২।
অবে দিনে দিনে হে বুঝল বিপরীত।
লাজ গমাএ বিকল ভেল চীত ॥ ৪।
বিহিক বিরোধে মন্দা সঞো ভেট।
ভাঁড় ছুইল নহি ভরলে পেট ॥ ৬।
লোভে করিঅ হে মন্দ জত কাম।
সে ন সফল হোঅ জঞো বিহি বাম ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১-২। দিবানিশি কথায় কান জুড়াইলে, দীর্ঘকাল সুখ রহিবে এই জ্ঞান হইল।

৪। গমাএ—কাটাইয়া, হারাইয়া।

৩-৪। এখন দিনে দিনে বুঝিলাম বিপরীত, লজ্জা হারাইয়া চিত্ত বিকল হইল।

৫-৬। বিধির বিরোধে মন্দ লোকের সহিত দেখা হইল, ভাণ্ড (অস্পৃশ্য জাতির ভোজন পাত্র) ছুঁইলাম, পেটও ভরিল না।

৭-৮। লোভে যতই মন্দ কাজ কর, বিধি বাম হইলে তাহা সফল হয় না।

৩৪৮

(রাধার উক্তি)

বোললি বোল উত্তিম পএ রাখ।
নীচ সবদ জন কী নহি ভাখ ॥ ২।
হমে জে উত্তিম কুল গুনমতি নারি।
এত বা নিঅ মনে হলব বিচারি ॥ ৪।
সিনেহ বঢ়াওল সুপুরুস জানি।
দিনে দিনে কএলহ আসা হানি ॥ ৬।
কত ন জগত অছ রসমতি ফূল।
মালতি মধু মধুকর পএ ভূল ॥ ৮।
গেল দীন পুনু পলটি ন আব।
অবসর বহলা রহ পচতাব ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি

১। বোললি বোল—কহা কথা, প্রতিশ্রুতি।

২। সবদ—সম্বন্ধ।

১-২। উত্তম লোক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, নীচ সম্বন্ধ (নীচ কুলোদ্ভব) ব্যক্তি কি না বলে ?

৩-৪। আমি উত্তম কুলের গুণবতী নারী, ইহা নিজের মনে বিচার করিও।

৫-৬। সুপুরুষ জানিয়া স্নেহ বাড়াইলাম, দিনে দিনে আশা হানি করিলে।

৭-৮। জগতে কত রসবতী ফুল আছে, মধুকর মালতীর মধুতেই ভোলে।

৯-১০। দিন গেলে আর ফিরিয়া আসে না, অবসর অতীত হইলে পশ্চাত্তাপ থাকে।

৩-৪। তাহাতে জানিলাম আমার জীবন রহিবে ; বৃহৎ শাখা মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৬। থাহ—থই, অল্প গভীর।

৫-৬। যাও যাও, মাধব, জানিয়া কি বলিব, সমুদ্র ছিল, স্বল্পগভীর জল হইল।

৭। অনওলে—আনাইলে।

৭-৮। আমাকে যে আনাইলে, কি কাজ হইল ? গুরুজন পরিজনের নিকট লজ্জা পাইব।

৯। বিরাম—নিবৃত্তি, নিরুত্তর।

১০। ফেকলেও—ফেলিলে, ছুড়িলে।

৯-১০। আমার কথায় তুমি নিরুত্তর হইলে, ঢিল ছুড়িলে আবার স্থান পায় (মাটিতে পড়ে)।

৩৪৯

(রাধার উক্তি)

ঝটক ঝাটল ছোড়ল ঠাম।
কএল মহাতরু তর বিসরাম ॥ ২ ॥
তে জানল জিব রহত হমার।
সেষ ডার টুটি পরল কপার ॥ ৪।
চল চল মাধব কি কহব জানি।
সাগর অছল থাহ ভেল পানি ॥ ৬।
হম জে অনওলে কী ভেল কাজ।
গুরুজনে পরিজনে হোএত লাজ ॥ ৮।
হমরে বচনে জে তোহহি বিরাম।
ফেকলেও চেপ পাব পুনু ঠাম ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। ঝটক—ঝটিকা, ঝঞ্ঝাবৃষ্টি। ঝাটল—আহত।

১-২। ঝঞ্ঝাবৃষ্টি দ্বারা আহত হইয়া স্থান ত্যাগ করিলাম, মহাতরু তলে বিশ্রাম করিলাম।

৪। সেষ—শেষ, বৃহৎ। ডার—ডাল। কপার—কপাল, মস্তক।

৩৫০

(রাধার উক্তি)

সুপুরুস ভাসা চৌমুখ বেদ।
এত দিন বুঝল অছল নহি ভেদ ॥ ২।
নিতহি অছ সব মন জাগ।
তোহ বোলি বিসরল হমর ভাগ ॥ ৪।
চল চল মাধব কী কহব জানি।
সময়ক দোসে আগি বম পানি ॥ ৬।
রয়নিক বন্ধব জানি চন্দ।
ভল জন হৃদয় তেজএ নহি মন্দ ॥ ৮।
কলিযুগ গতিকে সাধু মন ভঙ্গ।
সবে বিপরীত করব অনঙ্গ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। এত দিন বুঝিতাম (জানিতাম) যে সুপুরুষের কথা ও চতুর্মুখ বেদে ভেদ নাই।

৩। নিতহি—নিত্যই।

৩-৪। নিত্যই সকল মনে জাগিয়া আছে, তুমি কথা ভুলিলে, আমার অভাগ্য।

৫-৬। যাও যাও মাধব, জানিয়া কি বলিব? সময়ের দোষে জলও অগ্নি উদ্গীরণ করে।

৭-৮। রজনীকে চন্দ্রের বান্ধব জানি, ভাল লোকের হৃদয় মন্দ ত্যাগ করে না (ভাল লোকের হৃদয়ে মন্দ ভাব উৎপন্ন হয় না)।

৯-১০। কলিযুগের গতিকে সাধুরও মন ভঙ্গ হয়, অনঙ্গ সব বিপরীত করিবে।

৩৫১

(মাধবের উক্তি)

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয় কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনি
তাক উপর ধর হাত ॥ ২।
তোঁহে ছাড়ি হম যদি পরশ কর কোয়।
তুয় হার নগিনি কাটব মোয় ॥ ৪।
হমর বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচীত ॥ ৬।
ভুজপাশে বাঁধি জঘন পর তারি।
পয়োধর পাথর হিয় দেহ ভারি ॥ ৮।
উরু কারাগারে বাঁধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ১০।

১। সঞ্জাত—সংযত, সম্বরণ।

২। তাক উপরে ধরি হাত—তাহার উপর হাত রাখিয়া শপথ করিতেছি।

৪। কাটব—কামড়াইবে।

৫। পরতীত—প্রতীতি।

৬। শাতি—শাস্তি।

৭। তারি—তাড়না করিয়া।

ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেন বা ভবতি সুখজাতং।

গীতগোবিন্দ।

৩৫২

(মাধবের উক্তি)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনু অপরাধে কহসি কাহে আন ॥ ২।
পূজলোঁ পশুপতি যামিনি জাগি।
গমন বিলম্বন ভেল তহি লাগি ॥ ৪।
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচারইত মন্ত্র অধরে নহি রাগ ॥ ৬।
রজনি উজাগরি লোচন ঘোর।
তাহি লাগি তুহু মোহে বোলসি চোর ॥ ৮।
নব কবিশেখর কি কহব তোয়।
শপথ করত তব পরতীত হোয় ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

২। কহসি কাহে আন—অন্য কথা (রূপ) কেন কহিতেছ?

৬। উচারইত—উচ্চারণ করিতে।

৭। রাত্রি জাগরণে চক্ষু লোহিতবর্ণ হইয়াছে।

৯। নব কবিশেখর—বিদ্যাপতি।

দেশদেশাখ ছন্দ, তল্লক্ষণম্।

চতুর্মাত্র গণানাস্তু কলাহীনং চতুষ্টয়ম
চতুষ্টয়ং কলাশেষং তদ্বা প্রতি পদার্দ্ধকে।
সপ্তমে সপ্তমে বর্ণে বিরামো বিগত ধ্রুবম্
দেশদেশাখ ইত্যাখং ছন্দস্তত্রতুতাম্নয়েৎ ॥

রাগতরঙ্গিণী।

৩৫৩

(মাধবের উক্তি)

মান পরীহর হে করু বচন মোরা।
মার মনোভব হে ধরু শরন তোরা ॥ ২।
ন কর ন কর হে মোহি বিমুখ আজে।
অপরুব পেমে হে পুন ভেল সমাজে ॥ ৪।

কমলবদনি হে করু আঁকম দানে।
বিনয়ে কে নহি হে জগতে জয় মানে ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কবি হে ভন কবি ধীরে।
রাজা শিব সিংহ হে নরপতি বীরে ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

১। করু—কর। মোরা—আমাকে, আমার সহিত।

২। মার—আঘাত কর, পরাভব কর। মনোভব—কন্দর্প। ধরু—ধরিতেছি। তোরা—তোর, তোমার।

১-২। হে (সুন্দরি) মান পরিহার কর, আমার সহিত কথা কর (কও)। তোমার শরণ ধরিয়াছি (শরণাপন্ন হইয়াছি), কন্দর্পকে (তুমি) পরাভব কর।

৩। মোহি—আমাকে। আজে—আজি।

৪। পেমে—প্রেম। সমাজে—পরস্পরের সান্নিধ্য, মিলন।

৩-৪। আজ আমাকে বিমুখ করিও না, করিও না। (আমাদের) পুনর্মিলনে অপরূপ প্রেম হইল।

৫। আঁকম—অঙ্ক, আলিঙ্গন।

৫-৬। হে কমলবদনি, আলিঙ্গন দান কর।

৭-৮। জগতে বিনয়ে কে না মান ত্যাগ করে? বিদ্যাপতি কবি ধীরে কহিতেছে, নরপতি শিবসিংহ বীর পুরুষ।

৩৫৪

(মাধবের উক্তি)

সরদক সসধর সম মুখমণ্ডল
কাঁই ঝপাবসি বাসে।
অলপেও হাস সুধারস বরিসও
ছাড়ও নয়ন পিআসে ॥ ২।
মানিনি অপনেহু মনে অনুমান।
রুসইতে আনহু বোল অগেআন ॥৪।
হাটক ঘটন সিরীফল সুন্দর
কুচজুগ কুটি করু আধে।
পানি পরস রস অনুভব সুন্দরি
ন করু মনোরথ বাধে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর জৌবতি
বিভব দয়া থিক সারা।
মাহ ছাহ ককরো নহি ভাবয়
গ্রীমম প্রাণ পিয়ারা ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সরদক—শরতের। কাঁই—কেঁও, কেন। ঝপাবসি—ঝাঁপিতেছ। বাসে—বস্ত্রে। ২। অলপেও—অল্প। বরিসও—বর্ষণ করে। ছাড়ও—ছাড়ে।

১-২। শরতের চন্দ্র তুল্য মুখমণ্ডল বস্ত্র দ্বারা কেন ঢাকিতেছ? অল্প হাস্য সুধারস বর্ষণ করিলে নয়নের পিপাসা ছাড়িবে।

৩। অপনেহু—আপনারই। অনুমান—বিবেচনা কর। ৪। রুসইতে—রোষ করিলে। আনহু—অপর লোক। বোল—বলিবে। অগেআন—অজ্ঞান, নির্ব্বোধ।

৩-৪। মানিনি, আপনারই মনে বিবেচনা কর, রোষ করিলে অপর লোকে নির্ব্বোধ বলিবে।

৫। হাটক—স্বর্ণ। ঘটন—গঠন। কুটি—কাটিয়া। আধে—অর্দ্ধ। ৬। বাধে—বাধা।

৫-৬। স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্দ্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছে। সুন্দরি, পাণিস্পর্শ রস অনুভব (রূপ) মনোরথে রোষপূর্ব্বক বাধা করিও না (দিও না)।

৭। বিভব—সম্পত্তি। থিক—হয়। সারা—সার। ৮। মাহ—মাঝ। ছাহ—ছায়া। ককরো—কাহার। ভাবয়—ভাল লাগে, মনোরঞ্জন করে। পিয়ারা—প্রিয়।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, দয়া সম্পত্তি (মধ্যে) শ্রেষ্ঠ, গ্রীষ্মকালে প্রাণপ্রিয় ছায়ার মধ্য (ছায়াতল) কাহার না ভাল লাগে?

৩৫৫

(মাধবের উক্তি)

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিয় রস পীবে।
অধর মধুরি ফুল পিআ মধুকর তুল
বিনু মধু কত খন জীবে॥ ২।
মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।
ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি
সুখে জাও নিসি অবসানে॥ ৪।
পর মুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন গুণসি
ন বুঝসি ছইলরি বানী।
অপন অপন কাজ কহইতে অধিক লাজ
অরথিত আদর হানী॥ ৬।
কবি ভনে বিদ্যাপতি অরেরে সুনু জুবতি
নেহ নুতন ভেল মানে।
লখিমা দেবি পতি সিব সিংহ নরপতি
রূপ নরাঅন জানে॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। তোর বদন চন্দ্র, আমার নয়ন চকোর, রূপ অমৃত রস পান করিবে। অধর বান্ধুলী ফুল, প্রিয় মধুকর তুল্য, মধু বিনা কত ক্ষণ বাঁচিবে?

৩। ককে—কেন।

৩-৪। হে মানিনি, তোর মন পাষাণে গঠিত। কেন আনন্দে হাসিয়া কিছু উত্তর দিস্ না? সুখে নিশা অবসান যাউক (হউক)।

৫। ছইলরি—রসিকের।

৬। অরথিত—উপযাচিত।

৫-৬। পরের মুখের (কথা) শুনিস্ না, নিজের মনে বিবেচনা করিস্ না। রসিকের কথা বুঝিস্ না। আপনার কাজের (জন্য) আপনি উপযাচিত হইয়া বলিতে অত্যন্ত লজ্জা ও আদরহানি (হয়)।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, মানে নূতন স্নেহ হইল। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ জানেন।

৩৫৬

(মাধবের উক্তি)

কাঁ লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখবধক ভয় ন করহ
ই বড় সাহস তোর॥ ২।
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন সহইত ন পারিয়
শরণ লেল তোর॥ ৪।
কিয় গিরিবর কনয়কটোর
তা দেখি লাগয় ধন্দ।
হিয়াক উপর শম্ভু পূজিত
বেঢ়ি বালকচন্দ॥ ৬।
কর কমলে পরশইত চাহিয়
বিহি নহ যদি বামা।
তোহর চরণে শরণ লেল
সদয় হোয়ব রামা॥ ৮।
চঞ্চল দেখিঅ আকুল ভেল
ব্যাকুল ভেল চীত।
কহ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুক করহ হীত॥ ১০।

৫-৬। বক্ষের উপর কি গিরিবর অথবা কনক কটোর, অথবা বালচন্দ্র বেষ্টিত (অঙ্গুলের নখপংক্তি)

পুজিত শম্ভু (রাধা বক্ষের উপর হস্ত রক্ষা করিয়াছেন), দেখিয়া তাহাই সংশয় লাগে।

৩৫৭

(মাধবের উক্তি)

বদন সরোরুহ হাসে নুকওলহ
তেঁ আকুল মন মোরা।
উদিতেও চন্দা অঁমিঅ ন মুঞ্চএ
কী পিবি জিউত চকোরা ॥ ২।
মানিনি দেহ পলটি দিঠি মেলা।
সগরি রঅনি জদি কোপহি গমওবহ
কেলি রভস কোন বেলা ॥ ৪।
তোর নঅন এঁ পথহু ন সঞ্চর
অজুগুত কহ ন জাই।
অরুন কমলকে কন্তি চোরওলহ
তেঁ মনে রহলি লজাই ॥ ৬।
কামিনি কোপেঁ মনোরথ জাগল
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
জএমতি দেবি বর সন গহি সঙ্কর
বুঝএ সকল রস ভাবে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। নুকওলহ—লুকাইলে।

১-২। বদন কমল (ও) হাসি লুকাইলে, তাই আমার মন আকুল হইল। চন্দ্র উদিত হইয়াও অমৃত মোচন করে না, চকোর কি পান করিয়া বাঁচিবে?

৩-৪। মানিনি, ফিরিয়া (পুনরায়) চক্ষের মিলন দাও, সমস্ত রজনী যদি কোপেই কাটাইবে, কেলি আনন্দ কোন সময় হইবে?

৫। অজুগুত—অযুক্তি, অন্যায়।

৫-৬। তোমার নয়ন এ পথে (আমার দিকে) সঞ্চরণ করে না, অন্যায় কহা যায় না (অত্যন্ত অন্যায়), অরুণ ও কমলের কান্তি চুরী করিয়াছ তাই কি মনে লজ্জিত হইয়া রহিয়াছ?

৮। জএমতি—জয়বতী। সন—তুল্য। গহি—গ্রহণ করিয়া, পাণিগ্রহণ করিয়া। সঙ্কর—শঙ্কর ওঝা (ঝা) নাম অন্য পদেও পাওয়া গিয়াছে। শঙ্কর ওঝা সে সময় কোন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, কামিনীর কোপে মনোরথ জাগিল, শ্রেষ্ঠ দেবী তুল্য জয়বতীর পাণিগ্রহণ করিয়া শঙ্কর সকল রস ভাব বুঝেন।

৩৫৮

(মাধবের উক্তি)

চউদিস জলদেঁ জামিনি ভরি গেলি।
ধারাএঁ ধরনি বেআপিতি ভেলি ॥ ২।
গগন গরজেঁ জাগল পঞ্চবান।
এহনা সুমুখি উচিত নহি মান ॥ ৪।
নাগরি পিসুন বচনে করু রোস।
পয় পরলহু নহি কর পরিতোস ॥ ৬।
বিহি সমুচিত ধরু বামা নাম।
হমে অনুমাপি হলল ফল ঠাম ॥ ৮।
নাগরি বচন অমিয় পরতীতি।
হৃদয় গঢ়ল হে পখানহু জীতি ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। ধারাএঁ—ধারায়। বেআপিতি—ব্যাপ্তি।

১-২। চতুর্দ্দিকে জলদে যামিনী ভরিয়া গেল, ধারায় ধরণী ব্যাপ্ত হইল।

৪। এহনা—এমন (সময়)।

৩-৪। আকাশ গর্জ্জনে পঞ্চবাণ (মদন) জাগিল, সুমুখি, এমন সময় মান উচিত নয়।

৬। পয়—পদ। পরলহ—পড়িলেও।

৫-৬। নাগরি, পিশুনের কথায় রোষ করিয়াছ, পায় পড়িলেও পরিতোষ কর না।

৮। অনুমাপি—অনুমান করিয়া। হলল—চলিলাম।

৭-৮। বিধি সমুচিত বামা নাম ধরিল, আমি অনুমান করিয়া এই স্থানে ফল প্রাপ্ত হইলাম (প্রাপ্ত হইয়া গমন করিতেছি)।

৯। পরতীতি—প্রতীতি।

১০। পথানহু—পাষাণও।

৯-১০। নাগরীর কথা অমৃত বলিয়া বিশ্বাস হয়, হৃদয় পাষাণকেও জিনিয়া গাড়িল।

৩৫৯

(মাধবের উক্তি)

পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি লেল মোর॥ ২।
পরিহর স্নুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমর করউ মধুপান॥ ৪।
এ ধনি স্নুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ ন করহ মহত রাখ মোর॥ ৬।
পুনু পুনু কত যে বুঝায়ব বার বার।
মদন বেদন হম সহই ন পার॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা ভঙ্গ দুখ মরণ সমান॥ ১০।

৪। করউ—করুক।

৬। মহত—মহত্ত্ব, সম্মান।

৩৬০

(মাধবের উক্তি)

উপমিঅ আনন নীরজ পঙ্কজ
সসধর দিবস মলীনে।
ভৌঁহ অনুপম অধর সোহাওন
নব পল্লব রুচি জীনে॥ ২।
স্নুন পেঅসি কী মোর পরল
গরুঅ অপরাধে।
বহ মলয়ানিল জার কলেবর
ন কর মনোরথ বাধে॥ ৪।

রাগতরঙ্গিণী।

নেপালী বরাড়ী ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। উপমিঅ—উপমিত হয়।

২। সোহাওন—শোভন। জীনে—জিনে, জয় করে।

১-২। নীরজ পদ্মতুল্য মুখ দিবসে মলিন শশধরের সহিত উপমিত হয়। অনুপম ভ্রূ, সুন্দর অধর নব পল্লব রুচি জয় করে।

৩। গরুঅ—গুরু।

৪। জার—দগ্ধ করে।

৩-৪। শুন প্রেয়সি, আমার কি গুরু অপরাধ পড়িল (হইল)? মলয়ানিল বহিতেছে, (আমার) অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, মনোরথে বাধা করিও না।

৩৬১

(মাধবের উক্তি)

সাকর সুধ দুধে পরিপূরল
সানল অমিঞক সারে।
সেহে বদন তোর অইসন করম মোর
খারে পঅ বরিসএ ধারে॥ ২।
সজনি পিশুন বচন দেহে কানে।
দেহ বিভিন বিধাতা আইতি
তো[illegible] একে পরানে॥ ৪।
কোপ [illegible] জদি সমদি পঠাবহ
বচনে [illegible] হ মন্দা।
তোর [illegible] রে বদন পঅ
খার ন বরি[illegible] চন্দা॥

চৌদিস লোচন চমকি চলাবসি
ন মানসি কাহুক শঙ্কা।
তোর মুহ সঞো কিছু ভেদ করাওব
দেল চান্দ কলঙ্কা ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। সাকর—শর্করা। সুধ—সুদ্ধ। সানল—মাখিল।

২। খারে—ক্ষার, লবণ।

১-২। শর্করা সুদ্ধ দুগ্ধে পরিপূর্ণ (তাহাতে) অমৃতের সার মিশ্রিত, সেই রূপ তোর বদন, আমার এমন কর্ম্ম (কপাল), লবণধারা বর্ষণ করিতেছে।

৪। আইতি—আয়ত্ত।

৩-৪। সজনি, পিশুনের কথায় কান দিস্? ভিন্ন দেহ বিধাতার আয়ত্ত (কিন্তু) তোর আমার একই প্রাণ।

৫। সমদি—সম্বাদ।

৫-৬। কোপের সহিতও যদি সম্বাদ পাঠাস্ (তথাপি) মন্দ কথা বলিস্ না। তোর মুখ তোরি মুখের তুল্য, চন্দ্র লবণ বৃষ্টি করে না।

৭। চলাবসি—চালাইতেছিস্।

৮। করাওব—করিবার জন্য।

৭-৮। চৌদিকে চমকিয়া লোচন চালনা করিতেছিস্, কাহারও ভয় মানিস্ না, তোর মুখের [illegible]ত কিছু ভেদ করাইবার জন্য (বিধাতা) চন্দ্রে ক[illegible]

৩৬২

(মাধবের উক্তি)

মালতি মন জনু ম[illegible] আনে।
তোহরা সৌঁ হম জে[illegible] [illegible]খল
সেহ বচন পর[illegible]
সভ পরিতেজি [illegible]ম ভজল হুঁ
তাহি করত [illegible]ভঙ্গে।
জোঁ দুর্জ্জন জন কোটি জতন কর
তৈও জনম ভরি সঙ্গে ॥ ৪।
অনুখন মন ধনি খিন্ন করহ জনি
দেব শপথ থিক লাখে।
হমরা তোঁহহি দোসরি নহি তেহনি
মন অছি দৃঢ় অভিলাখে ॥ ৬।
বিধিক দোখ জত রোখ কয়ল মত
বচন কহল এক আধে।
নাগরি সেহ জগত গুন আগরি
জে খেম পতি অপরাধে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ সব তঁহ
মন জনু করহ মলানে।
তুঅ গুন মন গুনি পহু রহু অনুগত
করত অধর মধু পানে ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। মানহ—মানিও।

২। ভাখল—কহিলাম। পরমানে—প্রামাণ্য, সত্য।

১-২। মালতি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), মনে অন্য মানিও না (অন্যরূপ ভাবিও না) তোমার সহিত (তোমায়) যাহা কিছু কহিলাম, তাহা সত্য কথা।

৩-৪। সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আমি ভজনা করিলাম। তাহা কে ভঙ্গ করিবে? যদিও দুর্জ্জন লোকে কোটি যত্ন করে তথাপি জন্ম ভরিয়া সঙ্গ (আমাদের মিলন আজীবন রহিবে)।

৫। খিন্ন—ক্ষুণ্ণ।

৬। তেহনি—তেমনি।

৫-৬। ধনি, অনুক্ষণ মনক্ষুণ্ণ করিও না, দেবতার লক্ষ দিব্য, তোমার তেমন (তুল্য) আমার দ্বিতীয় নাই, মনে দৃঢ় অভিলাষ আছে।

৭। মত—মনে।

৭-৮। বিধির সকল দোষ, মনে রাগ করিয়াছিলাম, এক আধটা কথা কহিয়াছিলাম। সেই নাগরী গুণে জগতের শ্রেষ্ঠ যে পতির অপরাধ ক্ষমা করে।

৯। মলান—ম্লান।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ধৈর্য্য সকলের অপেক্ষা (শ্রেষ্ঠ), মন ম্লান করিও না, তোমার গুণ মনে গণিয়া প্রভু অনুগত রহিবে, অধর মধু পান করিবে।

(মাধবের উক্তি)

তনিহি লাগি ফুলল অরবিন্দ।
ভূখল ভমরা পিব মকরন্দ ॥ ২ ।
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
সে সুনি কোকিল মনে উঠ হাস ॥ ৪ ।
এ রে মানিনি পলটি নিহার।
অরুন পিবএ লাগল অন্ধকার ॥ ৬ ।
মানিনি মান মহঘ ধন তোর।
চোরাবএ অএলাহু অনুচিত মোর ॥ ৮ ।
তেঁ অপরাধে মার পঁচবান।
ধনি ধর হরিকএ রাখ পরান ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১। তনিহি—তাহারই।

১-২। তাহারই লাগিয়া কমল প্রস্ফুটিত হইল, ক্ষুধিত ভ্রমর মধু পান করিবে (ভ্রমর মধু পান করিবে বলিয়াই কমল প্রস্ফুটিত হয়)।

৩-৪। নভোমণ্ডলে বিরল নক্ষত্র শোভা পাইতেছে, তাহা শুনিয়া (প্রভাতের সমুদয় লক্ষণ দেখিয়া) কোকিল মনে হাসিয়া উঠিতেছে (প্রভাতের সূচনা হইয়াছে)।

৫-৬। হে মানিনি, ফিরিয়া দেখ, অরুণ অন্ধকার পান করিতে লাগিল।

৭। মহঘ—মহার্ঘ।

৮। চোরাবএ—চুরী করিতে। অএলাহু—আসিলাম।

৭-৮। মানিনি, তোর মান মহার্ঘ ধন, চুরী করিতে আসিলাম, আমার অনুচিত।

১০। হরিকএ—হরণ করিয়া, গোপন করিয়া।

৯-১০। সেই অপরাধে মদন মারিতেছে, ধনি, (আমার) প্রাণ গোপন করিয়া রাখ, রক্ষা কর।

৩৬৪

(মাধবের উক্তি)

মানিনি মান আবহু কর ওড়।
রঅনি বহলি হে রহলি অছ থোড় ॥ ২ ।
গুনমতি ভএ গুন ন ধরিঅ গোএ।
সুপুরুস দানে অধিক ফল হোএ ॥ ৪ ।
বেরা এক হেরহ মনতাপ।
পেম লতা তোড়লে বড় পাপ ॥ ৬ ।
লোচন ভমর হমরে করু আস।
তুঅ মুখ পঙ্কজ করও বিলাস ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি মনে গুনি ভান।
সিব সিংহ রাএ রসিক রস জান ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ওড়—ওর, শেষ, সীমা।

২। বহলি—অতিবাহিত হইল। রহলি অছ—রহিয়াছে। থোড়—অল্প।

১-২। মানিনি, এখনও মান সমাপ্ত কর, রজনী অতীত হইয়াছে, অল্প (অবশিষ্ট) রহিয়াছে।

৩-৪। গুণবতী হইয়া গুণ গোপন করিয়া রাখিও না, সুপুরুষকে দান করিলে অধিক ফল হয়।

৫-৬। একবার দেখ, মনের তাপ হরণ কর, প্রেম লতা ভাঙ্গিলে (ছিঁড়িলে) বড় পাপ হয়।

৭-৮। আমার লোচন ভ্রমর তোমার মুখ পঙ্কজে বিলাস করিবার আশা করিতেছে।

৯-১০। বিদ্যাপতি মনে বিবেচনা করিয়া এই কথা কহিতেছে, রসিক শিবসিংহ রাজা রস জানেন।

৩৬৫

(মাধবের উক্তি)

মানিনি কুসুমে রচলি সেজা মান মহঘ তেজ
জীবন জউবন ধনে।
আজু কি রঅনি জদি বিফলে জাইতি
পুনু কালি ভেলে কে জান জিবনে ॥ ২।
মানিনি মন্দ পবন বহ ন দীপ থির রহ
নখতর মলিন গগন ভরে।
তোর বদন দেখি ভান উপজু মোহি
কেসু ফুল উপর ভমরে ॥ ৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সেজা—শয্যা। তেজ—ত্যাগ কর।

১-২। মানিনি, কুসুমে শয্যা রচিত, মহার্ঘ মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি বিফলে যায় কাল জীবন কি হইবে কে জানে?

৩। নখতর—নক্ষত্র।

৪। উপজু—উৎপন্ন হয়। কেসু—কিংশুক।

৩-৪। মানিনি, ধীরে বায়ু বহিতেছে, দীপ স্থির রহে না, আকাশ ভরা নক্ষত্র মলিন হইল। তোর মুখ দেখিয়া আমার অনুমান হয় কিংশুক ফুলের উপর ভ্রমর (বসিয়াছে)।

৩৬৬

(মাধবের উক্তি)

মানিনি অরুন পূরুব দিসা বহলি সগরি নিসা
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেলি কুমুদিনি তইঅও তোহর ধনি
মূদল মুখ অরবিন্দা ॥ ২।
চান্দ বদন কুবলয় দুহু লোচন
অধর মধুরি নিরমানে।
সগর সরীর কুসুমে তুয় সিরিজল
কিএ দহু হৃদয় পখানে ॥ ৪।
অসকতি করহ ককন নহি পরিহহ
হার হৃদয় ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপুরুব তুঅ বেবহারে ॥ ৬।
অবগুন পরিহরি হেরহ হরখি ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএেন
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বহলি—বহিল, কাটিল। সগরি—সকল।

২। মুদি গেলি—মুদ্রিত হইয়া গেল। তইঅও—তথাপি। তোহর—তোর। মূদল—মুদিত।

১-২। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, পূর্ব্বদিক অরুণ বর্ণ (হইল), চন্দ্র আকাশে মগ্ন হইল। কুমুদিনী মুদ্রিত হইল, (হে) ধনি তথাপি তোর মুখারবিন্দ মুদ্রিত (প্রভাতে কমল প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু তোমার মুখকমল প্রস্ফুটিত হয় নাই)।

৩। মধুরি—বান্ধুলী।

৪। তুঅ—তোর। সিরজল—সৃজন করিল। কিএ—কেন। দএ—দিয়া।

৩-৪। বদন কমল (দ্বারা), দুই নয়ন কুবলয় (দ্বারা), অধর বান্ধুলী (দ্বারা) নির্ম্মাণ করিয়াছে; (বিধাতা) তোর সকল শরীর কুসুম দিয়া সৃজন করিল; হৃদয় পাষাণ দিয়া কেন (গড়িল)?

৫। অসকতি করহ—অশক্তি (প্রকাশ) কর, অক্ষম বলিয়া। পরিহহ—পরিধান কর, ধারণ কর। ভারে— ভার।

৬। গরুয়—গুরু। মুঞ্চসি—ত্যাগ করিস্। অপুরুব—অপরূপ, আশ্চর্য্য।

৫-৬। অক্ষম বলিয়া কঙ্কন পরিস্ না, হৃদয়ের হার ভার হইল : পর্ব্বত তুল্য গুরুভার মান পরিত্যাগ করিস্ না, তোর আশ্চর্য্য ব্যবহার (পরিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া কঙ্কন পরিস্ না, হার তোর হৃদয়ে ভার বোধ হয়, অথচ পর্ব্বতের সমান ভারি মান লইয়া আছিস্, তাহাকে ত্যাগ করিস্ না, এরূপ ব্যবহার কে না আশ্চর্য্য বলিবে)।

৭। অবগুণ -অপগুণ (মান করার ন্যায় মন্দ গুণ)। হরখি—হর্ষিত হইয়া। হেরহ—দেখ। মানক—মানের। অবধি—সীমা। বিহান—প্রভাত।

৭-৮। ধনি, দোষ পরিত্যাগ করিয়া হর্ষিত হইয়া দেখ ; প্রভাত মানের সীমা (প্রভাত হইলে আর মান থাকা উচিত নয়)। বিদ্যাপতি কবি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে কহিতেছে।

এসিয়াটির সোসাইটীর পত্রে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ প্রথম খণ্ড বিশেষ সংখ্যায় গ্রিয়ার্সন একবিংশতি বৈষ্ণব স্তোত্রে (Twenty one Vaishnava Hymns, Asiatic Society's Journal, 1884, Part I., Special number) এই পদ উমাপতি নামক বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ মৈথিল কবির কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভণিতা এইরূপ:—

সুমতি উমাপতি সকল নৃপতি পতি
হিন্দুপতি রস জানে।

মহামহোপাধ্যায় উমাপতি তাঁহার কৃত পারিজাত হরণ নামক নাটকে বিদ্যাপতি বিরচিত এই গীত নটীর মুখে দিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতির জানিয়াই এই গীত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ভণিতায় পরিবর্ত্তন পরে হইয়া থাকিবে।

৩৬৭

(মাধবের উক্তি)

আজ পরসন মুখ ন দেখএ তোরা।
চিন্তাএ সহজ বিকল মন মোরা ॥ ২।
আএল নয়ন হটিএ কাঁ লেসী।
পছিলাহু জকে হসি উতরো ন দেসী ॥ ৪।
এ বর কামিনি জামিনি গেলী।
অরথিতে আরতি চৌগুন ভেলী ॥ ৬।
চন্দা পছিম গেল পরগাসা।
অরুন অলঙ্কত পুরন্দর আসা ॥ ৮।
মানিনি মান কএোন এত বেরী।
তিলা এক আড়েহু ডীঠি হল হেরী ॥ ১০।
সয়নক সীম তেজি দূর জাসী।
একহু সেজ ভেলাহু পরবাসী ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। আজ তোর মুখ প্রসন্ন দেখাইতেছে না, আমার মন স্বভাবতঃ চিন্তায় বিকল (হইয়াছে)।

৩। আএল—আগত। হটিএ—সরাইয়া, নিষেধ করিয়া। কাঁ—কেন। লেসী—লইতেছিস্।

৪। পছিলাহু জকে—পূর্ব্বের ন্যায়।

৩-৪। আগত নয়ন ফিরাইয়া লইতেছিস্ কেন? (এ দিকে তোর দৃষ্টি আসিতেছে তথাপি অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতেছিস্)। পূর্ব্বের ন্যায় হাসিয়া উত্তরও দিস্ না।

৬। অরথিতে—যাচ্এগা করিতে।

৫-৬। হে বরকামিনি, যামিনী গেল, যাচ্এগা করিতে (সাধিতে) আর্ত্তি চতুর্গুণ হইল।

৭। পরগাসা—প্রকাশ, জ্যোতি।

৮। পুরন্দর আসা—পূর্ব্ব দিক।

৭-৮। চন্দ্রের জ্যোতি পশ্চিমে গেল (মলিন হইল), পূর্ব্বদিক অরুণে অলঙ্কৃত হইল।

৯-১০। মানিনি, এ সময় মান কি! তিল মাত্র আড় দৃষ্টিতেও দেখিয়া যাও (দেখ)।

১১-১২। শয্যার সীমা ত্যাগ করিয়া দূর যাইতেছিস্, এক শয্যায় প্রবাসী হইলাম।

এই পর্য্যন্ত পদ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু পুঁথিতে আর এক পংক্তি আছে:—

তাহি মনোরথ জে কর বাধা।

৩৬৮

(মাধবের উক্তি)

মুখ তোর পুনিমক চন্দা।
অধর মধুরি ফুল গল মকরন্দা॥ ২।
অগে ধনি সুন্দরি রামা।
রভসক অবসর ভেলি হে বামা॥ ৪।
কোপে ন দেহে মধুপানে।
জীবন জোবন সপন সমানে॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

২। গল—গলিতেছে, বহিতেছে।

১-২। তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র, বান্ধুলী ফুলের (ন্যায়) অধর হইতে মধু ক্ষরিতেছে।

৩-৪। হে ধনি সুন্দরী রামা, আনন্দের অবসরে বাম হইলি।

৫-৬। কোপে মধুপান করিতে দিতেছিস্ না, জীবন যৌবন স্বপ্নতুল্য হইল।

৩৬৯

(মাধবের উক্তি)

পুরুবক প্রেম অইলহুঁ তুয় হেরি।
হমরা অবইত বইসলি মুখ ফেরি॥ ২।
পহিল বচন উতরো নহি দেলি।
নয়ন কটাক্ষ সঁএো জীব হরি লেলি॥ ৪।
তোঁহ শশিমুখি ধনি ন করিয় মান।
হমহুঁ ভমর অতি বিকল পরান॥ ৬।
আসা দএ পুন ন করিয় নিরাশ।
হোউ পরসন মোর পূরহ আশ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু পরমান।
দুহু মন উপজল বিরহক বান॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১-২। তোমার পূর্ব্বের প্রেম দেখিয়া (তোমার নিকট) আসিলাম; আমি আসিতে তুমি মুখ ফিরাইয়া বসিলে।

৩-৪। প্রথম কথার উত্তরও দিলে না, নয়ন কটাক্ষে (আমার) প্রাণ হরণ করিলে।

৫-৬। তুমি শশিমুখি ধনি, মান করিও না, আমি অতি বিকল প্রাণ ভ্রমর।

৮। পরসন—প্রসন্ন।

৭-৮। আশা দিয়া পুনরায় নিরাশ করিও না, প্রসন্ন হও, আমার আশা পূর্ণ কর।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, দুই জনের মনে বিরহের বাণে (আকুলতা উৎপন্ন হইল।

৩৭০

(কবির উক্তি)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ॥ ২।
বহুবিধ বানি বিলপয় কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য় মান॥ ৪।
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন ন নিকসয় চমকিত চীত॥ ৬।
পরশইতে চরণ সাহস ন হোয়।
কর যোড়ি ঠাঢ়ি বদন পুনু জোয়। ৮।

বিদ্যাপতি কহ শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান ॥ ১০।

১। নাহ—নাথ।

২। চাহ—চাহে।

৩। কানাই অনেক রকম কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

৬। বচন ন নিকসয়—(মুখে) কথা বাহির হয় না।

৮। ঠাড়ি, ঠাঢ়ি—দাঁড়াইয়া। জোয়—খোঁজে, অন্বেষণ করে। যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আবার মুখ খোঁজে (মনের ভাব জানিবার জন্য, মান ভাঙ্গিল কি না, আবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে)।

১০। দুর্জ্জয় মান, এখন তুই কি করিবি?

৩৭১

(মাধবের উক্তি)

অরে অরে ভমরা তোএঁ হিত হমরা
বঁউসি আনহ গজগামিনি রে।
আজু কি রূসলি কালি জএঁো বঁউসবি
তীতি হোইতি মধু জামিনি রে ॥ ২।
তীতি রজনিআঁ তিনি জুগে জনিআঁ
দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে।
সরোবর সোসে কমল অসিলাএল
নগর উজলি ভেল পাঁতর রে ॥ ৪।
একসর মনমথ দুই জিব মারএ
অপন অপন ভিন বেদন রে।
দুই মন মেলি কমনে বেকতাওব
দারুন প্রথম নিবেদন রে ॥ ৬।
মানক ভঞ্জন জসু গুন রঞ্জন
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে।
লখিমা দেবিপতি সিবসিংহ নরপতি
পুরুব জনম তপে পাওল রে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বঁউসি—মান ভাঙ্গিয়া।

২। রূসাল—কুপিতা। তীতি—তিক্ত।

১-২। ওরে ওরে ভ্রমর, তুই আমার হিতৈষী, গজগামিনীর মান ভঙ্গ করিয়া তাহাকে লইয়া আয়। আজ রাগ করিয়া যদি কাল তাহার মান ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মধুযামিনী তিক্ত হইবে।

৩। তীতি—অতীত হইল। দিঠিহুক—দৃষ্টির। ওত—অন্তরাল।

৪। সোসে—শুষ্ক হইল। অসিলাএল—ম্রিয়মান হইল।

৩-৪। রজনীর (ত্রিযাম) যেন তিন যুগের ন্যায় অতীত হইল, চক্ষের আড়াল হইলেই দেশান্তর (মনে হয়)। সরোবর শুষ্ক হইয়া কমল ম্রিয়মান হইল, উজ্জ্বল নগর প্রান্তর হইল।

৫। একসর—একেশ্বর, একা।

৬। কমনে—কে। বেকতাওব—ব্যক্ত করিবে।

৫-৬। এক মন্মথ দুইটি প্রাণ বধ করে, নিজের নিজের ভিন্ন বেদন। দুই মনের মিলন কে ব্যক্ত করিবে, প্রথম নিবেদন অত্যন্ত কঠিন (দুই জনেরই মনে অনুরাগ রহিয়াছে, অথচ প্রথমে কেহই বিনয় প্রকাশ করিতে চাহে না)।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি গাইল, যাহার রঞ্জন করিবার গুণ (আছে সেই) মানের ভঞ্জন করে। পূর্ব্ব-জন্মের তপস্যায় লখিমা দেবী শিবসিংহ নরপতিকে পতি স্বরূপে পাইলেন।

৩৭২

(কবির উক্তি)

অবনতবয়নী ধরনি নখে লেখি।
যে কহ শ্যাম নাম তাহি নহি পেখি ॥ ২।

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
অভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ ॥ ৪।
নীরস অরুণ কমল বর বয়নি।
নয়ননোরে বহি যাওত ধরনি ॥ ৬।
ঐসন সময় আওল বনদেবি।
কহয় চলহ ধনি ভানুক সেবি ॥ ৮।
অবনতবয়নী উতর নহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সে চলি গেল ॥ ১০।

১-২। অবনত মুখে নখ দ্বারা ধরণীতে লেখে, যে শ্যাম নাম কহে তাহাকে দেখে না।

৩-৪। লোহিতবর্ণ বসন পরিধান করে (নীল বসন ধারণ করে না, পাছে শ্যামকে মনে পড়ে), কেশ বিগলিত (আর বেণী বাঁধে না); আভরণ ত্যাগ করিল, বেশ ঢাকিল, (কাহাকেও দেখাইতে চাহে না)।

৫-৬। সুন্দর মুখ রসশূন্য (বিবর্ণ) অরুণ কমল তুল্য (হইল), চক্ষের জলে ধরণী ভাসিয়া গেল।

৭-৮। এমন সময় বনদেবী আসিল, বলিল, ধনি চল সূর্য্যোপাসনা করিবে।

৯-১০। নতমুখী (রাধা) উত্তর দিল না, বিদ্যাপতি কহে সে (বনদেবী) চলিয়া গেল।

৩৭৩

(সখীর উক্তি)

কতএ অরুন উদয়াচল উগল
কতএ পছিম গেল চন্দা।
কতয় ভমর কোলাহলেঁ জাগল
সুখে সুতথু অরবিন্দা ॥ ২।
কামিনি জামিনি কাঁহা গেলী।
চির সময় আগত হরি ভেল পাহুন
আধেউ কেলি ন ভেলী ॥ ৪।
পঙ্ক্ক পাত অতাপে ন পওলে
ঝামর ন ভেলে দেহা।
কৃপন সঁচিত ধন রহল অখণ্ডিত
কাজর সিন্দুর রেহা ॥ ৬।
অরুনক জোতি অধরে নহি ছড়লে
পলটি ন গঁথলে হারা।
আনহু বোলব সখি তোঁএ অচেতনি
কাঁ তোর নাহ গমারা ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন মন নহি পরসন
হিয় চিন্তা বিস্তারা।
পলটি রচব কেলি পিয় সঙ্গ হিল মেলি
দম্পতি উচিত বিহারা ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

বিহাগরা কেদার ছন্দ।

১। কতএ—কোথায়। উগল—উদিত হইল।

২। সুতথু—শয়ন করিতেছিল, নিদ্রিত।

১-২। কোথায় অরুণ উদয়াচলে উদিত হইল, কোথায় চন্দ্র পশ্চিমে গেল, কোথায় ভ্রমর কোলাহল করিয়া সুখনিদ্রিত কমলকে জাগরিত করিল।

৩। কাঁহা—কোথায়।

৪। চির সময়—দীর্ঘকাল। পাহুন—অতিথি। আধেউ—অৰ্দ্ধও।

৩-৪। কামিনি (রাধা), যামিনী কোথায় গেল? দীর্ঘকাল পরে আগত হরি অতিথি হইল, অৰ্দ্ধ কেলিও হইল না।

৫। পঙ্ক্ক—পদ্মের। পাত—পত্র। অতাপে—আতপে। পওলে—পাইল।

৫-৬। পদ্ম পত্র (সূর্য্যের) উত্তাপ পাইল না (রৌদ্রে মলিন হইল না)। (মাধবের) দেহ মলিন হইল না, কৃপণের সঞ্চিত ধনের (ন্যায়) কজ্জল (ও) সিন্দুর রেখা অখণ্ডিত রহিল।

৭। ছড়লে—ছাড়িল। গাঁথলে—গাঁথিল, গ্রথিত হইল।

৮। আনহু—অপরে। অচেতনি—অচতুরা, মূঢ়া। কী—কিম্বা। নাহ—নাথ। গমারা—মূর্খ।

৭-৮। অরুণের জ্যোতি অধরকে ত্যাগ করে নাই (অধর ম্লান হয় নাই), হার পাল্‌টাইয়া গাঁথা হয় নাই (মিলনের কালে হার ছিন্ন হইলে আবার গাঁথা হইত); সখি, অপর লোকে বলিবে (হয়) তুই মূঢ়া কিম্বা তোর নাথ মূর্খ।

৯। পরসন—প্রসন্ন।

১০। হিল মেলি—মিলিয়া।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে মন প্রসন্ন নাই, হৃদয়ে চিন্তা বিস্তারিত রহিয়াছে; পালটিয়া (পুনর্ব্বার) প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া কেলি রচনা করিবে (তখন) দম্পতীর উচিত বিহার হইবে।

৩৭৪

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহু ঐসন তোহর সিনেহ ॥ ২।
কাহে কহলি তুহু সঙ্কেতবাত।
যামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ ৪।
কপট নেহ করি রাহিক পাস।
আন রমণি সঞে করহ বিলাস ॥ ৬।
কে কহ রসিক শেখর বরকান।
তুহু সম মূরুখ জগত নহি আন ॥ ৮।
মানিক তেজি কাচে অভিলাস।
সুধাসিন্ধু তেজি খারে পিয়াস ॥ ১০।
খীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয় ছিয় তোহর রভসময় ভাস ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান।
রাহি ন হেরব তোহর বয়ান ॥ ১৪।

৩-৪। তুই সঙ্কেত কথা কহিলি কেন, অর্থাৎ রাধাকে মিলন সঙ্কেত করিয়া অপরের সহিত (অপর রমণীর সহিত) যামিনী যাপন করিলি।

১২। রভসময় ভাস—কৌতুক কথা।

১৩। বিদ্যাপতি কবি চম্পতি—বিদ্যাপতি সুকবি চম্পই, এরূপ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে।

৩৭৫

(দূতীর উক্তি)

মাধব নিপট কঠিন তনু তোর।
হাথ হাথ হম বাত শিখাওল
বাত ন রাখলি মোর ॥ ২।
সে বর নাগরি সহজহি সুন্দরি
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলাওল
কাহে উপেখলি রামা ॥ ৪।
তুহু অতি লম্পট কয়লহ বিপরিত
প্রেমক রীত ন জানি।
হাথক লছমী চরণ পর ডারসি
কইসে মিলায়ব আনি ॥ ৬।
বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনি গমাওল জাগি।
তোহর বচনে হম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি ॥ ৮।
মোহন মানস বুঝি দূতি আওল
মিলল রাহিক পাস।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

২। হাতে হাতে আমি কথা শিখাইলাম (এক কথা বার বার শিখাইলাম) আমার কথা রাখিলি না।

৫। প্রেমক রীত ন জানি—প্রেমের রীতি না জানিয়া।

৬। ডারসি—ফেলিস্।

৭। দিবা ভাগে জাগিয়া অগ্নি তুল্য (মান) উৎপন্ন হইল, রাত্রি জাগিয়া কাটাইল।

৮। এক বেরি—এক বার। ভাগি—ভাগ্য।

১০। ভূপতি নাথ (শিবসিংহ) দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক (অনুভব করিল), অন্তরে হাস্য উৎপন্ন হইল।

ভূপতি নাথ অথবা ভূপতি সিংহ ভণিতাযুক্ত পদ বিদ্যাপতির রচনা। মিথিলায়ও পাওয়া গিয়াছে।

৩৭৬

(দূতীর উক্তি)

আরতি আপু পবার ন চিহ্নহ
ধরহ কত কুবানি।
অপনি রমনি রাগে সন্তাবহ
পরক পেয়সি আনি ॥ ২।
কহ্না তোঁএ বড় লোক নিসঙ্ক।
হসি হসি সেহে করম করসি
জেঁ হো কুল কলঙ্ক ॥ ৪।
জাহি জাহি তোহি গুরু নিবারএ
তাহি তোরা নিরবন্ধ।
আঁখি দেখি জে কাজ ন করএ
তাহি পারে কে অন্ধ ॥ ৬।
তথুহু চীর সমাগম মাগহ
এত বড় তোর লোভ।
পরক ভূষনে পরক বৈভবে
কত খন দহু সোভ ॥ ৮।
দূতিক বচনে কাহ্ন লজাএল
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
জে ভেল সে ভেল জেহি তেহি গেল
আবে করু অবধানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। আপু—আপনি। পবার—প্রবাল, রত্ন।

২। সন্তাবহ—সন্তপ্ত কর।

১-২। আরতি (অত্যন্ত অধিক অনুরাগে) আপনি রত্ন চিনিতে পার না, কত কুকথা কর (বল) পরের প্রেয়সীকে আনিয়া আপনার রমণীকে রাগান্বিত করিয়া সন্তপ্ত কর।

৪। জেঁ—যাহাতে।

৩-৪। কানাই, তুই বড় লোকভয়শূন্য, হাসিয়া হাসিয়া সেই কায করিস্ যাহাতে কুলকলঙ্ক হয়।

৫। জাহি—যাহা। নিরবন্ধ—নির্ব্বন্ধ, অতিশয় যত্ন, জিদ্।

৬। কে—কোন।

৫-৬। যাহা যাহা তোর গুরুগণ নিবারণ করে তাহাতেই তোর জেদ্ (তুই সেই সকল কর্ম্ম করিতে চাহিস্), চক্ষে দেখিয়া যে কাজ করা যায় না, কোন অন্ধ তাহা পারে ?

৭। তথুহু—সেখানে। চীর—চির, দীর্ঘকাল।

৭-৮। সেখানে দীর্ঘ সমাগম চাহিস্, এত বড় তোর লোভ, পরের ভূষণে পরের বৈভবে কতক্ষণ শোভা হইবে ?

৯-১০। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, দূতীর বচনে কানাই লজ্জা পাইল। যাহা হইল তাহা হইল যাহা (হইয়া গেল তাহা গেল), এখন মনোযোগ কর (আপনার রমণীর প্রতি মনোযোগী হও)।

৩৭৭

(দুতির উক্তি)

মাধব ই নহি উচিত বিচারে।
জনিক এহন ধনি কামকলা সনি

সে কিয় করু ব্যভিচারে ॥ ২ ।
প্রানহু তাহি অধিক কএ মানব
হৃদয়ক হার সমানে ।
কোন পরিজুগুতি আনকে তাকব
কী থিক হুনক গেয়ানে ॥ ৪ ।
কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে ।
নিজ ধন অছইত নহি উপভোগব
কেবল পরহিক আসে ॥ ৬ ।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু মধুরাপতি
ই থিক অনুচিত কাজে ।
মাগি লায়ব বিত সে যদি হো নিত
অপন করব কোন কাজে ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। ই—এ, এই।

২। জনিক—যাহার। সনি—সদৃশ। কিয়—কি।

১-২। মাধব, ইহা উচিত বিচার নহে। কাম-কলাতুল্য যাহার এমন রমণী সে কি ব্যভিচার করে?

৩। প্রানহু—প্রাণের অপেক্ষা। তাহি—তাহাকে। কএ—করিয়া।

৪। পরিজুগুতি—প্রযুক্তি। আনকে—অপরের দিকে, অপরকে। থিক—হয়। হুনক—উহার। গেয়ানে—বুদ্ধিতে, মনে।

৩-৪। প্রাণের অপেক্ষা তাহাকে অধিক করিয়া, হৃদয়ের হার সম তাহাকে মানিবে; কোন রূপে অপ-রের দিকে চাহিবে (চাহিলে) উহার মনে কি হইবে?

৫। কৃপিন—কৃপণ, পরধনলোভী। নিক—নেক, ভাল।

৬। অছইত—আছিতে, থাকিতে। উপভোগব—উপভোগ করিবে। পরহিক—পরেরই, (পর-ধনের)।

৫-৬। কৃপণ পুরুষকে কেহ ভাল বলে না, জগৎ ভরিয়া (সকল লোকে) উপহাস করে। নিজ ধন থাকিতে উপভোগ করিবে না কেবল পর (ধনের) আশায় (লোভে)। (পরধনে লুব্ধ হইয়া আপনার ধন উপভোগ করিবে না) ?

৭। মধুরাপতি—মথুরাপতি।

৮। বিত—বিত্ত, ধন। নিত—নিত্য।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, মথুরাপতি শুন, ইহা অনুচিত কাজ। ভিক্ষালব্ধ বিত্ত সে যদি নিত্য হয় (প্রতিদিন যদি ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে হয়) (তাহা হইলে) আপনার (বিত্ত) কি কাজ করিবে (কোন কাজে লাগিবে) ?

৩৭৮

(মাধবের উক্তি)

মদন কুঞ্জ পর বৈসল নাগর
বৃন্দা সখি মুখ চাহি ।
যোড়ি যুগল কর বিনতি করত কত
তোরিত মিলায়ব রাহি ॥ ২ ।
হম পর রোখি বিমুখ ভই সুন্দরি
যবহু চললি নিজ গেহা ।
মদন হুতাশনে মঝু মন জারল
জীবনে ন বান্ধই থেহা ॥ ৪ ।
তুহু অতি চতুর শিরোমণি নাগরি
তোহে শিখাওব বানি ।
তুহু বিনু হমর মরম নহি জানত
কইসে মিলায়ব আনি ॥ ৬ ।
চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপু সম
বৃন্দাবন বন ভেল ।
ময়ুর কোকিল কত ঝঙ্কার দেত
মঝু মনে মনমথ শেল ॥ ৮ ।

ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পকড়ি গড়ি যাব।
হা হা সে ধনি হমে ন হেরব
সিংহ ভূপতি রস গাব ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। বৈসল—বসিল। বৃন্দা সখী মুখ চাহি—বৃন্দাসখীর মুখ চাহিয়া।

২। দুই হাত জুড়িয়া কত মিনতি করিতে লাগিল, (কহিল) শীঘ্র রাইয়ের নিকট গমন কর।

৩। হম পর—আমার উপর। রোখি—রোষি, রাগ করিয়া। ভই—হইয়া। গেহা—গৃহ।

৪। জারল—দগ্ধ করিল। জীবনে ন বান্ধই থেহা—জীবনে স্থৈর্য্য বাঁধে না, প্রাণ স্থির হয় না।

৫। তোহে শিখাওব বানি—তোকে কি কথা শিখাইব?

৬। মরম—মর্ম্ম কথা। কইসে মিলায়ব আনি—কেমন করিয়া আনিয়া মিলন করাইবে (সেই উপায় কর)।

৭। চন্দন, চন্দ্র ও পবন রিপুতুল্য হইল, বৃন্দাবন অরণ্য হইল।

৯-১০। (মাধব) ছল ছল (অশ্রু) পূর্ণ লোচনে ও বদনে রোদন করিতে লাগিল, (বৃন্দার) চরণ ধরিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল, (কহিতে লাগিল) হায় হায়, সে ধনী আর আমাকে দেখিবে না (আমার দিকে চাহিবে না); সিংহ ভূপতি (এই) রস গাহিতেছে।

সিংহ ভূপতি ভণিতাযুক্ত সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত। সিংহ ভূপতি—শিবসিংহ।

৩৭৯

(দূতীর উক্তি)

বিরহ বেয়াকুল বকুল তরুতলে
পেখল নন্দকুমার রে।
নীল নীরজ নয়ন সঞো সখি
ঢরই নীর অপার রে ॥ ২।
পেখি মলয়জ পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘনসার রে।
নিজ পানি পল্লব মুদি লোচন
ধরনি পড়ু অসম্ভার রে ॥ ৪।
বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর রে।
জনি প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দূন শরীর রে ॥ ৬।
অধিক বেপথু টুটি পড়ু খিতি
মস্থণ মুকুতা মাল রে।
অনিল তরল তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল রে ॥ ৮।
মান মণি তেজি সুদতি চলু যঁহি
রায় রসিক সুজান রে।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে ॥ ১০।

গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দ।

দণ্ডক ছন্দ।

৩। তামরস—পদ্ম। ঘনসার—কর্পূর।

৪। অসম্ভার—অবশ, সামলাইতে না পারিয়া।

৩-৪। চন্দনপঙ্ক, মৃগমদ, পদ্ম, কর্পূর (রাধার অঙ্গভূষণসমূহ) দেখিয়া, করপল্লবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধরণীতে অবশ হইয়া পতিত হয়।

৬। দূন—দ্বিগুণ।

৭। বেপথু—কাঁপিতেছে। (মাধব) অত্যন্ত কাঁপিতেছে (তাহাতে) মস্থণ মুক্তামালা ছিঁড়িয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে।

৮। অনিল তরল—পবনে আন্দোলিত। সুমনস—পুষ্প। তমাল তরুবর যেন পবনে আন্দোলিত হইয়া পুষ্প মোচন করিতেছে।

৯। সুদতি—সুন্দরী (জয়দেবে এই শব্দ অনেক স্থানে পাওয়া যায়); যহি—যেখানে। রায়—রাজা। সুজান—সুপুরুষ। যাঁহা রসিক রায় রসাল—পদকল্পতরুর পাঠ। সুন্দরি, মান মণি ত্যাগ করিয়া চল যেখানে রসিক রাজ সুপুরুষ (মান ত্যাগ করিয়া মাধবের নিকট চল)।

১০। সুকবিকণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছে।

৩৮০

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন গুনমতি রাই।
তো বিনু আকুল কহ্নাই ॥ ২।
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখ লেখি ॥ ৪।
তেজ ধনি অসময় মান।
কাহ্নুক তুহু সে নিদান ॥ ৬।
তুয় মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয় অবধি ন পাই ॥ ৮।
যে জগ জীবন জান।
তকর জলত পরান ॥ ১০।
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥ ১২।

পদকল্পতরু।

৭। অবগাই—অবগাঢ়, অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া।
৮। অবিশ্রান্ত (অসীম) বিলাপ করিতেছে।
১০। তকর—তাহার।
১২। তোর সেই পুরুষবধ লাগে।

৩৮১

(দূতীর উক্তি)

তোহর বিরহ বেদন বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খণে অচেতন খণে সচেতন
খণে নাম ধরু তোর ॥ ২।
রামা হে তো বড় কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ ন বুঝি তেজলি
জগত দুলহ নেহ ॥ ৪।
তোহর কহিনী কহইতে জাগয়
শুতই দেখয় তোয়।
এ ঘর বাহির ধৈরজ নহি ধর
প'থ নিরখি রোয় ॥ ৬।
কত পরবোধি ন মানে রহসি
ন কর ভোজন পান।
কাঠ মূরতি ঐসন অছয়
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ৮।

১। বাউর—বাতুল।
২। ধরু—ধরে, করে।
৩। হে সুন্দরি, তোর দেহ (হৃদয়) বড় কঠিন।
৪। অপগুণ—দোষ। জগত দুলহ নেহ—জগৎ দুর্লভ প্রেম।
৫। জাগরণে তোর কথা (কাহিনী) কয়, নিদ্রায় (স্বপ্নে) তোকে দেখে।
৬। পথ নিরখই রোয়—কাঁদিয়া (তোর) পথ দেখে।
৭। রহসি—গোপনে, একান্তে। একান্তে কত প্রবোধ দিই, মানে না। ভোজন পান করে না।
৮। কাষ্ঠমূর্ত্তির ন্যায় (নিস্পন্দ হইয়া) রহিয়াছে।

সখিহে সীদতি তব বিরহে বনমালী।

* * *

লুঠতি ধরণী শয়নে বহু বিলপতি তব নাম।

গীতগোবিন্দ।

৩৮২

(দূতীর উক্তি)

নয়নক নীর নিঝর ঝরয়
চান্দ নিরখয় তাব।
তোহর বদন সুমরি তৈখন
মুরছি পড়ি যাব ॥ ২।
রামা হে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ বিরহ দুঃসহ দারুন
ই বেরি রাখ পরান ॥ ৪।
কুসুম লতা ধরি আলিঙ্গয়
তুয় কলেবর ভানে।
পরসে বিরস ভই গেল মাধব
মুরছি মদন বানে ॥ ৬।
সিরিস কুসুম সেজ বিছাবএ
কামসরে অগেয়ান।
গরল অধিক চন্দন লেপন
তেজইতে চাহ পরান ॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। নিঝর—অজস্র। তাব—সন্তাপিত করে।

২। সুমরি—স্মরণ করিয়া। তৈখন—তখন: যাব—যায়।

৪। বিরহ পুরুষের (পক্ষে) দুঃসহ, দারুণ, এবার প্রাণ রক্ষা কর।

৫। ভানে—জানে।

৬। মদন বাণের স্পর্শে মূর্চ্ছিত হইয়া মাধব বিরস হইয়া গেল।

৭। বিছাবএ—বিছায়।

৩৮৩

(দূতীর উক্তি)

ছোড়ল অভরণ মুরলী বিলাস।
পদতলে লুঠয় সে পীতবাস ॥ ২।
যাক দরশ বিনু ঝরয় নয়ান।
অব নহি হেরসি তকর বয়ান ॥ ৪।
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয় চরণে রসিক বরকান ॥ ৬।
ভাগে মিলয় ইহ সাম রসবন্ত।
ভাগে মিলয় ইহ সময় বসন্ত ॥ ৮
ভাগে মিলয় ইহ প্রেমসজ্ঞাতি।
ভাগে মিলয় ইহ সুখময় রাতি ॥ ১০।
আজু যদি মানিনি তেজবি কন্ত।
জনম গমাওবি রোই একন্ত ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি ন হোয় উচীত ॥ ১৪।

১। অভরণ—আভরণ। মুরলী বিলাস—মুরলী আলাপ, বংশীবাদন।

৪। হেরসি—দেখিস্। তাক—তাহার।

৭। শ্যাম রসবন্ত—রসিক শ্যাম।

৯। প্রেম সজ্ঞাতি—প্রেমের সঙ্গী, সাঙ্গাতি।

১২। (তাহা হইলে) একান্তই কাঁদিয়া জীবন কাটাইতে হইবে।

১৪। প্রার্থীকে ত্যাগ করা উচিত নয়।

৩৮৪

(দূতীর উক্তি)

উমগল জগ ভম কাহু ন কুসুম রম
পরিমল কর পরিহার।
জকরি জতএ রীতি তে বিনু নহী থিতি
নেহ ন বিষম বিচার ॥ ২।
মালতি তোহি বিনু ভমর সদন্দ।
বহুত কুসুম বন সবহী বিরত মন
কতহু ন পিব মকরন্দ ॥ ৪।

বিমল কমল মধু সুধা সরিস বিধু
নেহ ন মধুপ বিচার।
হৃদয় সরিস জন ন দেখিয় জতি খন
ততি খন সগর অন্ধার ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। উমগল—দ্রুত, ধাবিত হইয়া। রম—উপভোগ।

২। জকরি—যাহার। থিতি—স্থিতি। বিষম—সঙ্কট।

১-২। ধাবিত হইয়া জগৎ ভ্রমণ করে, কোন কুসুম উপভোগ করে না, পরিমল পরিত্যাগ করে। যাহার যেখানে রীতি, তাহা বিনা স্থিতি হয় না, স্নেহ সঙ্কট বিচার করে না।

৩। সদন্দ—সদ্বন্দ্ব, কাতর।

৩-৪। মালতি, তোর অভাবে ভ্রমর কাতর, বনে অনেক কুসুম, সকলের প্রতি মন বিরক্ত, কোথাও মকরন্দ পান করে না।

৫। সরিস—সদৃশ।

৫-৬। চন্দ্রের সুধা সদৃশ বিমল কমল মধু (তোর) স্নেহে ভ্রমর বিচার করে না, হৃদয়ের সদৃশ জন যতক্ষণ না দেখে ততক্ষণ সকল অন্ধকার।

৩৮৫

(দূতীর উক্তি)

রামা হে কী আব বোলসি আন।
তোহর চরণে শরণ সে হরি
অবহুঁ ন মিটে মান ॥ ২।
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কয়ল গোকুল পার।
বিরহে সে খীণ কয়ক কঙ্কন
মানয় গরুয় ভার ॥ ৪।
কালি দমন করল যে জন
চরণ যুগল বরে।
অব সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল
হৃদয়ে ন ধর হারে ॥ ৬।
সহজে চাতক ন ছাড়য় বরত
ন বইসে নদি তীরে।
নব জলধর বরিখণ বিনু ন পিয়ে
তাহেরি নীরে ॥ ৮।
যদি দৈব বশে অধিক পিয়াস
পিবয় হেরয় থোর।
তবহুঁ তোহর নাম সুমরি
গলয় শতগুণ লোর ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

১। আব—এখন।

৫। কালি—কালীয়।

৫-৬। শ্রেষ্ঠ চরণ যুগলে যে কালীয় দমন করিল এখন সে ভুজঙ্গ ভ্রমে ভুলিয়া হৃদয়ে হার ধারণ করে না।

৭। বরত—ব্রত।

৮। বরিখন—বরিষণ। তাহেরি—তাহার। নব জলধর বর্ষণ বিনা তাহার (নদীর) জল পান করে না।

৯। পিবয় হেরয় থোর—অল্প পান করিয়া (আবার মেঘ) দেখে।

১০। তখনও তোর নাম স্মরণ করিয়া শত গুণ অশ্রু প্রবাহিত হয়।

৩৮৬

(সখীর উক্তি)

জাবে সরস পিয়া বোলএ হসী।
তাবে সে বালভু তোএে পেঅসী ॥ ২।

জএো পএ বোলএ বোল নিঠুর।
তএো পুনু সকল পেম জা দূর ॥ ৪ ।
এ সখি অপুরুব রীতি।
কঁহাহু ন দেখিঅ অইসনি পিরীতি ॥ ৬ ।
জে পিআ মানএ দোসরি পরান ।
তকরাহু বচন অইসন অভিমান ॥ ৮ ।
তৈসন সিনেহ জে থির উপতাপ ।
কে নহি বস হো মধুর অলাপ ॥ ১০ ।
হঠে পরিহর নিঅ দোসহি জানি ।
হসি ন বোলহ মধুরিম দুই বানি ॥ ১২ ।
সুরত নিঠুর মিলি ভজসি ন নাহ ।
কা লাগি বঢ়াবসি পিসুন উছাহ ॥ ১৪ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। যাবৎ প্রিয়তম হাসিয়া সরস কথা বলে তাবৎ সে বল্লভ তুই প্রেয়সি।

৩-৪। যদি নিঠুর কথা বলে তাহা হইলে সকল প্রেম দূরে যায়।

৫-৬। হে সখি, অপূর্ব্ব রীতি, কোথাও এমন পিরীতি দেখি নাই।

৭-৮। যে প্রিয়তম (তোকে) দ্বিতীয় প্রাণ (করিয়া) মানে তাহার কথায় এত অভিমান!

৯। উপতাপ—পীড়া, সন্তাপ।

৯-১০। তেমন স্নেহ যাহাতে সন্তাপ স্থির (নিবৃত্ত) হয়, কে (তাহার) মধুর আলাপে বশ হয় না?

১১-১২। নিজের দোষ জানিয়াও বলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছ। হাসিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বল না কেন?

১৩। সুরত—অত্যন্ত অনুরক্ত।

১৪। বঢ়াবসি—বাড়াস্। উছাহ—উৎসাহ।

১৩-১৪। নিঠুরে, অত্যন্ত অনুরক্ত নাথের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিস্ না কেন? পিশুনের উৎসাহ কেন বাড়াস্?

৩৮৭

(দূতীর উক্তি)

গগন মডল উগ কলানিধি
কতে নেবারবি দীঠি।
জখনে জে রহ তেঁহি গমাইঅ
জে বহত দীঅ পীঠি ॥ ২ ।
সাজনি বড় বধু উপকার।
জাহেরি বচনে পরহিত হো
তাহেরি জিবন সার ॥ ৪ ।
সাধু জন কাঁ পরহিত লাগি
ন গুন ধন পরাণ।
রাহু পিয়াসল চান্দ গরাসএ
ন হো খীন মলান ॥ ৬ ।
ন থির জিবন ন থির জউবন
ন থির এতে সঁসার।
গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার ॥ ৮ ।
কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী
কতএ লঙ্কাপুর বাস।
কতে হনূমতে সাঅর লাঁঘল
কিছু ন গুনু তরাস ॥ ১০ ।
জখনে জকর বাঙ্ক বিধাতা
সব কলা অনুমান।
অধিক আপদ ধৈরজ করব
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। মডল—মণ্ডল। উগ—উদয় হয়। নেবা-রবি—নিবারিবে। দীঠি—দৃষ্টি।

২। জখনে—যখন। জে—যেমন। রহ—থাকিবে। তেঁহি—তেমনি। গমাইঅ—কাটাইবে।

জে—যেমন, যে দিক হইতে। বহত—বহিবে। পীঠি—পৃষ্ঠ।

১-২। গগন মণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে কত দৃষ্টি নিবারণ করিবে? যখন যেমন থাকিবে সেইরূপ কাটাইবে, যে দিকে (বায়ু) বহিবে সেই দিকে পৃষ্ঠ দিবে। (মিথিলায় চলিত কথায় বলে যে দিকে বাতাস বহিবে সেই দিকে পিঠ দিবে, অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় পড়িবে তখন সেইরূপ কাটাইবে)।

৩। বথ্—বস্তু।

৪। জাহেরি—যাহার। তাহেরি—তাহার।

৩-৪। সজ্জন, উপকার বড় (সামগ্রী), যাহার বচনে পরের হিত হয়, তাহার জীবন সার (সার্থক)।

৫। গুন—গণনা করে।

৬। পিয়াসল—পিপাসিত।

৫-৬। সাধুজন পরের হিতের জন্য ধন প্রাণ গণনা করে না, পিপাসিত রাহু চন্দ্র গ্রাস করে (কিন্তু চন্দ্র) ক্ষীণ (অথবা) ম্লান হয় না।

৮। গেল—গত, অতীত। কিরিতি—কীর্ত্তি। অমর সার—অমরত্বের সার।

৭-৮। জীবন স্থির নয়, যৌবন স্থির নয়, এই সংসার স্থির নয়। অতীত অবসর আর পাওয়া যায় না, কীর্ত্তি অমরত্বের সার।

৯। কতএ—কোথায়।

১০। হনূমতে—হনুমান। সাঅর—সাগর। লাঁঘল—লঙ্ঘিল।

৯-১০। কোথায় রাঘব রাজার ঘরণী (সীতা), কোথায় লঙ্কাপুরে বাস; কোথায় হনূমান সাগর লঙ্ঘন করিল, কিছু ত্রাস গণনা করিল না (আশঙ্কাকে গ্রাহ্য করিল না)।

১১। জখনে—যখন। জকর—যাহার। বাঁক—বাঁকা, বাম। কলা—লীলা।

১১-১২। যখন যাহার (পক্ষে) বিধাতা বাম হয়, সকল (তাঁহার) লীলা বিবেচনা করিবে। কবি বিদ্যাপতি কহে, অধিক আপদে ধৈর্য্য করিবে।

৩৮৮

(সখীর উক্তি)

চাঁদ সুধাসম বচন বিলাস।
ভল জন ততহি জাএত বিসবাস ॥ ২।
মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।
পিবইতে নীম বাঁক মুহ হোয় ॥ ৪।
এ সখি সুমুখি বচন সুন সার।
সে কি হোইতি ভলি জে মুহ খার ॥ ৬।
জে জত জৈসন হৃদয় ধর গোএ।
তকর তৈসন তত গৌরব হোএ ॥ ৮।
গৌরব এ সখি ধৈরজ সাধ।
পহু নহি ধরএ সতও অপরাধ ॥ ১০।
জোঁ অছ হৃদয়া মিলত সমাজ।
অবসও রহব আঁউধি ভই লাজ ॥ ১২।
কাচ ঘটা অনুগত জন জেম।
নাগর লখত হৃদয় গত পেম ॥ ১৪।
মধুর বচন হে সবহু তহ সার।
বিদ্যাপতি ভন কবিকণ্ঠহার। ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। চাঁদের সুধাসম বচন বিকাশ, ভাল লোক তাহাতেই বিশ্বাস করে।

৩-৪। ভাল মন্দ সকলে বলে, নিম পান করিলে মুখ বাঁকা হয় (তিক্ত সামগ্রী আস্বাদ করিলে মুখ বিকৃত হয়)।

৬। মুহ খার—দুর্ম্মুখ রমণী, কলহকারিণী।

৫-৬। হে সখি সুন্দরি, সার কথা শুন, যে নারী কলহকারিণী সে কি ভাল হয়?

৭-৮। যে যেমন (যত) হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখে, তাহার তেমন গৌরব হয়।

৯-১০। হে সখি, ধৈর্য্য সাধনা করিলে গৌরব হয়, প্রভুর শত অপরাধ ধরিতে নাই।

১২। আঁউধি—উপুড় হইয়া, উল্টাইয়া।

১১-১২। যদি হৃদয়ে মিলনের ইচ্ছা থাকে, (তাহা হইলে) অবশ্য লজ্জা উল্টাইয়া রহিবে (লজ্জা প্রকাশ হইবে না)।

১৩। জেম—ভোজন।

১৩-১৪। অনুগত ব্যক্তি কাচ ঘটীতে ভোজন করে, নাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে (অনুগত ব্যক্তিকে যেমন কাচ ঘটীতে জলপান করাইলে সে বিরক্ত হয় না সেইরূপ প্রেম প্রকাশ না করিলেও নাগর হৃদয়গত প্রেম লক্ষ্য করে)।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার কহিতেছে মধুর বচন সকলের অপেক্ষা সার (শ্রেষ্ঠ)।

৩৮৯

(সখীর উক্তি)

দুরজন দুরনএ পরিনতি মন্দ।
তা লাগি অবস করিঅ নহি দন্দ ॥ ২ ।
হঠে জএো করবহ সিনেহক ওল।
ফূটল ফটিক বলঅ কে জোল ॥ ৪ ।
সাজনি অপনেঁ মন অবধার।
নখ ছেদন কে লাব কুঠার ॥ ৬ ।
জতনে রতন পএ রাখব গোএ।
তেঁ পরি জেঁ পরবস নহি হোএ ॥ ৮ ।
পরগট করব ন সুপহুক দোস।
রাখব অনুনঅ অপন ভরোস ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি পরিহর ধন্ধ।
অনুখন নহি রহ সুপহু অনুবন্ধ ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। দুরনএ—দুর্নয়, দুর্নীতি। পরিনতি—পরিণাম।

১-২। দুর্জ্জনের দুর্নীতি মন্দ পরিণাম, সে জন্য অবশ্য বিবাদ করিও না।

৩। করবহ—করিবে। ওল—সীমা, শেষ।

৪। ফূটল—ভাঙ্গা। বলঅ—বলয়। জোল—জোড়া দেয়।

৩-৪। বলপূর্ব্বক যদি স্নেহের শেষ কর (স্নেহ নষ্ট কর), স্ফটিকের ভগ্ন বলয় কে জোড়া দিবে?

৬। লাব—আনে।

৫-৬। সজনি, আপনার মনে অবধারণ কর, নখ ছেদন করিবার তরে কে কুঠার আনে?

৮। তেঁ পরি—সেই রূপে।

৭-৮। যত্নপূর্ব্বক রত্ন সেইরূপে গোপনে রাখিবে যাহাতে পরবশ (পরের হস্তগত) না হয়।

৯। পরগট—প্রকট।

৯-১০। সুপ্রভুর দোষ প্রকাশ করিবে না, নিজের ভরসায় অনুনয় রক্ষা করিবে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সংশয় ত্যাগ কর, অনুক্ষণ সুপ্রভুর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহে না।

৩৯০

(রাধার উক্তি)

অতি নাগর বোলি সিনেহ বঢ়াওল
অবসর বুঝলি বড়াই।
তেলি বড়দ থান ভল দেখিঅ
পালঁব নহি উজিআই ॥ ২ ।
দূতী বুঝল তোহর বেবহার।
নগর সগর ভমি জোহল নাগর
ভেটল নিছছ গমার ॥ ৪ ।
গুঞ্জ আনি মুকুতা তোহে গাঁথল
কএলহ মন্দি পরিপাটী।
কঞ্চন চাহি অধিক কএ কএলহ
কাচহু তহ ভেল ঘাটী ॥ ৬ ।
সব গুন আগর সব তহু সূনল
তেঁ হমে লাওল নেহে।

ফল কারনে তরু অবলম্বল
ছাহরি ভেল সন্দেহে ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথি।

১। অতি—উত্তম। অবসর—উপযুক্ত সময়। বড়াই—মহত্ত্ব।

২। বড়দ—বলদ। থান—গোয়াল ঘর। পালঁব—পালঙ্ক। উজিয়াই—শোভা পায়।

১-২। উত্তম নাগর বলিয়া স্নেহ বাড়াইলাম, উপযুক্ত সময়ে (তাহার) মহত্ত্ব বুঝিলাম। কলুর বলদের (পক্ষে) গোয়াল ঘর ভাল দেখায়, পালঙ্ক শোভা পায় না।

৪। সগর—সমস্ত। জোহল—খুঁজিলি। ভেটল—মিলিল, পাইলি। নিচছ—নিচক, সম্পূর্ণ। গমার—গ্রামবাসী মূর্খ।

৩-৪। দূতি, তোর ব্যবহার বুঝিলাম, সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া নাগর খুঁজিলি, একেবারে মূর্খ পাইলি।

৫। কএলহ—করিলি। মন্দি—মন্দ, কুৎসিত। পরিপাটী—অনুক্রম, শৃঙ্খলা।

৬। চাহি—চাহিয়া, অপেক্ষা। কয়—করিয়া। তহ—হইতে। ঘাটী—নিকৃষ্ট, স্বল্পমূল্য।

৫-৬। গুঞ্জা আনিয়া তুই মুক্তার সঙ্গে গাঁথিলি, মন্দ অনুক্রম করিলি। কাঞ্চনের অপেক্ষা অধিক করিয়া বলিলি, কাচেরও অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইল।

৭। সব তহ—সকলের হইতে, সকলের নিকট। লাওল—ঘটাইলাম।

৮। অবলম্বল—অবলম্বন করিলাম। ছাহরি—ছায়া।

৭-৮। সকলের নিকট শুনিলাম সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটনা করিলাম, ফলের জন্য তরু অবলম্বন করিলাম, ছায়ারও সন্দেহ হইল।

৩৯১

(রাধার উক্তি)

হৃদয় কুসুম সম মধুরিম বানী।
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুষ জানী ॥ ২।
অবে ককে জতন করহ ইথি লাগী।
কএোন মুগুধি আলিঙ্গতি আগী ॥ ৪।
চল চল দূতী কা বোলব লাজে।
পুনু পুনু জনু আবহ অইসন কাজে ॥ ৬।
নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ।
অবলা মারন জান উপাঈ ॥ ৮।
দিঢ় আসা দএ মন বিঘটাবে।
গেলে অচিরহি লাঘব পাবে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
নাগর লাঘব ন করিঅ জানী ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। হৃদয় কুসুম তুল্য, বাণী মধুর, তোমার নিকটে সুপুরুষ জানিয়া আসিয়াছিলাম।

৩-৪। এখন কেন ইহার (পুনর্মিলনের) জন্য যত্ন করিতেছ? কোন মুগ্ধা অগ্নিকে আলিঙ্গন করিবে?

৫-৬। যাও যাও দূতি, লজ্জায় কি বলিব, বার বার যেন এমন কাজে আসিও না।

৭-৮। নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারিবার উপায় জানে।

৯। দিঢ়—দৃঢ়। বিঘটাবে—ব্যাঘাত জন্মায়, বিপরীত রূপ করিয়া দেয়।

৯-১০। দৃঢ় আশা দিয়া মন বিপরীত রূপ করিয়া দেয়, গেলে শীঘ্রই লাঘব পাইতে হয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন চতুরে, নাগর জানিয়া লাঘব করে না।

৩৯২

(সখীর প্রতি রাধার উক্তি)

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে।
হম নহি নায়রি ভয়া মাধব লাগে ॥ ২।
যকর মরমে বৈসয় বরনারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি ॥ ৪।
পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল।
রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল ॥ ৬।
আন ভাবইতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল ॥ ৮।
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব ॥ ১০।
হম জএো জানিতএো কানুক রীত।
তব কিয় তা সএো বাঁধয় চীত ॥ ১২।
হরিণী জানয় ভল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনইত করু সাধ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পানি পিয়ে কিয় জাতি বিচারি ॥ ১৬।

১। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। মঝু আগে—আমার সাক্ষাতে।

২। ভয়া—ভই, হই। মাধব লাগে—মাধবের জন্য।

১-২। আমার সাক্ষাতে হরির প্রসঙ্গ করিও না (তাহার কথা আমাকে বলিও না); আমি মাধবের তরে নাগরী হই নাই।

৩-৪। যাহার মর্ম্মে শ্রেষ্ঠনারী বসে (বাস করে) তাহার সহিত কি দুই চারি দিবসের প্রীতি? (যদি মাধব আমাকে শ্রেষ্ঠনারী জানিয়া আমার প্রতি তাহার হৃদয়ে সেরূপ অনুরাগ হইত তাহা হইলে কি দুই চারি দিনে আমাকে ভুলিতে পারিত)?

৫। বোল—কথা।

৬। ভোল—ভোর, ভুল।

৫-৬। প্রথমে এ সকল কথা বুঝি নাই, রূপ দেখিয়া ভুলে পড়িয়া গেলাম (ভুলিয়া গেলাম)।

৭-৮। অন্য ভাবিতে বিধি অন্য ফল দিল (ভাবিলাম এক, বিধাতা ফল দিল আর); হার ভ্রমে ভুজঙ্গ হইল (হার মনে করিয়া মাধবকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ভুজঙ্গ হইয়া আমার বক্ষে দংশন করিল)।

৯-১০। হে সখি, হে সখি, যদি প্রাণ থাকে (যদি এত যন্ত্রণা পাইয়াও জীবন না যায়) (তাহা হইলে) হরির দিকে চাহিয়া জল (পর্য্যন্ত) পান করিব না।

১১-১২। কানাইয়ের রীতি (স্বভাব) যদি আমি জানিতাম তবে কি তাহার সহিত চিত্ত বাঁধিতাম (তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতাম)?

১৩। বিবাধ—বন্ধন, নিগ্রহ।

১৩-১৪। হরিণী (ব্যাধের হস্তে) কুটুম্বের (অপর হরিণীর) নিগ্রহ জানে, তথাপি ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে। (মাধব অপর রমণীকে যন্ত্রণা দিয়াছে জানিয়াও তাহার চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, জল খাইয়া (তাহার পর) কেন জাতি বিচার করিতেছ? (মাধবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া এখন সে ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া কি হইবে)?

৩৯৩

(রাধার উক্তি)।

সখি হে বুঝল কানু গোআরে।
পিতড়ক টার কাজ দহ কওন লহ
উপর চকমক সারে ॥ ২।
হম তোঁ কএল মন গেলহি হোয়ত ভল
হম ছল সুপুরুখ ভানে।
তোহরে বচন সখি কএল আঁখি দেখি
অমিয় ভরমে বিষ পানে ॥ ৪।

পসুক সঙ্গে হুনি জনম গমাওল
সে কি বুঝথি রতিরঙ্গে।
মধু যামিনী মোরি আজে নিফলে গেলি
গোপ গমারক সঙ্গে ॥ ৬।
তোহরে বচনে কূপ ধস জোরল
তেঁ হমে গেলিহু অবাটে।
চন্দন ভরমে সিমর আলিঙ্গল
সালি রহল হিয় কাঁটে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি হরি বহুবল্লভ
কয়ল বহুত অপমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমাপতি রস জানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

ধনছীমালব ছন্দ। ২০ হইতে ২৭ মাত্রা।

১। গোআর—গোপ, গয়লা। ২। পিতড়ক—পিত্তল। টার—তাড়, হস্তের এক প্রকার অলঙ্কার। লহ—সাজে।

১-২। সখি, বুঝিলাম কানাই গোপ, (ঘৃণাব্যঞ্জক), পিতলের তাড় কোন কাজে শোভা পায়, উপরে চকমক সার। (বঙ্গদেশে প্রচলিত পদে পিতড়ক টাড় এই দুইটা শব্দ পিতল কাটারি হইয়া গিয়াছে)।

৩। ভল—ফল (পাঠান্তর)। ছল—ছিল। ভানে—জ্ঞান, ভ্রম।

৩-৪। আমি মনে করিয়াছিলাম গেলেই ভাল হইবে, আমার জ্ঞান ছিল (কানাই) সুপুরুষ। সখি, তোর কথায় চক্ষে দেখিয়া অমৃত ভ্রমে বিষ পান করিলাম।

৫। হুনি—উনি, সে। গমাওল—কাটাইল।

৬। নিফলে—নিষ্ফল।

৫-৬। পশুর সঙ্গে সে জন্ম কাটাইল, সে রতিরঙ্গ কি বুঝিবে? আজ মূঢ় গোপের সঙ্গে মধুযামিনী আমার পক্ষে নিষ্ফল গেল।

৭। ধস জোরল—লাফ দিয়া পড়িলাম। তেঁ—সেই জন্য। অবাটে—অপথে।

৮। সিমর—শিমুল। সালি—বিদ্ধ হইয়া।

৭-৮। তোর কথায় আমি কূপে লাফাইয়া পড়িলাম। সেই জন্য (তাহাতে) অপথে গেলাম; চন্দন ভ্রমে শিমুল আলিঙ্গন করিলাম, হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিল।

৯। বহুবল্লভ—বহু নারীর বল্লভ (এই শব্দ জয়দেবে অনেক স্থানে পাওয়া যায়)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হরি বহুবল্লভ, অত্যন্ত অপমান করিল। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানে।

বঙ্গদেশে এই পদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভণিতা নিম্নরূপ:—

ভনই বিদ্যাপতি শুনহ জউবতি
সে থির নহ গমারে।
তুহু গমারিনি সহজে অহীরিনি
তেঁ হরি ন কর পুছারে॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতি, সে স্থির, মূঢ় নয়, তুমি মূঢ়া, স্বভাবতঃ গোয়ালিনী, সেই জন্য হরি তোমায় জিজ্ঞাসা করে নাই।

৩৯৪

(রাধার উক্তি)

সে বর সঠগুণ গুরুগন গুরুতর
অছু গুন জলনিধি সার!
হম অবলা জাতি তাহি দুখ মতি
কইসে পাইঅ পার ॥ ২।
সজনি অরু কত কর পরলাপ।
সে মঝু জইসন করলহি অপমান
সে বড় হৃদয়ক তাপ ॥ ৪।
জে বর নারি সার করি লেল

সে পদ সেবউ আনন্দে।
তকর লাগি জাগি দিন রোঅউ
পীবউ সে মকরন্দে ॥ ৬।
তাহি লাগি অনপানি সব তেজউ
জপ করু তকর নাম।
চম্পতি পতি কহ সেহে জুবতি বর
গাবউ তসু গুনগাম ॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। সে শঠের গুণে শ্রেষ্ঠ, গুরুগণ গুরুতর (বিরক্ত), (এই দুই) গণনায় সমুদ্র তুল্য হইয়াছে।

২। কইসে পাইঅ পার—কেমন করিয়া পার পাইব?

৩। অরু—আর। পরলাপ—প্রলাপ।

৪। জইসন—যেমন।

৫। সে পদ সেবউ আনন্দে—তাহার পদ আনন্দে সেবা করুক।

৬। তকর—তাহার। রোঅউ—রোদন করুক। পীবউ—পান করুক।

৭। অনপানি—অন্নজল। তেজউ—ত্যাগ করুক।

৮। চম্পতি পতি—বিদ্যাপতি। গাবউ তসু গুন গাম—তাহার গুণগ্রাম গান করুক।

৩৯৫

(রাধার উক্তি)

মধু সম বচন কুলিস সম মানস
প্রথমহি জানি ন ভেলা।
অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দুর গেলা ॥ ২।
সখি হে মন্দ পেম পরিনামা।
বড় কএ জীবন কএল পরাধিন
নহি উপচর এক ঠামা ॥ ৪।
ঝাপল কূপ দেখহি নহি পারল
আরতি চললহু ধাই।
তখনুক লঘু গুরু কিছু নহি গুনলে
আবে পচতাবকে জাই ॥ ৬।
এত দিন অছলাহু আন ভানে হমে
আবে বুঝল অবগাহি।
অপন মুর অপনে হমে চাঁছল
দোখ দেব গএ কাহি ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে নহি গনব আনে।
পেমক কারন জিউ উপেখিয়
জগজন কে নহি জানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জানি ন ভেলা—জানা হইল না, জানিতাম না।

২। গরব—গর্ব্ব।

১-২। মধু সম বচন বজ্রের ন্যায় মানস প্রথমে জানিতাম না, আপনার চতুরপণা খলের হাতে দিলাম, গুরু গর্ব্ব দূরে গেল।

৩। বড় কএ—বড় মনে করিয়া। উপচর—শান্তি। ঠামা—ঠাঁই।

৩-৪। হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দ, বড় মনে করিয়া (মাধবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া) জীবন পরাধীন (তাহার অধীন করিলাম), (তাহাতে) কোথাও শান্তি নাই।

৫। ঝাপল—ঢাকা। ধাই—ধাইয়া।

৬। গুনলে—গণনা করিলাম, বিচার করিলাম। পচতাবকে—পশ্চাত্তাপ।

৫-৬। ঢাকা কূপ দেখিতে পাই নাই, বেগে ধাবিত হইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু) কিছু বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে (যাই)।

৭। অছলাহু—ছিলাম। ভান—জ্ঞান। অব-গাহি—অন্তঃপ্রবেশ করিয়া, উত্তম রূপে।

৮। মুর—মূল। চাঁছল—কাটিলাম। গএ—গিয়া। কাহি—কাহাকে।

৭-৮। এতদিন আমি অন্য জ্ঞানে ছিলাম, এখন উত্তম রূপে বুঝিয়াছি। আপনার মূল আমি আপনি কাটিয়াছি, এখন গিয়া কাহার দোষ দিব?

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে অন্য বিবেচনা করিও না, জগতের লোক কে না জানে প্রেমের কারণ জীবন উপেক্ষা করিবে?

বঙ্গদেশে এই পদের পাঠে ও অর্থে অনেক বিকৃতি হইয়াছে।

(রাধার উক্তি)

পহিলহি চান্দ কলা দেল আনি।
ঝাপল শৈল শিখর এক পানি ॥ ২ ।
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুম কিএ গাঁথয় মাল ॥ ৪ ।
ন বোলহ সজনি ন বোলহ আন।
কী ফল অছয় ভেটব কান ॥ ৬ ।
অন্তর বাহির সম নহ রীতি।
পানি তৈল নহ নিবিড় পিরীতি ॥ ৮ ।
হিয় সম কুলিস বচন মধুধার।
বিষ ঘট উপর দুধ উপহার ॥ ১০ ।
চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত পেম সুখ ইহ পরিনাম ॥ ১২ ।
তুহু কি ন জানসি কি বোলব তোয়।
বিদ্যাপতি কহ সমুচিত হোয় ॥ ১৪ ।

পদকল্পতরু ও কীর্ত্তনানন্দ।

১। চান্দ কলা—চন্দ্র। প্রথমেই চাঁদ (হাতে) আনিয়া দিল।

২। এক হস্তে শৈল শিখর ঢাকিল (পয়োধরে হস্ত দিল)।

৪। বাসি কুসুমে কি মালা গাঁথে?

৬। কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া কি হইবে?

৮। জলে ও তৈলে গাঢ় প্রীতি নয়।

১০। বিষপূর্ণ ঘট উপরে দুধের উপঢৌকন।

১১-১২। গ্রাহকের নিকট চাতুরী বিক্রয় করিবে (উত্তম পুরুষ দেখিয়া প্রেম করিবে)। গুপ্ত প্রেমের এই পরিণাম।

এই পদের ভণিতায় জ্ঞানদাসের নাম আছে, কিন্তু ইহা স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির রচনা। বিদ্যাপতির আরও কয়েকটি পদে জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। এই পদের অনুরূপ অপর পদ মিথিলায় প্রচলিত আছে।

৩১৭

(রাধার উক্তি)

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতি কুলটা হোই ॥ ২ ।
হম যদি জানিএ পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যাওব পাপক অন্ত ॥ ৪ ।
অব সব বিষসম লাগয় মোই।
হরি হরি পিরীতি করয় জনু কোই ॥ ৬ ।
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
পানি পিয়ে পাছে জাতি বিচারি ॥ ৮ ।

১। সবকোই—সকলে।

১-২। সকলেই প্রেমের গুণ (প্রশংসা) কহে, যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয় (এই কথা শ্লেষাত্মক)।

৩। দুরন্ত—দুর্ব্বৃত্ত।

৪। তাহা হইলে পাপের (পিরীতি পাপের) সীমায় কেন যাইব?

৬। করয় জনু কোই—কেহ না করে।

৮। জল খাইয়া পরে জাতের বিচার করিতেছ? (পিরীতি করিয়া এখন পিরীতির দোষ দেখিলে কি হইবে)?

৩৯৮

(দূতীর উক্তি)

দূতিক বচন ন শুনল রাহী।
অপন মনহি বিচারল তাহী॥ ২।
কান্হুক তৃণ কেশ ধরু তসু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহি অনুরাগে॥ ৪।
কত কত বিনতি কয় কহ বানী।
মানিনি চরণে পসারল পানী॥ ৬।
সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখ সময় মিলল বর কান॥ ৮।
তেজি নাগর ও সুখ পুঞ্জে।
তুয় লাগি লুঠই কেলি নিকুঞ্জে॥ ১০।
খেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুপাম॥ ১২।

পদকল্পতরু।

১। রাহী—রাধা।
২। তাহী—তাহা।
৩। তসু—তস্য, তাহার।
১১। খেম—ক্ষমা কর। ঠাম—ঠাঁই, স্থান।

৩৯৯

(দূতীর উক্তি)

শুন মাধব রাধা সোয়াধিনি ভেল।
যতনহি কত পরকার বুঝাওল
তইও সমতি নহি দেল॥ ২।
তোহর নাম শুনয় যব সুন্দরি
শ্রবণ মুদই দুই পানি।
তোহর পিরীতি যে নব নব মানয়
সে পুছয় অব ন বানি॥ ৪।
তোহর কেশ, কুসুম, তৃণ তাম্বুল,
ধয়লহু রাহিক আগে।
কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল
বৈসলি বিমুখ বিরাগে॥ ৬।
এহন বুঝি কুলিশ সার তসু অন্তর
কৈসে মিটায়ব মান।
বিদ্যাপতি কহ বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান॥ ৮।

১। সোয়াধিনি—স্বাধীনা, আর তোমার অধীন, তোমাতে অনুরক্ত নাই।

২। কত প্রকার যত্ন পূর্ব্বক বুঝাইলাম, তবু ধনী (আমার কথায়) উত্তর দিল না।

৩-৪। তোমার নাম যদি শুনে (তাহা হইলে) দুই হস্তে কর্ণ রোধ করে। যে তোমার প্রীতি নূতন নূতন করিয়া মানিত সে এখন (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করে না।

৫-৬। তোমার কেশ (পদতলে কেশ মুণ্ডন করিবার চিহ্ন), কুসুম (উপহার স্বরূপ), তৃণ (অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বে দন্তে তৃণ ধারণের চিহ্ন), তাম্বুল (অনুরাগের উপহার) রাইর সম্মুখে রাখিলাম; কমলমুখী কোপে ফিরিয়া চাহিল না, বিরাগে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

৮। সিধারহ—গমন কর, যাও; (পধারো—আইস; সিধারো—যাও;—হিন্দী)।

৭-৮। মনে হয় তাহার হৃদয় বজ্রসার (সেইরূপ কঠিন)। মান কেমন করিয়া মিটাইবে? বিদ্যাপতি এখন সমুচিত বচন কহে, (হে) কানাই, আপনি যাও, (তুমি আপনি গিয়া রাধার মান ভঞ্জন কর)।

পদকল্পলতিকায় এই পদ গোবিন্দদাসের রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভণিতা—

গোবিন্দদাস কহ অন্তরে বুঝহ
আপে সিধারহ কান।

৪০০

(দূতীর উক্তি)

গেলাঁহু পুরুব পেমে উতরো ন দেই।
দাহিন বচন বাম কই লেই ॥ ২ ।
এ হরি রস দয় রুসলি রমনী।
হম তহ ন আউতি কুঞ্জরগমনী ॥ ৪ ।
গইয়ে মনাবহ রহও সমাজে।
সব তহ বড় থিক আঁখিক লাজে ॥ ৬ ।
জে কিছু কহলক সে অছি লেলে।
ভল কয় বুঝব অপনহি গেলে ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাবে।
রুসলি রমনি পুনু পুনমত পাবে ॥ ১০ ।

রাগতরঙ্গিণী।

১। গেলাঁহু—গমন করিলাম। উতরো—উত্তরও।

২। দাহিন—দক্ষিণ, অনুকূল। কই—করিয়া।

১-২। পূর্ব্ব প্রেমের (কথা বলিতে) গমন করিলাম, উত্তর দেয় না, অনুকূল বচন প্রতিকূল করিয়া গ্রহণ করে (ভাল বলিলে মন্দ বুঝে)।

৩। রস দয়—রস দিয়া, প্রেম দেখাইয়া।

৪। তহ—হইতে। আউতি—আসিবে।

৩-৪। হে হরি, প্রেম দেখাইয়া রমণী রাগ করিয়াছে (প্রেমে সে মানিনী), গজগামিনী আমা হইতে আসিবে না (আমি তাহাকে আনিতে পারিব না)।

৫। গইয়ে—গিয়া। মনাবহ—মানাও, সাধ্য সাধনা কর। সমাজে—নিকটে।

৬। থিক—হয়।

৫-৬। গিয়া সাধ্য সাধনা কর, নিকটে থাক, সব চেয়ে চক্ষুলজ্জা বড় (তুমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে তাহার চক্ষুলজ্জা হইবে, মান ভাঙ্গিতে পারে)।

৭। কহলক—কহিল। অছি লেলে—লইয়া আছি, অর্থাৎ আমি জানি, আমার মনেই আছে।

৮। ভল কয়—ভাল করিয়া।

৭-৮। যাহা কিছু কহিল তাহা লইয়া রহিয়াছি (আমিই জানি), নিজে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

৯। সোভাব—স্বভাব।

১০। পুনমত—পুণ্যবান।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নারীর (এইরূপ) স্বভাব, রুষ্টা রমণীকে পুণ্যবান পুনরায় প্রাপ্ত হয়।

৪০১

(দূতীর উক্তি)

মাধব দুর্জ্জয় মানিনি মানি।
বিপরিত চরিত পেখি চকিত ভেল
ন পুছল আধ বানি ॥ ২ ।
তুয় রুপ সাম আখর নহি সুনত
তুয় রুপ রিপু সম মানি।
তুয় জন সঞে সম্ভাস ন করই
কইসে মিলায়ব আনি ॥ ৪ ।
নিল বসন বর কাঁচক চুরি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করিরদ চুরি কর মোতি মাল বর
পহিরন অরুনিম সারি ॥ ৬ ।
অসিত চিত্র উর পর ছল
মেটল মলয়জ দেই লগাই।
মৃগমদ তিলক ধোই দৃগঞ্জল
কচ মুখ সঞো লএ ছপাই ॥ ৮ ।

এক তিল ছল চারু চিবুক পর
নিন্দি মধুপসুত সামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল
তাহি ছপাওল রামা ॥ ১০।
জলধর দেখি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
সামরি সখি নহি পাস।
তমাল তরুগন চুনে লেপল
শিখি পিক দূরে নিবাস ॥ ১২।
মধুকর ডরে ধনি চম্পক তরুতল
লোচন জল ভরি পূর।
সামর চিকুর হেরি মুকুর পটকল
টুটি ভৈ গেল সত চূর ॥ ১৪।
তুয় গুন গাম কহ এক স্থক পণ্ডিত
শুনিতহি উঠত রোসাই।
পিঞ্জর ঝটকি ফটাক পর পটকত
ধাএ ধয়ল তহি জাই ॥ ১৬।
মেরু সম মান কোপ স্থমেরু সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
কবি চম্পতি কহ রাহি মনাইতে
আপ সিধারহ কান ॥ ১৮।

পদকল্পতরু ও কীর্তনানন্দ।

১। মানি—জানি, স্বীকার করি।

২। ভেল—হইলাম।

৩। মানি—মানে।

৫। পৌতিক—পেরোজ, পীতবর্ণ রত্ন বিশেষ।

৫-৬। সুন্দর নীল বসন, হাতের (কৃষ্ণবর্ণ) কাঁচের চুড়ী, পেরোজের মালা খুলিয়া ফেলিল। হস্তীদন্তের চুড়ী হাতে (পরিল), সুন্দর মুক্তার মালা (পরিল), লোহিত সাড়ী পরিধান করিল।

৭-৮। বক্ষের উপর কৃষ্ণবর্ণ চিত্র ছিল, চন্দন লাগাইয়া দিয়া মিটাইল। মৃগমদের তিলক, চক্ষুর প্রান্ত (কজ্জল) ধুইয়া ফেলিল। মুখ হইতে কেশ সরাইয়া ঢাকিল।

৯। মধুপসুত—ভ্রমরশিশু। সামা—কৃষ্ণবর্ণ।

৯-১০। চারু চিবুকের উপর ভ্রমরশিশুনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ একটি তিল ছিল, তৃণের অগ্রে চন্দন লইয়া রঞ্জিত করিয়া সুন্দরী তাহাকে ঢাকিল।

১১। ঝাঁপল—ঢাকিল। সামরি—শ্যামবর্ণ।

১২। শিখি—শিখী, ময়ূর।

১৪। পটকল—আছাড়িয়া ফেলিল।

১৫। স্থক পণ্ডিত—স্ফুটবাক্ শুকপক্ষী। রোসাই—রাগিয়া।

১৬। ঝটকি—ছুড়িয়া, আছাড়িয়া। ফটাক—স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহতল। ধাএ ধয়ল তহি জাই—দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিলাম।

১৭। দেখি ভেল রেণু সমান—দেখিয়া ধূলার সমান হইয়া গেলাম

১৮। কবি চম্পতি—বিদ্যাপতি; মিথিলার একটী অসম্পূর্ণ পদে "কবি চম্পাই" পাওয়া গিয়াছে। মনাইতে—সান্ত্বনা করিতে, মান ভাঙ্গিতে। সিধারহ—যাও। কবি চম্পতি কহে, কানাই, রাইর মান ভাঙ্গিতে স্বয়ং যাও।

৪০২

(দূতীর উক্তি)

নহি কিছু পুছলি রহলি ধনি বইসি
নই সেও আইলি বাহরে।
পরম বিরুহি ভএ নহি নহি নহি কএ
গেলি দুর কএ মোর করে ॥ ২।
মাধব কহ ককে রুসলি রমণী।
কতে জতনে পেঅসি পরিবোধলি
ন ভেলি নিঅরেও আমী ॥ ৪।

গোর কলেবর তনু মুখ সসধর
রোসে অনরুচি ভেলা।
রূপ দরসন ছলে জনি নব রতোপলে
কামে কনক বলি দেলা ॥ ৬।
নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে
কুচ গিরি পহরি পরলা।
কনক কলস করু মদনে অমিঞ ভরু
অধিক কি উভরি পললা ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। সেও—সে। ২। বিরুহি—বিরোধী। ভএ—হইয়া। কএ—করিয়া।

১-২। ধনী বসিয়া রহিল, কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, (আমাকে দেখিয়া) বাহিরে আসিল না। অত্যন্ত বিরোধী (ক্রুদ্ধ) হইয়া, না না না করিয়া (বলিয়া) আমার হাত দূর করিয়া গেল (ঠেলিয়া দিল।)

৩। ককে—কেন। ৪। পরিবোধলি—প্রবোধ দিলাম। আনী—আনা।

৩-৪। মাধব, রমণী কেন রোষ করিল, বল। কত যত্ন করিয়া (তোমার) প্রেয়সীকে প্রবোধ দিলাম নিকটেও আনা হইল না (আমার নিকটেও আসিল না)।

৫। অনরুচি—অন্য শোভা। ৬। বলি—বল্লী।

৫-৬। তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে অন্য শোভা (প্রাপ্ত) হইল, যেন রূপ দেখিবার ছলে কনক লতায় (দেহে) কাম নব রক্তোৎপল (রোষযুক্ত মুখ) দিল (ফুটাইল)।

৭। পহরি—প্রহৃত হইয়া, আছাড়িয়া। ৮। উভরি—উদ্বেলিত হইয়া, উব্‌ছিয়া। পললা—পড়িল।

৭-৮। নয়নের অশ্রুধারা যেন ছিন্ন হার কুচপর্ব্বতে আছাড়িয়া পড়িল। কনক কলস করিয়া মদন অমৃত পূর্ণ করিল, অধিক কি উদ্বেলিত হইয়া পড়িল?

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ
পয়োধরোৎসেধ নিপাত চূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে
ক্রমেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥

কুমারসম্ভব।

৪০৩

(দূতীর উক্তি)

গগনক চাঁদ হাত ধরি দেল
কত সমুঝায়ল নীত।
জত কিছু কহল সবহু ঐসন ভেল
চিত পুতরি সম রীত ॥ ২।
মাধব বোধ ন মানয় রাহি।
বুঝইতে অবুঝ অবুঝ মানিয়
কতএ বুঝাওব তাহি ॥ ৪।
তোহর মধুর গুন কত পয় অলাপল
সবহু কঠিন কয় মান।
জৈসন তুহিন বরিখে রজনিকর
কমলিনি ন সহ পরান ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১-২। গগনের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিলাম, কত নীতিকথা বুঝাইলাম; যত কিছু কহিলাম সব এরূপ হইল (যেন) চিত্রিত পুত্তলীর সমান রীতি (আমার কথায় কোন কথা কহিল না, চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় স্থির হইয়া রহিল)।

৩। বোধ—প্রবোধ। মানয়—মানে।

৪। অবুঝকে বুঝাইতে (নিজেকে) অবুঝ মনে হয়, কোথায় (কেমন করিয়া) তাহাকে বুঝাইব?

৫। অলাপল—আলাপ করিলাম, কহিলাম। মান—মানে, মনে করে।

৬। যেমন চন্দ্র হিমবৃষ্টি করিলে কমলিনীর প্রাণে সহে না।

৪০৪

(মাধবের উক্তি)

সজনি ন বুঝিয় ই মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ ॥ ২।
বচনহু নিজ কই ন বোলয় রাহি:।
মোয় জীবন বিনু ন বোলহি তাহি ॥ ৪।
মঝু পরসঙ্গে সে ন দয় কান।
সেহ বিনু মঝু মুখ ন ফুরয় আন ॥ ৬।
সমধান চাহি ন হোয় সমধান।
তে অতিরেক হানয় পচবান ॥ ৮।
কহ কবিশেখর মন কর থীর।
সহজহি নায়রি ভাব গভীর ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

২। সজাগ—জাগ্রত, স্থির।

৩। নিজ কই—আপনার (লোক মনে) করিয়া।

৪। আমি তাহাকে (আমার) জীবন বিনা আর কিছু বলি না।

৫। দয়—দেয়।

৭। সমধান—সমাধান।

৮। তে অতিরেক—তাহার অতিরিক্ত, তাহার উপর।

১০। স্বভাবতঃই নাগরীর (মনের) ভাব গভীর।

৪০৫

(দূতীর উক্তি)

জমুনা তীর যুবতি কেলি কর
উঠি উগল সানন্দা।
চিকুর সেমার হার অরুঝাএল
জূথে জূথে উগ চন্দা ॥ ২।
মানিনি অপুরুব তুঅ নিরমানে।
পাঁচেবানে জনি সেনা সাজলি
অইসন উপজু মোহি ভানে ॥ ৪।
আনি পুনিম সসি কনক খোএ কসি
সিরিজল তুঅ মুখ সারা।
জে সবে উবরল কাটি নড়াওল
সে সবে উপজল তারা ॥ ৬।
উবরল কনক ঔটি বটুরাওল
সিরিজল দুই আরম্ভা।
সীতল ছাহ ছৈল ছুই ছাড়ল
ছাড়ি গেল সবে দম্ভা ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

২। সেমার—সাজাইতে, গুছাইতে। অরুঝাএল—জড়ান।

১-২। যুবতী স্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনা তীরে উঠিল, কেশে জড়ান হার গুছাইতে যূথে যূথে চন্দ্র (নখচন্দ্র) উদয় হইল (স্নানের সময় কেশে হার জড়াইয়া গিয়াছিল, স্নান করিয়া উঠিয়া কেশ হইতে হার ছড়াইতে লাগিল, সেই অবকাশে অঙ্গুলির নখ-পংক্তি দেখা গেল)।

৩-৪। মানিনি, তোর নির্ম্মাণ অপূর্ব্ব! আমার এইরূপ ভ্রম হইতেছে যেন পঞ্চবাণ মদনের সেনা সাজিল।

৫। খোএ—থুইয়া, রাখিয়া। কসি—কষিয়া।

৬। উবরল—উদ্বৃত্ত হইল, বাঁচিল। নড়াওল—ফেলিয়া দিল।

৫-৬। পূর্ণিমা শশী আনিয়া তাহাতে স্বর্ণ কষিয়া রাখিয়া তোর মুখের সার সৃজন করিল। (মুখের) যাহা উদ্বৃত্ত হইল কাটিয়া ফেলিয়া দিল, সেই সকলে তারা উৎপন্ন হইল।

৭। ঔটি—উবটি, ফিরিয়া। বটুরাওল—সঞ্চয় করিল। আরম্ভা—আরম্ভ, গর্ব্বের সামগ্রী (পয়োধর)।

৮। ছাহ—ছায়া। ছৈল—রসিক। ছুই—ছুঁইয়া। দম্ভা—দম্ভ।

৭-৮। উদ্বৃত্ত স্বর্ণ ফিরিয়া সঞ্চয় করিয়া দুইটি গর্ব্বের সামগ্রী (পয়োধর) সৃজন করিল; (তাহার)

শীতল ছায়া রসিক স্পর্শ করিয়া ত্যাগ করিল, সকল দণ্ড ছাড়িয়া গেল (দূর হইল)। (মানিনী হওয়াতে আর নায়ক পয়োধরে করস্পর্শ করে না, অতএব যুবতীর গর্ব্বের আর কারণ নাই)।

৪০৬

(দূতীর উক্তি)

সজল মলিনিদল সেজ ওছাইঅ
পরসে জা অসিলাএ।
চন্দনে নহি হিত চান্দ বিপরিত
করব কওন উপাএ ॥ ২।
সাজনি সুদৃঢ় কইএ জান।
তোহি বিনু দিনে দিনে তনু খিন
বিরহে বিমুখ কান্হ ॥ ৪।
কারনি বৈদে নিরসি তেজলি
আন নহি উপচার।
এহি বেআধি ঔষধ তোহর
অধর অমিয় ধার ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। ওছাইঅ—বিছায়। অসিলাএ—ম্রিয়মান, শুষ্ক।

১-২। সজল পদ্মপত্র শয্যায় বিছাইয়া দেয়, স্পর্শে শুকাইয়া যায়। চন্দন হিতকর নয়, চন্দ্র বিপরীত, কোন উপায় করিবে?

৩-৪। সজনি, দৃঢ় করিয়া জান, তোমা বিনা কানাইয়ের অঙ্গ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে তাহার মুখ মলিন হইল।

৫। কারনি—কারণ। বৈদে—বৈদ্য। নিরসি—নিবারণ করিয়া।

৫-৬। বৈদ্য (পীড়ার) কারণ নিবারণ করিবার (প্রয়াস) ত্যাগ করিল, অন্য চিকিৎসা নাই। এই ব্যাধির ঔষধ তোমার অধরামৃতের ধারা।

৪০৭

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধি কি সাধবি সাধে ॥ ২।
চাঁদ দিনহি দিন হীনা।
সে পুন পলটি খনে খনে খীনা।
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরী ॥ ৬।
তোহর চরিত নহি জানী।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানী ॥ ৮।

১। ধনি ধনি—ধন্য ধন্য (বিদ্রূপাত্মক)।

২। মাধবকে বধ করিলে কি সাধ সাধন (পূর্ণ) করিবে?

৩-৪। চাঁদ (কৃষ্ণপক্ষে) দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে আবার পালটিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে (কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষে চাঁদের কলেবর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু এ যেন কৃষ্ণ পক্ষের পর আবার কৃষ্ণপক্ষই ফিরিয়া আসিতেছে, কৃশতা আরও বাড়িতেছে)।

৫-৬। অঙ্গুরী বলয় (তুল্য), তাহাও শিথিল (পুন ফেরি) হয়, কতবার বুঝি ভাঙ্গিয়া গড়াইল। পাঠান্তর—কুসুম বলয়া পুন ফেরি।

ভাঙ্গি বনাওব কত শত বেরি। পদামৃত সমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুর টীকায় এই পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন।

৮। শিরে কর হানি—কপালে করাঘাত করে।

৪০৮

(দূতীর উক্তি)

নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে পসাহলি আচর ফেলী ॥ ২।
আবে ভেলি তাল ফল তুলে।
কঁহা লএ জাইতি অলপ মূলে ॥ ৪।

সে কাহ্ন সে হমে সে ধনি রাধা।
পুরুব পেম ন করিঅ বাধা ॥ ৬।
জাতকি কেতকি সরসি মালা।
তুঅ গুন গহি গাথএ হারা ॥ ৮।
সরস নিরস তোহ কে বুঝ আনে।
কহা লএ চলতি ভেলি বিমানে ॥ ১০।
সরস কবি বিদ্যাপতি গাবে।
নাগর নেহ পুনমতি পাবে ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। নারঙ্গি—ঐ নামের লেবু। ছোলঙ্গি—আর এক জাতীয় লেবু। কোরা—কোরা, নবীন। বেলী—সময়।

২। পসাহলি—সাজাইল। ফেলী—ফেলিয়া।

১-২। নবীন অবস্থায় নারঙ্গী ছোলঙ্গীর (তুল্য পয়োধর) কাম অঞ্চল ফেলিয়া (আবৃত করিয়া) সাজাইল।

৩-৪। এখন তাল ফল তুল্য হইল, কোথায় অল্প মূল্যে লইয়া যাইবি? (স্থানান্তরে গমন করিলে এরূপ আদর হইবে না)।

তালফলাদপি গুরুমতি সরসং।
কিমবিফলী কুরুষে কুচ কলসম্ ॥

গীতগোবিন্দ।

৫-৬। সেই কানাই, সেই আমি (দূতী), সেই ধনী রাধা (তুমি)। পূর্ব্ব প্রেমে বিঘ্ন করিস্ না।

৭-৮। জাতকী কেতকী সরস মাল্যকুসুমে (মাধব) তোর গুণ গ্রহণ করিয়া (স্মরণ করিয়া) মালা গাঁথিতেছে।

৯-১০। তোর সরসতা (দোষগুণ) অন্য কে বুঝিবে? মান করিয়া কোথায় (লইয়া) যাইতেছিস্?

১১-১২। সরস কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে, পুণ্যবতী রসিকের স্নেহ পায়।

৪০৯

(সখীর উক্তি)

একে তুহু নাগরি সব গুনে আগরি
বইসসি চতুরি সমাজ।
অপন বাত আপু নহি সমুঝসি
হঠে নট কএল সব কাজ ॥ ২।
সুন্দরি নাহ কিয় করসি রোস।
নিয়র আনি বাত দুই পুছহ
জানহ গুন কিয় দোস ॥ ৪।
অপরাধ জানি গারি দস দেবই
পিরিত ভাঙ্গল কাঁ লাগি।
পিরিতি ভঁগইতে জে উপদেসল
তকর মুখে দিয় আগি ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। বইসসি—বসিস, বাস করিস্।

২। আপু—আপনি। সমুঝসি—বুঝিস্। হঠে—বলপূর্ব্বক, জিদ্ করিয়া। নট—নষ্ট।

১-২। একে তুই নাগরী সকল গুণে শ্রেষ্ট, চতুর রমণীদিগের নিকট বাস করিস্ (তথাপি) আপনার কথা (বিষয়) আপনি বুঝিস্ না, বলপূর্ব্বক সকল কাজ নষ্ট করিলি।

৩। নাহ—নাথ। কিয়—কেন।

৪। নিয়র—নিকট।

৩-৪। সুন্দরি, নাথের প্রতি রোষ করিস্ কেন? নিকটে আনিয়া দুইটা কথা জিজ্ঞাসা কর্, (তাহার) দোষ কি গুণ জান্।

৫। দেবই—দিবি। কাঁ লাগি—কিসের জন্য।

৬। ভঁগইতে—ভাঙ্গিতে। উপদেসল—উপদেশ দিল। তকর—তাহার। আগি—আগুন।

৫-৬। অপরাধ জানিয়া দশটা গালি দিবি, প্রীতি কিসের জন্য ভাঙ্গিলি? প্রীতি ভাঙ্গিতে যে উপদেশ দিল তাহার মুখে আগুন দিই।

৪১০

(সখীর উক্তি)

কোকিল কুল কলরব কাহল
বাহর রাব।
মঞ্জরি কুল মধুকর গুঞ্জরএ
সে জনি গুজ্জর গাব ॥ ২।
মনে মলান পরান দিগন্তর
এহু কীএ ন লাজ।
বিরহিনি জন মরন কারন
বেকত-ভউ বিধুরাজ ॥ ৪।
সুন্দরি অবহু তেজিঅ রোস।
তু বর কামিনি ই মধু যামিনি
অপদ ন দিঅ দোস ॥ ৬।
কমল চাহি কলেবর কোমল
বেদন সহএ ন পার।
চান্দন চন্দ কুন্দ তনু তাবএ
ভাব ন মোতিম হার ॥ ৮।
সিরিসি কুসুম সেজ ওছাওল
তইও ন আবএ নিন্দ।
আকুল চিকুর চীর ন সমর
সুমর দেব গোবিন্দ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। কাহল—ঢক্কা।

২। গুঞ্জরএ—গুঞ্জন করে। গুজ্জর—গুর্জ্জরী। গাব—গায়।

১-২। কোকিল কুলের কলরব (যেন) বাহিরে ঢক্কা নিনাদ হইতেছে, মঞ্জরী সমূহে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, সে যেন গুর্জ্জরী গাহিতেছে।

৩-৪। মনে মালিন্য, প্রাণ দিগন্তরে, ইহাতে কি লজ্জা হয় না? বিরহিণী জনের মৃত্যুর কারণস্বরূপ চন্দ্র ব্যক্ত হইল।

৬। অপদ—অস্থানে, অকারণে।

৫-৬। সুন্দরি, এখনি রোষ ত্যাগ কর, তুমি কামিনী-শ্রেষ্ঠ, এই মধুযামিনীতে অকারণে (মাধবের) দোষ দিও না।

৮। তাবএ—সন্তাপিত করে। ভাব—শোভা পায়, ভাল লাগে।

৭-৮। কমলের অপেক্ষা কোমল কলেবর বেদনা সহ্য করিতে পারে না, চন্দন চন্দ্র কুন্দ কুসুম তনুকে সন্তাপিত করে; মুক্তা হার ভাল লাগে না।

৯। ওছাওল—বিছাইল। তইও—তথাপি।

১০। সমর- সম্বরণ কর। সুমর—স্মরণ কর।

৯-১০। সিরীষ কুসুম শয্যায় ছড়াইলে তথাপি নিদ্রা আসে না, আকুল কেশ ও বস্ত্র সম্বরণ করিতে পার না, গোবিন্দ দেবকে স্মরণ কর।

৪১১

(দূতীর উক্তি)

মধুর মধুর পিক রব তরু তরু সব
করু করু লতিকা সঙ্গ।
ঐসন সোহাওন সুরতি সময় বন
পুনমতি রচ রতিরঙ্গ ॥ ২।
দখিন পবন বহ সিতল সবহু তহ
মলয়জ রজ লএ আব।
কওন জুবতি মন মনসিজ নহি হন
সবে কর বস পরথাব ॥ ৪।
হরি হরি কোনে পরি রহ হৃদয় ধরি
হরি পরিহরি এহি রাতি।
দেখি সুপহু নতি রতি রঙ্গ ন করতি
কোন কলাবতি জাতি ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর সব তহ
কর পরসন মন আজ।
গুন গুনি সুবদনি মিলহ রসিক মনি
পুন বলে সুপহু সমাজ ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

২। রচ—রচনা করে, করে। পুনমতি—পুণ্যবতী।

১-২। মধুর কোকিল রব, সকল তরু লতিকা সঙ্গ করিতেছে (মিলিত হইতেছে)। বনে এমন শোভন সুরতির সময় (যে) পুণ্যবতী (সেই) রতিরঙ্গ রচনা করে।

৩। তহ—অপেক্ষা।

৪। হন—হানে। পরথাব—প্রতাপ।

৩-৪। সকলের অপেক্ষা শীতল পবন বহিতেছে, চন্দন রজঃ লইয়া আসিতেছে। মনসিজ কোন যুবতীর মনে (বাণ) না হানিতেছে? তাহার (মনসিজের) প্রতাপে সকলে বশীভূত হয়।

৫। হরি হরি—হায় হায়। কোনে পরি—কিরূপে। রহ—রহিয়াছ। হৃদয় ধরি—মনে স্থির হইয়া, হৃদয় ধরিয়া।

৬। নতি—বিনতি, নম্রভাব।

৫-৬। হায় হায়, এই রাত্রে হরিকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে হৃদয় ধরিয়া (কঠিন হইয়া) রহিয়াছ? এমন সুপ্রভুর বিনয় দেখিয়া রতিরঙ্গ করে না (এমন) কে কলাবতী জাতীয়া রমণী আছে?

৭। পরসন—প্রসন্ন।

৮। গুনি গুনি—গুণ বিচার করিয়া। সমাজ—নিকট, মিলন।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, সকলের অপেক্ষা সুন্দর (এই যে) আজ (মান ত্যাগ করিয়া) মন প্রসন্ন কর। হে সুবদনি, মনে (তাহার) গুণ বিচার করিয়া রসিক মণির (রসিক শ্রেষ্ঠ) সহিত মিলিত হও; পুণ্য বলে (যুবতী) সুপ্রভুর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অনুমান হয় যে বিদ্যাপতির পদে হয় তাঁহার পুত্র হরপতি, কিম্বা আর কেহ আপনার নাম যোগ করিয়া দিয়াছেন।

৪১২

(সখীর উক্তি)

মানিনি আব উচিত নহি মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছ
জাগল পঞ্চ পচবান॥ ২।
জুড়ি রয়নি চকমক কর চাঁদনী
এহন সময় নহি আন।
এহি অবসর পিয় মিলন জেহন সুখ
জকরহি হো সে জান॥ ৪।
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
জে কর অধর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওল
ভুখল তুয় যজমান॥ ৬।
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ শম্ভু নিরমান।
আরতি পতি মগইছি পরতিগ্রহ
করু ধনি সরবস দান॥ ৮।
দীপ দীপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেয়ান।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। আব—এখন।

২। এখনুক—এখনকার। রঙ্গ—সৌন্দর্য্য, আনন্দ। সন—মত, যেন। লগইছ—লাগিতেছ।

১-২। মানিনী, এখন মান উচিত নহে। এখনকার শোভা এমন বোধ হইতেছে যেন মদন জাগিয়া উঠিল।

৩। জুড়ি—(জুড়ান শব্দ হইতে) শীতল। চাঁদনী—জ্যোৎস্না। আন—অন্য, আর।

৪। এহি—এই। জকরহি—যাহারই।

৩-৪। রজনী শীতল, জ্যোৎস্না চকমক করিতেছে,

এমন সময় আর নাই। এই অবসরে প্রিয় মিলনে যেমন সুখ যাহার (যে রমণীর) হয় সেই জানে।

৫। রভসি—আনন্দিত হইয়া। অলি—আলি, সখী। বিলসি—বিলাস করিয়া। করি—করাইল।

৬। অপন—আপনার। সবহু—সকলে। জেমাওল—জমন (ভোজন), আহার করাইল। ভূখল—অভুক্ত, ক্ষুধিত।

৫-৬। সখি, (নায়িকা) আনন্দিত হইয়া বিলাস করিয়া (নায়ককে) অধর মধু পান করাইতেছে। (রভসি ও বিলসি শব্দের পৌনপুন্যে সূচিত হইতেছে যে প্রত্যেক কামিনী প্রিয়তমের সহিত সঙ্গত হইয়াছে)। সকলে আপনার প্রভুকে ভোজন করাইল (বিলাস সম্ভোগে তৃপ্ত করিল) কেবল তোমার যজমান ক্ষুধিত (অতৃপ্ত)।

৭। সিতাসিত সঙ্গম—প্রয়াগ, গঙ্গা যমুনার মিলন স্থান, হার ও নাভি রোমাবলীর মিলন স্থান।

৮। আরতি—অনুরাগাতিশয্য, কামাতুর। পতি—বল্লভ, নায়ক। পরতিগ্রহ—প্রতিগ্রহ, গ্রহণ। মগইছি—মাগিতেছে। সরবস—সর্ব্বস্ব।

৭-৮। (হার ও রোমাবলীর মিলন) গঙ্গাযমুনা সঙ্গম তুল্য, ত্রিবলী (তাহাতে) তরঙ্গ, পয়োধর শম্ভুমূর্ত্তি (যেন প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমতীরে শম্ভুমূর্ত্তি রহিয়াছে)। (এই সিতাসিত সঙ্গম স্থানে শম্ভুর সাক্ষাতে) বল্লভ গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, ধনি, সর্ব্বস্ব দান কর।

৯। দীপ—প্রদীপ (যাহা (জ্বালা) হয় নাই)। দীপক—উত্তেজক। গেয়ান—চিত্তবৃত্তি।

৯-১০। উত্তেজক দেখিয়া অপ্রজ্বলিত দীপ মনে স্থির থাকে না; আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর (এই বিশ্বাস স্থির কর)। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুণ।

৪১৩

(দূতীর উক্তি)

বিমল কমলমুখি ন করিয় মানে।
পাওত বদন তুয় চাঁদ সমানে॥ ২।
কামে কপট কনকাচল আনী।
হৃদয় বইসাওল দুই করে জানী॥ ৪।
তেঁ পাতকে তোহি মাঝহি খীনী।
লঘু গতি হংসহু তহ অতি হীনী॥ ৬।
এঁ ধনে সুখিত হোয়ত যুবরাজে।
বসনে ঝপাবহ কী তোর কাজে॥ ৮।
হসি পরিরম্ভি অধর মধু দানে।
কখনে ফুজলি নিবি কেও নহি জানে॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি রসিক সুজানে।
রুকুমিনি দেবি পতি সুন্দর কাহ্নে॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। (হে) বিমল কমলমুখি, মান করিও না, তোমার মুখ চন্দ্রের তুল্য হইবে (এখন তোমার মুখ চন্দ্রের অপেক্ষা সুন্দর, মান চিহ্ন মুখে হইলে চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কিত হইবে)।

৩। আনী—আনিয়া।

৪। বইসাওল—বসাইল।

৩-৪। কাম কপট পূর্ব্বক কনকাচল আনিয়া, জানিয়া (জ্ঞাতসারে) দুই হস্ত দ্বারা (তোমার) হৃদয়ে বসাইল।

৫। তে—সেই। মাঝহি—মাঝ,কটি। খীনী—ক্ষীণ।

৫-৬। সেই পাতকে। (কাম হৃদয়স্পর্শ করিয়াছে সেই পাতকে) তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, সেই জন্য হংসের লঘুগতি অপেক্ষাও (তোমার গমন) অতি হীন (লঘু)।

৭। এঁ—এই। যুবরাজ—মাধব।

৮। ঝপাবহ--ঢাকিতেছ। কাজে—প্রয়োজন

৭-৮। এই ধনে যুবরাজ (মাধব) সুখী হয়। বসনে (মুখ) ঢাকিবার তোমার কি প্রয়োজন?

১০। ফুজলি—খুলিল, খুলিবে।

৯—১০। হাসিয়া আলিঙ্গন করিয়া অধর মধু পান করিতে কখন নীবিবন্ধন খুলিয়া যাইবে কেহ জানিবে না।

১১। সুজান—সুজন, সুপুরুষ।

১২। রুকুমিনি- রুক্মিণী।

১১ ১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, রুক্মিণী দেবীর পতি সুন্দর কানাই রসিক সুজন।

৪১৪

(সখীর উক্তি)

কী কুচ অঞ্চলে রাখহ গোএ।
উপচিত কতএ তিরোহিত হোএ॥ ২।
উপজলি প্রীতি হঠহি দুর গেলি।
নয়নক কাজরে মুখ মসি ভেলি॥ ৪।
তেঁ অবসাদে অবস ভেল দেহ।
খত খরিআ সন ভেল সিনেহ॥ ৬।
জএো বাজলি তএো সংসঅ গেলি।
আনি নবও নিধি জনি দেলি॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমান॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

সরসাসাবরী ছন্দ।

১। কী—কেন। গোএ—গোপন করিয়া।

২। উপচিত—বর্দ্ধিত।

১-২। অঞ্চলে পয়োধর গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন? বর্দ্ধিত বস্তু কোথায় তিরোহিত হইবে?

৩। উপজলি—সমুৎপন্ন।

৩-৪। সমুৎপন্ন প্রেম বলে দূরে গেল, নয়নের কজ্জল মুখের কালি হইল।

৬। খত খরিআ—ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগ।

৫-৬। সেই অবসাদে দেহ অবশ হইল, ক্ষত স্থানে লবণ প্রয়োগ (কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা) তুল্য স্নেহ হইল।

৭-৮। যদি কথা কও তবে সংশয় যায়, বিধি যেন নূতন নিধি আনিয়া দিবে।

৯-১০ বিদ্যাপতি কহে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস জানেন।

(সখীর উক্তি)

মানিনি হম কহিঅ তুঅ লাগি।
নাহ নিকটে পাই জে জন বঞ্চয়
তকর বড়হি অভাগি॥ ২।
দিনকর বন্ধু কমল সব জানয়
জল তহি জিবন হোই।
পঙ্ক বিহিন তনু ভানু সুখায়ত
জলহি পটাওত সোই॥ ৪।
নাহ সমীপে সুখদ জত বৈভব
অনুকুল হোয়ত জোই।
তকর বিরহে সকল সুখ সম্পদ
খনে খনে দগধয় সোই॥ ৬।
তুহু ধনি গুনমতি বুঝি করহ রিতি
পরিজন ঐসন ভাস।
সুনইতে রাহি হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি কয়ল পরকাস।

কীর্ত্তনানন্দ।

২। বঞ্চয়—বঞ্চিত করে। তকর—তাহার। অভাগি—অভাগ্য।

৩। তহি—তাহার।

৪। সুখায়ত—শুকায়। পটাওত—পাট করে, সিঞ্চন করে।

৬। দগধয়—দগ্ধ করে।

৭। ভাস—ভাষ, কহে।

৪১৬

(দূতীর উক্তি)

অবয়ব সবহি নয়ন পএ ভাস।
অহনিসি ঝাখএ পাওব পাস ॥ ২।
লাজে ন কহএ হৃদয় অনুমান।
পেম অধিক লঘু জনিতহু আন ॥ ৪।
সাজনি কি কহব তোর গেয়ান।
পানী পাএ সিকর ভেল কান্হ ॥ ৬।
বাহর হোই আনহি কহিঅ সমাদ।
হোএতও হে সুমুখি পেম পরমাদ ॥ ৮।
জএো তহ্নিকে জীবনে তোহ কাজ।
গুরুজন পরিজন পরিহর লাজ ॥ ১০।
দণ্ড দিবস দিবসহি হো মাস।
মাস পাব গএ বরসক পাস ॥ ১২।
তোহর জুড়াই তোহরে মান।
গেল বুঝায় কেও আন পরান ॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১। ভাস—শোভা পায়।

২। ঝাখএ—আকুল হয়।

১-২। সমস্ত অবয়ব নয়নে শোভা পায় (সমুদায় দেহ, সমুদায় ইন্দ্রিয় নয়নে একীভূত হয়), অহর্নিশি আকুল হয় (কখন তোমার সহিত) মিলন হইবে।

৩-৪। লজ্জায় হৃদয়ের অনুমান কহে না, অপরে জানে প্রেম অধিক লঘু (তাহার প্রেম অধিক প্রবল নয়)।

৬। পাএ—পাইতে, চাহিয়া। সিকর—শীকর, জলকণা।

৫-৬। সজনি, তোর জ্ঞানের (কথা) কি কহিব, কানাই জল চাহিয়া জলকণা পাইল।

৭-৮। বাহিরে যাইয়া অপরকে যদি এই সম্বাদ কহি, হে সুমুখি, (তাহা হইলে) প্রেমে প্রমাদ হইবে।

৯-১০। যদি তাহার জীবনে তোর কাজ থাকে, গুরুজন পরিজনের লজ্জা ত্যাগ কর্।

১১-১২। দণ্ড হইতে দিবস হয়, দিবস হইতে মাস হয়, মাস গিয়া বর্ষের নিকট উপস্থিত হয় (বর্ষ-হয়)।

১৩। জুড়াই—শীতল করিবে।

১৩-১৪। তুই তোর মান শীতল করিস্, অপরের প্রাণ গেলে কেহ বুঝাইতে পারে? (মাধব প্রাণত্যাগ করিলে কে তোর মান ভাঙ্গিতে আসিবে? তখন তোর মান আপনি যাইবে)।

৪১৭

(দূতীর উক্তি)

সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল
পুরুব পেম বিসবাসে।
বহুত কুসুম মধু পান পিআসল
জাএত তুঅ উপাসে ॥ ২।
মালতি করিঅ হৃদয় পরগাসে।
কত দিন ভমরে পরাভব পাওব
ভল নহি অধিক উদাসে ॥ ৪।
কএোনক অভিমত কে নহি রাখএ
জীবও দএ জগ হেরি।
কী করব তেঁ ধন অরু জীবনে
জে নহি বিলসএ বেরি ॥ ৬।

সবহি কুসুম মধুপান ভমর কর
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। ভমি—ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। বিসবাসে বিশ্বাসে।

২। পিআসল—পিপাসিত। উপাসে—উপবাসী।

১-২। পূর্ব্ব প্রেমের বিশ্বাসে সৌরভ লোভে ভ্রমর ঘুরিয়া আসিল। পিপাসিত হইয়া অনেক কুসুমের মধু পান করিয়া তোমার নিকট হইতে উপবাসী যাইবে?

৩। পরগাসে—প্রকাশ।

৪। পরাভব—তিরস্কার। উদাস—উপেক্ষা।

৩-৪। মালতী, হৃদয় প্রকাশ কর (মান ত্যাগ কর), ভ্রমর কত দিন তিরস্কার পাইবে (তিরস্কৃত হইবে)? অধিক উপেক্ষা ভাল নয়।

৫। কওনক—কাহার। রাখএ—রক্ষা করে, পালন করে। জীবও—জীবনে।

৬। অরু—আর, এবং। বিলসএ—বিলাস করে। বেরি—সময়।

৫-৬। দেখিতেছি, প্রাণ দিয়াও কে কাহার অভিমত না রাখে? যে সময়ে (যথাসময়ে) বিলাস করে না তাহার ধন আর জীবনে কি করিবে?

৭-৮। সুকবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকল কুসুমে ভ্রমর মধুপান করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৪১৮

(দূতীর উক্তি)

সিনেহ বঢ়াওব ই ছল ভান।
তোহর সোয়াধিন করব পরান ॥ ২।
ভল ভেল মালতি ভেলি হে উদাস।
পুনু ন আওব মধুকরে তুঅ পাস ॥ ৪।
এতবা হম অনুতাপক ভেল।
গিরি সম গৌরব অপদহি গেল ॥ ৬।
অলপে বুঝওলহ নিঅ বেবহার।
দেখিতহি নিয় পরিনাম অসার ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি মন দএ সেব।
হাসিনি দেবি পতি গজসিংহ দেব ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সিনেহ—স্নেহ। বঢ়াওব—বাড়াইবে। ই—এই। ছল—ছিল। ভান—বিবেচনা, জ্ঞান।

২। তোহর—তোর। সোয়াধিন—স্বাধীন, নিজের অধীন। করব—করিবে।

১-২। (মাধবের) এই জ্ঞান ছিল যে স্নেহ বাড়াইবে (তাহার) প্রাণ তোর নিজের অধীন (সম্পূর্ণ তোর অধীন) করিবে।

৩-৪। মালতি উদাস হইলি ভাল হইল, মধুকর পুনরায় তোর কাছে আসিবে না।

৫। এতবা—এই পর্য্যন্ত, এই মাত্র। অনুতাপক—অনুতাপের।

৬। অপদহি—অস্থানে।

৫-৬। আমার ইহাই অনুতাপের (বিষয়) হইল, গিরি (তুল্য) গৌরব অস্থানে গেল (নষ্ট হইল)।

৭। বুঝওলহ—বুঝাইয়াছ। নিঅ—নিজ।

৮। দেখিতহি—দেখাইতেছে।

৭-৮। অল্পেই নিজের ব্যবহার বুঝাইয়াছ, নিজের (তোমার) পরিণাম অসার দেখাইতেছে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হাসিনী দেবীর পতি গজসিংহ দেবকে মন দিয়া সেবা কর। (গজসিংহ সম্ভবতঃ শিবসিংহের বংশীয় কেহ ছিলেন। শিবসিংহের মাতার নামও হাসিনী)।

৪১৯

(দূতী ও সখীতে কথা)

মদন কুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতি
পবনক গতি সম গেল।
খিতি নখে লিখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাহি উত্তর নহি দেল ॥ ২ ।
চতুর দূতি তব মনহি বিচারল
কহত ললিতা সঞো বাত ;
কহে বিমুখ ভই বৈসলি দুবরি
কি ভেল আজুক বাত ॥ ৪ ।
হেরি ললিতা সখি মৃদু মৃদু বোলত
হমরি করম মন্দ ভেল।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলি সঞো কেল ॥ ৬ ।
হসি হসি নিয়রে জাই দূতি বৈসল
কহতহি মধুরিম বানি।
ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহ তোহে সয়ানি ॥ ৮ ।
উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত বাত নহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর ॥ ১০ ।
রাহিক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ কহ রোখে তব বোলত
যবহি ফটকল হাত ॥ ১২ ।

পদকল্পতরু।

২। খিতি—ক্ষিতি, ভূমিতলে। উত্তর—উত্তর।

৩। চতুর দূতী তখন মনে মনে বিচার করিয়া (রাধার সঙ্গে আর কথা না কহিয়া) ললিতার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

৪। দুবরী—দুর্ব্বলা, তন্বী। তন্বী মুখ ফিরাইয়া বসিল কেন। আজিকার কথা কি হইল ?

৫। হমরি করম মন্দ ভেল—আমার কপাল মন্দ হইল।

৭। নিয়রে যাই দূতী বইসল—দূতী গিয়া (রাধার) নিকটে বসিল।

৮। দোখে—দোষে। রোখ—রোষ। মানসি——মানিতেছিস্। সয়ানী—চতুরা। এই লঘু দোষে যখন রোষ করিতেছিস্ (তখন) তোকে কে চতুরা বলে ?

৯। বাহু পসারি করু কোর— (দূতী) বাহু প্রসারিত করিয়া (রাধাকে) কোলে করিল।

১০। ফটকি—ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, আছাড়িয়া ; পটকি ব্যবহার ও আছে।

১১। গাত—গাত্র।

১২। ভূপতি নাথ (শিবসিংহ) কহিতেছে, যখন (রাধা) হাত ছুঁড়িয়া ফেলিল তখন (দূতী) রোষপূর্ব্বক বলিল।

শিবসিংহের নাম দিয়া বিদ্যাপতির রচনা।

৪২০

(দূতীর উক্তি)

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিনি মুখ মলিন করয় জনি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥ ২ ।
সুন্দরি বুঝল তুয় প্রতিভাতী।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তে অহিরিণি জাতী ॥ ৪ ।
সকল জীব জন জিব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জোতি পরশে যদি নাশয়
ইথে লাগি নিন্দহ মারুতে ॥ ৬ ।

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যে সকল শরীরে।
কাগদ পত্র পরশে জএো নাশয়
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥ ৮।
খণে খণে সকল কুসুম মন তোষয়
নিশি রহুঁ কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক জইও নহি চুম্বয়
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে ॥ ১০।
পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
কবি চম্পতি কহ কাহ্নু আকুল তো বিনু
বিষাদ ন পাবসি লাজে ॥ ১২।

১। আনন্দ কন্দ—আনন্দ মূল।

২। ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে—এই কারণে চন্দ্রের নিন্দা কর?

৩। প্রতিভাতী—বুদ্ধি।

৪। সকল গুণ ত্যাগ করিয়া এক দোষ ঘোষণা কর শেষে (অন্তে) জাতি গোয়ালিনী (যাহার জাতি ভাল নয় তাহার কাছে আর কি আশা করা যাইতে পারে)?

৬। দীপক—প্রদীপের। ৮। কাগদ—কাগজ।

১১। পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ=৫×৫×১০×৪×৮×২=১৬০০০।

১১-১২। কবি চম্পতি (বিদ্যাপতি) কহে কানাই তোর বিরহে বিষাদে অত্যন্ত আকুল, ষোড়শ সহস্র সখীর মাঝে তুই লজ্জা পাইতেছিস্ না?

৪২১
(রাধার উক্তি)

তোহর বচন অমিয় ঐসন
তেঁ মতি ভুললি মোরি।
কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ
সাধু ন ফাবএ চোরি ॥ ২।
সাজনি আবে কি বোলব আও।
আগে গুনি যে কাজ ন করএ
পাছে হো পচতাও ॥ ৪।
অপনি হানি জে কুলক লাঘব
কিছু ন শুনল তবে।
মনে মনমথ বানহি লাগল
আওব গমাওল হমে ॥ ৬।
জতনে কত ন কে ন বেসাহএ
গুঁজা কে দহু কীন।
পরক বচনে কুএঞ ধস দেঅ
তৈসন কে মতিহীন ॥ ৮।
নাগর ভমর সবে কেও বোলএ
মনে ধনি জানল মোর।
পঢ়ি গুনি হমে সবে বিসরল
দোস নহি কিছু তোর ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি সুন তোএঞ জুবতি
হৃদঅ ন কর মন্দ।
রাজা রূপনরায়ন নাগর
জনি উগল নব চন্দ ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি ও মিথিলার পদ।

১। তেঁ—তাহাতে।

২। ফাবএ—সাজে, লাভবান হয়।

১-২। (দূতীকে সম্বোধন করিয়া) তোমার কথা অমৃততুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। ভাল মন্দ হয় কোথায় দেখিয়াছ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরী সাজে না।

৩। আও—আর।

৪। আগে—ভবিষ্যৎ। গুনি—গণিয়া, বিবেচনা করিয়া। পাছে—পশ্চাৎ। পচতাও—পশ্চাত্তাপ।

৩-৪। সজনি, এখন আর কি বলিব? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কাজ না করে পশ্চাতে (তাহার) পশ্চাত্তাপ হয়।

৫। তবে—তখন।

৬। আওব—যাহা আসিবে, ভবিষ্যৎ।

৫-৬। আপনার হানি, কুলের অগৌরব তখন কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ লাগিল, আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম।

৭। বেসাহএ—বিক্রয় করে। গুঁজা—গুঞ্জা। দহু—কি। কীন—কেনে, ক্রয় করে।

৮। কূপ—কূপ। ধস দেঅ—পতিত হয়; ঝাঁপ দেয়।

৭-৮। কতই যত্নে কেহ বিক্রয় করুক না কেন, গুঞ্জা কি কেহ ক্রয় করে? পরের কথায় কূপে পতিত হয় তেমন মতিহীন কে?

৯-১০। নাগর ভ্রমর সকলে বলে, আমার মনে জানিয়াছি (যে সে কথা মিথ্যা), পড়িয়া বিবেচনা করিয়া আমি সব ভুলিলাম, তোর কিছু দোষ নাই।

১১। মন্দ—দুঃখিত।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন তুমি যুবতি, হৃদয়ে দুঃখ করিও না। রসিক রাজা রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) যেন নব চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন।

৪২২

(রাধার উক্তি)

সোলহ সহস গোপি মহ রানি।
পাট মহাদেবি করবি হে আনি ॥ ২।
বোলি পঠওলন্হি জত অতিরেক।
উচিতহু ন রহল তন্হিক বিবেক ॥ ৪।
সাজনি কী কহব কাহ্নু পরোখ।
বোলি ন করিঅ বড়াকাঁ দোখ ॥ ৬।
অব নিত মতি জদি হরলন্হি মোরি।
জনলা চোরে করব কী চোরি ॥ ৮।
পুরবাপরে নাগরকাঁ বোল।
দূতী মতি পাওল গএ ওল ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। সোলহ—ষোড়শ। মহ—মাঝে।

১-২। ষোড়শ সহস্র গোপীর মধ্যে রাণীকে (রাধা) আনিয়া পাট মহিষী করিবে।

৩। পঠওলন্হি—পাঠাইলেন। অতিরেক—অতিরিক্ত।

৪। উচিতহু—ন্যায়সঙ্গতও।

৩-৪। যত অতিরিক্ত (বাড়াইয়া) বলিয়া পাঠাইলেন উচিত মতও তাঁহার বিবেচনা রহিল না (যে সকল কথা বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করা দূরে থাকুক যে টুকু করা উচিত তাহাও করেন নাই)।

৫। পরোখ—পরোক্ষ।

৫-৬। সজনি, কানাইয়ের পরোক্ষে কি কহিব, বড় লোকের দোষ হইলেও (কিছু) বলিতে নাই।

৭। নিত—নীতি, ভাল।

৮। জনলা—জানা।

৭-৮। এখন যদি আমার সুবুদ্ধি হরণ হইল, জানা চোরের চুরীতে কি করিব (মাধব এইরূপ করিয়া থাকে জানি, তাহার কি করিব)?

৯। পুরবাপর—পূর্ব্বাপর।

১০। পাওল গএ ওল—গিয়া সীমা পাইল, শেষ হইল।

৯-১০। পূর্ব্বাপর নাগরের কথায় দূতীর বুদ্ধি লুপ্ত হইল।

৪২৩

(রাধার উক্তি)

কঞ্চন জোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলব বোলি বঢ়াওল আশ ॥ ২।
তকর মূলে দেল দূধক ধার।
ফলে কিছু ন হেরিয় ঝনঝনি সার ॥ ৪।
জাতি গোয়ালিনি হম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন ॥ ৬।

হাএ হাএ বিহি মোর এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥ ৮।
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল ন হোয় সমান ॥ ১০।

১-২। সুবর্ণজ্যোতি (যুক্ত) কুসুমের বিকাশ (দেখিয়া) রত্ন ফলিবে বলিয়া (মনে) আশা বাড়াইলাম।

৩-৪। তাহার (সেই বৃক্ষের) মূলে দুধের ধারা দিলাম (দুগ্ধ সিঞ্চন করিলাম); ফলে কিছুই দেখি না, (কেবল) ঝনমনি সার।

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং বিকাশিতং।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্তু ঝন্‌ঝনায়তে॥
(পূর্ব্ব সঙ্কলনাদিতে উদ্ধৃত)।

৫-৬। আমি জাতিতে গোয়ালিনী (ও) বুদ্ধিশূন্য (গোপ জাতি অত্যন্ত নির্ব্বোধ এই বিশ্বাস পশ্চিম দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; গোয়ালা শব্দ হইতে গোঁয়ার শব্দ হইয়াছে; গোঁয়ার শব্দের মৌলিক অর্থ মূর্খ)। মন্দ লোকের (কুজনক) প্রীতি মরণ অধীন (ক্ষণস্থায়ী, যে প্রীতির শীঘ্রই মৃত্যু হয়)। (আমি জাতিতে গোয়ালিনী, সুতরাং অল্পবুদ্ধি, সেই জন্য মাধব যে কুজন ও তাহার প্রেম ক্ষণস্থায়ী তাহা জানিতে পারি নাই)।

৮। লাভের জন্য (লাভের লোভে) মূল (ধন) ডুবিয়া গেল।

৯-১০। বিদ্যাপতি এই অনুমান করে, কুকুরের লাঙ্গুল সমান হয় না (যাহার স্বভাব ক্রূর তাহাকে সরল করা যায় না)।

৪২৪

(রাধার উক্তি)

প্রথমক আদরেঁ পুলক ভেল জত
ন গুনল দাহিন বামে।
মধুর বচন মধু ভরমহি পীউল
বিষ সম ভেল পরিনামে ॥ ২।
কতনে মনোরথে অছলহু সুন্দরি
নাগর ভমর হমারে।
জাবে পাব রস তাবে রহএ বস
বিনু দোসে কর পরিহারে ॥ ৪।
রভসক অবসর কী নহি অঙ্গিরএ
কত ন করএ পরবন্ধে।
অবসর বেরি হেরি নহি হেরএ
ফলে জানিঅ সবে ধন্ধে ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। দাহিন বামে—শুভাশুভ।

১-২। প্রথম আদরে যত আনন্দ হইল শুভাশুভ গণনা করিলাম না, মধুর বচন মধু ভ্রমে পান করিলাম, বিষতুল্য পরিণাম হইল।

৩-৪। হে সুন্দরি, ভ্রমর নাগরের সম্বন্ধে আমার কত মনোরথ ছিল! যাবৎ রস পায় তাবৎ বশে থাকে (তাহার পর) বিনা দোষে পরিহার করে।

৫। অঙ্গিরএ—অঙ্গীকার করে। পরবন্ধে—প্রবন্ধ, পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ বাক্য সমূহ।

৫-৬। আনন্দের সময় কি না অঙ্গীকার করে, কত না সাকাঙ্ক্ষ বাক্যসমূহ বলে, (অন্য) অবসরের সময় দেখিয়াও দেখে না, ফলে সকল সংশয় জানা যায় (শেষে আর কোন সংশয় থাকে না)।

৪২৫

(রাধার উক্তি)

বুঝহি ন পারল কপটক দীস।
অমিয় ভরমে খাএল হম বীস ॥ ২।
অবে পরতীতি করত জহু কোএ।
সামর নহি সরলাসয় হোএ ॥ ৪।

এ সখি কী পরসংসহ কাহু।
বচন সুধা সম হৃদয় পখান ॥ ৬।
মোহন জাল মদন সরে ভোলি।
আরতি কী ন পঠওলহিং বোলি ॥ ৮।
বোলহিক ভল সখি মাধব নাম।
বড় বোল ছড় পরজন্তক ঠাম ॥ ১০।
অনুভবি দূর কএল অনুবন্ধ।
ভুগুতল কুসুম ভমর অনুসন্ধ ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি তোহেঁ সখি ভোরি।
চেতন হাথ কহাঁ রহ চোরি ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। কপটক—কপটের। দীস—উদ্দেশ্য।

২। খাএল—খাইলাম। বীস—বিষ।

১-২। কপটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, অমৃত ভ্রমে আমি বিষ খাইলাম।

৩। অবে—এখন। পরতীতি—প্রতীতি। দহু—কি। কোয়—কেহ।

৪। সামর—শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি। সরলা-সয়—সরল চিত্ত।

৩-৪। এখন কি কেহ প্রতীতি করিবে? কালো কখন সরলচিত্ত হয় না।

৫। কী—কেন, কি। পরসংসহ—প্রশংসা করিতেছ।

৬। পখান—পাষাণ।

৫-৬। হে সখি, কানাইয়ের কেন প্রশংসা করিতেছ, বচন সুধা সম, হৃদয় পাষাণ।

৭। মোহন—মুগ্ধ। ভোলি—কম্পিত, চঞ্চল।

৮। আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগের সময়। পঠওলহি—পাঠাইলেন। বোলি—বলিয়া, কথা।

৭-৮। মদনের শরে চঞ্চল (আমি) মুগ্ধের ন্যায় জালবদ্ধ, অনুরাগের সময় কি না বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন?

৯-১০। সখি, মাধব নাম বলিতেই ভাল, মহৎ ব্যক্তি কি পরিণামের সময় (শেষ কালে) কথা (প্রতিশ্রুতি) ত্যাগ করে?

১১। অনুভবি—অনুভব করিয়া।

১২। ভুগুতল—ভুক্ত। অনুসন্ধ—অনুসন্ধান করে।

১১-১২। অনুভব করিয়া অনুবন্ধ দূর করিল, ভুক্ত কুসুমকে কি ভ্রমর অনুসন্ধান করে।

১৩। ভোরি—ভোলা, বিহ্বল।

১৪। চেতন—চতুর। হাথ—হাত, নিকট। কহাঁ—কোথায়।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি (সখীকে) কহিতেছে, তোর সখী মূঢ়া, চতুরের নিকট চুরী কোথায় থাকে (চতুরের নিকট কেমন করিয়া গোপন করিবে)?

৪২৬

(রাধার উক্তি)

চানন ভরম সেবলি হম সজনি
পূরত সকল মনকাম।
কন্তুক দরশ পরশ ভেল সজনি
সীমর ভেল পরিনাম ॥ ২।
একহি নগর বসু মাধব সজনি
পরভাবিনি বস ভেল।
হম ধনি এহন কলাবতি সজনি
গুন গৌরব দূর গেল ॥ ৪।
অভিনব এক কমল ফুল সজনি
দোনা নিমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখায়ল সজনি
রসময় ফুলল নেবার ॥ ৬।
বিধিবস আজ আয়ল ছথি সজনি
এত দিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনি
মোর মন নহি পতিয়ায় ॥ ৮।

ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনি
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠি বধাব করু মন ভরি সজনি
আজ আওত ঘর নাহ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। চানন—চন্দন (বৃক্ষ)। ভরম—ভ্রম। সেবলি—সেবা করিলাম। মনকাম—মনস্কাম।

২। কন্তক—কান্তের। সীমর—শিমুল গাছ।

১-২। সজনি চন্দন বৃক্ষ ভ্রমে আমি সেবা করিয়াছিলাম, (মনে করিয়াছিলাম) সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। কান্তের দর্শন স্পর্শন হইল, পরিণামে শাল্মলী বৃক্ষ হইল। (চন্দন ভ্রমে আমি তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি কণ্টকপূর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ)।

৩। বসু—বাস করিয়া। পরভাবিনি—অপর রমণী।

৩-৪। একই নগরে বাস করিয়া মাধব পরনারীর বশীভূত হইল, আমি এমন কলাবতী রমণী (আমার) গুণগৌরব দূর হইল। (আমি এমন সুন্দরী ও কলাবতী তথাপি মাধবকে বশ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে আমার সাক্ষাতেই এই নগরেই অন্য নারীর বশীভূত হইল)।

৫। দোনা—দোনা, পাতার ঠোঙ্গা। নিমক—নিমের। ডার—নিক্ষেপ।

৬। ওতহি—সেই খানেই। রসময়—রসযুক্ত। ফুলল—প্রস্ফুটিত হইল। নেবার—নীবার ধান্য।

৫-৬। একটী অভিনব কমলকে (আমাকে) নিমপত্রের ঠোঙ্গায় নিক্ষেপ করিল; সে ফুল সেখানেই শুকাইল, নীবার কুসুম (পররমণী) (তাঁহার চক্ষে) সরস ও প্রস্ফুটিত হইল। (আমি নবপ্রস্ফুটিত কমল তুল্য রূপবতী ও গুণবতী, তথাপি আমাকে অবহেলা করিয়া, আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া প্রিয়তম রূপগুণবর্জ্জিতা অপর রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার চক্ষে সেই পরম রূপবতী ও গুণবতী)।

৭। আয়ল ছথি—আসিয়াছে। গমায়—কাটাইয়া।

৮। পতিয়ায়—বিশ্বাস করে।

৭-৮। এত দিন সেখানে যাপন করিয়া আজ বিধিবশে এখানে আসিয়াছে; আমার মনে (তাহার) প্রতি বিশ্বাস হয় না, কেমন করিয়া (তাহার সহিত) সঙ্গত হইব?

৯। গুনসাহ—গুণরাজ।

১০। বধাব—বধাই, আনন্দ প্রকাশ।

৯-১০। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, সজনি, উচিত সময়ে গুণরাজ আসিতেছে। সজনি, উঠিয়া মন ভরিয়া আনন্দ প্রকাশ কর, আজ নাথ ঘরে আসিবে।

৪২৭

(রাধার উক্তি)

সখি হে ন বোল বচন আন।
ভল ভল হম অলপে চিহ্নল
যৈসন কুটিল কান॥ ২।
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখল গুড়।
কনয় কলস বিখে পূরল
উপর দূধক পূর॥ ৪।
কানু সে সুজন হম দুরজন
তকর বচনে যাব।
হৃদয় মুখে এক সমতুল
কোটিকে গোটেক পাব॥ ৬।
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বান।
কানুক বচন ঐসন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ৮।

১। ন বোল বচন আন—অন্য কথা (আর কিছু) বলিও না, আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিও না। মিথিলার পাঠ, নই বোল বচত প্রাণ—কথায় প্রাণ বাঁচে না।

২। ভালয় ভালয় আমি অল্পে চিনিলাম যেমন কুটিল কানাই।

৩-৪। কঠিন কাঠের (মাধবের হৃদয়ের) উপরে গুড় মাখাইয়া (মুখে মিষ্ট কথা কহিয়া) মোয়া করিল (খাইতে গেলেই দাঁতে লাগে); সুবর্ণ কলস (মাধবের রূপ) বিষে পুরিয়া (মাধবের হৃদয়) উপরে দুধের পূর (মুখের কথা) দিয়া রাখিল।

৫। যাব—যায়, যাউক। কানাই সুজন আমি দুর্জ্জন তাহার বচন যাউক (সে আপনাকে ভাল, আমাকে মন্দ বলে) তাহাই হউক।

৬। কোটিকে—কোটিতে। গোটেক—(গোট, গোটি, হিন্দী শব্দ) একটী। হৃদয় মুখে এক সমান কোটিতে একটি পাই।

৭। যে ফুল ত্যাগ করে, সেই ফুলেই পূজা করে, সেই ফুলেরই বাণ ধারণ করে।

৪১৮

(রাধার উক্তি)

সজনী অপদ ন মোহি পরবোধ।
তোড়ি জোড়িঅ জাঁহা গেঁঠে পএ পড় তাঁহা
তেজ তম পরম বিরোধ॥ ২।
সলিল সিনেহ সহজ থিক সীতল
ই জানএ সবে কোই।
সে জদি তপত কএ জতনে জুড়াইঅ
তইঅও বিরত রস হোই॥ ৪।
গেল সহজ হে কি রিতি উপজাইঅ
কুলসসি নীলী রঙ্গ।
অনুভবি পুনু অনুভবএ অচেতন
পড়এ হুতাস পতঙ্গ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অপদ—অস্থানে, অনুচিত প্রস্তাবে। পরবোধ—প্রবোধ। ২। তোড়ি—ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া। জোড়িঅ—জোড়া যায়। জাঁহা—যেখানে। গেঁঠে—গ্রন্থি, গাঁইট।

১-২। সজনি, অনুচিত প্রস্তাবে আমাকে প্রবোধ দিও না। যেখানে ছিঁড়িয়া জোড়া দেওয়া যায় সেখানে গ্রন্থি পড়িয়া যায়, আলোক ও অন্ধকারে পরম বিরোধ।

৩। সিনেহ—স্নেহ, তৈল। ৪। জুড়াইঅ—জোড়া দেওয়া যায়, মিশ্রিত করা যায়। তইঅও—তথাপি।

৩-৪। সলিল ও তৈল স্বভাবতঃ শীতল, ইহা সকলে জানে। তাহাদিগকে তপ্ত করিয়া যদি যত্নপূর্ব্বক মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলেও বিরতরস হয় (মেশে না)।

৫-৬। কুলশশীতে (কুল রূপ চন্দ্রে) নীল (কৃষ্ণ) বর্ণ লাগিলে (কুলে কলঙ্ক হইলে) অতীত স্বাভাবিক (বর্ণ) কেমন করিয়া উৎপন্ন করা যায় (একবার কলঙ্কিত হইলে কি কুলের নির্ম্মলতা আর ফিরিয়া আসে)? অসাবধান (ব্যক্তি) অনুভব করিয়া আবার অনুভব করে, পতঙ্গ হুতাশনে পড়ে (যেমন পতঙ্গ অগ্নিশিখার উত্তাপ অনুভব করিয়াও আবার সেই শিখায় পড়ে সেইরূপ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি একবার যাতনা অনুভব করিয়াও আবার সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়)।

৪১৯

(রাধার উক্তি)

পহিলহি কয়লহ হৃদয়ক হার।
বোলিতহ তোঁহে মোরি জিবন অধার॥ ২

অইসনেও হঠে বিঘটওলহ পেম।
জইসন চতরিআ হাথক হেম ॥ ৪।
এ সখি হরি সঞো সিনেহ বঢ়াএ।
জত অনুসএ তত কহহি ন জাএ ॥ ৬।
দুরজনি দূতী তহ ই ভেল।
অপদহি গিরি সম গৌরব গেল ॥ ৮।
অবে কি কহব মতি দূষণ মোর।
চিহ্নল চটাইল বোলি পরোর ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। প্রথমেই (আমাকে) হৃদয়ের হার করিল, বলিত, "তুমি আমার জীবন আধার।"

৩। অইসনেও—এমনও। হঠে—বলপূর্ব্বক। বিঘটওলহ—প্রতিবন্ধ করিল।

৪। চতরিআ—চতুর, শঠ।

৩-৪। এমন প্রেমেও বলপূর্ব্বক প্রতিবন্ধ করিল যেমন শঠের কর্ত্তৃক হাতের স্বর্ণ (অপহৃত হয়)।

৫। বঢ়াএ—বাড়াইয়া।

৬। অনুসএ—অনুশয়।

৫-৬। হে সখি, হরির সহিত স্নেহ বাড়াইয়া যত অনুতাপ (হইল) তাহা কহা যায় না।

৭। দুরজনি—দুর্জ্জনী, খল। তহ—হইতে।

৮। অপদহি—অস্থানে।

৭-৮। খল দূতী হইতে ইহা হইল, অস্থানে পর্ব্বততুল্য গৌরব গেল।

৯। মতি দূষণ—বুদ্ধির দোষ।

১০। চটাইল—তেলাকুচা ফল। পরোর—পরওয়র (হিন্দী) পটল।

৯-১০। এখন কি কহিব, আমারই বুদ্ধির দোষে তেলাকুচা ফলকে পটল বলিয়া চিনিলাম।

৪৩০

(রাধার উক্তি)

পরিমল লোভে ধাওল
পাওল নহি পাস।
মধুসিন্ধু বিন্দু ন দেখল
অব জন উপহাস ॥ ২।
অব সখি ভমরা ভেল পরবশ
কেহো ন করয় বিচার।
ভলে ভলে বুঝল অলপে চীহ্নল
হিয়া তসু কুলিশক সার ॥ ৪।
কমলিনী এড়ি কেতকী
গেলা বহু সৌরভ হেরি।
কণ্টকে পিড়ল কলেবর
মুখ মাখল ধূরি ॥ ৬।
ভিন ভিন অনুভবি আবথু
জনি পাবথু খেদ।
এক রস পুরুষ বুঝল নহি
গুণ দূষণ ভেদ ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন গুনমতি
রস বুঝহ রসমন্তা।
রাজা শিবসিংহ সব গুণ গাহক
রাণি লখিমা দেবি কন্তা ॥১০।

১-২। পরিমলের লোভে ধাবমান হইলাম, নিকটে যাইতে পারিলাম না। মধুসিন্ধুতে একবিন্দুও (মধু) দেখিলাম না, এখন লোকের উপহাস (রহিল)।

৩-৪। সখি, এখন ভ্রমর (মাধব) পরবশ হইল, কোন বিচার করে না (আমার যাতনা হইবে মনে করিয়া বিরত হয় না); ভাল ভালয় বুঝিলাম, অল্পে চিনিলাম তাহার হৃদয় বজ্রসার।

৫-৬। কমলিনীকে (আমাকে) এড়িয়া (ঘৃণা পূর্ব্বক পরিহার করিয়া) কেতকীর বহু সৌরভ হেরিয়া

(তাহার নিকট) গেল; কণ্টকে কলেবর পীড়িত হইল, মুখে ধূলি মাখিল।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্ম ভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত মধুপঃ পুষ্প মধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতকুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্ন পক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥

ভ্রমরাষ্টক।

৭-৮। ভিন্ন রূপ অনুভব করিয়া (নূতন সুখের আশায়) ভিন্নের (অপর রমণীর) নিকট যায় (আসে) যেন দুঃখ পায় (যাহাতে অনুরক্ত ছিল তাহার নিকট থাকিতে যেন ক্লেশ হয়); দোষ আর গুণের যে প্রভেদ পুরুষ (সেই) এক রস বুঝিল না।

৯। রস বুঝহ রসমন্তা—রসবান (রসজ্ঞ) ব্যক্তি রস বুঝে।

১০। সব গুণ গাহক—সকল গুণ গ্রাহক। কন্তা—কান্ত।

৪৩১

(রাধার উক্তি)

মালতি মধু মধুকর কর পান।
সুপুরুষ জএো হো গুনক নিধান॥ ২।
অবুঝ ন বুঝএ ভলাহু বোল মন্দ।
ভেক ন পিবএ কুসুম মকরন্দ॥ ৪।
এ সখি কি কহব অপনুক দন্দ।
সপনেহুঁ জনু হো কুপুরুষ সঙ্গ॥ ৬।
দুধে পটাইঅ সীচীঅ নীত।
সহজ ন তেজ করইলা তীত॥ ৮।
কতে জতনে উপজাইঅ গুন।
কহল ন বুঝএ হৃদয়ক সূন॥ ১০।
মন্দা রতন ভেদ নহি জান।
মন্দা বান্দর মুহ ন সোভএ পান॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। মধুকর মালতীর মধু পান করে, যদি গুণনিধান হয় (তবেই) সুপুরুষ।

৩-৪। অবুঝ বুঝে না, ভালকেও মন্দ বলে, ভেক কুসুমের মকরন্দ পান করে না।

গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনি পরিতোষঃ।
অলিরেতি বনাৎকমলং নহি ভেকস্ত্বেক বাসোপি॥

হিতোপদেশ।

দূরাদ্ধাবতী পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ।
ভেকস্তত্র হি জানাতি তাম্মূর্দ্ধি পাদমুৎস্যজেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

৫-৬। হে সখি, আপনার বিষাদ (দ্বন্দ) কি কহিব, স্বপ্নেও যেন কুপুরুষের সঙ্গ না হয়।

৭। পটাইঅ—পাট কর। সীচীয়—সিঞ্চন কর। নীত—নিত্য। ৮। সহজ—স্বভাব। করইলা—করেলা।

৭-৮। (যদি) নিত্য দুগ্ধ সিঞ্চন করিয়া পাট কর (তথাপি) করেলা স্বভাবতিক্ততা ত্যাগ করে না।

৯। উপজাইঅ—উৎপন্ন কর। ১০। হৃদয়ক সূন—হৃদয়হীন।

৯-১০। কতই যত্ন পূর্ব্বক গুণ উৎপাদন কর, হৃদয়শূন্য ব্যক্তি কথা বুঝে না।

১১-১২। মন্দ ব্যক্তি রত্নভেদ জানে না, মন্দ-স্বভাব বানরের মুখে পান শোভা পায় না।

৪৩২

(রাধার উক্তি)

জলধি মাগএ রতন ভঁডার।
চাঁদ অমিঅ দে সগর সংসার॥ ২।
নাগর জে হোঅ কি করত চাহি।
জকরা জে রহ সে দে তাহি॥ ৪।
সাজনি কি কহব আপন গেআঁন।
পর অনুরোধে কতএ রহ মান॥ ৬।

বিন্দু পওলে তকরাহু দুর জাএ।
দুহু দিস পএ অনুতাপ জনাএ ॥ ৮।
পওলে অমর হোএ দন্ত কোএ।
কাঠ কঠিন কুলিসহু সত হোএ ॥ ১০।
নেপালের পুঁথি।

১-২। সমুদ্রের নিকট রত্নভাণ্ডার প্রার্থনা করে। চাঁদ সমস্ত সংসারে অমৃত দেয়।

৩-৪। যে নাগর হয় তাহার নিকট চাহিয়া কি হইবে? যাহার যাহা থাকে সে তাহাই দেয়।

৫-৬। সজনি, আপনার জ্ঞানের কথা কি কহিব, পরকে অনুরোধ করিলে মান কোথায় থাকে?

৭-৮। না পাইলে তাহারও দূরে যায় (আরও মান হানি হয়), দুই দিক হইতে অনুতাপ জানায় (পাইতে হয়)।

৯-১০। পাইলে (প্রার্থনা করিয়া পাইলে) কেহ কি অমর হয়? কাষ্ঠের (ন্যায়) শত বজ্রের (ন্যায়) (হৃদয়) কঠিন হয়।

৪৩৩

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি পামর বোল।
পাথর ভাসল তল গেল সোল ॥ ২।
ছেদি চম্পক চন্দন রসাল।
রোপল সিমর জিবন্তি মন্দাল ॥ ৪।
গুনবতি পরিহরি কুজুবতি সঙ্গ।
হিরা হিরন তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ ॥ ৬।
পণ্ডিত গুনি জন দুখ অপার।
অছয় পরম সুখ মূঢ় গমার ॥ ৮।
গিরিহি নিবিহিত রাঙ্ক পরবীন।
চোর উজোরল সাধু মলীন ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ বিহি অনুবন্ধ।
সুনইতে গুনি জন মন রহু ধন্ধ ॥ ১২।
কীর্ত্তনানন্দ।

১। বোল—কথা। ২। সোল—সোলা।

১-২। সখি, পামরের কথা কি কহিব, পাথর ভাসিল, সোলা তলাইয়া গেল।

৪। জিবন্তি—জিয়ন্তী গাছ। মন্দাল—মন্দ, গুণহীন।

ছেদশ্চন্দনচূত চম্পক বনে রক্ষা করীরদ্রুমে
হিংসা হংসময়ূর কোকিল কুলে কাকেষু লীলারতিঃ।
নীতিরত্ন।

৬। হিরণ—হিরণ্য, স্বর্ণ।

৯। গিরিহি—গৃহী। নিবিহিত—বিবেকশূন্য। রাঙ্ক—দরিদ্র। পরবীন—প্রবীণ। গৃহস্থ বিবেক-শূন্য, দরিদ্র প্রবীণ হইল।

১০। চোর উজ্জ্বল (যশপূর্ণ) হইল, সাধু ম্লানযশ হইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, বিধাতার অনুবন্ধ শুনিয়া গুণী ব্যক্তিরা সংশয়চিত্ত হইয়া থাকে।

৪৩৪

(রাধার উক্তি)

দহো দিস সুনসন অধিক পিআসল
ভরমৈতে বুল সভ ঠামে।
ভাগ বিহিন জন আদর নহি লহ
অনুভব ধনি জন ঠামে ॥ ২।
হে সাজনি জমু লেহে ভমিকরি নামে।
বিধিহিক দোখ সন্তোখ উচিত থিক
জগত বিদিত পরিণামে ॥ ৪।
আতপেঁ তাপিত সীতল জানিকহু
সেওল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূর গেল
কএল দবানলে দাহে ॥ ৬।
কতে দুখে আজ সমুদ্র তির পাওল
সগরেও জলে ভেল ছারে।

এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সুন—শূন্য। সন—তুল্য, প্রায়। পিআসল—পিপাসিত। ভরমৈতে—ভ্রমিত, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

২। লহ—লয়, পায়।

১-২। দশ দিক শূন্যপ্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অধিক পিপাসিত হইল। ভাগ্য-হীন জন ধনী ব্যক্তির নিকটে আদর অনুভব করে (প্রাপ্ত হয়) না।

৩। ভমিকরি—ভ্রমণকারী।

৩-৪। হে সজনি, ভ্রমণকারীর নাম লইও না, বিধির দোষে সন্তোষই উচিত হয়, জগতে এই পরিণাম বিদিত।

৫। জানিকহু—জানিয়া। সেওল—সেবা করিলাম।

৫-৬। আতপে তাপিত হইয়া শীতল জানিয়া মলয় গিরির ছায়া সেবন করিলাম। আমার এমনি কর্ম্ম (অদৃষ্ট) সেও দূরে গেল, দাবানল দগ্ধ করিল।

৭। সগরেও—সমুদয়। ছারে—ক্ষার, লবণাক্ত।

৮। অবসর—সময়।

৭-৮। কত দুঃখে আজ সমুদ্র তীর প্রাপ্ত হইলাম, সমুদয় জল লবণাক্ত হইল। সুকবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, এমন সময় ধৈর্য্যে হিত হয়।

৪৩৫

(রাধার উক্তি)

নাগর হো সে হেরিতহি জান।
চৌসটি কলাক জাহি গেঞান ॥ ২।
সরূপ নিরূপিঅ কএ অনুবন্ধ।
কাঠেও রস দে নানা বন্ধ ॥ ৪।
কেও বোল মাধব কেও বোল কান্হ।
মঞে অনুমাপল নিছছ পখান ॥ ৬।
বরসহু দাদস তুঅ অনুরাগ।
দূতী তহ তকরা মন জাগ ॥ ৮।
কতএক হমে ধনি কতএ গোআলা।
জল থল কুসুম কৈসন হোঅ মালা ॥ ১০।
পবন নহি সহএ দীপক জোতি।
ছুইলে কাচ মলিন হোঅ মোতি ॥ ১২।
ঈ সবে কহিকহু কহিহহ সেবা।
অবসর পাএ উতর হমে দেবা ॥ ১৪।
পরধন লোভ করএ সব কোই।
করিঅ পেম জঞো আইতি হোই ॥ ১৬।
নাগরি জনকে বহুল বিলাস।
ককেল্ড বচনে রাখি গেলি আস ॥ ১৮।

নেপালের পুঁথি।

১-২। নাগর হয় তাহাকে দেখিতেই জানা যায়, যাহার চৌষট্টি কলার জ্ঞান (আছে)।

৩-৪। চেষ্টা করিয়া সত্য নিরূপণ করিতে হয়, নানা উপায় করিলে কাষ্ঠও রস দেয়।

৬। অনুমাপল—অনুমান করিলাম। নিছছ—নিছক, সম্পূর্ণ।

৫-৬। কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি অনুমান করিলাম সম্পূর্ণ পাষাণ।

৭-৮। (রাধা দূতীকে শিক্ষা দিতেছেন যেন এই কথা মাধবকে বলে) দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতে তোর অনুরাগ দূতী হইতে (দূতীর কথায়) তাহার (রাধার) মনে জাগিতেছে।

৯-১০। কোথায় আমি ধনী, কোথায় গোপ (গয়লা, মাধব), জলের কুসুম ও স্থলের কুসুমে কেমন মালা হয়?

১১-১২। দীপের জ্যোতি পবন সহে না, কাচ স্পর্শ করিলে মুক্তা মলিন হয়।

১৩। সেবা—নমস্কার, প্রণাম।

১৩-১৪। এই সকল কহিয়া (আমার) প্রণাম কহিবে, অবসর পাইয়া আমায় উত্তর দিবে।

১৬। আইতি—আয়ত্ত।

১৫-১৬। পরধনে সকলে লোভ করে, যদি আয়ত্ত হয় (তাহা হইলে) প্রেম করে।

১৭-১৮। বহু নাগরীর সহিত বিলাস করিতেছে, কথায় কেন আশা দিয়া গেল?

৪৩৬

(রাধার উক্তি)

কবহু রসিক সএো দরসন হোয় জনু
দরসনে হোয় জনু নেহ।
নেহ বিছোহ জনু কাহুক উপজয়
বিছোহ ধরয় জনু দেহ॥ ২।
সজনি দূর কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজইত পেমক অঙ্কুর
দারুণ বিধি দেল ভঙ্গ॥ ৪।
যবহু দৈব দোষ উপজয় পেম
রসিক সএে জনু হোয়।
কানু সে গোপতে নেহ করি অব এক
সবহু শিখাওল মোয়॥ ৬।
এহন ঔখধ সখি কঁহা নহি পাইয়
জনি যৌবন জরি যাব।
অসমঞ্জস রস সহয় ন পারিয়
ইহ কবিশেখর গাব॥ ৮।

পদকল্পতরু।

১। কবহু—কখনও। জনু—না। নেহ—স্নেহ।

২। বিছোহ—বিচ্ছেদ। কাহুক—কাহারও। উপজয়—উৎপন্ন হয়। স্নেহে কাহারও যেন বিচ্ছেদ না উৎপন্ন হয়, বিচ্ছেদে যেন দেহ ধারণ না করে।

৩। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

৪। দেল ভঙ্গ—ভাঙ্গিয়া দিল।

৫। যখন দৈবদোষে প্রেম উৎপন্ন হয়, রসিকের সঙ্গে যেন না হয়।

৬। কানাই একবার গুপ্ত প্রেম করিয়া এখন আমাকে সব শিখাইল।

৭। পাইয়—পাই। জরি—জলিয়া, পুড়িয়া।

৮। অসমঞ্জস—অযুক্ত, যাহাতে সামঞ্জস্য নাই।

৭-৮। সখি, এমন ঔষধ কোথাও পাই না যেন (যাহাতে) যৌবন পুড়িয়া যায়, কবিশেখর গায়, অযুক্ত রস (কুজনের প্রেম) সহ্য করা যায় না।

৪৩৭

(রাধার উক্তি)

জনম হোঅএ জনি জএো পুনু হোই।
জুবতী ভএ জনমএ জনু কোই॥ ২।
হোইহ জুবতি জনু হো রসমন্তি।
রসও বুঝএ জনু হো কুলমন্তি॥ ৪।
ই ধন মাগএো বিহি এক পএ তোহি।
থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি॥ ৬।
মিলি সামি নাগর রসধার।
পরবস জনু হোঅ হমর পিয়ার॥ ৮।
হোইহ পরবস বুঝিহ বিচারি।
পাএ বিচার হার কএোন নারি॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।
দন্দ সুমুদ হোএত জীব দয় পার॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। জন্ম হইয়া যদি আবার (জন্ম) হয়, যুবতী হইয়া যেন কেহ জন্ম গ্রহণ করে না।

৩। রসমন্তি—রসবতী।

৪। কুলমন্তি—কুলবতী।

৩-৪। যুবতী হইয়া যেন রসবতী হয় না, রস বুঝিয়া যেন কুলবতী হয় না।

৫-৬। বিধাতঃ, তোর নিকট এক মাত্র এই ধন প্রার্থনা করি অবসানে (শেষাবস্থায়) যেন স্থিরতা দিবে।

৭। রসধার—রসাধার।

৮। পিয়ার—প্রিয়।

৭-৮। স্বামী (বল্লভ) যেন নাগর ও রসাধার হয়, আমার প্রিয় যেন পরবশ না হয়।

৯-১০। পরবশ হইলে (কি আর) বিচার করিয়া বুঝিবে? হার পাইয়া কোন নারী বিচার করে?

১১। পরকার—প্রকার, উপায়।

১২। দন্দ—দ্বন্দ্ব, কলহ। সুমুদ—সমুদ্র। জিব দয়—প্রাণ দিয়া।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উপায় আছে, প্রাণ দিয়া কলহ সমুদ্র পার হইবে।

৪৩৮

(রাধার উক্তি)

অপথ সপথ কএ কহ কত ফূসি।
খন মোহেঁ তখনে রহত রূসি ॥ ২।
মোএঁ ন জএবে মাই দুজন সঙ্গ।
নহি সরলাসয় সামরঙ্গ ॥ ৪।
অবলোকব নহি তনিক রূপ।
আঁখি অছইতে কইসে খসব কূপ ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কবি রভসে গাব।
মলিক বহারদিন বুঝ ই ভাব ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অপথ—কুপথ, মন্দ কর্ম্ম। সপথ—শপথ। কই—করিয়া। ফূসি—মিথ্যা কথা।

২। মোহেঁ—আমার প্রতি। রূসি—রাগ করিয়া।

১-২। মন্দ কর্ম্ম (গোপন করিবার নিমিত্ত) শপথ করিয়া কত মিথ্যা কহে, (পর) ক্ষণে আবার তখনি আমার প্রতি রাগিয়া রহে (রাগ করে)।

৩। মোএঁ—আমি। মাই—মা, মাগো, ওমা। সঙ্গ—মিলন, সাক্ষাৎ।

৪। সরলাসয়—সরল চিত্ত। সামরঙ্গ—কৃষ্ণবর্ণ।

৩-৪। মা গো, আমি দুর্জ্জনের (সহিত) সাক্ষাৎ করিতে যাইব না, কৃষ্ণবর্ণ (ব্যক্তি) সরলচিত্ত হয় না।

৫। অবলোকব—অবলোকন করিব। তনিক—তাহার।

৬। অছইতে—থাকিতে। কইসে—কেমন করিয়া। খসব—পড়িব।

৫-৬। তাহার রূপ অবলোকন করিব না, চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া কূপে পতিত হইব?

৭। রভস—কৌতুক। গাব—গায়।

৮। মলিক বহারদিন—মল্লিক (মলিক্) বহার দীন, দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান গায়ক ছিলেন। বিদ্যাপতির সহিত দিল্লীতে ইহাঁর পরিচয় হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি আনন্দে গায়, মল্লিক বহারদীন এই ভাব বুঝেন।

৪৩৯

(রাধার উক্তি)

অপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল
কারণ কিছু নহি ভেলা।
সাখা পলব কুসুমে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা ॥ ২।
সখি হে দুরজন দুরনয় পাএ।
মুর জএো মুড়হি সএো ভাঁগল
অপদহি গেল সুখাএ ॥ ৪।
কুলক ধরম পহিলাহি অলি আএল
কএোনে দেব পলটাএ।
চোর জননি নিজএো মনে মনে ঝাখএো
রোএো বদন ঝপাএ ॥ ৬।

অইসনা দেহ গেহ ন সোহাবএ
বাহর বম জনি আগি।
বিদ্যাপতি কহ অপনহি আউতি
সিরি সিবসিংহ লাগি ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। তরুঅর—তরুবর।

২। বেয়াপল- -ব্যাপিল।

১-২। প্রেম তরুবর আপনি বাড়িল, কিছু কারণ ছিল না (অকারণে); শাখা পল্লব কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে গেল।

৩। দুরজন - দুর্জ্জন। দুরনয়—দুর্ণয়, দুষ্ট নীতি।

৪। মুর—মূল। মূড়হি—মাথাই। অপদহি—অস্থানে। সুখাএ—শুকাইয়া।

৩-৪। হে সখি, দুর্জ্জনের দুর্নীতি পাইয়া (সেই কারণে) যেন মূল শীর্ষের সহিত ভাঙ্গিয়া গেল, অস্থানে (পড়িয়া) শুকাইয়া গেল।

৫। পলটাএ—ফিরাইয়া।

৬। ঝাখএো—শোক করি। রোএো—রোদন করি।

৫-৬। কুলের ধর্ম্মে প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে? চোরের মার মত মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি।

৭। সোহাবএ—শোভা পায়, ভাল লাগে। বম—নিঃসারণ, উদ্গীরণ। আগি—অগ্নি।

৮। আউতি—আসিবে।

৭-৮। এরূপ (এই অবস্থায়) দেহ, গৃহ ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। বিদ্যাপতি কহে, শ্রীশিবসিংহের লাগিয়া আপনি আসিবে (শিবসিংহ তাহাকে আনিয়া দিবেন)।

৪৪০

(দূতীর উক্তি)

গগন মডল দুহুক ভূখণ
একসর উগ চন্দা।
গএ চকোরী অমিয় পীবএ
কুমুদিনি সানন্দা ॥ ২।
মালতি কাঁইএ করিঅ রোস।
একল ভমর বহুত কুসুম
কমল তাহেরি দোস ॥ ৪।
জাতকি কেতকি নবি পদুমিনি
সব সম অনুরাগ।
তাহি অবসর তোহি ন বিসর
এহে তোর বড় ভাগ ॥ ৬।
অভিনব রস রভস পওলে
কওন রহ বিবেক।
ভনে বিদ্যাপতি পরহিত কর
তৈসন হরি পএ এক ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। মডল—ভূমণ্ডল। দুহুক—দুইয়ের। ভূখণ—ভূষণ। একসর—একেশ্বর, একা। উগ—উদয় হইলে।

২। গএ—গিয়া। পীবএ—পান করে।

১-২। গগন (ও) ভূমণ্ডল উভয়ের ভূষণ হইয়া চন্দ্র একা উদয় হয়। চকোরী গিয়া অমৃত পান করে, কুমুদিনী সানন্দিতা হয়।

৩। কাঁইএ—এমন কেন।

৪। কমন—কোন। তাহেরি—তাহার।

৩-৪। মালতি (রাধা) কেন এমন রোষ করিতেছিস্? ভ্রমর একা, কুসুম অনেক (তাহাতে) তাহার কোন দোষ?

৫-৬। জাতকী কেতকী নবীনা পদ্মিনী সকলে (ভ্রমরের) সমান অনুরাগ, তাহাদিগকে পাইয়া

(অবসর, সুযোগ পাইয়া) তোকে ভুলিয়া যায় না ইহাই তোর বড় ভাগ্য।

৭-৮। নূতন আনন্দ রস পাইলে কাহার বিবেক থাকে? বিদ্যাপতি কহে, পরের হিত করে তেমন হরিই একা।

৪৪১

(দূতীর উক্তি)

জলধি সুমেরু দুঅও থিক সার।
সব তহ গণিঅ অধিক বেবহার ॥ ২।
মালতি তোহে জদি অধিক উদাস।
ভমর জাব আবে কমলিনি পাস ॥ ৪।
লাথ করসি কত অবসর পাএ।
দেহরি ন হোঅএ হাথে ঝপাএ ॥ ৬।
কুচ যুগ কঞ্চন কলস সমান।
মুনি জন দরসনে উগএ গেআন ॥ ৮।
তএো বর নাগরি অপনে গূন।
কএোনক দেলে হো বড় পূন ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সমুদ্র ও সুমেরু দুই সার বস্তু, সকলের অপেক্ষা ব্যবহার অধিক গণনা করি (উত্তম ব্যবহার সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

৩-৪। মালতি, তুমি যদি অধিক উপেক্ষা কর, ভ্রমর এখন কমলিনীর নিকট যাইবে।

৫। লাথ—ছলনা।

৬। দেহরি—বহির্দ্বার অথবা দ্বারের চৌকাট।

৫-৬। অবসর পাইয়া কত ছলনা কর, হস্ত দ্বারা দ্বারদেশ ঢাকা যায় না।

৭-৮। কুচযুগল কাঞ্চন কলস সমান, মুনি জন দেখিলেও জ্ঞান উদয় হয় (চঞ্চলচিত্ত হয়)।

৯-১০। তুমি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ নাগরী, কাহাকে (প্রেম) দিলে বড় পুণ্য হয়?

৪৪২

(সখীর উক্তি)

পছা সুনিঅ ভেলি মহাদেই
কনকে নাবে বোকান।
গগন পরসি রহ সমীরন
সূপ ভরি কে আন ॥ ২।
সুন্দরি অবে কী দেখহ দেহ।
বিনু হটবই অরথ বিহুন
জৈসন হাটক গেহ ॥ ৪।
অপথ পথ পরিচয় ভেলে
বসি দিন দুই চারি।
সুরত রস খন একে পাবিঅ
জাব জীব রহ গারি ॥ ৬।

নেপালের পুথি।

১। পছা সুনিঅ—পূর্ব্বশ্রুতি। মহাদেই—মহাদেবী। নাবে—নৌকা। বোকান—বোঝা।

২। সূপ—সূর্প, কুলা।

১-২। মহাদেবি (পাটরাণী), পূর্ব্বে শুনা ছিল (এরূপ পূর্ব্বশ্রুতি আছে) সোনার নৌকা হইতে (রত্নের) বোঝা (লোকে লইয়া আসিত)। সমীরণ আকাশ স্পর্শ করিয়া থাকে, কুলায় ভরিয়া কে আনে?

৩। অবে—এখন। দেহ—দিবে।

৪। হটবই—হট্টপতি, দোকানের মালিক। অরথ—অর্থ, প্রয়োজন। বিহুন—বিহীন। হাটক—স্বর্ণ।

৩-৪। সুন্দরি, এখন কি দেখিতে দিবে? দোকানের মালিক না থাকিলে (গৃহস্বামী না থাকিলে) স্বর্ণগৃহও নিষ্প্রয়োজন হয়।

৫। বসি—থাকে।

৬। পাবিঅ—পায়। জাব জীব—যাবজ্জীবন। গারি—গালি, নিন্দা।

৫-৬। কুপথের পরিচয় হইলে (কুপথগামী হইলে) দুই চার দিন (সেই পথে) থাকে (কিছু

দিন কুকর্ম্ম ভাল লাগে), সুরত রস এক মুহূর্ত্ত পায়, যাবজ্জীবন নিন্দা থাকে।

৪৪৩

(দূতীর উক্তি)

তিন তুল অরু তা তহ ভএ লহু
মানিঅ গরুবি আহি।
অছইতে জে বোল নহী অছএ
সে লহু সবহু চাহি॥ ২।
সাজনি কইসন তোর গেঁয়ান।
জউবন রতন তোর সোআধিন
ককে ন করসি দান॥ ৪।
জাবে সে জউবন তোর সোআধিন
তাবে পরবস হোএ।
জউবন গেলে বিপদ ভেলে
পুছি ন পুছত কোএ॥ ৬।
এহি মহী আধ অথির জীবন
জউবন অলপ কাল।
ইথী জত জত ন বিলসিঅ
সে রহ হৃদয় সাল॥ ৮।
তোর ধন ধনি তোরাহি রহত
নিধন হোএত আন।
দানক ধরম তোরাহি হোএত
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ১০।

তালপত্রের ও নেপালের পুঁথি।

১। তিন—তৃণ। তুল—তুল্য। তা তহ—তাহা অপেক্ষা। লহু—লঘু। মানিঅ—প্রার্থিত, বাঞ্ছিত। গরুবি—গুর্ব্বী (অহঙ্কারের অর্থে)। আহি—হইলি, আছিস্।

২। অছইতে—আছিতে, থাকিতে। বোল—বলে। অছএ—আছে। সবহু—সকলের। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা।

১-২। প্রার্থিত হইয়া (তুই) ভারি হইলি (সে) এখন তৃণ তুল্য (বা) তদপেক্ষা লঘু হইল, (তোকে সে প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনস্কাম হইল তাহাতে সে লঘু হইল তুই ভারি হইলি)। থাকিতে (প্রার্থিত সামগ্রী থাকিতে) যে বলে নাই সে সকলের অপেক্ষা লঘু।

৩। সাজনি—সজনি। গেঁয়ান—জ্ঞান।

৪। সোআধিন—স্বাধীন, নিজের অধীন। ককে—কেন, কি কারণে।

৩-৪। সজনি, এমনি তোর জ্ঞান! যৌবন রত্ন তোর নিজের অধীন, কেন দান করিস্ না?

৫। জাবে—যাবৎ। তাবে—তাবৎ। হোএ—হইবে।

৬। ভেলে—হইলে। পুছত—জিজ্ঞাসা করিবে। কোএ—কেহ।

৫-৬। যাবৎ সে যৌবন তোর নিজের অধীন তাবৎ পর বশীভূত হইবে, যৌবন গেলে বিপদ হইলে কেহ কভু জিজ্ঞাসা করিবে?

৭-৮। এই পৃথিবীতে অর্দ্ধ জীবন অনিশ্চিত, যৌবন অল্পকাল স্থায়ী, ইহাতে যাহারা বিলাস না করে তাহাদের হৃদয়ে শেল থাকে।

৯-১০। ধনি, তোর ধন তোরই থাকিবে, অপরে নির্ধন হইবে (তাহার হৃদয় তুই হরণ করিবি), কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, তোরই দানের ধর্ম্ম হইবে।

৪৪৪

(দূতীর উক্তি)

জহিআ কাহ্ন দেল তোহি আনি।
মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি॥ ২।
আবে দিনে দিনে পেম ভেল থোল।
কএ অপরাধ বোলব কত বোল॥ ৪।
আবে তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ।
হাথক কাকন অরসী কাজ॥ ৬।

পুরুষক চঞ্চল সহজ সোভাব।
কএ মধুপান দহও দিস ধাব ॥ ৮।
একহি বেরি তঞে তুর কর আস।
কূপ ন আবএ পথিকক পাস ॥ ১০।
গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।
বড় কএ কী উপজাওব রঙ্গ ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। জহিআ—যখন।

২। বানি—বান, মূল্য।

১-২। যখন তোকে কানাই আনিয়া দিলাম, মনে হইল যেন (তোর) চতুর্গুণ মূল্য পাইল (বাড়িল)।

৩। থোল—থোড়া, অল্প।

৩-৪। এখন দিনে দিনে প্রেম অল্প (হ্রাস) হইল, অপরাধ করিয়া কত কথা বলিবে?

৫-৬। সুন্দরি, এখন তোর মনে লজ্জা হয় না, হাতের কঙ্কণে কি আরসীর কাজ হয়?

৭-৮। পুরুষের স্বভাব স্বভাবতঃই চঞ্চল, মধু পান করিয়া দশ দিকে ধাবিত হয়।

৯-১০। তুমি একেবারেই আশা ত্যাগ কর (মাধব আসিয়া যে আবার তোমায় সাধ্য সাধনা করিবে সে আশা ত্যাগ কর), কূপ পথিকের নিকট আসে না।

১১-১২। মান গেলে অধিক সঙ্গ (মিলন) হয়, বড় করিয়া (নিজের মান ভঙ্গ না করিয়া নিজেকে বড় করিয়া) কি রঙ্গ উৎপন্ন করাইবে (কি আনন্দ হইবে)?

৪৪৫

(রাধার প্রতি দূতীর উক্তি)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরানি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ ন কহসি বানি ॥ ২।
ঐসন নহ হোয় প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচীত ॥ ৪।
তোহর বিরহে যব তেজব পরান।
তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান ॥ ৬।
কে কহ কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নহি হোয় ॥ ৮।
অব যদি ন মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব ন কহব বাত ॥ ১০।

১। কঠিন পরানি—কঠিন প্রাণ।

২। বিপদে—মাধবের বিপদ। কহসি—কহিস্, কহিতেছিস্।

৪। অবকে—এখন।

৫-৬। তোর বিরহে যখন (মাধব) প্রাণত্যাগ করিবে তখন তুই কাহার সহিত (উপর) মান সাধিবি (করিবি)?

৭। তোয়—তোর।

৮। তুহুঁ—তোর।

৯-১০। এখন যদি মাধবের সহিত মিলিত না হও (মান ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন না হও) তাহা হইলে বিদ্যাপতি (তোমার সহিত) কথা কহিবে না।

৪৪৬

(দূতীর উক্তি)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহুই দিবস সব যাব।
ভল মন্দ দুই সঙ্গ চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥ ২।
সুন্দরি হরিবধে তুহু ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই আন নহি ভাবয়
কাল বিরহ তুয় লাগি ॥ ৪।

বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়
তুয় কুচকুম্ভে নখ দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতি উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥ ৬।
লাখ লাখ নাগরি যে কানু হেরই
সে শুভদিন কএ মান।
তুয় অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

১। দিবস তিল আধ—তিলার্দ্ধ দিবস। বহই—বহিয়া। যাব—যাইবে।

৩। হরিবধের তুই ভাগী হইলি (হরির হত্যা তোকে লাগিবে)।

৪। ভাবয়—অনুরাগী হয়, ভাল লাগে। তোর বিরহরূপ কালের জন্য রাত্রিদিন তাহার আর কিছু ভাল লাগে না।

৫-৬। মাহা—মাঝে, মধ্যে। ডুবইতে আছয়—ডুবিতেছে, ক্রমে ডুবিতেছে। দেই—দিয়া (অনুমতি দিয়া)। উধার—উদ্ধার কর। লেই—লও, লইবে। (গোকুলপতি) বিরহ সিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছে, তুই গুণবতী ধনী, তোর কুচকুম্ভে (তাহাকে) নখ দিতে দিয়া গোকুলপতিকে উদ্ধার কর (এবং) ত্রিভুবন ভরিয়া যশ গ্রহণ কর্। (জলে মগ্নমান ব্যক্তি কুম্ভ পাইলে যেমন তাহার অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় বিরহসমুদ্রে মগ্নমান মাধব সেইরূপ তোমার কুচে নখ দিয়া তাহার অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিবে)।

৭-৮। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে (দিন) কানুকে দেখে সে দিন শুভ করিয়া মানে, কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, তোর অভিমানের জন্য সে আকুল (হইয়াছে)।

৪৪৭

(দূতীর উক্তি)

কত খন বচন বিলাসে।
সুপুরুখ রাখিঅ আশা পাসে ॥ ২।
আবে হমে গেলিহু ফেদাঈ।
অথিরক আতর মধথ লজাঈ ॥ ৪।
বোলি বিসরলহ রামা।
সখি অসবৌলিহে কত কত ঠামা ॥ ৬।
পর বিপতে ন রহ রঙ্গে।
কুসুমিত কানন মধুকর সঙ্গে ॥ ৮।
সময় খেপসি কতি ভাঁতী।
বড়ি ছোটি ভেলি মধুমাসক রাতী ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। বচন বিলাসে সুপুরুষকে কত ক্ষণ আশা পাশে রাখিব?

৩। ফেদাঈ—তাড়িত।

৪। আতর—অন্তর, চিত্ত।

৩-৪। এখন আমি তাড়িত হইলাম, অস্থিরচিত্তের (কার্য্যে) মধ্যস্থ লজ্জা পায়।

৫। বিসরলহ—ভুলিলে।

৬। অসবৌলি—বুঝাইল।

৫-৬। রামা, কথা (প্রতিশ্রুতি) বিস্মৃত হইলে, সখি কত কত স্থানে (কতবার) বুঝাইল।

৭-৮। পরের বিপত্তিতে রঙ্গ (আনন্দ) নাই, কুসুমিত কাননেই মধুকরের সঙ্গ (সমাগম) হয়।

৯। খেপসি—ক্ষেপণ করিতেছ। ভাঁতী—রূপ, প্রকার।

১০। মধুমাসক—চৈত্র মাসের।

৯-১০। কিরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছ? চৈত্র মাসের রাত্রি অত্যন্ত ছোট হইল।

৪৪৮

(দূতীর উক্তি)

কমল ভমর জগ অছএ অনেক।
সব তহ সে বড় জাহি বিবেক ॥ ২।
মানিনি তোরিত কর অভিসার।
অবসর থোড়েহু বহুত উপকার ॥ ৪।

মধু নহি দেলহ রহলি কী খাগি।
সে সম্পতি যে পরহিত লাগি ॥ ৬।
অপুজ্জিত লএ তুলনা তুঅ দেল।
জাব জীব অনুতাপক ভেল ॥ ৮।
তোঞে নহি মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভলেও মন্দ হো মন্দা সমাজ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।
নিঅ ক্ষতি বিনু পরহিত নহি হোএ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

পার্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।

১। অছএ—আছে।

২। তহ—হইতে। যাহি—যাহার।

১-২। জগতে কমল ও ভ্রমর অনেক আছে, যাহার বিবেক (আছে) সেই সকলের অপেক্ষা (হইতে) বড়।

৩। তোরিত—ত্বরিত।

৪। থোড়হু—অল্প।

৩-৪। মানিনি, শীঘ্র অভিসার কর, অবসর অল্প, উপকার অনেক (অল্প অবসরের মধ্যে) অনেক উপকার হইতে পারে।

৫। খাগি—অভাব।

৫-৬। মধু দিলে না, কি অভাব ছিল? পরহিতের জন্য যে সম্পত্তি সেই (যথার্থ সম্পত্তি)। (তোমার মধুর অভাব নাই, তাহাকে দিয়া তাহার উপকার করিলে না কেন? নিজের সম্পত্তি দিয়া যদি পরের উপকার না করিতে পারিলে ত এমন সম্পত্তিতে কাজ কি)?

৮। অনুতাপক—যাতনার, ক্লেশের।

৭-৮। তুমি (তাহাকে) অত্যন্ত গঞ্জনা দিলে, (তাহাতে তাহার) যাবজ্জীবন ক্লেশ হইল (রহিবে)।

১০। সমাজ—সঙ্গ।

৯-১০। তুমি মন্দ নও, মন্দ তোমার কাজ; মন্দের সঙ্গে ভাল মন্দ হয়

১১। গোএ—গোপনে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দূতী গোপনে কহিল, নিজ ক্ষতি বিনা পরের হিত হয় না।

৪৪৯

(দূতীর উক্তি)

থির নহি জউবন থির নহি দেহ।
থির নহি রহএ বালভ্ সঞো নেহ ॥ ২।
থির জনু জানহ ই সংসার।
এক পএ থির রহ পর উপকার ॥ ৪।
সুন সুন সুন্দরি কএলহ মান।
কী পরসংসহ তোহর গেআন ॥ ৬।
কউলতি কএ হরি আনল গেহ।
মূর ভাঁগল সন কএলহ সিনেহ ॥ ৮।
আরতি আনল বিঘটিত রঙ্গ।
সুতরিক রাব সরিস ভেল সঙ্গ ॥ ১০।
বিমুখি চলল হরি বুঝি বেবহার।
আবে কি গাওত কবি কণ্ঠহার ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

২। বালভ্—বল্লভ।

১-২। যৌবন স্থির নয়, দেহ স্থির নয়, বল্লভের সহিত স্নেহ স্থির থাকে না।

৩-৪। এই সংসার স্থির জানিও না, একমাত্র পরোপকার স্থির থাকে।

৬। পরসংসহ—প্রশংসা কর।

৫-৬। শুন শুন সুন্দরি, মান করিয়াছ, তোমার জ্ঞানের কি প্রশংসা কর?

৭। কউলতি—কবুলতী, অঙ্গীকার।

৮। মূর—মূল।

৭-৮। অঙ্গীকার করিয়া হরিকে গৃহে আনিলে, মূল ভাঙ্গার মত স্নেহ করিলে।

১০। সুতরিক—দড়ীর। রাব—গুড়। সরিস—সদৃশ।

৯-১০। আর্ত্ত হইয়া আনিয়া রঙ্গে ব্যাঘাত করিলে, দড়ী ও গুড়ের সদৃশ সঙ্গ হইল (দড়ীতে যেমন গুড় মাখাইলে কোন ফল হয় না সেইরূপ মিলন হইল)।

১১-১২। হরি ব্যবহার বুঝিয়া বিমুখ হইয়া চলিল। এখন কবিকণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কি গাহিবে?

৪৫০

(সখীর উক্তি)

চাহইতে অধর নিঅল নহি লিসি
ধরইতে মোললএ বাঁহী।
সুপহু সিনেহে ন কেলি রতি ভঙ্গলএ
তোহি সনি পাপিনি নাহী ॥ ২।
মানিনি অবহু পলটি চল পিআকা পঅ পল
মেটও সবে অপরাধ ॥ ৩।
কইতবে হাস গোপ তোঞে কএলএ ককেঁ
ককেঁ তোরি ভঁউহ চড়লী।
পিআ সএঁ পউরুস ককেঁ তোঞে বোললএ
জিহ তোরি টুটি ন পড়লী ॥ ৫।
সউরস লাগি পিঅ হিঅ অরাহিঅ
বইরস বাস ন করিআ।
অছিকহু বিষতরু পল্লব মেলব
আঁকুর ভাঁগি হলিআ ॥ ৭।
ভনই বিদ্যাপতি সুন সুন গুনমতি
ওল ধরি কে কর মানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে। ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১। চাহইতে—চাহিতে। নিঅল—নিয়র, নিকট। লিসি—নিস্। ধরইতে—ধরিতে। মোললএ—মুচড়াইলি। বাঁহী—বাঁহ, হাত।

২। সুপহু—সুপ্রভু। ভঙ্গলএ—ভাঙ্গিলি। সনি—তুল্য।

১-২। অধর চাহিলে নিকটে নিস্না (চুম্বন দান করিস্ না), ধরিলে হাত মুচড়াইয়া দিস্, সুপ্রভুর প্রেমে রতি কেলি ভঙ্গ করিলি, তোর তুল্য পাপিনী নাই।

৩। পঅ—পদে। পল—পড়্। মেটউ—মিটুক। মানিনি, এখনও ফিরিয়া চল, প্রিয়তমের পায় পড়্, সকল অপরাধ মিটুক।

৪। কইতবে—কৈতবে, ছলনা পূর্ব্বক। গোপ—গোপন। কএলএ—করিলি। ককেঁ—কেন। চড়লী—চড়িল, উচ্চ হইল।

৫। পউরুস—পরুষ। বোললএ—বলিলি। জিহ—জিহ্বা। টুটি—ভাঙ্গিয়া, খসিয়া। পড়লী—পড়িল।

৪-৫। কৈতব করিয়া তুই হাসি গোপন করিলি কেন, কেন তোর ভ্রু উঁচু হইল (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া রোষ প্রকাশ করিলি কেন)? প্রিয়তমের সহিত তুই পরুষ কথা কহিলি কেন, তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না?

৬। সউরস—সুরস। অরাহিঅ—আরাধনা করিবে। বইরস—বিরস। বাস—থাকা, আশ্রয়। করিআ—করিবে।

৭। অছিকহু—হইলেও। মেলব—বিকশিত। ভাঁগি—ভাঙ্গিয়া। হলিআ—যাইবে, দিবে।

৬-৭। সুরসের জন্য প্রিয়তমকে হৃদয়ে আরাধনা করিবে, বিরসের আশ্রয় লইবে না (হৃদয়ে বিরক্তিকে স্থান দিবে না), বিষতরুর পল্লব বিকশিত হইতেই অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া দিবে।

৮। গুনমতি—গুণবতী। ওল ধরি—শেষ পর্য্যন্ত।

৮-৯। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন শুন গুণবতি, শেষ পর্য্যন্ত (দীর্ঘকাল) কে মান করে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৪৫১

(দূতীর উক্তি)

সুখে ন সুতলি কুসুম সয়ন
নয়নে মুঞ্চসি বারি।
তহাঁ কী করব পুরুখ ভূষণ
জহাঁ অসহনি নারি ॥ ২ ।
রাহী হঠে ন তোলিঅ নেহ।
কাহ্নু সরীর দিনে দিনে দূবর
তোরাহু জীব সন্দেহ ॥ ৪ ।
পরক বচন হিত ন মানসি
বুঝসি ন সুরত তন্ত।
মনে তঞো জঞো মৌন করিঅ
চোরি আনএ কন্ত ॥ ৬ ।
কিছু কিছু পিঅ আসা দিহহ
অতি ন করব কোপ।
আধকে জতনে বচন বোলব
সঙ্গম করব গোপ ॥ ৮ ।
নব অনুরাগে কিছু হোএবা
রহ দিন দুই চারি।
প্রথম প্রেম ওল ধরি রাখএ
সেহে কলামতি নারি ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১। সুতলি—শয়ন করিলি।
২। অসহনি—অসহিষ্ণু।
১-২। সুখে কুসুম শয্যায় শয়ন করিস্ না, নয়নে অশ্রু মোচন করিস্। যেখানে নারী অসহিষ্ণু সেখানে পুরুষভূষণ (গুণবান পুরুষ) কি করিবে ?
৩। তোলিঅ—ভাঙ্গও।
৪। দূবর—দুর্ব্বল।
৩-৪। রাই, বল পূর্ব্বক স্নেহ ভাঙ্গিস্ না, কানাইয়ের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, তোরও প্রাণ সংশয়।
৫। তন্ত—তত্ত্ব। ৬। চোরি—গোপনে।
৫-৬। পরের কথা হিত মানিস্ না, সুরত তত্ত্ব বুঝিস্ না, তুই যদি মনে বুঝিয়া মৌন করিস্ (তাহা হইলে) কান্তকে গোপনে লইয়া আসি।
৮। সঙ্গম—মিলন। গোপ—গোপন।
৭-৮। কিছু কিছু প্রিয়তমকে আশা দিবি, অত্যন্ত কোপ করিবি না, যত্ন পূর্ব্বক (সে যত্ন করিলে) আধখানি কথা বলিবি, গোপনে মিলন করিবি।
৯। হোএবা—হইবে। রহ—রহিয়া, পরে।
১০। ওল—ওর, শেষ। রাখএ—রক্ষা করে।
৯-১০। দিন দুই চার পরে কিছু নব অনুরাগ হইবে, (যে) শেষ পর্য্যন্ত প্রথম প্রেম রক্ষা করে সেই কলাবতী নারী।

৪৫২

(সখীর উক্তি)

কণ্টক দোসেঁ কেতকি সঞো রূসল
হঠে আএল তুঅ পাসে।
ভল ন কএল তোহে অপদ অধিক কোহে
ভমর কে বোলল উদাসে ॥ ২ ।
জাতকি অনুচিত এক বড় ভেলা।
নিঅ মধুসার সাঁচি তোহেঁ রাখল
ভমর পিআসল গেলা ॥ ৪ ।
ওহও ভমর মধুসার বিবেচক
গুরু অভিমানক গেহা।
গুরু পদ ছাড়ি পুনু নহি আওত
দেখবাহু ভেল সন্দেহা ॥ ৬ ।
সেহও সুচেতন গুনক নিকেতন
সবহি কুসুম রস লেই।
জেহে নাগরি বুঝ তকর চতুরপন
সেহে ন পরিহরি দেই ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রূসল—রোষ করিল।

২। অপদ—অস্থানে। কোহে—ক্রোধে।

১-২। কণ্টক দোষে কেতকীর সহিত রোষ করিয়া বল পূর্ব্বক তোমার নিকট আসিল। অস্থানে (অযথা সময়ে) অধিক ক্রোধ করিয়া, ভ্রমরকে উপেক্ষা বাক্য বলিয়া তুমি ভাল কর নাই।

৪। সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া। পিআসল—পিপাসিত।

৩-৪। জাতকি (রাধাকে সম্বোধন করিয়া), একটা বড় অনুচিত (কর্ম্ম) হইল। তুমি নিজের মধুসার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ভ্রমর উপাসিত গেল।

৫। ওহও—সেও। বিবেচক—জ্ঞাতা, পরীক্ষক। অভিমানক গেহা—অভিমানের ঘর।

৬। গুরুপদ—অভিমান জনিত গুরু পদ। দেখবাহু—দেখাও।

৫-৬। ভ্রমর সেও মধুসার অভিজ্ঞ, অত্যন্ত অভিমান নিলয়, অভিমান জনিত গুরুত্ব ছাড়িয়া আর আসিবে না, দেখাও সন্দেহ হইল।

৭-৮। সে সুচতুর গুণনিকেতন সকল কুসুমেরই রস গ্রহণ করে, যে নাগরী তাহার চতুরপণা বুঝে সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না।

৪৫৩

(দূতীর উক্তি)

ভমইতে ভমর ভরমে জঞো ভুললাহে
আন লতা নহি পাসে।
এতবা রোস দোস বস ভএ রহু
দূর কর হৃদঅ উদাসে ॥ ২ ।
জইঅও সরোবর হিমকর নিঅ করে
পরসএ সবহু সমানে।
কুমুদিনিকাঁ সসি সসিকাঁ কুমুদিনি
জীবন কে নাহি জানে ॥ ৪ ।
জেহন তোহর মন তহ্নিকো তইসন
কত পতিঅউবি হে ভাখী।
জগত বিদিত থিক সবকাঁ সবতহু
মনকাঁ মন থিক সাখী ॥ ৬ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। ভ্রমর ভ্রমণ করিতে করিতে যদি ভুলিয়া থাকে, অন্য লতার নিকটে যায় নাই। অথবা (তুমি যদি) রোষরূপ দোষের বশীভূত হইয়া থাক (তাহা হইলে) হৃদয়ের ঔদাস্য দূর কর।

৩। জইঅও—যদিও।

৪। কুমুদিনি কাঁ—কুমুদিনীর।

৩-৪। যদিও চন্দ্র সরোবরের (সকল ফুলকে) নিজ করে সমান স্পর্শ করে, কুমুদিনীর শশী, শশীর কুমুদিনী জীবন কে না জানে?

৫। জেহন—যেমন। পতিঅউবি—বিশ্বাস করাইব। ভাখী—বলিয়া।

৬। সবতহু—সকলের অপেক্ষা।

৫-৬। যেমন তোমার মন তাঁহারও তেমন, বলিয়া কত বিশ্বাস করাইব? জগতে সকলেই বিদিত আছে যে সকলের অপেক্ষা মনই মনের সাক্ষী।

৪৫৪

(দূতীর উক্তি)

তুহু মান ধএলি অবিচারে।
অবে কী করব প্রতিকারে ॥ ২ ।
তুহু এড়াওলি রতনে।
মান হৃদয় করি ধরলি জতনে ॥ ৪ ।
মান গরুঅ কিয় ধরলি।
কামুক করুনা করনে নহি সুনলি ॥ ৬ ।
বঞ্চিত ভৈ পহু চললা।
কলিযুগ পাপ সতত তোহে ফললা ॥ ৮ ।
ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ।
জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ ॥ ১০ ॥

মানিনী মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে ॥ ১২।
সুকবি বিদ্যাপতি গাওল।
পুরুব কৃত ফল পাওল ॥ ১৪।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। ধএলি অবিচারে—বিনা বিচার করিয়া ধারণ করিলি।

১-২। তুই বিচার না করিয়া মান করিলি, এখন কি প্রতিকার করিব?

৩। এড়াওলি—ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলি, পদাঘাত করিলি।

৩-৪। মানকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলি, (মাধবের প্রেম) রত্ন হারাইলি।

৫। কিয়—কেন।

৬ করনে—কর্ণে।

৮। সতত—সম্পূর্ণরূপে।

৯-১০। মহাজনের মুখের কথা শুনিলি না, বনের বাঘকে সাধিলে কি সে খায় না? (বিপদ ডাকিয়া আনিলে কাহার না বিপদ হয়)?

১২। জারল—দগ্ধ করিল।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ও কীর্ত্তনানন্দে এই পদ আছে।

৪৫৫

(দূতীর উক্তি)

পুনু চলি আবসি পুনু চলি জাসি।
বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি ॥ ২।
আস দইএ হরিকছ কিএ লেসি।
অধরাও বচনে উতরো ন দেসি ॥ ৪।

(রাধার উত্তর)

সুন দূতী তোএ সরুপ কহ মোহি।
সঙ্গ সএ কপট হমর ভেল তোহি ॥ ৬।
তহ্নিকরি কথা কহসি কাঁ লাগি।
জূড়িহু হৃদঅ পজারসি আসি ॥ ৮।
তহ্নিকর কউসল মোরা পঅ দোস।
কহলেও কহিনী বাঢ়য় রোস ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

আবসি—আসিস্। যাসি—যাস্।

১-২। একবার চলিয়া আসিস্ আবার চলিয়া যাস্, কিছু বলিতে চাহিস্, বলিতে লজ্জা পাস্।

৩। আস—আশা। দইএ—দিয়া। হরিকছ—হরণ করিয়া। কিএ—কেন। লেসি—নিস্।

৪। অধরাও—অর্দ্ধও।

৩-৪। আশা দিয়া কেন হরণ করিয়া নিস্? অর্দ্ধ কথা (কহিয়াও) উত্তর দিস্ না।

৫-৬। শোন্ দূতি, আমি তোকে সত্য বলিতেছি, তোর সঙ্গ হইতে আমার প্রতি কপট (আচরণ) হইল।

৭। তহ্নিকরি—তাঁহার।

৮। জূড়িহু—শীতল। পজারসি—জ্বালাস্।

৭-৮। তাঁহার (মাধবের) কথা কিসের জন্ম বলিস্? শীতল হৃদয়ে অগ্নি জ্বালাস্।

৯-১০। তাঁহার কৌশল, দোষ আমার (সে সকল) কথা কহিলে রাগ বাড়ে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, এই রসের জ্ঞান লখিমাদেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহের (আছে)।

৪৫৬

(সখীর উক্তি)

কূপক পানি অধিক হোঅ কাঢ়ি।
নাগর গুনে নাগরি রতি বাঢ়ি ॥ ২।
কোকিল কানন আনিঅ সার।
বরসা দাদুর করএ বিহার ॥ ৪।

অহনিসি সাজনি পরিহর রোস।
তঞে নহি জানসি তোরে দোস ॥ ৬।
ছবও বারহ মাসক মেলি।
নাগর চাহএ রঙ্গহি কেলি ॥ ৮।
তে পরি তকর করও পরিনাম।
বিরস বোল জনু হোএ বিরাম ॥ ১০।
মোরে বোলে দূর কর রোস।
হৃদয় ফুজী কর হরি পরিতোস ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১। কাঢ়ি—বাহির করিয়া।

২। রতি—অনুরাগ।

১-২। কূপের জল বাহির করিলে অধিক হয়, নাগরের গুণে নাগরীর অনুরাগ বাড়ে।

৩-৪। কোকিল কাননে শ্রেষ্ঠ সময় (বসন্ত) আনে, বর্ষাকালে দর্দ্দুর বিহার করে।

৫-৬। সজনি, অহর্নিশি রোষ পরিহার কর, তুমি তোমার দোষ জান না।

৭। ছবও—ছয়ও।

৭-৮। ছয় ও বার মাসের (সর্ব্বদা) মিলনে নাগর রঙ্গ কেলি চায়।

৯। তে পরি—সেইরূপে।

১০। বিরস—মন্দ।

৯-১০। সেইরূপে তাহার (প্রেমের) পরিণাম করিবে, যেন মন্দ কথায় তাহার বিরতি না হয়।

১২। ফুজী—খুলিয়া।

১১-১২। আমার কথায় রোষ দূর কর, হৃদয় খুলিয়া হরির পরিতোষ কর।

৪৫৭

(সখীর উক্তি)

জঞো ডিঠিকা ওল এহি মতি তোরি।
পুনু হেরসি কিএ পরি গোরি ॥ ২।
অইসনা সুমুখি করিঅ ককে রোস।
মঞে কি বোলিবো সখি তোরে দোস ॥ ৪।
এহন অবথ রে ই বেবহার।
পর পীড়াএ জীবন থিক ছার ॥ ৬।
ভল কএ পুছলএ ঘুরি সঁসার।
তর সূতে গঢ়ি কাট কুম্ভার ॥ ৮।
গুন জঞো রহ গুননিধি সঞো সঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ ই বড় রঙ্গ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। ডিঠিকা—দৃষ্টির। ওল—ওর, সীমা।

২। কিএ পরি—কেমন করিয়া। গোরি—সুন্দরী।

১-২। সুন্দরি, যদি দৃষ্টির সীমা (বহির্ভূত হউক) এই তোর মতি (যদি তোর এই ইচ্ছা যে মাধব তোর সম্মুখে না আসে) তবে আবার কেমন করিয়া দেখিতেছিস্ (এমন কাতর ভাবে দেখিতেছিস্ কেন) ?

৩। ককে—কেন।

৩-৪। সুমুখি, এমন রোষ কর কেন? সখি, আমি কি বলিব, তোর দোষ।

৫। অবথ—অবস্থা।

৬। পর পীড়াএ—পরকে পীড়া দিলে।

৫-৬। এমন অবস্থাতে এমন ব্যবহার! পরকে যে পীড়া দেয় তাহার জীবন ছার (তাহার জীবনে ধিক্)!

৭। পুছলএ—জিজ্ঞাসা করিলে।

৮। তর—তলায়।

৭-৮। সংসার ঘুরিয়া ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে (জানিতে পারিবে যে) গড়িয়া তলায় সূতা দিয়া কুমার কাটে (কুমারের বৃত্তি বড় হীন, ভাল লোকে গড়িয়া ভাঙ্গে না)।

৯-১০। গুণনিধির সঙ্গে যদি থাকে (তবেই) গুণ, বিদ্যাপতি কহে ইহা বড় রঙ্গ।

৪৫৮

(রাধার উক্তি)

কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে।
সগরিও রয়নি গমাওল মানে ॥ ২।
জখনে মোর মন পরসন ভেলা।
দারুন অরুন তখনে উগি গেলা ॥ ৪।
গুরুজন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝঁপইতে হমে আকুল ভেলী ॥ ৬।
অধিক চতুর পনে ভেলাহুঁ অয়ানী।
লাভকে লোভে মূলহু ভেল হানী ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহি রোসে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অগেয়ানে—অজ্ঞানে, বুদ্ধিহীনতায়। অগে—ওগো, ওলো।

২। সগরিও—সারা, সমগ্র। গমাওল—(গম্ ধাতু) গোঁয়ায়ল, কাটাইলাম, নষ্ট করিলাম।

১-২। সখি, নিজের বুদ্ধিহীনতার (কথা) কি বলিব! সারা রাত্রি মানে কাটাইলাম।

৩ পরসন—প্রসন্ন।

৪। উগি গেলা—উদয় হইয়া গেল, উঠিল।

৩-৪। যখন আমার মন প্রসন্ন হইল (মানের অবসান হইল) তখন দারুণ অরুণ উদয় হইল।

সময়ান্তে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা
কথাৰ্জিদেশানাং সখি রজনিরর্দ্ধং গতবতী।
ততো যাবল্লীলাকলহকুপিতাস্মি প্রিয়তমে
সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবৎ তাবদরুণা ॥

শৃঙ্গারতিলক।

৬। ঝঁপইতে—ঝাঁপিতে।

৫-৬। গুরুজন জাগিয়া উঠিল; কেলি করিব কি, তনু ঢাকিতে আমি আকুল হইলাম।

৭। চতুরপন—চতুরপণা। অয়ানী—অজ্ঞানী।

৮। লাভক—লাভের।

৭-৮। অধিক চতুরপনা (করিতে গিয়া) নির্ব্বোধ হইলাম; লাভের লোভে মূলধনের ক্ষতি হইল।

৯। নিঅ মতি দোসে—নিজের মতি দোষে (তোমার এই অবস্থা হইল)।

১০। অবসর কালে (সুযোগে) রোষ (করা) উচিত নয়। পাঠান্তর—ভুললিহু মাধব পায় মোঞে রোসে, মাধবকে পাইয়াও আমি রোষে ভুলিলাম।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নিজের মতি দোষে সুযোগের সময় রোষ করা উচিত নয়।

৪৫৯

(সখীর উক্তি)

ঝাঁখি ঝাঁখি ন খিন কর তনু।
ভমর ন রহ মালতি বিনু ॥ ২।
তাহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুনু।
টুটলি বচন বোলহ জনু ॥ ৪।
এহে রাধে ধৈরজ ধরু।
বালভু অওতাহ উছাহ করু ॥ ৬।
পিশুন বচনে বাঢ়ত রোস।
বারএ ন পারিঅ দিবস দোস ॥ ৮।
সুজন বচন টুট ন নেহা।
হাথে ন মেট পখানক রেহা ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। ঝাঁখি—শোক করিয়া।

১-২। শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না, ভ্রমর মালতী বিনা থাকে না।

৩। রিতি—রীতি, সম্বন্ধ।

৪। টুটলি—ভাঙ্গা, নিরাশাব্যঞ্জক।

৩-৪। তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ আবার বাড়িবে, নিরাশার কথা বলিও না।

৫। এহে—হে।

৬। বালভু—বল্লভ। অওতাহ—আসিবে। উছাহ—উৎসাহ।

৫-৬। হে রাধে, ধৈর্য্য ধর, বল্লভ আসিবে, উৎসাহ কর।

৭। বাঢ়ত—বাড়ে।

৮। বারএ—নিবারণ করিতে। দিবস দোস—কালের দোষ।

৭-৮। পিশুনের কথায় রোষ বাড়ে, কালের দোষ নিবারণ করিতে পার না।

১০। মেট—মুছে। পথানক—পাষাণের।

৯-১০। সুজনের কথা (ও) স্নেহ ভাঙ্গে না (বিচলিত হয় না)। হাতে পাষাণের রেখা মুছে না।

৪৬০

(রাধার উক্তি)

চরণনখর মনি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ ॥ ২।
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন নোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহু মোর ॥ ৪।
লাগল কুদিন কয়ল হমে মান।
অবহু ন নিকসয় কঠিন পরান ॥ ৬।
রোখ তিমিরে এত বৈরি কিয় জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান ॥ ৮
নারি জনমে হম ন করল ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভল সমুঝাই ॥ ১২।

১। প্রথম চরণের অর্থ লইয়া কিছু মতভেদ লক্ষিত হয়। এক অর্থ, যাঁহার চরণ নখর মণিরঞ্জন তুল্য; দ্বিতীয় অর্থ, রাধার চরণ নখরমণির শোভা বর্দ্ধন স্বরূপ; তৃতীয় অর্থ, নখরঞ্জনীর (নরুণ) ছাঁদে। তৃতীয় অর্থের পক্ষে এই মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যে রাধামোহন ঠাকুর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎকৃত সঙ্কলিত পদামৃত সমুদ্রের টীকায় এ অর্থ পাওয়া যায় না। পদামৃত সমুদ্রের টীকায় তিনি এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন—"চরণ নখর মণি ইত্যাদিনা দর্শয়তি।" কোন অর্থ করেন নাই। 'চরণনখরমণি' অর্থে নরুণ হয় না; রাধামোহন ঠাকুর 'চরণ নখর মণি রঞ্জন ইত্যাদিনা', লেখেন নাই। 'ইত্যাদি' শব্দ অসম্পূর্ণ শব্দের মধ্যে লিখিবার প্রথা নাই, তাহাতে দোষও আছে, সম্পূর্ণ শব্দের পরেই প্রয়োগ করা নিয়ম। নখরঞ্জনীই যদি অর্থ হয় তাহা হইলে চরণনখরমণিরঞ্জন শব্দে হইতে পারে, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের শব্দবিভাগে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি 'চরণনখরমণি' এক শব্দ ও 'রঞ্জন' আর এক শব্দ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কয়টী কথা লিখিয়াছেন তাহাতে যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা 'নরুণ' অর্থের বিরুদ্ধে। তাহার পর নখরঞ্জন শব্দের অর্থ নরুণ হয় না; নখ রঞ্জতে ইতি নখরঞ্জনী। নখরঞ্জনী অর্থে নরুণ, পুংলিঙ্গে অথবা ক্লীবলিঙ্গে এ শব্দের ব্যবহার নাই। চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না, তথাপি তিনি লিখিয়াছেন, "হাতে দিয়া দরপণি খোলে নখরঞ্জনী বোলে বইস দেই কামাই।" 'দরপণ' ও 'নখরঞ্জন' করিলে কি দোষ ছিল? নখরঞ্জন শব্দ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই চণ্ডীদাস দর্পণকে 'দরপণি' করিলেন, নখরঞ্জনীকে 'নখরঞ্জন' করিতে পারিলেন না। গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন, "খর নখরঞ্জনী তুয় নখ মানি। ঝারবি নিরবিখ উর পর হানি॥" কবিপ্রয়োগে বিদ্যাপতির অসীম ক্ষমতা, কিন্তু তাঁহার মত সংস্কৃতে অসামান্য পণ্ডিত ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক যে এরূপ ব্যাকরণবিরুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবেন তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পরের চরণের সহিত এই উপমার সামঞ্জস্যও নাই। গোকুল চাঁদ নখরঞ্জনী হইলেন—এরূপ বর্ণনা বিসদৃশ বিবেচনা হয়। সহজ ও সুসঙ্গত অর্থ এই—রাধা কহিতেছেন, গোকুলচন্দ্র মাধব (আমার) চরণ নখরমণি শোভিত

করিবার ছাঁদে ধরণী লুণ্ঠিত হইলেন (আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমার চরণ নখরমণির শোভা বর্দ্ধিত করিলেন)। গোবিন্দদাস আর এক আকারে এই চরণের অনুকরণ করিয়াছেন—যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরছিত কত কোটি কাম। সে মঝু পদতলে ধূলি লোটায়ল পলটি ন হেরল হাম॥

৩। চরকি—গড়াইয়া (যেমন কলসী হইতে)।

৫। লাগল কুদিন—কুদিবসে, কুক্ষণে।

৬। এখনও (অনুতাপে) আমার কঠিন প্রাণ বাহির হয় না।

৭-৮। রোষ (রূপ) অন্ধকার এত শত্রু (তাহা) কি জানি, (সেই অন্ধকারে) রত্ন গৈরিকের মত হইল। (ক্রোধান্ধ হইয়া গোকুলচন্দ্র মাধবকে আমি রত্ন বলিয়া চিনিতে পারি নাই, গেরি মাটী মনে করিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম)।

৯। ভাগি—ভাগ্য।

১০। মানের জন্য মরণ শরণ হইল (মান করিয়া এখন আমার পক্ষে মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, শুন সুন্দরি রাই, কেন কাঁদিতেছ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।

পাঠান্তরে ভণিতা অন্য প্রকার—

কহ কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
প্রেম অমিয় রসে লুবুধ মুরারি॥

৪৬১

(রাধার উক্তি)

জে ছল সে নহি রহলে ভাব।
বোললি বোল পলটি নহি আব॥ ২।
রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।
রূসল বএোসব বড় পরেআস॥ ৪।
কওনে পরি সে হরি বহুড়ত
মাই হে কওনে পরী॥ ৫।
নারি সভাব কএল হমে মান।
পুরুস বিচখন কে নহি জান॥ ৭।
আদরে মোরা হানি গএ ভেল।
বচনক দোসে পেম টুটি গেল॥ ৯।
নাগরে নাগরি হৃদয়ক মেলি।
পাঁচ বান বলে বহুড়ত কেলি॥ ১১।
অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ।
বচনক কৌশলে কী নহি হোএ॥ ১৩।

নেপালের পুঁথি।

২। বোললি বোল—বলা কথা। আব—আসে।

১-২। যে ভাব ছিল তাহা রহিল না, যে কথা বলা যায় তাহা ফিরিয়া আসে না।

৪। রূসল—রুষ্ট। বএোসব—মান ভাঙ্গিবে। পরেআস—প্রয়াস।

৩-৪। হাসি ছাড়াইয়া (ঘুচাইয়া) রাগ বাড়াইলাম, রুষ্ট হইলে বড় প্রয়াসে মান ভাঙ্গে।

৫। কওনে পরি—কেমন করিয়া। বহুড়ত—ফিরিবে। মা গো, কেমন করিয়া সে হরি ফিরিবে?

৬-৭। নারী স্বভাবে আমি মান করিলাম, পুরুষ বিচক্ষণ কে না জানে?

৮-৯। আদরের সময় আমার হানি হইয়া গেল, বচনের দোষে প্রেম ভাঙ্গিয়া গেল।

১০-১১। নাগর ও নাগরীর হৃদয়ের মিলন, পঞ্চ বাণের (মদনের) বলে কেলি ফিরিবে।

১২-১৩। আমার অনুনয় রোদন করিয়া বুঝাইবে, বচনের কৌশলে কি না হয়?

৪৬২

(রাধাকর্ত্তৃক দূতীশিক্ষা)

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই।
ঐসে করব যৈসে বৈরি ন হসই॥ ২।
পরিচয় করব সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব সখি তুয় চতুরাই॥ ৪।

পহিলহি বৈসব শ্যাম কএ বাম।
সঙ্কেত জনাওব মঝু পরণাম ॥ ৬।
পুছইতে কুশল উলটায়ব পানি।
বচন ন বান্ধব শুনহ সয়ানি ॥ ৮।
হরি যদি ফেরি পুছয় ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে বেদন ন জনায়ব মোয় ॥ ১০।
যব চিতে দেখব বড় অনুরাগ।
তৈখনে জনায়ব হৃদয় জনি লাগ ॥ ১২।
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বানী ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস ভান।
মান রহুক পুনু যাউ পরান ॥ ১৬।

১-২। গরবী—গর্ব্বিত। গোপ মাঝে বসই—গোপ (যুবকদিগের) মধ্যে বাস করে। এরূপ করিবে (এমন কৌশলের সহিত কার্য্য করিবে) যাহাতে শত্রু না হাসে।

৩। পরিচয়—দেখা, সাক্ষাৎ। চাই—বুঝিয়া। ভাল সময় বুঝিয়া (হরির সহিত) দেখা করিবে।

৪। চতুরাই—চাতুরী।

৫-৬। প্রথমে শ্যামকে বাম দিকে রাখিয়া (পার্শ্ব ফিরিয়া) বসিবি (সম্মুখে বসিবে না); সঙ্কেতে আমার প্রণাম জানাইবি।

৭। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাইবি। (হাত উল্টাইবার অর্থ—কি বলিব? ভাল নাই। হাত উল্টান বিষাদ প্রকাশের লক্ষণ। কোন বন্ধু অথবা আত্মীয়ের ঘরে মৃত্যু হইলে, কোন কথা না কহিয়া কেবল হাত উল্টাইয়া শোক প্রকাশ করিবার প্রথা ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। কতক শোক, কতক অদৃষ্ট ও কতক বিধাতার ইচ্ছা—হাত উল্টাইলে ইহাই বুঝায়। রাধা সখীকে শিখাইয়া দিতেছেন যে মাধব যখন আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তুমি কোন কথা কহিবে না, শুধু হাত উল্টাইবে, তাহাতে বুঝাইবে যে আমার অবস্থা ভাল নয়)।

৮। বান্ধব—বাঁধিবে, বিন্যাস করিবে। শুন, চতুরে, কথা কহিও না।

৯। ফেরি—ফিরিয়া, আবার। পুছয়—জিজ্ঞাসা করে। তোয়—তোকে।

১০। ইঙ্গিতে আমার বেদনা (আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি) জানাইবি না (আমি কুশলে নাই এই সঙ্কেত করিয়া ক্ষান্ত রহিবে)।

১১-১২। যখন দেখিবি তাহার হৃদয়ে বড় অনুরাগ (আমার জন্য সে অত্যন্ত আকুল হইয়াছে) তখন তাহাকে (এরূপ করিয়া) জানাইবি (যাহাতে তাহার) হৃদয়ে লাগে (সে শুনিয়া যেন বিচলিত হয়)।

১৩। গণইতে—গণনায়, সকলের মধ্যে। সকল সখীগণের মধ্যে তুই চতুরা।

১৪। তোকে কথার চাতুরী কি শিখাইব?

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহে, প্রাণ যাউক, তবু (পুনু) মান রহুক।

৪৬৩

(কবির উক্তি)

শুনইত ঐসন রাহিক বানি।
নাগর নিকট সখি কয়ল পয়ানি ॥ ২।
দূর সঞো সে সখি নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নিহারই ফেরি ॥ ৪।
হেরইতে নাগর আওল তাহি।
কি করহ এ সখি আওল কাহি ॥ ৬।
হমর বচন কিছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনি ঠাম ॥ ৮।
শুনি কহে সে সখি নাগরপাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ ॥ ১০।

২। পয়ানি—প্রয়াণ।

৩-৪। সেই সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল (ও) ফিরিয়া দেখিতে লাগিল (এরূপ ছলনা করিল যেন সে ফুল তুলিতে আসিয়াছে, নাগরের নিকট আসে নাই)।

৫-৮। (তাহাকে দেখিয়া) নাগর তথায় আসিল (ও তাহাকে কহিল) সখি, কি করিতেছ, কেন আসিয়াছ? আমার কথা কিছু শুন, তুমি যদি সেই মানিনীর নিকট বল (আমার হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বল যাহাতে তাহার মানভঙ্গ হয়)।

৯-১০। (এই কথা) শুনিয়া সে সখী নাগরের নিকট (নাগরকে) কহিল। বিদ্যাপতি কহে, আশা-পূর্ণ হইল।

৬, ৭ ও ৮ম পংক্তি মাধবের উক্তি।

৪৬৪

(দূতীর উক্তি)

তুয় পিঅ সহচরি বুঝলিহুঁ হমে হরি
তেঁ মোহি পঠওলহ্নি আজ রে।
সুজনে বিনয় জত কহল কহব কত
তোঁহু উত্তর কিছু বাজ রে॥ ২।
সুহিত বচন লইহ মানিরে।
শুন শুন গুনমতি মিলহ মধুরপতি
অথির জোবন ধন জানি রে॥ ৪।
অপন অপন গুন সবে সব তহ গুন
নিজ কাচহু কহ হেম রে।
সে পুনু সবহু চহি গুরুবি গনিয় মহি
জে কর পরক গুন পেম রে॥ ৬।
কত উপদেসিঅ কত পরবোধিঅ
তইঅও ন মানএ বোধ রে।
তোহহি কহহ সখি ফুললি মালতি লখি
কে করত ভমর নিরোধ রে॥ ৮।
দুতিক বচন শুনি পিঅ গুন গন গুনি
তসু তনু পসরল ভাব রে।
পুলকে উত্তর দএ রহলি লাজ কএ
কবি বিদ্যাপতি গাব রে॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বুঝলিহুঁ—বুঝিলেন, মনে করিলেন। তেঁ—সেই জন্য। মোহি—আমাকে। পঠওলহ্নি—পাঠাইলেন।

২। সুজনে—সুজনে, সুজন। বাজ—বল।

১-২। হরি আমাকে তোমার প্রিয় সহচরী মনে করেন, সেই জন্য আজ আমাকে পাঠাইলেন। সুজন (হরি) বিনয় (করিয়া) যত কহি। (তাহা) কত কহিব? তুমি উত্তরে কিছু বল।

৩। সুহিত—হিত (সু প্রকৃষ্টার্থে)। লইহ—লও।

৪। শুনমতি—গুণবতি। মধুরপতি—মথুরাপতি।

৩-৪। সুহিত বচন মানিয়া লও (আমার কথা শুন)। শুন শুন গুণবতি, মাধবের (সহিত) মিলিত হও; যৌবন ধন অস্থির জানিবে।

৫। আপন—আপনার গুন—গুণ। সবেই—সকলেই। গুণ—গণনা করে, বিবেচনা করে।

৬। চহি—চেয়ে, অপেক্ষা। গুরুবি—গুর্ব্বী, গৌরববতী। গনিয়—গণনা করি। পরক গুণ—পরের গুণে।

৫-৬। আপনার আপনার গুণ সকলেই (অপর) সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বিবেচনা করে), নিজের কাচকেও সোণা বলে। কিন্তু পৃথিবীতে তাহাকেই সকলের অপেক্ষা গৌরববতী গণনা করি যে পরের গুণে প্রেম করে।

৭। উপদেসিয়—উপদেশ দিতেছি। পরবোধিঅ—প্রবোধ দিতেছি। তইঅও—তথাপি। বোধ—প্রবোধ।

৮। তোহহি—তুমিই। কহহ—কহ। ফুললি—প্রস্ফুটিত। লখি—লক্ষ। নিরোধ—নিবারণ।

৭-৮। কত উপদেশ দিতেছি, কত প্রবোধ দিতেছি, তথাপি প্রবোধ মানে না। সখি, তুমিই বল, লক্ষ মালতী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ভ্রমরকে কে নিবারণ করে?

৯। গন—গ্রাম, সমূহ। তসু—তাহার। ভাব—সাত্ত্বিক ভাব।

১০। পুলকে—পুলকাঞ্চে, রোমাঞ্চে। লাজ কয়—লজ্জা করিয়া, লজ্জায় মৌন হইয়া। গাব—গায়।

৯-১০। দূতীর বচন শুনিয়া, প্রিয়তমের গুণ সমূহ গণিয়া (স্মরণ করিয়া) তাহার অঙ্গে (প্রেম) ভাব প্রসারিত হইল। কবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে, রোমাঞ্চে উত্তর দিয়া লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল (শরীরের পুলকরোমাঞ্চই উত্তর স্বরূপ হইল, লজ্জা-বশতঃ মুখে আর কোন উত্তর দিল না)।

এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে।

৪৬৫

(সখীতে সখীতে কথা)

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজয় লাজ ॥ ২ ।
পিরিতিক আরতি বিরতি ন সহই।
ইঙ্গিত ভঙ্গিএ ঢুহু সব কহই ॥ ৪ ।
রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।
মনহি সমাধল মন অভিমান ॥ ৬ ।
অধরে মুরলি জোঁ ধয়ল মুরারি।
ফোই কবরি ধনি বাঁধি সমারি ॥ ৮ ।
জোঁ নিজ পুর ধয়ল মুরারি।
সখি লখি অনতয় চলু বর নারি ॥ ১০ ।
হরি জব ছায়া কর ধনি পায়।
ধনি সম্ভ্রমে বইসলি কর লায় ॥ ১২ ।
কহ কবিশেখর বুঝয় সেয়ান।
ইঙ্গিতে রস পসারল পচবান ॥ ১৪ ।

কীর্ত্তনানন্দ।

২। অনুনয় করিতে (মাধবের) লজ্জা উৎপন্ন হয়।

৩। প্রীত্তির আর্ত্তি বিরক্তি সহ্য করে না (প্রেমের বিরাম সহ্য হয় না)।

৫। সুচেতনি—সুচতুরা। সেয়ান—চতুর।

৬। মনের অভিমান মনেই সমাধা করিল।

৭। ধয়ল—রাখিল।

৮। ফোই—খুলিয়া। সমারি—সামলাইল, সাজাইল।

১০। অনতয়—অন্যত্র।

৯-১০। যখন মুরারি নিজ গৃহের (পথ) ধরিল (নিজ গৃহের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইল,) সুন্দরী নারী (রাধা) সখীকে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্র চলিল।

১১-১২। হরি যখন ধনীর পায়ে ছায়া করিল, অর্থাৎ অবনত হইয়া তাহার চরণ ধারণ করিল, তখন ধনী কর দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিয়া সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট হইল।

১৩-১৪। কবিশেখর কহে, চতুর বুঝে, পঞ্চবান (মদন) ইঙ্গিতে রস প্রসারিত করিল।

৪৬৬

(রাধার উক্তি)

সবে সবতহু কহ সহলে নহিঅ।
জিব জএো জতনে জোগওলে রহিঅ ॥ ২ ।
পরসি হলহ জনু পিসুনক বোল।
সুপুরুষ পেম জীব রহ ওল ॥ ৪ ।
মএে সপনেহু নহি সুমরএো দেও।
অইসন পেম তোলি হল জনু কেও ॥ ৬ ।
রহিঅ মুকওলে অপনা গেহ।
খল কৌসলে টুটি জাএত সিনেহ ॥ ৮ ।

বিমুখ বুঝাএ ন করিঅএ বোল।
মুখ সুখে ধেঙ্গুর কাট পটোর ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। সহাল—সহিতে। নহিঅ—পার না।

২। জোগওলে—জোগাইয়া, সাবধানে।

১-২। সকলে সকলকে বলে, সহিতে পার না, (সহ্য করিতে না পারিলে কি প্রেম থাকে)? জীবনের ন্যায় যত্ন পূর্ব্বক (প্রেমকে) সাবধানে রাখিবে।

৩-৪। পিসুনের কথা স্পর্শ (বিশ্বাস) করিও না, সুপুরুষের প্রেম জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

৫। সুমরঞো—স্মরণ করি। দেও—দেব।

৬। তোলি—ভাঙ্গিয়া। কেও—কেহ।

৫-৬। আমি স্বপ্নেও দেবতাকে স্মরণ করি না (সর্ব্বদা তোমাকেই স্মরণ করি), এমন প্রেম কেহ না ভাঙ্গিয়া দেয়।

৭-৮। আপনার গৃহে লুকাইয়া থাকিবে (প্রেম আপনার মনে গোপন করিয়া রাখিবে), খলের কৌশলে স্নেহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৯। বিমুখ—রুষ্ট।

১৩। ধেঙ্গুর—ঝিল্লী।

৯-১০। অপ্রসন্ন বুঝাইয়া (হইয়া) কথা কহিও না, ঝিঁঝি পোকা মুখের সুখে পট্ট বস্ত্র কাটে।

৪৬৭

(রাধার উক্তি)

এত দিন ছল পিআ তোহ হম জেহে হিআ
সীতল সীল কলাপে।
তোহে ন কান ধরু বিনতি দূর করু
দুরজন দুরিত অলাপে ॥ ২।
মোহি পতি ভল ভেল ওতহি ওহও গেল
কি ফল বিকল কএ দেহে।
করিঅ জতন পএ জঞো পুনু জোলি
হো টূটল সরস সিনেহে ॥ ৪।
সুনু কাহ্নু হে জতনে রতন দহু পরিহর কে ॥ ৫।
দিন দস জৌবন তেহি অনাএত
মন তহু পুছু পরকারে।
তুঅ পরসাদ বিখাদ নয়ন জল
কাজরে মোর উপকারে ॥ ৭।
তেঁ তঞো করবি মসি মঅন পাস বৈসি
লিখি লিখি দেখবাসি তোহী।
তার হার ঘনসার সার রে সেওলব
সন্তাওত মোহী ॥ ৯।
কামিনি কেলি ভান থিক মাধব
আও কুমুদিনি সঞো চাঁদে।
দুরহু দুরহু তোহেঁ পহু তঞো বুঝহ দহু
দরসনে কত আনন্দে ॥ ১১।
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
লখিমা দেবিপতি রূপনরাএন
সুখমা দেবি রমানে ॥ ১৩।

তালপত্রের পুঁথি।

বিভাস ছন্দ। ২১ হইতে ২৭ মাত্রা।

২। দুরিত—পাপ, অনিষ্টকর।

১-২। প্রিয়তম, এত দিন শীতল সৎস্বভাবে তোমার আমার যে (এক) হৃদয় ছিল, দুর্জ্জনের অনিষ্টকর কথায় (আমার) মিনতি দূর করিলে, কানে ধরিলে না।

৩। পতি—প্রতি। ওতহি—অন্তরালে, পরোক্ষে। ওহও—উহাও (আমার সম্মান)।

৪। জোলি—জুড়ি। টূটল—ভগ্ন।

৩-৪। আমার পক্ষে ভাল হইল, পরোক্ষে উহাও (আমার সম্মান) গেল, দেহ বিকল করিয়া কি ফল? যত্ন করিয়া যদি আবার জোড়া যায়, ভগ্ন স্নেহ কি সরস হয়?

৫। হে কানাই, শুন, যত্নলব্ধ রত্ন কে ত্যাগ করে?

৬। অনাএত—অনায়ত্ত, পরবশ।

৭। বিখাদ—বিষাদ।

৬-৭। দশ দিন যৌবন, সেই সময় পরবশ, মনকে কি উপায় জিজ্ঞাসা করিব? তোমার প্রসাদে বিষাদ ও নয়ন জল মিশ্রিত কজ্জলে আমার উপকার হইল।

৮। মঅন—মদন। দেখবাসি—দেখাইবে।

৯। তার—দীপ্তিযুক্ত। ঘনসার—চন্দন। সেওলব—সেবন করিলাম, মাখিলাম। সন্তাওত—সন্তাপিত করে।

৮-৯। তাহাতে (আমার নয়নজলে সিক্ত কজ্জলে) তুমি মসি করিবে, মদনের পাশে বসিয়া লিখিয়া লিখিয়া দেখাইবে। দীপ্তিযুক্ত হারের (পরিবর্ত্তে বক্ষে) চন্দন সার লেপন করিলাম, তাহাতে আমাকে সন্তাপিত করিতেছে।

১০-১১। মাধব, কামিনীর কেলি ও কুমুদিনীর সহিত চাঁদের (সম্বন্ধ এক) মনে হয়। প্রভু, তুমি দূরে দূরে রহিয়াছ, তথাপি কি বুঝিয়াছ দর্শনে কত আনন্দ?

১৩। সুখমা—সুষমা, রাজা শিবসিংহের আর এক পত্নী।

১২-১৩। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে বরযুবতি, লখিমা দেবীর পতি সুষমা দেবার বল্লভ রূপনারায়ণ পৃথিবীতে মদনের সমান।

মাধবের মান।

৪৬৮

(সখীর সহিত সখীর কথা।)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসয় শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দন্দ উপজল
কান্ত চলল তহি রোখে॥ ২।
নাগর অঞ্চল করে ধরি নাগরি
হসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মন বাধা॥ ৪।
দেখ সখি ঝুঠক মান।
কারণ কিছুই বুঝই ন পারিয়
তব কাহে রোখল কান॥ ৬।
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তাহি মধথ পাঁচ বান।
অবসর জানি মানবতি রাধা
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ৮।

১-২। রাধামাধব রত্নমন্দিরে সুখে পালঙ্কে উপবিষ্ট (বাস করিতেছে), হাস্য বিদ্রূপে (রসে রসে) দারুণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, তাহাতে কান্ত রোষ করিয়া চলিল।

৩-৪। নাগরী নাগরের অঞ্চল হস্তে ধরিয়া হাসিয়া অর্দ্ধ (অল্প) মিনতি করিল, নাগরের হৃদয়ে (কটাক্ষে) পঞ্চশর হানিল, পয়োধর দর্শন করাইয়া মনে বাধা দিল।

৫। ঝুঠক—মিথ্যার।

৬। তব কাহে রোখল কান—তবে কানাই কেন রাগ করিল?

৭। রহসি—আনন্দ, কৌতুক। পসারল—বাড়িল। মধথ—মধ্যস্থ।

৭-৮। রোষ সমাপন করিয়া পুনরায় কৌতুক বাড়িল, তাহাতে মদন মধ্যস্থ হইল। বিদ্যাপতি এই কহে (তখন) সুযোগ জানিয়া রাধা মানবতী হইল।

৪৬৯

(রাধার উক্তি)

আজু পরল মোর কোন অপরাধে।
কিয় ন হেরিয় হরি লোচন আধে॥ ২।

আন দিন গহি গৃম লাবিয় গেহা।
বহুবিধ বচন বুঝাবএ নেহা ॥ ৪।
মন দএ রুসি রহল পহু সোই।
পুরুষক হৃদয় এহন নহি হোই ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুন পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান ॥ ৮

মিথিলার পদ।

১। পরল—পড়িল।
২। কিয়—কেন। হেরিয়—হেরিল।
১-২। আজ আমার কোন অপরাধ পড়িল (হইল)? হরি অর্দ্ধ লোচনে আমাকে দেখিল না (আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল না)।
৩। আন—অন্য। গহি—গ্রহণ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া। গৃম—গ্রীবা, কণ্ঠ। লাবিয়—লইয়া আসে। গেহা—গৃহ।
৪। নেহা—স্নেহ, প্রেম।
৩-৪। অন্য দিন (হরি আমার) কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া আসিত, বহুবিধ বচনে প্রেম বুঝাইত (প্রকাশ করিত)।
৫। মন দএ—মন দিতেছে (মনে হয়)। রুসি—রাগ করিয়া। সোই—সে।
৫-৬। মনে হয় প্রভু রাগ করিয়াছে, পুরুষের হৃদয় এমন হয় না।
৭। পরমান—প্রামাণ্য কথা, সত্য কথা।
৮। উসরি—লুপ্ত হইয়া, ফুরাইয়া।
৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, প্রেম বাড়িল, মান ফুরাইয়া গেল।

৪৭০

(রাধার উক্তি)

কাহ্নু বিরুস কথি লাগি।
কিয়ে ভেল হমর অভাগি ॥ ২।
যব হম গেল পিয়া পাস।
তেজই দীঘল নিশাস ॥ ৪।
যবহুঁ পুছল বেরি বেরি।
সজল নয়নে রহু হেরি ॥ ৬।
যব হম রহল নিহার।
লোচন ঝরু অনিবার ॥ ৮।
তবধরি বুঝল বিচারি।
কঠিন জীবন বরনারি ॥ ১০।
কবিশেখর পরমান।
ন জায়ত পাপ পরান ॥ ১২।

পদকল্পতরু।

১। কথি লাগি—কিসের জন্য।
২। অভাগি—মন্দভাগ্য।
৯। তবধরি—তদবধি।
১১। পরমান—প্রমাণ, সত্য।

৪৭১

(রাধার উক্তি)

সুনি সিরিখণ্ড তরু সে সুনি গমন করু
ছাড়ত মদন তনু তাপে।
আরতি অইলিহু তেঁ কুম্ভিলইলিহু
কে জান পুরুবকের পাপে ॥ ২।
মাধব তুঅ মুখ দরসন লাগী।
বেরি বেরি আবওঁ উতর ন পাবওঁ
ভেলাহু বিরহ রস ভাগী ॥ ৪।
জখনে তেজল গেহ সুমরি তোহর নেহ
গুরু জন জানল তাবে।
তোহেঁ সুপুরুস পহু হমে তএও ভেলিহু লহু
কতহু আদর নহি আবে ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সিরিখণ্ড—শ্রীখণ্ড, চন্দনকাঠ।

২। কুম্হিলইলিহু—ম্রিয়মান হইলাম। পুরুবকের—পূর্ব্বের।

১-২। শুনিলাম (তুমি) চন্দন তরু, তাহা শুনিয়া গমন করিলাম, (মনে করিলাম) তনুর তাপ ছাড়িবে। আর্ত্তিবশতঃ আসিলাম, তাহাতে ম্রিয়মাণ হইলাম, পূর্ব্বের পাপ কে জানে?

৩-৪। মাধব, তোমার দর্শনের জন্য বার বার আসি (কথার) উত্তর পাই না, বিরহ রসের ভাগী হইলাম।

৫। তাবে—তখন।

৬। তঞো—তো।

৫-৬। যখন তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলাম গুরুজনেরা তখন জানিল। তুমি প্রভু সুপুরুষ, আমি তো লঘু হইলাম, এখন কোথাও আদর (সম্ভ্রম) নাই।

৪৭২

(রাধার উক্তি)

সে কাহ্নু সে হম সে পচবান।
পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন॥ ২।
পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ।
আগিলাহু পেম দেখিয় অবে আধ॥ ৪।
বোলি বিসরলহ দয় বিসবাস।
সে অনুরাগল হৃদয় উদাস॥ ৬।
কবি বিদ্যাপতি ইহো রস ভান।
বিরল রসিক জন ঈ রস জান॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-২। সেই কানাই সেই আমি সেই মদন, অতীত ছাড়িয়া এখন অন্য রঙ্গ (আমাদের পূর্ব্বের সে প্রেম বিস্মৃত হইয়া কানাই এখন অন্য রমণীতে অনুরক্ত হইয়াছে)।

৩-৪। অতীত প্রেমের সাধ কি কহিব, আগেকার (বর্ত্তমান) প্রেম এখন অর্দ্ধমাত্র দেখিতেছি (পূর্ব্বের যে প্রেম ছিল এখন তাহার অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট আছে)।

৫-৬। বিশ্বাস দিয়া প্রতিশ্রুত কথা বিস্মৃত হইল, সেই অনুরাগযুক্ত হৃদয় উদাস হইল।

৭-৮। কবি বিদ্যাপতি এই রস কহিতেছে, বিরল রসিক ব্যক্তি এই রস জানে।

৪৭৩

(রাধার উক্তি)

মাধব বচন করিয় প্রতিপালে।
বড় জন জানি শরন অবলম্বলি
সাগর হোয়ত সতালে॥ ২।
ভুবন ভমিয়ে ভমি তুয় যশ পাওলি
চৌদিশি তোহর বড়াই।
চিত অনুমানি বুঝি গুন গৌরব
মহিমা কহলো ন যাই॥ ৪।
আগা সভ কেও শীল নিবেদয়
ফল জানিয় পরিনামে।
বড়াক বচন কবহু নহি বিচলয়
নিশিপতি হরিন উপামে॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু বরজৌবতি
এহ গুন কোউ ন আনে।
রায় সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই পতি জানে॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। প্রতিপালে—পালন, রক্ষা।

২। অবলম্বলি—অবলম্বন করিলাম। সতালে—(তাল-হ্রদ) হ্রদযুক্ত, অর্থাৎ যেখানে জল স্থির।

১-২। মাধব, (অঙ্গীকৃত) বচন পালন করিও। (তোমাকে) হ্রদপূর্ণ (শান্তিস্থান-বিশিষ্ট) সাগর তুল্য (জানিয়া) শরণ অবলম্বন করিয়াছিলাম।

৩। বড়াই—মহত্ত্ব।

৩-৪। ভুবন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তোমার যশ, চৌদিকে তোমার মহত্ত্ব (শুনিতে) পাইলাম; (তোমার)

গুণগৌরবের মহিমা বুঝি (ও) চিত্তে অনুমান করি, (কিন্তু) কহা যায় না।

৫। আগা—আগে, প্রথমে। সভ কেও—সকলেই। শীল—নম্রতা, মহত্ব। নিবেদয়—জানায়, বলে।

৬। বড়াক—বড় লোকের। উপামে—উপমা। হরিন—মৃগ, কলঙ্ক।

৫-৬। প্রথমে সকলেই বিনয় জানায়, পরিণামে ফল জানা যায়; মহৎ ব্যক্তির বচন কখন বিচলিত হয় না, উপমা নিশিপতি হরিণ (চন্দ্র যেরূপ কলঙ্ককে কদাপি ত্যাগ করে না, মহৎ ব্যক্তি সেইরূপ প্রতিশ্রুত কথাকে কখন ত্যাগ করে না)।

৭। কোউ—কাহারও। আনে—অপর।

৮। রায়—রাজা।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, এই গুণ অপর কাহারও নাই। লক্ষ্মীদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন।

৪৭৪

(রাধার উক্তি)

মাধব কি কহব তোহরো গেয়ানে
সুপহু কহলি যব রোষ কয়ল তব
কর মুনল দুহু কানে ॥ ২ ।
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তই কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহীনী হম সনি কে ধনী
করসে পরসমনি গেলা ॥ ৪ ।
জঞো হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধি।
কৌশল করতল বাহুলতা লয়
দৃঢ় কএ রখিতহুঁ বাঁধি ॥ ৬ ।
ই সুমিরিয় যব জঞো মরিয়ে তব
বুঝি পড় হৃদয় পষানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরি
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। তোহরো—তোমার।

২। সুপহু—সুপ্রভু। মুনল—মুদ্রিত করিয়াছিলে।

১-২। মাধব তোমার জ্ঞানের (কথা) কি কহিব? (তোমাকে) যখন প্রিয় পতি বলিয়াছিলাম (প্রিয় পতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম) তখন (তুমি) রাগ করিয়াছিলে, হস্ত দ্বারা দুই কর্ণ আবৃত করিয়াছিলে।

৩। গমনক—যাইবার। বেরি—সময়। নীন—নিদ্রা। টরু—টলিল, সরিল, ভাঙ্গিল। পুছিও—জিজ্ঞাসিও।

৪। করমহীনী—ভাগ্যহীনা। সনি—মত, তুল্য।

৩-৪। (তাঁহার) যাইবার সময় আসিল (তবু ও আমার) নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সেই জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করাও হইল না। আমার সমান এমন ভাগ্যহীনা রমণী (আর কে আছে), হস্ত হইতে স্পর্শমণি গেল।

৫। সাঁধি—সন্ধি।

৬। কএ—করিয়া।

৫-৬। যদি আমি জানিতাম প্রভু এমন নিষ্ঠুর, (তাহা হইলে) কুচকাঞ্চন গিরির সন্ধিস্থলে কৌশলে করতল ও বাহুলতা লইয়া (দিয়া) (তাঁহাকে) দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম।

৭। ই—এই কথা। সুমিরিয়—স্মরণ করি। মরিয়ে—মরি। পড়—পড়ে।

৮। হেমগিরি কুমরি—মৈনাক কন্যা, গৌরী।

৭-৮। এই কথা যখন স্মরণ করি তখন যেন মৃত্যু

হয়, হৃদয়ে যেন পাষাণ পড়ে। গৌরীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে।

এই পদ বিদ্যাপতির কি না তাহাতে সংশয় আছে।

৪৭৫

(রাধার উক্তি)

রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি।
পরতহ জতনে পটবিতহ পানি ॥ ২ ।
তঁই অরথিত উপজিত ভেল সে।
তোহেঁ বিসরলি ভল বোলত কে ॥ ৪ ।
মাধব বুঝল তোহর অনুরোধ।
হেরিতহুঁ কয়লহ নয়ন নিরোধ ॥ ৬ ।
একহু ভবন বসি দরশন বাধ।
কিছু ন বুঝিয় পহু কী অপরাধ ॥ ৮ ।
সুপুরুষ বচন সবহুঁ বিধি পূর।
অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস জান।
রস বুঝ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১২ ।

রাগতরঙ্গিনী।

১। রোপলহ—রোপণ করিলে। লহু—লঘু, ছোট।

২। পরতহ—প্রত্যহ। জতনে—যত্নে। পটবিতহ—পাট করিলে, সিঞ্চন করিলে।

১-২। প্রভু, ছোট লতিকা আনিয়া রোপণ করিলে, প্রত্যহ যত্নপূর্ব্বক (তাহাতে) জল সেচন করিলে। (প্রেমের ক্ষুদ্র তরু তুমি যত্ন করিয়া বাড়াইয়াছ)।

৩। তঁই—সেই, তাহাতে। অরথিত—অর্থিত, হেতু। উপচিত—উপচয় হইল, বর্দ্ধিত হইল।

৪। তোঁহে—তোমা হইতে, তোমা কর্ত্তৃক। বিসরলি—বিস্মৃত হইলে। ভল—ভাল। বোলত—বলিবে।

৩-৪। সেই হেতু (তোমার যত্নে) সে (প্রেম-লতিকা) বাড়িল; তোমা কর্ত্তৃক বিস্মৃত হইলে (তুমি যদি তাহাকে ভুলিয়া যাও তাহা হইলে) কে (তাহাকে) ভাল বলিবে?

৫। অনুরোধ—অনুরাগ।

৫-৬। মাধব, তোমার অনুরাগ বুঝিলাম, (আমাকে) দেখিবা মাত্র নয়ন নিরোধ করিলে (ফিরাইয়া লইলে)।

৭। একহু—একই। বসি—বাস করিয়া। বাধ—বাধা, অন্তরায়, নিষেধ।

৭-৮। একই গৃহে বাস করিয়া দর্শন নিষেধ (তোমাকে দেখিতে পাই না), প্রভু, কি অপরাধ কিছুই বুঝি না।

৯-১০। বিধাতা সুপুরুষের সকল কথাই পূর্ণ করেন (তাহার কোন অভাব হয় না), অমর্ষ (ক্রোধ) বিমর্ষকে দূর করে না (যদি তোমার দুঃখের কোন কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে রাগ করিবার কোন কারণ নাই।)

১১-১২। বিদ্যাপতি এই রসের কথা কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ শিবসিংহ রস বুঝেন।

৪৭৬

(রাধার উক্তি)

জতহি পেম রস ততহি দুরন্ত।
পুন কর পলটি পিরিতি গুনমন্ত ॥ ২ ।
সবতহু সুনিঅ অইসন বেবহার।
পুনু টূটএ পুনু গাঁথএ হার ॥ ৪ ।
এ কহু এ কহু তোহিঁহি সআন।
বিসরিঅ কোপ করিঅ সমধান ॥ ৬ ।
পেমক আঁকুর তোহেঁ জল দেল।
দিনে দিনে বাঢ়ি মহাতরু ভেল ॥ ৮ ।
তুঅ গুনে ন গুনল সউতিনি আছ।
রোপি ন কাটিঅ বিষহুক গাছ ॥ ১০ ।

জে নেহ উপজল প্রানক ওল।
সে ন করিঅ দুর দুরজন বোল ॥ ১২।
জগত বিদিত ভেল তোহ হম নেহ।
এক পরান কএল দুই দেহ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি করব উদাস।
বড়াক বচনে করিঅ বিসবাস ॥ ১৬।
তালপত্রের পুঁথি।

১। জতহি—যেখানেই। ততহি—সেইখানেই। দুরন্ত—দৌরাত্ম্য।

২। কর—করে। গুনমন্ত—গুণবান।

১-২। যেখানে প্রেমরস সেখানেই দৌরাত্ম্য (প্রেমে কলহ হইয়াই থাকে,) গুণবান আবার ক্রিয়া প্রীতি করে।

৩। সবতহু—সকলের কাছে।

৩-৪। সকলের কাছে এরূপ ব্যবহার শুনি, হার ছিঁড়িয়া গেলে আবার গাঁথে (কোপ অথবা মানান্তে আবার মিলন হয়)।

৫। *বিসরিঅ—ভুলিয়া যাও। সমধান—সমাধান।*

৫-৬। *হে কানাই, হে কানাই, তুমি চতুর, কোপ সমাধান কর, বিস্মৃত হও।*

৭-৮। *প্রেমের অঙ্কুরে তুমি জল দিলে, দিনে দিনে বাড়িয়া মহাতরু হইল।*

৯। সউতিনি—সতীন। আছ—থাকিলে। ১০। বিষহুক—বিষেরও।

৯-১০। স্বপত্নী থাকিতেও তোমার গুণে গণনা করিলাম না (স্বপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিলাম)। বিষবৃক্ষও রোপন করিয়া কাটে না (অতএব প্রেমের অমৃততরু ছেদন করা কর্ত্তব্য নয়)।

১১। ওল—ওর, সীমা। ১২। বোল—কথা।

১১-১২। যে স্নেহ প্রাণের সীমায় উৎপন্ন হইল তাহা দুর্জ্জনের কথায় দুর করিও না।

১৩-১৪। তোমার আমার স্নেহ জগতে বিদিত হইল (বিধাতা) এক প্রাণ দুই দেহ করিল।

১৫। উদাস—উদাসীনতা। ১৬। বড়াক—মহৎ লোকের। বিসবাস—বিশ্বাস।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (মাধব) উদাসীন হইবে (মান ত্যাগ করিবে), মহৎ লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়।

৪৭৭

(রাধার উক্তি)

গগন গরজ মেঘা জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চরু চোর ॥ ২।
এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ ॥ ৪।
তিলা এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরান ॥ ৬।
দুসহ জমুনা নরি অইলিহু ভাগি।
কুচজুগ তরল তরনি তাঁ লাগি ॥ ৮।
দেহ অনুমতি হে জুঝও পঁচবান।
তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব।
অপনুক অভিমত উকুতি জনাব ॥ ১২।
রাজা রূপনরাএন জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১৪।
রাগতরঙ্গিণী।

শম্ভুনাট ছন্দ। ১২ হইতে ১৬ মাত্রা।

১। মেঘা—মেঘ সমূহ।

২। লাগি—লাগিয়া, জন্য। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে।

১-২। ঘোর (অন্ধকার) যামিনী, আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। রত্নের জন্য (অপহরণ করিবার লোভে) চোরও ভ্রমণ করিতেছে না।

৩। এহনা—এমন সময়।

৪। অপনহু—আপনিই। দেখিয়—দেখি। অপহুক—আপনার।

৩-৪। এমন সময়, (এমন অন্ধকার যে) আপনিই আপনার দেহ দেখিতে পাই না, নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

৫। তিলা এক—এক তিল, এক মুহূর্তের জন্য।

৫-৬। (হে) মাধব, এক মুহূর্তের তরে মান পরিত্যাগ কর, তোমার লাগিয়া প্রাণসংশয় পড়িল (হইল)।

৭। নরি—নদী। ভাগি—ভাগ্যবশতঃ।

৮। তরল—উত্তীর্ণ—হইলাম। তরণী—ভেলা। তাঁ—সে।

৭-৮। সেই কারণে (তোমার বিরহে প্রাণ সংশয় বলিয়া) দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম।

৯। জুঝাও—যুদ্ধ কর। পঁচবান—পঞ্চবান, মদন।

১০। সন—সম।

৯-১০। হে (মাধব) অনুমতি দাও, পঞ্চবাণের (সহিত) যুদ্ধ কর। নগরে তোমার তুল্য আর নাগর নাই।

১১। সোভাব—স্বভাব।

১২। উকুতি—উক্তি।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নারীর স্বভাব, আপনার অভিলাষ উক্তি দ্বারা (স্পষ্ট রূপে) জানায়।

১৩-১৪। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ জানেন।

৪৭৮

(রাধার উক্তি)

সবে পরিহরি অএলাহু তুয় পাস।
বিসরি ন হলবে দএ বিসবাস ॥ ২।
অপনে সুচেতন কি কহব গোএ।
তইসন করব উপহাস ন হোএ ॥ ৪।
এ কনহাই তোহর বচন অমোল।
জাব জীব প্রতিপালব বোল ॥ ৬।
ভল জন বচন দুঅও সমতুল।
বহুল ন জানএ রতনক মূল ॥ ৮।
হমে অবলা তুঅ হৃদয় অগাধ।
বড় ভএ খেমিঅ সকল অপরাধ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি গোচর গোএ।
সুপুরুষ সিনেহ অন্ত নহি হোএ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

শ্রীমালব ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। অয়লাহু—আসিলাম। পাস—পাশ, নিকট।

২। দএ—দিয়া। বিসবাস—বিশ্বাস।

১-২। সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিলাম। বিশ্বাস দিয়া (প্রতিশ্রুত হইয়া) ভুলিয়া যাইও না।

৩। সুচেতন—সুচতুর। গোএ—গোপন করিয়া, গুপ্ত কথা।

৪। তইসন—তেমন। হোএ—হয়।

৩-৪। নিজে (তুমি) সুচতুর, গুপ্ত কথা কি কহিব, তেমন করিবে (যাহাতে) উপহাস না হয়।

৫। তোহর—তোর, তোমার। অমোল—অমূল্য।

৬। জাব—যাবৎ। বোল—কথা।

৫-৬। হে কানাই, তোমার বচন অমূল্য, যাবজ্জীবন কথা প্রতিপালন করিবে।

৭। ভল—ভাল।

৮। বহুল—বহুত, অনেক লোক।

৭-৮। ভাল লোকের কথা (ও রত্ন) দুই সমতুল, অনেক লোক রত্নের মূল্য জানে না।

১০। ভএ—হইয়া। খেমিঅ—ক্ষমা করিও।

৯-১০। আমি অবলা, তোমার হৃদয় অগাধ, বড় হইয়া সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।

১১। গোচর গোএ—প্রকাশ্য কথা গোপন করিয়া।

১২। সিনেহ—স্নেহ।

১১-১২। বিদ্যাপতি প্রকাশ্য (জানা) কথা গোপন করিয়া কহিতেছে, সুপুরুষের স্নেহের অন্ত হয় না।

৪৭৯

(রাধার উক্তি)

পএর পড়ি বিনবএো সাজনা রে
জতি অনুচিত পড়ু মোর।
জনু বিঘটাবহ নেহরা রে
জীবন জোবন থোর ॥ ২।
পলটহ গুননিধি তোহে গুনরসিয়া
জীবে করহ বরু সাতি ॥ ৩।
পুছলেহু ই তরুন আপহি রে
অইসনা লাগএ মোহি ভান।
কী তুঅ মন লাগলা রে
কিএ কুশল পঁচবান ॥ ৫।
কাঠ কঠিন হিঅ তোহরা রে
দিনহু দয়া নহি তোহি।
কংসনরাএন গাবিহা রে
নিরমম কাহ্নহি মোহি ॥ ৭।

নেপালের পুঁথি।

১। বিনবএো—মিনতি করি। সাজনা—সজনী শব্দের পুংলিঙ্গ, সখা। জতি—যত।

২। বিঘটাবহ—ব্যাঘাত করিও। নেহরা—স্নেহ।

১-২। সখে, পায় পড়িয়া মিনতি করি, যতই আমার অনুচিত হউক, স্নেহে ব্যাঘাত করিও না, জীবন যৌবন অচিরস্থায়ী।

৩। পলটহ—ফের। গুনরসিয়া—গুণরসিক। হে গুণনিধি, ফের, তুমি গুণরসিক, বরং প্রাণে শান্তি দাও।

৪। ই—এই কথা।

৫। কিএ—কিম্বা। কুশল—কৌশল।

৪-৫। আমার মনে এইরূপ হয় তুমি নিজে তরুণ, আপনাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনে কি (ব্যথা) লাগিল, কিম্বা (ইহা) মদনের কৌশল?

৬। দিনহু—দীনেও।

৭। গাবিহা—গাইতেছে। নিরমম—নির্ম্মম।

৬-৭। তোমার হৃদয় কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন, দীনের প্রতিও তোমার দয়া নহে। কংসনারায়ণ গাহিতেছে, কানাই আমার প্রতি নির্ম্মম।

কংসনারায়ণ ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির পদ মিথিলাতেও পাওয়া যায়।

৪৮০

(রাধার উক্তি)

তোহেঁ কুল ঠাকুর হমে কুল নারি।
অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি ॥ ২।
পিসুনে হসব পুনু মাথ ডোলাএ।
বড়াক কহিনী বড়ি দুর জাএ ॥ ৪।
সুন সুন সাজনা বচন হমার।
অপদ ন অংগিরিঅ অপজস ভার ॥ ৬।
পরতহ পরতিতি আবিঅ পাস।
বড় বোলি হমহু কএল বিসবাস ॥ ৮।
সে আবে মনে গুনি ভল নহি কাজ।
বাজু রাখএ আঁখিক লাজ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। ঠাকুর—শ্রেষ্ঠ।

২। অধিপক—রাজার। গোহারি—দুঃখ নিবারণের প্রার্থনা, নালিশ।

১-২। তুমি কুলের ঠাকুর, আমি কুলনারী, রাজার অন্যায় কর্ম্মে কোন নালিশ হয় না।

৩। ডোলাএ—নাড়িয়া।

৪। বড়াক—বড় লোকের।

৩-৪। খল ব্যক্তিগণ মাথা নাড়িয়া হাসিবে, বড় লোকের কথা অনেক দূর যায়।

৫। সাজনা—সজনী শব্দের পুংলিঙ্গ, সখা।

৬। অপদ—অস্থানে, অযোগ্য প্রস্তাবে। অংগিরিয়—অঙ্গীকার করিও।

৫-৬। সখে, আমার কথা শুন শুন, অযোগ্য প্রস্তাবে অপযশ ভার অঙ্গীকার করিও না।

৭। পরতিতি—প্রতীতি। আবিঅ—আইস।

৭-৮। প্রত্যহ প্রতীতি (আমাকে বিশ্বাস) করিয়া নিকটে আসিয়া থাক, আমিও মহৎ বলিয়া (তোমাকে) বিশ্বাস করিলাম।

১০। বাজূ—পাশে।

৯-১০। সে এখন মনে বিবেচনা করিয়া (দেখ) কাজ ভাল নয়, চক্ষের লজ্জা কি পাশে রাখিতে আছে (ভুলিতে আছে)?

৪৮১

(রাধার উক্তি)

আসা দইএ উপেখহ আজ।
হৃদয় বিচারহ কএোনক লাজ॥ ২।
হমে অবলা থিক অলপ গেআন।
তোহর ছৈলপন নিন্দত আন॥ ৪।
সুপহু জানি হমে সেওল পাও।
আবে মোর প্রাণ রহত কি জাও॥ ৬।
কএল বিচারি অমিঞকে পান।
হোএত হলাহল ই কে জান॥ ৮।
কতহু ন সুনলে অইসন বাত।
সাঁকর খাইতে ভাঙ্গএ দাত॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। দইএ—দিয়া। উপেখহ—উপেক্ষা করিতেছ।

২। কএোনক—কাহার।

১-২। আশা দিয়া আজ উপেক্ষা করিতেছ, হৃদয়ে বিচার কর কাহার লজ্জার (কথা)।

৪। ছৈলপন—রসিকতা, চতুরতা।

৩-৪। আমি অল্পজ্ঞান অবলা, অপর লোকে তোমার রসিকতার নিন্দা করিবে।

৫। সেওল—সেবা করিলাম। পাও—পদ।

৬। জাও—যায়।

৫-৬। সুপ্রভু জানিয়া আমি পদসেবা করিলাম, এখন আমার প্রাণ থাকে কি যায়।

৭-৮। অমৃত বিচার করিয়া পান করিলাম, হলাহল হইবে ইহা কে জানে?

১০। সাঁকর—শর্করা।

৯-১০। চিনি খাইতে দাঁত ভাঙ্গে এমন কথা কোথাও শোনা যায় না।

৪৮২

(রাধার উক্তি)

বারিস নিসা মঞে চলি অএলিহু
সুন্দর মন্দির তোর।
কত মহি অহি দেহে দমসল
চরণে তিমির ঘোর॥ ২।
নিজ সখি মুখ সুনি সুনি
কহবসি পেম তোহার।
হমে অবলা সহএ ন পারল
পচসর পরহার॥ ৪।
নাগর মোহি মনে অনুতাপ।
কএলাহু সাহস সিধি ন পাবিঅ
অইসন হমর পাপ॥ ৬।
তোহ সন পহু গুন নিকেতন
কএলহ মোর নিকার।

হমহু নাগরি সবে সিখাউবি
জনু কর অভিসার ॥ ৮।
কত ন নাগর গুনক সাগর
সবে ন গুনক গেহ।
তোহ সন জগ দোসর নহি
তেঁ হমে লাওল নেহ ॥ ১০।
কেলি কুতূহল দুরহি রহও
দরশনহু সন্দেহ।
জামিনি চারিম পহর পাওল
আবে জাওঁ নিজ গেহ ॥ ১২।
মোরিও সব সহচরি জানতি
হোইতি ই বড়ি সাটি।
বিহি নিকারুন পরম দারুন
মরও হৃদয় ফাটি ॥ ১৪।
ভনে বিদ্যাপতি সুনহ জুবতি
আসা ন অবসান।
সুচিরে জীবও রাএ সিবসিংহ
লখিমা দেবি রমান ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুথি।

১। দমসল—দলিত করিলাম।

১-২। বর্ষা নিশায় আমি তোর সুন্দর গৃহে (কুঞ্জ-ভবনে) চলিয়া আসিলাম; দেহ দ্বারা ধরাতলে কত সর্প দলিত করিলাম, চরণে ঘোর তিমির (পথ অত্যন্ত অন্ধকার)।

৩। কহবসি—কহিতে।

৩-৪। নিজ সখীর মুখে তোর প্রেম কহিতে শুনিয়া আমি অবলা মদনের প্রহার সহ্য করিতে পারিলাম না।

৫-৬। হে নাগর, আমার মনে এই অনুতাপ, সাহস করিয়াও সিদ্ধি পাই না এমন আমার পাপ।

৭। নিকার—ন্যকার, অবজ্ঞা।

৭-৮। তোমার মত গুণনিকেতন প্রভু আমার অবজ্ঞা করিলে, আমিও সকল নাগরীকে শিখাইব, যেন অভিসার না করে।

৯। আগর—শ্রেষ্ঠ। গুনক গেহ—গুণের গৃহ, গুণধাম।

১০। লাওল—ঘটাইলাম।

৯-১০। কত নাগর গুণশ্রেষ্ঠ (কিন্তু) সকলে গুণধাম নয়, তোমার সমান (নাগর) জগতে দ্বিতীয় নাই, সেই জন্য আমি স্নেহ ঘটাইলাম।

১২। চারিম—চতুর্থ। পহর—প্রহর। জাঁও—যাই।

১১-১২। কেলিকুতুহল দূরে থাকুক, দর্শনও সন্দেহ, যামিনী চতুর্থ প্রহর প্রাপ্ত হইল (অবসান হইল), এখন নিজের গৃহে যাই।

১৩। সাটি—শাস্তি।

১৪। নিকারুণ—করুণাশূন্য, নিষ্ঠুর। মরও—মরুক।

১৩-১৪। আমার সহচরীরা সকলে (এই কথা) জানিবে, বড় শাস্তি হইবে। অত্যন্ত কঠিন (ও) নিষ্ঠুর বিধাতা হৃদয় ফাটিয়া মরুক্।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতি, আসা অবসান হয় না; লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ দীর্ঘজীবী হউন।

৪৮৩

(রাধার উক্তি)

হে মাধব ভল ভেল কএলহ কূলে।
কাচ কঞ্চন দুহু সম কএ লেখলহ
ন জানহ রতনক মূলে ॥ ২।
তোঁহ হম পেম জতে দুরে উপজল
সুমরহ সে আবে ঠামে।
আবে পররমনি রঙ্গে তোঁহে ভুললাহে
বিহসিহ হসি হের বামে ॥ ৪।

ঐসন করম মোর তেঁ তোহে জদি ভোর
হমে অবলা কুল নারী।
পিসুনক বচন কান জদি ধএলহ
সাতি ন কএলহ বিচারী ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সুন্দরি
চিতে জনু মানহ সঙ্কা।
দিবস বাম সখি সবে খন ন রহএ
চাঁদহু লাগু কলঙ্কা ॥ ৮।

তাল পত্রের পুঁথি।

সিন্ধুলাসাবরী ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১১ অথবা ১২ মাত্রা।

১। কএলহ—করিয়াছ। কূলে—ক্রূরতা, কপটতা।

২। লেখলহ—বিবেচনা করিলে, হিসাব করিলে।

১-২। হে মাধব, ভাল হইল, কপটতা করিয়াছ, কাচ ও কাঞ্চন দুই তুল্য করিয়া হিসাব করিলে, রত্নের মূল্য জান না।

৩। সুমরহ—স্মরণ কর। ঠামে—স্থানে। ৪। বিহসিহ—মুচ্‌কিয়া হাসিয়া। বামে—বাম দিকে, অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া।

৩-৪। তোমার আমার প্রেম যত দূর উৎপন্ন হইল (বাড়িল), এখন সে স্থান (বিষয়) স্মরণ কর; এখন তুমি পররমণীর রঙ্গে ভুলিয়াছ, স্মিত হাস্য করিয়া মুখ ফিরাইয়া (অপর দিকে) দেখ (আমার দিকে চাহিয়া দেখ না)।

৫। ঐসন—এমন। তেঁই—তাহাতে, সেই কারণে। ভোর—ভোলা, ভুলিয়া। জদি—যখন।

৬। ধএলহ—রাখিলে। সাতি—শাস্তি।

৫-৬। আমি অবলা কুলনারী আমার এমন কর্ম্ম (কপাল) সেই জন্য তুমি ভুলিলে, দুষ্ট লোকের কথা যদি কানে রাখিলে (তুলিলে), বিচার করিয়া শাস্তি করিলে না।

৭। চিতে—চিত্তে। জনু—না। দিবস—দিন, সময়।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন সুন্দরী, চিত্তে শঙ্কা মানিও না; সখি, প্রতিকূল দিবস (সময়) সর্ব্বক্ষণ রহে না, চন্দ্রেও কলঙ্ক লাগে।

৪৮৪

(রাধার উক্তি)

তোহ হম পেম জতে দূরে উপজল
সুমরবি সে পরিপাটী।
আবে পররমনি রঙ্গ রস ভুলনা হে
কওনে কলা হম ঘাটী ॥ ২।
ভমরবর মোরে বোলে বোলব কহ্নাই।
বিরহ তন্ত জদি বুঝথি মনোভব
কী ফল অধিক বুঝাই ॥ ৪।
তুলএ সুমেরু সাধু জন তুলনা
সবকা ধইরজ ধনে।
তোঁহে নিঅ লোভে বচন আবে চুকলা হে
গরিমা ধরবি কওনে ॥ ৬।
পুরুষহৃদয় জল দুঅও সহজে চল
অনুবন্ধে বাঁধ থিরাই।
সে জদি ফুটল রহ সহস ধারে বহ
উচেও নীচে পথে জাই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর
পুহবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগতরঙ্গিণী।

ধনছীমালব ছন্দ। ২০ হইতে ২৫ মাত্রা।

১। সুমরবি—স্মরণ করিবে। পরিপাটি—আনুপূর্ব্বিক ক্রম।

২। ঘাটি—ন্যূন, ছোট।

১-২। তোমাতে আমাতে যত দূর প্রেম উৎপন্ন হইল সেই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করিবে। এখন পররমণীর রঙ্গ রসে ভুলিয়াছ, আমি কোন কলায় ন্যূন?

৩। বোলে—কথায়। ৪। তত্ত—তত্ত্ব।

৩-৪। হে ভ্রমর শ্রেষ্ঠ, আমার কথায় (পক্ষ হইতে) কানাইকে বলিবে, বিরহের তত্ত্ব যদি বুঝ (তবে) অধিক বুঝাইয়া কি ফল?

৫। তুলএ—তুল্য। ৬। চুকলা—চুকিয়াছ, ভ্রষ্ট হইয়াছ।

৫-৬। সাধু জন তুলনা করিবার সময় সকলের অপেক্ষা ধৈর্য্য ধন (গুণ) শ্রেষ্ঠ করিয়া সুমেরুর তুল্য বলেন। তুমি লোভে নিজের বচন ভ্রষ্ট হইলে, এখন কে গৌরব ধারণ করিবে?

৭। চল—চঞ্চল, বিচলিত। থিরাই—স্থির করিতে হয়।

৭-৮। পুরুষের হৃদয় আর জল দুই স্বভাবতঃ চঞ্চল, চেষ্টা করিয়া বাঁধিয়া স্থির করিতে হয়। যদি বাঁধে ছিদ্র থাকে তাহা হইলে সহস্র ধারা বয়, উচ্চে থাকিলে নীচ পথে যায়।

৯। পুহুবী—পৃথিবী। তেসর—তৃতীয়।

১০। সেনিক—শ্রেণী।

৯-১০। নবকবিশেখর বিদ্যাপতি কহিতেছে, যেখানে শাহ হুসেন মালতী শ্রেণীর (নায়িকা গণের) ভ্রমর তুল্য নাগর সেখানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (নাগর) কোথায়? (শাহহুসেন বঙ্গদেশের পাঠান শাসন কর্ত্তা)।

৪৮৫

(সখীর উক্তি)

কুন্তল কুসুম নিমাল ন ভেল।
নয়নক কাজর অধর ন গেল॥ ২।
কনক ধরাধর নহি সসিরেহ।
কোনে পরি কামে প্রকাশল নেহ॥ ৪।

(রাধার উত্তর)

এ সখি এ সখি পুরুষ অগ্যান।
ভুজঁগ ভনাবথি রঙ্গ ন জান॥ ৬।
দুরসোঁ সুনিয় সময় পচবান।
পরতখ চাহি নহি কে অনুমান॥ ৮।
উপগতি ভেলিহু ই ভেলি সাতি।
অনুসয় ছিতহি পোহাইলি রাতি॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। নিমাল—নির্ম্মাল্য।

১-২। (সখীর উক্তি) কুন্তলের কুসুম নির্ম্মাল্য (বাসি) হয় নাই, নয়নের কজ্জল অধরে যায় নাই (আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুসুম মলিন হয় নাই, চুম্বনে নয়নের কজ্জল অধরে লাগিয়া যায় নাই)।

৩। কনক ধরাধর—পয়োধর। সসিরেহ—শশিরেখা, নখচিহ্ন।

৪। কোনে পরি—কেমন করিয়া। কামে—কামের প্রতি।

৩-৪। পয়োধরে নখক্ষত নাই, কেমন করিয়া কামের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিল (কামের সহিত যুদ্ধ করিল না)?

৬। ভনাবথি—বলায়, কহায়।

৫-৬। (রাধার উত্তর) হে সখি, হে সখি, পুরুষ অজ্ঞান, ভুজঙ্গ বলায় (লোকে বলে পুরুষ ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র), (কিন্তু) রঙ্গ জানে না।

৭। দুর সোঁ—দূর হইতে। পচবান—কন্দর্প।

৮। পরতখ—প্রত্যক্ষ। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা। তাহি—তাহার।

৭-৮। দূর হইতে শুনি (যে) মদন সময় (সুযোগ পাইলে অত্যন্ত বল প্রকাশ করে), প্রত্যক্ষের অপেক্ষা কে না অনুমান (কল্পনাই অধিক) করে?

৯। উপগতি—উপস্থিত, নিকটবর্ত্তী। ই—এই। সাতি—শান্তি।

১০। অনুশয়—অনুতাপ। ছিতহি—থাকিতেই।

৯-১০। নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শান্তি হইল। অনুতাপ রহিতেই রাত্রি পোহাইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহের এই রস জানা আছে।

৪৮৬

(দূতীর উক্তি)

আদরি অনলহ ধএলহ বারি।
আঁচর ন ছড়লহ বদন নিহারি॥ ২।
সুদৃঢ়েও কেস ন বঁধলহ ফোএ।
সবে রস সুন্দরি ধএলহ গোএ॥ ৪।
আবে কি পুছসি রাহি ভল নহি ভেল।
জতনে আনল কাহ্নু তোরে দোসে গেল॥ ৬।
গুনিগন পথ সহ লগলউহে ভোর।
আঁচর হীর হরাএল মোর॥ ৮।
সখিজন সোঁপইতে ভেলউ হে রাগ।
গেল পাইঅ জোঁ হো বড় ভাগ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অনলহ—আনিলে। ধএলহ—রাখিলে। বারি—নিবারণ করিয়া।

১-২। আদর পূর্ব্বক আনিয়া নিবারণ করিয়া রাখিলে (তাহাকে প্রণয় প্রকাশের অবসর দিলে না), মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্চল পরিত্যাগ করিলে না।

৩। ফোএ—খুলিয়া।

৪। গোএ—গোপন করিয়া।

৩-৪। সুদৃঢ় (কবরীবদ্ধ) কেশ খুলিয়া বাঁধিলে না, হে সুন্দরি, সকল রস গোপন করিয়া রাখিলে।

৫-৬। রাই, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভাল হইল না, যত্ন পূর্ব্বক কানাইকে আনিলাম, তোর দোষে গেল।

৭-৮। গুণবান ব্যক্তিদিগের সঙ্গে থাকিয়াও পথ ভুলিয়া গেলাম, আমার অঞ্চল হইতে হীরক হারাইয়া গেল।

৯-১০। সখীকে সমর্পণ করিতে দ্বেষ হইল, যাহা যায় তাহা বড় ভাগ্যে পাওয়া যায়।

৪৮৭

(রাধার উক্তি)

এত দিন ছলি নব রীতি রে।
জল মীন জেহন পিরীতি রে॥ ২
এক হি বচন বীচ ভেল রে।
হসি পহু উতরো ন দেল রে॥ ৪।
একহি পলঙ্গ পর কাহ্নুরে।
মোর লেখ দূর দেস ভান রে॥ ৬।
জাহি বন কেও ন ডোল রে।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে॥ ৮।
ধরব জোগিয়াক ভেস রে।
করব মঞে পহুক উদেস রে॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুষ ন কর নিদান রে॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। ছলি—আছিল।

১-২। এত দিন নূতন রীতি ছিল, যেমন জলের (সহিত) মীনের প্রীতি (যখন আমাদের নূতন প্রেম হয় তখন তিলার্দ্ধও বিচ্ছেদ হইত না)।

৩। বীচ—মধ্যে।

৪। উতরো—উত্তর ও।

৩-৪। (আমাদের) মধ্যে একটী কথা হইল, প্রভু হাসিয়া উত্তরও দিল না। (একটী সামান্য কথায় রাগ হইল, তাহার পর আমার কথায় প্রাণনাথ হাসিয়া একবার উত্তরও দিল না)।

৫। পলঙ্গ—পালঙ্ক।

৬। লেখ—হিসাব, পক্ষে। ভান—মনে হওয়া।

৫-৬। কানাই (আর আমি) একই পালঙ্কের উপর, (তথাপি) আমার পক্ষে দূর দেশ মনে হইল (কানাই রাগ করিয়া আমার পালঙ্কেই শয়ন করিয়া রহিল কিন্তু আমার মনে হইল যেন সে দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে)।

৭। জাহি—যে। ডোল—আন্দোলন, নড়া।

৭-৮। যে বনে কেহ নড়ে না (চলে না) সেই বনে প্রিয়তম হাসিয়া কথা কহিতেছে (আমার উপর রাগ করিয়া সে গহন বনে চলিয়া গিয়াছে, যেখানে অপর লোকে যাইতে ভয় পায় সেখানে সে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে)।

৯। জোগিয়াক—যোগিনীর। ভেস—বেশ।

১০। উদেশ—উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান।

৯-১০। যোগিনীর বেশ ধারণ করিব, আমি প্রভুর অনুসন্ধান করিব।

১১-১২। বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছে, সুপুরুষ অত্যন্ত ক্লেশ দেয় না।

এই গীত উচিতী শ্রেণীভুক্ত, মিথিলায় স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া থাকে।

৪৮৮

(রাধার উক্তি)

বচন অমিঅ সম মনে অনুমানি।
নিয়র অএলাহু তুঅ সুপুরুষ জানি॥ ২।
তসু পরিনতি কিছু কহহি ন জাএ।
সূতি রহল পহু দীপ মিঝাএ॥ ৪।
এ সখি পহু অবলেপ সহী।
কুলিস অইসন হিঅ ফাট নহী॥ ৬।
করে জুগে পরসি জগাওল ভাব
তইঅও ন তেজ পহু নীন্দ সভাব॥ ৮।
হাথ ঝপাএ রহল মুহ লাএ।
জগইতে নিন্দ গেল ন হোঅ জগাএ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। অমৃততুল্য বচন মনে অনুমান করিয়া, সুপুরুষ জানিয়া নিকটে আসিলাম।

৩-৪। তাহার পরিণাম কিছু কহা যায় না, প্রভু প্রদীপ নিভাইয়া শয়ন করিয়া রহিল।

৫। অবলেপ—গর্ব্ব। সহী—সহিয়া।

৬। অইসন—এখন।

৫-৬। হে সখি, প্রভুর গর্ব্ব সহ্য করিয়া, কুলিশ তুল্য হৃদয়, (তাই) ফাটে না।

৭। ভাব—চেষ্টা।

৭-৮। কর যুগলে স্পর্শ করিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলাম, তথাপি প্রভু নিদ্রা স্বভাব ত্যাগ করে না।

৯। লাএ—লাগাইয়া, দিয়া।

৯-১০। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল, জাগাইতে নিদ্রা গেল (আবার নিদ্রিত হইল), জাগান হইল না।

৪৮৯

(রাধার উক্তি)

অপনেহি অইলিহু কএল অকাজ।
মান গমাওল অরজল লাজ॥ ২।
আদর হয়ল বহল সুখ সোভ।
রাঙ্ক ন ফাবএ মানিক লোভ॥ ৪।
এ সখি এ সখি কি কহিবওঁ তোহি।
দিবসক দোসে দুঅস ভেল মোহি॥ ৬।
হরি ন হেরল মুখ সএন সমীপ।
রোসে বসাওল চরণহি দীপ॥ ৮।
বইসি গমাওল জামিনি জাম।
কি করব ভাবি বিধাতা বাম॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

২। গমাওল—হারাইলাম। অরজল—অর্জ্জন করিলাম।

১-২। আপনি আসিলাম অকাজ করিলাম, মান হারাইলাম লজ্জা অর্জ্জন করিলাম।

৩। হরল—হৃত হইল, হারাইল। বহল—অতীত হইল, গেল।

৪। রাঙ্ক—রঙ্ক, দরিদ্র। ফাবএ—শোভা পায়, সাজে।

৩-৪। আদর (সম্ভ্রম) হারাইল, মুখের শোভা গেল; মাণিকে দরিদ্রের লোভ সাজে না।

৫। কহিবওঁ—কহিব।

৬। দিবসক—দিবসের, কালের। দুঅস—দুর্যশ।

৫-৬। হে সখি, হে সখি, তোকে কি বলিব, কালের দোষে আমার দুর্যশ হইল।

৭। সএন—শয়ন, শয্যা।

৮। বসাওল—নির্ব্বাণ করিল।

৭-৮। হরি শয্যার নিকটে (আমার) মুখ দেখিল না, রোষে চরণ দিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিল।

৯-১০। যামিনীর যাম বসিয়া কাটাইলাম, বিধাতা (যখন) বাম (তখন) ভাবিয়া কি করিব?

৪৯০

(রাধার উক্তি)

দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুষ নেহা।
অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহা ॥ ২।
জে ছল আদর তকরহু আধে।
আওর হোএত কী পছিলাহু বাধে ॥ ৪।
বিধিবসে জদি হোঅ অনুগতি বাধে।
তৈঅও সুপহু নহি ধর অপরাধে ॥ ৬।
পুরত মনোরথ কত ছল সাধে।
আবে কি পুছহ সখি সব ভেল বাধে ॥ ৮।
সুরতরু সেওল ভল অভিমত লাগী।
তসু দূখন নহি হমহি অভাগী ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সয়ানী।
আওত মধুরপতি তুঅ গুন জানী ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। দিনে দিনে সুপুরুষের স্নেহ বাড়ে, অনুদিনে যেরূপ চন্দ্ররেখা (বাড়ে)।

৩-৪। যে আদর ছিল তাহারও অর্দ্ধ (হইয়াছে), আরও পশ্চাতে (ভবিষ্যতে) কি বাধা (দুর্ঘটনা) হইবে!

৫-৬। বিধিবশে যদি অনুগতির বাধা হয় তথাপি সুপ্রভু অপরাধ ধরে না।

৭-৮। কত সাধ ছিল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সখি, এখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমস্তই বাধা হইল।

৯-১০। অভিমত পূর্ণ হইবার তরে কল্পতরু সেবন করিলাম, তাহার দোষ নাই, আমিই অভাগিনী।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন চতুরে, মথুরাপতি তোমার গুণ জানিয়া আসিবে।

৪৯১

(রাধার উক্তি)

প্রথম প্রেম হরি জত বোলল
অদরও ন ভেল।
বোলল জনম ভরি জে রহত
দিনে দিনে দুর গেল ॥ ২।
কি দহ মোর অবিনয় পরল
কি মোর দীঘর মান।
কি পর পেঅসি পিসুন বচন
তথী পিআএ দেল কান ॥ ৪।
সাজনি মাধব নহি গমার।
পেমে পরাভব বহুত পাওল
করম দোস হমার ॥ ৬।

কত বোলি হরি জতনে সেওল
সুরতরু সম জানি।
অনুভবে ভেল কপট মন্দির
আবে কী করব আনি ॥ ৮।
সুপহুক বচন বজর সম মো হিঅ
রেখ লেল ভান।
অপন ভাসা বোলি বিসরএ
ইথি কি বোলত আন ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। অদরও—অদ্ধও।

১-২। প্রথম প্রেমে হরি যাহা বলিল (তাহার) অর্দ্ধও (পূর্ণ) হইল না। যাহা বলিল জন্ম ভরিয়া থাকিবে দিনে দিনে দূর হইল।

৩। পরল—পড়িল। দীঘর—দীর্ঘ।

৪। তথী—তাহাতে।

৩-৪। আমার কিছু কি অবিনয় পড়িল (হইল), কিম্বা আমার দীর্ঘ মান হইল? কিম্বা অপর প্রেয়সী (অথবা) পিশুনের কথায় প্রিয়তম কান দিল?

৫-৬। সজনি, মাধব মূঢ় নয়, আমার কর্ম্মের দোষে প্রেমে অনেক পরাভব পাইলাম।

৮। কপট মন্দির—কপটধাম। আনি—অন্য।

৭-৮। সুরতরু সম জানিয়া হরিকে কত যত্নে সেবা করিলাম। কত বলিব, অনুভবে কপটধাম হইল, এখন আর কি করিব?

৯-১০। আমার হৃদয়ে অনুমান লইল (হইল) সুপ্রভুর বচন বজ্ররেখাতুল্য। আপনার ভাষা (কথা) বলিয়া বিস্মৃত হয় ইহাতে অন্যে কি বলিবে?

৪৯২

(রাধার উক্তি)

করএো বিনঅ জত জত মন লাই।
পিআ পরিঠব পচতাবকে জাই ॥ ২।
ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে।
করম দোসে কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪।
নিঠুর বালম্ভু সএো লাওল সিনেহে।
ন পুর মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে ॥ ৬।
সুপুরুস ভানে মান ধন গেল।
হৃদয় মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮।
জদি দূষন গুন পহু ন বিচার।
বড় ভএ পসরও পিসুন পসার ॥ ১০।
পরিজন চিত নহি হিত পরথাব।
ধরসনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২।
হম অবধারি হলল পরকার।
বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বিনঅ—মিনতি। লাই—লাগাইয়া, দিয়া।

২। পরিঠব—প্রস্তাব, কথা। পচতাব—পশ্চাত্তাপ।

১-২। যত মন দিয়া মিনতি করি, প্রিয়তমের কথায় পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হই।

৩। সাচে—সত্য।

৩-৪। ধৈর্য্য ধন, সত্য পথ পরিহার করিয়া কর্ম্ম-দোষে কনকও কাচ হইল।

৫। বালম্ভু—বল্লভ। লাওল—ঘটনা করিলাম।

৫-৬। নিষ্ঠুর বল্লভের সহিত স্নেহ ঘটাইলাম, মনোরথ পূর্ণ হইল না, সন্দেহ (সংশয়) ত্যাগ করে না।

৭-৮। সুপুরুষ ভ্রমে মান ধন গেল, হৃদয়ে মনোরথ মলিন হইল।

১০। পসরও—প্রসারিত করে, বাড়ায়।

৯-১০। দোষ গুণ যদি প্রভু না বিচার করে, বড় হইয়া (মহৎ ব্যক্তি হইয়া) পিশুনের পসার (দোকান) বাড়াইয়া দেয়।

১১। পরথাব—প্রস্তাব।

১২। ধরসনে—ধর্ষণে।

১১-১২। পরিজনের চিত্তে হিত প্রস্তাব নাই, ধর্ষণে প্রাণ কোথায় না ধাবিত হয়?

১৩। হলল—চলিলাম, করিলাম। পরকার—প্রকার, উপায়।

১৩-১৪। আমি উপায় অবধারণ করিলাম, বিরহ সিন্ধু বরং জীবন দিয়া পার হইব (প্রাণত্যাগ করিব)।

১৬। ভেটত—মিলিবে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরনারি, ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারির সহিত দেখা হইবে।

৪৯৩

(রাধার উক্তি)

কত ন জীবন সঙ্কট পরএ
কত ন মীলএ নীধি।
উত্তিম তৈঅও সতা ন ছাড়য়
ভল মন্দ কর বীধি ॥ ২।
সাজনি গএ বুঝাবহ কান্হু।
উচিত বোলইতে জে হোঅ সেহে
দৈন ভাখহ জনু ॥ ৪।
জৈসনি সম্পতি তৈসনি আসতি
পুরুষ অইসন ছলা।
প্রান মান বেবি জদি প্রান জে রাখীঅ
তা তেঁ মরন ভলা ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। পরএ—পড়ে। নীধি—নিধি।

২। সতা—সত্য।

১-২। জীবনে কত না সঙ্কট পড়ে, কত না নিধি মিলে। বিধাতা ভাল অথবা মন্দ করুক, উত্তম ব্যক্তি তথাপি সত্য ছাড়ে না।

৪। উচিত—উচিত কথা। দৈন—দৈন্য। ভাখহ—ভাষিও, বলিও।

৩-৪। সজনি, গিয়া কানাইকে বুঝাও। উচিত কথা বলিতে যাহা হয় হউক, দৈন্য বলিও (প্রকাশ করিও) না।

৫। আসতি—আস্থা, আদর। ছলা—ছিল।

৬। বেবি—দুই। তা তেঁ—তাহা হইতে।

৫-৬। যেমন সম্পত্তি তেমন আদর, পূর্ব্বে এই-রূপ ছিল। প্রাণ ও মান দুইয়ের মধ্যে যে প্রাণ রাখে, তাহার অপেক্ষা মরণ ভাল।

৪৯৪

(রাধার উক্তি)

কত গুরু গঞ্জন দুরজন বোল।
মনে কিছু ন গণল ও রসে ভোল ॥ ২।
কুলজা রীতি ছোড় জসু লাগি।
সে অব বিসরল হমর অভাগি ॥ ৪।
সুমরি সুমরি সখি কহব মুরারি।
সুপুরুখ পরিহর দোখ বিচারি ॥ ৬।
যে পুনু সহচরি হোয় মতিমান।
করয় পীশুন বচন অবধান ॥ ৮।
নারি অবলা হম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান ॥ ১০।
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই ॥ ১২।
তুহুঁ বরচতুরী হম কিয় জান।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রসভান ॥ ১৪।

১। দুরজনবোল—দুর্জ্জনের কথা।

২। ও রসে ভোল—ঐ রসে (মাধবের প্রেমে) ভোর।

৩। কুলজা—যে কুলে জন্মিয়াছে, কুলকামিনী।

৪। অভাগি—অভাগ্য, মন্দভাগ্য।

৫। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৬। সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়া (জানিয়া) পরিত্যাগ করে।

৭-৮। (হে) সহচরি, যে বুদ্ধিমান হয় (সে) কি খলের কথায় মন দেয়?

৯। হম কি বোলব আন—আমি আর কি বলিব?

১০। রসনানন্দ—বাক্‌পটু, যাহার কথা শুনিলে আনন্দ হয়।

১২। অবগাই—অবগত হইয়া, স্থির করিয়া। দোষ অবগত হইয়া রোষ কর।

১৩। বরচতুরী—চতুরাশ্রেষ্ঠ।

১৪। বিদ্যাপতি এই রসের কথা কহে।

৪৯৫

(রাধার উক্তি)

দুরজন বচন ন লহ সব ঠাম

বুঝএ ন রহএ জাবে পরিনাম ॥ ২।

ততহি দূর জা জতহি বিচার।

দীপ দেলে ঘর ন রহ অঁধার ॥ ৪।

হমরি বিনতি সখি কহবি মুরারি।

সুপহু রোস কর দোস বিচারি ॥ ৬।

সে নাগরি তোহে গুনক নিধান।

অলপহি মানে বহুত অভিমান ॥ ৮।

ককে বিসরলহি হে পুরুব পরিপাটি।

লাড়লি লতিকা কী ফল কাটি ॥ ১০।

ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।

রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

দ্রাবিনী আসাবরী ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা।

১-২। দুর্জনের কথা সকল স্থানে অনুমান (সকল) হয় না, পরিণাম পর্য্যন্ত বুঝিতে (বাকি) থাকে না।

৩-৪। যত দূরেই বিচার হউক সেই খানে যাইবে, দীপ দিলে ঘরে অন্ধকার থাকে না।

৫-৬। সখি, মুরারিকে আমার মিনতি কহিবি, সুপ্রভু দোষ বিচার করিয়া রোষ করে।

৭-৮। (দূতী মাধবকে এই কথা বলিবে) সে (রাধা) নাগরী, তুমি গুণনিধান।

৯। বিসরলহি—ভুলিলে। পরিপাটি—অনুক্রম, পূর্ব্বাপর ঘটনা।

১০। লাড়লি—লালিতা।

৯-১০। পূর্ব্ব ঘটনা সমূহ কেন বিস্মৃত হইলে, লালিতা লতিকা কাটিয়া কি ফল?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৪৯৬

(রাধার উক্তি)

মধু রজনী সঙ্গহি খেপবি

কত কতি ছলি আস।

বিহি বিপরিতে সবে বিঘটল

বহু রিপু জন হাস ॥ ২।

হে সুন্দরি কন্ত ন বুঝ বিসেখ।

পিশুন বচনে উচিত বিসরি

অপদহো নিরপেখ ॥ ৪।

কত গুরুজন কত পরিজন

কত পহরী জাগ।

এতহু সাহসে মএঁ চলি অইলিহু

এহন ছল অনুরাগ ॥

নেপালের পুঁথি।

১-২। চৈত্র রজনী একত্রে ক্ষেপণ করিব কত আশা ছিল, বিধি বিপরীত (বাম) হওয়াতে সমস্তই ব্যাঘাত হইল, বহু শত্রুগণ হাসিতেছে।

৩। বিসেখ—বিশেষ, প্রভেদ।

৪। অপদহো—অস্থানেও। নিরপেখ—নিরু-পাখ্য, অবিদ্যমান।

৩-৪। হে সুন্দরি, কান্ত প্রভেদ বুঝে না। অস্থানে অবিদ্যমান বিষয়েও পিশুনের কথায় উচিত কথা বিস্মৃত হয়।

৫-৬। কত গুরুজন, কত পরিজন, কত প্রহরী জাগিয়া রহিয়াছে, তথাপি (আমার) এমন অনুরাগ ছিল যে (আমি) সাহস করিয়া চলিয়া আসিলাম।

৪৯৭

(রাধার উক্তি)

জাতকি কেতকি কুন্দ সহার।
গরুঅ তাহেরি পুন জাহি নিহার ॥ ২।
সব ফুল পরিমল সব মকরন্দ।
অনুভবে বিনু ন বুঝিঅ ভল মন্দ ॥ ৪।
তুঅ সখি বচন অমিঞে অবগাহ।
ভমর বেআজে বুঝওব নাহ ॥ ৬।
এতবা বিনতি অনাইতি মোরি।
নিরস কুসুম নহি রহিঅ অগোরি ॥ ৮।
বৈভব গেলে ভলাহু মঁদি ভাস।
অপন পরাভব পর উপহাস ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। সহার—সহকার মুকুল।

২। গরুঅ—গুরু, গৌরব।

১-২। জাতকী, কেতকী, কুন্দ, সহকার মুকুল, যাহাকে দেখে তাহারি গৌরব (সকল ফুলের মধ্যে যে ফুলকে ভ্রমর চায় তাহারই গৌরব অধিক)।

৩-৪। সব ফুলে সুগন্ধ, সব ফুলে মধু, অনুভব না করিয়া ভাল মন্দ বুঝা যায় না।

৫। অবগাহ—নিমজ্জিত।

৫-৬। সখি, তোর অমৃত ডুবানো (মাখা) কথায় নাথকে ভ্রমর ছলে বলিবি (যে কথা পূর্ব্বে বলিলাম তাহাই বুঝাইবি)।

৭। এতবা—অথবা। আনাইতি—অনায়ত্ত।

৭-৮। অথবা মিনতি করিয়া আমার অনায়ত্ত রহিবে (আর আমার বশীভূত হইবে না, কারণ ভ্রমর) নীরস কুসুমকে আগলাইয়া থাকে না।

৯। মঁদি—মন্দ।

৯-১০। বৈভব গেলে ভালও মন্দের মত দেখায়, আপনার পরাভব হয়, পরে উপহাস করে।

৪৯৮

(রাধার উক্তি)

দুই মন মেলি সিনেহ অঙ্কুর
দোপত তেপত ভেলা।
সাখা পল্লব ফুলে বেআপল
সৌরভ দহ দিস গেলা ॥ ২।
সখি হে আবে কি আওত কহ্নাই।
পেম মনোরথ হঠে বিঘটওলহ্নি
কপটহি কে পতিয়াই ॥ ৪।
জানি সুপহু তোহে আনি মেরাওল
সোনা গাথলি মোতী।
কৈতব কঞ্চন অন্ধ বিধাতা
ছায়াহু ছাড়লি সোতী ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। দোপত—দ্বিপত্র। তেপত—ত্রিপত্র।

২। বেআপল—ব্যাপ্ত হইল।

১-২ দুই মন মিলিয়া স্নেহের অঙ্কুর দ্বিপত্র ত্রিপত্র হইল, শাখা পল্লব ফুলে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে গেল।

৪। বিঘটওলহ্নি—ব্যাঘাত করিল, নষ্ট করিল। পতিয়াই—বিশ্বাস করিবে।

৩-৪। হে সখি, এখন কি কানাই আসিবে? প্রেমের মনোরথ বল পূর্ব্বক নষ্ট করিল, কপটকে কে বিশ্বাস করিবে?

৫। মেরাওল—মিলাইলি।

৬। সোতী—সতীন।

৫-৬। তুই সুপ্রভু জানিয়া আনিয়া মিলাইলি, (যেন) মুক্তার সহিত সোনা গাঁথিলি। অন্ধ বিধাতার সোনাও কৈতব, (প্রেমতরুর) ছায়াও সতীনের (মত) ছাড়িয়া দিল (পূর্ব্ব প্রেমের লেশ মাত্র রহিল না)।

৪৯৯

(রাধার উক্তি)

পহুক বচন ছল পাথর রেখ।
হৃদয় ধএল নহি হোএত বিশেখ ॥ ২।
নাগর ভমর দূহূ এক রীতি।
রস লএ নিরসি করএ ফিরি তীতি ॥ ৪।
ও পহিলহি বোল তোহেহি পরান।
পথ পরিচয় নহি রাখ নিদান ॥ ৬।
যৌবন অবধি রাখ অনুবন্ধ।
আগিলা বিষয় অধিক পরবন্ধ ॥ ৮।
ও বৈসইতে কত কর অবধান।
অতি সানন্দ ভএ কর মধুপান ॥ ১০।
উড়ইতে ভর দে ন কর সম্ভাষ।
আগিলা কুসুম অধিক অভিলাষ ॥ ১২।
কি কহব মাই হে বুঝত অনেক।
নাগর ভমর দুঅও অবিবেক ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পেমক রসে বস হোঅ মুরারি ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

২। ধএল—ধারণ করিলাম, বিশ্বাস করিলাম। বিশেখ—বিশেষ, তারতম্য, প্রভেদ।

১-২।—প্রভুর কথা প্রস্তরে রেখার (তুল্য) ছিল, হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল প্রভেদ হইবে না।

৪। নিরসিক—নীরস করিয়া। তীতি—তিক্ত।

৩-৪। নাগর ও ভ্রমর দুই এক রীতি, রস লইয়া নীরস করিয়া আবার তিক্ত করে।

৫-৬। সে (নাগর) প্রথমে বলে, "তুমি (আমার) প্রাণ," শেষে পথেরও পরিচয় রাখে না।

৭। অনুবন্ধ—সম্বন্ধ।

৮। আগিলা—আগের, ভবিষ্যতের। পরবন্ধ—প্রবন্ধ, পূর্ব্বাপর, মিলন।

৭-৮। যৌবন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, ভবিষ্যতে পূর্ব্বাপর মিলনে অধিক চেষ্টা (নূতন নায়িকার প্রেম-প্রয়াসী)।

৯-১০। সে (ভ্রমর) বসিয়া কত মনোযোগ (প্রকাশ) করে, অত্যন্ত সানন্দ হইয়া মধু পান করে।

১১-১২। উড়িবার সময় ভার দেয় (পায় ভর দিয়া উড়িয়া যায়), সম্ভাষণ করে না, আগের (সম্মুখের অপর) পুষ্পে অধিক অভিলাষ।

১৩-১৪। মা গো (অথবা হে সখি), কি কহিব, অনেকেই বুঝে, নাগর ভ্রমর দুই অবিবেক।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরনারি, মুরারি প্রেমের রসে বশ হয়।

৫০০

(রাধার উক্তি)

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক শশী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হসি ন হেরসী ॥ ২।
সাএ সাএ কহহ কহহ কহু, কপট করহ জনু
কি মোর পরল অপরাধে ॥ ৩।
ন মোএঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু
বচন ন বোলল মন্দা।
সামি সমাজ পেমে অনুরঞ্জিয়
কুমুদিনি সন্নিধি চন্দা ॥ ৫।

ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে॥ ৭।

তালপত্রে পুঁথি।

১। একসরি—একেশ্বরী। ভাদব—ভাদ্র। চৌঠিক—চতুর্থীর।

১-২। আমি কি সন্ধ্যার একটি তারা (অথবা) ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র (নষ্টচন্দ্র)? এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আমার আনন যে প্রভু হাসিয়া (আমাকে) দেখে না?

৩। সাএ—সই। কহহ—কহ।

সই, সই, কানাইকে বলিও (জিজ্ঞাসা করিও), কপট করিও না (সত্য করিয়া বল), আমার কি অপরাধ পড়িল (হইল)?

৪। চুকলিহু—চুকিলাম, ভুলিলাম।

৫। সমাজ—নিকটে।

৪-৫। আমি কখন তোমার (মাধবের) অনুগতি প্রকাশ করিতে ভুলি নাই, মন্দ বচন বলি নাই, স্বামীর নিকটে থাকিয়া প্রেমে অনুরঞ্জন করিয়াছি, (যেমন) চন্দ্রের নিকটে কুমুদিনী।

৬-৭। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন বরযুবতি, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা সিবসিংহ রূপনারায়ণ মেদিনীতে মদনের সমান।

৫০১

(রাধার উক্তি)

বোলিতহু সাম সাম পএ বোলিতহ
নহি সেসে তঁ বিসবাসে।
অইসন পেম মোর বিহি বিঘটাওল
দুনা রহলি দুরাসে॥ ২।
সখি হে কি কহব কহই ন জাই।
মন্দ দিবস ফল গনহি ন পারিঅ
অপদহি কুপুত কহ্নাই॥ ৪।
জে লহু কথন জএো ভরমহু বোলিতহুঁ
জল থল থপিতহু বেদে।
অনুপম পিরিতি পরাইতি পরলে
রহত জনম ধরি খেদে॥ ৬।
অইসনা জে করিঅ সে নহি করবে
কবি রুদ্রধর এহু ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। সাম—শ্যাম। সেসে—শেষে। তঁ—তাহাকে।

২। দুনা—দ্বিগুণ।

১-২। আমার এমন প্রেমে বিধাতা ব্যাঘাত দিল, দ্বিগুণ দুরাশা (নিরাশা) রহিল।

৩-৪। হে সখি, কি কহিব, কহা যায় না, মন্দ সময়ের ফল গণনা করা যায় না, অস্থানে (অকারণে) কানাই কুপিত।

৫-৬। ভ্রমেও যাহাকে লঘু (ধীর) কথা বলিতাম, জলে স্থলে (তাহার কথায়) বেদের (ন্যায় বিশ্বাস) স্থাপন করিতাম; অনুপম প্রীতি পরাধীন হইল (শ্যাম আমাকে ভুলিয়া অন্য রমণীতে অনুরক্ত হইল), জন্ম ভরিয়া খেদ থাকিবে।

৭। কবি রুদ্রধর—বিদ্যাপতির পদে রুদ্রধরের নাম মিথিলারও পুঁথিতে পাওয়া যায়। রুদ্রধর সম্ভবতঃ মন্ত্রী ছিলেন।

৭-৮। যাহাতে এরূপ হয় (দীর্ঘকাল খেদ হয়) সেরূপ করিবে না, কবি রুদ্রধর ইহা কহিতেছে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৫০২

(দূতীর উক্তি)

জইঅও জলদ রুচি ধএল কলানিধি
তইঅও কুমুদ মুদ দেই।
সুপুরুষ বচন কবহু নহি বিচলএ
জওঁ বিহি বামেও হোই ॥ ২।
মালতি ককেঁ তোএে হোসি মলানী।
আন কুসুম মধু পান বিরত কএ
ভমর দেব মোএে আনী ॥ ৪।
দিন দুই চারি আনে অনুরঞ্জব
সুমরত সউরভ তোরা।
আনক বচন অনাইতি পড়লা হে
সে নহি সহজক ভোরা ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জইঅও—যদিও। ধএল—ধরিল। তইঅও—তথাপি। মুদ—মোদ, আনন্দ।

২। জঁও—যদি, যখন।

১-২। যদিও চন্দ্র জলদ রুচি ধারণ করে (মেঘাবৃত হয়) তথাপি কুমুদকে আনন্দ দেয় (চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনী বিকসিত হয়); যদি বিধি বামও হয় (তথাপি) সুপুরুষের বচন কখন বিচলিত হয় না।

৩। মালতি—রাধাকে সম্বোধন করিয়া। ককেঁ—কেন। মলানী—ম্লান।

৩-৪। মালতি, তুই ম্লান হইতেছিস্ কেন? অন্য কুসুমের মধুপান (হইতে) বিরত করিয়া আমি ভ্রমরকে (মাধবকে) আনিয়া দিব।

৫। অনুরঞ্জব—প্রীতি সম্পাদন করিবে। সুমরত—স্মরণ করিবে।

৬। অনাইতি—অনায়ত্ত, পরবশ। সহজক—স্বভাবতঃ। ভোরা—ভোলা।

৫-৬। দুই চারি দিন অপরের প্রীতি সম্পাদন করিবে (তাহার পর) তোর সৌরভ স্মরণ করিবে। অপরের কথায় সে পরায়ত্তে পড়িয়াছে (পরবশ হইয়াছে), সে স্বভাবতঃ ভুলিয়া যায় না।

৫০৩

(সখীর উক্তি)

জতি জতি ধমিঅ অনল
অধিক বিমল হেম।
রভস কোপ কএকহু নাগর
অধিক করএ পেম ॥ ২।
সাজনি মনে ন করিঅ রোস।
আরতি জে কিছু বোলএ বালভু
তেঁ নহি তহিক দোস ॥ ৪।
কত ন তুঅ অনাইতি দরসি
কত কএ নহি দীব।
ও নহি অনঙ্গ অথিক ভুজঙ্গ
পবন পীবি জে জীব ॥ ৬।
সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস নহি অবসান।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমান ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। জতি—যত। ধমিঅ—জ্বলিবে।

২। রভস—আনন্দ, কৌতুক। কএকহু—করিয়া।

১-২। যত যত অগ্নি জ্বলিবে সুবর্ণ (তত) অধিক নির্ম্মল হয়, নাগর কৌতুক করিয়া কোপ করিয়া অধিক প্রেম করে।

৩-৪। সজনি, মনে রোষ করিও না, বল্লভ আর্ত্ত হইয়া যাহা কিছু বলে তাহাতে তাহার দোষ নাই।

৫। অনাইতি—অনায়ত্ত। দীব—দিব্য, শপথ।

৬। পীবি—পান করিয়া।

৫-৬। তোমাকে কত অনায়ত্ত দেখাইল

(বুঝাইল যে সে তোমার অধীন), কত দিব্য করিল। সে অনঙ্গ নয় (অনঙ্গের ন্যায় বলবান নয়), ভুজঙ্গ যে পবন পান করিয়া জীবন ধারণ করে (অর্থাৎ দুর্ব্বল)।

৭-৮। সরস কবি বিদ্যাপতি গাইল রস অবসান হয় নাই। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৫০৪

(দূতীর উক্তি)

দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব খন
বিহি ন দাহিন ন বাম লো।
সেহে পুরুষবর জেহে ধৈরজ কর
সম্পদ্ বিপদক ঠাম লো॥ ২।
মাধব বুঝল সবে অবধারি লো।
জস অপজস দুঅও চিরে থাকএ
আওর দিন দুই চারি লো॥ ৪।
অপন করম অপনহি ভূঁজিয়
বিহিক চরিত নহি বাধ লো।
কাতর পুরুষ হৃদয় হারি মর
সুপুরুষ সহ অবসাদ লো॥ ৬।
তীনি ভুবন মহী অইসন দোসর নহী
বিদ্যাপতি কবি ভান লো।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
লখিমা দেবি রমান লো॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। লো—সম্বোধন সূচক শব্দ, উভয় লিঙ্গ, মিথিলার উত্তরে মোরঙ্গ প্রদেশে ব্যবহৃত।

১-২। দিবস (সময়) সকল সময় ভাল কিম্বা মন্দ থাকে না, যে সম্পদ ও বিপদের স্থানে (কালে) ধৈর্য্য করে সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

৩-৪। মাধব, সকল অবধারণ করিয়া বুঝিলাম, যশ ও অপযশ দুই চিরকাল থাকে। আর (সব) দুই চার দিন মাত্র।

৫। ভূঁজিয়—ভুঞ্জি, ভোগ করি। চরিত—কার্য্য। বাধ—রোধ।

৬। হৃদয় হারি—হৃদয় হারিয়া, অবসন্ন হইয়া।

৫-৬। আপনার কর্ম্ম আপনি ভোগ করি, বিধাতার কার্য্য রোধ করা যায় না, কাতর পুরুষ অবসন্ন হৃদয় হইয়া মরে, সুপুরুষ অবসাদ সহ্য করে।

৭। মহী—মধ্যে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের ন্যায় ভুবনের মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

৫০৫

(রাধার উত্তর)

সে ভল জে বরু বসএ বিদেসে।
পুছিঅ পথুক জন তাক উদেসে॥ ২।
পিআ নিকটহি বস পুছি ও ন পুছই।
এহন বিরহ দুখ কে দহ সহই॥ ৪।
ধনি ধৈরজ কর পিআ তোর রসিয়া।
অবসউ দিন এক দেত বিহুসিয়া॥ ৬।
মধুরিও বচন সূন নহি কানে।
আব অবসেও হমে তেজব পরানে॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বরু—বরং। বসএ—বাস করে।

২। পুছিঅ—জিজ্ঞাসা করা যায়। পথুক—পথিক। তাক—তাহার। উদেসে—উদ্দেশ।

১-২। (রাধার উক্তি) যে বিদেশে বাস করে সে বরং ভাল, পথিক জনের নিকটেও তাহার তত্ত্ব (উদ্দেশ) জিজ্ঞাসা করা যায়।

৩। পুছিও ন পুছই—জিজ্ঞাসা করিয়াও জিজ্ঞাসা করে না (জিজ্ঞাসা করে না)।

৪। কে দহ—কেহ কি।

৩-৪। প্রিয়তম নিকটে বাস করিয়াও জিজ্ঞাসা করে না (কোন সংবাদ লয় না), এমন বিরহ দুঃখ কেহ কি সহ্য করে ?

৫। রসিআ—রসিক।

৬। অবসেউ—অবশ্য। বিহুসিয়া—স্মিত হাস্য।

৫-৬। (সখীর উত্তর) ধনি, ধৈর্য্য কর, তোর প্রিয়তম রসিক অবশ্যই এক দিন স্মিত হাস্য দিবে (সে আসিলে তাহাকে দেখিয়া তোর আনন্দ হইবে)।

৭। মধুরিও—মধুর। সুন—শুনি।

৮। আব—এখন।

৭-৮। (রাধার উক্তি) মধুর বচন কানে শুনি না, এখন নিশ্চিত আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস বুঝেন।

৫০৬

(দূতীর উক্তি)

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতএ সভরন কুন্তল চীর ॥ ২।
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থীর।
সুমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর ॥ ৪।
কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহি জুবতি মাঁগ দরসন দান ॥ ৬।
জল মধে কমল গগন মধে সুর।
আঁতর চান কুমুদ কত দূর ॥ ৮।
গগন গরজ মেঘা সিখর ময়ূর।
কত জন জানসি নেহ কত দূর ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত মান।
রাধা বচন লজাএল কাহ্নু ॥ ১২।

রাগতরঙ্গিণী।

১। কমল—মুখ কমল। ঢর—বহে, বহিতেছে।

২। চেতএ—চেতনা করে, সামলায়। সভরন—আভরণ।

১-২। মুখকমল করতললগ্ন, নয়নে নীর বহিতেছে, আভরণ, কুন্তল (ও) বস্ত্র সম্বরণ করে না।

৩-৪। তোমার পথ দেখিয়া চিত্ত স্থির নহে, পূর্ব্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া শরীর দগ্ধ হইতেছে।

৫। কতে পরি—কেমন করিয়া। সাধব—সাধিবে।

৬। বিরহি—বিরহিণী।

৫-৬। মাধব (সম্বোধনে), (তুমি) কেমন করিয়া মান সাধিবে ? বিরহিণী যুবতী (তোমার) দর্শন মাগিতেছে।

৭। মধে—মধ্যে।

৮। আঁতর—অন্তর।

৭-৮। কমল জলমধ্যে, সূর্য্য গগনমধ্যে, চাঁদ কুমুদের অন্তরে (মধ্যে) কত দূর !

১০। কত—কয়। জানসি—জানে। নেহ—স্নেহ, প্রেম।

৯-১০। মেঘ গগনে গর্জ্জন করে ময়ূর পর্ব্বতশিখরে (তবু মেঘ দেখিয়া ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে), প্রেম কত দূর (গামী) কয় জন জানে ?

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মা।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুর্
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্ ॥

নীতিসার।

১২। লজাএল—লজ্জা পাইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে (ইহা) বিপরীত মান (মান নায়িকার হওয়া সম্ভব, নায়কের নহে),

(দূতী কর্তৃক কথিত) রাধার বচনে কানাই লজ্জিত হইল।

৫০৭

(দূতীর উক্তি)

ধন জউবন রস রঙ্গে।
দিন দস দেখিঅ তলিত তরঙ্গে ॥ ২ ।
সুঘটেও বিহি বিঘটাবে।
বাঙ্ক বিধাতা কী ন করাবে ॥ ৪ ।
মাধব ই তুঅ ভলি নহি রীতী।
হঠে ন করিঅ দুর পুরুব পিরীতী ॥ ৬ ।
সচকিত হেরএ আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা ॥ ৮ ।
নয়ন তেজএ জলধারা।
ন চেতএ চীর ন পরিহএ হারা ॥ ১০ ।
লখ জোজন বস চন্দা।
তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা ॥ ১২ ।
জকরা জাসঞো রীতী।
দুরহুক দুর গেলে দো গুন পিরীতী ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে ॥ ১৬।
রূপ নরাঅন জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে ॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

২। তলিততরঙ্গে—তড়িত্তরঙ্গ।

১-২। ধন যৌবন রসরঙ্গ দশ দিন বিদ্যুত্তরঙ্গের মত দেখায় (সেইরূপ শোভাশালী ও ক্ষণস্থায়ী)।

৩। সুঘটেও—সুঘটনা, সুসংযোগ। বিঘটাবে—কুঘটিত করে, নষ্ট করে। ৪। বাঁক—বাম।

৩-৪। সুঘটনাও বিধি কুঘটিত করে, বিধাতা বাম (হইলে) কি না করে?

৬। হঠ—বলপূর্ব্বক, অবুঝ হইয়া।

৫-৬। মাধব তোমার এই রীতি ভাল নহে, অবুঝ হইয়া পূর্ব্ব প্রীতি দূর করিও না।

৭। আসা—আশা, দিক্। ৮। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৭-৮। সুপ্রভুর পাশে (সহিত) সমাগম স্মরণ করিয়া সচকিতে আশা (পথ) দেখিতেছ।

১০। চেতএ—মনোযোগ, সাবধান করে। পরিহএ পরিধান করে।

৯-১০। নয়ন জলধারা ত্যাগ করে (নয়নে অশ্রু বহিতেছে,) বস্ত্রে মন নাই (বস্ত্র উত্তম রূপে পরিহিত হইয়াছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই), হার পরে না।

১১-১২। লক্ষ যোজন (দূরে) চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে।

১৩। জকরা—যাহার। জা সঞো—যাহার সঙ্গে। রীতী—ব্যবহার। ১৪। দুরহুক—দূরেরও। দো—দুই।

১৩-১৪। যাহার সহিত যাহার ব্যবহার, দূর হইতে দূরে গমন করিলে দুই গুণ প্রীতি (হয়)।

১৬। বোলল বোল—কথিত কথা, প্রতিশ্রুত কথা। নিরবাহে—পূর্ণ করে, পালন করে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, প্রতিশ্রুত কথা সুপ্রভু পালন করে।

১৭-১৮। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ রস জানেন।

৫০৮

(দূতীর উক্তি)

বড় জন জঞো কর পিরীতি রে।
কোপহু ন তেজয় রীতি রে ॥ ২ ।
কাক কোইল এক জাতি রে।
ভেম ভমর এক ভাতি রে ॥ ৪ ।

হেম হরদি কত বীচ রে।
গুনহি বুঝিঅ উচ নীচ রে ॥ ৬।
মনি কাদব লপটায় রে।
তঁই কি তনিক গুন জায় রে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি অবধান রে।
সুপুরুষ ন কর নিদান রে ॥ ১০।

২। কোপহু—কোপবশতঃ। রীতি—প্রেম-রীতি।

১-২। বড় জন যখন প্রীতি করে কোপবশতঃ প্রেমরীতি পরিত্যাগ করে না।

৪। ভেম—ভীমরুল। ভাতি—প্রকার, শোভা।

৩-৪। কাক (ও) কোকিল এক জাতি, ভীমরুল ও ভ্রমর এক ভাঁতি (উভয়ের শোভা অনুরূপ)।

৫। হরদি—হলুদ। বীচ—প্রভেদ।

৬। গুণহি—গুণেতেই।

৫-৬। স্বর্ণ ও হরিদ্রায় কত প্রভেদ (যদিও তাহাদের বর্ণ এক প্রকার); গুণেতেই উচ্চ ও নীচ বুঝিতে হয়।

৭। কাদব—কর্দ্দম। লপটায়—জড়ায়, মাখে।

৮। তনিক—তাহার।

৭-৮। মণি কর্দ্দম মিশ্রিত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়?

কিমপৈতি রজোভি রৌর্ব্বরৈ
রবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা।
মাঘ।

১০। নিদান—শেষ, সীমা।

৯-১০। বিদ্যাপতির (কথায়) মনোযোগ কর, সুপুরুষ শেষ পর্য্যন্ত (ক্লেশ) দেয় না।

এই গীত মিথিলায় উচিতী গীতের শ্রেণীভুক্ত এবং রমণীগণ কর্ত্তৃক গীত হয়।

৫০৯

(দূতীর উক্তি)

প্রথম তোহর পেম গউরবে
গরবে বাউরি ভেলি।
অধিক আদর লোভ লুবুধলি
চুকলি তেঁ রতিকেলি ॥ ২।
খেমহ এক অপরাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।
তোহ বিনা জদি অমিয় পীউতি
তইঅও ন জীউতি রাহি ॥ ৪।
কালি পরসু মধুর জে ছলি
আজ সে ভেলি তীতি।
আনহু বোলব পুরুষ নিরদয়
হঠহি তেজ পিরীতি ॥ ৬।
তুহুঁ জোঁ অব তাহি তেজব
ই অতি কওন বড়াই।
তোঁহ বিনু জব জীবন তেজব
সে বধ লাগব কাঁই ॥ ৮।
বইরিহু এক অপরাধ খেমিয়
রাজপণ্ডিত ভান।
রমনি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি জান ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি ও কীর্ত্তনানন্দ।

১। পেম—প্রেম। গউরবে—গৌরবে। বাউরি—বাতুল।

২। লুবুধলি—লুব্ধ হইল। চুকলি—ত্যাগ করিল, বঞ্চিত করিল।

১-২। প্রথমে তোমার প্রেমগৌরব গর্ব্বে বাতুল হইল, অধিক আদরের লোভে লুব্ধ হইল, সেইজন্য রতিকেলিতে বঞ্চিত করিল।

৩। খেমহ—ক্ষমা কর। পলটি—ফিরিয়া। তাহি—তাহাকে।

৪। পীউতি—পান করে। জীউতি—বাঁচিবে। রাহি—রাই।

৩-৪। মাধব, এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া তাহাকে দেখ। তোমা বিনা যদি অমৃত পান করে তথাপি রাই বাঁচিবে না।

৫। ছলি—ছিল। তীতি—তিক্ত।

৬। আনহু—অপর লোকে। হঠহি—জিদ করিয়া।

৫-৬। কাল পরশু যে মধুর ছিল সে আজ তিক্ত হইল (তাহার চিত্তপ্রসন্নতা গিয়া অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে)।

৭। জোঁ—যদি। তেজব—ত্যাগ করিবে। বড়াই—মহত্ত্ব, মর্য্যাদা।

৮। কাঁই—কাহাকে।

৭-৮। তুমি যদি এখন তাহাকে ত্যাগ করিবে, ইহাতে অধিক মর্য্যাদা কি? তোমার বিহনে যখন জীবন ত্যাগ করিবে সে বধ কাহাকে লাগিবে?

৯। বইরিহু—শত্রুও। রাজপণ্ডিত—শিবসিংহ রাজার সভাতে বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত ছিলেন, এবং সেই পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বিসপী গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। বিসপী গ্রামের দানপত্রে তিনি মহারাজপণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১০। রমনি—অবলা নারী, অতএব যাহার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। সিংহ ভূপতি—রাজা শিবসিংহ।

৯-১০। রাজপণ্ডিত কহিতেছে, শত্রুও এক অপরাধ ক্ষমা করে, সিংহ ভূপতি জানেন যদুপতি রসিক, রাধা রমণী (সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য)।

৫১০

(দূতীর উক্তি)

কতএ গুঞ্জা কতএ ফূল।
কতএ গুঞ্জা রতন তূল ॥ ২।
জে পুনু জানএ মরম সাচ।
রতন তেজি ন কিনএ কাচ ॥ ৪।
অরে রে সুন্দর উতর দেহ।
কএোন কএোন গুন পরেখি নেহ ॥ ৬।
অনেকে দিবসে কএল মান।
মধু ছাড়ি আন ন মাগএ দান ॥ ৮।
ঐসন মুগুধ থীক মুরারি।
গবউ ভখএ অমিএও ছারি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। কোথায় গুঞ্জা কোথায় ফুল, কোথায় গুঞ্জা রত্নের তুল্য হয়।

৩-৪। যে আবার সত্যমর্ম্ম জানে, রত্ন ছাড়িয়া কাচ কেনে না।

৫-৬। হে সুন্দর, উত্তর দাও, কোন কোন গুণে স্নেহ পরীক্ষা করে?

৭-৮। অনেক দিবস মান করিয়াছ, মধু ছাড়িয়া অন্য দান মাগিতে নাই।

১০। গবউ—গব্য। ভখএ—ভক্ষণ করে।

৯-১০। মুরারি এমন মুগ্ধ, অমৃত ছাড়িয়া গব্য ভোজন করে।

৫১১

(দূতির উক্তি)

তুঅ বিসবাসে কুসুমে ভরু সেজ।
বসন্তক রজনী চাঁদক তেজ ॥ ২।
মন উতকণ্ঠিত কতএ ন ধাব।
দহ দিস সূন নয়ন ভমি আব ॥ ৪।
হরি হরি হরি তুঅ দরসন লাগি।
নাগরি রয়নি গমাউলি জাগি ॥ ৬।
সুপুরুস ভএ নহি করিঅএ রোস।
বড় ভএ কপটী ই বড় দোস ॥ ৮।

ভনই বিদ্যাপতি গরুবি বোল।
জে কুল রাখএ সেহে অমোল ॥ ১০

তালপত্রের পুঁথি।

সরসাসাবরী ছন্দ।

১। বিসবাসে—বিশ্বাসে। সেজ—শয্যা।

১-২। তোর বিশ্বাসে (তুই আগমন করিবি সেই বিশ্বাসে) কুসুমে শয্যা পূর্ণ করিল। বসন্তের রাত্রি, চন্দ্রের তেজ।

৩। উতকন্ঠিত—উৎকন্ঠিত। কতএ—কোথায়। ধাব—ধায়, ধাবিত হয়।

৪। দহ—দশ। ভমি—ভ্রমিয়া, ঘুরিয়া। আব—আসে।

৩-৪। উৎকন্ঠিত মন কোথায় না ধাবিত হয়? শূন্য নয়ন দশ দিকে ঘুরিয়া আসে।

৫-৬। হায় হায়! হরি, তোর দর্শনের জন্য নাগরী রজনী জাগিয়া কাটাইল।

৭। ভএ—হইয়া। করিঅএ—করে।

৮। বড়—মহৎ। ই—এ, এই।

৭-৮। সুপুরুষ হইয়া রাগ করে না, মহৎ হইয়া কপটী এ বড় দোষ।

৯। গরুবি—গুর্ব্বী, গুরু। বোল—কথা।

১০। রাখএ—রাখে, রক্ষা করে। সেহে—সেই। অমোল—অমূল্য।

৯-১০। বিদ্যাপতি গুরু (মূল্যবান) কথা কহিতেছে, যে কুল রক্ষা করে (আত্মকুলের উপযুক্ত কর্ম্ম করে) সে অমূল্য।

৫১২

(সখীর উক্তি)

রসিকক সরবস নাগরি বানি।
ভল পরিহর ন আদরি আনি ॥ ২।
হৃদয়ক কপটী বচনে পিয়ার।
অপনে রাসে উকট কুসিয়ার ॥ ৪।
আবে কি বোলব সখি বিসরল দেও।
তুঅ রূপে লুবুধ মহী নহি কেও ॥ ৬।
পএর পখাল রোষে নহি খাএ।
অন্ধরা হাথ ভেটল হর জাএ ॥ ৮।
তঞে জে কলামতি ও অবিবেক।
ন পিব সরোজ অমিয় রস ভেক ॥ ১০।
অকুলিন সঞো জদি কএ সদভাব।
তত কএ কতএ চতুরপন ফাব ॥ ১২।
তোহরা হৃদয় ন রহলে খাগি।
কতএ সুনল অছ জুড়ি হো আগী ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সহ কত সাতি।
সে নহি বিচল জকরি জে জাতি ॥ ১৬।

তালপত্রের ও নেপালের পুঁথি।

১-২। নাগরীর কথা রসিকের সর্ব্বস্ব, ভাল লোক আদর করিয়া আনিয়া পরিহার করে না।

৩। পিয়ার—প্রিয়।

৪। উকট—ফাটিয়া যায়। কুসিয়ার—ইক্ষু।

৩-৪। হৃদয়ে কপটী বচনে প্রিয়, ইক্ষু আপনার রসে ফাটিয়া যায়।

৫। জেও—যে।

৫-৬। সখি, যে ভুলিয়া গেল এখন তাহাকে কি বলিবে? তোমার রূপে জগতে কে লুব্ধ নয়?

৭। পএর—পা। পখাল—ধুইয়া।

৮। অন্ধরা—অন্ধ। ভেটল—মিলন।

৭-৮। পা ধুইয়া রোষে খায় না, অন্ধের হাতে মিলন দূর যায় (অন্ধ হাত বুলাইয়া কিছু বুঝিতে পারে না)।

৯-১০। তুমি কলাবতী সে অবিবেক, ভেক কমলের অমৃত রস পান করে না।

১১। অকুলিন—নীচ বংশোদ্ভব।

১২। তত কএ—সেরূপ করিয়া। ফাব—সাজে।

১১-১২। অকুলীনের সহিত সদ্ভাব করিলে। তাহা হইলে চতুরপণা কোথায় সাজে?

১৩। খাগি—অভাব।

১৪। সুনল অছ—শুনিয়াছ। জুড়ি—শীতল। আগী—অগ্নি।

১৩-১৪। তোমার হৃদয়ে অভাব ছিল না, অগ্নি শীতল হয় কোথায় শুনিয়াছ?

১৬। বিচল—বিচলিত হয় না। জকরি—যাহার। জাতি—স্বভাব।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কত শাস্তি সহিবে? যাহার যে স্বভাব তাহা বিচলিত হয় না।

৫১৩

(দূতীর উক্তি)

জসু মুখ সেবক পুনিমক চন্দা।
নঅনক নেঞোছন নব অরবিন্দা॥ ২।
অধর নিমাল মধুরি ফুল থাকা।
তোঁহেঁ কর্কে পাউলি অমিঞ সলাকা॥ ৪।
আইলি কলাবতি তুঅ রতি সাধে।
তোহে পরিহরলি কঞোন অপরাধে॥ ৬।
ভঞ হুক অনুচর মনমথ চাপে।
পিক পঞ্চম পরিপন্থি অলাপে॥ ৮।
জা সঞো বিহুসি দরস অনুরাগে।
অনলঝাঁপতে কএল পআগে॥ ১০।
অনুভবি ভঙ্গুর ভাব তোহারে।
সংসঅ ন তেজএ হৃদঅ হমারে॥ ১২।
কী সে অনাগরি কি তোহেঁ অকামী।
সহজ তোহর বা পরজন্তগামী॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা॥ ১৬।
নৃপ সিবসিংহ দেব এহু রস জানে।
সৌভাগে আগরি লখিমা দেই রমানে॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

২। নেঞোছন—নির্ম্মঞ্ছন।

১-২। পূর্ণিমার চন্দ্র যাহার মুখের সেবক, নব-কমল নয়নের নির্ম্মঞ্ছন।

৩। নিমাল—নির্ম্মাল্য। মধুরি—বান্ধুলী। থাকা—থোকা, স্তবক।

৪। কর্কে—কেন।

৩-৪। বান্ধুলী ফুলের স্তবক অধরের নির্ম্মাল্য, তোর কারণে অমৃত শলাকার (উপমা) প্রাপ্ত হইল (পূর্ব্বে যে অধর বান্ধুলী পুষ্পের অপেক্ষা সুন্দর ছিল তোর অনুরাগে তাহা অমৃত শলাকা তুল্য হইল)।

৫-৬। কলাবতী তোর রতি সাধে আসিল, তুই কোন অপরাধে (তাহাকে) পরিহার করিলি?

৮। পরিপন্থি—শত্রু।

৭-৮। মন্মথের ধনু ভ্রুর অনুচর, কোকিল বৈর-সাধনের নিমিত্ত পঞ্চম আলাপ করে।

১০। অনলঝাঁপ—অগ্নিঝম্প, এক জাতীয় ছোট রাঙ্গা ফুল, অথবা অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া। পআগে—প্রয়াগ।

৯—১০। (এই পদের দুই অর্থ হয়, প্রথম) যাহার মুখ অনুরাগে সস্মিত দেখিয়া অগ্নিঝম্প ফুল প্রয়াগ তীর্থ করিল (প্রবাসী হইয়া গেল)। (দ্বিতীয় অর্থ) যাহার মুখে অনুরাগমণ্ডিত স্মিত হাস্য দেখিবার জন্য তুমি অগ্নিতে ঝম্প প্রদান প্রয়াগতীর্থে অবগাহন তুল্য বিবেচনা করিতে।

১১-১২। তোর ভঙ্গুর ভাব অনুভব করিয়া আমার হৃদয় সংশয় ত্যাগ করে না।

১৩। অনাগরি—অরসিকা।

১৪। সহজ—স্বভাব। পরজন্তগামী—পর্য্যন্ত-গামী, অবসানশীল।

১৩-১৪। সে কি অরসিকা, কিম্বা তুই অকামী,

অথবা তোর স্বভাব অবসানশীল (অধিক দিন তোর মনের এক ভাব থাকে না)?

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সন্দেহের কথা বলিও না, সুপুরুষের বচন পাষাণের রেখা।

১৭-১৮। সৌভাগ্যে অগ্রগণ্যা লখিমা দেবীর বল্লভ নৃপ শিবসিংহ দেব এই রস জানেন।

৫১৪

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি কত জতন উপজওল হে
তেঁ আনলি পর রামা।
বোললহু আন আন পরিণতি ভেলি
আবে পরজন্তক ঠামা ॥ ২।
মাধব আবে বুঝলি তুয় রীতী।
এ বেরি বলে চেতন ভেলিহু
পুনু ন করব পরতীতী ॥ ৪।
বাট হেরি বর নাগরি রহলি
সূন সঙ্কেত নিসি জাগি।
জে নহি ফলে নিরবাহএ পারিঅ
সে হে করিঅ কাঁ লাগি ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১। উপজওল—উৎপন্ন করিলে, প্রকাশ করিলে।

২। পরজন্তক—অবসানের।

১-২। প্রথমে কত যত্ন প্রকাশ করিলে, সেই জন্য পরনারীকে আনিলাম। বলিলে এক, পরিণতি অন্য হইল, এখন অবসানের স্থান।

৩-৪। মাধব, এখন তোর রীতি বুঝিলাম, এবার বলপূর্ব্বক চৈতন্য হইল, পুনর্ব্বার প্রতীতি করিব না।

৫-৬। পথ চাহিয়া, শূন্য সঙ্কেত স্থানে সুন্দরী নাগরী নিশি জাগিয়া রহিল; যাহা ফলে নির্ব্বাহ করিতে পার না তাহা কিসের জন্য কর?

৫১৫

(দূতীর উক্তি)

তাকে নিবেদিঅ জে মতিমান।
জলহি গুন ফল কে নহি জান ॥ ২।
তোরে বচনে কএল পরিছেদ।
কৌআ মূহ ন ভনিঅএ বেদ ॥ ৪।
তোহে বহুবল্লভ হমহি অএ্যানি।
তকরাহুঁ কুলক ধরম ভেলি হানি ॥ ৬।
কএল গতাগত তোহরা লাগি।
সহজহি রয়নি গমাউলি জাগি ॥ ৮।
ধন্ধ বন্ধ সকল ভেল কাজ।
মোহি আবে তহি কাঁ কহিনী লাভ ॥ ১০।
দূতী বচন সবহি ভেল সার।
বিদ্যাপতি কহ কবিকণ্ঠহার ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। যে বুদ্ধিমান তাহাকে নিবেদন করিতে (জানাইতে) হয়, জলের গুণফল কে না জানে?

৩। পরিছেদ—পরিচ্ছেদ, সীমা।

৪। কৌআ—কাক। ভনিঅএ—বলে।

৩-৪। তোর কথায় (প্রেম) সমাপ্ত হইল। কাকমুখে বেদ বলে না।

৫। অএ্যানি—অজ্ঞানী।

৬। তকরাহুঁ—তাহারও।

৫-৬। তুই বহুবল্লভ, আমিই নির্ব্বোধ; তাহারও কুলধর্ম্মের হানি হইল।

৭-৮। তোর জন্য যাতায়াত করিলাম, অনায়াসে রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম।

৯-১০। সংশয়ের কাজে রোধ সফল হইল, এখন তাহাকে (এই) কথা বলিতে আমার লজ্জা হইবে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার কহিতেছে, দূতীর সকল কথাই সার (সত্য) হইল।

৫১৬

(দূতীর উক্তি)

তোঁহ হুনি লাগল উচিত সিনেহ।
হম অপমানি পঠওলহ গেহ ॥ ২।
হমরিও মতি অপথে চলি গেলি।
দুধক মাছী দূতী ভেলি ॥ ৪।
মাধব কি কহব ই ভল ভেলা।
হমর গতাগত ই দুর গেলা ॥ ৬।
পহিলহি বোললহ মধুরিম বাণী।
তোহহি সুচেতন তোহহি সয়ানী ॥ ৮।
ভেলা কাজ বুঝাওল রোসে।
কহি কী বুঝওবহ অপনুক দোসে ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

২। হুনি—উনি, সে।

১-২। তোমাতে উহাতে উচিত স্নেহ ঘটিল (তোমাদের মান অভিমান মিটিয়া যাইবে), আমাকে অপমান করিয়া গৃহে পাঠাইলে।

৩-৪। আমারও মতি অপথে গেল, দূতী দুধের মাছি হইল।

৫-৬। মাধব, কি বলিব, ভাল হইল, আমার যাওয়া আসা দূর হইল।

৭-৮। প্রথমে মধুর কথায় বলিলে, "তুমি সাবধান, তুমি চতুর"।

৯-১০। কাজ হইয়া গেলে রোষ বুঝাইতেছ (দেখাইতেছ), আপনার (আমার নিজের) দোষ, কহিয়া কি বুঝাইবে?

৫১৭

(দূতীর উক্তি)

বচন রচন দএ আনলি রাহী।
অবসর জানি বিসরলহু তাহী ॥ ২।
তোঁহে বড় নাগর ও বড়ি ভোরী।
অমিয় পিয়ওলহু বিষ সোঁ ঘোরী ॥ ৪।
চল চল মাধব ভল তুঅ কাজে।
জত বোললহ তত সকল বেআজে ॥ ৬।
সুপুরুখ জানি কএল বিসবাসে।
কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥ ৮।
পুরুখ নিঠুর হিঅ পরিচয় ভেল।
পর ধন লাগি নিজও দুর গেল ॥ ১০।
নিঅ মনে ন গুণল ন পুছল কেও।
অপনা চরণ অপনে দেল ছেও ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রচন—রচনা। রাহী—রাই।

২। বিসরলহু—ভুলিলে। তাহী—তাহাকে।

১-২। বচন রচনা দিয়া (অনেক রকম কথা বলিয়া) রাইকে আনিলাম, সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ভুলিয়াছ।

৩। তোঁহে—তুমি। ভোরী—মুগ্ধা।

৪। অমিয়—অমৃত। পিয়ওলহু—পান করাইয়াছ। সোঁ—সহিত। ঘোরী—গুলিয়া, মিশাইয়া।

৩-৪। তুমি বড় নাগর, সে বড় মুগ্ধা, বিষের সহিত মিশাইয়া অমৃত পান করাইয়াছ।

৫। চল চল—যাও যাও। ভল—ভাল, বেশ।

৬। জত—যাহা। বোলহ—বল। তত—তাহা। বেয়াজে—ব্যাজ, ছলনা।

৫-৬। যাও যাও মাধব, বেশ তোমার কাজ, যাহা বল তাহা সমস্তই ছলনা।

৭। কএল—করিল। বিসবাসে—বিশ্বাস।

৮। পতিয়াএত—বিশ্বাস করিবে। ফুলল—ফুল ফুটিল।

৭-৮। সুপুরুষ জানিয়া (রাধা) বিশ্বাস করিল, আকাশ কুসুমে কে বিশ্বাস করে?

৯-১০। পুরুষ নিঠুরহৃদয় পরিচয় হইল (জানা

গেল), পরের ধনের জন্য আপনারও (ধন) দূরে গেল।

১১। নিঅ—নিজ। গুণল—গণনা করিল, বিবেচনা করিল। পুছল—জিজ্ঞাসা করিল। কেও—কাহাকেও।

১২। দেল—দিল। ছেও—ছেদ, কোপ।

১১-১২। আপনার মনে বিবেচনা করিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না, আপনার চরণে আপনি ঘা (কোপ) দিল।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীবল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৫১৮

(দূতীর উক্তি)

আদরি আনলি পরেরি নারী।
কতা কঠিন দুতর তারী ॥ ২।
গেলে সম্ভব তোহহু তঁহা।
এখনে পলটি জাএব কঁহা ॥ ৪।
ন কর মাধব হেনি উকুতী।
পুনু পঠাবএ চাহিঅ দূতী ॥ ৬।
আনি বিসরিঅ ভাবক ভোরা।
গরুঅ নীলজ মানস তোরা ॥ ৮।
হাথক রতন তেজহ কোহে।
কে বোল নগর নাগর তোহে ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। আদরি—আদর করিয়া।

২। কতা—কত। দুতর—দুস্তর। তারি—উত্তীর্ণ হইয়া।

১-২। পরের নারীকে কত কঠিন দুস্তর উত্তীর্ণ করাইয়া আনিলাম।

৩-৪। তুমি সেখানে গেলে সম্ভব (তোমার পক্ষে এরূপ পথে যাওয়া বরং সম্ভব), এখন ফিরিয়া কোথায় যাইবে?

৫-৬। মাধব, এমন উক্তি করিও না, আবার দূতীকে পাঠাইতে চাহিও।

৭। ভাবক ভোরা—ভাবের ভোলা।

৮। নীলজ—নির্লজ্জ।

৭-৮। আনিয়া ভুলিয়া যাও (এমনি তোমার) ভোলা ভাব, তোমার মন অত্যন্ত নির্লজ্জ।

৯। কোহে—কেহ।

৯-১০। হাতের রত্ন কেহ কি ত্যাগ করে, কেহ তোমাকে নগরের (শ্রেষ্ঠ) নাগর বলে?

৫১৯

(দূতীর উক্তি)

ওতএ ছলি ধনি নিঅ পিঅ পাস।
এতএ আইলি ধনি তুঅ বিশবাস ॥ ২।
এতএ ন ওতএ একও নহি ভেলি।
মদনে আনি আহুতি কএ দেলি ॥ ৪।
সুন সুন মাধব বচন হমার।
পাউলি নিধি পরিহরএ গমার ॥ ৬।
তুঅ গুন গন কহি কত অনুরোধি।
নিঅ পিয় লগসেঁ আনলি বোধি ॥ ৮।
এহনা সিথিল বুঝল তুঅ নেহ।
আবে অনিতুহু মোহি হোইতি সন্দেহ ॥ ১০।
এঁ বেরি জদি পরিহরবহ আনি।
আনহু তেজবি অভিসারক বানি ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
ধনি পরিতেজিঅ দোস বিচারি ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

পঞ্চস্বরা ধনছী ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

১। ওতএ—ওখানে। নিঅ—নিজ। পিঅ—প্রিয়।

২। এতএ—এখানে। তুঅ—তোর।

১-২। সেখানে ধনী নিজ প্রিয়তমের নিকটে ছিল, এখানে তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আসিল।

৩-৪। এখানে অথবা ওখানে একও হইল না (পতির প্রেম হারাইল তোরও অনুরাগ পাইল না), মদন আনিয়া আহুতি করিয়া দিল (অগ্নিতে দগ্ধ করিল)।

৬। পাউলি—পাইয়া, প্রাপ্ত। পরিহরএ—পরিহার করে। গমার—মূর্খ।

৫-৬। শুন, মাধব, আমার বচন শুন, মূর্খ নিধি পাইয়া ত্যাগ করে।

৮। লগসেঁ।—নিকট হইতে।

৭-৮। তোর গুণসমূহ কহিয়া, কত অনুরোধ করিয়া, বুঝাইয়া (উহাকে) নিজ প্রিয়তমের নিকট হইতে আনিয়াছি।

৯। এহনা—এমন। নেহ—স্নেহ।

১০। আবে—এখন। অনিতহু—আনিতে। মোহি—আমার, আমায়।

৯-১০। তোর স্নেহ এমন (অত্যন্ত) শিথিল বুঝিলাম, এখন (তাহাকে) আনিতে আমার সন্দেহ হইবে।

১১। এঁ—এই। পরিহরবহ—পরিহার করিবে।

১২। আনহু—অন্য (বার)। অভিসারক—অভিসারের।

১১-১২। এবার যদি আনিয়া পরিহার কর, অপর বার অভিসারের কথা ত্যাগ করিবে (আর কখন অভিসারে আসিবে না)।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, মুরারি, দোষ বিচার করিয়া ধনীকে পরিত্যাগ করিও।

৫২০

(দূতীর উক্তি)

মাধব সুমুখি মনোরথ পুর।
তুঅ গুনে লুবুধি আইলি এতি দূর ॥ ২।
যে ঘর বাহর হোইতেঁ ফেদাএ।
সাহস তকর কহএ নহি জাএ ॥ ৪।
পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার।
কুচ জুগ কলসে জমুনা ভেলি পার ॥ ৬।
বারিদ বরিস সকল মহি পূল।
সহসহ চউদিস বিষধর বুল ॥ ৮।
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি।
জীবহু চাহি অধিক কী সাতি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন বোধ।
কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পূর—পূর্ণ কর।

২। আইলি—আসিয়াছে। এতি—এত।

১-২। মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে।

৩। ফেদাএ—পালায়।

৪। তকর—তাহার।

৩-৪। যে ঘরের বাহির হইতে পালায়, (ভয় পায়), তাহার সাহস কহা যায় না (অসীম)।

৫। পীছর—পিচ্ছিল।

৫-৬। একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে) পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া (তাহার উপর ভর দিয়া) যমুনা পার হইল।

৭। পূল—পুর, পূর্ণ হইয়াছে।

৮। সহসহ—সহস্র। বুল—বুল, ভ্রমণ করিতেছে।

৭-৮। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে সহস্র সহস্র বিষধর সর্প বিচরণ করিতেছে।

৯। এহনি—এমন। ভয়াউনি—ভয়ানক।

১০। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা। সাতি—শাস্তি।

৯-১০। এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না,

১-২। সেখানে ধনী নিজ প্রিয়তমের নিকটে ছিল, এখানে তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আসিল।

৩-৪। এখানে অথবা ওখানে একও হইল না (পতির প্রেম হারাইল তোরও অনুরাগ পাইল না), মদন আনিয়া আহুতি করিয়া দিল (অগ্নিতে দগ্ধ করিল)।

৬। পাউলি—পাইয়া, প্রাপ্ত। পরিহরএ—পরিহার করে। গমার—মূর্খ।

৫-৬। শুন, মাধব, আমার বচন শুন, মূর্খ নিধি পাইয়া ত্যাগ করে।

৮। লগসেঁ—নিকট হইতে।

৭-৮। তোর গুণসমূহ কহিয়া, কত অনুরোধ করিয়া, বুঝাইয়া (উহাকে) নিজ প্রিয়তমের নিকট হইতে আনিয়াছি।

৯। এহনা—এমন। নেহ—স্নেহ।

১০। আবে—এখন। অনিতহু—আনিতে। মোহি—আমার, আমায়।

৯-১০। তোর স্নেহ এমন (অত্যন্ত) শিথিল বুঝিলাম, এখন (তাহাকে) আনিতে আমার সন্দেহ হইবে।

১১। এঁ—এই। পরিহরবহ—পরিহার করিবে।

১২। আনহু—অন্য (বার)। অভিসারক—অভিসারের।

১১-১২। এবার যদি আনিয়া পরিহার কর, অপর বার অভিসারের কথা ত্যাগ করিবে (আর কখন অভিসারে আসিবে না)।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, মুরারি, দোষ বিচার করিয়া ধনীকে পরিত্যাগ করিও।

৫২০

(দূতীর উক্তি)

মাধব সুমুখি মনোরথ পুর।
তুঅ গুনে লুবুধি আইলি এতি দূর ॥ ২।
যে ঘর বাহর হোইতেঁ ফেদাএ।
সাহস তকর কহএ নহি জাএ ॥ ৪।
পথ পীছর এক রয়নি অন্ধার।
কুচ জুগ কলসে জমুনা ভেলি পার ॥ ৬।
বারিদ বরিস সকল মহি পূল।
সহসহ চউদিস বিষধর বূল ॥ ৮।
ন গুনলি এহনি ভয়াউনি রাতি।
জীবহু চাহি অধিক কী সাতি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন বোধ।
কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পূর—পূর্ণ কর।

২। আইলি—আসিয়াছে। এতি—এত।

১-২। মাধব, সুন্দরীর মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছে।

৩। ফেদাএ—পালায়।

৪। তকর—তাহার।

৩-৪। যে ঘরের বাহির হইতে পালায়, (ভয় পায়), তাহার সাহস কহা যায় না (অসীম)।

৫। পীছর—পিচ্ছিল।

৫-৬। একে রাত্রি অন্ধকার (তাহাতে) পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া (তাহার উপর ভর দিয়া) যমুনা পার হইল।

৭। পূল—পূর, পূর্ণ হইয়াছে।

৮। সহসহ—সহস্র। বূল—বুল, ভ্রমণ করিতেছে।

৭-৮। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, সকল মহী (সমস্ত পৃথিবী) (জলে) পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দিকে সহস্র সহস্র বিষধর সর্প বিচরণ করিতেছে।

৯। এহনি—এমন। ভয়াউনি—ভয়ানক।

১০। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা। সাতি—শাস্তি।

৯-১০। এমন ভয়ানক রাত্রি গণনা করিল না,

জীবনের অপেক্ষা অধিক কি শাস্তি (জীবনের প্রতি মমতা নাই, আর অধিক কি করিবে)?

১১। বোধ—জ্ঞান, জাগরণ।

১২। অনুরোধ—কারণ, জন্য।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে দুই জনে মনে বুঝিয়াছে। কমল কি ভ্রমরের জন্য বিকসিত হয় না?

৫২১

(দূতীর উক্তি)

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
কামিনি করএ কে আনে॥ ২।
বরিস পয়োধর ধরনি বারি ভর
রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুন মনে গুনি
তসু সাহস নহি সীমা॥ ৪।
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইতে ফনিমনি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে॥ ৬।
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
অঁগিরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী॥ ৮।
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সমধানে—সমাধান, পূর্ণ।

১-২। মাধব, সুমুখীর (মনস্কামনা) পূর্ণ কর। সুন্দরী তোমার অভিসারে যত (সহ্য) করিয়াছে অপর কোন কামিনী সেরূপ করিতে পারে?

৩-৪। মেঘ বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে, রজনী মহাভয় ভীমা, তথাপি ধনী তোমার গুণ মনে গণিয়া (স্মরণ করিয়া) চলিল; তাঁহার সাহসের সীমা নাই।

৫। ভিতি—ভিত্তি, দেয়াল। লিখল—লিখিত, চিত্রিত। ভুজগপতি—ভুজঙ্গপতি, বাসুকী। তরাসে—ত্রাসযুক্ত হয়।

৬। ঝপইতে—ঢাকিতে, ঢাকিয়া। ফনিমণি—ভুজঙ্গের মাথার মণি। বিহুসি—স্মিতমুখে, অল্প হাসিয়া।

৫-৬। যাহার মন গৃহভিত্তিতে চিত্রিত ভুজঙ্গপতি (প্রতিমূর্ত্তি) দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসিত হয় সেই সুমুখী ভুজঙ্গের মাথার মণি হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া (পাছে আলোকে অপর কেহ অভিসারিণীকে দেখিতে পায়) সস্মিত মুখে তোমার পাশে আসিল।

৭। সঁতরি—সন্তরণ করিয়া। বিখম—বিষম। নরি—নদী। অঁগিরি—অঙ্গীকার করিয়া, স্বীকার করিয়া। মহাকুল গারি—শ্রেষ্ঠ কুলের গালি, নিন্দা।

৭-৮। নিজ প্রভু পরিহার করিয়া, বিষম নদী সন্তরণ করিয়া, (নিজের) শ্রেষ্ঠ কুলের গঞ্জনা স্বীকার করিয়া, নারীশ্রেষ্ঠ তোমার অনুরাগের মধুর মদে মত্ত হইল, কিছু গণনা করিল না।

৯। বিনোদক—কুতূহল। বিন্দক—জ্ঞাতা।

৯-১০। এই রসে রসিক, কুতূহলী, জ্ঞাতা সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে, কাম (ও) প্রেম দুই একমত হইয়া থাকিলে কখন কি না করাইতে পারে?

৫২২

(দূতীর উক্তি)

নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুঅঙ্গম
গগন গরজ ঘন মেহ।
দুতর জঞ্জুন নরি সে আইলি বাহু তরি
এতবা তোহর নেহ ॥ ২।
হেরি হল হসি সমুহ উগও সসি
বরিসও অমিঅক ধার ॥ ৩।
কত নহি দুরজন কত জামিক জন
পরিপন্থিঅ অনুরাগে।
কিছু ন কাহুক ভর গুনল জুবতি বর
এহি পরকিও অভাগে ॥ ৫।

নেপালের পুঁথি।

২। জঞ্জুন—যমুনা। নরি—নদী।

১-২। নিশীথে নিশাচর ভ্রমণ করিতেছে, ভীম ভুজঙ্গ, গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে; দুস্তর যমুনা নদী, তাহা বাহু দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া আসিল, এতই তোর স্নেহ।

৩। চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদিত হউক, অমৃতের ধারা বৃষ্টি হউক।

৪। জামিক জন—যাহারা রাত্রির যাম যাম জাগরণ করে, প্রহরী। পরিপন্থিয়—শত্রু।

৪-৫। কত না দুর্জ্জন, কত প্রহরী, অনুরাগের শত্রু। যুবতী শ্রেষ্ঠ কাহারও কিছু ভয় গণনা করিল না, ইহার পর কি অভাগ্য (হইতে পারে)?

৫২৩

(দূতীর উক্তি)

অগর উগারি গারি মৃগমদ রস
কয় অনুলেপন দেহ
চললি তিমির মিলি নিমিখেঁ অলখ ভেলি
কাচক সনি মসি রেহ ॥ ২।
হে মাধব হেরহ হরখি ধনি চাঁদ উগল জনি
মহিতল মেটি কলঙ্ক।
ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি
শশিমুখি পরম সসঙ্ক ॥ ৪।
তুঅ গুন গন কহি আনল অসক:সাহি
দইএ সুমুখি বিসবাস।
তেঁ পরি পঠাইঅ জেঁ পরি পাবিঅ
পর ধন বিনু পরয়াস ॥ ৬।
জপল জনম সত মদন মহামত
বিহি সফলিত করু আজ।
বিদ্যাপতি ভন কংসনরাএন
সোরম দেবি সমাজ ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

১। অগর—অগুরু। উগারি—অঙ্গলেপন। গারি—গুলিয়া, মিশাইয়া।

১-২। অগুরু অঙ্গলেপন মৃগমদ মিশাইয়া অঙ্গে অনুলেপন করিয়া অন্ধকারে মিলিয়া চলিল, কাচে মসিরেখাতুল্য নিমেষে অলক্ষ্য হইল।

৩-৪। হে মাধব, হরষিত হইয়া ধনীকে দেখ, যেন মহীতলে চন্দ্র কলঙ্ক মিটাইয়া উদিত হইল, শশীমুখী অত্যন্ত সশঙ্কিতা, ঘরে গুরুজনকে দেখিয়া কতবার ফিরিয়া যাইবে।

৫। অসক সাহি—অশক্য (অসাধ্য) সাধন করিয়া। দইএ—দিয়া।

৬। পাবিঅ—পাও। পরয়াস—প্রয়াস।

৫-৬। তোমার গুণসমূহ কহিয়া, সুমুখীকে বিশ্বাস দিয়া অসাধ্য সাধন করিলাম। সেইরূপ করিয়া পাঠাইবে যাহাতে তুমি পরের ধন বিনা প্রয়াসে প্রাপ্ত হও (রাধা অনুরাগিনী হইয়া আবার স্বয়ং আসে)।

৭-৮। মহামতি মদনকে শত জন্ম জপ করিয়াছ (মদনের তপস্যা করিয়াছ), আজ বিধাতা সফল করিল।

বিদ্যাপতি কংসনারায়ণ ও সুরমা দেবীর সমাজে কহিতেছে।

কংসনারায়ণ শিবসিংহের বংশে এক রাজা ছিলেন, অপর কেহও হইতে পারেন। কয়েকটি পদে কেবল কংসনারায়ণের নাম, বিদ্যাপতির নাই।

মান ভঙ্গ।

৫২৪

(মাধবের উক্তি)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে ॥ ২।
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন নহি অবতারা ॥ ৪।
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমিচয় ন লেখি ॥ ৬।
শুনি ধনি মনোহৃদি ঝূর।
তবহি মনহি মনহি মনপুর ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল ॥ ১০।

২। পরিচয় পরিহর—পরিচয় পরিত্যাগ কর, কথা কও না।

৪। চন্দ্রের অন্য অবতার হয় না।

একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি।—চাণক্য।

৫-৬। অন্য বিশেষ করিয়া কি কহিব, লক্ষ্য লক্ষ্মীও (তোমার তুলনায়) গণনা করি না।

৭-৮। (এই কথা) শুনিয়া ধনীর মন (ও) হৃদয় আকুল হইল, তখন মনে মনে পুরিল (মান দূর হইয়া আবার মিলন হইল)।

১০। শুনিয়া সকলে বিস্মিত (সংশয়ান্বিত) হইল।

৫২৫

(রাধার উক্তি)

তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ।
মদন সাখি কএ খত লিখি দেহ ॥ ২।
ছোড়ব কেলি কদম্ব বিলাস।
দুর করব নিজ গুরুজন আস ॥ ৪।
হম বিনু সপনে ন হেরব আন।
হমর বচনে করব জলপান ॥ ৬।
রজনি দিবস গুন গাওব মোর।
আন জুবতি কভু ন করব কোর ॥ ৮।
ঐসন করজ করব জব হাত।
তবহু তুয় সঞে সরমক বাত ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরকান।
মান রহু পুন জাউ পরান ॥ ১২।

২। সাখি কএ—সাক্ষী করিয়া।

৮। অন্য যুবতীকে ক্রোড়ে করিবে না।

৯। করজ—হাতে লেখা দলিল।

১২। প্রাণ যাক্, মান থাকুক।

৫২৬

(রাধার উক্তি)

কুলকামিনি ভএ কুলটা ভেলিহু
কিছু নহি গুনলে আগু।
সবে পরিহরি তুঅ অধীনি ভেলিহু
আবে আইতি লাগু ॥ ২।
মাধব জনু হোঅ পেম পুরানে।
নব অনুরাগ ওল ধরি রাখব
জে ন বিঘট মোর মানে ॥ ৪।

সুমুখি বচন সুনি মাধবে মনে গুনি
অঙ্গিরল কএ অপরাধে।
সুপুরুষ সঞো নেহ কবি বিদ্যাপতি কহ
ওল ধরি হো নিরবাহে ॥

নেপালের পুঁথি।

১। গুনলে—গণনা করিয়াছিলাম, বিবেচনা করিয়াছিলাম। আগু—যাহা আগে হইবে, ভবিষ্যৎ।

২। আইতি—আয়ত্ত।

১-২। কুলকামিনী হইয়া কুলটা হইলাম, ভবিষ্যৎ কিছু গণনা করিলাম না। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার অধীন হইলাম, এখন আয়ত্ত বোধ হইতেছে (এখন তোমার আয়ত্ত)।

৪। বিঘট—প্রতিবন্ধগ্রস্ত, নষ্ট।

৩-৪। মাধব, প্রেম যেন পুরাতন না হয়, নব অনুরাগ শেষ পর্য্যন্ত রাখিবে, যাহাতে আমার সম্মান না নষ্ট হয়।

৫। অঙ্গিরল—অঙ্গীকার করিল।

৬। নিরবাধে—নির্বাধ।

৫-৬। সুমুখীর কথা শুনিয়া, মনে বিবেচনা করিয়া মাধব অপরাধ অঙ্গীকার করিল। বিদ্যাপতি কবি কহে, সুপুরুষের সহিত প্রেম শেষ পর্য্যন্ত বাধা রহিত হয়।

৫২৭

(রাধার উক্তি)

মাধব জগত কে নহি জান।
আরতি আকুল জঞো কেও আবএ
বড় কর সমধান ॥ ২ ।
হমে জে ভাবিনি ভাদর জামিনি
অএলাহু জানি সুঠাম।
তোহে সুনাগর গুনক আগর
পূরত সকল কাম ॥ ৪ ।
কত ন মন মনোরথ অছল
সবে নিবেদব তোহি ।
পূরুব পুনে পরীনতি পওলাহে
পুছি ন পুছহ মোহি ॥ ৬ ।
হমে হেরি মুখ বিমুখ কএলহ
মন বেআকুল ভেল ।
তোহে জঞো পরে হীত উদাসিন
জুগ পলটি ন গেল ॥ ৮ ।
এত সুনি হরি হসি হেরু ধনি
কয়লন্হি সোর সদান ।
তখনে সুন্দরি পুলকে পুরলি
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

২। আরতি—আর্ত্তি। জঞো—যদি। আবয় আসে।

১-২। মাধব, জগতে কেনা জানে, যদি কেহ আর্ত্তিতে আকুল হইয়া আসে বড় (মহৎ ব্যক্তি) প্রতিকার করে।

৩। ভাদর—ভাদ্র।

৩-৪। আমি ভাবিনী, ভাদ্র নিশীথে উত্তম স্থান জানিয়া আসিলাম, তুমি সুনাগর, গুণের শ্রেষ্ঠ, সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

৫। অছল—আছিল, ছিল।

৫-৬। মনে কত মনোরথ ছিল, সকল তোমায় নিবেদন করিব, পূর্ব্ব পুণ্যের পরিণাম (ফল) পাইলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা ও (জিজ্ঞাসা করিয়াও জিজ্ঞাসা) কর না।

৭-৮। আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলে, মন ব্যাকুল হইল। যদি পরের মঙ্গলে তুমি উদাসীন (তাহাতে) যুগ উল্টিয়া গেল না।

৯। সোর—শব্দ, আহ্বান।

৯-১০। এই শুনিয়া হরি হাসিয়া ধনীকে দেখি-

লেন, নিকটে আহ্বান করিলেন। কবি বিদ্যাপতি কহে, তখন সুন্দরী পুলকে পূর্ণ হইলেন।

৫২৮

(রাধার উক্তি)

মাধব আএ কবার উবেরলি
জাহি মন্দির বস রাধা।
চীর উঘারি আধ মুখ হেরলহ্নি
চাঁন্দ উগল জনি আধা ॥ ২ ।
মাধব বিলছি বচন বোল রাঈ।
জউবন রূপ কলাগুনে আগরি
কে নাগরি হম চাহী ॥ ৪ ।
চীর কপূর পান হমে সাজল
পাঅস অও পকমানে।
সগরি রঅনি হমে জাগি গমাওল
খণ্ডিত ভেল মোর মানে ॥ ৬ ।
তুঅ চঞ্চল চিত নহি থপলাথিত
মহিমা ভার গভীরে।
কুটিল কটাখ মন্দ হসি হেরহ
ভিতরহু শ্যাম শরীরে ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

১। কবার—কবাট। উবেরলি—মুক্ত করিল। জাহি—যে। বস—বাস করে, থাকে।

২। উঘারি—খুলিয়া।

১-২। মাধব আসিয়া যে গৃহে রাধা আছেন (তাহার) কবাট মুক্ত করিলেন। বস্ত্র খুলিয়া অর্দ্ধ মুখ দেখিলেন, যেন অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইল।

৩। বিলছি—বিলক্ষ, লজ্জিত।

৩-৪। রাধা সলজ্জ বচনে মাধবকে কহিলেন, যৌবন, রূপ, কলাগুণে কোন নাগরী আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

৫। চীর—চিরিয়া। পাঅস—পায়স। পকমান—মিষ্টান্ন।

৫-৬। পান চিরিয়া কর্পূর দিয়া আমি সাজিলাম, পায়স ও মিষ্টান্ন সাজাইয়া রাখিলাম। সারা রাত্রি আমি জাগিয়া কাটাইলাম, আমার মান খণ্ডিত হইল।

৭। থপলাথিত—স্থির।

৭-৮। তোমার চঞ্চল চিত্ত, স্থির নয়, মহিমা গভীর। মৃদুমন্দ হাসিয়া কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া দেখিতেছ, ভিতরে শ্যাম শরীর (তোমার প্রকৃতি কুটিল)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে অন্যরূপ মানিও না (শ্যামকে কুটিল মনে করিও না)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৫২৯

(সখীর উক্তি)

মুখ যব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরি রহলি করহি কর বারি ॥ ২ ।
প্রেম সবহু গুন দুহু কয় লেল।
মদন নয়ন যুগল কর দেল ॥ ৪ ।
করে কর বারইত উপজল হাস।
দুহু পুলকাইত গদ গদ ভাস ॥ ৬ ।
গরুঅ কোপ তিরোহিত ভেল।
নাগর তবহু কোর পর লেল ॥ ৮ ।

পদকল্পতরু।

১। মাজল—মুছিল, করস্পর্শ করিল।

২। করহি কর বারি—হাত দিয়া হাত বারণ করিল।

৫৩০

(সখীর উক্তি)

দূরে গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবর ডুবল কান ॥ ২ ।
মাগয় তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ ॥ ৪ ।
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশাস ॥ ৬ ।
কোরে অগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ ॥ ৮ ।
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥ ১০ ।
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব নহি ভেল ॥ ১২ ।
তোড়ল যব নীবিবন্ধ।
হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ ॥ ১৪ ।
তব কছু নাহক সুখ।
ভন বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥ ১৬ ।

২। কানাই অমৃত সরোবরে ডুবিল।

৩-৪। (কানাই) তখন আলিঙ্গন চাহে ; সুবদনীর তনু প্রেমভরে যেন স্তম্ভিত হইল।

৭। নাথ কোলে আগুলাইল (লইল)।

৮। সঙ্কীর্ণ রস নির্ব্বাহ করিল।

১০। বিরস হৃদয় ও (মানে) সজল চক্ষু সরস (প্রসন্ন) হইল।

১১-১২। সাহস করিয়া পয়োধরে হস্তার্পণ করিল, তখনও কন্দর্প জাগরিত হইল না।

১৩-১৪। যখন নীবিবন্ধন ছিঁড়িল তখন হরির সুখজনক অল্প কন্দর্পের উদ্রেক হইল।

১৫-১৬। তখন নাথের কিছু সুখ (হইল); বিদ্যাপতি কহে সুখ কি দুঃখ (বুঝিতে পারি না)।

৫৩১

(সখীর উক্তি)

অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনি মান ভেল ভঙ্গ ॥ ২ ।
চুম্বই মাধব রাহি বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান ॥ ৪ ।
সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহু জন মন মাহা মনসিজ গেল ॥ ৬ ।
দুহু জন আকুল দুহু করু কোর।
দুহু দরশনে বিদ্যাপতি ভোর ॥ ৮ ।

২। মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ হইল।

৬। দুই জনের মনের মধ্যে মনসিজ গেল (দুই জনের হৃদয়ে কন্দর্প জাগরিত হইল)।

৭-৮। দুই জনে আকুল হইয়া পরস্পরকে কোলে করিল (বক্ষে ধারণ করিল); দুই জনকে দর্শন করিয়া বিদ্যাপতি ভুলিল।

৫৩২

(রাধার উক্তি)

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনাহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥ ২ ।
যোগীবেশ ধরি আওল আজ।
কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ ॥ ৪ ।
শাস বচনে হম ভিখ লই গেল।
মঝু মুখ হেরইত গদ গদ ভেল ॥ ৬ ।
কহে তব মান রতন দেহ মোয়।
সমুঝল তব হম সুকপট সোয় ॥ ৮ ।
যে কিছু কহল তব কহইত লাজ।
কোই ন জানল নাগররাজ ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সে চতুরাই ॥ ১২ ।

২। বিনাহি—বিনা। আমার মান না সাধিয়াই ভাঙ্গিল।

৪। অপরূব—অপূর্ব্ব। এই অপূর্ব্ব কাজ (কৌশল) কে বুঝিবে ?

৫-৬। শাশুড়ীর কথায় আমি ভিক্ষা লইয়া (যোগীকে দিবার জন্য) গেলাম; আমার মুখ দেখিয়া (যোগী) গদ্গদ হইল।

৭-৮। (যোগী) কহে, তোমার মান রত্ন আমাকে দাও (আমি অন্য ভিক্ষা লইব না, তোমার মান রত্ন আমাকে ভিক্ষা দাও)। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম সেই সুকপট (মাধব)।

৯-১০। তখন যাহা কিছু কহিল (এখন) কহিতে লজ্জা (হয়); নাগর রাজ কেহ জানিল না (চিনিতে পারিল না)।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, (হে) সুন্দরি রাই, সে (তাহার) চাতুরী তুই কি বুঝিবি ?

৫৩৩

(সখীর উক্তি)

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহি ঐসে পুকারি।
অরুন বসন পরিহি জটিল বেশ ধরি কাহ্নু
দার মাহা ঠারি ॥ ২।
শুনি ধনি জটিলা তোরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল।
হমর বধুক রীতি দেখি জানি আনমতি
কহি নিজ মন্দির লেল ॥ ৪।
দেব দেয়াসিনি কান।
জটিলা বচনে সুধামুখি নিয়রহি
এক দিঠি হেরই বয়ান ॥ ৬।
কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল
জনি মাহা পৈসল কাল।
নিরজনে সোই মন্ত্র যব ঝারিয়
তব ইহ হোয়ব ভাল ॥ ৮।
এত শুনি জটিলা ঘরহু দোঁহে লেঅল
নিরজনে দুহু এক ঠাম।
সব জন নিকসল বাহর বৈসল
পূরল কাহ্নু মন কাম ॥ ১০।
বহুক্ষণ অতনু মন্ত্র পঢ়ি ঝারল
ভাগল তব সেহো দেবা।
দেব দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল
চাতুরি বুঝব কেবা ॥ ১২।
জটিলা বহুত ভকতি করি হরখিত
কতহু ভীখ আনি দেল।
কহে কবিশেখর ভীখ লয় তব
সেহো দেয়াসিনি গেল ॥ ১৪।

পদকল্পতরু।

১। দেয়াসিনি—যে রমণী মন্ত্র তন্ত্র জানে।

২। জটিল—জড়িত, নানাবিধ কাপড় জড়াইয়া। ঠারি—দাঁড়াইয়া।

৪। আনমতি—অন্যরূপ।

৭। অতনু—মদন।

৮। ঝারিয়—ঝাড়ি।

৫৩৪

(কবির উক্তি)

জটিলা শাশ ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি বেরি কাহে ঠাঢ়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল
সতী পতিভয় অবগাঢ়ি ॥ ২।
শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল,
ঘর সঞে বাহর হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ যোগি
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥ ৪।

যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব ॥ ৬।
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয
সে ইহ কিছু নহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান ॥ ৮।
এত কহি দুহু জন মন্দির পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল দুহু জনে
পূরল দুহু মনকাম ॥ ১০।
পুন দুহুজন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী।
যব ইহ গৌরি অরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘর রাখি ॥ ১২।
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দির
যোগী চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ১৪।

এই পদ পূর্ব্ব পদের সহিত অবিচ্ছিন্ন, দুইটীকে স্বতন্ত্র রাখিলে অথবা দুইটীর মধ্যে অন্য পদ সন্নিবেশিত করিলে অর্থহানি হয়। তহিঁ শব্দের অর্থ তাহাতে, তখন, তাহার পর, অর্থাৎ পূর্ব্ব পদে বর্ণিত ঘটনার পর। এরূপ পদ বিদ্যাপতির রচনায় বিরল।

১। ফুকরি—চীৎকার করিয়া। বোলত—বলে, কহে। বহুরি (হিন্দী)—বধূ, বউ। বেরি—বেলা, বিলম্ব। কাহে—কেন। ঠাঢ়ি (হিন্দী)—দাঁড়াইয়া। জটিলা শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া বলে, বধূ বিলম্ব করিয়া (এতক্ষণ) দাঁড়াইয়া কেন?

২। অবগাঢ়ি—নিশ্চিত। ললিতা (রাধার সখী) কহে, সতীর (রাধার) পতিভয় নিশ্চিত।

৩-৪। (ললিতার কথা) শুনিয়া জটিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, (বধূর) কি অমঙ্গল ঘটিল? (হে) যোগি, বধূর হাত ধরিয়া দেখ, কি অমঙ্গল আমাকে কহ।

৬। বঙ্ক—বক্র, বাঁকা। বিশঙ্কউ—শঙ্কা দূর করিবে। বনহু—বনে। সেব—সেবা করুক, পূজা করুক।

৫-৬। যোগেশ্বর ফিরিয়া বধূর হাত ধরিয়া (দেখিয়া কহিল), বনদেব কুশল করিবেন! (হাতের) এই একটী বাঁকা রেখা, বনে পশুপতি সেবা (পূজা) করিলে ভয় দূর হইবে।

৮। আন—অন্য। দেব—দেবতা, গুরু। কাঁহা—কোথায়। বীজ—বীজমন্ত্র। ইহ—ইহাকে।

৭-৮। (যোগী কহিতেছে) পূজার মন্ত্র তন্ত্র অনেক আছে, এ (ইহ) তাহার কিছু জানে না। জটিলা কহে, অন্য গুরু কোথায় পাইব, তুমি ইহাকে বীজ মন্ত্র দান কর।

৯-১০। জটিলা (এই কথাতে) দুই জনে মন্দিরে প্রবেশ করিল, দুই জন এক ঠাঁঞি (একত্র) হইল। মন্মথ দুই জনকে মন্ত্র পড়াইল, দুই জনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। (স্বতন্ত্র গৃহে পরের অগোচরে মন্ত্র দিবার প্রথা বিদ্যাপতির কালেও প্রচলিত ছিল, বুঝা যাইতেছে)।

১১-১২। পরে (পুন) দুই জন মন্দির হইতে বাহির হইল, জটিলার সঙ্গে (যোগী) কথা কহিল (জটিলাকে বলিল), যখন এই গৌরী (গোরী, সুন্দরী) (পশুপতি) আরাধনায় যাইবে (তখন) বিধবাদিগকে ঘরে রাখিয়া (যাইবে)। বিধবার সঙ্গে যাইলে পূজা সিদ্ধ হইবে না; জটিলা কুটিলা উভয়ে বিধবা, তাহারা রাধার সঙ্গে বনে গমন না করিলে মাধব ও রাধার মিলনের সুবিধা হয়)।

১৩-১৪। (যোগী) এই কহিলে (পর) সকলে যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে চলিল।

বিদ্যাপতি কহে, নটবর শেখর মনস্কামনা সাধিয়া চলিল।

১৫। নাসা স্পর্শ করিয়া (বিস্ময় লক্ষণ) আমি বিস্মিত হইয়া রহিলাম।

১৬। দন্দ—দ্বন্দ্ব, কলহ।

৫৩৫

(রাধার উক্তি)

অছলোঁ হম অতি মানিনি হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরি হোই ॥ ২।
কি কহব হে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দূতিক সঙ্গ ॥ ৪।
বেণী বনাই চাঁচর কেশে।
নাগরশেখর নাগরিবেশে ॥ ৬।
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি লেল রতননূপুরে ॥ ৮।
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥ ১০।
হেরি হম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর লেল ॥ ১২।
সে তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥ ১৪।
নাসা পরশি রহল হম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহ ভাঙ্গল দন্দ ॥ ১৬।

২। নাগর নাগরী হইয়া (সাজিয়া) (আমার মান ভাঙ্গিল।

৪। তঁহি—তখন (যখন আমি মান করিয়াছিলাম)।

৭। বক্ষে পয়োধর করিয়া (কৃত্রিম পয়োধর গড়িয়া) হার পরিল।

৯-১০। চলিবার সময় প্রথমে বামপদ (ভূমিতে) আঘাত করিল ; (সেই রূপ দেখিয়া) কন্দর্প ফুলধনু হস্তে নাচিতে লাগিল। (চলিবার সময় প্রথমে বামপদ উত্তোলন করা স্ত্রীলক্ষণ)।

১৩-১৪। সেই তনুর সরস স্পর্শ যখন হইল, মানের গর্ব্ব রসাতলে গেল।

৫৩৬

(সখীর উক্তি)

বরনাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি সীঁতি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা ॥ ২।
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা ॥ ৪।
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চরি কনক করকঞ্জে।
চরণ কমল পাশে যাবক রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গঞ্জে ॥ ৬
কাঁচলী মাঝে কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভন কুচ আভা।
অরুণাম্বর বর শাটি পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা ॥ ৮।
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়াগতি লচ্ছন ভানে ॥ ১০।
ঐছন চরিতে মিলন যাঁহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠারি।
করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত
কো ইহ লেখই ন পারি ॥ ১২।
রাইক নিকটে বজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভই গেল সাধা।

এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিনী
আও ফুকারই রাধা ॥ ১৪।
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরষিত ভেল ॥ ১৬।
তহি বজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণিমাল।
ঐসে বজাওত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥ ১৮।
সুর অপসরী কিয়ে নাগকুমারী তুহু
সরূপ কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানলো
দুল্লভ দরশন তোয় ॥ ২০।
নামগাম কহ কূল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ী নাম মথুরাপুর যদুকুল
গুণীজনে পীড়ই রাজা ॥ ২২।
ধনী কহে তুয়া গুণে রিঝি প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়।
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান রতন দেহ মোয় ॥ ২৪।
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল কত কৌতুক
ভূপতি কে করু ওর ॥ ২৬।

পদকল্পতরু।

২। সোঙারল—সমারল, সাজাইল।
৩। অঙ্কা—অঙ্ক, রেখা।
৪। পহিরল—পরিল। পঙ্কা—চন্দন।
৫। চুরি কনক করকঞ্জে—করপদ্মে সোনার চুড়ী।
৬। গঞ্জে—বাজে।
৭। আরম্ভল কুচ আভা—নবোদিত পয়োধরের তুল্য।
৯। পরিবাদিনী—বীণা। শুভ অনুকূল পয়ানে—শুভ অনুকূল যাত্রা।
১০। লচ্ছণ—লক্ষণ। স্ত্রীলোকের লক্ষণ অনুরূপ প্রথমে সুন্দর বাম পদক্ষেপ করিল।
১১। ঐছন চরিতে—এইরূপে। মিলন—উপনীত হইল। ঠারি—দাঁড়াইয়া আছে।
১২। সোঙারত—সমারত, গুছাইতে লাগিল, সাজাইতে লাগিল। কো ইহ লখই না পারি—কেহ ইহাকে চিনিতে পারিল না।
১৩। বজাওত—বাজায়। সাধা—সাধ।
১৪। নবযৌবনী—নবযুবতী। আও ফুকারই রাধা—এস বলিয়া রাধা ডাকিল।
১৫। হরখি চিতে—হর্ষিত চিত্তে।
১৬। পকড়ি—ধরিয়া।
১৭। তহি—তাহার পর। রিঝি—হৃষ্ট হইয়া।
১৮। যন্ত্রিয়া—যন্ত্রবাদন কুশল। (রাধা মনে মনে কহিলেন) আমার যন্ত্রকুশল মোহন মধুর (রসাল) যন্ত্র এইরূপে বাজায়।
২০। তোয়—তোর।
২১। গাম—গ্রাম। কিয়ে কাজা—কি কাজে।
২২। (আমার) নাম সুখময়ী, (ধাম) মথুরা, যদুকুল, (সেখানে) গুণী লোকের প্রতি রাজা পীড়ন করে।
২৩। মাগহ মানস যোয়—যাহা মানস হয় চাহ।
২৪। যাচলি—জিজ্ঞাসা করিলি।
২৫। (রাধা) হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া (মাধবের দিকে) পৃষ্ঠ দিয়া বসিল, কানাই ধনীকে কোলে করিল।
২৬। মান টুটিল, কৌতুক বাড়িল, (হে) ভূপতি (শিবসিংহ) কে (তাহার) সীমা করিবে?

৫৩৭

(রাধার উক্তি)

সজনি কী কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাথ হাথ মোর সরবস
মান রতন গেও চোর ॥ ২ ।
অবনত বয়নে যবহুঁ হম বইসল
বিগলিত কুন্তল ভার।
উর অম্বর সসরি সূত চরণ ধরি
গাঁথিয় মোতিম হার ॥ ৪ ।
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈসে আওল সেহ ঢীঠ।
শির সপথি দই সখিগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পীঠ ॥ ৬ ।
মৃগমদ চন্দনে মন ভেল চঞ্চল
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুরে ধরি মুখ সমুখে করি
চুম্বয় বয়নক সীম ॥ ৮ ।
ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভন
রহল হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিশেখর কহ মদন সুতি রহ
চমকি উঠয় জনু জাগি ॥ ১০ ।

পদকল্পতরু।

১-২। সখি, কৌতুকের সীমা কি কহিব! অলক্ষ্যে হাতে হাতে আমার সর্ব্বস্ব মান রত্ন চুরী গেল।

৩-৪। মুক্ত কুন্তল ভার (লইয়া) যখন আমি অবনত মুখে বসিয়াছিলাম, বক্ষের বসন সরিয়া গিয়াছিল, পায়ে সূতা ধরিয়া মুক্তামালা গাঁথিতে ছিলাম।

৫-৬। লঘু লঘু পদক্ষেপে, নূপুর পরিত্যাগ করিয়া সে নির্ভয় নির্লজ্জ (ঢীঠ) কেমন করিয়া আসিল? সখীগণকে মাথার দিব্য দিয়া, (আমাকে বলিতে) নিষেধ করিয়া আমার পিঠের কাছে লুকাইয়া রহিল।

৭-৮। মৃগমদ চন্দনের গন্ধে মন চঞ্চল হইল, গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া (আমি ফিরিয়া) দেখিতে, চিবুক চিকুর ধরিয়া, মুখ সম্মুখে ফিরাইয়া, মুখের সীমায় (অধরে) চুম্বন করিল।

৯-১০। ঘন ঘন চুম্বন করিয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়া রহিল। কবিশেখর (বিদ্যাপতি) কহে, মদন শয়ন করিয়া আছে, চমকিয়া যেন জাগিয়া না উঠে।

৫৩৮

(রাধার উক্তি)

সবহুঁ অপন ভবন গেল।
সুবদনি চিত চমক ভেল ॥ ২ ।
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষত হসয় বয়ন চন্দ ॥ ৪ ।
সখিহে অপরুব বর কান।
কঁহা গেল মঝু সেহন মান ॥ ৬ ।
যে কিছু কহল রসিক রাজ।
কহিতে অবহু বাসিয় লাজ ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কহ ঐসন কান।
দাস গোবিন্দ রস ভান ॥ ১০ ।

১। সকল সখীরা আপনার ভবনে গেল।

৩। ধন্দ—সংশয়। নাসা পরশি—লজ্জায় নাসিকা স্পর্শ করিয়া।

৬। আমার তেমন মান কোথায় গেল? সেহন—তেমন।

প্রথম দুইটী শ্লোক কবির উক্তি, তাহার পরের দুইটী রাধার।

৫৩৯

(রাধার উক্তি)

ধিক ত্রিয় কর জে প্রিয় পর কোপ।
কুল কামিনি জন প্রেমক লোপ ॥ ২।
ভল জন মই হো অপযস খ্যাত।
প্রিয়তম মনসোঁ হোয়ব কাত ॥ ৪।
একসরি তারা কেও ন দেখ।
চঢ়লি আকাশ অমঙ্গল লেখ ॥ ৬।
অপনে সুখ হরি করি জনু মান।
কবিবর বিদ্যাপতি এহ ভান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। ত্রিয়—স্ত্রী, রমণী। কর—করে।

২। জন—ব্যক্তি, পুরুষ।

১-২। যে রমণী প্রিয়তমের উপর কোপ করে (তাহাকে) ধিক্। (কোপে) কুলকামিনী পুরুষের প্রেমের লোপ (করে)।

৩। ভল—ভাল। মই—মধ্যে। হো—হয়। খ্যাত—খ্যাতি, প্রচার।

৪। মনসোঁ—মন হইতে। হোয়ব—হইয়া যায়, হয়। কাত—পার্শ্ব, অন্তরিত।

৩-৪। ভাল লোকের মধ্যে অপযশ প্রচারিত হয়, প্রিয়তমের মন হইতে অন্তরিত হয়।

৫। একসরি—একেশ্বরী, একটী। কেও—কেহ। দেখ—দেখে।

৬। চঢ়লি—আরোহণ করিলে, উঠিলে। অকাশ—আকাশ। লেখ—গণনা করে।

৫-৬। একটী তারা কেহ দেখে না, আকাশে উঠিলে অমঙ্গল গণনা করে।

৭। অপনে—আপনার। হরি—হরণ করিয়া। করি—করিও। জনু—না।

৭-৮। আপনার সুখ হরণ করিয়া মান করিও না, কবিবর বিদ্যাপতি এই কহিতেছে।

—

প্রেমের বিচিত্রতা।

৫৪০

(মাধবের উক্তি)

কুসুমবান বিলাস কানন
কেস সুন্দর রেহ।
নিবিল নীরদ রুচির দরসএ
অরুন জনি নিঞ দেহ ॥ ২।
আজ দেখু গজরাজগতি
বরজুবতি ত্রিভুবন সার।
জনি কাম দেবক বিজয় বল্লী
বিহলি বিহি সংসার ॥ ৪।
সরদ সসধর সরিস সুন্দর
বদন লোচন লোল।
বিমল কঞ্চন কমল চড়ি
জনি খেলু খঞ্জন জোল ॥ ৬।
অধর পল্লব নব মনোহর
দসন দালিম জোতি।
জনি বিমল বিদ্রুমদল সুধারসেঁ
সীচি ধরু গজমোতি ॥ ৮।
মত্ত কোকিল বেনু বীনানাদ
ত্রিভুবন ভাস।
মধুর হাসেঁ পসাহি আনলি
করএ বচন বিলাস ॥ ১০।
অমর ভূধর সম পয়োধর
মহঘ মোতিম হার।
জনি হেম নিম্মিত সম্ভুসেখর
গঙ্গ নিম্মল ধার ॥ ১২।
করভ কোমল কর সুশোভিত
জঙ্ঘ জুঅ আরম্ভ।
মদন মল্ল বেআম কারনে
গঢ়ল হাটক থম্ভ ॥ ১৪।

স্থকবি এহো কণ্ঠহারে গাওল
রূপ সকল সরূপ।
দেখি লখিমা কন্ত জানএ
রাজ সিব সিংহ ভূপ ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। কুসুমবান বিলাসকানন—মন্মথের বিলাস কানন। রেহ—রেখা।

২। নিবিল (ল শ্রুতিকোমল প্রয়োগ)—নিবিড়। দরসএ—প্রদর্শন করিতেছে।

১-২। কুসুমবাণের বিলাস কানন (তুল্য) কেশে সিন্দুর রেখা, যেন নিবিড় রুচির নীরদে অরুণ আপনার দেহ প্রদর্শন করিতেছে।

৩। দেখু—দেখিলাম।

৪। দেবক—দেবের। বিহলি—বিহার করিতেছে।

৩-৪। আজ গজরাজগতি ত্রিভুবনসার যুবতী দেখিলাম। যেন কামদেবের বিজয় লতা বিধির সংসারে বিহার করিতেছে।

৫। সরিস—সদৃশ। লোলন—লোচন।

৬। কাঁচ—কাঁচা। কঞ্চন—কাঞ্চন। খেল—খেলিতেছে। জোল—জোড়, জোড়া।

৫-৬। শরদ শশধর সদৃশ সুন্দর বদন, লোল লোচন; নির্ম্মল কাঞ্চন (নির্ম্মিত) কমলে চড়িয়া যেন খঞ্জন মিথুন খেলা করিতেছে। "স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগং।—জয়দেব।

৭। দালিম—দাড়িম্ব। জোতি—জ্যোতি। বিদ্রুমদল—প্রবাল সমূহে।

৮। সীচি—সিঞ্চন করিয়া, ছড়াইয়া। ধরু—রাখিয়াছে।

৭-৮। নব পল্লব (তুল্য) মনোহর অধর, দশন দাড়িম্ব জ্যোতি; যেন সুধারস সিক্ত বিমল প্রবাল দলে গজমুক্তা ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

৯। ভাস—শোভা।

১০। পসাহি—প্রসারিত করিয়া, বাড়াইয়া। করএ—করিয়া।

৯-১০। মত্ত কোকিল বেণু বীণা নাদ ত্রিভুবনে (যাহা) শোভিত হইতেছে, বচন বিলাস করিয়া মধুর হাসিতে (সে সকল) সাজাইয়া আনিল।

১১। অমর ভূধর—সুমেরু। মহঘ—মহার্ঘ, মহামূল্য। মোতিম—মুক্তা।

১২। সম্ভুসেখর—কৈলাস। গঙ্গ—গঙ্গা।

১১-১২। সুমেরু তুল্য পয়োধর, (তদুপরি) মহামূল্য মুক্তাহার, হেম নির্ম্মিত কৈলাসে যেন নির্ম্মল ধার গঙ্গা।

১৩। যুগ—যুগল।

১৪। বেয়াম—ব্যায়াম। হাটক—সুবর্ণ। থম্ভ—স্তম্ভ (যুগলের উল্লেখ থাকাতে মুদ্গর হইতে পারে—"কামস্য মুদ্গর মিব প্রযুক্তং")।

১৩-১৪। করভের কোমল শুণ্ডের (ন্যায়) সুশোভন জঙ্ঘ যুগলের আরম্ভ, মদন মল্ল ব্যায়ামের জন্য সুবর্ণের স্তম্ভ (দ্বয়) গঠিয়াছেন।

১৫। সুকবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) সকল রূপ স্বরূপ (যথাযথ) রূপে গাহিল (গাহিয়া বর্ণনা করিল)।

১৬। কন্ত—কান্ত। লখিমা দেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ ভূপ জানেন।

৫৪১

(সখীর উক্তি)

কুন্দ ভমর সঙ্গম সম্ভাবন
নয়নে জগাওব অনঙ্গে।
আশা দএ অনুরাগ বঢ়াওব
ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে॥ ২।
সুন্দরি হে উপদেস ধরিএ ধরি
সুনু সুনু সুললিত বানী।

নাগরি পন কিছু কহবা চাহোঁ
কহলহু বুরুএ সয়ানী ॥ ৪ ।
কোকিল কূজিত কণ্ঠ বৈসাওব
অনুরঞ্জব রিতুরাজে ।
মধুর হাস মুখ মণ্ডল মণ্ডব
ঘড়ি এক তেজব লাজে ॥ ৬ ।
কৈতব কএ কাতরতা দরসব
গাঢ় আলিঙ্গন দানে ।
কোপ কইএ পরবোধল মানব
ঘড়ি এক ন করব মানে ॥ ৮ ।
সম পসেবনি সহ তনু দরসব
মুকুলিত লোচন হেরী ।
নখেঁ হনি পিআ মনিঠাম ছোড়াওব
সুরত বঢ়াওব কেলী ॥ ১০ ।
জুঝল মনমথ পুন জে জুঝাএব
বোলি বচন পরচারী ।
গেল ভাব জে পুনু পলটাবএ
সেহে কলামতি নারী ॥ ১২ ।
রস সিঙ্গার সরস কবি গাওল
বুঝএ সকল রসমন্তা ।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবিক কন্তা ॥ ১৪ ।

রাগ তরঙ্গিণী।

শ্রী ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।

১। সম্ভাষণ—সদৃশ। জগাওব—জাগাইবে।

২। বঢ়াওব—বাড়াইবে।

১-২। ভ্রমরের মিলনতুল্য নয়নে অনঙ্গ জাগরণ করিবে, ভঙ্গিম অঙ্গ বিভঙ্গে আশা দিয়া অনুরাগ বাড়াইবে।

৪। নাগরিপন—নাগরীপণা। কহবা—কহিতে, শিখাইতে। চাহোঁ—চাই। কহলহু—কহিলে সয়ানী—চতুরা।

৩-৪। হে সুন্দরি উপদেশ ধরিয়া ধরিয়া (বুঝিয়া) সুললিত বাণী শুন শুন। কিছু নাগরীপণা কহিতে (শিখাইতে) চাই, কহিলে চতুরা বুঝে।

৫-৬। কোকিলকূজিত কণ্ঠে বসাইবে, ঋতুরাজকে অনুরঞ্জন করিবে, মধুর হাসি দ্বারা মুখমণ্ডল মণ্ডিত করিবে, কিছু ক্ষণ লজ্জা ত্যাগ করিবে।

৭। কৈ—করিয়া। দরসব—দেখাইবে।

৮। কইএ—করিয়া। পরবোধল—প্রবোধ দিলে।

৭-৮। গাঢ় আলিঙ্গনে কৈতব করিয়া কাতরতা প্রদর্শন করিবে, কোপ করিয়া প্রবোধিত হইলে মানিবে, কিছু ক্ষণ মান করিবে না।

৯। পসেবনি—প্রস্বেদ। মুকুলিত—অর্দ্ধ মুদিত।

১০। নখেঁ—নখেন, নখ দ্বারা। মনিঠাম—মণি-বন্ধ।

৯-১০। অর্দ্ধমুদিত লোচনে দেখিয়া, (নাগরের) তুল্য স্বেদযুক্ত অঙ্গ দেখাইবে, প্রিয়তমকে নখাঘাত করিয়া মণিবন্ধ ছাড়াইবে, সুরতে কেলি বাড়াইবে।

১১। জুঝল—যুঝিত, কৃতযুদ্ধ। জুঝাএব—যুঝাইবে। পরচারী—প্রকাশ্য রস, কৌতুক।

১২। গেল—গত। পলটাবএ—ফিরায়।

১১-১২। কৃতযুদ্ধ (যুদ্ধক্লান্ত) মন্মথকে প্রকাশ্য রসের কথা কহিয়া যে আবার যুঝাইবে, বিগত ভাবকে যে আবার ফিরাইবে সেই কলাবতী নারী। কেলি বচন পরচারী—কেলি রভস পরচারী, পাঠান্তর।

১৩। রসমন্তা—রসজ্ঞ, রসিক।

১৩-১৪। শৃঙ্গার রস সরস কবি গাইল, সকল রসজ্ঞ বুঝে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা (লক্ষ্মা) দেবীর কান্ত।

নেপালের পুঁথিতেও এই পদ আছে। ভণিতা নিম্নরূপ।

সুখ সম্ভোগ সরস কবি গাবএ
বুঝ সময় পচথানে।

রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
বিদ্যাপতি কবি ভানে ॥

৫৪২
(সখীর উক্তি)

সুন্দরি অছলি সখিগণ সঙ্গ।
চঞ্চল বিঘটয় কামিনি অঙ্গ ॥ ২।
অবনতবয়নি বসন নহি হেরি।
ধনি ভুজ বল্লি ঝাপ কত বেরি ॥ ৪।
অতনু পাসে দৃঢ় কএ দএ অম্বু।
কোপে কাম জনি বাঁধল সম্ভু ॥ ৬।
বিহি বিধুমণ্ডল মুখ শশি আনি।
তোলি তোলাবে দুয়ও অনুমানি ॥ ৮।
আনন গুন গৌরব নত ভেল।
চাঁদ চমকি তঁহি অম্বর গেল ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৭-৮। বিধাতা চন্দ্রমণ্ডল ও মুখশশী দুই পরিমাণ করিয়া তুল্য নির্ম্মাণ করিল।

৫৪৩
(সখীর উক্তি)

রাধা বদন নিরখি রহু কান।
ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধিয়ান ॥ ২।
রাহি বুঝল তসু মরমক বোল।
বাহু পসারি কাহ্নু কর কোর ॥ ৪।
অধর সুধারস পুনু পুনু পীব।
সখিগণ হেরইতে জীবন জীব ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

৫৪৪
(সখীর উক্তি)

জে মুখ সুন্দর অতুলন নাম।
জসু পরসাদে জিতলি জগ কাম ॥ ২।
সে মুখ কিএ মুকুর তল দেল।
অপন পরাভব অপনহি ভেল ॥ ৪।
তুহু অতি বিদগধ বধইতে লাখ।
হেরি অবস ভেলি অপন কটাখ ॥ ৬।
জকর জে গুন সে নহি জান।
লোহকার কিএ চিহ্নয় কৃপান ॥ ৮।

৮। লৌহকার (কামার) কি কৃপাণ চিনে?

৫৪৫
(সখীর উক্তি)

দেব অরাধনে চলু গোরী।
সঙ্গহি সম বয় নবীন কিশোরী ॥ ২।
চন্দন কুঙ্কুম অরু ফুল মাল।
লেঅল বহু উপহার রসাল ॥ ৪।
চলু বর নাগরি সঙ্গব মাহ।
সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ ॥ ৬।
ঐসন সময় নিবিড় বন মাঝ।
মিলল একল বিদগধ রাজ ॥ ৮।
হেরি সুবদনি অতি চমকিত ভেলি।
কহ কবিশেখর দুহু জন মেলি ॥ ১০।

৫৪৬
(সখীর উক্তি)

রাধা মাধব সুমধুর কেলি।
দুহু রূপে দুহু জন নিমগন ভেলি ॥ ২।
উলসিত বিনোদ নাগরবর কান।
কহই অমিয় বানী হসিত বয়ান ॥ ৪।
সুন্দরি কী কহব তোহর বখান।
অলপে জিতল তুহু ইহ পচবান ॥ ৬।
গরুঅ কমান নয়ান কোনে এক।
অরু এক ঈষত হাস পরতেক ॥ ৮।

করহি সুকুসুম তাহি এক হোই।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোই ॥ ১০।
অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ভৈ চলি গেল ॥ ১২।
কহ কবিশেখর কী কহব কান।
লাখ বয়ানে নহি হোত পরমান ॥ ১৪।

৫৪৭

(সখীর উক্তি)

দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্দ।
রাহী কহ তমাল মাধব কহ চন্দ ॥ ২।
চিত পুতলী জনু রহু দুহু দেহ।
ন জানিয় প্রেম কেহন অছু নেহ ॥ ৪।
এ সখি দেখ দেখ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নহি পার ॥ ৬।
ধনি কহ কাননময় দেখিয় শ্যাম।
সে কিয়ে শুনব মধু পরিণাম ॥ ৮।
চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখ রাহী সমান ॥ ১০।
দোহে দোহা যওহু নিচয় কয় জান।
দুহুক হৃদয় পৈসল পচবান ॥ ১২।

৫৪৮

(সখীর উক্তি)

দুহু রসময় তনু গুণে নহি ওর।
লাগল দুহুক ন ভাঁগই জোর ॥ ২।
কে নহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করয় নহি পার ॥ ৪।
যে খল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরল নেহ ॥ ৬।
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥ ৮।
তবহুঁ খীর উমড়ি পড় তাপে।
বিরহবিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে ॥ ১০।
যব কোই পানি আনি তাহি দেল।
বিরহবিয়োগ তবহি দূর গেল ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।
রাধা মাধব ঐসন নেহ ॥ ১৪।

১-২। দুই জনের রসপূর্ণ তনু, গুণের সীমা নাই ; দুই জনের যোগ জোড়া ভাঙ্গে না।

৩-৪। কে না কত রকম উপায় (দুরভিসন্ধি) করিল, দুই জনের (মধ্যে) ভেদ (বিবাদ) করাইতে পারিল না।

৫-৬। যত খল সব রসাতলে গেল (গেহ) (যাহারা দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল, তাহারাই লজ্জা পাইল)। দুগ্ধ ও জলের তুল্য (এমন) স্নেহ দেখি নাই।

৭। কোই বেরি—কোন বার, কোন সময়। আনল মুখ আনি—অগ্নি মুখে আনিয়া, আগুনে চড়াইয়া।

৮। দণ্ড—কাঠি, হাতা। দেই—দিয়া। নিরসত—রসশূন্য করে। নিরসত পানি—জল শুকাইয়া ফেলে, অগ্নির উত্তাপে জল মারে।

৯। উমড়ি—উথলিয়া। তাপে—বিরহ ব্যথায়।

১০। বিরহ বিচ্ছেদ (হইবার) আগেই ঝাঁপ দেয় (উথলিয়া পড়িয়া যায়)।

১১-১২। যদি কেহ তাহাতে জল আনিয়া দিল। বিরহ-বিচ্ছেদ তখনি দূরে গেল। (দুধ উথলিয়া পড়িবার সময় জল দিলে আর দুধ পড়িয়া যায় না, যেন জলের মিলনে দুগ্ধ তৃপ্তিলাভ করে)।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে সুন্দর স্নেহ এইরূপ, রাধা মাধবে এইরূপ প্রীতি।

৫৪৯

(সখীর উক্তি)

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দ।
জলধি উছলে যৈসে হেরইতে চন্দ ॥ ২।
কতহু মনোরথ কৌশলক ভরি।
রাধা কান কুসুম শর সমরি ॥ ৪।
পুলকে পূরল তনু হৃদয়ে হুলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস ॥ ৬।
দুহুঁ অতি বিদগধ অনবধি লেহা।
রস আবেশে বিসারি নিজ দেহা ॥ ৮।
হার টুটল পরিরম্ভণ কেলি।
মৃগমদ কুঙ্কুম পরিমল গেলি ॥ ১০।
নিরসি অধর মধু পিবি মাতোয়ার।
ভুখিল ভমর কুসুম অনিবার ॥ ১২।

গীতচিন্তামণি।

১-২। রাধার মুখ দেখিয়া কানাই আনন্দিত হইল, যেমন চন্দ্র দেখিয়া জলধি উচ্ছলিত হয়। "জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্।"—জয়দেব।

৩। কৌশলক ভরি—কৌশলে ভরিয়া, কৌশল করিয়া।

৪। সমরি—যুদ্ধ করিল।

৩-৪। কতই অভিলাষ (ও) কৌশল করিয়া রাধা (ও) কানাই কুসুমশর (মদনের) সহিত যুদ্ধ করিল।

৫। হুলাস—উল্লাস।

৫-৬। (উভয়ের) তনু পুলকে পূর্ণ হইল, হৃদয়ে উল্লাস (উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ হইল)। চক্ষু ঢুলুঢুলু, লঘু লঘু হাসি (দেখা দিল)।

৭। অনবধি—অবধিশূন্য, অসীম।

৭-৮। দুই জনে অত্যন্ত বিদগ্ধ, প্রেম অসীম, রসের আবেশে নিজ (নিজ) দেহ বিস্মৃত হইল।

৯-১০। আলিঙ্গন কেলিতে হার ছিন্ন হইল, মৃগমদ ও কুঙ্কুমের পরিমল গেল (আলিঙ্গন মর্দ্দনে গন্ধ তিরোহিত হইল)।

১১। নিরসি—রসশূন্য করিয়া, নিঃশেষ। মাতোয়ার—মাতাল।

১২। ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত। অনিবার—বিনা নিষেধ।

১১-১২। ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর (মাধব) অধর মধু নিঃশেষ পান করিয়া মাতোয়ারা (হইল), কুসুম (রাধা) নিষেধ করিল না।

পদকল্পতরুতে এই পদ অন্য আকারে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত আছে।

৫৫০

(সখীর উক্তি)

রাহী যব হেরল হরি মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥ ২।
যবহু কহলহি লহু লহু বাত।
তবহু কয়ল ধনি অবনত মাত ॥ ৪।
যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ ॥ ৬।
যব পহু পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ ॥ ৮।
পূরল মনোরথ মদন উদেস।
কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেস ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

৫৫১

(রাধার উক্তি)

কি পুছসি হে সখি কানু গুণ নেহা।
একহি পরান বিহি গঢ়ল ভিন দেহা ॥ ২।
কহিল জে কহিনি পুছই কত বেরি।
কত সুখ পাবয় মঝু মুখ হেরি ॥ ৪।

বিনু মঝু দরশে পরশে নহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পানি নহি পীব ॥ ৬।
ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মান ভয়ে মাধব উঠয় তরাস ॥ ৮।
উর বিন সেজ পরশ নহি পাই।
চিবহি বিন তাম্বুল নহি খাই ॥ ১০।
আন সঞে কহিনী ন সহ পবান।
আন সম্ভাসনে হরয় গেয়ান ॥ ১২।
কহ কবিরঞ্জন সুন বরনারি।
তোহর প্রেম ধনে লুবুধ মুরারি ॥ ১৪।

কীর্ত্তনানন্দ।

৩। কহিল—কহা। কহা কথা কত বার জিজ্ঞাসা করে (এক কথা বার বার জিজ্ঞাসা করে)।

৭-৮। নিদ্রার আলস্যে যদি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করি (তাহা হইলে) মাধব মানের শঙ্কা করিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠে।

১৩। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতি। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পর দেখা হইবার সম্বন্ধে যে কয়টি পদ আছে তাহাতে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে।

৫৫২

(রাধার উক্তি)

হম অচলা সখি কিয়ে গুন জান।
সে রসময় তনু রসিক সুজান ॥ ২।
কতহু যতনে মোরে কোরে বইসাই।
বাঁধল বেনি সে কবরি খসাই ॥ ৪।
কঞ্চুক দেল হিয় পর মোর।
পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর ॥ ৬।
কণ্ঠে পহিরাওল মনিময় হার।
অঙ্গে বিলেপল কুঙ্কুম ভার ॥ ৮।
বসন পহিরাওল কয় কত ছন্দ।
কিঙ্কিনি জালহি নীবি নিবন্ধ ॥ ১০।
নিজ কর পল্লবে মঝু মুখ মাজ।
নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ ॥ ১২।
অলকা তিলক দয় চোরি নিহারি।
কহ কবিশেখর যাঁও বলিহারি ॥ ১৪।

৫৫৩

(রাধার উক্তি)

অলখিতে গোপ আএল চলি গেল।
সসরি খসল চির সমরি ন গেল ॥ ২।
আধ বদন তহি দেখল মোর।
চান আঁএঠ কয় চলল চকোর ॥ ৪।
কান্হু মোহি দেখলিহু গেলাঁহু লজাএ।
তখনুক লাজ অবহু নহি জাএ ॥ ৬।
আধহু অধিক সকোচিত অঙ্গ।
মোলল মৃণাল দোগুণ ভেল ভঙ্গ ॥ ৮।
চান্দনে লেপিত তনু রহ সোএ।
বিরহক কসমসি নিন্দ নহি হোয় ॥ ১০।
রসকে তন্ত বুঝএ জদি কেও।
ভাব ভনএ অভিনব জগদেও ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

২। সমরি—সামলান।

১-২। অলক্ষ্যে গোপনে আসিল (আবার গোপনে) চলিয়া গেল, বস্ত্র সরিয়া খসিয়া পড়িল, সামলান গেল না।

৩। তহি—তিনি, সে।

৪। আঁএঠ—এঁঠো, উচ্ছিষ্ট।

৩-৪। সে আমার অর্দ্ধ মুখ দেখিল, চকোর চন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল।

৫-৬। কানাই আমাকে দেখিল, আমি লজ্জিত হইলাম। তখনকার লজ্জা এখনও যায় না।

৭। সকোচিত—সঙ্কুচিত।

৮। মোলল—মোচড়ান, ভগ্ন।

৭-৮। অর্দ্ধেকের অধিক অঙ্গ সঙ্কুচিত হইল, ভগ্ন মৃণাল দ্বিগুণ ভগ্ন হইল।

৯। সোএ—শয়ন করিয়া।

১০। কসমসি—যাতনা।

৯-১০। চন্দনে তনু লেপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম, বিরহের যাতনায় নিদ্রা হয় না।

১১। তথ্থ—তত্ত্ব।

১২। জঅদেও—জয়দেব।

১১-১২। রসের তত্ত্ব যদি কেহ বুঝে, অভিনব জয়দেব সেই ভাব কহে।

বিদ্যাপতির জয়দেব উপাধি বিসপী গ্রামের দানপত্রে উল্লিখিত আছে।

৫৫৪

(রাধার উক্তি)

অলখিতে আওল অলখিতে গেল।
ন পূরল মনোরথ বেকত ন ভেল ॥ ২।
গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ নখর হেরি আন বয়ান ॥ ৪।
হেরি হেরি কী কহব কুলবতি হোই।
অঙ্গনে কহ্নু চরণ চিহ্ন সোই ॥ ৬।
গুরুজন ভয় তব লেপইতে চাই।
বিরীতি বিশেষ লেপই ন পাই ॥ ৮।
সংভ্রম ভেল মন ভম অনিবারি।
সে ডর ভাঙ্গল নয়নক বারি ॥ ১০।
যে পথে রাতি চলল রতিচোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর ॥ ১২।
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবিশেখর পেম বিচারি ॥ ১৪।

৫৫৫

(রাধার উক্তি)

কি কহব হে সখি তোহর সমাজ।
কহইতে কাহিনী লাগয় লাজ ॥ ২।
সুতি ঘুমাওল হম অগেয়ান।
অলখিতে আওল নাগর কান ॥ ৪।
পীন পয়োধরে দেলহি হাত।
তোরিতে লুকাওল দেহ বিগাত ৬।
তবহি অধর রস পিবএ মোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ ৮।
থর থর কাঁপিয় কোরে অগোরি।
তব হম ছুটল নিন্দ বিভোরি ॥ ১০।
করলি কোপ জানি সে বর কান।
যে কিছু কহল মোহে সোই সে সুজান ॥ ১২।
পরিরম্ভন বেরি মুদল আঁখি।
তাহে ভৈ গেল কবিশেখর সাখি ॥ ১৪।

৫৫৬

(রাধার উক্তি)

কানন কাহ্নু কান হম শুনল
ভই গেল আনক আনে।
হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি
কি কহব তনিক গেয়ানে ॥ ২।
চানন চান আঙ্গ হম লেপলি
তঁই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভ সৈঁই বিষধর সসরল
ধরই চাহ ফেরি সাপে ॥ ৪।
ভনহি বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলি।
অসহ সহতি কত কোমল কামিনী
জামিনী জীব দয় গেলি ॥ ৬।

মিথিলায় পদ।

১। আনক আনে—অপরের অন্য, আর এক রকম।

২। হেরইত—দেখিতে। শঙ্কররিপু—মদন। তনিক—তাঁহার। গেয়ানে—বুদ্ধি।

১-২। কাননে কানাই (আসিয়াছে এই কথা) আমি কানে শুনিলাম (অমনি) আর এক রকম হইয়া গেল (আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম)। দেখিতে (যখন কানাইকে দেখিলাম) মদন আমাকে হরণ করিলেন (আমার জ্ঞান হরণ করিলেন), তাঁহার বুদ্ধিকে কি কহিব?

৩। চানন—চন্দন। চান—চন্দ্র, জ্যোৎস্না বাঢ়ল—বাড়িল। দাপে—দর্পে।

৪। সসরল—সরিয়া (সর সর করিয়া) নামিল। চাহ—চাহিলাম।

৩-৪। চন্দ্র (ও) জ্যোৎস্না আম অঙ্গে লেপন করিলাম তাহাতে (মদন) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর (বেণী) নামিয়া আসিল, সাপকে আবার ধরিতে চাহিলাম। (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের নিকট পড়িল আবার হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঁধিলাম)।

৫। মুদিত—মোদিত, পুলকিত।

৬। অসহ—অসহ্য, যাহা সহ্য করা যায় না। সহতি—সহ্য করে। জীব—জীবন। দয়—দিয়া।

৫-৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে দুই জনের পুলকিত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ (হইয়াছে)। কোমল কামিনী অসহ্য (মদনানল) কত সহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে মিলন হইল)।

এই পদে প্রথম শ্লোকের পর এই প্রহেলিকা-শ্লোক আছে—

সাত পাঁচ মোহি লিখি পঠাওলি
বহুবিধ লিখলি বনাই।
সে পুন নাপ পাঁচ কয় রখলহু
দুই পুনি দেলি মিটাই॥

মৈথিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় গ্রিয়ার্সন ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"বিষ খায় মরব" (৭ অক্ষর), "নহি আয়ব" (৫ অক্ষর), না আসিলে বিষ খাইয়া মরিব। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের এই অর্থ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ "নহি আয়ব" (৫ অক্ষর), তাহা হইতে দুই অক্ষর মুছিয়া দিলে রহিল "আয়ব"। রাধা লিখিলেন, তুমি না আসিলে বিষ খাইয়া মরিব, মাধব উত্তর দিলেন, আসিব। এই শ্লোকে মূল পদের রসভঙ্গ হয়, বাদ দিলে কোন ক্ষতি হয় না। এই কারণে বিদ্যাপতি রচিত হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা পদের বঙ্গদেশে প্রচলন নাই।

৫৫৭

(রাধার উক্তি)

ফুল এক ফুলবারি লাওল মুরারি।
যতনই পটওলনি সুবচন বারি॥ ২।
চৌদিশ বাঁধলনি শীলকি আরি।
জীব অবলম্বন করু অবধারি॥ ৪।
তথুহু ফুলল ফুল অভিনব পেম।
জসু মূল লহয় ন লাখহু হেম॥ ৬।
অতি অপরূব ফুল পরিণত ভেল।
দুই জীব অচল এক ভএ গেল॥ ৮।
পিশুন কীট নহি লাগল তাহি।
সাহসঁ ফল দেল বিহি দেল নিরবাহি॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর সৈহ।
করিয় যতন ফলমত হো যৈহু॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। ফুল—ফুলগাছ। ফুলবারি—ফুলবাড়ী, বাগান।

২। পটওলনি—পাট করিলেন।

১-২। মুরারি উদ্যানে একটী ফুল গাছ আনিলেন, (তাহাতে) যত্ন পূর্ব্বক সুবচন (স্বরূপ) জল সেচন করিলেন।

৩। বাঁধলনি—বাঁধিলেন। শীল—নম্রতা। আরি—আলবাল।

৪। অবধারি—অবধারিত, নিশ্চিত।

৩-৪। (বৃক্ষের) চারি পার্শ্বে শীলতার আলবাল বাঁধিলেন (তাহাতে বৃক্ষ) নিশ্চিত জীবন অবলম্বন করিল (বাঁচিল)।

৫। তথুহুঁ—তাঁহাতে। পেম—প্রেম

৬। লহয়—হয়, লাগে।

৫-৬। তাহাতে (সেই গাছে) অভিনব প্রেম (স্বরূপ) ফুল ফুটিল, লক্ষ স্বর্ণেও যাহার মূল্য হয় না।

৭-৮। অতি অপরূপ ফুল পরিণত হইল ; দুই জীব (রাধা ও মাধব) ছিল, এক হইয়া গেল।

৯। তাহি—তাহাতে। সাহস—সাহসের কারণে। নিরবাহি—নির্ব্বাহ করিয়া।

৯-১০। দুষ্ট লোক (স্বরূপ) কীট তাহাতে (ফুলে) লাগিল না ; সাহস করিয়া ফলাদিল (ফুল ফলে পরিণত হইল), বিধি নির্ব্বাহ করিয়া দিল।

১১। সৈহ—তাহাই।

১২। ফলমত—ফলবন্ত, ফলবান। হো—হয়। যৈহ—যাহাই।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, যত্নে (যত্ন করিয়া) যাহা ফলবান হয় তাহাই সুন্দর।

৫৫৮

(রাধার উক্তি)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ ॥ ২ ।
আঙ্গিনা আওল সেহ ।
হম চললোঁ গেহ ॥ ৪ ।
অধরু আচর ওর ।
ফুয়ল কবরী মোর ॥ ৬ ।
ঢীট নাগর চোর ।
পাওল হেম কটোর ॥ ৮ ।
ধরিতে ধাওল তায় ।
তোড়ল নখক ঘায় ॥ ১০ ।
চকোরে চপল চাঁদ
পড়ল প্রেমের ফাঁদ ॥ ১২ ।
কবি বিদ্যাপতি ভান ।
পূরল দুহুক কাম ॥ ১৪ ।

৩-৪। সে অঙ্গনে আসিল, (তাহাকে দেখিয়া) আমি গৃহে চলিলাম (ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলাম)।

৫। অধরু—ধরিল।

৫-৬। অঞ্চল প্রান্ত ধরিল, আমার বেণী খুলিয়া গেল (অঞ্চল বস্ত্র স্বতন্ত্র, যাহাকে ওড়না বলে ; ওড়না ধরিয়া আকর্ষণ করাতে আমার কবরী খুলিয়া গেল)।

১১-১২। চপল চকোর চন্দ্রের প্রেমফাঁদে পড়িল।

১৪। কাম—কাজ, মনস্কামনা।

৫৫৯

(রাধার উক্তি)

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয় ।
অরু এক কৌতুক কহনে ন হোয় ॥ ২ ।
একলি অছলুঁ ঘরে হীন পরিধান ।
অলখিতে আওল কমল নয়ান ॥ ৪ ।
এ দিগে ঝাঁপিতে তনু ও দিগে উদাস ।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥ ৬ ।
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যায় ।
মলয় শিখর জনি হিমে ন লুকায় ॥ ৮ ।
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥ ১০ ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই ।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই ॥ ১২ ।

৩। হীন পরিধান—ক্ষুদ্র বস্ত্র।

৬। ধরণী যদি প্রকাশ পায় (দ্বিধা হয়) তাহাতে প্রবেশ করি।

৮। মলয় শিখর (পয়োধর)। হিম (শুভ্র হস্ত)।

১২। চতুরের নিকট কি চাতুরী করিবে?

৫৬০

(রাধার উক্তি)

ছলিহু একাকিনি গথইতে হার।
সসরি খসল কুচ চীর হমার ॥ ২।
তখনে অকামিক আএল কন্ত।
কুচ কী ঝাপব নিবিহুক অন্ত ॥ ৪।
কি কহব সুন্দরি কৌতুক আজ।
পহু রাখল মোর জাইতে লাজ ॥ ৬।
ভেল ভাব ভরে সকল সরীর।
কত ন জতনে বল রাখিঅ থীর ॥ ৮।
ধসমস করএ ধরিঅ কুচ জাতি।
সগর সরীর ধরএ কত ভাতি ॥ ১০।
গোপহি ন পারিঅ তখন হুলাস।
মুন্দলা কমল বেকত হোঅ হাস ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

২। সসরি—স্রস্ত হইয়া।

৩। অকামিক—অকস্মাৎ। কন্ত—কান্ত।

৪। নিবিহুক অন্ত—নীবি বন্ধনের অগ্রভাগ।

৬। প্রভু আজ আমার লজ্জা রক্ষা করিল।

৯। জাতি—চাপিয়া।

১০। সগর—সমস্ত।

১১। গোপহি—গোপন করিতে। হুলাস—উল্লাস।

১২। কমল মুদিত (মুখ বন্ধ) তথাপি হাসি ব্যক্ত হয়।

বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ—

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
খগরি খসল কুচ চীর হামার ॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাপব কিয়ে নীবিবন্ধ ॥
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল ॥
করে কি বুতায়ব দুরাহ দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব ॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ ॥

৫৬১

(রাধার উক্তি)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ ন যাই ॥ ২।
নাহই উঠলুঁ হম কালিন্দী তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর ॥ ৪।
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর ॥ ৬।
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটি তাপর কুন্তল দেল ॥ ৮।
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোরি বৈঠলু হরি করি পীঠ ॥ ১০।
হাসি মুখ মোড়য়ে টীট মধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহে তুহু অগেয়ানী।
পুন কাহে পলটি ন পৈঠলি পানী ॥ ১৪।

১। মাই (হিন্দী ও মৈথিল শব্দ)—লজ্জোক্তি, ওমা, মাগো।

১-২। (রাধা সখীকে কহিতেছেন), মাগো,

আজিকার লজ্জা তোকে কি বলিব, জল দিয়া ধুইলেও যায় না।

১০। হরির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া বক্ষ ফিরাইয়া বসিলাম।

১১। শঠ কানাই হাসিয়া মুখ ফিরাইল (আমাকে বিদ্রূপ করিবার ছলে)।

১২। অঙ্গ অঙ্গ (সকল অঙ্গ) ঢাকিতে গিয়া ঢাকা যায় না।

১৪। আবার ফিরিয়া কেন জলে প্রবেশ করিলি না?

৫৬২

(রাধার উক্তি)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোরে বাম ॥ ২।
কত সুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তঁহি জাগি ॥ ৪।
ঘরে মোর আঁধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই ন দেখি ॥ ৬।
চিত মোর ধস ধস কহিতে ন পাই।
এ বড় মন দুখ রহ চিরথাই ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাহে ফেরি বয়ানি ॥ ১০।

২। আমার প্রিয়তম বিদগ্ধ (কিন্তু) বিধি আমার প্রতিকূল।

৪। দারুণ শ্বশ্রূ তাহাতে (সেই সময়) জাগিয়া রহিল।

৬। প্রিয়তম (আমার) পার্শ্বে লাগিল (শয়ন করিল) (কিন্তু) কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

৭। ধস ধস—ধক্ ধক্।

৮। চিরথাই—চিরস্থায়ী।

৭-৮। আমার হৃদয় ধক্ ধক্ (করিয়া কাঁপিতে লাগিল) (কিন্তু) কথা কহিতে পাইলাম না। এই বড় মনের দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া রহিবে।

১০। মুখ ফিরাইয়া প্রিয়তমকে কেন হৃদয়ে করিলি (বক্ষে লইলি) না?

৫৬৩

(রাধার উক্তি)

শাশ ঘুমায়ত কোরে অগোর।
তহি অতি ঢীট পিঠ রহু চোর ॥ ২।
কত কর আখর কহব বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি জাই ॥ ৪।
নহি কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নহি হোএত বচন নিরবাহ ॥ ৬।
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥ ৮।
কত মুখ মোরি অধর রস লেল।
কত নিসবদ কএ কুচে কর দেল ॥ ১০।
সমুখে ন যায় সঘন নিশোয়োস।
কিএ কিরন ভেল দশন বিকাশ ॥ ১২।
জাগল শাশ চলত তব কান।
ন পূরল আশ বিদ্যাপতি ভান ॥ ১৪।

১-২। শ্বশ্রূ কোলে আগলাইয়া ঘুমায়, তাহাতে (তথাপি) রতি শঠ (সাহসী ও রতিলোলুপ) (মাধব) চুপি চুপি (চোরি) পৃষ্ঠে থাকে (আমার পৃষ্ঠের নিকট চুপি চুপি আসিয়া শয়ন করে)।

৩। আখর—সঙ্কেত। (হেঁয়ালি কবিতায় বিদ্যাপতি এ শব্দ বারম্বার প্রয়োগ করিয়াছেন)।

৪। আজিকার চাতুরী রহিবে কিম্বা যাইবে (গোপন থাকিবে কি ধরা পড়িবে বলিতে পারি না)।

১১-১২। সঘনে নিশ্বাস সমুখের দিকে যায় না (তাহা হইলে শাশুড়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে)।

হাস্ত কিরণে দশন বিকশিত হইল (অন্ধকারেও হাসিতে দশন দেখা গেল)।

৫৬৪

(রাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
সপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ ॥ ২।
বড় সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচর ঝাঁপাই ॥ ৪।
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জগায়ল তঁহি নিদ গেল ॥ ৬।
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল ॥ ৮।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম মকরন্দ ॥ ১০।

২। স্বপ্নে কুপুরুষের সহিত শয়ন করিলাম।

৩। আওলু—ধাইয়া আসিলাম, (মনে মনে) শীঘ্র আসিলাম।

৬। আমাকে জাগাইল তাহাতে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

৯। রস ধন্দ—রসের বিচিত্র ব্যাপার।

১০। ভেক কুসুম মধুর কি জানে ?

দূরাদ্ধাবতি পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ
ভেকস্তন্ন হি জানাতি তন্মূর্দ্ধ্নি পাদমুৎসৃজেৎ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১২৬ অঃ।

রাধা স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে মাধব আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ; নিদ্রাভঙ্গের পর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সেই কথা সখীকে বলিতেছেন।

৫৬৫

(রাধার উক্তি)

দরসনে লোচন দীঘর ধাব।
দিনমনি তেজি কমল জনি জাব ॥ ২।
কুমুদিনি চান্দ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাশ ॥ ৪।
সজনি মাধব দেখল আজ।
মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ ॥ ৬।
নীবী সসরি ভূমি পড়ি গেলি।
দেহ নুকাবিঅ দেহক সেলি ॥ ৮।
অপনে হৃদয় বুঝাবএ আন।
একসর সব দিস দেখিয় কাহ্নু ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। দীঘর—দীর্ঘ।

১-২। দর্শনে লোচন দীর্ঘ (দূর পর্য্যন্ত) ধাবিত হয় ; যেন দিনমণি কমলকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

৪। নুকাবিঅ—লুকাই।

৩-৪। কুমুদিনী ও চন্দ্র একত্র স্থিতিপ্রাপ্ত হইল। কপটে মদনের বিকাশ (আবির্ভাব) গোপন করি।

৫-৬। সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম, লজ্জা মহিমা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

৭। সসরি—স্রস্ত হইয়া।

৮। সেলি—সেরি, শরণ।

৭-৮। নীবিগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, দেহ দেহের শরণে লুকাইল।

১০। একসর—একেশ্বর, একা।

৯-১০। আপনার হৃদয় অন্যের মনে হয়, সকল দিকে একা কানাইকে দেখি।

৫৬৬

(রাধার উক্তি)

জখনে জাই সয়ন পাসে।
মুখ পরেখএ দরসি হাসে ॥ ২।
তখনে উপজু এহন ভানে।
জগত ভরল কুসুম বানে ॥ ৪।

কী সখি কহব কেলি বিলাসে।
নিঞ অনাইতি পিআ হুলাসে ॥ ৬।
নীবি বিঘটএ গহএ হারে।
সীমা লাঁঘএ মন বিকারে ॥ ৮।
সিনেহ জাল বঢ়াবএ জীবে।
সঙ্গহি সুধা অধর পিবে ॥ ১০।
হরখি হৃদয় গহএ চীরে।
পরসে অবস কর সরীরে ॥ ১২।
তখনে উপজু অইসন সাধে।
ন দিঅ সমত ন দিঅ বাধে ॥ ১৪।
ভনে বিদ্যাপতি ও হে সঞানী।
অমিঞ মিঝল নাগরি বানী ॥ ১৬।

নেপালের পুঁথি।

২। পরেখএ—পরীক্ষা করে।

২-২। যখন শয্যাপার্শ্বে যাই (তখন মাধব) মুখ পরীক্ষা করিয়া (উত্তমরূপে) দেখিয়া হাসে।

৩। উপজু—উৎপন্ন হয়। ভান—ভাব।

৩-৪। তখন এমন ভাব উৎপন্ন হয় (যেন) জগৎ কুসুমশরে পূর্ণ।

৬। নিঞ—নিজ। অনাইতি—অনায়ত্ত। হুলাসে—উল্লাস।

৫-৬। সখি, কেলি বিলাসের (কথা) কি কহিব, নিজের অনায়ত্ত (আমি আত্মবশ হারাইলে) প্রিয়তমের উল্লাস হয়।

৭। বিঘটএ—খুলিয়া দেয়, মন্দ ঘটনা করে। গহএ—গ্রহণ করে, কাড়িয়া লয়।

৮। লাঁঘএ—লঙ্ঘন করে। বিকারে—বিকৃত করে।

৭-৮। নীবি খুলিয়া দেয়, হার কাড়িয়া লয়, সীমা লঙ্ঘন করে, মন বিকৃত (আকুল) করে।

৯। বঢ়াবএ—বাড়ায়। জীবে—প্রাণে।

১০। পীবে—পান করে।

৯-১০। প্রাণে স্নেহজাল বাড়ায়, সেই সঙ্গে অধরসুধা পান করে।

১১। হরখি—হরষিত হইয়া।

১১-১২। হরষিত হইয়া হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করে, স্পর্শে শরীর অবশ করে।

১৪। সমত—সম্মতি।

১৩-১৪। তখন এইরূপ সাধ উৎপন্ন হয়, সম্মতিও দিই না, বাধাও দিই না।

১৫। ওহে—সম্বোধন (উভয় লিঙ্গ)। সঞানী—সেয়ানি, চতুরা, কিশোরী।

১৬। অমিঞ—অমৃত। মিঝল—মিশ্রিত।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহে, হে চতুরে, নাগরীর কথা অমৃতমিশ্রিত।

৫৬৭

(রাধার উক্তি)

পহিলহি চোরি আএল পাস।
আঙ্গহি আঙ্গ নুকাব তরাস ॥ ২।
বাহরি ভেলে দেখিঅ দেহ।
জৈসন খিনী চান্দক রেহ ॥ ৪।
সাজনি কী কহব পুরুষ কাজ।
কৌসল করইতে তহি নহি লাজ ॥ ৬।
এহি তহ পাপ অধিক থিক নারি।
জে ন গনএ পর পুরুষক গারি ॥ ৮।
খন এক রঙ্গ সঙ্গ সব ভাতি।
সে সে করত জকর জে জাতি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ন কর বিরাম।
অবসর পাএ পুর তুঅ কাম ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। প্রথমেই চুরী করিয়া (গোপনে) নিকটে আসিল, ত্রাসে অঙ্গে অঙ্গ লুকাইল (আমি ভয় পাইয়া তাহারই ক্রোড়ে লুকাইলাম)।

৩। ভেলে—হইলে। দেখিঅ—দেখি।

৪। চান্দক—চাঁদের।

৩-৪। বাহির হইয়া (তাহার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া) (নিজের অঙ্গ) দেখি, যেন চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা।

৫-৬। সজনি, পুরুষের কাজ কি কহিব, কৌশল করিতে তাহার লজ্জা নাই।

৭। এহি তহ—ইহা হইতে।

৮। গনএ—গণনা করে। পরপুরুষক গারি—পরপুরুষের গালি, অর্থাৎ পরপুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইলে যে কলঙ্ক হয়।

৭-৮। ইহা হইতে নারীর পাপ অধিক, যে পুরুষের প্রেমের কলঙ্ক গণনা করে না।

৯। ভাতি—প্রকার, রূপ।

১০। জকর—যাহার। জাতি—স্বভাব।

৯-১০। এক ক্ষণে (মুহূর্ত্ত মাত্রে) সকল প্রকার রঙ্গ সঙ্গ হইয়া যায়, যাহার যেমন স্বভাব সে সেইরূপ করে।

১১। বিরাম—বাধা, ক্ষোভ।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ক্ষোভ করিও না, অবসর পাইয়া তোমার কামনা পূর্ণ কর।

৫৬৮

(রাধার উক্তি)

এ ধনি রঙ্গিনি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহল ন হোয় ॥ ২।
একলি সুতল ছলি কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবান ॥ ৪।
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে মুদি হম রহল নয়ান ॥ ৬।
আওল কাহ্নু বৈসল মঝু পাশ।
পাস মোড়ি হম লুকাওল হাস ॥ ৮।
কুন্তল কুসুম দাম হরি লেল।
বরিহা মাল পুনহি মোহি দেল ॥ ১০।
নাসা মোতিম গীমক হার।
জতনে উতারল কত পরকার ॥ ১২।
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
তুহু রসিকা পহু রসিক সুজান ॥ ১৬।

২। কহল না হোয়—কহা যায় না।

৩-৪। কুসুম শয্যায় একাকিনী শয়ন করিয়া ছিলাম, ফুলবাণ হস্তে কেবল মদন দোসর ছিল (আমার চিত্তে কন্দর্প জাগরিত হইয়াছিল)।

৮। মোড়ি—(মোর) ফিরিয়া।

৯-১০। কুন্তল হইতে কুসুমমালা হরণ করিয়া লইল, আবার (তাহার বিনিময়ে) আমাকে বর্হ (ময়ুর পুচ্ছ) ও মালা দিল।

১২। পরকার—প্রকার, উপায়, কৌশল।

১১-১২। নাসিকার মুক্তা, কণ্ঠের হার কত কৌশলে যত্নপূর্ব্বক খুলিল।

১৩। কঞ্চুক—কাঁচলি। ফুগইতে—খুলিতে। পহু ভেল ভোর—প্রভু বিহ্বল হইল।

১৩-১৪। প্রভু কাঁচলি খুলিতে বিহ্বল হইল, মন্মথ জাগিল, চোরকে (আলিঙ্গনে) বাঁধিলাম।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি এই রস কহিতেছে, তুমি রসিকা, প্রভু রসিক সুজন।

৫৬৯

(সখীর উক্তি)

হরি ধরু হার চেউকি পরু রাধা।
আধ মাধব কর গিম রহু আধা ॥ ২।
কপট কোপেঁ ধনি দিঠি ধরু ফেরী।
হরি হসি রহল বদন বিধু হেরী ॥ ৪।
মধুরিম হাস গুপুত নহি ভেলা।
তখনে সুমুখি মুখ চুম্বন দেলা ॥ ৬।

করে ধরু কুচ আকুল ভেলি নারী।
নিরখি অধর মধু পিবএ মুরারী ॥ ৮।
চিকুরে চমরে ঝরু কুসুমক ধারা।
পিবিকহু তম জনু বম নব তারা ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দর বাণী।
হরি হসি মিললি রাধিকা রাণী ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। ধরু—ধরিল। চেউঁকি—চমকিয়া। পরু—পড়িল।

২। গিম—গ্রীবা, কণ্ঠ। রহু—রহিল।

১-২। হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল (উঠিল)। অর্দ্ধ (হার) মাধবের হস্তে, অর্দ্ধ কণ্ঠে রহিল। (রাধা বসিয়াছিলেন মাধব পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দে আসিয়া রাধার কণ্ঠহার ধরিলেন; রাধা চমকিয়া উঠিলেন; অর্দ্ধেক হার মাধবের হস্তে ও অর্দ্ধেক রাধার কণ্ঠে রহিল)।

৩। দিঠি—দৃষ্টি। ধরু ফেরি—ফিরাইয়া ধরিলেন।

৪। হসি রহল—হাসিয়া রহিল, হাসিতে লাগিল।

৩-৪। ধনী কপট কোপে (মাধবের দিকে) দৃষ্টি ফিরাইল। হরি (রাধার) চন্দ্রমুখ দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

৫। মধুরিম—মধুর।

৫-৬। মধুর হাস গুপ্ত হইল না, তখন সুমুখী মুখ চুম্বন দিলেন। (রাধা যে কপট কোপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মুখের হাসি গোপন করিতে পারিলেন না, তখন সুমুখী হরিকে মুখ চুম্বন দিলেন)। (চুম্বন দান—নায়িকা পক্ষে; চুম্বন গ্রহণ—নায়ক পক্ষে)।

৭। ধরু—ধরিতে।

৮। পিবই—পান করিল।

৭-৮। করে কুচ ধারণ করিতে নারী (রাধা) আকুল হইল, (তাহা) দেখিয়া মুরারি অধরমধু পান করিল।

৯। চমরে—চামরে। ঝরু—ঝরিল। কুসুমক—কুসুমের।

১০। পিবিকহু—পান করিয়া। বম—বমন করিল, উদ্গীরণ, মোচন করিল। তারা—তারাবলী।

৯-১০। চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল। (আলিঙ্গনে রাধার মস্তক হইতে কুসুম খসিয়া পড়িতে লাগিল)। যেন অন্ধকার (মদিরা) পান করিয়া নূতন (অভিনব) তারারাজি বমন (মোচন) করিতে লাগিল।

১১-১২। বিদ্যাপতি সুন্দর বাণী কহিতেছে, রাধিকা রাণী হাসিয়া হরির (সহিত) মিলিত হইলেন।

এই পদ কবি হরিপতির ভণিতাযুক্তও পাওয়া গিয়াছে।

৫৭০

(রাধার উক্তি)

পহিলহি পরসএ করে কুচকুম্ভ।
অধর পিবএকে কর আরম্ভ ॥ ২।
তখনুক মদন পুলকে ভরি পূজ।
নীবীবন্ধ বিনু ফোএলে ফূজ ॥ ৪।
এ সখি লাজে কহব কী তোহি।
কাহ্নুক কথা পুছহ জনু মোহি ॥ ৬।
ধম্মিল ভার হার অরুঝাব।
পীন পয়োধর নখ খত লাব ॥ ৮।
বাহু বলয় আঁকম ভরে ভাঙ্গ।
অপন আইতি নহি অপনা আঙ্গ ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। প্রথমেই কুচকুম্ভ স্পর্শ করে, অধর পান করিতে আরম্ভ করে।

৪। ফোএলে—খুলিলে। ফূজ—খুলিয়া যায়।

৩-৪। তখন পুলকে পূর্ণ হইয়া মদনের পূজা করে। নীবিবন্ধ না খুলিলেও (আপনা আপনি) খুলিয়া যায়।

৫-৬। হে সখি, লজ্জায় তোকে কি বলিব, কানাইয়ের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্ না।

৭। ধম্মিল—ধম্মিল্ল, কেশ। অরুঝাব জড়াইয়া যায়।

৮। লাব—লাগায় দেয়।

৭-৮। কেশ ভারে হার জড়াইয়া যায়, পীন পয়োধরে নখক্ষত লাগে।

৯। আঁকম—আলিঙ্গন।

১০। আইতি—আয়ত্ত।

৯-১০। বাহুর বলয় আলিঙ্গনের ভরে ভাঙ্গিয়া যায়, আপন অঙ্গ আপনার আয়ত্ত নয়।

৫-৬। সজনি, কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, আজ, কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম।

৭। সসরি—স্রস্ত হইয়া। কতএ—কোথায়।

৭-৮। নীবি স্রস্ত হইয়া কোথায় গেল, আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল।

১০। তলিত—তড়িৎ।

৯-১০। হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না।

১২। মধুতহ—মধু হইতে, মধুর অপেক্ষা।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সন্দেহ করিও না, হে সুন্দরি, স্নেহ মধুর অপেক্ষাও মধুর।

৫৭১

(রাধার উক্তি)

পহিলহি সরস পয়োধর কুম্ভ।
আরতি কত ন করএ পরিরম্ভ॥ ২।
অধর সুধারস দরসএ লোভ।
রাঙ্কক হাথ রতন নহি সোভ॥ ৪।
সজনি কি কহব কহইতে লাজ।
কাহ্নুক আইতি পললুহ আজ॥ ৬।
নীবি সসরি কতএ দহু গেলি।
অপনাহু আঙ্গ অনাইতি ভেলি॥ ৮।
করতল তলে ধরিঅ কুচ গোএ।
পড়লে তলিত ঝাপি নহি হোএ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ন কর সন্দেহ।
মধুতহ সুন্দরি মধুর সিনেহ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। প্রথমেই সরস পয়োধর কুম্ভ স্পর্শ করিয়া আর্ত্তিবশতঃ কত না আলিঙ্গন করে।

৩-৪। অধরে সুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়, দরিদ্রের হাতে রত্ন শোভা পায় না।

৬। পললুহ—পড়িলাম।

৫৭২

(সখার উক্তি)

সঘনে আলিঙ্গন করু কত ছন্দ।
জনি ঘন দামিনী লাগল দন্দ॥ ২।
বদনে বদন ধরু মনমথ ফন্দ।
কিয়ে এক ঠামে বান্ধল যুগল চন্দ॥ ৪।
ঘেরি রহল কচ তিমির বিথার।
জনি রণ জীত উদয় পরচার॥ ৬।
রাগী অধর উরজ অতি চণ্ড।
লাগল এ বদন খণ্ডন দণ্ড॥ ৮।
মদন মহোদধি উছল হিলোর।
জনি নিধি যুগল করত ঝকঝোর॥ ১০।
শ্রম জলে পূরিত দুহু ভেল এক।
জনি রতিমঙ্গল জয় অভিষেক॥ ১২।
কুচপর বিদগধ পানি বিরাজ।
কনক কলসে জনি কিশলয় সাজ॥ ১৪।
সব কানন ভরি পরিমল ভান।
অলিকুল দুহু জন গুনগান॥ ১৬।

গীতচিন্তামণি।

৪। এক স্থানে কি দুই চন্দ্র বাঁধিল?

৫-৬। কেশ তিমির বিস্তার করিয়া ঘিরিয়া রহিল, যেন (মুখ চন্দ্র) উদয় হইলে রণজয় প্রচার করিবে।

১০। ঝকঝোর—টানাটানি।

৫৭৩

(রাধার উক্তি)

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয় শাস।
দীপ কর লই লুবুধ মাধব
আওল হমর পাস ॥ ২।
সখি হে কান্হু সে ঐসন ঢীঠ।
হরষে পরশে অধিক লালসে
বিষম তকর দীঠ ॥ ৪।
জাগইব ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক গাগরি বেকত নিহারি
নিজ মনোরথ পূর ॥ ৬।
দীপক ছটায় ঝটিতে জাগল
ভরমে কহলোঁ চোর.
ডরে চোর পাসে অন্ধারে পইসল
সে মোরে কয়ল কোর ॥ ৮।
হাসিক রভসে বাঁধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতি পতি বেকত কহয়
চোরক নিলজ মুখ ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

৫। জাগইব ডরে—আমি জাগিব এই ভয়ে।

৬। কনক গাগরি—কনক কলস, পয়োধর।

৮। পাঠান্তর—চোরক ডরে পসি আঁধিয়ারে পাওল তকর কোর।

চম্পতিপতি—কবিচম্পতি বিদ্যাপতি।

৫৭৪

(রাধার উক্তি)

চুম্বনে লুবুধ মুখ অলখিত ভাস।
ধরল চান্দ চকোরক পাস ॥ ২।
প্রিয় মুখ ঝাঁপল কুন্তল ভার।
চান্দ অগোরল ঘন অন্ধিয়ার ॥ ৪।
কী কহব হে সখি রজনিক কাজ।
কামহি কামে লজায়ল লাজ ॥ ৬।
সহজহি মাধব নব নব প্রেম।
হাথিক দণ্ড জড়াওল হেম ॥ ৮।
নিবিড় আলিঙ্গন বিগলিত সেদ।
শ্যাম অরু গৌর রেখ রহু ভেদ ॥ ১০।

গীতচিন্তামণি।

১। অলখিত ভাস—শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩-৪। (আমার) কুন্তল ভার প্রিয়তমের মুখ ঢাকিল, (যেন) ঘন অন্ধকার চাঁদকে আগ্‌লাইল।

৬। কামের কার্য্যে লজ্জা লজ্জা পাইল।

৭-৮। মাধব স্বভাবতঃ নূতন নূতন প্রেম (জানে), হস্তী দন্ত যেন স্বর্ণে জড়াইল (প্রেম স্বয়ং সুন্দর তাহাতে নূতন নূতন প্রেম হইলে আরও সুন্দর হয়)।

১০। শ্যাম এবং গৌরবর্ণ রেখামাত্র ভেদ রহিল।

৫৭৫

(মাধবের উক্তি)

অপরুব রূপক ধামা।
তীনি ভুবন জিনি বিহি বিহু রামা ॥ ২।
শীলক শিতল সোভাবে।
জেহন রহিয় তেহন সোহাবে ॥ ৪।
মধুর বচন মুখ সীচী।
বিহুস পসর জনি অমিয়ক বীচি ॥ ৬।

হেরইতে হরএ পরানে।
পরসন মনেঁ পরিরম্ভন দানে ॥ ৮।
কি কহব রতিরঙ্গ রীতী।
নিরবধি বঢ়লি বাঢ় পিরীতী ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
পুনে গুনমত গুনমতি ধনি পাবে ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। ধামা—ধাম।

২। তীনি—তিন। বিহু—বিধান করিল, গঠিল। রামা—সুন্দরী।

১-২। বিধাতা ত্রিভুবন জয়কারিণী অপূর্ব্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে গড়িয়াছেন।

৩। শীলক—শীলতার। সোভাবে—স্বভাব।

৪। জেহন—যেমন, যেরূপ। রহিয়—রহে। তেহন—তেমন। সোহাবে—শোভা পায়।

৩-৪। শীলতার (নম্রতার) শীতল স্বভাবে যেরূপ থাকে তাহাতেই শোভা পায়।

৫। সীচী—সিঞ্চন করে।

৬। বিহুস—অল্প হাসিয়া। পসর—প্রসারিত করে, ছড়ায়। বীচি—তরঙ্গ।

৫-৬। মুখে মধুর বচন সিঞ্চন করে (কহে), ঈষৎ হাসিয়া যেন অমৃতের তরঙ্গ প্রসারিত করে।

৭। হেরইতে—হেরিতে, দেখিতে। হরএ—হরণ করে।

৮। পরসন—প্রসন্ন। দানে—দান করে।

৭-৮। দেখিতেই প্রাণ হরণ করে; প্রসন্ন মনে আলিঙ্গন দান করে।

৯-১০। (তাহার) রতিরঙ্গরীতি কি কহিব! নিরন্তর বর্দ্ধিত প্রেম আরও বর্দ্ধিত হয়।

১২। গুনমত—গুণবান। গুনমতী—গুণবতী।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি গায়, গুণবান (পুরুষ) পুণ্যফলে গুণবতী ধনী পায়।

৫৭৬

(সখীর উক্তি)

দূরহি উরু রহল গহি ঠাম।
চরনে পাওল থল কমল উপাম ॥ ২।
স্বেদ বিন্দু পরিপূরল দেহ।
মোতিম ফরলি সোদামিনি রেহ ॥ ৪।
সঙ্কেত নিকেত মুরারি নিহারি।
অপনি অধীনি রহলি নহি নারি ॥ ৬।
পুলকিত ভেল পয়োধর গোর।
দগধ মদন পুন আঁকুর তোর ॥ ৮।
বজইত বচনে ভেল স্বরভঙ্গ।
কদলী দল জকাঁ কাঁপয় অঙ্গ ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবিবর এহ গাব।
সকল অধিক ভেল মন্মথ ভাব ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১-২। দূরেই উরু স্থান গ্রহণ করিয়া রহিল, চরণ স্থলকমলের উপমা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ পা উঠিল না, চলিবার শক্তি রহিত হইল)।

৪। ফরলি—ফলিল।

৩-৪। স্বেদ বিন্দুতে দেহ পরিপূর্ণ হইল, সৌদামিনী রেখায় মুক্তা ফলিল।

৫-৬। সঙ্কেত নিকেতনে মুরারিকে দেখিয়া নারী আপনার অধীন রহিল না (আত্মহারা হইল)।

৭। পুলকিত—রোমাঞ্চিত।

৮। আঁকুর—অঙ্কুর।

৭-৮। গৌরবর্ণ পয়োধর রোমাঞ্চিত হইল, দগ্ধ মদন তোর (অঙ্গে যেন) পুনরায় অঙ্কুরিত হইল (শিব ক্রোধানলে ভস্মীভূত মদন যেন তোর পুলক-রোমের আকারে পুনরায় জীবিত হইয়া অঙ্কুরিত হইল)।

৯। বজইত—কহিতে।

১০। জকাঁ—ন্যায়, তুল্য।

৯-১০। কথা কহিতে স্বরভঙ্গ হইল, কদলী পত্রের ন্যায় অঙ্গ কাঁপিতেছে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবিবর এই গায়, সকলের অধিক কন্দর্পের ভাব হইল।

৫৭৭

(সখীর জিজ্ঞাসা)

কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস।
কৈসে নাহ পূরল তুয় আশ॥ ২।
কতহু যতনে বিহি করি অনুমান
নায়র নায়রী করল নিরমান॥ ৪।
অখিল ভুবন মাহ তুহু বর নারি।
সুপুরুষ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥ ৮।

(রাধার উত্তর)

পিয়াক পিরীতি হম কহ‍ই ন পার।
লাখ বয়ান বিহি ন দেল হমার॥ ৮।
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠাওল কোর।
সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপল মোর॥ ১০।
আপন মালতি মালা হিয়াসে উতারি।
কণ্ঠে পহিরাওল যতনে হমারি॥ ১২।
ফুয়ল কবরী বান্ধই অনুপাম।
তাহে বেঢ়য়ল চম্পক দাম॥ ১৮।
মধুর মধুর দিঠী হেরয় বয়ান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান॥ ৬।
ভনয় বিদ্যাপতি ইহ পরসঙ্গ।
ধনী ভুলল কহইতে রজনীক রঙ্গ॥ ১৮।

২। পূরল তুয় আশ—তোর আশা পূর্ণ করিল।

৩। অনুমান—বিবেচনা।

৫। মাহা—মধ্যে।

১২। পহিরাওল—পরাইল।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি কহে, এই প্রসঙ্গে ধনী রজনীর রঙ্গ (কেলিরহস্য) বলিতে ভুলিল।

এই ভণিতা পদামৃত সমুদ্রের। ভণিতার আরও দুইটী পাঠান্তর আছে।—

ভণয়ে বিদ্যাপতি সখিজন সঙ্গ।
উথলল মদন পয়োধি তরঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাবতরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সে পরসঙ্গ॥

৫৭৮

(রাধার উক্তি)

কনক ধরাধর গোর পয়োধর
নাগর আপল পানী।
সেদ সলিল বিন্দু পূরল বদন ইন্দু
বজইতে গদ গদি বানী॥ ২।
কি আরে কি কহব কৌতুক আজে।
পুলকিত তনু সহি চরন চলএ নহি
হেরিতহি হরলনি লাজে॥ ৫।
হৃদয়ঁ হৃদয় দএ পহু নিরদএ ভএ
দিঢ় পরিরম্ভন দেলা।
সসরু কসনি ডোর হার টুটল মোর
কে জান কেহন মন ভেলা॥ ৬।
জখনে বিহসি বধু হেরি বদন বিধু
কয়ল অধর মধু পানে।
তখনে ভেলিহুঁ সুধি কবি বিদ্যাপতি বুধি
শ্রীশিবসিংহ রস জানে॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। গোর—গৌর, সুন্দর। আপল—অর্পিল।

২। বজইতে—বচইতে, কহিতে। সেদ—স্বেদ।

১-২। কনক ধরাধর তুল্য সুন্দর পয়োধরে নাগর হস্তার্পণ করিল। (আমার) মুখচন্দ্র স্বেদবিন্দুতে পূর্ণ হইল, কথা কহিতে কণ্ঠস্বর গদ গদ হইল।

৩। আরে—সখী সম্বোধনে। আজে—আজিকার।

৪। সহি—সখি। চলএ—চলে। নহি—না। হেরিতহি—হেরিয়া। হরলনি—হরণ করিলেন। লাজে—লজ্জাকে।

৩-৪। সখি, আজিকার কৌতুক কি কহিব। (আমার) তনু পুলকিত হইল, চরণ চলে না, হেরিয়া (আমার) লজ্জা হরণ করিলেন।

৫। হৃদয়ঁ—হৃদয়ে। দএ—দিয়া। পহু—প্রভু। ভএ—হইয়া। পরিরম্ভন—আলিঙ্গন। দেলা—দিলেন।

৬। সসরু—স্রস্ত হইল, শিথিল হইল। কসনি-ডোর—কটি আঁটিবার ডোর, নীবিবন্ধ। টুটল—ছিন্ন হইল। জান—জানে। কেহন—কেমন। ভেলা—হইল।

৫-৬। হৃদয়ে হৃদয় দিয়া, প্রভু নির্দ্দয় হইয়া দঢ় আলিঙ্গন দিলেন (করিলেন)। (আমার) নীবিবন্ধ শিথিল হইল, হার ছিন্ন হইল, কে জানে কেমন মন হইল।

৭। বিহসি—হাসিয়া। বধু—বঁধু। কয়ল—করিল।

৮। ভেলিহুঁ—হইলাম। সুধি—সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। বুধি—বুধ, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

৭-৮। যখন বঁধু হাসিয়া, আমার মুখচন্দ্র দেখিয়া, অধর মধু পান করিল তখন আমার চৈতন্য হইল। কবি বিদ্যাপতি বুঝে, শ্রীশিবসিংহ রস জানেন।

এই পদ কবি হরিপতির ভণিতাযুক্তও পাওয়া গিয়াছে।

৫৭৯

(রাধার উক্তি)

সাঁঝক বেরা
জমুনাক তীরা
কদম্বেরি বন তরু তরা ॥ ১।
অঙ্কমি কানরা
কি কহব সমরা
সোঝহি জুঝল সখি কুসুমসরা ॥ ২।
মোহি ভেটল কান্হু।
অনতএ কহিনী কহহ জনূ ॥ ৩।
উর চির হরী
করে কচ ধরী
অধর পিবএ মুখ হেরী ॥ ৪।
পুনু পুনু ভোরা
পরস কুচ মোরা
নিধনে পাওল জনি কনয় কটোরা ॥ ৫।
অরে জুবতী
বুঝসি জুগুতী
দোসরেঁ মধুপ মধুরপতী ॥ ৬।
তোরে অনুমানে
বিদ্যাপতি ভানে
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেই রমানে ॥ ৭।

রাগতরঙ্গিণী।

রাঘবী বরাড়ী ছন্দ। ২৭ হইতে ৩০ মাত্রা।

১। সাঁঝক—সন্ধ্যার। বেরা—বেলা। বন—উপবন। তরা—তলে।

২। অঙ্কমি—অঙ্কে, ক্রোড়ে। কানরা—কানাই; মিলনার্থে ও মধুর প্রয়োগে কানরা, কানরি এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধবলি সাঙলি আওরি আওরি।
ফুকরি চলত কানরি ॥

নসির মামুদ (পদকল্পতরু)।

সমরা—তুলনা, সম। সোঝহি—সম্মুখ।

১-২। সখি, সন্ধ্যার সময়, যমুনা তীরে, উপবনে কদম্বতরু তলে, কানাই আমাকে অঙ্কে করিয়া সম্মুখ মদন যুদ্ধ করিল, তাহার তুলনা কি কহিব!

৩। অনতএ—অন্যত্র। কহিনী—কাহিনী, কথা।

কানাই আমাকে মিলিল (আমার সহিত তাহার দেখা হইল), (এ) কথা আর কোথাও বলিও না।

৪। বক্ষের বসন হরণ করিয়া, করে কেশ ধরিয়া, (আমার) মুখ দেখিয়া অধর (মধু) পান করিল।

৫। বার বার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল, নির্ধন যেন সোনার বাটী পাইল।

৬। বুঝসি—বুঝিয়াছিস্।
জুগুতি—যুক্তি, কথা। দোসরে—দ্বিতীয়।
মধুরপতি—মথুরাপতি, মাধব।

৭। অনুমানে—বিবেচনা, সিদ্ধান্ত। রাএ—রাজা।

৬-৭। ওরে যুবতি, যুক্তি (মর্ম্ম কথা) বুঝিতে পারিয়াছিস? মাধব দ্বিতীয় ভ্রমর (তুল্য)। তোর অনুমানে (কথার অনুসারে) বিদ্যাপতি কহিতেছে। রায় শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৪৮০

(সখীর উক্তি)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল জনি জলধর
নীল উতপল চন্দ ॥ ২।
ফণা মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুরতরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল ॥ ৪।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিজত্রিকহু
ঐসন সকল শোহে ॥ ৬।
ন কর গোপন নিজ পরিজন
হই বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারে
কে ন জান ইহ গান ॥ ৮।

১। মন্দির—ভবন। হোয়ল—হইল। ধন্দ—সংশয়জনক ব্যাপার।

২। বিদ্যুৎ (রাধার অঙ্গ) যেন মেঘকে (মাধবের অঙ্গ) ঢাকিল, চন্দ্র (রাধার মুখ) নীল পদ্ম (মাধবের মুখ) (ঢাকিল)।

৩। ফণী (রাধার বেণী) মণিবর (মুক্তাতুল্য কুসুম) উদ্গীরণ করিতেছে (বেণী হইতে কুসুম খসিয়া পড়িতেছে), শিখিনী (মাধবের চূড়া) দেখিয়া অন্যত্র গেল। (বেণী আলুলায়িত হইল)।

৪। সুমেরু—পয়োধর। সুরতরাঙ্গণী—পয়োধর হার। কেবল—অত্যন্ত। তরল ভেল—তরঙ্গচঞ্চল হইল।

৫। তাহে—তাহাতে।

৬। সুকাম—সুন্দর মদনের। নটনে—নৃত্যে। তুরিজত্রিকহু—তৌর্য্যত্রিক (গীত বাদ্য)। সকল—কিঙ্কিনী কঙ্কণ নূপুর রব। শোহে—শোভা পায়।

৭। নিজ পরিজনের (সখীর) নিকট গোপন করিও না, এই বুঝি অনুমান (তোমার বিচার)।

৮। (এই চরণে বোধ হয় পাঠ বিকৃতি ঘটিয়াছে)। বিদ্যাপতি কৃত এই গান তাহার কৃপায় কে না জানে?

৪৮১

(রাধার উক্তি)

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
অপন মনোরথ সে পরিপূর ॥ ২।
কি কহব হে সখি কহইত হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥ ৪।
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর রাজ ॥ ৬।
মরকত দরপণ হেরইত হাম।
উচ নীচ ন বুঝি পড়লোঁ সোই ঠাম ॥ ৮।

পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তকর বচনে ভেল সমধান ॥ ১০।
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহলোঁ হিয়ে আনন গোই ॥ ১২।
সোই রসিকবর কোরে অগোরি।
আঁচরে শ্রমজল পোছল মোরি ॥ ১৪।
মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম।
ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১৬।

২। আপন মনোরথ—আপনার মনোবাঞ্ছা। সে পরিপূর—সে (মাধব) পরিপূর্ণ করিল।

৩। কহইত হাস—কহিতে হাসি পায়।

৪। আজিকার বিলাস (কেলি) সমস্ত বিপরীত হইল।

৫। জলধর—মাধবের অঙ্গ। উলটি—উল্টাইয়া।

৬। উয়ল—উদয় হইল। ধরাধর রাজ—পয়োধর।

৭-৮। মরকত দরপণ—মাধবের বক্ষঃস্থল। হেরইতে—দেখিতে।

৯। অনুমানিয়ে—মানাইল, চাটুবাক্যে সম্মত করাইল

১০। তকর—তাহার। সমাধান—সমাধা।

১১। নিবাসে—বস্ত্রশূন্য। দেয়ল—দিল। সে আবার বিবস্ত্রাকে (আমাকে) বস্ত্র দিল।

১২। লজ্জায় (তাহার) হৃদয়ে মুখ গোপন করিয়া রহিলাম।

১৩। কোরে অগোরি—কোলে আগলাইয়া।

১৪। অঞ্চলে আমার শ্রমজল মুছিল।

১৫। (সে আমাকে) মৃদু বীজন করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম।

১৬। অনুপাম—নিরুপম।

৫৮২

(রাধার উক্তি)

কি কহব এ সখি কেলি বিলাসে।
বিপরিত সুরত নাহ অভিলাসে ॥ ২।
কুচজুগ চারু ধরাধর জানী।
হৃদয় পরত তেঁ পহু দেল পানী ॥ ৪।
মাতলি মনমথেঁ দুর গেল লাজে।
অবিরল কিঙ্কিনি কঙ্কন বাজে ॥ ৬।
ঘাম বিন্দু মুখ সুন্দর জোতী।
কনক কমল জনি ফরি গেলি মোতী ॥ ৮।
কহহি ন পারিঅ পিয় মুখ ভাসা।
সমুহ নিহারি দুহূ মনে হাসা ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বানী।
নাগরি রম পিয় অভিমত জানী ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

সরসাসাবরী ছন্দ।

২। নাহ—নাথ।

৫। মাতলি মনমথে—মদনোন্মত্তা।

৮। ফড়ি—ফলিয়া। কনক কমলে যেন মুক্তা ফলিয়া গেল।

৯। প্রভুর মুখের কথা (তিনি যাহা কহিলেন) বলিতে পারি না।

১০। চক্ষে চক্ষে মিলিতে দুই জনের মুখে হাসি (দেখা দিল)।

১১-১২। বিদ্যাপতি রসময় বাণী কহিতেছে, নাগরি, প্রিয়তমের অভিমত জানিয়া রমণ কর।

তালপত্রের পুঁথিতে ভণিতা নাই, "বিদ্যাপতেঃ" এই মাত্র আছে। মিথিলার প্রচলিত পদের ভণিতা উদ্ধৃত হইল। এই পদের রূপান্তর বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। তাহাও প্রদত্ত হইল।—

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত স্মরত নায়ক অভিলাষ ॥

মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিনী কঙ্কন বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
তুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পঁহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥

৫৮৩

(সখীর উক্তি)

আকুল চিকুরে বেঢ়ল মুখ সোভ।
রাহু করল সসিমণ্ডল লোভ॥ ২।
বড় অপুরুব দুই চেতন মেলি।
বিপরিত রতি কামিনি কর কেলি॥ ৪।
কুচ বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক কলস বম দুধক ধার॥ ৬।
পিঅ মুখ সুমুখি চুম্ব তেজি ওজ।
চান্দ অধোমুখ পিবএ সরোজ॥ ৮
কিঙ্কিনি রটিত নিতম্বিনি চাজ।
মদন মহারথ বাজন বাজ॥ ১০।
ফুজল চিকুর মাল ধর রঙ্গ।
জনি জমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥ ১২।
বদন সোহাওন শ্রম জল বিন্দু।
মদনে মোতি লএ পূজল ইন্দু॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি রসময় বানী।
নাগরি রম পিঅ অভিমত জানী॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

দ্রাবিণী আসাবরী ছন্দ।

৬। চেতন—চতুর।

৭। ওজ—ছলনা, আপত্তি।

১৪। বিদ্যাপতিকৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থেও এই ভাব আছে।—"সখে মূলদেব অদৈকা রাজপুত্রী দূরগমনপরিশ্রান্তা মত্তগজগামিনী মুক্তাফলৈঃ পূজিত-চন্দ্রমণ্ডলমিব শ্রমজলবিন্দুভিরলংকৃতং মুখং দধানা পত্যুঃ পশ্চাদাগচ্ছন্তী ময়া দৃষ্টা।"

৫৮৪

(মাধবের উক্তি)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥ ২।
সুন্দরি তুয় মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সমর যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥ ৪।
কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
রতিরণে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥ ৬।
তিলে একু জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি ও রস গায়ত
যামুন মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥ ৮।

১। চিকুর গলিত (মুক্ত হইয়া) মুখমণ্ডলে মিলিত (হইল), মেঘমালা (কেশ) চন্দ্রকে (মুখকে) বেষ্টন করিল।

২। চঞ্চল কুণ্ডল কপোলে গমাওল—গীত-চিন্তামণির পাঠ।

৩-৪। সুন্দরি, তোর মুখ মঙ্গলদায়ক, বিপরীত রতি সমরে যদি তুই (আমায়) রক্ষা করিস্ (তাহা হইলে) হরি হর বিধাতা কি করিবে (তাঁহাদের কি প্রয়োজন)?

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং
কিঞ্চিন্মৃষ্ট বিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসঃ শীকরৈঃ।
তন্ব্যা যৎ সুরতান্তত্তান্ত নয়নং বক্ত্ৰং রতিব্যত্যয়ে
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দেবতৈঃ॥

অমরুশতক।

বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোভিত, চঞ্চল কুণ্ডলধারী, অল্প অল্প ঘর্ম্মবিন্দুতে কিঞ্চিৎ তিরোহিত তিলক, বিপরীত রতিতে সুরতান্তে ক্লান্ত নয়ন, তন্বীর মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক, হরি হর ব্রহ্মাদি দেবতার কি প্রয়োজন!

৭। এক তিল জঘন সঘন রব করিতে (মদনের) সৈন্যের ভঙ্গ হইল।

৮। বিদ্যাপতি কবি ঐ রস গায় (যেন) যমুনায় (মাধবের অঙ্গে) গঙ্গার তরঙ্গ (রাধার দেহ) মিলিল।

৫৮৫

(রাধার উক্তি)

সখি হে কি কহব কিছু নহি ফুরে।
সপন কি পরতেক কহয় ন পারিয়
কিয় নিয়র কিয় দূরে॥ ২।
তড়িত লতাতলে জলদ সমারল
আঁতর সুরসরি ধারা।
তরল তিমির শশি সুর গরাসল
চৌদিশ খসি পড়ু তারা॥ ৪।
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥ ৬।
প্রণয় পয়োধি জলে তন ঝাঁপল
ঈ নহি যুগ অবসানে।
কে বিপরীত কথা পতিয়াএত
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥ ৮।

১। হে সখি, কি কহিব কিছু (বাক্য) স্ফূর্ত্তি হয় না।

২। সপন—স্বপন। পরতেক—প্রত্যক্ষ। নিকটে কি দূরে, স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, (তাহা) কহিতে পারি না। পাঠান্তর, অপন কি পরতয়—আপনার কি পরের।

৩। সমারল—সাজাইল। আঁতরে—অন্তরে, ভিতরে। বিদ্যুল্লতার তলে জলদ সাজাইল (বিদ্যুল্লতা—রাধা; জলদ—মাধব), ভিতরে সুরসরিৎ ধারা (মুক্তাহার)।

৪। তরল—চঞ্চল। তিমির—কেশ। সুর—সূর্য্য, সিন্দূর বিন্দু। তারা—মস্তকের পুষ্প। চঞ্চল (আন্দোলিত) কেশ (রাধার মুখ) শশী (ও) (ললাটের) সিন্দুর বিন্দু গ্রাস করিল (আচ্ছাদন করিল), চারিদিকে (মস্তকের মালা ছিন্ন হইয়া) কুসুম খসিয়া পড়িল।

৫। অম্বর—আকাশ, বস্ত্র। খসল—খসিল, পড়িয়া গেল। ধরাধর—পয়োধর। উলটল—উল্টাইল। ধরণী—নিতম্ব।

৬। খরতর বেগে সমীরণ (নিশ্বাস) সঞ্চরণ করিল, ভ্রমরিগণ (অলঙ্কার সমূহ) রব করিতে লাগিল।

৭। প্রণয় পয়োধি জলে দেহ আচ্ছন্ন হইল, (কিন্তু) ইহা যুগের অবসান নহে।

৮। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, বিপরীত (অসম্ভব) কথা কে বিশ্বাস করিবে?

৫৮৬

(সখীর উক্তি)

উদসল কুন্তল ভারা।
মুরুতি সিঙ্গার লখিমি অবতারা॥ ২।
অতিশয় প্রেম বিকারা।
কামিনি করতহি পুরুখ বেহারা॥ ৪।

ডোলত মোতিম হারা।
যামুন জল যৈসে দুধক ধারা ॥ ৬।
কঙ্কন কিঙ্কিনি বাজে।
জয় জয় ডিডিণ্ডিম মদন সমাজে ॥ ৮।
রসিক শিরোমণি কান।
কবিরঞ্জন রস গান ॥ ১০।

পদকল্পতরু।

৪। বেহারা—ব্যবহার, আচরণ।
১০। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতি।

৩-৪। পয়োধর দেখিয়া মনসিজের আধি হয়, শম্ভু সমাধি ধারণ করিয়া অধোগতি হইয়াছেন।
৫-৬। নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রমণ করিতেছে, মুরারি রতিরস লালসায় মুগ্ধ হইল।
৭-৮। নাথের লোচন নিমীলিত দেখিয়া কলাবতী চুম্বন কেলি করিতেছে।
৯-১০। দুই জনের যেমন রূপ তেমনি প্রসঙ্গ, যেমন স্বভাব সেইরূপ মূল্য (দুই জনে দুই জনের অনুরূপ)।

৫৮৭

(সখীর উক্তি)

কেস কুসুম ছিরিআএল ফূজি।
তারাএঁ তিমির ছাড়ি হলু পূজি ॥ ২।
হেরি পয়োধর মনসিজ আধি।
সম্ভু অধোগতি ধএ সমাধি ॥ ৪।
বিপরিত রমন রমএ বরনারি।
রতি রস লালসে মুগুধ মুরারি ॥ ৬।
চুম্বনে করএ কলামতি কেলি।
লোচন নাহ নিমিলিত হেরি ॥ ৮।
তা দুহু রূপ তাহি পরথাব।
উদয় বান দুহু জৈসন সভাব ॥ ১০।

তালপত্রের ও নেপালের পুঁথি।

১। ছিরিআএল—ছড়াইয়া পড়িল। ফূজি—খুলিয়া।
১-২। কেশের কুসুম মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) অন্ধকার পূজা সমাপন করিয়া তারা-পুঞ্জ ত্যাগ করিল (পূজার পর যেরূপ নির্ম্মাল্যের ফুল পড়িয়া থাকে সেইরূপ অন্ধকার (কেশ) পূজা সমাপন করিয়া নক্ষত্র (ফুল) ফেলিয়া দিল)।

৫৮৮

(রাধার উক্তি)

বসন হরইতে লাজ দুর গেল।
পিআক কলেবর অম্বর ভেল ॥ ২।
অঞোধে মুহে নিহারিএ দীব।
মুদলা কমল ভমর মধু পীব ॥ ৪।
মনমথ চাতক নহা লজাএ।
বড় উনমতিআ অবসর পাএ ॥ ৬।
সে সবে সুমরি মনহুকী লাজ।
জত সবে বিপরিত তহি কর কাজ ॥ ৮।
হৃদয়ক ধাধস ধসমস মোহি।
আওর কহব কি কহিলী তোহি ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। বস্ত্র হরণ করিতে লজ্জা দূরে গেল, প্রিয়তমের কলেবর (আমার) বস্ত্র হইল।
৩। অঞোধে—উপুড়, নত। মুহে—মুখে। নিহারিএ—নিরীক্ষণ করি। দীব—দীপ।
৪। মুদলা—মুদ্রিত।
৩-৪। নত মুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম, ভ্রমর মুদ্রিত কমলের মধু পান করিল।

৫-৬। মন্মথ (রূপ) চাতক লজ্জা পায় না, অবসর পাইয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইল।

৭-৮। সে সকল (কথা) স্মরণ করিয়া মনে লজ্জা হয়, যত সব বিপরীত কাজ সে তাহাই করে।

৯-১০। হৃদয়ের আকুলতায় আমার অন্তর কম্পিত হয়, তোকে বলিয়াছি, আর কি বলিব।

৫৮৯

(সখীর উক্তি)

বদন ঝপাবএ অলকক ভার।
চান্দমণ্ডল জনি মিলএ অন্ধার ॥ ২।
লম্বিত সোভএ হার বিলোল।
মুদিত মনোভব খেল হিডোল ॥ ৪।
পিঅতম অভিমত মনে অবধারি।
রতি বিপরিত রতলি বর নারি ॥ ৬।
মাল কিঙ্কিনি কর মধুরি বাজ।
জনি জএতুর মনোভব রাজ ॥ ৮।
রভসে নিহারি অধর মধু পীব।
নাঞী কুসুমসর আকট জীব ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্দ্রমণ্ডলে অন্ধকার মিলিত হয়।

৩। সোভএ—শোভা পায়।

৪। মুদিত—আনন্দিত। হিডোল—হিন্দোলা।

৩-৪। বিলোল হার লম্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে, আনন্দিত মদন (যেন) হিন্দোলা খেলিতেছে।

৬। রতলি—অনুরক্ত হইল।

৫-৬। প্রিয়তমের অভিমত মনে অবধারণ করিয়া নারীশ্রেষ্ঠ বিপরীত রতিতে অনুরক্ত হইল।

৭-৮। কিঙ্কিনী মালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদনরাজের জয়তূর্য্য (বাজিতেছে)।

১০। নাঞী—নম্র করে। আকট—কঠিন।

৯-১০। হর্ষপূর্ব্বক দেখিয়া অধরমধু পান করে, কুসুমশর কঠিন জীবকেও নম্র করে।

৫৯০

(সখীতে সখীতে কথা)

দেখ সখি রসিক যুগল রস রঙ্গ।
অম্বরি বিনহি কিয়ে ঘন দামিনী
রহত পরস্পর সঙ্গ ॥ ২।
রাধা বদন মধুর মধু মাধব
মুখ চষক ভরি রিঝ।
বিনতি সরোবর কমল ফুলল কিয়ে
চন্দ্ররসে রহু ভিজ ॥ ৪।
উরজ উতঙ্ক কুম্ভ পরিহরি উর
রাজত অদভুত রীত।
বিনহি ধরা কিয়ে কনক ধরাধর
নমিত জলদ ভরে ভীত ॥ ৬।
কুন্দ বদন কিয়ে মদন নিশিত শর
বিম্ব অধর পর লাগে।
দাড়িম্ব বিনহি বীজ দাড়িম্ব ফুল
বেসাহত বল্লভ আগে ॥ ৮।

গীত চিন্তামণি।

১-২। সখি, রসিক যুগলের রঙ্গ দেখ, অম্বর (আকাশ ও বস্ত্র) বিহনে ঘন দামিনী কি পরস্পর একত্রে থাকে!

৩। চষক—পান পাত্র। রিঝ—আনন্দ।

৩-৪। রাধার বদনের মধুর মধু মাধব (আপনার) মুখরূপ পানপাত্র ভরিয়া আনন্দপূর্ব্বক (পান করিতেছে)। বিনা সরোবরে কি কমল প্রস্ফুটিত হইল, চন্দ্রের রসে ভিজিয়া রহিল।

৫। উতঙ্ক—উত্তুঙ্গ।

৫-৬। তুঙ্গ পয়োধর কুম্ভ উরস্থল ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত রীতিতে বিরাজ করিতেছে; ধরার অবলম্বন

ত্যাগ করিয়া কনক ধরাধর কি জলদ ভয়ে ভীত হইয়া নমিত হইয়াছে (বিপরীত রতি বর্ণনা)।

৮। বেসাহত—বিক্রয় করে।

৫৯১

(সখীর উক্তি)

গৌর দেহ সুধারস সুবদনি
শ্যাম সুন্দর নাহ রে।
জলদ উপর তড়িত সঞ্চরু
সরূপ ঐসন আহ রে ॥ ২ ।
পীঠি পর ঘন শ্যাম বেণী
নিরখি ঐসন ভানরে।
জনি অজর হাটক পাতি কর গহি
লিখন লেখু পাঁচ বাণ রে ॥ ৪ ।
খন ন থির রহু সঘন সঞ্চরু
মণিক মেখল রাব রে।
ময়ন রায় দোহাই কহ কহ
জঘন রস গাব রে ॥ ৬ ।
রয়নী বরু অবসান মানিয়ে
কেলি নহ অবসান রে।
রসিক যদুপতি রমণি রাধা
সিংহ ভূপতি ভান রে ॥ ৮ ।

পদ কল্পতরু।

১। নাহ—নাথ।

২। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতেছে। সরূপ—আকার। ঐসন—এইরূপ। আহ—আহা।

৩। ভাণ—প্রতিভাত হয়, মনে হয়।

৪। অজর—জরাশূন্য, সুন্দর। হাটক—সুবর্ণ। পাতি—পত্র। গহি—গ্রহণ করিয়া। লিখন—লেখা, রচনা। লেখু—লিখিতেছে।

৩-৪। পৃষ্ঠের উপর ঘনশ্যাম বেণী দেখিয়া এইরূপ মনে হয় যেন সুন্দর সুবর্ণ পত্র (পৃষ্ঠ) করে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবাণ কন্দর্প (আত্মপরাজয় স্বীকার স্বরূপ) রচনা লিখিয়া দিতেছে।

৫। খন—ক্ষণ। থির—স্থির। রহু—রহে। মণিক—মণির, মণিময়। মেখল—মেখলা। রাব—ধ্বনি।

৬। ময়ন রায়—মদন রাজ। দোহাই কহ কহ—দোহাই দোহাই করিতেছে (পরাজিত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে) জঘন রস গান করিতেছে।

৭। বরং রজনী অবসান স্বীকার করে।

৮। যদুপতি রসিক, রাধা রমণী (রসিকা) সিংহ ভূপতি কহিতেছে। মিথিলার লোচন কবি কর্তৃক সংগৃহীত রাগতরঙ্গিনী গ্রন্থে এই পদ প্রায় এই আকারে আছে। সে পাঠও উদ্ধৃত হইল—

গৌর দেহ সুঢার সুবদনি
শ্যামসুন্দর নাহ।
জনি জলদ উপর তড়িত সঞ্চর
সরুপ ঐসন আহ ॥
পীঠি পরু ঘনশ্যাম বেণী
দেখি ঐসন ভান।
জনি অজর হাটক পাট করেঁ গহি
লিখনি লিখু পচবান ॥
জঘন সঞ্চর খন ন থির রহ
মণিক মেখল রাব।
জনি মদন রায় দোহায় দয় দয়
জঘন তসু জস গাব ॥
রমণি নহি অবসাদ মানয়
রয়নি করু অবসান।
ভজে রমণি রাধা রসিক যদুপতি
সিংহ ভূপতি ভান ॥

সিংহ ভূপতি—শিবসিংহ।

৫৯২

(সখীর উক্তি)

রয়নি সমাপলি রহলিছ থোর।
রমনি রমন রতি রস নহি ওর॥ ২।
নাগর নিরখি স্নুমুখি মুখ চুম্ব।
জনি সরসিজ মধু পিব বিধুবিম্ব॥ ৪।
দৃঢ় পরিরম্ভণে পুলকিত দেহ।
জনি অঁকুরল প্নন দুহুক সনেহ॥ ৬।
ধনি রসমগনী রসিক রসধাম।
জনি বিলসই অভিনব রতিকাম॥ ৮।
কি কহব অপরূব দুহুক সমাজ।
দুয়ও দুহুক কর অভিমত কাজ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহ রস নহি অন্ত।
গুনমতি জুবতী কলাময় কন্ত॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১। সমাপল—সমাপ্ত হইল। রহলিছ—রহিল।

১-২। রাত্রি শেষ হইল, অল্প (অবশিষ্ট) রহিল; রমণীরমণের রতি রসের সীমা রহিল না।

৩-৪। নাগর স্নুমুখীকে নিরীক্ষণ করিয়া মুখ চুম্বন করিল, যেন চন্দ্রবিম্ব সরসিজ মধু পান করিল।

৬। অঁকুরল—অঙ্কুরিত হইল।

৫-৬। দৃঢ় আলিঙ্গনে দেহ রোমাঞ্চিত (হইল), যেন দুই জনের স্নেহ পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইল (যেন আবার নূতন প্রেমোদ্গম হইল)।

৭-৮। ধনী রসমগ্না, (ও) রসিক রসধাম, যেন অভিনব রতিকাম বিলাস করিতেছে।

৯-১০। দুই জনের মিলনের অপূর্ব্ব (কথা) কি কহিব, দুই জনে দুই জনের অভিমত কাজ করিল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, রসের অন্ত নাই, (কারণ) যুবতী গুণবতী (ও) কান্ত কলাময়।

৫৯৩

(সখীর উক্তি)

হরি উর পর সূতলি বালা।
কালিন্দি পুঙ্গল জৈসে চম্পক মালা॥ ২।
কান্নু ধয়ল ধনি ভুজ যুগ মাঝ।
কমলে বেঢ়ল জৈসে মধুকর সাজ॥ ৪।
রতি রস অলসে দুহু তনু ভোরি।
ভেদ রহল কিএ সাম কিসোরি॥ ৬।
কহ কবিশেখর দুহু গুন জানি।
দুহু দুহু মিলল দুহু মন মানি॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

৫৯৪

(রাধার উক্তি)

তরুঅর বলি ধর ডারে জাঁতি।
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাঁতি॥ ২।
মএঞ নীন্দে নিন্দারুধি করএঞো কাহ।
সগরি রয়নি কান্নু কেলি চাহ॥ ৪।
মালতি রস বিলসএ ভমর জান।
তেহি ভাতি কর অধর পান॥ ৬।
কানন ফুলি গেল কুন্দ ফুল।
মালতি মধু মধুকর পএ ভূল॥ ৮।
পরিঠবই সরস কবি কণ্ঠহার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। তরুঅর—তরুবর। বলি—বল্লী। ডারে—ফেলে। জাঁতি—চাপিয়া।

১-২। তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি, আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

৩-৪। আমি নিদ্রামগ্ন, কেমন করিয়া নিদ্রা রোধ করিব? কানাই সারা রজনী কেলি চায়।

৫-৬। মালতীর রসে বিলাস করিতে ভ্রমর জানে, সেইরূপ আমার অধর পান করিল।

৭-৮। কাননে কুন্দ ফুল ফুটিয়া গেল, মালতীর মধুতে মধুকরের ভুল হয়।

৯। পরিঠবই—প্রস্তাব করে।

৯-১০। সরস কবিকণ্ঠহার মধুসূদন ও রাধার বনবিহার প্রস্তাব করে (কহে)।

৫৯৫

(সখীর উক্তি)

দুহুক সংজুত চিকুর ফুজল।
দুহুক দুহু বলাবল বুঝল ॥ ২।
দুহুক অধর দশন লাগল।
দুহুক মদন চৌগুন জাগল ॥ ৪।
দুঅও অধর করএ পান।
দুহুক কণ্ঠ আলিঙ্গন দান ॥ ৬।
দুঅও কেলি সমে সমে ফেলী।
সুরত সুখে বিভাবরি গেলী ॥ ৮।
দুঅও সঅন চেত ন চীর।
দুঅও পিআসল পীবএ নীর ॥ ১০।
ভনে বিদ্যাপতি সংসঅ গেল।
দুহুকে মদনে লিখন দেল ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সংজুত—সংযুক্ত। ফুজল—মুক্ত হইল। ২। দুহুক—দুই জনের।

১-২। দুই জনের সংযুক্ত চিকুর মুক্ত হইল, দুই জনে দুই জনের বলাবল বুঝিল।

৩-৪। দুইজনের অধরে দশন লাগিল (দশনের ক্ষতচিহ্ন হইল), দুই জনের মদন চতুর্গুণ জাগিল।

৫-৬। উভয়ে অধর (মধু) পান করে, উভয়ে কণ্ঠে আলিঙ্গন দান করে।

৭। সমে—সম। ফেলী—ফলিল।

৭-৮। উভয়ের কেলি সমান সমান ফলিল, সুরত সুখে বিভাবরী গেল।

৯। সঅন—শয়ন, শয্যা। চেত—সাবধান, সামলান।

১০। পিআসল—পিপাসিত। পীবএ—পান করে।

৯-১০। উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, উভয় পিপাসিত, জল পান করিতেছে।

১২। লিখন—জয়পত্র।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে সংশয় গেল, মদন দুইজনকে জয়পত্র দিল (স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে জয়পত্র লিখিয়া দিল)।

৫৯৬

(সখীর উক্তি)

ভরি নায়র কোর।
বিলসই রাহী সুখক নহি ওর ॥ ২।
ধনি রঙ্গিনি রাহা।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাহী ॥ ৪।
হরি মানস সাধা।
বিলসই শ্যাম পরাজিত রাধা ॥ ৬।
হরি সুন্দর মুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে ॥ ৮।
ধনি রঙ্গিনি ভোর।
ভুলল গরবে কাহ্নু করি কোর ॥ ১০।
দুহূ দুহূ গুন গায়।
একই মুরলি রন্ধ্রে দুহূ সে বজায় ॥ ১২।
কেহো কহ মৃদু ভাষ।
নাগরি পরশে অবস পীতবাস ॥ ১৪।
কেহো কাঢ়ি লয় বেনু।
রাস রসে আজু ভুলল কাহ্নু ॥ ১৬।

বিদ্যাপতি কবি ভাস।
কহতহি হেরত গোবিন্দ দাস ॥ ১৮।

কীর্ত্তনানন্দ ও পদকল্পতরু।

৪। অবগাহী—অবগাহন করিয়া।
৫। সাধা—সাধ।

৫৯৭

(সখীর উক্তি)

নিন্দে নিন্দায়লি বালা।
নিশি বাসর জাগইত ভৈ গেল দুবলা ॥ ২ ॥
তড়িত লতাবলি রামা।
রতিরণ ছরমে ভরমে ভেল শামা ॥ ৪।
অলসহি অঙ্গ অধীর।
সম্বরণ নহি করে পীতম চীর ॥ ৬।
মন সিধি সাধলি রাধা।
আওল অলখিতে ন পড়লি বাধা ॥ ৮।
কহ কবিশেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায় ॥ ১০ ॥

পদকল্পতরু।

৫৯৮

(সখীর উক্তি)

দুহু মুখ সুন্দর কি দেব উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল একঠাম ॥ ২।
সামর নাগর নাগরি গোরি।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি ॥ ৪।
নিবিড় আলিঙ্গন পিরীতি রসাল।
কনকলতা জৈসে বেড়ল তমাল ॥ ৬।
রাহী পয়োধরে প্রিয় কর সাজ।
কুবলয় শম্ভু পূজল কামরাজ ॥ ৮।
কবিশেখর কহ নয়ন হুলাসে।
নব ঘনে থির বিজুরি পরগাসে ॥ ১০।

৪। জোরি—জোড়া।
৭-৮। রাইর পয়োধরে প্রিয়তমের হস্ত শোভা পাইল, (যেন) কামরাজ কুবলয় দ্বারা শম্ভুর পূজা করিল।
৯। হুলাসে—উল্লসিত হয়।

৫৯৯

(রাধার উক্তি)

সামর পুরুসা মঝু ঘর পাহুন
রঙ্গে বিভাবরি গেলী।
কাচা সিরিফল নখ মুতি লওলহি
কেসু পখুরিয়া ভেলী ॥ ২।
সে পিআ দএ গেল কেসু পখুরিআ
ধরয় ন পারল মোঞে রে ॥ ৩।
সসি নব ছন্দে অনুরাগক আঁকুর
ধএল মোঞে আঁচরে গোই ॥
কাজরে কার সখীজন লোচন
দীঠিহু মলিন জনু হোই ॥ ৫।
নূতন নেহ সসারক সীমা
উপচিত কইসনি চোরা :
ব্যাধ কুসুম সর সঞো বিঘটাউলি
রঙ্গ কুরঙ্গিনি মোরা ॥ ৭।
চারি ভাবে হমে ভরমলি অছলাহ
সমদি ন ভেলে মোহি সেবা।
কাহ্নু রূপ সিরি সিবসিংহ আএল
কাব অভিনব জঅদেবা ॥ ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সামর—শ্যামবর্ণ। পুরুসা—পুরুষ। পাহুন—অতিথি।

২। কাচা—কাঁচা। সিরিফল—শ্রীফল। মুত্তি—মূর্ত্তি। লওলহি—লাগাইলেন, দিলেন। কেসু—কিংশুক ফুলের বর্ণ, লোহিত বর্ণ। পথুরিয়া—ছোট পুষ্করিণী, ডোবা।

১-২। শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি, বিভাবরী রঙ্গে গেল। কাঁচা শ্রীফলে (পয়োধরে) নখমূর্ত্তি দিলেন, কিংশুক ফুলের বর্ণের ছোট পুষ্করিণী (নখক্ষত চিহ্ন রুধিরে পূর্ণ হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণ পুষ্করিণীর ন্যায়) হইল।

৩। সেই প্রিয়তম কিংশুক বর্ণ পুষ্করিণী দিয়া গেল, আমি ধারণ করিতে পারিলাম না।

৪। ছন্দে—ছাঁদে, অনুরূপ।

৫। কার—কৃষ্ণবর্ণ কর।

৪-৫। নবশশী তুল্য অনুরাগের অঙ্কুর (নখ চিহ্ন) আমি অঞ্চলে গোপন করিয়া রাখিলাম। সখীজন, কজ্জলে চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ কর, দৃষ্টি না মলিন হয়।

৬। উপচিত—বর্দ্ধিত। চোরী—গোপন।

৭। বিঘটাউলি—মন্দ ঘটাইল, নষ্ট করিয়া দিল।

৬-৭। নূতন প্রেম বর্দ্ধিত হইলে সংসারের সীমা (সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), কেমন করিয়া গোপন হইবে? মদন রূপী ব্যাধ কর্ত্তৃক কুরঙ্গিণী রূপিনী আমার রঙ্গ নষ্ট হইল (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই)।

৮। চারি ভাব—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, এই চারি সাত্ত্বিক ভাব। ভরমলি—ভ্রমযুক্তা। অছলাহ—ছিলাম। সমদি—সম্পূর্ণ। সেবা—সৎকার, আতিথ্য।

৮-৯। চারি ভাবে আমি ভ্রমযুক্তা ছিলাম, আমার (দ্বারা) সম্পূর্ণ আতিথ্য সৎকার হয় নাই। কৃষ্ণরূপ (শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণ তুল্য) শ্রী শিবসিংহ দেব আসিয়াছেন, কবি অভিনব জয়দেব (কহিতেছে)। অভিনব জয়দেব—বিদ্যাপতি।

বসন্ত।

৬০০

(কবির উক্তি)

মাঘ মাস সিরি পঞ্চমি গজাইলি
নবএ মাস পঞ্চমহু রুআই।
অতি ঘন পীড়া দুখ বড় পাওল।
বনসপতী ভেলি ধাই হে ॥ ২।
সুভখন বেরা সুকলপখ হে
দিনকর উদিত সমাই।
সোরহ সঁপুনে বতিস লখনে
জনম লেল রিতুরাই হে ॥ ৪।
নাচএ জুবতিগণ হরষিত
জনম লেল বাল মধাই হে।
মধুর মহারস মঙ্গল গাবএ
মানিনি মান উডার হে ॥ ৬।
বহ মলয়ানিল ওত উচিত হে
নব ঘন ভউ উজিয়ারা।
মাধবি ফুল ভল গজমুকুতা তুল
তেঁ দেল বন্দ নেবারা ॥ ৮।
পীঅরি পাঁড়রি মহুঅরি গাবএ
কাহরকার ধথূরা।
নাগেসর কলি সংখধুনি পুর
তকর তাল সমতুলা ॥ ১০।
মধু লএ মধুকরে বালক দয় হলু
কমল পথুরিয়া ঝুলাই।
পৌঁআনাল তোরি করি সুত বাঁধল
কেসু কইলি বঘনাহী ॥ ১২।
নব নব পল্লব সেজ ওছাওল
সির দহ কদম্বেরি মালা

বৈসলি ভমরী হয় উদগারএ
চকা চন্দ নিহারা ১৪ ॥।
কনএ কেসুআ সুতি পত্র লিখিএ হলু
রাসি নছত্র কএ লোলা।
কোকিল গণিত গুণিত ভল জানএ
রিতু বসন্ত নাম থোলা ॥ ১৬।
বাল বসন্ত তরুণ ভএ ধাওল
বঢ়এ সকল সংসারা ॥ ১৭।
দখিন পবন ঘন আঙ্গ উগারএ
কিসলয় কুসুম পরাগে।
সুললিত হার মজরি ঘন কজ্জল
অখিতোঁ অঞ্জন লাগে ॥ ১৯।
নব বসন্ত রিতু অনুসর জৌবতি
বিদ্যাপতি কবি গায়া।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
সকল কলা মন ভায়া ॥ ২১।

রাগতরঙ্গিণী।

বসন্ত ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

১-২। এই পদে গাজাইলি ও রুআই শব্দের অর্থ করিতে পারা গেল না। পদের মর্ম্মার্থ মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী দিনে বসন্তের জন্ম হইল। বনস্পতী (স্ত্রীলিঙ্গে) ধাত্রী হইল। প্রসবকালে অত্যন্ত দুঃখ ও পীড়া হইয়াছিল।

৩। সুভখন—শুভক্ষণ। সুকলপথ—শুক্লপক্ষ। সমাই—সময়।

৪। সোরহ—ষোড়শ। সংপুনে—সম্পূর্ণ। রিতুরাই— ঋতুরাজ।

৩-৪। শুক্লপক্ষে, শুভক্ষণে, সূর্য্যোদয় সময়ে ষোড়শাঙ্গ সম্পূর্ণ, বত্রিশ লক্ষণযুক্ত ঋতুরাজ জন্ম গ্রহণ করিল।

৫। বাল—শিশু। মধাই—মাধব, বসন্ত।

৬। উডায়—উড়িয়া গেল, সমাপ্ত হইল।

৫-৬। যুবতীগণ হরষিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, শিশু বসন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মধুর মহারসযুক্ত মাঙ্গলিক গীত গান করিতে লাগিল, মানিনীর মান উড়িয়া গেল (ভঙ্গ হইল)।

৭। ওত—অন্তর্ব্যাপী। ভউ—হইল।

৮। নেবারা—নীবার।

৭-৮। সময়োচিত অন্তর্ব্যাপী মলয়ানিল বহিল, নব ঘন উজ্জ্বল হইল। মাধবী ফুল উত্তম গজমুক্তা তুল্য হইল, তাহাতে নীবার বাঁধিয়া দিল।

৯। পীঅরি—পান করিয়া। পাঁড়রি—পাটলী পুষ্প। মহুঅরি—মধুকরী। কাহরকার—তূর্য্যবাহক।

১০। সংগ—শঙ্খ। তকর—তাহার।

৯-১০। মধুকরী পাটলী পুষ্পের মধু পান করিয়া গান করিতে লাগিল, ধুতুরা তূর্য্যনাদ করিল। নাগেশ্বর কলি শঙ্খ ধ্বনি করিল, তাহাতে তাল তুল্য হইল।

১১। পখুরিয়া—পুষ্করিণী।

১১। পৌঅনাল—পদ্মনাল। কেসু—কেশর পুষ্প। বঘনাহী—ব্যাঘ্রনখ, শিশুর অমঙ্গল নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

১১-১২। মধুকর মধু লইয়া বালককে দিল, পুষ্করিণী হইতে কমল লইয়া ঝুলাইয়া দিল। পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া তাহার সুতা দিয়া (পদ্ম) বাঁধিল, কেশর কুসুমের ব্যাঘ্রনখ হইল।

১৩। ওছাওল—বিছাইয়া দিল।

১৪। বৈসলি ভ্রমরি হয় উদগারএ—ইহার অর্থ হইল না। চকা—গোলাকার।

১৩-১৪। নূতন পল্লব বিছানায় বিছাইল, মস্তকে কদম্বের মালা দিল। (বালক) গোলাকার চন্দ্র দেখিতে লাগিল।

১৫-১৬। রাশি নক্ষত্র স্থির করিয়া কনকবর্ণ কেশর পত্রে লিখিল। কোকিল গণিত শাস্ত্র ভাল গণিতে জানে, ঋতু বসন্ত নাম রাখিল।

১৭। বালক বসন্ত তরুণ হইয়া ধাবিত হইল, সকল সংসারে বাড়িতে লাগিল।

১৮-১৯। দক্ষিণ পবন কিসলয় ও কুসুম পরাগ বহন করিয়া অঙ্গে মাথাইয়া দিল, মঞ্জরীর সুললিত হার হইল, ঘন কজ্জল লইয়া চক্ষে অঞ্জন দিল।

২০-২১। বিদ্যাপতি কবি গান করিল, হে যুবতি, নব বসন্ত ঋতু অনুসরণ কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের মনে সকল কলা শোভা পায়।

৬০১

(সখীতে সখীতে কথা)

নাচহু রে তরুনি তেজহু লাজ।
আএল বসন্ত রিতু বণিক রাজ ॥ ২ ।
হস্তিনি চিত্রিনি পদুমিনি নারি।
গোরি সামরি এক বুঢ়ি বারি ॥ ৪ ।
বিবিধ ভাঁতি কএলহি সিঙ্গার।
পরিহন পটোর গিম ঝুল হার ॥ ৬ ।
কেউ অগর চন্দন ঘসি ভর কটোর।
ককরহু খোঞৗছা কপুরু তবোঁর ॥ ৮ ।
কেও কুঙ্কুম মরদাব আঁগ।
ককরহু মোতিআ ভল ছাজ মাগ ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। বণিকরাজ বসন্ত ঋতু আসিল।

৪। বারি—বালা।

৩-৪। হস্তিনী, চিত্রাণী, পদ্মিনী নারী, গৌরী, শ্যামাঙ্গিনী, বৃদ্ধা, বালিকা সকলে একরূপ (বসন্ত আগমনে সকলে আনন্দিত হয়)।

৬। পটোর—পট্টবস্ত্র, রেশমের সাড়ী। গিম-গ্রীবা।

৫-৬। বিবিধ প্রকার শৃঙ্গার করিয়াছে, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গ্রীবায় হার ঝুলিতেছে।

৮। ককরহু—কাহারও। খোঞৗছা—কোঁচড়। কপুরু—কর্পূর। তবোঁর—তাম্বুল।

৭-৮। কেহ অগুরু চন্দন ঘসিয়া বাটীতে ভরিতেছে, কাহারও কোঁচোড়ে (অঞ্চলে) কর্পূর তাম্বুল।

৯। মরদাব—মর্দ্দন করিতেছে।

১০। ছাজ—সাজ।

৯-১০। কেহ অঙ্গে কুঙ্কুম মর্দ্দন করিতেছে, কাহারও ভাল মুক্তাসাজ চাই।

৬০২

(সখীর উক্তি)

মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল।
কল কোকিল রবে মঅন বোল ॥ ২ ।
হেমন্ত হরন্তা দুহুক মান।
ভমি ভমর করএ মকরন্দ পান ॥ ৪ ।
রঙ্গু লাগএ রিতু বসন্ত।
সানন্দিত তরুণী অবরু কন্ত ॥ ৬ ।
সারঙ্গিনি কউতুকে কাম কেলি।
মাধব নাগরি জন মেলি মেলি ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সাহর—সহকার।

১-২। মলয়ানিলে সহকার শাখা দুলিতেছে, কোকিল কলরবে মদনের ভাষা বলিতেছে।

৩-৪। হেমন্ত উভয়ের (কোকিলের ও বসন্তের) গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধু পান করিতেছে।

৫। রঙ্গু—রঙ্গ।

৬। অবরু—আর।

৫-৬। বসন্ত ঋতুতে রঙ্গ লাগে (প্রমোদ হয়)। তরুণী এবং কান্ত সানন্দিত।

৭-৮। সারঙ্গিনী (মৃগী) কৌতুকে কামকেলি করিতেছে, মাধব নাগরীদিগের সহিত মিলিত হইতেছে।

৬০৩

(সখীর উক্তি)

চল দেখনে জাউ রিতু বসন্ত।
জহাঁ কুন্দ কুসুম কেতকি হসন্ত ॥ ২।
জহাঁ চন্দা নিরমল ভমর কার।
রয়নি উজাগরি দিন অন্ধার ॥ ৪।
মুগুধলি মানিনি করএ মান।
পরিপন্থিহি পেখএ পঞ্চবান ॥ ৬।
ভনই সরস কবি কণ্ঠহার।
মধুসূদন রাধা বন বিহার ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। চল বসন্ত ঋতু দেখিতে যাই, যেখানে কুন্দ কুসুম কেতকী হাসিতেছে।

৩-৪। যেখানে চন্দ্র নির্ম্মল, ভ্রমর কালো, রজনী উজ্জ্বল, দিন অন্ধকার।

৬। পরিপন্থিহি—শত্রু।

৫-৬। মুগ্ধা মানিনী মান করিতেছে, শত্রু মদন (তাহা) দেখিতেছে।

৭-৮। সরস কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, মধুসূদন (ও) রাধা বনবিহার করিতেছেন।

৬০৪

(সখীর উক্তি)

আএল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ ॥ ২।
দিনকর কিরণ ভেল পয় গণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড ॥ ৪।
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥ ৬।
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ ৮।
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র ॥ ১০।
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুমপরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ ১২।
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোকদল বান ॥ ১৪।
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দেল ভঙ্গ ॥ ১৬।
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিককুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ॥ ১৮।
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান ॥ ২০।
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ২২।

২। মাধবী পন্থ—মাধবীর পথে (সেই দিকে)।

৩। পয়—অব্যয় শব্দ, নানা অর্থব্যঞ্জক, স্থানে স্থানে কেবল মাত্রা পূরণে। পয়, পাব (পাওয়া) শব্দ হইতে উৎপন্ন। এ স্থলে অর্থ, হইতে। গণ্ড—অশ্বভূষণ। দিনকর কিরণ হইতে অশ্বভূষণ হইল। পদকল্পতরু ও সকল সঙ্কলনে এই দুই শব্দ 'পয়-গণ্ড' হইয়া গিয়াছে, অথচ এ স্থলে সূর্য্যরশ্মির পৌগণ্ডাবস্থা কবি সহসা কেন উল্লেখ করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পয় শব্দের মৈথিল আকার অনেকগুলি—পঅ, পএ, পৈ, পয়। পৈ গণ্ড লিখিলে কোন দোষ হয় না। এই মৈথিল অব্যয় শব্দের এ দেশে কখন চলন হয় নাই, অথচ হিন্দী ভাষায় এখনও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। পৈ গণ্ড, পৈগণ্ড, অর্থবোধের ক্লেশ, লিপিকরের চতুরতায় পৌগণ্ড—ইহাই শব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যেমন 'উবসি' হইতে 'ওশনী' এবং 'তুষসি' হইয়াছে ইহাও সেই

প্রকার। বসন্ত রাজার কনক দণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সৈন্য পর্য্যন্ত সমুদায় বর্ণিত হইতেছে, কিন্তু রাজা আসিলেন কিরূপে? রাজোচিত বাহনে, অর্থাৎ অশ্বারোহণে রাজা আসিলেন; দিনকরের কিরণ অশ্বভূষণ স্বরূপ হইল, রাজা যুদ্ধের সজ্জায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রু বিনা যুদ্ধেই ভঙ্গ দিল।

৪। মদন মহীপতি কনক দণ্ডরুচি কেশর কুসুম বিকাশে। জয়দেব। (পূর্ব্বে সঙ্কলনাদিতে উদ্ধৃত)।

৫। পীঠল—পাটলী।

৬। কাঞ্চন কুসুম—চম্পক।

৭। আম্র মুকুল শিরোপা (কিরীটি) হইল।

১০। দ্বিজকুল—পক্ষী (ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায়)।

১৩। বল্লী—লতা।

১৪। পাটল—পারুল। পারুল তূণ ও অশোক-দল বাণ হইল। মিলিত শিলীমুখ পাটলি পটলকৃত স্মর তূণ বিলাসে। জয়দেব।

১৭। মধুমক্খিক—মধুমক্ষিকার।

১৮। শীত ঋতুর সকল সৈন্য নির্ম্মূল করিল।

১৯। উধারল—উদ্ধার পাইল।

১৯-২০। (শীতের হস্ত হইতে) উদ্ধার পাইয়া পদ্ম প্রাণ পাইল, আপনার নব পত্রে (বসন্তের সৈন্য সামন্তকে) আসন দান করিল।

২২। সময়ক সার—সময়ের সার (সারাংশ)।

৬০৫

(কবির উক্তি)

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥ ২।
বিহরই নবল কিশোর।
কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর ॥ ৪।
নবল রসাল মুকুল মধু মাতি
নবকোকিলকুল গায়।
নবযুবতীগণ চিত উমতায়ই
নবরসে কাননে ধায় ॥ ৬।
নব যুবরাজ নবল নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ৮।

৩। বিহরই—বিহার করিতেছে। নওল—নূতন; নওল কিশোর—নবযুবক।

৬। উমতায়ই—উন্মত্ত হইয়া, চঞ্চল হইয়া।

৮। খেলন—খেলা, রসক্রীড়া। বিদ্যাপতির চিত্ত নিত্য নিত্য এইরূপ নূতন নূতন রসক্রীড়া দেখিয়া মত্ত (আনন্দিত) হয়।

৬০৬

(কবির উক্তি)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি ॥ ২।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥ ৪।
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥ ৬।
মধুর মাদল রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥ ৮।
মধুর নটন গতি ভঙ্গ।
মধুর নটনী নটরঙ্গ ॥ ১০।
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১২।

৭। মাদল—বাদ্যবিশেষ।

৯-১০। নৃত্যের পদভঙ্গ (পদক্ষেপ) মধুর, নর্ত্তক (এবং) নর্ত্তকীদিগের রঙ্গ মধুর।

৬০৭

(সখীর উক্তি)

আএল বসন্ত সকল রসমণ্ডল
কুসুম ভেল সানন্দ।
ফুললি মল্লী ভূখল ভ্রমরা
পীবি গেল মকরন্দ ॥ ২।
ভাবিনি আবে কি করহ সমধানে।
নহি নহি কএ পরিজন পরবোধহ।
লখন দেখিয় আবে আনে ॥ ৪।
নখ পদ কেসু পয়োধর পূজল
পরতখ ভএ গেল লোভে।
সুমেরু সিখর চঢ়ি উগল সসধর
দহ দিস ভেল উজোতে ॥ ৬।
বিনু কারনে কুণ্ডল কৈসে আকুল
এহও জুগতি নহি ওছী।
কুমকুমকের চোরি ভলি ফাউলি
কাঁধ ন ভেলিএ পোছী ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জোবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ণ
লখিমা দেবি রমানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। সকল রসভূষিত বসন্ত আসিল, কুসুম আনন্দিত হইল। ফুল্ল মল্লিকার মধু ক্ষুধিত ভ্রমর পান করিয়া গেল।

৩-৪। ভাবিনি, এখন কি সমাধান করিবে? না না করিয়া পরিজনদিগকে প্রবোধ দিতেছ, এখন অন্য লক্ষণ দেখিতেছি।

৫-৬। নখের রক্তরাগ দ্বারা পয়োধরের পূজা হইয়াছে, (যাহা) গুপ্ত (ছিল) (তাহা) প্রত্যক্ষ হইয়া গেল। সুমেরু শিখরে শশধর উদয় হইল, দশ দিক উজ্জ্বল হইল।

৭-৮। বিনা কারণে কুন্তল কেমন করিয়া আকুল হইল, এই যুক্তি ভাল নয়। কুঙ্কুমের চুরী ভাল প্রকাশ পাইয়াছে, স্কন্ধ হইতে মোছা হয় নাই।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, ইহা প্রত্যক্ষ পঞ্চবাণ। রাজা সিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৬০৮

অভিনব কোমল সুন্দর পাত।
সবারে বনে জনি পরিহল রাত ॥ ২।
মলয় পবন ডোলয় বহু ভাতি।
অপনে কুসুম রসে অপনে মাতি ॥ ৪।
দেখি দেখি মাধব মনে উলসন্ত।
বিরিদাবন ভেল বেকত বসন্ত ॥ ৬।
কোকিল বোলএ সাহর ভার।
মদনে পাওল জগ নব অধিকার ॥ ৮।
পাইক মধুকর কর মধু পান।
ভমি ভমি জোহএ মানিনি জন মান ॥ ১০।
দিসি দিসি সে ভমি বিপিন নিহারি।
রাস বুঝায়ে মুদিত মুরারি ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাব।
রাধা মাধব অভিনব ভাব ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। অভিনব, কোমল, সুন্দর পত্র, সমস্ত বন যেন রাত্রিবসন পরিধান করিল।

৩-৪। মলয় পবন নানা রূপে বহিতেছে, কুসুম আপনার রসে আপনি মাতিয়াছে।

৫-৬। দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস হইল, বৃন্দাবনে বসন্ত ব্যক্ত হইল।

৭। সাহর—সহকার।

৭-৮। সহকার শাখায় কোকিল ডাকিতেছে, মদন জগতে নূতন অধিকার পাইয়াছে।

৯। পাইক—পাইয়া।

৯-১০। মধুকর মধু পাইয়া পান করিতেছে, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মানিনীর মান খুঁজিতেছে।

১১-১২। দিকে দিকে ভ্রমিয়া, বিপিন দেখিয়া, মাধবকে রাস (রাসের সময় আগত) বুঝাইতেছে।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, এই রস গাহিতেছি, রাধামাধবের অভিনব ভাব হইয়াছে।

৬০৯

(সখীতে সখীতে কথা)

লতা তরুঅর মণ্ডপ জীতি।
নিরমল শশধর ধবলিয় ভীতি ॥ ২ ।
পঁউঅ নাল অইপন ভল ভেল।
রাত পরীহন পল্লব দেল ॥ ৪ ।
দেখহ মাইহে মনচিত লায়।
বসন্ত বিবাহ বাননে থলি আয় ॥ ৬ ।
মধুকর রমণী মঙ্গল গাব।
দুজবর কোকিল মন্ত্র পঢ়াব ॥ ৮ ।
করু মকরন্দ হথোদক নীর।
বিধু বরিয়াতী ধীর সমীর ॥ ১০ ।
কনয় কেসুয়া মুতি তোরণ তূল।
লাবা বিথরল বেলিক ফুল ॥ ১২ ।
কেশু কুসুম করু সাঁদুর দান।
জউতুক পাওল মানিনি মান ॥ ১৪ ।
খেলএ কউতুকে নব পচবান।
বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় কয় ভাণ ॥ ১৬ ।
অভিনব নাগর বুঝয় বসন্ত।
মতি মহেশ রেনুক দেবি কন্ত ॥ ১৮ ।

তালপত্রের পুঁথি ও রাগ তরঙ্গিনী।

কৌশিক ছন্দ। লক্ষণম্—
চতুষ্কলগণানান্তত্রয়ংশিষ্ট ত্রিমাত্রকম্
অবশিষ্ট দ্বি মাত্রথা পদার্দ্ধে যত্র জায়তে।
রাগতরঙ্গিণী।

১। তরুঅর—তরুবর। জীতি—জয় করিল।

২। ভীতি—ভিত্তি, দেয়াল। ধবলিয়—ধবল করিল, চূণকাম করিল।

১-২। লতাতরুবর মণ্ডপকে জয় করিল; নির্ম্মল শশধর ভিত্তি ধবল করিল (জ্যোৎস্নালোকে যেন চূণ ফিরাইয়া দিল)।

৩। পঁউঅ—নাল পদ্মনাল, মৃণাল। অইপন—আলিপন। ভল—ভাল, উত্তম।

৪। পরীহণ—পরিধান, বস্ত্র।

৩-৪। মৃণালের উত্তম আলিপন হইল, পল্লব নিশীথবস্ত্র (পট্টবস্ত্র) দিল।

৫। মাইহে—রমণীগণ, সখী। লায়—দিয়া।

৬। থলি—স্থলী। আয়—আজ।

৫-৬। হে সখি, স্থিরচিত্তে দেখ, বন স্থলীতে আজ বসন্তের বিবাহ।

৭। মধুকর রমণী—ভ্রমরী। মঙ্গল গাব—মঙ্গল গীত গাইতেছে।

৮। দুজবর—দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। পঢ়াব—পড়ায়।

৭-৮। ভ্রমরীগণ হুলুধ্বনি দিতেছে, পুরোহিত কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে। ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং।

৯। হথোদক—হস্তোদক।

১০। বরিয়াতী—বরযাত্রী।

৯-১০। মকরন্দ হস্তোদক নীর করিল। চন্দ্র বরযাত্রী (হইয়া) ধীর সমীরণে (আরোহণ করিয়া আসিল।

১১। কেসুয়া—কিংশুক। মুতি—মূর্ত্তি।

১২। লাবা—খই, লাজ। বিথরল—বিস্তার করিল, ছড়াইল। বেলিক—বেলের মল্লিকার।

১১-১২। সুবর্ণবর্ণ কিংশুক পুষ্পের মূর্ত্তি তোরণ-তুল্য হইল, বেলফুল লাজ ছড়াইল।

১৩। কেশু—কিংশুক, পলাশ।

১২-১৪। কিংশুক ফুল সিন্দুর দান করিল, মানিনীর মান যৌতুক পাইল।

১৫। পচবান—পঞ্চবাণ, কন্দর্প। নবীন (নূতন) কন্দর্প কৌতুকে খেলিতে লাগিল। খেলয় কউতুকে —পাঠান্তর, কেলী কুতূহল।

১৬। কয়—করিয়া।

১৮। মাত—মন্ত্রী। মহেশ্বর নামক শিবসিংহের মন্ত্রী ছিলেন।

১৬-১৮। বিদ্যাপতি কবি দৃঢ় করিয়া কহে, রেণুকা দেবীর কান্ত মন্ত্রী মহেশ্বর অভিনব নাগর বসন্তকে বুঝান।

১৭-১৮। পাঠান্তর—

রাজা রূপ নরাএন জান।
বাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমান॥

৬১০

(কবির উক্তি)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥ ২।
ডম মগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল।
রুণু ঝনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কন কনি।
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥ ৪।
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥ ৬।
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরিযুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতিমতি ক্ষোভিত হোতি॥ ৮।

১। নটতি—নৃত্য করিতেছে।

২। মাতি—মাতিয়া। করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া—করতালি দ্বারা তাল ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছে।

৩। ডাক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। মাদল—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৪। নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল—নৃত্যগীতে অত্যন্ত উচ্চরবে গীত বাদ্য (হইতে লাগিল)।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ ১৩শ অধ্যায়।

৫। রবাব—সারিঙ্গীর ন্যায় এক প্রকার বাদ্য-যন্ত্র। সরমণ্ডল, স্বরমণ্ডলিকা—এক জাতীয় বীণা।

৬। গরজনি—গর্জ্জন।

৭-৮। (নৃত্যগীতের) শ্রমভরে কবরী সমূহ মুক্ত হইয়া দুলিতে (লাগিল), মালতী মালা (ছিন্ন হইয়া) মুক্তা ছড়াইল (মালতী কুসুম মুক্তাতুল্য প্রতীয়মান হইল)। বসন্ত সময়ের রাসরস বর্ণনে বিদ্যাপতির চিত্ত ক্ষুব্ধ (বর্ণনা যথাযথ না হওয়ায়) হইতেছে।

৬১১

(কবির উক্তি)

ঋতুপতি রাতি রসিক বররাজ।
রসময় রাস রভস রসমাঝ॥ ২।
রসবতি রমণীরতন ধনি রাহি।
রাস রসিক সহ রস অবগাহি॥ ৪।
রঙ্গিনিগণ সব রঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণি রটই॥ ৬।
রহি রহি রাগ রচয় রসবন্ত।
রতিরত রাগিণী রমণ বসন্ত॥ ৮।

রটতি রবাব মহতিক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলি বিলাস ॥ ১০।
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভান।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১২।

১-২। বসন্ত রাত্রে রাসের রসময় আনন্দ রসের মধ্যে রসিকশ্রেষ্ঠ (মাধব) রাজিতেছে।

৩-৪। রসবতী রমণীরত্ন ধনী রাই রসিকের সহিত রাস রসে অবগাহন করিতেছে।

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

রাস—রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ।
শ্রীধরের টীকা।

বহুসংখ্য স্ত্রীলোক, এক বা বহুসংখ্য পুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ পূর্ব্বক যে নৃত্য ও গীত দ্বারা আমোদ প্রমোদ করে তাহার নাম রাসক্রীড়া।

বিষ্ণুপুরাণের ভাষাটীকা।

৫। রঙ্গহি নটই—রঙ্গে নৃত্য করিতেছে।

৬। রটই—রটিতেছে, শব্দিত হইতেছে।

৭-৮। রহিয়া রহিয়া (থাকিয়া থাকিয়া) রতিরত রাগিণীদিগের (শৃঙ্গাররসোদ্দীপক রাগিণী সমূহের) বল্লভ (রমণ) রসযুক্ত (রসবন্ত) বসন্ত রাগের অবতারণা (রচনা) করিতেছে।

৯। মহতিক—মহতী (নারদবীণা), বৃহৎ বীণা। পিনাশ—পিনাক, বাদ্যযন্ত্র।

১০। বিলাস—বাদন, আলাপ।

১২। জান—জানেন।

৬১২

মলয় পবন বহ।
বসন্ত বিজয় কহ ॥ ২।
ভমর করই রোল।
পরিমল নহি ওল ॥ ৪।
ঋতুপতি রঙ্গ দেলা।
হৃদয় রভস ভেলা ॥ ৬।
অনঙ্গ মঙ্গল মেলি।
কামিনি করথু কেলি ॥ ৮।
তরুন তরুনি সঙ্গে।
রইনি খেপবি রঙ্গে ॥ ১০।
বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি ॥ ১২।
কবি বিদ্যাপতি ভান।
মানিনী জিবন জান ॥ ১৪।
নৃপ রুদ্রসিংহ বরু।
মেদিনি কলপ তরু ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বহ—বহিতেছে।

২। কহ—কহিতেছে।

১-২। মলয় পবন বহিতেছে, বসন্তের বিজয় কহিতেছে (ঘোষণা করিতেছে)।

৪। ওল—ওর, সীমা।

৩-৪। ভ্রমর রোল করিতেছে, পরিমলের সীমা নাই।

৬। রভস—রহস্য, আনন্দ।

৫-৬। ঋতুপতি রঙ্গ দিল, হৃদয়ে আনন্দ হইল।

৭। মেলি—মিলিয়া।

৮। করথু—করুক।

৭-৮। অনঙ্গের মঙ্গল জন্য মিলিত হইয়া কামিনী কেলি করুক।

১০। খেপবি—ক্ষেপণ করিবে।

৯-১০। তরুণী তরুণের সঙ্গে রজনী রঙ্গে কাটাইবে।

১১। বিরহি—বিরহী। লাগি—লাগিয়া, জন্য।

১২। কেসু—কুসুম ফুল। উপজল—উৎপন্ন হইল। আগি—অগ্নি।

১১-১২। বিরহীর বিপদের জন্য কুসুম ফুলে অগ্নি জ্বলিল (প্রস্ফুটিত হইল)।

১৩-১৪। কবি বিদ্যাপতি কহে, মানিনীর জীবন (বসন্তের প্রভাব) জানে।

১৫। বরু—বর, শ্রেষ্ঠ।

১৫-১৬। নৃপশ্রেষ্ঠ রুদ্রসিংহ মেদিনীতে কল্পতরু।

—

৬১৩

(সখীর উক্তি)

অভিনব পল্লব বইসক দেল।
ধবল কমল ফুল পুরহর ভেল ॥ ২।
করু মকরন্দ মন্দাকিনি পানি।
অরুণ অশোগ দীপ দিহু আনি ॥ ৪।
মাই হে আজ দিবস পুনমন্ত।
করিয় চুমাওন রাএ বসন্ত ॥ ৬।
সপুন সুধানিধি দধি ভল ভেল;
ভমি ভমি ভমরই হকারই দেল ॥ ৮।
কেসু কুসুম সীদূর সম ভাস।
কেতকি ধূলি বিথুরলহু পরবাস ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার।
রস বুঝ শিবসিংহ শিব অবতার ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বইসক—বসিবার জন্য।

২। পুরহর—মাঙ্গলিক পাত্র, বরণ ডালা।

১-২। বসিবার জন্য অভিনব পল্লব দিল, ধবল কমল মাঙ্গলিক পাত্র হইল।

৩। পানি—জল।

৪। দহু—দিল।

৩-৪। মকরন্দ মন্দাকিনীর (গঙ্গা) জল করিল, অরুণ অশোকের দীপ আনিয়া দিল।

৫। মাই হে—সখী সম্বোধনে। পুনমন্ত—পুণ্যবাণ।

৬। চুমাওন—বরণ। রায়—রাজা।

৫-৬। সখি, আজ দিবস পুণ্যবাণ, বসন্ত রাজের বরণ করি।

৭। সপুন—সম্পূর্ণ। ভল—ভাল।

৮। হকারই—মঙ্গল কার্য্যে আহ্বান।

৭-৮। পূর্ণচন্দ্র ভাল দধি (দধির সরার মত) হইল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া (বাড়ী বাড়ী) মঙ্গলকার্য্যে সকলকে আহ্বান করিল।

৯। কেশু—কিংশুক। ভাস—দীপ্তি।

১০। বিথুরলহু—বিস্তার করিল। পট—পট্ট।

৯-১০। কিংশুক কুসুম সিন্দুর রসের দীপ্তি পাইল, কেতকীর ধূলি (পরাগ) পট্ট বস্ত্র বিস্তার করিল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার কহিতেছে, শিব অবতার শিবসিংহ রস বুঝেন।

—

৬১৪

(সখীর উক্তি)

দখিন পবন বহ দশ দিশ রোল।
সে জনি বাদী ভাসা বোল ॥ ২।
মনমথ কাঁ সাধন নহি আন।
নিরসাবল সে মানিনি মান ॥ ৪।
মাই হে শীত বসন্ত বিবাদ।
কবনে বিচারব জয় অবসাদ ॥ ৬।
দুহু দিশ মধথ দিবাকর ভেল।
দুজবর কোকিল সাখিতা দেল ॥ ৮।
নবপল্লব জয়পত্রস ভাতি।
মধুকর মালা আখর পাতি ॥ ১০।
বাদী তহ প্রতিবাদী ভীত।
শিশির বিন্দু হো অন্তর শীত ॥ ১২।

কুন্দ কুসুম অনুপম বিকসন্ত।
সতত জীতি বেকতাউ বসন্ত ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাজা শিবসিংহ এহো রস জান ॥ ১৬।

মিথিলার পদ।

২। বাদী—যে মকদ্দমায় অপরের নিকট প্রাপ্তির দাবী করে।

১-২। দক্ষিণ পবন বহিতেছে, চারি দিকে শব্দ হইতেছে। সে (দক্ষিণ পবন) যেন বাদীর ভাষা কহিতেছে।

৪। নিরসাবল—নীরস, শূন্য করিল।

৩-৪। মন্মথের অন্য সাধনা নাই, সে মানিনীর মান নিঃশেষ করিল (মদনের উৎপাতে মানিনীর মান একেবারে দূরীভূত হইল)।

৬। কবনে—কে।

৫-৬। সখি, শীত বসন্তের বিবাদ, জয় পরাজয় কে বিচার করিবে?

৭। মধথ—মধ্যস্থ।

৮। দুজবর—দ্বিজবর। সাখিতা—সাক্ষ্য।

৭-৮। দিবাকর দুই দিকের (পক্ষের) মধ্যস্থ হইল, দ্বিজবর কোকিল সাক্ষ্য দিল।

৯। জয়পত্রস—ডিক্রী, যে পত্রে জয় লেখা হয়। ভাতি—তুল্য।

১০। পাতি—পঙ্ক্তি।

৯-১০। নবপল্লব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকর মালা অক্ষর পঁক্তি।

১১। তহ—হইতে।

১১-১২। বাদী (বসন্ত) হইতে প্রতিবাদী (শীত) ভীত, শীত শিশির বিন্দুর মধ্যে (প্রবেশ করিল)।

১৩। বিকসন্ত—ফুটন্ত।

১৪। জীত—জিত, জয়। বেকতাউ—ব্যক্ত করে।

১৩-১৪। অনুপম কুন্দ কুসুম বিকসিত হইয়া সতত বসন্তের জয় ব্যক্ত করিতেছে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহে, রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৬১৫

(সখীর উক্তি)

চৌদিগে চারু অঙ্গনা বেঢ়ি
রঙ্গিনি কত গাউনী।
ক্রুতা ত্তা থৈয়া থৈয়া
থৈয়া বোলনী ॥ ২।
মাঝে বিরাজে শ্যাম
সুঘড় শিরোমনী।
কিঙ্কিনি কিনি কিনি রোলনী ॥ ৪।
তাগরণ ধোঁগ্‌গা ঘেটিতা ঘেটিতা
ঘেটিতা ঘেনে নাঙ্‌।
তিস্ত ঘতিস্ত ঘনাঙ্‌ ॥
গরন ঘেনা তিনিতা খিটিতৃঘং
তীগর ঝাঙ্‌ ॥ ৭।
বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রস পূর ॥ ৯।

১। গাউনী—গায়িকা।

৩। সুঘড়—রসিক।

৮-৯। ভণিতা রাধামোহন ঠাকুরের রচিত। তিনি বিদ্যাপতির পদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া পূরণ করিয়া দিয়াছেন। পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রে এই পদ আছে।

বিরহের আশঙ্কা।

৬১৬

(রাধার উক্তি)

সুরত পরিশ্রম সরোবর তীর।
সুরু অরুনোদয় সিসির সমীর ॥ ২।
মধু নিসা বেলা ধনি ভেলি নীন্দ।
পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ ॥৪।
জাএ খনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়।
জনি জুআর পরু পরু সে খেল পাঢ় ॥ ৬।
জত করিতহু তত মন জাগ।
অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

২। সুরু—আরম্ভ।

১-৪। সরোবর তীরে সুরত পরিশ্রমে (ক্লান্ত শরীর)। অরুণোদয়ের আরম্ভে শীতল পবন বহিতেছে। সখি (ধনি), মধু নিশায় আমি নিদ্রিত হইলাম, নিষ্ঠুর গোবিন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াও গেল না।

৫-৬। (জানিতে পারিলে) যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ের উপর পড়িয়া পড়িয়া (উদ্বেলিত হইয়া) খেলা করে।

৭-৮। যাহা যাহা করিতাম সে সকল মনে জাগিতেছে, অনুরাগ বিহনে অনুশয় রহিল।

৬১৭

(রাধার উক্তি)

সখি হে বালমু জিতব বিদেশে।
হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত
তোঁহহু দে হুনি উপদেশে ॥ ২।
ই ন বিদেশক বেলি।
দুরজন হমর দুখ ন অনুমাপব
তেঁ তোঁহে পিয়া গেলইলি ॥ ৪।
কিছু দিন করথু নিবাসে।
হমে পূজল যে সেহে পয় ভুঞ্জব
রাখথু পর উপহাসে ॥ ৬।
হোয়তাহ কিয়ে বধভাগী।
যহি খনে হুনি মনে মাধব চিন্তব
হমহু মরব ধসি আগী ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি ভনে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমনে ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বালমু—বল্লভ। জিতব—জয় করিবে; গমন অমঙ্গল সূচক শব্দ এই কারণে এই শব্দের ব্যবহার, মিথিলায় অদ্যাবধি স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে।

২। কহইতে—কহিতে, কহা। তোঁহহু—তুমিই। হুনি—উহাকে।

১-২। হে সখি, বল্লভ বিদেশে যাইবে। আমি কুলকামিনী (তাহাকে আমার) কহা অনুচিত, তুমি উহাকে উপদেশ দাও।

৩। ই—ইহা। বিদেশক—বিদেশে (যাইবার)। বেলি—সময়, অবসর।

৪। হমর—আমার। অনুমাপব—বুঝিবে, সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। তোঁহই—তোমাকে। গেলইলি—যাওয়াইলাম, পাঠাইলাম।

৩-৪। বিদেশে যাইবার এ অবসর নয়। দুর্জ্জন আমার দুঃখ বুঝিবে না তাই তোমাকে প্রিয়তমের (নিকট) পাঠাইলাম।

৫। করথু—করুক। নিবাসে—বাস।

৬। পূজল—পূজা করিল, অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিল। পয়—অব্যয় শব্দ। ভুঞ্জব—ভোগ করিবে, প্রেমাধীন হইবে। রাখথু—রাখিবে, রহিবে।

৫-৬। কিছু দিন (এখানে) বাস করুক। যে

আমাকে আরতি করিল সে পরের প্রেমানুরাগী হইবে (তাহা হইলে শুধু) উপহাস রহিবে।

৭। হোয়তাহ—হইবে।

৮। হনি—উহাকে (পর রমণীকে)। চিন্তব—চিন্তা করিবে। হমহু—আমিও। ধসি—পড়িয়া, ঝাঁপ দিয়া। আগী—অগ্নি।

৭-৮। (সে) কেন (আমার) বধভাগী হইবে? যখনি মাধব মনে পররমণীকে চিন্তা করিবে (তখনি) আমিও অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, লখিমাদেবী-রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ।

৬১৮

(রাধার উক্তি)

দখিন পবন বহ মন্দ।
মাজরি ঝর মকরন্দ ॥ ২।
তখনে হলব মনমারি।
লোচন হলব নেবারি ॥ ৪।
পিয় হে যদি তোহে যায়ব বিদেস।
ধরব হমর উপদেস ॥ ৬।
মধুকর জদি কর রাব।
জদি পিক পঞ্চম গাব ॥ ৮।
তখনে করব অনুমান।
মূদি রহব বরু কান ॥ ১০।
পরতিরি মানব তীতি।
ধিরজে মনোভব জীতি ॥ ১২।
রাখব আপন পরান।
হমকে করব জল দান ॥ ১৪।
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পরহার ॥ ১৬।
নৃপ সিবসিংহ রস জান।
লখিমা দেবি রমান ॥ ১৮।

মিথিলার পদ।

২। মাজরি—মঞ্জরী।

৩। হলব—যাইবে, (কথার মাত্রা)। মন-মারি—মনকে মারিয়া, দমন করিয়া।

৪। নেবারি—নিবারণ করিয়া।

১-৪। (যখন) দক্ষিণ পবন ধীরে বহে (বহিবে), মঞ্জরী হইতে মকরন্দ ঝরিবে (অর্থাৎ যখন বসন্তাগম হইবে) তখনই মনকে দমন করিবে, চক্ষুকে নিবারণ করিবে (কোন যুবতীর প্রতি চাহিবে না)।

৫-৬। হে প্রিয়তম, যদি তুমি বিদেশে যাইবে আমার উপদেশ ধরিবে।

৭। রাব—রব।

১০। বরু—বরং, ভাল (কথার মাত্রা)। মূদি—মুদিয়া।

৭-১০। মধুকর যদি রব করে, যদি পিক পঞ্চম গায়, তখনি অনুমান করিবে (যে বসন্ত আসিয়াছে), বরং শ্রবণ মুদিয়া থাকিবে।

১১। পরতিরি—পরস্ত্রী। মানব—মানিবে। তীতি—তিক্ত।

১২। ধিরজে—ধৈর্য্য। জীতি—জয় করিবে।

১১-১২। পরস্ত্রীকে তিক্ত মানিবে, ধৈর্য্য দ্বারা কন্দর্পকে জয় করিবে।

১৪। হমকে—আমাকে।

১৩-১৪। আপনার প্রাণ রক্ষা করিবে, আমাকে জল দান করিবে (ফিরিয়া আসিয়া আমার দর্শন তৃষ্ণা নিবারণ করিবে)।

১৫। সুকবি কণ্ঠহার—বিদ্যাপতির উপাধি।

১৬। সহ—সহ্য করে, সহে।

১৫-১৬। সুকবি কণ্ঠহার কহিতেছে, কামের প্রহার কে সহ্য করে (করিতে পারে)?

১৭-১৮। লখিমা দেবীর বল্লভ নৃপ শিবসিংহ রস জানেন।

৬১৯

(রাধার উক্তি)

পরদেস গমন জনু করহু কন্ত।
পুনমত পাবএ ঋতু বসন্ত ॥ ২ ।
কোকিল কলরবে পুরল চূত।
জনি মদনে পঠাওল অপন দূত ॥ ৪ ।
কে মানিনি আবে করতি মান।
বিরহে বিষম ভেল পঞ্চবান ॥ ৬ ।
বহ মলয়ানিল পুরুব জানি।
মারএ পচসর সুমরি কানি ॥ ৮ ।
বিরহে বিখিনি ধনি কিছু ন ভাব।
চাননে কুঙ্কুমে সখি লগাব ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি ভন কণ্ঠহার।
কৃষ্ণরাধা বন বিহার ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। হে কান্ত, বিদেশে গমন করিও না, পুণ্যবান বসন্ত ঋতু প্রাপ্ত হয়।

৩-৪। কোকিলের কলরবে চূত লতা পূর্ণ হইল, যেন মদন আপনার দূত পাঠাইল।

৫। কে—কোন। আবে—এখন।

৫-৬। কোন মানিনী এখন মান করে, বিরহে পঞ্চবাণ বিষম হইল।

৭। পুরব—পূর্ব্ব কথা। জানি—জানাইয়া, স্মরণ করাইয়া।

৮। কানি—শত্রুতা।

৭-৮। মলয়ানিল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া বহিতেছে। পঞ্চশর মদন শত্রুভাব স্মরণ করিয়া পীড়ন করিতেছে।

৯। বিখিনি—বিশীর্ণ, ক্ষীণ। ভাব—ভায়, ভাল লাগে।

১০। লগাব—লাগায়, লেপন করে।

৯-১০। ধনী বিরহে বিশীর্ণ, কিছু ভাল লাগে না, সখি কুঙ্কুম চন্দন লেপন করে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কণ্ঠহার কহিতেছে, হরি ও রাধা বনে বিহার করেন।

৬২০

(রাধার উক্তি)

মাধব তোঁহেঁ জনু যাহ বিদেশে।
হমরো রঙ্গ রভস লে যইবহ
লইবহ কোন সন্দেশে ॥ ২ ।
বন হি গমন করু হোইতি দোসর মতি
বিসরি যায়ব পতি মোরা।
হীরা মণি মাণিক একো নহি মাগব
ফেরি মাগব পহু তোরা ॥ ৪ ।
যখন গমন করু নয়ন নোর ভরু।
দেখিও ন ভেল পহু ওরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবশ
কইসে পূরত মন মোরা ॥ ৬ ।
পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্র নিকট যইসে তারা।
ভনহি বিদ্যাপতি শুনু বর যৌবতি
আপন হৃদয় ধরু সারা ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১-২। মাধব তুমি বিদেশে যাইও না। আমার রঙ্গরহস্য (তুমি) লইয়া যাইবে, (আমার) কোন সংবাদ লইবে ?

৩। বন—মথুরায় দ্বাদশ তীর্থবন আছে, যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যকবন, বহুলবন, ভদ্রবন, ভূমাবন, মহাবন, মহাপাতকনাশনবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীর বন। করু—করিয়া। হোইতি—হইবে। দোসর—দুসরা, দ্বিতীয়, অন্য। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।

৪। মাগব—মাগিব। ফেরি—ফিরিয়া।

৩-৪। বনে (গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বনে) গমন করিয়া অন্য মতি হইবে, (হে) পতি, আমাকে

ভুলিয়া যাইবে। হীরা মণিমাণিক্য একটীও চাহিব না, প্রভু তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব।

৫। করু—কর। নোর—লোর, নীর। ভরু—ভরিয়া যায়। ওরা—সীমা, পূর্ণ, তৃপ্তি।

৫-৬। প্রভু, যখন গমন কর (তখন আমার) চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, দেখিয়াও (তোমাকে) সীমা (তৃপ্তি) হইল না। একই নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল, কেমন করিয়া আমার মন (মনসাধ) পূর্ণ হইবে ?

৭। প্রভুর সঙ্গে (থাকিলে) কামিনী অত্যন্ত সোহাগিনী (হয়), যেমন চন্দ্রের নিকট তারা।

৮। আপনার হৃদয়কে সার কর (পর প্রত্যাশী হইও না)। নক্ষত্র ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।—চাণক্য।

৬২১

(সখীর উক্তি)

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥ ২।
অনুমতি মাগিতে বর বিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী ॥ ৪।
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ ॥ ৬।
ইহ বর শবদ পশল যব শ্রবণে
তব বিরহিনী ধনী পাওল চেতনে ॥ ৮।
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপন মাথ ॥ ১০।
বুঝিয়ে কহয়ে বর নাগর কান।
হম নহি মাথুর করব পয়াণ ॥ ১২।
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস
বৈঠলি পুনু তব ছোড়ি নিশোয়াস ॥ ১৪।
রাই পরবোধি চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥ ১৬।

৪। হরি হরি—হায় হায়।

৭। বর—শুভ, সুন্দর।

৯-১০। কানাইর দুই হাত ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক আপনার মাথায় রাখিল (মাথায় হাত দিয়া মাধবকে শপথ করাইল)।

১১। বুঝিয়ে—বুঝাইয়া।

১৩। আশোয়াস—আশ্বাস।

১৬। বিদ্যাপতি ইহা কহিতে পারে না (কহিতে ক্লেশ হয়)।

৬২২

(রাধার উক্তি)

জোজন মন মাহ সে নহ দূর।
কমলিনি বন্ধু হোয় জইসে সূর ॥ ২।
ঐসন বচন কহয় সব কোয়।
হমর হৃদয় পরতিত নহি হোয় ॥ ৪।
জকর পরশ বিসলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি ॥ ৬।
সে জদি দূরহি করতহি বাস।
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস ॥ ৮।

কর্ত্তনানন্দ।

১-২। মনের মধ্যে থাকিলে এক যোজন দূর নয়, যেমন সূর্য্য কমলিনীর বন্ধু।

৩-৪। এমন কথা সকলে বলে, আমার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

৫-৮। যাহার স্পর্শ বিশ্লেষ হইলে অগ্নি জলিয়া উঠে, বক্ষের মৃগমদ শোভা পায় না, সে যদি দূরে বাস করে, হে হরি! (এ কথা) শুনিলেই ত্রাস হয়।

৬২৩

(রাধার উক্তি)

ঝাপল উতপল নোরে নয়ান।
কইসে করয় হিয়া কহই ন জান ॥ ২ ।
তুহু পুন কি করিবি গুপুতহি রাখি।
তনু মন তুহু মঝু দেল সাখি ॥ ৪ ।
তবহু জে গোপসি কি কহব তোয়।
বজর নিবারন করতল হোয় ॥ ৬ ।
পাওল হে সখি মৌনক ওর !
পিয়া পরদেস চলব মোহে ছোর ॥ ৮ ।
সময় সমাপন কি ফল আর।
পেমক সমুচিত অবহু বিচার ॥ ১০ ।

কীর্ত্তনানন্দ।

৬। করতলে কি বজ্র নিবারণ করা যায় ?

৭-৮। হে সখি, মৌনের সীমা হইল (আর গোপন করিলে কোন ফল নাই)। প্রিয়তম আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে।

বিরহ।

৬২৪

(রাধার উক্তি)

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল ॥ ২ ।
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ ৪ ।
অব সোই যমুনা কূলে।
গোপ গোপী নহি বুলে ॥ ৬ ।
সায়রে তেজব পরান।
আন জনমে হোয়ব কান ॥ ৮ ।
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন হোয় সমুচীত ॥ ১২ ।

১। কি—কেন।

৩। পিঞ্জরে শুক রোদন করিতেছে।

৫। সোই—সেই।

৬। বুলে—ভ্রমণ করে।

৮। অন্য জন্মে কানাই হইব।

৯-১০। কানু যখন রাধা হইবে তখন বিরহের ব্যথা জানিবে।

১১। নীত—নীতিগর্ভ কথা।

পদকল্পলতিকার পাঠে সামান্য প্রভেদ ও ভণিতা গোবিন্দদাসের—

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস গুণ গাথা ॥

৬২৫

(রাধার উক্তি)

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কে হরি লেল ॥ ২ ।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল ॥ ৪ ।
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী ॥ ৬ ।
কৈসে হম যাওব যামুন তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটীর ॥ ৮ ।
সহচরি সঞো যঁহা কয়ল ফুল বারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান ॥ ১২ ।

২। হরি—হরণ করিয়া।

৩। করুণাক—কাতর ক্রন্দনের।

৬। সগরী—সকল স্থান।

পাঠান্তর—

কইসে যাওব সখিনি তনি কুঞ্জ।
কুলিস সবদ জনি ভ্রমরক গুঞ্জ॥

৯। ফুল বারি—ফুল বাগান (অর্থে গোল হওয়াতে এই শব্দের 'ফুল ধারি' 'ফুল খেরি' প্রভৃতি পাঠ হইয়াছে)।

মাধব যেখানে সখীদিগের সহিত (খেলাচ্ছলে) ফুল বাগান করিয়াছিল।

১২। কানাই সেই থানেই কৌতুক করিয়া লুকাইয়া আছে।

৬২৬

(রাধার উক্তি)

কালি কহল পিয়া এ সাঁঝহিরে যায়ব
মোয়ে মারুঅ দেশ।
মোয়ে অভাগলী নহি জানল রে
সঙ্গ জইতঁও যোগিনী বেশ॥ ২।
হৃদয় বড় দারুণ রে পিয়া বিনু
বিহরি ন যায়॥ ৩।
এক শয়ন সখি শুতল রে
আছল বালভু নিশি মোর।
ন জানল কতি খন তেজি গেলরে
বিছুরল চকেবা জোর॥ ৫।
শূন শেজ হিয় শালয় রে
পিয়ায়ে বিনু ঘর মোয়ে আজি।
বিনতি করউ সহিলোলিনি রে
মোহি দেহ অগি হর সাজি॥ ৭।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
আবি মিলত পিয় তোর।
লখিমা দেই বর নাগর রে
রায় শিবসিংহ নহিঁ ভোর॥ ৯।

মিথিলার পদ।

১। মারুঅ—মথুরা।

২। অভাগলী—অভাগিনী।

১-২। কাল সন্ধ্যার সময় প্রিয়তম কহিল মথুরায় যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না, (তাহা হইলে) যোগিণীর বেশে সঙ্গে যাইতাম।

৩। বিহরি—বাহির হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া। (আমার) হৃদয় অত্যন্ত দারুণ (কঠিন) প্রিয়তম বিনা বিদীর্ণ হয় না।

৪। বালভু—বল্লভ।

৫। বিছুরল—বিচ্ছিন্ন হইল। জোর—জোড়া।

৪-৫। সখি, নিশাকালে বল্লভ এক শয্যায় (আমার সহিত) শয়ন করিয়াছিল, কোন সময় ত্যাগ করিয়া গেল জানিলাম না; চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল।

৬। পিয়ায়ে—প্রিয়। মোয়ে—আমার।

৭। করউ—করিতেছি। সহিলোলিনি—সহচরী, সখী। অগি—অগ্নি। হর—হরণ।

৬-৭। আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সখি, মিনতি করিতেছি, অগ্নি সাজাইয়া, আমার দেহ হরণ (দাহ) কর।

৮। আবি—আসিয়া।

৯। ভোর—ভোলা।

৮-৯। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, তোর প্রিয় আসিয়া মিলিবে (তোমার সহিত মিলিত হইবে), লখিমাদেবীর সুন্দর পতি রাজা শিবসিংহ ভুলিয়া যান না।

৬২৭

(রাধার উক্তি)

দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুণা কর
আহা দই আই কী ভেল।
কোর সুতল পিআ আন্তরো ন দেঅ হিয়া
কে জান কএোন দিগ গেল॥ ২।

অরে কৈসে জীউব মএেরে
 সুমরি বালভু নব নেহ ॥ ৩।
একহি মন্দির বসি পিআ ন পুছএ হসি
 মোরে লেখে সমুদক পার।
ই দুই জৌবনা তরুণ লাখ লহ
 সে আবে পরস গমার ॥ ৫।
পট সুতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
 মোরে পিআএে গাথল হার।
লখে লেখি তহি হম হরবা গাথল
 সে আবে তোলত গমার ॥ ৭।
অরেরে পথিক ভইআ সমাদ লএ জইহ
 জাহি দেস বস মোর নাহ।
হমর সে দুখ সুখ তহি পিআ কহিহ
 সুন্দরি সমাইলি বাহ ॥ ..।
ভনই বিদ্যাপতি অরে রে জুবতি
 অবে চিতে করহ উছাহ।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
 লখি দেবি বর নাহ ॥ ১১।

নেপালের পুঁথি।

১। দহএ—দর্শদিকে। দই—দেবী। আই—আজি।

১-২। দশ দিকে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমরী বিলাপ (করুণা) করিতেছে, হায় দেবি, আজি কি হইল! প্রিয়তম (আমাকে) ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত ব্যবধান দিত না, (সে) কে জানে কোন দিকে গেল।

৩। বল্লভের নব স্নেহ স্মরণ করিয়া আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব।

৪। লেখে—হিসাবে, পক্ষে।

৪-৫। একই গৃহে বাস করিয়া প্রিয়তম আমাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে না (কথা কহে না), আমার পক্ষে সমুদ্র পার (চলিয়া গিয়াছে)। আমাদের উভয়ের যৌবন লক্ষ তরুণের (লোভনীয়), সে কি এখন মূর্খে স্পর্শ করিবে?

৭। তোলত-—তোড়ত।

৬-৭। উত্তম মুক্তা ক্রয় করিয়া, পট্ট সূত্র দিয়া গাঁথিয়া প্রিয়তমের জন্য আমি হার গাঁথিলাম; তাঁহার জন্য আমি (লক্ষ হারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) হার গাঁথিলাম, সে এখন মূর্খে ছিঁড়িয়া ফেলিবে?

৮। ভইআ—ভাই।

৯। বাহ—বহ্নি।

৮-৯। হে পথিক ভাই, যে দেশে আমার নাথ বাস করেন সম্বাদ লইয়া যাও। আমার দুঃখ সুখ প্রিয়তমকে কহিও, (বলিও) সুন্দরী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে।

১০। উছাহ—উৎসাহ।

১০-১১। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবতী, এখন চিত্তে উৎসাহ কর। রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ লখিমা দেবীর সুন্দর বল্লভ।

৬২৮

(রাধার উক্তি)

হমর নাগর রহল দুরদেশ।
কেউ নহি কহ সখি কুশল সন্দেশ ॥ ২।
এ সখি কাহি করব অপতোস।
হমর অভাগি পিয়া নহি দোস ॥ ৪।
পিয়া বিসরল সখি পুরুব পিরীতি।
যখন কপাল বাম সব বিপরীতি ॥ ৬।
মরমক বেদন মরমহি জান।
আনক দুখ আন নহি জান ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ন পুরল কাম!
কি করতি নাগরি জাহি বিধি বাম ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৩। অপতোস—নিন্দা।

৬২৯

(রাধার উক্তি)

পিয়া ছল চন্দ হম ছল দেহা।
কে পাপি তোড়ল ঐসন নেহা ॥ ২।
পিয়া ছল খঞ্জন হম ছল খঞ্জনি।
কে বাঁধল পিয়া মরম নহি জানি ॥ ৪।
পিয়া ছল সাম তরু হম ছল লতা।
কে ভাঙ্গল তরু ন বুঝি বেবথা ॥ ৬।
পিয়া ছল কামকলা হম ছল কামিনি।
পিয়া বিনু নহি জাএ দিন যামিনি ॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

৬। বেবথা—ব্যবস্থা।

৬৩০

(রাধার উক্তি)

সেওল সামি সব গুন আগর
সদয় সুদৃঢ় নেহ।
তহু সবে সবে রতন পাবএ
নিন্দহু মোহি সন্দেহ ॥ ২।
পুরুখ বচন হো অবধান।
ঐসন নহি এহি মহিমণ্ডল
জে পরবেদন জান ॥ ৪।
নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ
লাখ কোটী তোহে সামী।
সবক আসা তোহে পুরাবহ
হম বিসরহ কাএঁ ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, সদয়, সুদৃঢ় স্নেহ (জানিয়া) স্বামীর সেবা করিলাম। আর সকলে রত্ন পায়, আমার নিদ্রাতেও সন্দেহ।

৩-৪। পুরুষের কথা শোন। এই জগতে এমন কেহ নাই যে পরবেদন জানে।

৫-৬। এমন মিত্র অথবা হিতৈষী কেহ নাই, যে তোমায় বুঝায় যে তুমি লক্ষ কোটী লোকের প্রভু, সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, আমাকে ভুলিয়া যাও কেন?

৬৩১

(রাধার উক্তি)

ন জানল কোন দোসে গেলাহ বিদেস।
অনুখণে ঝখইতে তনু ভেল সেস ॥ ২।
বুঝহি ন পারল নিঅ অপরাধ।
প্রথমক প্রেম দইবে করু বাধ ॥ ৪।
বেরি এক দইব দহিন জএো হোএ।
নিরধন ধন জকে ধরব মোএে গোএ ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধইরজ কএ রহ মিলত মুরারি ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। জানল—জানিলাম। গেলাহ—গেল।
২। ঝখইতে—শোক করিতে।
১-২। কোন দোষে (প্রিয়তম) বিদেশে গেল জানি না, অনুক্ষণ শোকে তনু শেষ হইল।
৪। দইবে—দৈব, বিধাতা। বাধ—বাধা।
৩-৪ নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলাম না, প্রথম প্রেমে বিধাতা বাধা করিল (বাদ সাধিল)।
৫। দহিন—দক্ষিণ, প্রসন্ন। জএো—যদি।
৬। ধন জকে—ধনের মত। গোএ—গোপন করিয়া।
৫-৬। একবার যদি দৈব প্রসন্ন হয় দরিদ্রের ধনের মত (দরিদ্র যেমন করিয়া ধন পাইলে রাখে) আমি গোপন করিয়া রাখিব।
৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে শুন, বরনারি, ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

৬৩২

(রাধার উক্তি)

দারুণ কন্ত নিঠুর হিঅ
সখি রহল বিদেস।
কেও নহি হিত মঝু সঞ্চরএ
জে কহত উপদেস ॥ ২।
এ সখি হরি পরিহরি গেল
নিঞ্জ ন বুঝীয় দোস।
করম বিগতি গতি মাই হে
কাহি করবো রোস ॥ ৪।
মোহি ছল দিনে দিনে বাঢ়ত
দেখ হরি সঞে নেহ।
আবে নিঞ মনে অবধারল
পহু কপটক গেহ ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সখি, দারুণ নিষ্ঠুর হৃদয় কান্ত বিদেশে রহিল, আমার হিতৈষী এমন কেহ সঞ্চরণ করে না (দেখিনা) যে (তাহাকে) উপদেশ দেয়।

৩-৪। হে সখি, হরি পরিহার করিয়া গেল, নিজের দোষ বুঝি না। হায়, কর্ম্মের কুগতিতে এইরূপ হইল, কাহার প্রতি রোষ করিব ?

৫-৬। দেখ, আমার (মনে) ছিল, হরির সঙ্গে দিন দিন স্নেহ বাড়িবে, এখন নিজের মনে অবধারণ করিলাম প্রভু কপটের গৃহ (কপটধাম)।

৬৩৩

(রাধার উক্তি)

নয়নক ওত হোইতে হোএত ভানে।
বিরহ হোএত নহি রহত পরানে ॥ ২।
সে আবে দেসান্তর আতর ভেলা।
মনমথ মদন রসাতল গেলা ॥ ৪।
কঞোন দেস বসল রভল কঞোন নারী।
সপনে ন দেখএ নিঠুর মুরারী ॥ ৬।
অমৃত সিচলি সনি বোললহ্নি বানী।
মন পতিআএল মধুর পতি জানী ॥ ৮।
হম ছল টুটত ন জাএত নেহা।
দিনে দিনে বুঝলক কপট সিনেহা ॥ ১০

নেপালের পুঁথি।

১-২। নয়নের অন্তরাল হইলেই মনে হইত যে বিরহে প্রাণ রহিবে না।

৩-৪। সে এখন দেশান্তরে গেল, মন্মথ মদন রসাতলে গেল।

৫-৬। কোন দেশে বাস করিল, কোন নারীতে অনুরক্ত হইল, নিষ্ঠুর মুরারি স্বপ্নেও (আর আমাকে) দেখে না।

৭-৮। অমৃত সিঞ্চিত তুল্য কথা কহিতেন, মধুরপতি জানিয়া (তাঁহার কথায়) বিশ্বাস হইল

৯-১০। আমার (ধারণা) ছিল স্নেহ ভাঙ্গিবে না, যাইবে না, দিনে দিনে বুঝিলাম কপট স্নেহ।

৬৩৪

(রাধার উক্তি)

এহন করম মোর ভেল রে।
পহু দুরদেস গেল রে ॥ ২।
দয় গেল বচনক আস রে।
হমহু আয়ব তুয় পাস রে ॥ ৪।
কতেক কয়ল অপরাধ রে।
পহু সঞে ছুটল সমাজ রে ॥ ৬
কবি বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন কর নিদান রে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-২। আমার এমন অদৃষ্ট হইল, প্রভু দুরদেশে গেল।

৩-৪। কথার আশা দিয়া গেল, (বলিল) আমি তোমার কাছে আসিব।

৫-৬। কত অপরাধ করিয়াছি প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ হইল।

৭-৮। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, সুপুরুষ শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ দেয় না।

৬৩৫

(রাধার উক্তি)

এত দিন হৃদয় হরখ ছল
আবে সব দূর গেল রে।
রাঁকক রতন হেড়াএল
জগতেও সুন ভেল রে ॥ ২।
বিহি নিরদয় কোনে দোসেঁ দহ
দেল দুখ মন মধরে।
মন কর গরল গরাসিয়
পাপ আতমবধ রে ॥ ৪।
জীবন লাগ মরন সন
মরন সোহাবন রে।
মোর দুখ কে পতিআএত
সুনহ বিরহি জন রে ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
মন ধীরজ ধরু রে।
অচির মিলত তোর প্রিয়তম
মন দুখ পরিহরু রে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। আবে—এখন।

২। রাঁকক—রঙ্কের, দরিদ্রের। হেড়াএল—হারাইল।

১-২। এত দিন হৃদয়ে হর্ষ ছিল, এখন সব দূরে গেল। দরিদ্রের রত্ন হারাইল, জগৎ শূন্য হইল।

৩-৪। নির্দ্দয় বিধি কোন দোষে মনের মধ্যে দুঃখ দিল? মনে হয় গরল গ্রাস করি, (কিন্তু), আত্মহত্যা পাপ।

৫-৬। জীবন মৃত্যুতুল্য মনে হয়, মরণ সুন্দর (বিবেচনা হয়)। আমার দুঃখ কে বিশ্বাস করিবে? বিরহী জন শুন।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সুন্দরী মনে ধৈর্য্য ধর, অচিরে তোর প্রিয়তম মিলিবে, মনের দুঃখ পরিহার কর।

৬৩৬

(রাধার উক্তি)

কত দিন আস দএ ধরব হিয়া।
জউবন কাল বিদেস রহু পিয়া ॥ ২।
সে জব আগে নিয়র মকু অছলা।
মন কিছু ভল মন্দ হম নহি গনলা ॥ ৪।
অব সে সব পরিচয় ভেল।
কানু নিঠুর পরাহরি গেল ॥ ৬।
এক দিস বিষম কুসুমসর।
অওকাদিস গরুঅ গরিম ডর ॥ ৮।
রাখব সিল কওন পরি।
ঐসন দোস ন বুঝল হরি ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৭-৮। এক দিকে বিষম কুসুমশর, অপর দিকে গুরু গারমার (বংশমর্য্যাদার) ভয়।

৯-১০। কেমন করিয়া শীল (সম্ভ্রম) রাখিব? এমন দোষ (অপরাধ) হরি বুঝিল না।

৬৩৭

(রাধার উক্তি)

পুরুব জত অপুরুব ভেলা।
সময় বসে সেহওো দুর গেলা ॥ ২।
কাহি নিবেদএো কুগত পহু।
জে কিছু করিঅ ভুজিয় সেহু ॥ ৪।

সবহি সাজনি ধৈরজ সার।
নীরসি কহ কবি কণ্ঠহার ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১-২। পূর্ব্বে যাহা যাহা অপরূপ হইয়াছিল, সময় দোষে তাহাও দূর হইল।

৩-৪। (যখন) প্রভু কুগত (তখন) কাহাকে কহিব? যে যেমন করে সেইরূপ ভোগ করে।

৫-৬। কবি কণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) সকল সংশয় খণ্ডন করিয়া (নিরসি) কহিতেছে, সজনি, সকল অবস্থাতে ধৈর্য্যই সার।

৬৩৮

(রাধার উক্তি)

মঞে ছলি পুরুষ পেম ভরে ভোরী।
ভান অচল পিআ আইতি মোরী ॥ ২।
এ সখি সামি অকামিক গেলা।
জিবন্ত অরাধন ন অপন ভেলা ॥ ৪।
জাইতে পুছলহ্নি ভলেও ন মন্দা।
মন বসি মনহি বঢ়াওল দন্দা ॥ ৬।
সুপুরুস জানি কএল হমে মেরী।
পাওল পরাভব অনুভব বেরী ॥ ৮।
তিলা এক লাগি রহল অছ জীবে।
বিনু সিনেহে বরই জনি দীবে ॥ ১০।
চাঁদবদনি ধনি ন ঝাঁখহ আনে।
তুঅ গুন সুমরি আওব পুনু কাহ্নে ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবি রমানে ॥ ১৪।

তালপত্রের ও নেপালের পুঁথি।

১-২। আমি পূর্ব্ব প্রেমে মুগ্ধ ছিলাম, (আমার) জ্ঞান ছিল যে প্রিয়তম আমার আয়ত্ত (বশীভূত)।

৩। অকামিক—আকস্মিক।

৩-৪। হে সখি, স্বামী (প্রভু) অকস্মাৎ চলিয়া গেল, প্রাণ দিয়া আরাধনা করিলেও আপনার হইল না।

৫-৬। যাইবার সময় ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না, মনে মনেই সংশয় বাড়াইয়া গেল।

৭। মেরী—মিলন।

৭-৮। সুপুরুষ জানিয়া আমি মিলন করিলাম, অনুভবের সময় পরাভব পাইলাম।

৯-১০। এক তিল মাত্র প্রাণ রহিয়াছে, যেমন তৈলশূন্য প্রদীপ (ক্ষণকাল) জ্বলে।

১১-১২। (কবির উক্তি) চন্দ্রবদনি, অন্য (কথা মনে করিয়া) শোক করিও না, তোমার গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৬৩৯

(রাধার উক্তি)

কৌতুক দুহু কুলকমল তিয়াগল
যে পদ পঙ্কজ আস।
পহুক ভীন দিন ন গনল
ন গনল মরন তরাস ॥ ২।
সজনি নিকরুণ হৃদয় মুরারি।
অব ঘর জাইত ঠাম নহি পাবিয়
পরিজন দেঅই গারি ॥ ৪।
গগন চাঁদ পানিমাহ বারল
সগর নগর বেভার।
অমিয় ঘট বোলি হাথ পসারল
পাওল গরলক ধার ॥ ৬।

পদকল্পতরু।

১-২। যে পদপঙ্কজের আশায় আনন্দে দুই কুল-কমল (পিতৃকুল ও স্বামীকুল) ত্যাগ করিলাম, প্রভুকে ছাড়িয়া দিন গণনা করিলাম না, মৃত্যুভয় গণনা করিলাম না।

৩-৪। সজনি, মুরারি নিষ্ঠুর হৃদয়। এখন ঘরে যাইতে স্থান পাই না, পরিজনেরা গালি দেয়।

৫-৬। আকাশের চাঁদ কি জলে নিবারণ করা যায় (জলে চন্দ্রবিম্ব ঢাকিলে কি আকাশের চন্দ্র ঢাকা যায়)? সমস্ত নগরে (আমার কলঙ্ক) প্রকাশ হইয়াছে। অমৃত ঘট বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলাম, গরলের ধারা পাইলাম।

৬৪০

(রাধার উক্তি)

করওঁ বিনতি জত জত মন লাই।
পিআ পরিচব পচতাব কেঁ জাই ॥ ২ ।
ধন ধইরজ পরিহরি পথ সাচে।
করম দোসেঁ কনকেও ভেল কাচে ॥ ৪ ।
নিঠুর বালম্ভু সোঁ লাওল সিনেহে।
ন পুরল মনোরথ ন ছাড়ু সন্দেহে ॥ ৬ ।
সুপুরুস ভানে মান ধন গেল।
দিন দিন মলিন মনোরথ ভেল ॥ ৮ ।
জদি দূষন গুন পহু ন বিচার।
বড় ভএ পসরও পিসুন পসার ॥ ১০ ।
পরিজন চিত নহি হিত পরথাব।
ধরষনে জীব কতএ নহি ধাব ॥ ১২ ।
হম অবধারি হলল পরকার।
বিরহ সিন্ধু জিব দএ বরু পার ॥ ১৪ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর নারি।
ধৈরজ কএ রহ ভেটত মুরারি ॥ ১৬ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। বিনতি—প্রবোধ। লাই—লাগাইয়া, দিয়া।

২। পরিচব—পরিচয়, পূর্ব্ব কথা। পচতাব—পশ্চাত্তাপ।

১-২। যত মন দিয়া (আপনাকে) প্রবোধ দিই, প্রিয়তমের পূর্ব্ব কথা (স্মরণ করিয়া) পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হই।

৩-৪। ধৈর্য্য ধন, সত্য পথ পরিহার করিয়া, কর্ম্মদোষে কনকও কাচ হইল।

৫-৬। নিষ্ঠুর বল্লভের সহিত স্নেহ করিলাম, মনোরথ পূর্ণ হইল না, সন্দেহও ত্যাগ করে না।

৭-৮। সুপুরুষ মনে করিয়া মান ধন গেল, দিন দিন মনোরথ মলিন হইল।

৯-১০। যদি প্রভু দোষ গুণ বিচার না করিবে, মহৎ হইয়া পিশুনের কথা প্রসারিত করিবে (বাড়াইবে)।

১১-১২। পরিজনের মনে হিত প্রস্তাব নাই, ধর্ষণে প্রাণ কোথায় না ধাবিত হয়?

১৩-১৪। আমি এই উপায় অবধারণ করিলাম, বিরহ সিন্ধু বরং প্রাণ দিয়া উত্তীর্ণ হইব।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, ধৈর্য্য করিয়া থাক, মুরারীকে দেখিতে পাইবে।

৬৪১

(রাধার উক্তি)

জতনহু ও রে জতেও ন নিরবহ।
এ কহু ততেও অঙ্গিরলহ ॥ ২ ।
সে সবে বিসরু তোঁহে ও রে বিনু হেতু।
মরএ মধথহি মকরকেতু ॥ ৪ ।
কপট কইয়ে কত ও রে কহু হিত।
বড় বোল ছড় বড় অনুচিত ॥ ৬ ।
মোএঁ অবলা বরু ও রে দয় জিব।
তরব দুসহ নরি শিব শিব ॥ ৮ ।
ভনই বিদ্যাপতি ও রে সহি লেহ।
সুপুরুস বচন পসান রেহ ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

১। জতেও—যাহাও। নিরবহ—নির্ব্বাহ, সম্পন্ন হয়। ওরে—এই পদে এই শব্দের উচ্চারণে

কিছু বিশেষত্ব আছে ; বাঙ্গালা ভাষায় "ও" অক্ষরের উচ্চারণ হ্রস্ব এবং "রে" দীর্ঘ হয়। এই পদে ঠিক তাহার বিপরীত, অর্থাৎ "ও" দীর্ঘ এবং "রে" হ্রস্ব হইবে।

২। কহ্নু—কানাই। ততেও—তাহাও। অঙ্গিরলহ—অঙ্গীকার করিল।

১-২। যত্ন করিয়াও যাহা নির্ব্বাহিত হয় না, হে কানাই তুমি তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছিলে।

৩। বিসরু—ভুলিলে।

৪। মরএ—মারে, পীড়ন করে। মধথ—মধ্যস্থ।

৩-৪। সে সকল বিনা কারণে ভুলিলে, মধ্যস্থ মকরকেতু মদন আমাকে পীড়ন করিতেছে (তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলে মদন তাহাতে মধ্যস্থ ছিল ; তুমি অঙ্গীকৃত সকল কথা ভুলিয়াছ, কিন্তু মদন আমাকে পীড়ন করিতেছে)।

৫। কইয়ে—করিয়া। কহ—কহে।

৬। বড়—বড় ব্যক্তি, মহৎ পুরুষ। বোল—কথা, প্রতিশ্রুতি। চড়—ছাড়া।

৫-৬। কপট করিয়া কত হিত কথা কহিতেছ, মহৎ ব্যক্তির (অঙ্গীকৃত) কথা ছাড়া বড় অনুচিত।

৭। বরু—বরং।

৮। নরি—নদী।

৭-৮। আমি অবলা, বরং জীবন দিয়া (প্রাণ ত্যাগ করিয়া,) শিব শিব বলিয়া (মদনকে তাড়াইবার জন্য) দুঃসহ নদী উত্তীর্ণ হইব (এই যাতনা হইতে মুক্ত হইব)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সহিয়া লও, সুপুরুষের কথা পাষাণ রেখা (মাধব অঙ্গীকার রক্ষা করিবে, ভুলিবে না)।

৬৪২

(রাধার উক্তি)

বারি বয়স তেজি গেহ।
পিঅ মন ওহয় সন্দেহ ॥ ২।
তনি মন আছে ওহ ভান।
এতয় সময় ভেল আন ॥ ৪।
তোরিত পঠাওব সন্দেস।
আবে নহি উচিত বিদেস ॥ ৬।
জৌবন রূপ সিনেহ।
সেহে সুমরি খিন দেহ ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি ভান।
অচির হোয়ত সমাধান ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বারি—বালী, বালা। গেহ—গেল।

২। ওহয়—ওই।

১-২। বালিকা বয়সে ছাড়িয়া গেল, প্রিয়তমের মনে ওই সন্দেহ (তাহার মনে আছে আমি এখনও বালিকা আছি)।

৩। তনি—তাঁহার।

৪। এতয়—এখানে।

৩-৪। তাঁহার মনে সেই ভান (ভাব) আছে এখানে অন্য সময় হইল (এখানে আমি যুবতী হইয়াছি)।

৫। তোরিত—ত্বরিত।

৫-৬। ত্বরিত সংবাদ পাঠাইব, এখন বিদেশ উচিত নয় (এখন বিদেশে বাস করা উচিত নয়)।

৮। সেহে—সেই। খিন—ক্ষীণ।

৭-৮। তাহার যৌবন, রূপ, স্নেহ স্মরণ করিয়া দেহ ক্ষীণ (হইল)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে অচিরে (মাধব) মনযোগী হইবে।

৬৪৩

(রাধার উক্তি)

বড়ি বড়াই সবে নহি পাবই
বিধি নিহারই যাহি।
অপন বচন যে প্রতিপালয়
সে বড় সবহু চাহি ॥ ২।
সাজনি সুজন জন সিনেহ।
কি দিয় অজর কনক উপম
কি দিয় পাসান রেহ ॥ ৪।
ও যদি অনল আনি পজারিয়
তইও ন হোয় বিরাম।
ই যদি অসি কি কসি কই কাটী
তইও ন তেজয় ঠাম ॥ ৬।
গরল আনি সুধারসে সিঞ্চিয়
শীতল হোমায় ন পার।
যইও সুধানিধি অধিক কুপিত
তইও ন বরিষ খার ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি শুন রমাপতি
সকল গুণ নিধান।
অপন বেদন তাকো নিবেদিয়
যে পরবেদন জান ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বড়ি বড়াই—শ্রেষ্ঠত্ব। সবে—সকলে। পাবই—পায়। নিহারই—দেখে, কৃপা করে। যাহি—যাহাকে।

২। প্রতিপালয়—প্রতিপালন করে। সবহু—সকলের। চাহি—চেয়ে, অপেক্ষা।

১-২। সকলে শ্রেষ্ঠত্ব পায় না, বিধি যাহাকে কৃপা করে (সেই পায়)। আপনার বচন যে প্রতিপালন করে, সেই সকলের অপেক্ষা বড়।

৩। সাজনি—সজনি। জন—পুরুষ। সিনেহ—স্নেহ।

৪। কি দিয়—কি দিব। অজর—সুন্দর। উপম—উপমা। পাসান—পাষাণ। রেহ—রেখা।

৩-৪। সজনি, সুজন পুরুষের স্নেহ কি সুন্দর স্বর্ণের সহিত কিম্বা পাষাণ রেখার সহিত উপমিত করিব?

৫। ও—সে। পজারিয়—জ্বালাই। তইও—তথাপি। বিরাম—বিরতি, পরিবর্ত্তন।

৬। ই—ইহা। কসি কই—কসিয়া, বলপূর্ব্বক। কাটী—কাটা যায়।

৫-৬। সে (স্বর্ণ) যদি অগ্নি আনিয়া জ্বালাই তথাপি পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহা (পাষাণ রেখা) যদি বলপূর্ব্বক অসি দ্বারা কাটা যায় তাহা হইলেও স্থান ত্যাগ করে না (মুছিয়া যায় না।

৭। সিঞ্চিয়—সিঞ্চন করে। হোমায়—হয়।

৮। খার—ক্ষার।

৭-৮। গরলে অমৃত সিঞ্চন করিলেও শীতল হয় না, যদিও চন্দ্র অধিক কুপিত (হয়) তাহা হইলেও ক্ষার (লবণ) বর্ষণ করে না।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, সকল গুণনিধান রমাপতি শুন, আপনার বেদন তাহাকে নিবেদন কর যে পরবেদন জানে।

৬৪৪

(রাধার উক্তি)

পহিলি নিপরীতি পরান আঁতর
তখনে অইসন রীতি।
সে আবে কবহু হেরি ন হেরথি
ভেলি নিম সনি তীতি ॥ ২।
সাজনি জিবথু সএ পচাস।
সহসে রমনি রয়নি খেপথু
মোরাহু তনিহুকি আস ॥ ৪।

কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ
মাগিঅ স্বামি সোহাগ।
তথুহু অপন করম ...
জইসন জকর ভাগ ॥ ৬।
সময় গেলে মেঘে বরীসব
কীদহু তেঁ জলধার।
সিত সমাপলে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার ॥ ৮।
রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত।
জউবন গেলে জুবতি পিরিতি
কী ফল পাওত কন্ত ॥ ১০।
ধন অছইতে জে নহি ভোগএ
তা মনে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটি ন আব ॥ ১২।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সময় বুঝ সয়ান।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরায়ন
লখিমা দেবি রমান ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পহিলি—প্রথম। আঁতর—অন্তর। ২। কবহু—কখনও। হেরথি—দেখে। সন—তুল্য। তীতি—তিক্ত।

১-২। প্রথম প্রীতির সময় প্রাণ অন্তর (তখন পরস্পরের প্রাণ স্বতন্ত্র আছে ইহাও অসহ্য বিবেচনা হইত) তখন এইরূপ রীতি (ছিল)। সে এখন দেখিয়াও দেখে না, (আমি তাহার চক্ষে) নিমের মত তিক্ত হইলাম।

৩। জীবথু—জীবিত হউক। সএ—শত। সহসে—সহস্র। খেপথু—ক্ষেপণ করুক। মোরাহু—আমার। তহিকি—তাঁহার।

৩-৪। সজনি, শত পঞ্চাশ (বর্ষ সে) বাঁচিয়া থাকুক, সহস্র রমণীর সহিত রজনী যাপন করুক, আমার তাঁহারই আশা।

৫। গউরি—গৌরী। আরাধিঅ—আরাধনা করে। মাগিঅ—চায়।

৬। তথুহু—তথাপি। করম—কর্ম্ম। ভুঞ্জিয়— —ভোগ করে। জকর—যাহার। ভাগ—ভাগ্য।

৫-৬। অনেক যত্নে গৌরী আরাধনা করে, স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করে, তথাপি আপনার কর্ম্ম ভোগ করে, যাহার যেমন ভাগ্য (সে সেইরূপ ফল পায়)।

৭। কীদহু—কিবা, কি।

৮। সমাপলে—সমাপ্ত হইলে। পাইয়—পায়। তেঁদহু—তাহাতে কি।

৭-৮। সময় অতীত হইলে (যদি) মেঘ বর্ষণ করে সে জলধারায় কি (ফল হইবে)? শীত সমাপ্ত হইলে যদি বসন পাই তাহাতে কি কিছু উপকার হয়?

৯। নিবোধিঅ—নিবদ্ধ করে, রচনা করে।

৯-১০। রজনী গেলে (অবসান হইলে) প্রদীপ রচনা করিলে, দিবসান্তে ভোজন করিলে (কি ফল হইবে)? যুবতীর যৌবন গেলে প্রীতিতে কান্ত কি ফল পাইবে?

১১। অছইতে—থাকিতে, আছিতে। ভোগএ —ভোগ করে। তা—তাহার। পছতাব—পশ্চাত্তাপ।

১২। নিরাপন—আপন নহে, পর।

১১-১২। ধন থাকিতে যে ভোগ করে না তাহার মনে পশ্চাত্তাপ হয়, যৌবন জীবন বড় পর, গেলে ফিরিয়া আসে না।

শীতাতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভঃ কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহঃ।
সেতোর্বন্ধঃ পয়সি গলিতে প্রস্থিতে লগ্নচিন্তা
সর্বঞ্চৈতন্নতিবিফলং স্ব স্ব কালে ব্যতীতে ॥

নীতিপ্রদীপ।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে শুন যুবতি, চতুর সময়

বুঝে। (সময় মত চতুর কান্ত আসিবে)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৬৪৫

(রাধার উক্তি)

লোচন ধাএ ফেধাএল
হরি নহি আএল রে।
শিব শিব জিবও ন জাএ
আসেঁ অরুঝাএল রে ॥ ২।
মন করি তঁহা উড়ি জাইঅ
জাঁহা হরি পাইঅরে।
পেম পরসমনি জানি
আনি উর লাইঅ রে ॥ ৪।
সপনহু সঙ্গম পাওল
রঙ্গ বঢ়াওল রে।
সে মোর বিহি বিঘটাওল
নিন্দও হেরাএল রে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল
ধনি ধইরজ কর রে।
অচিরে মিলত তোহি বালম্ভু
পুরত মনোরথ রে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ফেধাএল—ধাবমান হইল।

২। জিবও—জীবনও। অরুঝাএল—জড়াইল।

১-২। লোচন ধাইয়া আবার ধাবমান হইল (পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিতেছে) হরি আসিল না। শিব শিব, জীবনও যায় না, আশায় জড়াইয়া রাখিয়াছে।

৩। তঁহা—তথায়। জাইঅ—যাই। জাঁহা—যেখানে। ৪। লাই—রাখি।

৩-৪। মনে হয় যেখানে হরিকে পাই, সেখানে উড়িয়া যাই প্রেম স্পর্শমণি জানিয়া আনিয়া বক্ষে রাখি।

৫। সঙ্গম—মিলন, সাক্ষাৎ। বঢ়াওল—বাড়াইলাম।

৬। বিহি—বিধি। বিঘটাওল—মন্দ ঘটাইল। হেরাএল—হারাইল।

৫-৬। স্বপ্নে সাক্ষাৎ পাইলাম, রঙ্গ বাড়িল, তাহাও বিধি নষ্ট করিল, নিদ্রা হারাইলাম (আর নিদ্রা হয় না যে হরিকে স্বপ্নে দেখিবে)।

৮। বালম্ভু—বল্লভ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি গাইল, ধনি ধৈর্য্য কর (ধর), শীঘ্র তোর বল্লভ মিলিবে, মনোরথ পূর্ণ হইবে।

৬৪৬

(রাধার উক্তি)

জতএ সতত বইসে রসিক মুরারি।
ততএ লিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥ ২।
সখিগণ গণইতে লইহ মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিহি মোর বাম ॥ ৪।
দিনে এক বেরি পিয়া লএ মোর নাম।
অরুন দুলহ করে দএ জল দান ॥ ৬।
ইহ সব অভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর ইহ পরণাম ॥ ৮।
নিচয় মরব হম কানুক উদেস।
অবসর জানি মাগব সন্দেস ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥ ১২।

১। জতএ— যেখানে।

৩। সখীগণের গণনা করিতে (সখীগণের নাম মাধবকে বলিবার সময়) আমার নাম লইও।

৬। দুলহ—দুর্লভ।

কান্তে কত্যাপি বাসরাণি গময় ত্বং মীলয়িত্বা দৃশৌ
স্বস্তি স্বস্তি নিমীলয়ামি নয়নে যাবন্ন শূন্যা দিশঃ।
আয়াতা বয়মাগমিষ্যতি সুহৃদ্বর্গস্য ভাগ্যোদয়ৈঃ।
সন্দেশো বদ কস্তবাভিলষিতস্তীর্থেষু তোয়াঞ্জলিঃ ॥

অমরুশতক।

১০। অবসর জানিয়া সংবাদ চাহিও।

৮। অবধি—শেষ।

১২। বহি—বহিয়া, অতীত হইলে। মিলব—মিলিবে। পাঠান্তর—ধৈরজ কর চিতে কাহ্নুসে তুহারি।

৬৪৭

(সখীর উক্তি)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥ ২ ।
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥ ৪
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐসন হিয় মাহা জাগ ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ ন তেজয় নেহ ॥ ৮।

২। বিদগধ—বিদগ্ধ জন (পুরুষ)।
৪। আপ—আপনি।
৫। উদভট—উদ্ভট, অদ্ভুত।
৬। হিয়া মাহা জাগ—হৃদয়ের মধ্যে জাগে।
৭। বান্ধহ থেহ—ধৈর্য্য ধর।
৮। সুপুরুষ কখন স্নেহ ত্যাগ করে না।

৬৪৮

(রাধার উক্তি)

অবিরল পরএ মদন সরধারা
একল দেহ কত সহত হমারা ॥ ২ ।
সপনেহু তিলা এক তহি সঞো রঙ্গে।
নিন্দ বিদেসল তহি পিয়া সঙ্গে ॥ ৪ ।
কাহ্ন কান লাগি কহিহি ভমরা
তোঁএ জানসি দুখ অহনিসি হমরা ॥ ৬।
এতবা বোলি কহব মোরি সেবা।
তিরথ জানি জল অঞ্জুলি দেবা ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

যোগিয়ামালব ছন্দ। ১৪ হইতে ১৭ মাত্রা।

১। পরএ—পড়িতেছে।

২। একল—একেলা, একা। সহত—সহিবে।

১-২। মদনের শরধারা অবিরল পড়িতেছে, আমার একা দেহ কত সহিবে?

৩। সপনেহু—স্বপ্নে। তিলা—তিল।

৪। বিদেসল—বিদেশে গমন করিলাম। তহি—তিনি, সে।

৩-৪। স্বপ্নে এক তিলের (জন্য) সেই প্রিয়তমের সঙ্গে রঙ্গে নিদ্রাবস্থায় বিদেশে গমন করিলাম (নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম প্রিয়তমের সঙ্গে বিদেশে সাক্ষাৎ হইয়াছে)।

৫। কান লাগি—কানে লাগিয়া, কানে কানে। কহিহি—কহিস্।

৬। জানসি—জানিস্।

৫-৬। ভ্রমর, কানাইর কানে কানে কহিস্, তুই অহর্নিশি আমার দুঃখ জানিস্।

৭। এতবা—অথবা। বোলি—কহিয়া, জানাইয়া। সেবা—নিবেদন।

৮। তিরথ—তীর্থ। দেবা—দিবে।

৭-৮। অথবা আমার নিবেদন জানাইয়া কাহ্নবি, তীর্থ জানিয়া (দেখিয়া) জলাঞ্জলি দিবে (আমার মৃত্যু হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া জলে তর্পণ করিবে)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৬৪৯

(রাধার উক্তি)

নউমি দসা দেখি গেলাহে নড়াএ।
দসমি দসা উপগতি ভেলি আএ ॥ ২ ।

হুহি অরজল অপজস অপকার
হমে জিবে অঙ্গিরল জম বনিজার ॥ ৪।
আবে সুখে কহ্নাই করথু বিদেস।
সুমরি জলাঞ্জলি দিহুথি সন্দেস ॥ ৬।
বহ মলয়ানিল ঝর মকরন্দ।
উগও সহস দস দারুন চন্দ ॥ ৮।
করও কমল বন কেলি ভমরা।
আবে কী ভল মন্দ হোএত হমরা ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নিরদয় কন্ত।
এহি সোঁ ভল বরু জীবক অন্ত ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। নউমি দশা—বিরহের নবমী দশা, মূর্চ্ছা। নড়াএ—ফেলিয়া।

২। উপগতি—উপগত, আগত।

১-২। (আমাকে) মূর্চ্ছিত দেখিয়া ফেলিয়া গেল, মৃত্যু (বিরহের দশম দশা) আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩। হুহি—সে। অরজল—অর্জ্জন করিল।

৪। জিবে—জীবন। অঙ্গিরল—অঙ্গীকার করিল। বনিজার—বণিক, সদাগর।

৩-৪। সে অপযশ ও অপকার অর্জ্জন করিল, যমরূপী বণিক আমার জীবন অঙ্গীকার করিল (গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল)।

৫-৬। এখন কানাই সুখে বিদেশে (বাস) করুক, স্মরণ হইলে (আমাকে মনে পড়লে) জলাঞ্জলি রূপ সংবাদ দিবে (মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যেরূপ জলাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করে সেইরূপ যেন মাধব আমাকে স্মরণ হইলে করে)।

৭-৮। মলয়ানিল বহুক, মকরন্দ ঝরুক, দশ সহস্র চন্দ্র উদিত হউক।

৯-১০। কমলবনে ভ্রমর কেলি করুক, এখন আমার কি ভাল মন্দ হইবে (তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি)?

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে কান্ত নির্দ্দয় ইহার অপেক্ষা বরং জীবনের অন্ত (মরণ) ভাল।

৬৫০

(রাধার উক্তি)

কমল শুখায়ল ভমর নই আব।
পথিক পিয়াসল পানি ন পাব ॥ ২।
দিন দিন সরোবর হোই অগারি।
অবহু নই বরিষই মহী ভর বারি ॥ ৪।
যদি তোহেঁ বরিষব সময় উপেখি।
কী ফল পাওব দিবস দিপ লেখি ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি অসময় বানী।
মুরুছল জীবয় চুরু এক পানী ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। নই—না। আব—আসে।

২। পিয়াসল—পিপাসিত। পাব—পায়।

১-২। কমল শুকাইল ভ্রমর আসে না, পথিক পিপাসিত, জল পায় না।

৩। অগারি—অগভীর, অল্প জল।

৪। অবহু—এখনও। বরিষই—বর্ষণ করে। মহী ভর—পৃথিবী ভরিয়া।

৩-৪। দিন দিন সরোবর স্বল্পজল হইল, এখনও পৃথিবীপূর্ণ করিয়া বারি বর্ষণ হয় না।

৫। বরিষব—বর্ষণ করিবে। উপেখি—উপেক্ষা করিয়া।

৬। লেখি—লেখি, জ্বালিয়া।

৫-৬। তুমি যদি সময় উপেক্ষা করিয়া (অতীত হইলে) বর্ষণ করিবে, দিবসে দীপ জ্বালিয়া কি ফল পাইবে?

৮। মুরুছল—মূর্চ্ছিত ব্যক্তি। জীবয়—বাঁচে। চুরু—অঞ্জলি।

৭-৮। বিদ্যাপতি অসময়ের (মন্দ সময়ের) কথা

কহিতেছে, মূর্চ্ছিত ব্যক্তি এক অঞ্জলি জলে (পান করিলে) জীবন প্রাপ্ত হয়।

৬৫১

(সখীতে সখীতে কথা)

কুসুমে রচল সেজ মলয়জ পঙ্কজ।
পেয়সি সুমুখি সমাজে।
কত মধু মাস বিলাসে গমাওল
অব পর কহইতে লাজে ॥ ২।
সখি হে দিন জনু কাহু অবগাহে।
সুরতরু তর সুখে জনম গমাওল
ধথুরা তর নিরবাহে ॥ ৪।
দখিন পবন সউরভ উপভোগল
পিউল অমিয় রস সারে।
কোকিল কলরব উপবন পূরল
তহ্নি কত কয়ল বিকারে ॥ ৬।
পাতহি সঞো ফুল ভমরে অগোরল
তরুতব লেলহ্নি বাসে।
সে ফল কাটি কীটে উপভোগল
ভমরা ভেল উদাসে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি কলিজুগ পরিনতি
চিন্তা:জনু কর কোই।
অপন করম অপনে পএ ভুঞ্জিয়
জঞো জনমান্তর হোই ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

ভীমপলাশী অভিরাণি ছন্দ। ২৬ হইতে ২৯ মাত্রা। প্রত্যন্তর ১২ মাত্রা অথবা ১৩।

১। সেজ—শয্যা। পেয়সি—প্রেয়সী।

২। গমাওল—যাপন করিল। কহইতে—কহিতে।

১-২। কুসুমে শয্যা রচনা করিত, চন্দন পদ্মে শোভিত হইয়া) সুমুখী (মাধবের) নিকটে প্রেয়সী (হইত) কত মধু (চৈত্র) মাস বিলাসে কাটাইল, এখন পরকে কহিতে লজ্জা হয়।

৩। কাহু—কাহাকেও। অবগাহে—জানে, জানিতে হয়।

৪। সুরতরু—কল্পতরু। নিরবাহে—নির্ব্বাহ করিতে হয়।

৩-৪। হে সখি, (এমন) দিন (যেন) কাহাকেও না জানিতে হয়, কল্পতরু তলে সুখে জন্ম কাটাইল (এখন) ধুতুরা বৃক্ষ তলে নির্ব্বাহ (কাল যাপন) করিতে হইতেছে।

৫। উপভোগল—উপভোগ করিল। পিউল—পান করিল।

৬। তহ্নি—তিনি, সে।

৫-৬। দক্ষিণ পবন সৌরভ উপভোগ করিল, অমৃত রসসার পান করিল, কোকিল কলরবে উপবন পূর্ণ হইল, সে কত বিকার করিল (রাধাকে যাতনা দিল)।

৭। পাতহি—পড়িতেই, আরম্ভ হইতেই। লেলহ্নি—লইলেন, লইল।

৭-৮। ফুল হইতেই (কৈশোর হইতেই) ভ্রমর আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল; সে ফল কাটিয়া কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, কলিযুগের পরিণাম, কোন চিন্তা করিও না, জন্মান্তরে (কৃত) আপনার কর্ম্ম আপনি ভোগ করে।

৬৫২

(রাধার উক্তি)

সরসিজে বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কী সরসিজ বিনু সূরে।
জৌবন বিনু তন তনু বিনু জৌবন
কী জৌবন পিয় দূরে ॥ ২।

সখি হে মোর বড় দৈব বিরোধী।
মদন বেদন বড় পিয়া মোর বোল ছড়
অবহুঁ দেহে পরবোধী ॥ ৪।
চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ
শুনি বিরহিনী কইসে জীবই ॥ ৬।
সিনেহ অছল জত হম ভেল ন টুটত
বড় বোল জত সবেই থীরে।
অইসন কএ বোল দহু নিঅ সীম তেজি কহু
উছলু পয়োনিধি নীরে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে কমলমুখি
গুনগাহক পিয় তোরা।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
সহজে একো নহি ভোরা ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১-২। পদ্ম বিনা সরোবর, সরোবর বিনা পদ্ম, কিম্বা পদ্ম সূর্য্য বিনা (শোভা পায় না;) যৌবন শূন্য দেহ, দেহ শূন্য যৌবন অথবা প্রিয়তম দূরে থাকিলে যৌবন (শোভা পায় না)।

৩। দৈব—বিধাতা।

৪। বোল—কথা। ছড়—ছাড়িল। দেহে—দিতেছিস্। পরবোধী—প্রবোধ।

৩-৪। সখি, বিধাতা আমার প্রতি বড় বিরুদ্ধ (বিমুখ)। মদন বড় বেদনা দিতেছে, আমার প্রিয়তম কথা ছাড়িল (আসিব বলিয়া আর আসিল না,) এখনও (আমাকে) প্রবোধ দিতেছিস্?

৫। নীরসি—নীরস করিয়া, রস নিঃশেষ করিয়া। মাজরি—মঞ্জরী।

৫-৬। চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, কুসুমে কুসুমে রমিতেছে, মঞ্জরীর (মধু) নিঃশেষ করিয়া পান করিতেছে। ধীর পবন বহিতেছে, পিক কুহু কুহু কহিতেছে, শুনিয়া বিরহিণী কেমন করিয়া বাঁচিবে?

৭। অছল—আছিল। হম ভেল—আমার (মনে) হইল, আমার ধারণা ছিল। থীরে—স্থির।

৮। বোলদহু—বলে। কহু—কভু।

৭-৮। যত (যেরূপ) প্রেম ছিল, আমার ধারণা ছিল ভাঙ্গিবে না (প্রেমের হ্রাস হইবে না), বড় (মহৎ ব্যক্তি) যাহা বলে সকল স্থির (কথন বাক্য লঙ্ঘন হয় না)। এমন কে বলে (এমন কথা কেহ বলে না) সমুদ্রের জল নিজ সীমা ত্যাগ করিয়া কথন উদ্বেলিত হয়?

৯। গুণগাহক—গুণগ্রাহক।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে কমলমুখি, তোর প্রিয়তম গুণগ্রাহক। রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ স্বভাবতঃ একটীও ভুলেন না।

৬৫৩

(রাধার উক্তি)

কুন্দ কুসুম ভরি সেজ সোহাওন
চান্দ ইজোরিএ রাতি।
তিলা এক সুপহু সমাগম পাওল
মাস বরখ ভেল সাতি ॥ ২।
হরি হরি পুনু কইসে পলটি মধুরপুর জাএব
পুনু কইসে ভেটব মুরারি।
চিন্তা জাল পড়লি হরিনী সনি
কি করব বিরহিনি নারী ॥ ৪।
এক ভমর ভমি বহুল কুসুম রমি
কতহু ন কেও কর বাধ।
বহুবল্লভ সঞো সিনেহ বঢ়াওল
পড়ল হমর অপরাধ ॥ ৬।
দিবসে দিবসে বেআধক অধিকাএল
দারুণ ভেল পচবান।

আওর বরখ কত আসে গমাওব
সংসঅ পরল পরান ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মন চিন্তা করু ত্যাগ।
অচির মিলত হরি রহু ধৈরজ ধরি
সুদিনে পলটত ভাগ ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

পহড়িয়ামলারী ছন্দ। ২৪ হইতে ২৮ মাত্রা।

১। সোহাওন—শোভন। ইজোরিএ—উজ্জ্বল।

২। তিলা—তিল। সুপহু—সুপ্রভু। সাতি শান্তি।

১-২। কুন্দ কুসুমে পূর্ণ শয্যা সুশোভিত, চন্দ্র কিরণে রাত্রি উজ্জ্বল। এক তিলের জন্য সুপ্রভুর সমাগম পাইলাম, মাষ বর্ষ (ব্যাপিয়া) শান্তি হইল।

৩। হরি হরি—হায় হায়। মধুরপুর—মথুরা-পুর। ভেটত—মিলিবে।

৪। সনি—তুল্য।

৩-৪। হায় হায়, আবার কিরূপে মথুরাপুরে ফিরিয়া যাইব, কেমন করিয়া আবার মুরারি মিলিবে? হরিণীর ন্যায় চিন্তাজালে পড়িলাম, বিরহিণী নারী কি করিবে?

৫। কতহু—কোথাও। কেও—কেহ। বাধ—রোধ।

৬। বহুবল্লভ—বহু নারীর বল্লভ। বঢ়াওল—বাড়াইলাম।

৫-৬। এক ভ্রমর ভ্রমণ করিয়া বহু কুসুমে রমণ করে, কোথাও কেহ বাধা করে না (কেহ তাহাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে না)। বহু বল্লভের (মাধবের) সহিত স্নেহ বাড়াইলাম আমার অপরাধ পড়িল (হইল)।

৭। বেআধক—ব্যাধের। অধিকাএল—অধিক হইল, বাড়িল।

৮। আওর—আরও।

৭-৮। দিনে দিনে পঞ্চবাণ (মদন) ব্যাধের অধিক দারুণ হইল; আরও কত বর্ষ আশায় কাটিবে, প্রাণ সংশয়ে পড়িল।

১০। পলটত—পালটাইবে, ফিরিবে। ভাগ—ভাগ্য।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মন হইতে চিন্তা ত্যাগ কর, হরি শীঘ্র মিলিবে ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সুদিনে কপাল ফিরিবে।

৬৫৪

(রাধার উক্তি)

সখিহে কতহু ন দেখিঅ মধাই
কাঁপ শরীর থীর নহি মানস
অবধি নিঅর ভেল আই ॥ ২।
মাধব মাস তীথি ভউ মাধব
অবধি কইএ পিআ গেলা।
কুচ যুগ সম্ভু পরসি করে বোললহ্নি
তেঁ পরতিতি মোহি ভেলা ॥ ৪।
মৃগমদ চানন পরিমল কুঙ্কুম
কে বোল সীতল চন্দা।
পিআ বিসলেখে অনল জঞো বরিসএ
বিপতি চিহ্নিয় ভল মন্দা ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
চিতে জনু ঝাঁখহ আজে।
পিঅ বিসলেস কলেস মেটাএত
বালস বিলসি সমাজে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। কতহু—কোথাও।

২। নিঅর—নিকট। আই—আজি।

১-২। হে সখি, মাধবকে কোথাও দেখিতে পাই না। শরীর কাঁপিতেছে, মানস স্থির নয়, অবধি (মাধবের ফিরিবার দিন) আজ নিকট হইল।

৩। ভউ—হইল।

৪। বোললহ্নি—বলিলেন। পরতিতি—।

৩-৪ ; বৈশাখ (মাধব) মাসে শুক্ল একাদশী (মাধব তিথি) ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট সময় (অবধি) নিরূপণ করিয়া প্রিয়তম গমন করিলেন। (আমার) কুচযুগশম্ভু স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তাহাতে আমার প্রতীতি হইল।

৬। বিসলেখ—বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ। চিহ্নিয়—চিনি।

৫-৬। মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুম, (পুষ্প) পরিমলে (কোন উপকার হয় না), চন্দ্রকে কে শীতল বলে ? প্রিয়তমের বিচ্ছেদে (চন্দ্র) যেন অনল বর্ষণ করিতেছে, বিপত্তি কালে ভাল মন্দ চিনিতে পারি।

৭। ঝাঁখহ—শোক কর।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, আজ মনে শোক করিও না, প্রিয়তমের বিরহ ক্লেশ মিটিবে, বল্লভের সহিত বিলাস করিবে।

নেপালের পুঁথিতে ভণিতা অন্যরূপ—

ভনই বিদ্যাপতি অরেরে কলামতি
অবধি সমাপল আজা।
লখিমা দেবিপতি পুরিহ মনোরথ
আবিহ শিবসিংহ রাজা॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে কলামতি, আজ অবধি সমাপ্ত হইল। লখিমা দেবীপতি শিবসিংহ রাজা আসিতেছেন, তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন (তোমার প্রিয়তমকে আনিয়া দিবেন)।

৬৫৫

(রাধার উক্তি)

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥ ২।
সাজনি রচহ সেহে উপাএ।
মধু মাস জএো মাধব আবএ
বিরহ বেদন জাএ॥ ৪।
অছল অঙ্গজ ভেল অনঙ্গজ
ধনু রিবাড়ল হাথ।
নাহ নিরদয় তেজি পড়াএল
ওড়ল হমর মাথ॥ ৬।
এক বেরি হরে ভসম কএলাহে
দুসহ লোচন আগী।
পুনু অহির কুল জনম লেলহ
বিরহি বধএ লাগি॥ ৮।
জক্রো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা
বাঁধি মেলওঁ অন্ধ কূপ।
জাহেরিঁ নাহ বিচখন নাহী
তাকেঁ কাঁ দিয় রূপ॥ ১০।
আনকই রূপ হিত পএ করএ
হমর ই ভেল কাল।
দিনে দিনে দুখ সহএ ন পারএো
পড়এ অধিক ভার॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি ও কীর্ত্তনানন্দ।

১। সাহর—সহকার। মজর—মুঞ্জরিত গুঞ্জর—গুঞ্জন করে। গাব—গায়।

২। কন্ত—কান্ত। আব—আসে।

১-২। সহকার মুঞ্জরিত হইল, ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে। দক্ষিণ পবনে বিরহ বেদন (বাড়িতেছে), নিষ্ঠুর কান্ত আসে না।

৩। রচহ—রচনা কর, বল।

৩-৪। সজনি, এমন উপায় কর, যাহাতে মধু (চৈত্র) মাসে মাধব আসে, বিরহ বেদন যায়।

৫। অছল—আছিল। অঙ্গজ—অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। অনঙ্গজ—দেহশূন্য। রিবাড়ল—পশ্চাদ্ধাবিত হইল, তাড়া করিল।

পড়াএল—পলাইল। ওড়ল—দেখাইয়া দিল, ধরাইয়া দিল।

৫-৬। (কাম) অঙ্গজ ছিল, অঙ্গশূন্য (আকার শূন্য) হইল, হস্তে ধনু লইয়া (আমার) পশ্চাদ্ধাবিত হইল, নির্দ্দয় নাথ (আমাকে) ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল (ও কামকে) আমার মাথা দেখাইয়া দিল (সে স্বয়ং পলায়ন করিল ও আমাকে ধরাইয়া দিল)।

৭। বেরা—বেলা, বার। আগী—অগ্নি।

৮। অহির—আভীর, গোপ।

৭-৮। একবার হর দুঃসহ লোচনাগ্নি (দ্বারা) ভস্ম করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার বিরহীকে বধ করিবার জন্য গোপকুলে জন্ম লইয়াছে।

৯। মেলওঁ—নিক্ষেপ করি।

১০। জাহেরি—যাহার। কাঁ—কেন।

৯-১০। ওরে বিধাতা, যদি তোকে পাই, বাঁধিয়া অন্ধকূপে নিক্ষেপ করি, যাহার নাথ বিচক্ষণ নয় তাহাকে রূপ দিস্ কেন?

১১। আনক—অন্যের।

১১-১২। অন্যের পক্ষে রূপ মঙ্গল করে (কিন্তু) ইহা আমার কাল হইল, দিন দিন দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, অধিক ভার হইল।

৬৫৬

(রাধার উক্তি)

প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে।
মন কর প্রান ধরিঅ তসু আগে॥ ২।
আব দিনে দিনে ভেল পেম পুরানে।
ভুগুতল কুসুম সুরভি কর আনে॥ ৪।
হরিকে কহব সখি হমরি বিনতী।
বিসরি ন হলবিএ পুরুব পিরিতী॥ ৬।
রভস সমঅ পিআ জত কহি গেলা।
অধরাহু আধ সেহও দুর ভেলা॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি এহো রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেই রমানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। নব অনুরাগ প্রথম উৎপন্ন হইতে তোমার (মাধবের) মনে হইত যে তাহার (রাধার) সম্মুখে প্রাণ ধর (রাখ) (যে কথা মাধবকে বলিতে হইবে রাধা তাহা দূতীকে শিখাইয়া দিতেছেন)।

৪। ভুগুতল—ভুক্ত।

৩-৪। এখন দিন দিন প্রেম পুরাতন হইল, উপভুক্ত কুসুমে (আর মন উঠে না), অপর (কুসুমের) সুরভি (গ্রহণ) কর।

৬। হলবিএ—যাইবে।

৫-৬। সখি, হরিকে আমার মিনতি কহিবে, পূর্ব্বপ্রীতি ভুলিয়া না যায়।

৭-৮। আনন্দের সময় প্রিয়তম যত কহিয়া গেলেন, তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক ও দূর হইল (কিছুই পূর্ণ হইল না)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা দেবির বল্লভ রায় শিবসিংহ এই রস জানেন।

৬৫৭

(রাধার উক্তি)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে ই তনু জর জর
কুশল শুনইত সন্দেশ রে॥ ২।
হমারি নাগর তথায় বিভোর
কেহন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পায় নাগর সুখী ভেল
হমারি হিয়া দয় শেল রে॥ ৪।
শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হু গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডাররে ॥ ৬।
সীথার সিন্দূর পোছি কর দূর।
পিয়া বিনু সবহি নৈরাশ রে।
ভনয় বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥ ৮।

১। কহত কহত—কহিতে কহিতে। বোলত বোলত—বলিতে বলিতে।

২। কুশল শুনিতে সন্দেশ—কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য।

১-২। সখি কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য, আমার প্রিয় কোন দেশে (এই কথা) কহিতে কহিতে বলিতে বলিতে (বার বার জিজ্ঞাসা করিতে) মদনশরানলে এ তনু জর জর (হইল)।

৫। তোড়হ—ভাঙ্গিয়া ফেল।

৬। শিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশবিন্যাস। ডার—ফেলিয়া দাও।

৬৫৮

(রাধার উক্তি)

হম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা ॥ ২।
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥ ৪।
ভনয় বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হম চলি যাই ॥ ৬।

১। আমার (তুল্য) দ্বিতীয় অভাগিনী হয় নাই।

৪। এই পদের পর আর দুইটী চরণ আছে—
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥
তাবা আদৌ বিদ্যাপতির নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

৬৫৯

(রাধার উক্তি)

কি পুছসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরান ॥ ২।
তেজলুঁ গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥ ৪
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥ ৬।
হম অবলা মতিবামা।
ন গণলুঁ ইহ পরিণামা ॥ ৮।
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ ॥ ১০।
কবি বিদ্যাপতি ভান।
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ১২।

১। নিদান—শেষ, চরম অবস্থা। আমার (যাতনার) চরমাবস্থা কি বলিব?

২। দহই—দগ্ধ হয়।

৩-৪। গুরুকুলের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম, দুই কুল কলঙ্কে পূরিল।

৫। দারুণ—কঠোর, অপ্রসন্ন।

৭। বামা—বাম। মতি বামা—বিপরীত বুদ্ধি, বুদ্ধিহীন।

৮। এই পরিণাম গণনা করি নাই (শেষে যে এমন হইবে তাহা বুঝি নাই)।

৯-১০। ইহাতে কি অনুযোগ করিব (কাহার দোষ দিব)? আপনার কর্ম্মের (কপালের) দোষ।

১২। কানাইকে শীঘ্র মিলাইব (তোমার নিকট তাহাকে শীঘ্র লইয়া আসিব)।

৬৬০

(রাধার উক্তি)

হিম হিমকর কর তাপে তপায়ল
ভৈ গেল কাল বসন্ত।

কান্ত কাক মুখে নহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ॥ ২ ।
জানলু রে সখি কিয়ে মোর কুদিবস ভেল ।
কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেলরে
পলটি দিঠি নহি দেল ॥ ৪ ।
এত দিন তনু মোর সাধে সাধাওল
বুঝলোঁ অবহু নিদান ।
অবধিক আশ ভেল সব কহিনী ।
কত সহ পাপ পরাণ ॥ ৬ ।
বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ৮ ।

১। চন্দ্রকিরণ শীতল (কিন্তু আমি) উত্তাপে দগ্ধ হইলাম ; বসন্ত কাল হইল।

২। সম্বাদই—সম্বাদ লয়। দুরন্ত মদন কি করিতেছে (আমায় কত যন্ত্রণা দিতেছে) কান্ত কাকের মুখেও সে সম্বাদ লন না।

৪। কি ক্ষণে বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইল, (আর) ফিরিয়া চাহিল না।

৫। এত দিন আমার তনু সাধে সাধিলাম (যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলাম,) এখন বুঝিলাম শেষ (এইবার দেহান্ত হইবে)।

৬। অবধির আশা (নির্দ্দিষ্ট সময় তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আবার দেখিতে যাইব, আবার পূর্ব্বের সেই সকল সুখ ফিরিয়া আসিবে সেই সকল আশা) সমস্ত কাহিনী (কথা মাত্র) হইল, পাপ প্রাণ (আর) কত সহিবে ?

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, মাধব নিষ্ঠুর, দুঃখ কাহাকে বুঝাইব? প্রিয়তমের দারুণ বিচ্ছেদ (বিরহ) সাগরানলের অপেক্ষা অধিক দহনকর (জলে অগ্নি যেমন কোনরূপে নির্ব্বাপিত হয় না সেইরূপ এই ভগ্ন আশার যন্ত্রণাও কোন মতে শমিত হইবে না)।

৬৬১

(রাধার উক্তি)

সুরতরুতল যব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি ।
দিনকর দিন ফলে শীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি ॥ ২ ।
সজনি অব নহি বুঝিয়ে বিচার ।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল
রহল জনম দুখ ভার ॥ ৪ ।
জনমে জনমে হরগৌরি অরাধলোঁ
শিব ভেল শকতি বিভোর ।
কাম ধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ
ন পূরল মনোরথ মোর ॥ ৬ ।
অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ
সংশয় পড়ল পরাণ ।
বিহি বিপরীত কিয়ে ভেল
ঐসন বিদ্যাপতি পরমাণ ॥ ৮ ।

পদামৃত সমুদ্র।

১। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।

২। দিন ফলে—কিরণের উত্তাপে। বারল—নিবারণ করিল। কথি লাগি—কিসের জন্য।

৩। অব—এখন।

৪। ধনকা আরতি—ধনের প্রার্থনা। জনম—আজন্ম।

৫। আরাধলোঁ—আরাধনা করিলাম। শিব ভেল শকতি বিভোর—শিব শক্তিতে বিভোর রহিলেন (আমার আরাধনায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না)।

৬। কৌতুক—আনন্দ। পূজলোঁ—পূজা করিলাম। মনোরথ থোর—অল্প (সামান্য) মনোরথ।

৭। সিনায়লোঁ—স্নান করিলাম।

৮। বিদ্যাপতি প্রমাণ (সত্য) কহিতেছে, বিধি এমন বিপরীত কেন হইল।

৬৬২

(রাধার উক্তি)

মধুপুর মোহন গেল রে
মোরা বিহরত ছাতি।
গোপী সকল বিসরলনি রে
যত ছিল অহিবাতী ॥ ২ ।
শুতলি ছল হুঁ অপন গৃহ রে
নিন্দই গেলউ সপনাই।
করসোঁ ছুটল পরশমণি রে
কোন গেল অপনাই ॥ ৪ ।
কত কহবো কত সুমিরব রে
হম ভরিয় গরাণী।
আনক ধন সোঁ ধনবন্তী রে
কুবজা ভেলি রাণী ॥ ৬ ।
গোকুল চান চকোরল রে
চোরী গেল চন্দা।
বিছুড়ি চললি দুহু জোড়ী রে
জীব দই গেল ধন্ধা ॥ ৮ ।
কাক ভাষ নিজ ভাষহ রে
পহু আওত মোরা।
ক্ষীরি খাড় ভোজন দেব রে
ভরি কনক কটোরা ॥ ১০ ।
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল রে
ধৈরজ ধর নারী।
গোকুল হোয়ত শোহাওন রে
ফেরি মিলত মুরারি ॥ ১২ ।

মিথিলার পদ।

১। বিহরত—বাহিরায়, বিদীর্ণ হইতেছে। ছাতি—বক্ষ, হৃদয়।

২। বিসরলনি—বিস্মৃত হইলেন। অহিবাতী—প্রিয়া, সোহাগিনী।

১-২। মোহন মধুপুরে গেল, আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। যে সকল গোপী (তাঁহার) সোহাগিনী ছিল (তাহাদিগকে) বিস্মৃত হইলেন।

৩। ছলহুঁ—ছিলাম। নিন্দই—নিদ্রিত হইয়া। গেলউ—গেলাম। সপনাই—স্বপ্ন দেখা।

৪। ছুটল—ছুটিয়া গেল, বাহির হইয়া গেল। অপনাই—আপনার করিয়া, পরের ধন চুরী করিয়া আপনার করিয়া লওয়া।

৩-৪। আপনার ঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। (নিদ্রিত অবস্থায় মুষ্টি শিথিল হওয়াতে) হস্ত হইতে পরশমণি ছাড়িয়া গেল, কে (চুরী করিয়া) আপনার করিয়া লইল।

৫। সুমিরব—স্মরণ করিব। ভরিয়—ভরিয়া যাই, পূর্ণ হই। গরাণী—ঘৃণা, লজ্জা।

৬। আনক—অপরের। ধনবন্তী—ধনবতী।

৫-৬। কত কহিব, কত স্মরণ করিব, আমি ঘৃণায় পূর্ণ হইতেছি, অপরের ধনে ধনবতী (হইয়া) কুব্জা রাণী হইল।

৭। চকোরল—চকোর হইল।

৮। বিছুড়ি—পৃথক করিয়া। জোড়, যুগল। দুহু জোড়া—দুইয়ে মিলিত হইয়া জোড়া। জীব—জীবনে। দই—দিয়া। ধন্ধা—ধন্ধ, সংশয়।

৭-৮। গোকুল চন্দ্র চকোর হইল, চন্দ্র চুরী গেল (গোকুলে মাধব চন্দ্র তুল্য ছিলেন, গোপীগণ চকোর তুল্য তাঁহার প্রেম সুধা প্রার্থী ছিল, মথুরায় তিনি চকোর তুল্য হইয়া কুব্জার প্রেমপ্রার্থী হইলেন;

কুব্জা চন্দ্র, তিনি চকোর। গোকুলচন্দ্রকে কুব্জা চুরী করিয়া লইল)। জোড়া (রাধা ও মাধব) বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিল (গেল)।

৯। ভাষ—কথা। ভাষহ—কহিতেছে।

১০। ক্ষীরি—ক্ষীর। খাড়—খাঁড়, গুড়ের সার অংশ।

৯-১০। কাক নিজের ভাষায় কহিতেছে (কাকের কথা সত্য হয়), আমার প্রভু আসিতেছে, (কাককে) সোনার বাটী ভরিয়া ক্ষীর খাঁড় ভোজন (করিতে) দিব।

প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম শুনাইতে উড়িয়া বসিল তায়॥
চণ্ডীদাস।

১২। শোয়াওন—শোভন, সুন্দর। ফেরি—ফিরিয়া, আবার।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (আমি এই) গাহিলাম, নারি, ধৈর্য্য ধর, গোকুল শোভন হইবে, মুরারিকে ফিরিয়া পাইবে।

৬৬৩

(রাধার উক্তি)

প্রথম সমাগম ভেল রে।
হঠন রয়নী বিতী গেল রে॥ ২।
নব তনু নব অনুরাগ রে।
বিনু পরিচয় রস মাগরে॥ ৪।
শৈশব পহু তেজি গেল রে।
যৌবন উপগত ভেল রে॥ ৬।
অব ন জীয়ব বিনু কন্তরে।
বিরহে জীব ভেল অন্ত রে॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুষ গুনক নিধান রে॥ ১০।

মিথিলার পদ।

২। হঠন—হঠতায়। বিতী—অতীত হইয়া, কাটিয়া।

১-২। (যখন) প্রথম সমাগম (মিলন) হইল, হঠতায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

৩-৪। নবীন তনু, নবীন অনুরাগ (আমার,) বিনা (স্বল্প) পরিচয়ে রস (কেলি) চায়।

৬। উপগত—উপনীত।

৫-৬। শৈশবে প্রভু ত্যাগ করিয়া গেল, যৌবন উপনীত হইল।

৭-৮। কান্তবিহনে আর বাঁচিব না, বিরহে জীবন অন্ত হইল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সুপুরুষ গুণ-নিধান।

৬৬৪

(রাধার উক্তি)

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল
বিসরল গোকুল নাম॥ ২।
হরি হরি কাহে কহব ইহ সম্বাদ।
সুমরি সুমরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয় কিএ সাধ॥ ৪।
পুরুব পিয়ারি নারি হম অছল
অব দরশনহু সন্দেহ।
ভমর ভমএ ভমি সবহু কুসুমে রমি
ন তেজয় কমলিনি নেহ॥ ৬।
আশ নিয়র করি জিউ কত রাখব
অবহি সে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর ধনি
মিলব তুরিতহি কান॥ ৮।

১। কবে ঘুচব বিহি বাম—বিধির প্রতিকূলতা কবে ঘুচিবে?

২। খোয়াওল—ক্ষয় করিলাম। বিসরল—ভুলিল।

৫। পিয়ারী—আদরিণী, সোহাগিনী।

৬। ভ্রমর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া, সকল কুসুম উপভোগ করে (কিন্তু) কমলিনীর স্নেহ ত্যাগ করে না।

৭। জিউ—জীবন। অবহি—এখনি। নিয়র—নিকট।

৬৬৫

(রাধার উক্তি)

সখি মোর পিয়া।
অবহুঁ ন আওল কুলিশ হিয়া ॥ ২।
নখর খোয়াওলুঁ দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধাওলুঁ পিয়া পথ পেখি ॥ ৪।
যব হম বালা পরিহরি গেলা।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই ন ভেলা ॥ ৬।
অব হম তরুণী বুঝল রস ভাষ।
হেন জন নহি মোর কহে পিয়া পাশ ॥ ৮।
আয়ব হেন করি মোর পিয়া গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥ ১০।
ভনহি বিদ্যাপতি শুন অব রাই।
কানু সমুঝাইতে অব চলি যাই ॥ ১২।

১-২। সখি, আমার প্রিয়তম কুলিশহৃদয়, এখনও আসিল না।

৩। খোয়ায়লুঁ—খোয়াইলাম।

৪। অন্ধাওলুঁ—অন্ধ করিলাম।

সখিরে মথুরা মণ্ডল পিয়া।
আসি আসি করি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আসে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥

চণ্ডী দাস।

৬। কি দোষ, কি গুণ বুঝিতে পারিলাম না।

৮। পদকল্পতরুতে এই পর্য্যন্ত আছে। ইহার পর যুক্ত ভণিতা—

বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন রীত ॥

সম্পূর্ণ পদ পদামৃত সমুদ্রে পাইয়াছি।

১০। এই চরণের পর দুই চরণ খাটি বাঙ্গালা—

মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥

এ বিদ্যাপতির ভাষা নয়, সম্ভবতঃ কীর্ত্তনের আখর।

৬৬৬

(রাধার উক্তি)

জৌবন রূপ অছল দিন চারি।
সে দেখি আদর কয়ল মুরারি ॥ ২।
আব ভেল ঝাল কুসুম সবে ছুছ।
বারি বিহুন সবকেও নহি পুছ ॥ ৪।
হমরি এ বিনতি কহব সখি রোয়।
সুপুরুষ বচন অফল নহি হোয় ॥ ৬।
জাবে রহই ধন অপনা হাথ।
তাবে সে আদর কর সঙ্গ সাথ ॥ ৮।
ধনীকক আদর সব তঁহ হোয়।
নিরধন বাপুর পুছয় ন কোয় ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি রাখব শীল।
জো জগ জীবিয় নবউ নিধি মিল ॥ ১২।

মিথিলার পদ।

১-২। চার দিন (কিছুদিন) রূপ যৌবন ছিল, তাহা দেখিয়া মুরারি আদর করিল।

৩। ঝাল—কটু, গন্ধশূন্য। ছুছ—ছুত (হিন্দী), অস্পৃশ্য।

৪। বিহুন—বিহনে। সবকেও—সকলে (কেহই)।

৩-৪। এখন কুসুম গন্ধশূন্য (ও) সকলের অস্পৃশ্য হইল, বারি বিহনে (শুষ্ক কুসুমকে) কেহই জিজ্ঞাসা করে না।

৫। বিনতি—মিনতি।

৬। অফল—নিষ্ফল।

৫-৬। সখি, রোদন করিয়া আমার (পক্ষ হইতে) মিনতি করিয়া কহিবে, সুপুরুষের বচন নিষ্ফল হয় না (সুপুরুষ অঙ্গীকৃত বাক্য পালন করে)।

৭। যাবই—যাবৎ, যতদিন।

৭-৮। যাবৎকাল ধন আপনার হাতে থাকে তাবৎকাল (অপর লোকে) নিকটে থাকিয়া আদর করে।

১০। বাপুর—বেচারা।

৯-১০। সকল হইতেই ধনীর আদর হয় (সকলেই ধনীর আদর করে), নির্ধন বেচারাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, যদি শীলতা রক্ষা কর (তাহা হইলে) জীবিত রহিলে জগতে নূতন নিধি মিলিবে।

৬৬৭

(রাধার উক্তি)

পহিল পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল
তিল এক ন ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেমপাশে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ॥ ২।
সখি হম জীয়ব কথি লাগি।
যে বিনু তিলু এক রহই ন পারিয়
সে ভেল পর অনুরাগি॥ ৪।

অঙ্গুলক অঙ্গুটী সে ভেল বহুটী
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই ন পার॥ ৬।

১। প্রথমে প্রিয়তম আমার মুখে মুখ দেখিল (আমার চক্ষের তারায় নিজ মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিত) এক তিলও আমার অঙ্গ ছাড়িত না।

৩। কথি লাগি—কিসের জন্য।

৫। অঙ্গুলের আঙ্গটী বাহুটী হইল (শীর্ণতার চিহ্ন।)

৬। পদকল্পতরুতে 'বিদ্যাপতি' নাই, পাঠ এইরূপ—

মনমথ বাণহি অন্তর জর জর
দুখ সহই না পারিয়ে আর॥

তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত উক্তি রাধার।

৬৬৮

(রাধার উক্তি)

কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি ভেল॥ ২
ভেল প্রভাত কহত সবহি।
কহ কহ সজনি কালি কবহি॥ ৪।
কালি কালি করি তেজল আশ।
কন্ত নিতান্ত ন মিলল পাশ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর রমণীগণ রাখল বারি॥ ৮।

১-২। কালিকার সীমা করিয়া প্রিয় গেল (বলিয়া গেল কল্য আসিব,) কল্য লিখিতে দেয়াল (ভীত—ভিত্তি) ভরিয়া গেল। গৃহ প্রাচীরে নিত্য লিখিয়া রাখি কল্য, অর্থাৎ কল্য আসিবে; এখন লিখিতে লিখিতে দেয়াল ভরিয়া গেল, বহুসংখ্যক কল্য অতীত হইয়া গেল।

৩। পুছই (পুছিয়ে)—জিজ্ঞাসা করি।

৩-৪। (প্রতি দিন) প্রভাত হইলে সকলকে (সকল সখীদিগকে) জিজ্ঞাসা করি, হে সখি, কাল কবে, বল বল।

৮। মথুরাপুরের রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিল (তাহারা আসিতে দিল না।) পাঠান্তর— ধৈরজ কর চিতে মিলব মুরারি।

৬৬৯

(রাধার উক্তি)

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
  ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় জৈসে যামিনী
  সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা ॥ ২ ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মধাই
  অবধি রহল বিসরাই ॥ ৪।
কে জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
  মাধব মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
  বিঘটিত বিহি নিরমান ॥ ৬।
পাপ পরাণ আন নহি জানত
  কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
  গোবিন্দ দাস রস পূর ॥ ৮।

পদামৃত সমুদ্র।

১। জাত—জন্মিতেই। আত—রৌদ্রদগ্ধ। যুগল পলাশা—পলাশ, অঙ্কুরোদ্গমে প্রথম কোমল পত্রদ্বয়।

২। লব—কণা।

৪। অবধি—সীমা, ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়। বিসরাই—ভুলিয়া।

৫। বঞ্চব—বঞ্চনা করিবে। সুজান—সুজন।

৬। কানুর পিরীতি অনুভব করিয়া অনুমান করিতেছি বিধি দুর্ঘটনা নির্ম্মাণ (করিয়াছেন)।

৭। আন নহি জানত—অপর (কাহাকেও) জানে না। ঝুর—শোকে কাতর, অশ্রু মোচন।

৬৭০

(রাধার উক্তি)

মোহি তেজি পিয়া মোর গেলহ বিদেস।
কোন পরি খেপব বারি বএস ॥ ২।
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥ ৪।
সুমরি সুমরি চিত নহি রহ থির।
মদন দহন তন দগধ শরীর ॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

২। কোন পরি—কেমন করিয়া। খেপব—ক্ষেপণ করিব, কাটাইব। বারি—বালী, বালা, কিশোরী। বএস—বয়স।

১-২। আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয় বিদেশে গেলেন ; (আমার এই) অল্প বয়স কেমন করিয়া কাটাইব (এই অল্প বয়সে বিরহিণী হইলাম, কেমন করিয়া কাল কাটাইব) ?

৩-৪। পরিমল শয্যা হইল, ফুল বাসগৃহ হইল, কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল ? (এই চরণ দুইটী পরবর্ত্তী পদেও আছে)।

৫। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৫-৬। স্মরণ করিয়া করিয়া চিত্ত স্থির থাকে না, মদন তনু দহন করে, শরীর দগ্ধ হয়।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, রামের জয় হউক ! (জয় রাম) দৈব বাম হইলে নাথ (তোমার প্রিয়তম) কি করিবে ? (এই ভণিতায় আধুনিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ সংশয় হয়)।

৬৭১

(রূপক)

সাঁঝহি নিঅ মুখপ্রেম পিয়াই।
কমলিনি ভমরী রাখল ছিপাই ॥ ২।
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে।
কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে ॥ ৪।
ভমি ভমি ভমরী বালভু নিজ খোজে।
মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে ॥ ৬।
নই ফুল কহেস নই উগই ন সূরে।
সিনেহো নহি যায় জীব সৌ মোরে ॥ ৮।
কেও নহি কহে সখি বালমু বাতে।
রইন সমাগম ভই গেল প্রাতে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুনিয়ে ভমরী।
বালভু অছি তোর অপনহি নগরী ॥ ২।

মিথিলার পদ।

১। সাঁঝহি—সন্ধ্যাকালেই। নিঅ মুখপ্রেম—নিজের মুখের মধু। পিয়াই—পান করাইয়া।

২। ভমরা—ভ্রমর। রাখল—রাখিল। ছিপাই—লুকাইয়া।

১-২। কমলিনী ভ্রমরকে আপনার মুখের মধু পান করাইয়া সন্ধ্যাকালেই (তাহাকে) লুকাইয়া রাখিল।

৩। বাসে—বাসগৃহ।

৪। কতয়—কোথায়। পরল—পড়িল। উপাসে—উপবাস।

৫। বালভু—বল্লভ, পতি; আধুনিক হিন্দী ভাষায় বালম ও বালমু শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

পিবি—পান করিয়া। শুতল—শুইল। সরোজে—সরোজের মধ্যে।

তৃতীয় ও ষষ্ঠ পংক্তি একত্রে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তি একত্রে পাঠ করিলে অন্বয় ও অর্থ সুগম হইবে।

৩-৬। পরিমল শয্যা হইল, ফুল বাসগৃহ হইল; মধুকর মধু পান করিয়া কমলের মধ্যে শয়ন করিল।

৪-৫। ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আপনার পতি অন্বেষণ করে, (এবং বলে) কোথায় আমার ভ্রমর উপবাস পড়িল (উপবাসী রহিল)।

৭। উগই—উদিত হয়। সূরে—সূর্য্য।

৮। সিনেহো—স্নেহেও (অর্থাৎ বিচ্ছেদে)। জীব—জীবন। সো—সে (কবি প্রয়োগ—জীব সে)।

৭-৮। ফুল সে কহে না (ভ্রমর কোথায় আছে বলিয়া দেয় না), সূর্য্যও উদয় হয় না। (সূর্য্য উদয় হইলে কমলিনী বিকশিত হইবে, সুতরাং ভ্রমরকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না)। স্নেহেও (বিচ্ছেদেও) আমার প্রাণ যায় না।

৯। বাতে—কথা, সম্বাদ।

১০। রইন—রজনী।

৯-১০। সখি, (আমার) পতির কথা (সম্বাদ) কেহ বলে না; রজনীতে সমাগম (হইবে), প্রভাত হইয়া গেল। (কোথায় নিশাকালে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, এদিকে প্রভাত হইয়া গেল তথাপি তাঁহার দেখা নাই)।

১১। শুনিয়ে—শুন।

১২। অছি—আছে। অপনহি—আপনারই।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ভ্রমরি, তোর পতি নিজেরই নগরীতে আছে।

এই রূপকে রাধাকে স্বকীয়া নায়িকা করা হইয়াছে। মাধব মথুরায় গমন করিলে রাধা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। মাধব ভ্রমর, রাধা ভ্রমরী, কমলিনী কুব্জা অথবা মথুরার অপর নারী। ভণিতায় কথার ছল আছে। 'বালভু আছি তোর অপনহি নগরী'—নগরী মধুপুর, বালভু মধুরপতি (মথুরা মথুরাপতির নিজের নগরী)।

৬৭২

(রাধার উক্তি)

বিনু দোষে পিয় পরিহরি গেল।
যৌবন জনম বিফল ভেল ॥ ২ ।
জগত জনমি সখি হম সনি।
নহি ধনি দোসরী করম হীনি ॥ ৪ ।
হরি সঙ্গ কয়ল রভস যত।
বিশলেখে বিষ সন ভেল তত ॥ ৬ ।
নিরবধি বিরহ পয়োনিধি।
কতহু মরণ নহি দেল বিধি ॥ ৮ ।
বিরহ দহন হো তন অতি।
মনোরথ মনহি রহল কতি ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহ গুণমতি।
অচিরহি মিলত মধুরপতি ॥ ১২ ।

মিথিলার পদ।

১-২। সজনি, বিনা দোষে প্রিয় (আমাকে) পরিত্যাগ করিয়া গেল। (আমার) যৌবন জন্ম বিফল হইল।

৩। সনি—মত।

৪। ধনী—রমণী। দোসরী—দ্বিতীয়া। করমহীনা—কর্ম্মহীনা, অভাগিনী।

৩-৪। সখি, আমার মত অভাগিনী দ্বিতীয়া রমণী জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

৬। বিশলেখে—বিচ্ছেদে, বিরহে। তত—সে সকল।

৫-৬। হরির সঙ্গে যত আনন্দ করিয়াছিলাম, বিচ্ছেদে সে সকল বিষতুল্য হইল।

৮। কতহু—কেন।

৭-৮। নিরবধি বিরহ পয়োনিধিতে (মগ্ন হইয়া রহিয়াছি), বিধি কেন (আমায়) মরণ দিল না ?

৯। হো—হইতেছে।

১০। কতি—কত।

৯-১০। বিরহে তনু অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, কত মনোরথ মনেই রহিল।

১১। গুণমতি—গুণবতি।

১২। অচিরহি—শীঘ্রই। মধুরপতি—মথুরাপতি।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুণবতি, শীঘ্রই মথুরাপতি মিলিবে।

৬৭৩

(রাধার উক্তি)

হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল যৈসে মালতিক মালা ॥ ২ ।
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ ৪ ।
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মোর পাস ॥ ৬ ।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ ৮ ।

২। পরল—পড়িল। মালতিক—মালতীর।

৩। কি কহসি কি পুছসি—কি কহিতেছি, কি জিজ্ঞাসা করিতেছি (তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।)

৬৭৪

(রাধার উক্তি)

পহিল বয়স মোর ন পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কওন অপরাধে ॥ ২ ।
হম অবলা দুখ সহয় ন যায়।
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায় ॥ ৪ ।
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জানি সজনি কওন গতি মোরা ॥ ৬ ।
ঐসন সখিরি করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হোয়ব পুন মেল ॥ ৮ ।

৪। ভুজে—দ্বিতীয়, তাহার উপর।

এক তো নয়ন বিখ ভরে ভুজে অঞ্জন সার।
অরে বউরি কোই দেত হয় মতোয়ালে হাথিয়ার॥
(হিন্দী গান)।

একে তো নয়ন বিষপূর্ণ, তাহাতে আবার উত্তম অঞ্জন; ওরে পাগ্‌লি, মাতালকে কেহ অস্ত্র দেয়? (চক্ষু মাতালের তুল্য, অঞ্জন অস্ত্র)।

৭। রি—রে।

৬৭৫

(রাধার উক্তি)

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ
আঁকুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥ ২।
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নিহারী চাতকী মরি গেল ॥ ৪।
আন করহ হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসয় কঠিন পরান ॥ ৬।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী
মরণ সমাপন প্রেম বিথারী ॥ ১০।

৫। হৃদয় অন্য (করিল এক) বিধি অন্য করিল (করিল আর।)

৬। নিকসয়—বাহির হয়।

৮। নিকসউ—বাহির হউক।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে সুপুরুষ (ও উত্তম) নারী মরণ সমাপনে (মৃত্যুকালেও) প্রেম বিস্তার করে।

৬৭৬

(রাধার উক্তি)

উর হার ন চীর চন্দন দেলা।
সে অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥ ২।
পিয়াক গরবে হম কাহু ন গণলা।
সে পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা ॥ ৪।
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিসরল জগ্রো কি অরু জীবনে ॥ ৬।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছল করমে ॥ ৮।
আন অনুরাগে পিয়া আন সে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥ ১০।
ভনয় বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১২।

১-২। (যে মিলনের সময়) বক্ষে বস্ত্র, চন্দন, হার দিত না, সে এখন নদী গিরি অন্তর (ব্যবধান) হইল। পাঠান্তর—যাক বিরহ ভয়ে উর হার ন দেলী (যাহার বিরহ ভয়ে আমি গলায় হার দিতাম না)।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
অধুনা চাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

মহানাটক।

৩-৪। প্রিয়তমের গর্ব্বে আমি কাহাকেও গণনা করিতাম না, সেই প্রিয় বিনা আমাকে কে কি না কহে?

৭-৮। পূর্ব্ব জন্মে বিধির লিখিতে ভুল হইয়াছিল (তিনি আমার ললাটে সুখ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভ্রম,) প্রিয়তমের দোষ নাই (আমার) কর্ম্মে যাহা ছিল (আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম সেইরূপ ভোগ করিতেছি।)

৯-১০। অন্যের (অন্য রমণীর) অনুরাগে প্রিয় অন্যত্র গেল, প্রিয়ের বিরহে (বিনা) পঞ্জর শত ছিদ্র বিশিষ্ট (ঝাঁঝর) হইল (প্রিয়তমকে না দেখিয়া আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইল)।

৬৭৭

(রাধার উক্তি)

জলউ জলধি জল মন্দা।
যহা বসে দারুণ চন্দা॥ ২।
বচন নহি কে পরমাণে।
সময় ন সহ পচবাণে॥ ৪।
কামিনী পিয়া বিরহিনী।
কেবল রহলি কহিনী॥ ৬।
অবধি সমাপিত ভেলা।
কইসে হরি বচন চুকলা॥ ৮।
নিঠুর পুরুষ পিরীতি।
জীব দএ সন্তব যুবতী॥ ১০।
নিচল নয়ন চকোরা।
ঢরিয়ে ঢরিয়ে পল নোরা॥ ১২।
পথয়ে রহএো হেরি হেরী।
পিয়া গেল অবধি বিসরী॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
পুন ফলে সুপুরুষ কী নহি পাবে॥ ১৬।

নেপালের পুঁথি।

১। জলউ—জ্বলিয়া যাক্, পুড়ুক। মন্দা—মন্দ।

২। যহা—যেখানে। বসে—বাস করে।

১-২। যেখানে দারুণ চন্দ্র বাস করে (সেই) মন্দ জলধির জল পুড়িয়া (শুষ্ক হইয়া) যাক্।

৩। কে—কোন। পরমাণে—যাথার্থ্য, সত্যতা।

৩-৪। বচনের সত্যতা কে না মানে, সময়ে পঞ্চবাণের (দৌরাত্ম্য) কে না সহ্য করে (বল্লভ থাকিলে মদনের পীড়ন সহা যায়, বিরহের অবস্থায় সহ্য হয় না)। (মদনের প্রকোপ) সহ্য হয় না।

৫-৬। কামিনী প্রিয়তমের (অবর্ত্তমানে) বিরহিণী, কেবল কথাই রহিল।

৭-৮। অবধি (ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়) সমাপিত (অতিক্রান্ত) হইল, কেমন করিয়া হরি বাক্যভ্রষ্ট হইল?

১০। জীব দএ—জীবন দিয়া (প্রাণ পর্য্যন্ত)। সন্তব—সন্তাপিত করে।

৯-১০। পুরুষের পিরীতি নিষ্ঠুর, যুবতীর প্রাণ পর্য্যন্ত সন্তাপিত করে।

১২। পল—পড়িতেছে। নোরা—লোর।

১১-১২। চকোর (তুল্য) নয়ন নিশ্চল, অশ্রু বহিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

১৩-১৪। পথ হেরিয়া হেরিয়া থাকি, প্রিয়তম অবধি বিস্মৃত হইল।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি গায়, পুণ্যফলে সুপুরুষ কি না পায়?

৬৭৮

(সখীর উক্তি)

কেও সুখে সুতএ কেও দুখে জাগ।
অপন অপন থিক ভিন ভিন ভাগ॥ ২।
কি করতি অবলা ন চেতএ হার।
একহি নগর রে বহুত বেবহার॥ ৪।
মাজরি তোরি ভমর মধু পীব।
সে দেখি পথিক কণ্ঠাগত জীব॥ ৬।
কন্তা কন্ত মনোরথ পূর।
বিরহিনি বিরহে বেআকুলি ঝুর॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন এহু রস জান।
রাএ সিবসিংহ রূপিনি দেই রমান॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। কেহ সুখে নিদ্রা যায়, কেহ দুঃখে জাগিয়া থাকে। আপনার আপনার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ্য।

৩-৪। অবলা কি করিবে! হায় সাবধানে রক্ষা করে না। একই নগরে বহুবিধ ব্যবহার।

৫-৬। মঞ্জরী ভাজিয়া ভ্রমর মধু পান করে তাহা দেখিয়া পথিকের (প্রবাসীর) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

৭-৮। কান্ত কান্তার মনোরথ পূর্ণ করে, বিরহিণী বিরহে ব্যাকুল হইয়া ঝুরিতেছে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, রূপিণী দেবীর (শিবসিংহের আর এক পত্নী) বল্লভ এই রস জানেন।

৬৭৯

(রাধার উক্তি)

চান উগল হম দেখল সজনী গে
দেখি বিকল মন হোয়।
এহন বিধাতা নিরদয় সজনী গে
পরদেশ পহু রহু সোয়॥ ২।
চীর চিকুর সজি রাখল সজনী গে
জূহী জোগাওল আজ।
বালভু বিনু কইসে জীঅব সজনী গে
আব জীবন কোন কাজ॥ ৪।
অঙ্গহি উপজ অধর রস্ সজনী গে
ইহো ধিক বিরহক আধি।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল সজনী গে
ঔখধো নই ছুট বেআধি॥ ৬।

মিথিলার পদ।

১। সে—হে, ওলো।

১-২। সজনি, উদিত চন্দ্র আমি দেখিলাম, দেখিয়া মন বিকল হইল। বিধাতা এমন নির্দ্দয় (যে) প্রভু বিদেশে রহিল।

৩-৪। কেশ ও বেশ বিন্যাস করিলাম, যূথী পুষ্প সঞ্চয় করিলাম, বল্লভের বিরহে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, এখন জীবনে কি কাজ!

৫-৬। অধরে এবং অঙ্গে রস উৎপন্ন হইতেছে, ইহা বিরহের আধি। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, ঔষধেও ব্যাধি আরোগ্য হয় না।

এই পদের ভাষা এত আধুনিক যে ইহা বিদ্যাপতির রচিত মনে হয় না।

৬৮০

(রাধার উক্তি)

জেহে লতা লঘু লাএ কহ্নাই।
জল দএ দএ কিছু গেলাহে বঢ়াই॥ ২।
সে আবে ভরে কুসুমিত ভেল আই।
পরিমল পসরল দহ দিস জাই॥ ৪।
পিআকে কহব পিক সুললিত বানী।
রভসক অবসর দুরজন জানি॥ ৬।
হঠে অবধারি বিলম্ব নহি সহই।
ফুললা ফুল মধু বসি নহি রহই॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। যে ক্ষুদ্র লতা কানাই লাগাইয়া গেলেন, জল দিয়া দিয়া কিছু বাড়াইয়া গেলেন।

৩-৪। সে এখন কুসুমে পূর্ণ হইল, দশ দিকে পরিমল প্রসারিত হইল।

৫-৬। হে পিক, প্রিয়তমকে সুললিত কথায় বলিবে, রভসের অবসর দুরন্ত জানিবে।

৭-৮। নিশ্চয় অবধারণ করিবে যে বিলম্ব সহিবে না, প্রস্ফুটিত ফুলে মধু বসিয়া থাকে না (অধিক ক্ষণ থাকে না)।

৬৮১

(রাধার উক্তি)

কত কত সখি মোহে বিরহে
ভৈ গেল তীতা।
গরল ভখি মোঞে মরব
রচি দেহে মোর চীতা॥ ২।
সুরসরি তীরে সরীর তেজব
সাধব মনক সিধি।
ভুলহু পহু মোর সুলহ হোয়ব
অনুকূল হোয়ব বিধি॥ ৪।

কি মোএ্রে পাঁতি লীখি পঠাওব
তোহে কি কহব সম্বাদে।
দশমি দশা পর জব হম হোয়ব
টুটব সবহু বিবাদে ॥ ৬।
অরু বচন কহিঅ সুন্দরি
সহজে পুরুখ ভোরা।
নারি পরখি নেহ বঢ়াবয়
সুনহ পুরুখ থোরা ॥ ৮।
জোঁ পাঁচ সরে মরমে হানয়
থির ন রহব গেয়ানে।
সুতিরিথে মজি মোহে অনুসরি
করব জলদানে ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি কহই সুন্দরি
বিরহ হোয়ব সমধানে।
জলনিধিময় কহ্নাই কামতিরিথ
করব জলদানে ॥ ১২।

কীর্ত্তনানন্দ।

১-২। সখি, কত কত (দীর্ঘ) বিরহে আমার (জীবন) তিক্ত হইল। গরল ভক্ষণ করিয়া আমি মরিব, আমার চিতা সাজাইয়া দাও।

৩-৪। গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করিব, মনের সাধ সাধিব, আমার দুর্লভ প্রভু সুলভ হইবে, বিধি অনুকূল হইবে।

৫-৬। আমি কি পত্র লিখিয়া পাঠাইব, তোকেই বা কি সম্বাদ কহিব? যখন আমার দশম দশা হইবে তখন সব বিবাদ ঘুচিবে।

৭-৮। সুন্দরি, আরও বলিও যে পুরুষ স্বভাবতঃই ভুলিয়া যায়। নারী পরোক্ষেও স্নেহ বাড়ায়, শুনিতে পাই পুরুষের (স্নেহ) অল্প।

৯-১০। যখন পঞ্চশরে মর্ম্মবিদ্ধ করিবে (তখন) জ্ঞান স্থির থাকিবে না (দেহ ত্যাগ করিব), সুতীর্থে মজ্জন করিয়া, আমাকে স্মরণ করিয়া যেন জলদান (তর্পণ) করে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি কহে, সুন্দরি, বিরহ অবসান হইবে, জলনিধিময় কানাই কামতীর্থে জলদান করিবে।

৬৮২

(রাধার উক্তি)

জহি দেস পিক মধুকর নহি গুঞ্জর
কুসুমিত নহি কাননে।
ছও রিতু মাস ভেদ নহি জানএ
সহজহি অবল মদনে ॥ ২।
সখি হে সে দেস পিআ গেল মোরা।
রসমতি বাণী জতএ ন জানিএ
সুনিঅ পেম বড় থোরা ॥ ৪।
কহলিও কহিনী জতএ ন বুঝএ
কী করতি অঙ্গিত কাজে।
কএ্রোন পরি ততএ রতল অছ বালভু
নিভয় নিগুন সমাজে ॥ ৬।
হম অপনাকে ধিক কয় মানল
কি কহব তহ্নিকি বড়াই।
কি হমে গরুবি গমারি সব তহ
কী রতি বিরত কহ্নাই ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১-২। যে দেশে পিক নাই, মধুকর গুঞ্জন করে না, কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না, মাসে মাসে ছয় ঋতুর ভেদ জানে না, (এবং) মদন স্বভাবতঃ দুর্ব্বল।

৩-৪। হে সখি, সেই দেশে আমার প্রিয়তম গেল, যেখানে রসময়ী বাণী জানে না, শুনিতে পাই প্রেম বড় অল্প।

৫-৬। যেখানে কথা স্পষ্ট করিয়া কহিলেও বুঝে না, ইঙ্গিতে কি কাজ করিবে? কেমন করিয়া সেখানে, নির্গুণ সমাজে বল্লভ নির্ভয়ে অনুরক্ত আছে?

৭-৮। আমি আপনাকে ধিক্ করিয়া মানিলাম, তাঁহার মহত্ত্ব কি কহিব!

৭-৮। আমি কি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া রমণী, অথবা কানাই রতিবিরত!

৬৮৩

(রাধার উক্তি)

প্রথমহি বিহি সিনেহ বঢ়াওল
জে বিধি উপজাএ।
সে আবে হঠে বিঘটাওল
দূষন কওন মোর পাএ ॥ ২।
এ সখি হরি সুমঝাওব
কএ মোর পরথাব।
তহ্নিকে বিরহে মরি জাএব
তিরিবধ কওন আব ॥ ৪।
জীবন থির নহি অথিকএ
জৌবন তহু থোল।
বচন অপন নিরবাহিঅ
নহি করিঅএ ওল ॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১-২। প্রথমেই যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিধি স্নেহ বড়াইল, আমার কোন দোষ পাইয়া (সে স্নেহ) এখন হঠতা পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল?

৩-৪। হে সখি, আমার প্রস্তাব করিয়া হরিকে বুঝাইবে। তাঁহার বিরহে আমি মরিয়া যাইব, স্ত্রীবধ কাহাকে লাগিবে?

৫। থোল—থোড়া, অল্প।

৫-৬। জীবন স্থির নয়, যৌবন তাহার অপেক্ষাও অল্প (স্থির), আপনার বচন নির্ব্বাহ করিবে, সীমাবদ্ধ করিবে না (অসম্পূর্ণ রাখিবে না)।

৬৮৪

(রাধার উক্তি)

পিআ সওঁ কহব ভমরবর
পলটি আওব সেহে দেস।
আএ দেখবি নিজ ভাবিনি
তওঁ বরু জাএব বিদেস ॥ ২।
সৈসব সময় বহিএ গেল
জউবনে তনু লেল বাস।
তহু তু তোরিত চলি জাএব
পুরএ রহতি মোরি আস ॥ ৪।
দিনে দিনে ঝখইতে খিন তনু
সুতওঁ নলিনি দল লাগি।
চাঁদ ঐসন ছল সীতল
সেহও বহএ তনু আগি ॥ ৬।
মনমথ মন মথ সব তহু
সে সুনি হিঅ মোর সাল।
বালভু হমর বিদেস বস
তেঁ জউবন ভেল কাল ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। হে ভ্রমরবর, প্রিয়তমকে কহিবে, দেশে ফিরিয়া আসিবে। আসিয়া আপনার ভাবিনীকে দেখিবে, বরং তাহার পর বিদেশে যাইবে।

৩-৪। শৈশব সময় বহিয়া গেল, অঙ্গে যৌবন বাস করিল। সেও শীঘ্র চলিয়া যাইবে, আমার আশা অপূর্ণ থাকিবে।

৫-৬। নিত্য শোকে তনু ক্ষীণ, নলিনী পত্রে শয়ন করি। চাঁদ এমন শীতল ছিল, সেও যেন অঙ্গে আগ্ন জ্বালিয়া দেয়।

৭-৮। সকলের অপেক্ষা মন্মথ মন মথিত করে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমার বল্লভ বিদেশে বাস করিতেছে, সেইজন্য যৌবন কাল হইল।

৬৮৫

(রাধার উক্তি)

গুরুজন পরিজন কে নহি গঞ্জএ
কে নহি করএ বিগান।
অপন অপযশ যশ কয় মানল
হৃদয় ন ভাবল আন ॥ ২ ।
সখিহে কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম গুপুত কয় রাখল
অবহু ভেল পরমাদ ॥ ৪ ।
গুন লাগি প্রাণ তৃণহু করি মানল
কী করব কুলবতি জাতি।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানল
পিরীতিক যৈসন ভাঁতি ॥ ৬ ।

১। বিগান—অপযশ কীর্ত্তন।

৬৮৬

(রাধার উক্তি)

আশক লতা লগাওল সজনি
নয়নক নীর পটায়।
সে ফল আবে তরুনত ভেল সজনি
আঁচর তর নই সমায় ॥ ২ ।
কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনি
তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরুনত ভেল সজনি
অহু খন ন করু গেয়ান ॥ ৩ ।
সভকের পহু পরদেস বসি সজনি
আয়ল সুমরি সিনেহ।
হমর এহন পতি নিরদয় সজনি
নহি মন বাঢ়য় নেহ ॥ ৬ ।
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল সজনি
উচিত আওত গুনসাহ।
উঠি বধাব করু মন ভরি সজনি
অব আওত ঘর নাহ ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। পটায়—গাছের পাট করা, সিঞ্চন করিয়া।

২। তরুনত—বর্দ্ধিত, তারুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত। তর—তলায়। নই—না। সমায়—প্রবেশ করে, ঢাকা পড়ে।

১-২। সজনি আশালতা লাগাইলাম (তাহাতে) অশ্রুজল সিঞ্চন করিলাম। সে ফল (পয়োধর) এখন তরুণ হইল, অঞ্চলের তলে প্রবেশ করে না (ঢাকা পড়ে না)। (যখন সে আমাকে ত্যাগ করিয়া যায় তখন আমি কিশোরী ছিলাম এখন যুবতী হইয়াছি। এতদিন অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াই আমার দিন কাটিয়াছে)।

৩। কাঁচ—কাঁচা। সাঁচ—সত্য। কুহ—কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা। ভান—সদৃশ (মনে হয়)।

৪। অহু খন—এখন পর্য্যন্ত। করু গেয়ান—বুঝিতে পারে।

৩-৪। সজনি, প্রাণনাথ কাঁচা (ফল) দেখিয়া গেল সত্য, তাহার মন কুজ্ঝটিকাবৃত হইল। দিনে দিনে ফল তরুণ হইল (সে এখনও বুঝিতে পারিল না। (আমাকে সে যখন ছাড়িয়া গেল তখন আমার অল্প বয়স সত্য, কিন্তু এতদিনে যে আমি তরুণী হইয়াছি তাহা কি সে বুঝিতে পারে না? কুজ্ঝটিকায় যেমন প্রাতঃকাল কি মধ্যাহ্ন বুঝিতে পারা যায় না, বেলা বাড়িতেছে অনুভব হয় না, সেই-রূপ কি তাহার বুদ্ধি কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সে মনে করিতেছে আমি সেইরূপ কিশোরী আছি, এ পর্য্যন্ত তরুণী হই নাই)?

৫। সভকের—সকলের। বসি—বাসী, বাস করে। সুমরি—স্মরি, স্মরণ করিয়া।

৫-৬। সজনি, সকলের (অপর রমণীগণের) পতি বিদেশবাসী, (তাহারাও) স্নেহ (প্রেম) স্মরণ

করিয়া আসিল (গৃহে ফিরিয়া আসিল)। আমার পতি এমন নির্দ্দয় (যে) তাঁহার মনে প্রেম বাড়ে না। (বিদেশে বাস করিলে প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু আমার পতির তদ্বিপরীত ঘটিয়াছে)।

৭। উচিত—উচিত সময়ে। গুণসাঙ—গুণের সাক্ষী, গুণবান।

৮। বধাব—আনন্দ সঙ্গীত, কোন মঙ্গল ঘটনায় সহানুভূতি ও আনন্দসূচক গীত।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, আমি এই গাহিলাম, সজনি (রাধা সম্বোধনে) উচিত সময়ে (তুমি তরুণী হইয়াছ জানিয়া) গুণবান (মাধব) আসিতেছেন। উঠিয়া মন ভরিয়া মঙ্গল গীত গাও, এখনি নাথ ঘরে আসিতেছেন।

৬৮৭

(রাধার উক্তি)

আনহ কেতকিকের পাত।
মৃগমদ মসি নখ কাপ ॥ ২।
সবহি লিখবি মোরি নাম।
বিনতি দেবি সব ঠাম ॥ ৪।
সহি হে গইএ জনাবহ নাথ।
কর লিখন দএ হাথ ॥ ৬।
নাম লইতে পিঅ তোর।
সর গদ গদ করু মোর ॥ ৮।
আঁতর জনু হো তোহার।
তেঁ তুর কর উর হার ॥ ১০।
আবে ভেল নব গিরি সিন্ধু।
অবহু ন সুমঝ সুবন্ধু ॥ ১২।
বিধিগতি নহি পরকার।
সালয় সর কনিয়ার ॥ ১৪।
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার।
কে সহ কাম পরহার ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

অনুপাশারঙ্গী ছন্দ। ১৩ মাত্রা।

১। কেতকিকের—কেতকীর। পাত—পাতা, পত্র।

২। কাপ—কর্প, কলম।

১-২। কেতকি পত্র আন, মৃগমদ মসি (ও) নখ লেখনী (হউক)।

৩-৪। সব আমার নামে লিখ্‌বি, সকল ঠাঁই আমার মিনতি দিবি (জানাইবি)।

৫। গইএ—গিয়া।

৫-৬। সখি, গিয়া নাথকে জানাইবি, হাতে করিয়া লিখন (পত্র) তাহার হাতে দিবি।

৭-৮। (আমার পক্ষ হইতে লেখ) প্রিয়তম, তোর নাম লইতে আমার স্বর গদ গদ করে।

৯-১০। তোকে দূর মনে না হয় সেই জন্য বক্ষের হার দূর করিতাম।

১১-১২। এখন নব গিরি সিন্ধু (ব্যবধান) হইল, এখনও সুবন্ধু বুঝে না।

১৩। বিধিগতি—বিধাতার গতি। পরকার—উপায়।

১৪। সালয়—বিদ্ধ করে। কনিয়ার—তীক্ষ্ণ।

১৩-১৪। বিধাতা যাহা করেন তাহার উপায় নাই, (বিধাতাকৃত শাস্তি) তীক্ষ্ণ শরের (ন্যায়) বিদ্ধ (বিদীর্ণ) করে।

১৫-১৬। সুকবি কণ্ঠহার কহিতেছে, কামের প্রহার কে সহ্য করিবে?

৬৮৮

(রাধার উক্তি)

কানন ভমি ভমি কুহুক ময়ুর।
কট ভেল নিয়র কন্ত বড় দূর ॥ ২।

কতি দুর মধুপুর কহ সখি জানি।
জঁহা বস মাধব সারঙ্গপানি ॥ ৪।
শুনি অপঝম্প কাঁপ মোর দেহ।
গরয় গরল বিষ সুমরি সিনেহ ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধয় রহ মিলত মুরারি ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। ভমি—ভ্রমিয়া। কুহুক—শব্দ করে, কেকা রব করে।

২। কট—অবধি, প্রতিশ্রুত কথা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবধি। নিয়র—নিকট।

১-২। কাননে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ময়ূর কেকা রব করিতেছে, অবধি নিকট হইল, কান্ত অনেক দূরে।

৩। কতি—কত।

৪। জঁহা—যেখানে। বস—বাস করে। সারঙ্গ—পদ্ম।

৩-৪। মধুপুর কত দূর, সখি, জানিয়া বল, যেখানে পদ্মপাণি মাধব বাস করে।

৫। অপঝম্প—মনে অথবা হৃদয়ে সহসা আঘাত, যেমন কুসংবাদে হইয়া থাকে।

৬। গরয়—গলিতেছে। সুমরি—স্মরণ করিয়া।

৫-৬। শুনিয়া (মধুপুর কত দূর শুনিয়া) হৃদয়ে আঘাত লাগিল, আমার দেহ কাঁপিতেছে, স্নেহ স্মরণ করিয়া গরল বিষ গলিতেছে (স্নেহের স্মৃতি বিষতুল্য বোধ হইতেছে)।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

৬৮৯

(রাধার উক্তি)

সখি হে মোরে বোলে পুছব কহ্নাই।
হমর সপথ থিক বিসরি ন হলবে
গএ তেজি অবসর পাই ॥ ২।
হুন্হি সএঁ পেম হঠহি হমে লাওল
হিত উপদেস ন লেলা।
তৃণতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহু
জইসন উচিত সে ভেলা ॥ ৪।
একে হমে নারি গমারি সবহু তহ
দোসরে সহজ মতিহীনী।
অপনুক দোস দৈবকে কি কহব
ও নহি ভেলাহে চিহ্নী ॥ ৬।
অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ
ধরএ অপন বেবহারে।
আগিল দুর কর পাছিল চিত ধর
জইসন বড়ি কুসিয়ারে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর জউবতি
চিতে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
সকল কলারস জানে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। থিক—আছে। হলবে—যাইবে। গএ—গমন করিলে।

১-২। হে সখি, আমার কথায় কানাইকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমার শপথ ভুলিয়া যাইও না, অবসর পাইয়া ত্যাগ করিয়া গেল।

৩। হুন্হি—উঁহার। হঠহি—জিদ করিয়া। লাওল—ঘটনা করিলাম। লেলা—লইলাম। ৪। তৃণতরুঅর—তৃণতরুবর, তাল বৃক্ষ। বৈসলাহু—বসিলাম।

৩-৪। উঁহার সহিত জিদ করিয়া (কাহারও কথা না শুনিয়া) প্রেম সংঘটন করিলাম, হিত উপদেশ লইলাম না। তালবৃক্ষের ছায়াতলে বসিলাম যেমন উচিত তাহা হইল (তালবৃক্ষের ছায়ায় বসিলে রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, মস্তকে তাল পড়িবার ও সম্ভাবনা থাকে)।

৫। গমারি—মূঢ়া। সবহুতহু—সকলের অপেক্ষা। দোসরে—দ্বিতীয়তঃ। সহজ—স্বভাবতঃ। ৬। অপন্তুক—আপনার। ও—সে, মাধব। চিহ্নী—চেনা।

৫-৬। একে আমি সকলের অপেক্ষা মূঢ়া নারী, দ্বিতীয়তঃ স্বভাবতঃ মতিহীন, আপনার দোষ, বিধাতাকে কি কহিব, উহাকে (মাধবকে) চেনা হয় নাই (বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ চিনিতে পারি নাই)।

৭। অকুলিন—যাহার কুল শ্রেষ্ঠ নয়, সামান্ত লোক। ওড়—ওর, সীমা। নিরবহ—নির্ব্বাহ হয়।

৮। আগিল—অগ্রগামী, পূর্ব্ববর্ত্তী। পাহিল—প্রথম, যাহা সম্মুখে থাকে। চিত ধর—মনে ধরে, মনোমত হয়। বড়ি—বড়। কুসিয়ারে—ইক্ষু।

৭-৮। সামান্য লোকের কথা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় না (নির্ব্বাহিত হয় না), আপনার ব্যবহার ধরে, পূর্ব্বকথা (যাহা অতীত হইয়াছে) দূর করিয়া উপস্থিত (যাহা বর্ত্তমান) চিত্তে ধারণ করে, যেমন বড় ইক্ষু (ইক্ষুর গোড়া ফেলিয়া দিয়া যেমন অগ্রভাগ রোপন করে)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, চিত্তে অন্ত মানিও না। (এরূপ মনে করিও না)। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলারস জানেন।

৬৯০

(রাধার উক্তি)

এহি জগ নারি জনম লেল।
পহিলহি বয়স বিরহ ভেল ॥ ২ ।
কথি লএ দৈব জনম দেল।
কঠিন অভাগ হমর ভেল ॥ ৪ ।
অপনহি কমল ফুলায়ল।
তাহি ফুল ভমর লোভায়ল ॥ ৬ ।
বিদ্যাপতি কবি গাওল।
উচিত পুরবিল ফল পাওল ॥ ৮ ।

মিথিলায় পদ।

১। জগ—জগতে। লেল—লইলাম।
২। পহিলহি—প্রথম।

১।২ এই জগতে নারী জন্ম লইলাম, প্রথম বয়সে বিরহ হইল।

৩। কথিলএ—কেন।

৩।৪। কেন বিধাতা (আমাকে) জন্ম দিল, আমার অত্যন্ত (কঠিন) দুর্ভাগ্য হইল।

৫। অপনহি—আপনি। ফুলায়ল—প্রস্ফুটিত, ফুলে পরিণত হইল।

৬। তাহি—সেই। লোভায়ল—লুব্ধ হইল।

৫-৬। কমল (কমলিনী) আপনি প্রস্ফুটিত হইল, সেই ফুলে ভ্রমর লুব্ধ হইল।

৭। গাওল—গাহিল। ৮ পুরবিল—পূর্ব্বের।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, পূর্ব্বের (পূর্ব্ব জন্মের) উচিত ফল পাইল।

৬৯১

(সখীর উক্তি)

নমিত অলকে বেঢ়লা
মুখকমল শোভে।
রাহু কি বাহু পসারলা
শশিমণ্ডল লোভে ॥ ২ ।
মদন শরে মুরছলী
চিত চেতন বালা।
দেখলি সে ধনি হে
বাসি নিমালিনী মালা ॥ ৪ ।
কলস কুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেনী।
কনয় পরয় সূতলী
জনি কারি নাগিনী ॥ ৬ ।
ভনই বিদ্যাপতি ভাবিনী
থির থাক ন মনে।

রাজা রূপনরায়ণ

লখিমা দেই রমনে ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১-২। নমিত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে। রাহু যে শশীমণ্ডলের লোভে বাহু প্রসারিত করিল।

৪। নিমালিনী মালা—দেব নিবেদিত মাল্য, নির্ম্মাল্য।

৩-৪। মদনের শরাঘাতে বালার চিত্ত (ও) চেতনা মূর্চ্ছিত হইয়াছে। সেই ধনীকে মলিন নির্ম্মাল্য মালার (ন্যায়) দেখাইতেছিল।

৫। কুচ—কুচ। ৬। পরয়—পর্ব্বত। কারি—কালো, কৃষ্ণবর্ণ।

৫-৬। ঘন কৃষ্ণবেণী কুচকলসে লুটাইয়াছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণসর্পিণী শয়ন করিয়াছে।

৭। থাক—থাকে। ৮। রমনে—বল্লভে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ভাবিনী মনে স্থির থাকে না (বিরহে অস্থিরচিত্ত হইয়াছে)। লখিমা দেবিবল্লভ রাজা রূপনারায়ণ।

৬৯২

(সখীর উক্তি)

পিয় বিরহিনি অতি মলিনি
বিলাসিনি কোনে পরি জীউতি রে।
অবধি ন উপগত মাধব
আবে বিষ পিউতি রে ॥ ২ ।
আতপচর বিধু রবিকর
চরন কি পরশহ ভীমারে।
দিন দিন অবসন দেহ
সিনেহক সীমারে ॥ ৪ ।
পহর পহর জুগ জামিনী
জামিনী জগইতে রে।
মুরছি পরয় মহি মাঁঝ
সাঁঝ শশী উগইতে রে ॥ ৬ ।
বিদ্যাপতি কহ সবতঁহ
জান মনোভব রে।
কেও জনু অনুভব জগজন
বিরহ পরাভব রে ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। মলিনী—মলিনা। বিলাসিনী—নায়িকা। কোনে পরি—কিরূপে, কোন উপায়ে। জীউতি—বাঁচিবে।

২। উপগত—উপনীত, উপস্থিত। আবই—আসে। পিউতি—পান করিবে।

১-২। প্রিয় বিরহিনী (প্রিয়তমের বিচ্ছেদে বিরহিণী) মলিনা নায়িকা কেমন করিয়া বাঁচিবে? নির্দ্ধারিত সময়ে (যদি) মাধব না আসে (তাহা হইলে) বিষ পান করিবে।

৩। আতপচর—উত্তাপভোজী (চর-অদনে)। পরশহ—স্পর্শ।

৪। সিনেহক সীমা—প্রেমের সীমা, বিরহের চরম অবস্থা।

৩-৪। চন্দ্রের কিরণ (চরণ) স্পর্শ উত্তপ্ত রবিকরের (তুল্য) ভয়ঙ্কর (ভীমা)। দেহ দিন দিন অবসন্ন হইয়া বিরহের (স্নেহের) চরম অবস্থা (প্রাপ্ত হইয়াছে)।

৫। পহর—প্রহর। জগইতে—জাগিয়া থাকে।

৬। পরয়—পড়ে। মহীমাঁঝ—ভূতলে। উগইতে—উদয় হইলে।

৫-৬। যামিনীর প্রহর প্রহর যুগ (তুল্য) (এরূপ দীর্ঘ) নিশি নিশি জাগিয়া থাকে। সন্ধ্যা শশী উদয় হইলে (সান্ধ্য মুরলী ধ্বনি ও অভিসার সঙ্কেত স্মরণ করিয়া) ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

৭। সবতঁহ—সকলের হইতে। মনোভব—মদন।

৮। জগজন—জগতের লোক। পরাভব—যন্ত্রণা।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে মদনের (পরাক্রম) সকলেই জানে, (কিন্তু) জগতে কেহ যেন বিরহ যন্ত্রণা অনুভব না করে।

৬৭৩

(রাধার উক্তি)

কোন গুন পহু পরবশ ভেল সজনি
বুঝলি তনিক ভল মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনি
দেহ দহয় নিশিচন্দ ॥ ২।
কহও পিশুন শত অবগুন সজনি
তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক যতন সোঁ মেটিয় সজনি
মেটয় ন রেখ পষান ॥ ৪।
যে দুরজন কটু ভাষয় সজনি
মোর মন ন হোয় বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনি
হরিন ন তেজ হিমধাম ॥ ৬।
যইও তরনি জল শোষয় সজনি
কমল ন তেজয় পাঁক।
যে জন রতল যাহি সোঁ সজনি
কি করত বিহ ভএ বাঁক ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনি
রস বুঝয় রসমন্ত।
রাজা শিবসিংহ মন দয় সজনি
মোদবতী দেই কন্ত ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। গুণ—মন্ত্র, যাদু। সজনি, কাহার গুণে (কে গুণ করিয়া) প্রভু (কে) পরের বশ হইল (করিল)।

২। তনিক—তাঁহার। ভল—ভাল।

৩। মন মথ (দ্বিতীয় শব্দ)—মন মথন করিতেছে।

৪। কহও—কহিলেও। অবগুণ—নিন্দা।

১-২। সজনি, কাহার গুণে প্রভু পরবশ হইলেন? (এখন) তাঁহার ভাল মন্দ (গুণ) বুঝিলাম। তিনি বিনা (তাঁহার বিরহে) কন্দর্প (আমার মন মথন করিতেছে (আমাকে ক্লেশ দিতেছে), নিশীথ চন্দ্র আমার দেহ দহন করিতেছে। পুঁথিতে আছে "কোন গুণ পঁহু পরদেশ গেল সজনি!" গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পাঠ সুসঙ্গত দেখিয়া তাহাই গ্রহণ করিলাম।

৪। সোঁ—সহিত। মেটিয়—মুছাইলে।

৩-৪। দুষ্ট লোকে (তাঁহার) শত নিন্দা করিলেও তাঁহার তুল্য আমার অন্য (কেহ) নাই। কতই যত্নের সহিত মুছাইলে (ও) পাষাণ রেখা মুছে না।

৫। যো—যখন। ভাষয়—কহে। বিরাম—বিরতি, নিবৃত্তি।

৬। অনুভব—অনুভব করিয়া, জানিয়া। রাহু পরাভব—রাহু কর্ত্তৃক পরাভব (গ্রাস)। হরিণ—মৃগ, (চন্দ্রের কলঙ্ক)। তেজ—ত্যাগ করে। হিমধাম—চন্দ্র।

৫-৬। দুর্জ্জনে যে কটু কহে (তাহাতে) আমার মন বিরত (অনুরাগবিরত) হয় না। চন্দ্র রাহু কর্ত্তৃক পরাভব অনুভব করিয়া কলঙ্ককে ত্যাগ করে না।

৭। তরনি জল—যে জল সন্তরণ করিয়া পার হইতে হয়। শোষয়—শোষিত হয়, শুকাইয়া যায়।

৮। রতল—অনুরক্ত হইল। যাহি সোঁ—যাহার সঙ্গে। বিহ—বিধি। বাঁক—বাঁকা, বাম।

৭-৮। যদ্যপি গভীর জল শুকাইয়া যায় তাহা হইলেও কমল পঙ্ক ত্যাগ করে না। যে যাহার সঙ্গে (যাহাতে) অনুরক্ত হইয়াছে (তাহার প্রতি) বিধি বাম হইয়া কি করিবেন?

৯-১০। মোদবতী দেবীর কান্ত রাজা শিবসিংহ

মন দেন (বিদ্যাপতির গীতে)। শিবসিংহের ছয় স্ত্রী, তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম মোদবতী ছিল না।

এই পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক ও বিদ্যাপতির রচিত কিনা তাহাতে সন্দেহ।

৬৯৪

(সখীর উক্তি)

করতল লীন শোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥ ২।
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে মিলি উগিলল মোতি হার ॥ ৪।
কি করতি সসিমুখি কি বোলব আন।
বিনু অপরাধে বিমুখ ভেল কাহ্নু ॥ ৬।
বিরহে বিখিন তনু ভেল হরাস।
কুসুম সুখাএ রহল অছু বাস ॥ ৮।
ঝখইতে সংসয় পরল পরান।
কবহুঁ ন উপসম কর পচবান ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু বর নারি।
ধৈরজ ধএ রহ মিলত মুরারি ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, (যেন) অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে। চিন্তান্বিত বলিয়া সুন্দরী করতল সংলগ্ন-কপোল হইয়া রহিয়াছেন।

৩। গরএ—গড়ায়, ঝরিতেছে।

৪। উগিলল—উদ্গার্ণ করিল।

৩-৪। অহর্নিশ অশ্রুধার ঝরিতেছে, (যেন) খঞ্জন মুক্তাহার গিলিয়া উদ্গীরণ করিতেছে।

৫-৬। শশীমুখী কি করিবে, অপরেই (বা) কি বলিবে? বিনা অপরাধে কানাই বিমুখ হইল।

৭। বিখিন—খিন্ন। হরাস—হ্রাস, শীর্ণ।

৭-৮। বিরহে খিন্ন, তনু শীর্ণ হইল; কুসুম শুকাইয়া, (কেবল) সুবাস রহিয়াছে।

৯। ঝখইত—শোকে শোকে, শোক করিতে করিতে।

৯-১০। শোকে শোকে, প্রাণে সংশয় পড়িল (প্রাণ সংশয় হইল,) পঞ্চবাণ (মদন) কখন উপশম করে না (মদন বেদন কখন নিবারিত হয় না)।

১২। ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

৬৯৫

(রাধার উক্তি)

মাধব হমর রটল দূর দেশ।
কেও ন কহই সখি কুশল সনেশ ॥ ২।
যুগ যুগ জীবথু বসথু লখ কোস।
হমর অভাগ হুনক কোন দোস ॥ ৪।
হমর করম ভেল বিহ বিপরীতি।
তেজলনি মাধব পূরবিল পিরীতি ॥ ৬।
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুঃখ আন নহি জান ॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
দৈব লিখল পরিণত ফল বাম ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। রটল—ভ্রমণ করিল, চলিয়া গেল।

২। সনেশ—সন্দেশ।

১-২। আমার মাধব দূর দেশে চলিয়া গেল, সখি, কেহ (তাহার) কুশল সংবাদ (আমাকে) কহে না।

৩। জীবথু—জীবিত হউক। বসথু—বাস করুক। লখ—লক্ষ।

৪। হুনক—উহার।

৩-৪। লক্ষ ক্রোশ (দূরে) বাস করুক, যুগ যুগ জীবিত হউক (যেখানেই থাকুক চিরজীবি হউক)।

৫। করম—কর্ম্ম, কর্ম্মফল। বিপরীতি—বিপরীত। ৬। তেজলনি—ত্যাগ করিলেন।

৫-৬। আমার কর্ম্মফলে বিধি বিপরীত হইল, মাধব পূর্ব্বপ্রীতি ত্যাগ করিল।

৭। আনক—অপরের, একজনের। আন—অপর।

৭-৮। হৃদয়ের বেদন বাণের তুলা, (কিন্তু) একের দুঃখ অপরে জানে না।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, জয় রাম! পরিণামে দৈবের লিখিত ফল বাম (হইল)।

ভণিতায় জয়রাম শব্দ কবির নিজের মনে হয় না।

৬৯৬

(রাধার উক্তি)

জাহি অবসর তাহি ঠাম (মাধব)
কিয়ে বিসরল মোর নাম ॥ ২ ।
অব কি করব পরকার ।
অপযস ভরল সংসার ॥ ৪ ।
সবহি পাওল অবকাশ ।
জগভরি হো অবগাশ ॥ ৬ ।
কোন পরি সখী সভ সাথ ।
উপর রহএ মোর মাথ ॥ ৮ ।
করম ধরম মোর বাম ।
সকল তকর পরিনাম ॥ ১০ ।
জাহি দেখি হসলউ কালি ।
সে দেবয় করতালি ॥ ১২ ।
ভনহি বিদ্যাপতি ভান ।
অচির করিয় সমধান ॥ ১৪ ।

মিথিলার পদ।

১। অবসর—সুযোগ। যাহি—যথায়। তাহি—সেই।

২। কিয়ে—কি।

১-২। মাধব, যেখানে সুযোগ (যাইবার ইচ্ছা) সেই স্থানে (গিয়া) কি আমার নাম ভুলিয়া গেল?

৩-৪। এখন কি উপায় করিব? অপযশে সংসার ভরিয়া গেল।

৬। অবগাস—(অবগীত) নিন্দা।

৫-৬। সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল, জগৎ ভরিয়া নিন্দা হইতেছে।

৭-৮। সখী সকলের সঙ্গে (সাক্ষাতে) কিরূপে আমার মস্তক উপরে রহিবে? (নিন্দা ও তজ্জনিত লজ্জার ভারে অবনত হইবে)।

১০। তকর—তাহার।

৯-১০। আমার কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বাম (প্রতিকূল,) সকল (নিন্দা প্রভৃতি) তাহার পরিণাম।

১১। যাহি—যাহাকে। হসলউ—হাসিয়াছিলাম।

১২। দেবয়—দেয়।

১১-১২। কাল যাহাকে দেখিয়া হাসিয়াছিলাম (অবজ্ঞা করিয়াছিলাম) সে (আজ) করতালি দেয় (করতালি দিয়া আমাকে উপহাস করে)।

১৪। সমধান—সমাধান (সান্ত্বনা করিয়া দুঃখ শেষ করা)।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি (এই) কথা কহিতেছে, (মাধব) শীঘ্র (রাধাকে) সান্ত্বনা করিবে।

৬৯৭

(রাধার উক্তি)

সেহে পরদেস পরজোষিত রসিআ
হমে ধনি কুলমতি নারি ।
তহি পুনু কুশলে আওব নিজ আলএ
হম জীবে গেলাহ মারি ॥ ২ ।
কহব পথিক পিআ মন দএরে
জোবন বলে চলি জাএ ॥ ৩ ।
জএো আবিঅ তইঅও ন আওব
জাও বিজয়ী রিতুরাজ ।
অবধি বহত হে রহব নহি জীবন
পলটি ন হোএত সমাজ ॥ ৫ ।

গেলা নীর নিরোধক কী ফল
অবসর বহলা দান।
জএো অপনে নহি জানাঅ রে
ভল জন পুছব আন ॥ ৭।
ভনই বিদ্যাপতি গাওল রে
রস বুঝএ রসমন্তা।
রূপনরাএন নাগর রে
লখিমা দেবি সুকন্তা ॥ ৯।

নেপালের পুঁথি।

১-২। হে ধনি, সে বিদেশে অপর নারীর রসে রসিক (অনুরক্ত), আমি কুলবতী নারী। তিনি পুনরায় নিজের আলয়ে কুশলে আসিবেন আমাকে প্রাণে মারিয়া গেলেন।

৩। প্রবাসী (পথিক) প্রিয়তমকে মন দিয়া কহিবে, যৌবন বলপূর্ব্বক চলিয়া যায়।

৪। যদিও আসিতে (বলা যায়) তথাপি অতীত বিজয়ী বসন্ত আর আসিবে না।

৫। অবধি বহিয়া যায়, জীবন থাকে না, ফিরিয়া আর মিলন হইবে না।

৬-৭। জল প্রবাহিত হইলে নিরোধ করিয়া, (এবং) অবসর উত্তীর্ণ হইলে দানে কি ফল? যদি (সে) আপনি না জানে অন্য ভাল লোককে (যেন) জিজ্ঞাসা করে।

৮-৯। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিল, রসজ্ঞ রস বুঝে। লখিমা দেবীর সুকান্ত রূপনারায়ণ চতুর ও রসিক।

৬৯৮

(রাধার উক্তি)

সুন্দরী বিরহ শয়ন ঘর গেল।
কিয়ে বিধাতা লিখি মোহি দেল ॥ ২।
উঠলি চেহায় বইসলি শির নায়।
চহুদিশ হেরি-হেরি রহলি লজায় ॥ ৪।
নেহক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
তুহু কর পহুক খেলাওন ভেল ॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি অপুরুব নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-২। বিরহ (কাতর) সুন্দরী শয়নগৃহে গেল। (কহিল) বিধাতা (আমার ললাটে) কি লিখিয়া দিল।

৩। নায়—নত করিয়া।

৪। লজায়—লজ্জিত হইয়া।

৩-৪। চমকিয়া উঠিল, মস্তক অবনত করিয়া বসিল, চারিদিকে দেখিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিল।

৫। নেহক—স্নেহের। নেহক বন্ধু—প্রেমের বন্ধু, প্রিয়তম। সেহো—সেও। ছুটি—ছাড়িয়া।

৬। খেলাওন—খেলেনা।

৫-৬। প্রিয়তম সেও চলিয়া গেল; প্রভুর দুই হাত (আমার) খেলানা ছিল (তাঁহার হাত লইয়া খেলা করিতাম)।

৭। অপুরুব—অপূর্ব্ব।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অপূর্ব্ব প্রেম, যেমন বিরহ বাড়িতেছে তেমনি প্রেম বাড়িতেছে।)

৬৯৯

(রাধার উক্তি)

মোহন মধুপুর বাস।
হে সখি, হমহুঁ জায়ব তনি পাশ ॥ ২।
রখলহি কুবজা সৌ নেহ।
হে সখি, তেজলনি হমরো সিনেহ ॥ ৪।
কত দিন তাকব বাট।
হে সখি, শূন ভেল জমুনা ঘাট ॥ ৬।
ওতহ রহথু গয় ফেরি।
হে সখি, দরশন দেথু এক বেরি ॥ ৮।

ভনহি বিদ্যাপতি রূপ।
হে সখি, মানুষ জনম অনুপ ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

১। মধুপুর—মথুরা। বাস—বাস করিলেন।

১। হমহুঁ—আমিও। তনি—তাঁহার।

১-২। হে সখি, মোহন মধুপুরে বাস করিলেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইব।

৩। রখলন্হি—রাখিলেন। সোঁ—সহিত।

৩-৪। হে সখি, কুব্জার সহিত স্নেহ রাখিলেন, আমাকে ত্যাগ করিলেন।

৫। তাকব—তাকাইব, দেখিব।

৫-৬। হে সখি, কত দিন (তাঁহার) পথ চাহিব? যমুনার ঘাট শূন্য হইল (কারণ আমি ও সখিগণ আর যমুনার ঘাটে যাই না)।

৭। ওতহু—ওইখানেই। রহথু—থাকুন। গয়—গিয়া। ৮। দেথু—দিন।

৭-৮। হে সখি, সেইখানেই আবার গিয়া থাকুন, একবার দর্শন দিন। (একবার আমাকে দর্শন দিয়া ফিরিয়া গিয়া সেইখানেই থাকুন)।

১০। অনুপ—অনুপম।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে সখি (রাধা সম্বোধনে), মনুষ্য জন্মে অনুপম রূপ। (তুমি যে মোহনকে একবার দেখিতে চাহিতেছ তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই কেন না জগতে তাহার তুল্য রূপ নাই)।

সুমরি সনেহ গেহ নহি ভাব।
দারুণ দাদুর কোকিল রাব ॥ ৬ ।
সুমরি সুমরি খসু নীবিবন্ধ আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ ॥ ৮ ।
ভনহি বিদ্যাপতি শুনু পরমান।
বুঝ নৃপ রাঘব নব পচবান ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

১-২। মন পরবশ (কামের অধীন) হইল, নাথ বিদেশে (রহিলেন); চন্দ্রকে দেখিয়া দেহ দগ্ধ হইয়া উঠে।

৩-৪। মদনের বেদনায় মানস অস্ত হইতেছে; কান্ত বিদেশে, কাহাকে দুঃখ কহিব।

৫। ভাব—ভায়, সুন্দর দেখায়, ভাল লাগে।

৬। দাদুর—দর্দ্দুর, ভেক।

৫-৬। (তাঁহার) স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ভাল লাগে না, কোকিল (ও) ভেকের রব দারুণ (মনে হয়)।

৭। খসু খসিতেছে।

৮। সমাজ—সঙ্গ, নিকটে।

৭-৮। (পূর্ব্বপ্রেম) স্মরণ করিয়া আজ নীবিবন্ধ খসিতেছে, বড় মনোরথে ঘরে প্রাণনাথ (আমার) নিকটে নাই।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সত্য কথা শুন, নৃপ রাঘব নব পঞ্চবান (কন্দর্পের নবীন পরাক্রম) বুঝেন।

৭০০

(রাধার উক্তি)

মন পরবশ ভেল পরদেশ নাহ।
দেখি নিশাকর তন উঠ দাহ ॥ ২ ।
মদন বেদন দে মানস অন্ত।
কাহি কহব দুখ পরদেশ কন্ত ॥ ৪ ।

৭০১

(রাধার উক্তি)

জে দিন মাধব পয়ান করল
উথল সে সব বোল।
শুনি হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল
নয়ানে গলতহি লোর ॥ ২ ।

দিবি কএ শপথ করল
নিয়রে আয়ল কান :
মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়ল
সে সব ভৈগেল আন ॥ ৪।
পথ নিরখইত চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥ ৬।
কোন সে নগরে রহল নাগর
নাগরী পাএ ভোর।
কহ বিদ্যাপতি শুন হে যুবতি
তোহর নাগর চোর ॥ ৮।

১। যে দিন মাধব চলিয়া গেল, সে সকল কথা (পূর্ব্ব কথা) উথলিল।

২। (সে সকল কথা) শুনিয়া (মাধবের) হৃদয়ে করুণা বাড়িল, চক্ষে অশ্রু ঝরিল (গলতাহ)।

৩-৪। কানাই (আমার) নিকটে আসিয়া দিব্য করিয়া শপথ করিল (বারবার শপথ করিল, ফিরিয়া আসিবার দিন স্থির করিল); (আমি তাহার) হাত ধরিয়া (আমার) মাথায় স্পর্শ করাইলাম, সে সকল অন্য হইয়া গেল (বিপরীত হইল)।

৫। নিরখিতে—নিরখিয়া। ফুটল মাধবী লতা—(আসিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়া) মাধবীলতা ফুটিল।

৬। যতা—যূথ, সমূহ।

৭-৮। নাগর কোন নগরে নাগরী পাইয়া বিহ্বল (ভোর) হইয়া রহিল; বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতী, তোমার নাগর চোর (তোমার হৃদয় চুরী করিয়া পলায়ন করিয়াছে, আবার এখন অন্য কোন নাগরীর সহিত সেই ব্যবহার করিতেছে)।

১০২

(রাধার উক্তি)

মন ছল ন টুটব নেহা।
সুজনক পিরীতি পষানক রেহা ॥ ২।
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
ন জানিয়ে ঐসন দৈব গঠিত ॥ ৪।
এ সখি কহবি বন্ধুরে করজোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি ॥ ৬।
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
হম সোঁপল হিয়া নিজ করি জানি ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
জকর পিরীতি সে জন অন্ধা ॥ ১০।

১। টুটব—ভাঙ্গিবে, ছিন্ন হইবে। নেহা—স্নেহ, প্রণয়।

৪। দৈব গঠিত—বিধাতার নির্ম্মিত (বিধান)।

৫। বন্ধু—বঁধু, প্রিয়।

৬। প্রেমক আঁকুর মোড়ি—প্রেমের অঙ্কুর মোচড়াইয়া (বিনাশ করিয়া)।

৭-৮। (সখি) যদি বল তুমি (তুই) অজ্ঞানী (আমাকে নির্ব্বোধ বল,) আমি (তাহাকে) আপনার জানিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম।

১০৩

(রাধার উক্তি)

সজনী কানুক কহবি বুঝাই।
রোপি পেমক বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই ॥ ২।
তৈলবিন্দু যৈসে পানি পসারিয়ে
ঐসন তুয় অনুরাগে।
সিকতা জল যৈসে ক্ষণহি শুখায়
তৈসন তোহর সোহাগে ॥ ৪।

কুলকামিনী ছলোঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ
তকর বচন লোভাই।
অপন করে হম মুড় মুড়ায়ল
কানুসে প্রেম বঢ়াই ॥ ৬।
চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই।
দীপক লোভে শলভ জনি ধায়ল
সে ফল ভুঞ্জইতে চাই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা ন কর কোই।
অপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যে জন পরবশ হোই ॥ ১০।

২। প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরে মোচড়াইলে কোন উপায়ে বাঁচিবে?

৩। তৈল বিন্দু যেমন জলে বিস্তারিত হয়, (পরিমাণে অল্প এবং জলের সহিত মিশে না), এইরূপ তোমার (তোর) অনুরাগ।

৫। কুলকামিনী ছিলাম, তাহার বচনে লুব্ধ হইয়া কুলটা হইয়া গেলাম।

৬। কানুর সহিত প্রেম বাড়াইয়া আপন হস্তে আমি আপনার মাথা মুড়াইলাম (আপনার কলঙ্ক ও অপমান আপনি ডাকিয়া আনিলাম)।

৭। চোরের রমণী যেমন বসনে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে কাঁদে (আমাদের প্রেমের কথা গোপনে রাখিতে হয়, সুতরাং আমার যাতনা প্রকাশ করিবার উপায় নাই)।

৮। দীপের লোভে পতঙ্গ যেমন ধাবিত হইল, সে ফল ভোগ করিতে হইবে (তাহাকে দগ্ধ হইতে হইবে)।

১০। যে পরবশ হয় সে আপনার কর্ম্মদোষে আপনি ভোগ করে।

পাঠান্তরে এই চরণে যুক্ত ভণিতাও পাওয়া যায়—

গোবিন্দ দাস কহে শুন শুন সুন্দরী
এ দুঃখ তুয়া চতুরাই ॥

৭০৪

(রাধার উক্তি)

কে পতিআ লয় জায়ত রে
মোর পিয়তম পাস।
হিয় নহি সহয় অসহ দুখরে
ভেল সাওন মাস ॥ ২।
একসরি ভবন পিয়া বিনুরে
মোরা রহলো নৈ জায়।
সখি অনকর দুখ দারুণ রে
জগ কে পতিআয় ॥ ৪।
মোর মন হরি হরি লই গেল রে
অপনো মন গেল।
গোকুল তেজি মধুপুর বস রে
কত অপজস লেল ॥ ৬।
বিদ্যাপতি গাওল রে
ধনি ধরু পিয় আস।
আওত তোর মনভাবন রে
এহি কাতিক মাস ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। পতিআ—পত্র।

১-২। আমার প্রিয়তমের কাছে কে পত্র লইয়া যাইবে? হৃদয় অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, শ্রাবণ মাস হইল।

৩। একসরি—একেশ্বরী, একাকিনী।

৪। অনকর—অপরের। পতিয়ায়—বিশ্বাস করে।

৩-৪ প্রিয় বিনা একাকিনী, ভবনে আমার থাকাও যায় না। সখি, অপরের দুঃখ দারুণ জগতে কে বিশ্বাস করে?

৫-৬। হরি আমার মন হরণ করিয়া লইয়া গেল, আপনার (তাহার নিজের) মনও গেল (সেও কুব্জা ও অপর নারীদিগের অধীন হইল); গোকুল ত্যাগ করিয়া মধুপুরে বাস করিয়া কত অপযশ লইল।

৮। আওত—আসিবে। মনভাবন—মনোরঞ্জন।

৭-৮। বিদ্যাপতি গাইল, ধনি, প্রিয়তমের আশা ধর (তাহার আশা ত্যাগ করিও না), তোর মনোরঞ্জন এই কার্ত্তিক মাসে আসিবে।

১০৫

(রাধার উক্তি)

গগন গরজি ঘন ঘোর
হে সখি, কখন আওত পহু মোর ॥ ২।
উগলহ্নি পাচো বান।
হে সখি, অব ন বচত মোর প্রাণ ॥ ৪।
করব কওন পরকার।
হে সখি, যৌবন ভেল জীয়মার ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি ভান।
হে সখি, পুরুষ কর হি পরমান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-২। গগনে (মেঘ) ঘন ঘোর গর্জ্জন করিতেছে, হে সখি আমার প্রাণনাথ কখন আসিবেন?

৩। উগলহ্নি—উদয় হইলেন। পাচো বাণ—পঞ্চবাণ।

৩-৪। কন্দর্প উদয় হইলেন, হে সখি এখন আমার প্রাণ বাঁচিবে না।

৬। জীয়মার—প্রাণবধের কারণ।

৫-৬। কোন প্রকার (উপায়) করিব? হে সখি (আমার) যৌবন (আমার) প্রাণবধের কারণ হইল।

৭। ভান—কথা।

৮। পরমান,—প্রমাণ, বিশ্বাস।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে সখি (রাধা সম্বোধনে), পুরুষে (পুরুষের প্রতি) বিশ্বাস কর।

১০৬

(রাধার উক্তি)

ভাবিনি ভল ভএ বিমুখ বিধাতা ॥
জইহ পেম সুরতরু সুখদায়ক
সইহ ভেল দুখদাতা ॥ ২।
তোর সুমরি গুন মোর হৃদয় শূন
নোর নয়ন রহু ঝাঁপি।
গরজ গগন ভরি জলধর হরি হরি
আব হমর হিয় কাঁপি ॥ ৪।
করিয় যতন যত বিফল হোয় তত
ন পাইয় তোহর সমাজে।
বিরহ দহন দহ তইও জীব রহ
সব তহ ই বড়ি লাজে ॥ ৬।
নিবিড় নেহ রস বশ ভয় মানস
পাব পরাভব লাখে।
পুরুষ পরুষমতি কে জুবতী ন কহতি
কবি বিদ্যাপতি ভাখে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। ভল—ভাল (বিপরীতার্থে—আচ্ছা; বিধাতা আচ্ছা বাম হইয়াছে); অত্যন্ত।

২। জইহ—যেই। সুরতরু—কল্পতরু। সইহ—সেই।

১-২। ভাবিনি, বিধাতা অত্যন্ত বিমুখ হইল। যে প্রেমকল্পতরু (তুল্য) সুখদায়ক, সেই দুঃখদাতা হইল।

৩-৪। তোর গুণ স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শূন্য (হইল), অশ্রু চক্ষুকে আবরণ করিল। হরি হরি! জলধর গগন ভরিয়া গর্জ্জন করিতেছে, এখন আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

৫। তোহর—তোর, তোমার। সমাজে—মিলন।

৬। দহন—অগ্নি। দহ—দগ্ধ করিতেছে। রহ—থাকে। তহ—চেয়ে। বড়ি—বড়। ই—এই।

৫-৬। বিরহাগ্নি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন রহিয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা।

৭। নেহ—স্নেহ, প্রেম। বশ—বশী—পাব—পায়। পরাভব—যাতনা, বিকার।

৮। পরুষমতি—কঠিন হৃদয়। কে—কোন। ভাখে—কহে।

৭-৮। (আমার) মানস নিবিড় প্রেমরসের বশীভূত হইয়া লক্ষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, পুরুষের (যে) কঠিন হৃদয় কোন যুবতী (এ কথা) না কহে।

৭০৭

(রাধার উক্তি)

প্রথম বয়স হম কি কহব সজনি
পহু তেজি গেলাহ বিদেশ।
কত হম ধৈরজ বাঁধব সজনি
তনি বিনু সহব কলেশ ॥ ২ ।
আওন অবধি বিতীত ভেল সজনি
জলধর ছপল দিনেশ।
শিশির বসন্ত উষম ভেল সজনি
পাওস লেল পরবেশ ॥ ৪ ।
চহুদিশ ঝিঙ্গুর ঝনকরু সজনি
পিক সুন্দর করু গান।
মনসিজ মারু মরম শর সজনি
কতেক শুনব হম কান ॥ ৬ ।
শেজ কুসুম নহি ভাবয় সজনি
বিষ সম চানন চীর।
যইও সমীর শীতল বহু সজনি
মন বচ উড়ল শরীর ॥ ৮ ।
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল সজনি
মন ধনি করিয় হুলাস।
সুদিন হেরি পহু আওত সজনি
মন জনি করিয় উদাস ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

২। কলেশ—ক্লেশ।

১-২। সজনি, কি কহিব; আমার প্রথম বয়স, প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। আমি কত ধৈর্য্য বাঁধিব (ও) তাঁহার বিহনে (বিরহে) ক্লেশ সহ্য করিব।

৩। আওন—আসিবার (ফিরিয়া আসিবার)। অবধি—সীমা, নিরূপিত কাল। বিতীত—অতীত। ছপল—ছাপিল, ঢাকিল। দিনেশ—সূর্য্য।

৪। উষম—উষ্ণ; গ্রীষ্মকাল। পাওস—বর্ষা। পরবেশ—প্রবেশ।

৩ ৪। (তাঁহার) ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল, মেঘে সূর্য্য ঢাকিল। শীত (শিশির) বসন্ত ও গ্রীষ্ম (ঋতু) (অতীত) হইল, বর্ষা প্রবেশ লইল (পৃথিবীকে অধিকার করিল)।

৫। ঝিঙ্গুর—ঝিল্লী। ঝনকরু—ঝঙ্কার দিতেছে।

৬। মারু—মারিতেছে।

৫-৬। চারিদিকে ঝিল্লীরব হইতেছে, পিক সুন্দর গান করিতেছে। (আমার) মর্ম্মে মদন শরাঘাত করিতেছে, আমি কানে কত শুনিব (ঝিল্লী ও পিকরব)।

৭। শেজ কুসুম—কুসুম শয্যা। ভাবয়—ভাল লাগে, মনোমত হয়।

৮। বচ—কথা।

৭-৮। কুসুমশয্যা ভাল লাগে না, চন্দন ও (অঙ্গ) বস্ত্র বিষতুল্য (বোধ হয়)। যদিও সমীরণ অত্যন্ত

শীতল (তথাপি) মন ও বাক্য শরীর হইতে উড়িয়া গিয়াছে (আপনা-হারা হইয়াছি)।

১০। সুদিন—শুভ দিন।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, আমি এই গাহিলাম, সজনি (সখী সম্বোধনে) (অর্থাৎ রাধাকে বলিবে) ধনি, মনে আনন্দিত হও : প্রভু শুভদিন দেখিয়া আসিতেছে, মন উদাস করিও না।

৭০৮

(রাধার উক্তি)

পরিজন কর লএ দেহরি মুহ দএ
রোঅএ পথ নিহারি।
কেও ন কহএ পুর পরিহরি মাধুর
কওন দিন আওত মুরারি ॥ ২।
কহি দএ সমদব কে সুমঝাএত
কঠিন হৃদয় পিঅ তোরা ॥ ৩।
পিআ বিসরল নেহ অবসন ভেল দেহ
কত কত সহব সঁতাপ।
কালি কালি ভএ মদন আগু কএ
আওত পাউস তাপ ॥ ৫।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সখীর (পরিজনের) কর ধারণ করিয়া, দ্বারে মুখ দিয়া, পথ চাহিয়া রোদন করে। কেহ কহে না মধুপুর ছাড়িয়া কবে মুরারি আসিবে।

৩। কাহাকে দিয়া সম্বাদ পাঠাইব, কে বুঝাইবে (যে) প্রিয়তম, তোর কঠিন হৃদয়।

৪-৫। প্রিয়তম স্নেহ বিস্মৃত হইল, দেহ অবসন্ন হইল, কত সন্তাপ সহিব। কালি কালি করিয়া, মদনকে আগে করিয়া গ্রীষ্ম বর্ষা আসিতেছে।

৭০৯

(রাধার উক্তি)

বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর
ধরণী দরদ্দি ভেলী।
নবি নাগরি রত পরদেস বালভু
আওত আসা গেলী ॥ ২।
সাজনি আবে হমে মদন অধারে।
সূন মন্দির পাউস কে জামিনি
কামিনি কী পরকারে ॥ ৪।
লঘু গুরু ভএ সবি পএ ভরে বাঢ়লি
নীচেও ভউ অগাধে।
কওনে পরি পথিকে অপন ঘর আওব
সহজহি সব কা বাধে ॥ ৬।
এহে বেআজ কইএ পিআ গেলা
আওব সময় সমাজে।
মোহি বরু অতনু অতনু কএ ছাড়থ
সে সুখে ভুজথু রাজে ॥ ৮।
তুঅ গুন সুমরি কাহ্নে পুনু আওব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। দরদ্দি—দীর্ণ।

১-২। পয়োধর গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল, ধরণী দীর্ণ হইল। বল্লভ বিদেশে নব নাগরীতে রত, আসিবার (তাঁহার ফিরিয়া আসিবার) আশা গেল।

৩-৪। সজনি, এখন আমি মদনের আধার, শূন্য মন্দির, বর্ষারাত্রি, কামিনী কি উপায় করিবে?

৫-৬। লঘু নদী গুরু হইয়া বাড়িল, নিম্নস্থান অগাধ হইল। পথিক কেমন করিয়া আপনার ঘরে আসিবে, সকলেরই স্বাভাবিক বাধা হইল

৭-৮। প্রিয়তম এই ছলনা করিয়া গেলেন, (যে) সময় মত আসিয়া মিলিব। আমাকে বরং মদন (অতনু) দেহ শূন্য করিয়া ছাড়ুক (মদনের তাড়নায় আমি দেহত্যাগ করি), সে সুখে রাজ্যভোগ করুক।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, তোর গুণ স্মরণ করিয়া কানাই আবার আসিবে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭১০

(রাধার উক্তি)

দরসন লাগি পুজয় নিতে কাম।
অনুখন জপএ তোহরি পএ নাম ॥ ২।
অবধি সমাপল মাস অখাঢ়।
অবে দিনে দিনে হে জীবন ভেল গাঢ় ॥ ৪।
কহব সমাদ বালভু সখি মোর।
সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর ॥ ৬।
একে অবলাহে কুপুত পঞ্চবান।
মরম লখএ কর সর সন্ধান ॥ ৮।
তুঅ গুন:বান্ধল অছএ পরান।
পরবেদন দেখ পর নহি জান ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১-২। দর্শনের জন্য নিত্য কামের পূজা করে, অনুক্ষণ তোর নাম জপ করে (রাধা সখীকে কহিতেছেন, এই কথা গিয়া মাধবকে বলিও)।

৩-৪। আষাঢ় মাসে অবধি সমাপ্ত হইল, এখন দিন দিন জীবন গাঢ় (কঠিন) হইতেছে।

৫-৬। সখি, বল্লভকে আমার এই সংবাদ কহিবে, সকলের অপেক্ষা বর্ষাকাল বড় কঠোর।

৭-৮। একে অবলা, তাহাতে পঞ্চবাণ কুপিত, মর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করে।

৯-১০। তোর গুণে প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, দেখ, পরের বেদন পর জানে না।

৭১১

(রাধার উক্তি

সখি হে কে নহি জানত হৃদয়ক বেদন
হরি পরদেস রহই।
বিরহ দসা দুখ কাহি কহব
জে তনু কহিনি কহই ॥ ২
ধারা সঘন বরস ধরণীতল
বিজুরি দশদিশ বিন্ধই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনি
বিরহিনি কৈসে জিবই ॥ ৪।
যৌবন ভেল বন বিরহ হুতাশন
মনমথ ভেল অধিকারি।
বিদ্যাপতি কহ কতহু সে দুখ সহ
বারিস নিসি আঁধিয়ারি ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

৭১২

(রাধার উক্তি)

কাঁ পহু পিসুন বচন দেল কান।
কাঁ পর কামিনি হরল গেআন ॥ ২।
কী পহু বিসরল পুরুবক নেহ।
কী জীবন দহু পরল সন্দেহ ॥ ৪।
ঝূঠা বচন সুইলাহু মোঞে লাগি।
তুরঅ বাঁধি ঘর লেসলি আগি ॥ ৬।
কন্ত দিগন্ত গেলা হে কাঁ লাগি।
সীতলি রজনি বরিস ঘনে আগি ॥ ৮।
কহব কলাবতি কন্ত হমার।
বারিস পরদেস বসএ গমার ॥ ১০।
সব পরদেসিআ একে সোভাব।
গএ পরদেস পলটি নহি আব ॥ ১২।

মার মনোজ মরম সর আহি।
বরখা বরিঅ বসন্তহু চাহি ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। প্রভু কি পিশুনের কথায় কান দিল, কিম্বা পরকামিনী তাহার জ্ঞান হরণ করিল?

৩-৪। প্রভু কি পূর্ব্বের স্নেহ বিস্মৃত হইল, কেন (আমার) জীবন সংশয় হইল?

৫। সুইলাহু—শুনিলেন। ৬। তুরঅ—তুরয়। লেসলি—জ্বালিল।

৫ ৬। আমার (বিপক্ষে) মিথ্যা কথা শুনিলেন, অশ্বকে ঘরে বাঁধিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল।

৭-৮। কিসের জন্য কান্ত দিগন্তরে গেল, শীতল রজনী ঘন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে।

৯-১০। হে কলাবতি, আমার কান্তকে কহিবে, বর্ষাকালে মূর্খ বিদেশে বাস করে।

১১-১২। সকল প্রবাসীর এক স্বভাব, বিদেশে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না।

১৩-১৪। কন্দর্প মর্ম্মে শরাঘাত করিতেছে, বর্ষা বসন্তের অপেক্ষাও বৈরী।

৭১৩

(রাধার উক্তি)

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ ২।
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয় মোর ॥ ৪।
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পিউ পিউ সুমরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর ॥ ৬।
বরিখয় পুন পুন আগিদহন জনি
জানলোঁ জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পহু গুণবন্ত ॥ ৮।

২। বরিষা পরবেশ—বর্ষা প্রবেশ, বর্ষারম্ভ।

৪। হেরি জীউ নিকসয় মোয়—দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।

৬। পপিহা—পাপিয়া। সুমরণ—স্মরণ। ভ্রমি—ভ্রমে। দারুণ পাপিয়া (তাহার) পিউ পিউ (রবে; পিউ—প্রিয়) (আমার প্রিয়কে) স্মরণ (করাইয়া দেয়); ভুলিয়া ভুলিয়া (বার বার) তাহাকে কোল দিই (আলিঙ্গন করিতে যাই)।

৭। বৃষ্টি যেন অগ্নিদাহ (জলন্ত শিখা) বর্ষণ করিতেছে; জানিলাম জীবনের শেষ (হইয়াছে)।

৭১৪

(রাধার উক্তি)

সখি হে হমর দুখক নহি ওর রে।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদব
শূন মন্দির মোর রে ॥ ২।
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥ ৪।
কুলিশ কত শত পাত মুদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ৬।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥ ৮।

২। মাহ—মাস। ৩। গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে। সন্ততি—সতত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে।

৪। পাহুন—(প্রাধনিক শব্দ হইতে) অতিথি, অর্থাৎ প্রবাসী ; পদামৃত সমুদ্রে অর্থ পথিক ; পাহুন ও পহুনা (গ্রাম্য শব্দ) দুই চলিত শব্দ। মৈথিল কবিতায় অতিথি ও প্রবাসী অর্থে পাহুন শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। হন্তিয়া—হানিতেছে। কীর্ত্তনানন্দে এস্থানে আর দুইটি পংক্তি আছে—

দরক দামিনি ফিরি চৌদিগ
অম্বুধর গরজন্তিয়া।
কিএ কামিনি সমন মনসিজ
খড়গ খরতর হন্তিয়া॥

দরক—দলকে। ৫। মুদিত—আনন্দিত।

৬। ছাতিয়া—বক্ষ, হৃদয়।

৭-৮। কীর্ত্তনানন্দের পাঠ—

তিমির ভরি অতি ঘোর যামিনি
দরকে দামিনি পাঁতিয়া।
ভনই সেখর কইসে নিরবহ
সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

সেখর কবিশেখর অর্থাৎ বিদ্যাপতি।

৭১৫

(রাধার উক্তি)

খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কন ঝমকাই।
জখনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব
তখনুক কঞোন উপাই॥ ২।
গগন গরজ ঘন সুনি মন শঙ্কিত
বারিশ হরি করু রাবে।
দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব
দুহু মন দুহু বিছুরাবে॥ ৪।
সে সুনি জুবতি জীব জদি রাখতি
সুন বিদ্যাপতি বানী।
রাজা সিবসিংহ ই রস বিন্দক
মদনে বোধি দেবি আনী॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। খেদব—তাড়াইব। বারব—নিবারণ করিব। ঝমকাই—ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইয়া।

১-২। কোকিলকে আমি তাড়াইয়া দিব, ভ্রমর দলকে করকঙ্কন বাজাইয়া নিবারণ করিব, (কিন্তু) ধবলা গিরি হইতে জলদ আসিয়া যখন বর্ষণ করিবে তখনকার কোন উপায় ?

৩। হরি—মেঘ।

৪। সতরব—উত্তীর্ণ হইবে। বিছুরাবে—বিস্মৃত হইবে।

৩-৪। গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে শুনিয়া মন শঙ্কিত, বর্ষার মেঘ ডাকিতেছে। দক্ষিণ পবনের সৌরভ (হইতে) যদি রক্ষা পাইবে (তাহা হইলে) দুই জন মনে মনে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে ?

৬। বিন্দক—জ্ঞাতা। বোধি—বুঝাইয়া।

৫-৬। সে (মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতি) শুনিয়া যদি জীবন রাখিবে, (হে) যুবতি, বিদ্যাপতির কথা শুন। রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন, মদনকে বুঝাইয়া (তোমার প্রিয়তমকে) আনিয়া দিবেন।

৭১৬

(রাধার উক্তি)

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে॥ ২।
হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা॥ ৪।

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥ ৬।
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধান্ধে ॥ ৮।

১। জারব—পুড়িবে। মেহে—মেঘে।

১-২। তপনের তাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হইবে (তাহা হইলে) বারিদ মেঘে কি করিবে (অঙ্কুর রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া গেলে বৃষ্টিতে কি হইবে)? এই নব যৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) সেই প্রিয়তমের স্নেহ কি করিবে?

৩। হায় হায়, কোন দৈব এই দুরাশা (ঘটাইল)?

৫। শশধর বরিখব আগি—চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ করিবে।

৬। চিন্তামণি—স্পর্শমণি। চিন্তামণি যখন নিজ গুণ ত্যাগ করিবে (তখন) কি আমার কর্ম্ম দোষ (ও) দুর্ভাগ্য (নয়)?

৭। বাঁঝ—বন্ধ্যা, বাঁঝা। ছান্দে—রূপে, প্রকারে। কল্পতরু কি রূপে বন্ধ্যা (হইল)?

৮। পর্ব্বত সেবা করিয়া আশ্রয় পাইবে না (ইহাতে) বিদ্যাপতি বিস্মিত হইল (রহিল)।

৭১৭

(রাধার উক্তি)

কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে।
মাতল মধুকর দহদিস ধাবে ॥ ২।
কেও নহি বুঝএ নিধন আনে।
ভমি ভমি লুটএ মানিনি জন মানে ॥ ৪।
কি কহিবো অগে সখি অপন বিভালা।
বিনু কারনে মনমথে করু ধালা ॥ ৬।
কিসলয় সোভিত নব নব চূতে।
ধজকা ধরল দেখিঅ বহুতে ॥ ৮।
কসি কসি গন কুসুম সর লেই।
প্রান ন হরএ বিরহ পএ দেই ॥ ১০।
দাহিন পবন কওনে ধরু নামে।
অনুভব পাএ সেহও ভেল বামে ॥ ১২
মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি।
বিকচ পরাগ পজারএ আগি ॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১-২। কোন দিকে কোকিলের রব তূর্য্যনাদের মত (শোনা যাইতেছে)। মত্ত মধুকর দশ দিকে ধাবিত হইতেছে।

৩-৪। অপরে নির্ধন হইলে কেহ বুঝে না, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া (ভ্রমর) মানিনীর মান লুণ্ঠন করিতেছে।

৫। অগে—হে, ওলো। বিভালা—কপাল।

৬। ধালা—আক্রমণ।

৫-৬। হে সখি, আমার কপাল কি কহিব, বিনা কারণে মন্মথ আক্রমণ করিতেছে।

৭-৮। আম্রবৃক্ষ নব নব কিশলয় শোভিত (যেন মদনের) বহু সংখ্যক নূতন ধ্বজা ধরিয়াছে।

৯-১০। (ধনুকে) গুণ টানিয়া কুসুম শর (আঘাত করিতেছে), প্রাণ হরণ করে না, বিরহ দেয়।

১১-১২। দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল, অনুভব পাইয়া সেও বাম হইল।

১৩-১৪। বিরহিণীকে বধ করিবার জন্য মন্দ সমীরণ (বহিতেছে), বিকচ পরাগ অগ্নি জ্বালিতেছে।

৭১৮

(রাধার উক্তি)

বসন্ত রয়নি রঙ্গে পলটি খেপবি সঙ্গে
পরম রভসে পিঅ গেল কহি।
কোকিল পচম গাব তইঅও ন সুবন্ধু আব
উতিম বচন বেভিচর নহি ॥ ২ ।
সাএ উগলি বেরথা ॥ ৩ ।
অবহু ন অএলে কন্তা নহি ভল পরজন্তা
মো পতি পছিম সুর উগি গেলা।
সাহর সৌরভে দিসা চাঁদ উজোরি নিসা
তরুতর মধুকর পসরলা ॥ ।
ই রস হৃদয় ধরি তইঅও ন আব হরি
সে হৃদি পুরুব পেম বিসরলা ॥ ৬ ।
কবি ভনে বিদ্যাপতি শুন বর জউবতি
মানিনি মনোরথ সুরতরু।
সিরি সিবসিংহ দেবা চরন কমল সেবা
মহাদেবি লখিমা দেবি বরু ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রয়নি—রজনী। পলটি—ফিরিয়া। খেপব—কাটাইবে। ২। গাব—গাহিতেছে। তইঅও—তথাপি। আব—আসে। উতিম—উত্তম। বেভিচর—ব্যভিচার, ব্যতিক্রম।

১-২। প্রিয়তম পরম আনন্দে কহিয়া গেল, বসন্ত রজনী আবার রঙ্গে একসঙ্গে কাটাইবে। কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে তথাপি সুবন্ধু আসিল না, উত্তম ব্যক্তির বচনের ব্যতিক্রম হয় না।

৩। সাএ—সময়। বেরথা—বৃথা। (বসন্ত) সময় বৃথা উদয় হইল।

৪। অবহু—এখনও। অয়লে—আসিল। কন্তা—কান্ত। পরজন্তা—পর্য্যন্ত, পরিণাম। মো পতি—মাং প্রতি, আমার প্রতি। সুর—সূর্য্য। উগি—উদয়। ৫। সাহর—সহকার। পসরলা—প্রসারিত হইল, ছাইয়া পড়িল।

৪-৫। কান্ত এখনও আসিল না, পরিণাম ভাল নহে, আমার পক্ষে পশ্চিমে সূর্য্য উদয় হইল। সহকারের সৌরভে দিক (পূর্ণ হইল), নিশা চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল, বৃক্ষতলে মধুকর ছাইল।

৬। ই—এই। আব—আসে। পুরুব—পূর্ব্ব। পেম—প্রেম। বিসরলা—বিস্মৃত হইল। এই রস হৃদয়ে ধরি (হৃদয়ে প্রেম সঞ্চিত রহিয়াছে), তথাপি হরি আসে না, যখন সে পূর্ব্ব প্রেম বিস্মৃত হইয়াছে (পূর্ব্ব প্রেম বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া হরি আসে না)।

৭। জউবতি—যুবতী। ৮। সিরি—শ্রী। বরু—বরণ করিলেন।

৭-৮। কবি বিদ্যাপতি কহে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, মনোরথ মানিনীর কল্পতরু (কল্পতরু হইতে যেমন ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মানিনীর মনোরথ পূর্ণ হয়)। মহাদেবী লখিমাদেবী শ্রী শিবসিংহ দেবের চরণ কমল সেবা বরণ করেন।

৭১৯

(রাধার উক্তি)

সাহর সউরভ গগন ভরে।
ভমরি ভমর দুহু বাদ করে ॥ ২ ।
লোভক সম্ভ্রম সঙ্গক দ্বন্দ।
বহুল পিয়াসল থোর মকরন্দ ॥ ৪ ।
সে দেখি রিতুপতি আএল চলী।
জাকর মো মন সঙ্কা ছলী ॥ ৬ ।
কোমল মাজরি কোকিল খাএ।
মানিনি মান পিবি ও ন অঘাএ ॥ ৮ ।
জাবে ন ওজ তরুনত ভেল।
তাবে সে কন্ত দিগন্তর গেল ॥ ১০ ।

পরহিত অহিত সদা বিহি বাম।
দুই অভিমত ন রহএ এক ঠাম ॥ ১২।
ধন কুল ধরম মনোভব চোর।
কেও ন বুঝাব মুগুধ পিআ মোর ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রজা সিবসিংহ লখিমা দেবি রমান ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

পার্ব্বতীয় বরাড়ী অথবা পহড়িয়া ছন্দ।

১। সাহর—সহকার। ২। বাদ—কলহ।

১-২। সহকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে, ভ্রমর ভ্রমরী কলহ করিতেছে।

৪। বহুল—বহুত, অনেক। পিয়াসল—পিপাসিত। থোর—থোড়া, অল্প।

৩-৪। লোভের সম্ভ্রম (লজ্জা), সঙ্গের কলহ (লোভ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, ভ্রমর ভ্রমরী একত্র রহিয়াছে অথচ কলহ করিতেছে), অধিক পিপাসিত, মধু অল্প।

৫। রিতুপতি—ঋতুপতি। চলী—চলিয়া।

৬। জাকর—যাহার। মো—আমার।

৫-৬। তাহা দেখিয়া ঋতুপতি চলিয়া আসিল, আমার মনে যাহার শঙ্কা ছিল।

৭। মাজরি—মুঞ্জরী।

৮। পিবি—পান করিয়া। ও—সে, কোকিল। অঘায়—তৃপ্ত হয়।

৭-৮। কোকিল কোমল মুঞ্জরী খায়, মানিনীর মান পান করিয়া (নিঃশেষ করিয়া, ভঙ্গ করিয়া) সে তৃপ্ত হয় না।

৯। জাবই—যাবৎ। ওঙ্গ—অঙ্গ। তরুণত—তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত।

৯-১০। যাবৎ অঙ্গ তরুণতা প্রাপ্ত হইল না তাবৎ সে কান্ত দিগন্তর গেল (যৌবন আসিবার পূর্ব্বেই কান্ত দেশান্তরে গেল)।

১১। অহিত—অমঙ্গলকারী, বিধির বিশেষণ।

১১-১২। অমঙ্গলকারী বিধাতা পরহিতে সর্ব্বদা বিমুখ, দুই একমত (একরূপ) এক স্থানে থাকে না (থাকিতে দেয় না) (যখন অস্ফুট যৌবন তখন অতৃপ্তকাম কান্ত আমার সহিত কলহ করিত, এখন আমার যৌবন সমাগম হইয়াছে, সে প্রবাসে, ইহা সমস্তই বিধাতার কৌশল, কারণ সে পরের সুখ দেখিতে পারে না)।

১৩। মনোভব—কন্দর্প।

১৪। বুঝাব—বুঝায়। মুগুধ—মুগ্ধ।

১৩-১৪। কন্দর্প ধন, কুল, ও ধর্ম্ম চুরী করে আমার মুগ্ধ প্রিয়তমকে কেহ (তাহা) বুঝায় না (এমন সময় সে এখানে না থাকিলে অপরে লুব্ধ হইয়া আমার যৌবন অপহরণ করিতে পারে প্রিয়তমের তাহা জানা উচিত)।

১৬। রজা—রাজা।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কবি এই রস কহে। রাজা শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭২০

(রাধার উক্তি)

বিপত অপত তরু পাওল রে
পুন নব নব পাত।
বিরহিনি নয়ন বিহল বিহিরে
অবিরল বরিসাত ॥ ২।
সখি অন্তর বিরহানল রে
নিত বাঢ়ল জায়।
বিনু হরি লখ উপচারহু রে
হিয় দুখ নই মেটায় ॥ ৪।
পিয় পিয় রটয় পপিহরা রে
হিয় দুখ উপজাব।
কুদিনা হিত জন অনহিত রে
থিক জগত সোভাব ॥ ৬।

কবি বিদ্যাপতি গাওল রে
দুঃখ মেটত তোর।
হরষিত চিত তোহি ভেটত রে
পিয় নন্দকিশোর ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। বিপত—বিপদ কালে। অপত—অপত্র, পত্রশূন্য।

২। বিহল—বিধান করিল, সৃষ্টি করিল।

১-২। বিপদ কালে (শীত কালে) পত্রশূন্য তরু পুনরায় নূতন নূতন পত্র পাইল। বিরহিণীর চক্ষে বিধাতা অবিরল বর্ষার সৃষ্টি করিলেন।

৩। নিত বাঢ়ল জায়—নিত্য বাড়িতে থাকে।

৩-৪। সখি, অন্তরের বিরহানল নিত্য বাড়িতে থাকে, হরি বিনা লক্ষ উপচারেও হৃদয়ের দুঃখ মিটে না।

৫। পপিহরা—পাপিয়া। উপজাব—উপজায়, উৎপন্ন করে।

৬। থিক—হয়। সোভাব—স্বভাব।

৫-৬। পাপিয়া প্রিয় প্রিয় রটিতেছে, হৃদয়ে দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। কুদিনে হিত ব্যক্তি ও অনহিত হয়, ইহাই জগতের স্বভাব (অন্য সময় পাপিয়ার রব আনন্দদায়ক কিন্তু এক্ষণে ক্লেশকর)।

৭-৮। কবি বিদ্যাপতি গাইল, তোর দুঃখ মিটিবে, প্রিয় নন্দকিশোর হরষিত চিত্তে তোকে মিলিবে।

৭২১

(রাধার উক্তি)

ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহি পিঅ কণ্ঠ গহএ জুবতী ॥ ২।
আজু অপন মন থির ন রহে।
মধুকর মদন সমাদ কহে ॥ ৪।
ভনই সরস কবি রস সুজান।
ত্রিপুরসিংহসুত অরজুন নাম ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। ললিত লতা যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয় সেইরূপ যুবতী প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে।

৩-৪। আজ আমার মন স্থির থাকিতেছে না, মধুকর মদনের সম্বাদ কহিতেছে।

৫-৬। সরস কবি (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, অর্জ্জুন নামে ত্রিপুর সিংহের পুত্র রস উত্তম জানেন।

৭২২

(রাধার উক্তি)

সিসির সময় বহি বহল বসন্ত।
গরজঁহু ঘর নহি আয়ল কন্ত ॥ ২।
ও পরদেসিয়া ধন বনিজার।
মোরা হৃদয় ভার ভেল হার ॥ ৪।
গুনিজন ভএ পহু ভেলা ভোর।
আকুল হৃদয় তেজ নহি মোর ॥ ৬।
এ সখি এ সখি কি কহবি তোহি।
ভলিকই নাথে বিসরল মোহি ॥ ৮।
নিজ তন ভময় কুসুম মকরন্দ।
গগন অনল ভএ উগল চন্দ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি পুনু পহু আস।
যাবত রহত দেহ তিল সাস ॥ ১১।

মিথিলার পদ।

১। সিসির—শীত। বহি—বহিয়া, অতি-বাহিত হইয়া। বহল—অতিবাহিত হইল।

২। গরজঁহু—গর্জ্জন করিতেছে, অর্থাৎ বর্ষা আগত হইল।

১-২। শীতকাল গিয়া বসন্তও গেল, (মেঘ) গর্জ্জন করিতেছে (বর্ষা আসিল), কান্ত ঘরে আসিল না।

৩। ও—সে। পরদেসিয়া—বিদেশের। বনিজার—বাণিজ্যকর, সদাগর।

৩-৪। সে বিদেশীয় ধনের ব্যবসাদার, আমার বক্ষে হার ভার হইল (সে বিদেশে অপর রমণীর প্রেমে আনন্দে কাল যাপন করিতেছে, আমার শোকে বিরহে কণ্ঠের হারও গুরুভার বোধ হইতেছে)।

৫। ভোর—ভোলা।

৬। তেজ—ত্যাগ করে।

৫-৬। প্রভু গুণী জন (গুণবান) হইয়া ভোলা হইলেন (ভুলিয়া গেলেন), আমার আকুল হৃদয় ত্যাগ করে না (আমার প্রাণত্যাগ হয় না)।

৭। তোহি—তোকে।

৮। ভলি কই—ভাল করিয়া।

৭-৮। হে সখি, হে সখি, তোকে কি কহিব, নাথ ভাল করিয়া (সম্পূর্ণ রূপে) আমাকে ভুলিল।

৯। তন—তনু। ভময়—ভ্রমণ করে।

৯-১০। কুসুমের মধু নিজ তনুতে ভ্রমণ করে (কুসুমের মধু কুসুমেই থাকে, ভ্রমর তাহা পান করিতে আসে না)। গগনে চন্দ্র অগ্নি (তুল্য) হইয়া উদিত হইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, যতক্ষণ দেহে তিল (মাত্র) শ্বাস থাকে (ততক্ষণ) পুনর্ব্বার প্রভুর (সহিত মিলন হইবার) আশা।

৭২৩

(রাধার উক্তি)

কাননে কাননে কুন্দ লফু।
পলটি পলটি তাহি ভমর ভূল ॥ ২।
পুনমতি তরুনি পিয়া সংগ পাব।
বরিসে বরিসে ঋতুরাজ আব ॥ ৪।
রজনি ছোটি হো দিবস বাঢ়।
জনি কামদেব করবাল কাঁঢ় ॥ ৬।
মলয়ানিল পিব জুবতি মান।
বিরহিনি বেদন কেও ন জান ॥ ৮।
ভনে বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত।
কুমর অমর জ্ঞানো দেই কন্ত ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। পলটি—ফিরিয়া। তাহি—তাহাতে। ভূল—ভুলে।

১-২। কাননে কাননে কুন্দ ফুল (ফুটিয়াছে,) ফিরিয়া ফিরিয়া ভ্রমর তাহাতে ভুলিতেছে।

৩। পুনমতি—পুণ্যবতী। পিয়া—প্রিয়তম। সংগ—সঙ্গ। পাব—পায়।

৪। বরিসে—বৎসরে। রিতুরাজ—ঋতুরাজ। আব—আসে।

৩-৪। পুণ্যবতী তরুণী প্রিয়তমের সঙ্গ পায় (মিলন হয়), বৎসরে বৎসরে ঋতুরাজ বসন্ত আসে।

৫। রইনি—রজনী। বাঢ়—বাড়ে।

৬। কাঢ়—বাহির করে, নিষ্কাশিত।

৫-৬। রাত্রি ছোট হইল, দিবস বাড়িয়াছে, যেন কামদেব তরবারি নিষ্কাশিত করিয়াছে।

৭। পিব—পান করে।

৮। কেও—কেহ।

৭-৮। মলয়ানিল যুবতীর মান পান করিতেছে (পান করিয়া মান নিঃশেষ করিতেছে ; মলয়ানিল বহিলে যুবতীর মান আর থাকিতে পারে না)। বিরহিণীর বেদন কেহ জানে না।

৯-১০। বিদ্যাপতি বসন্ত ঋতুর (কথা) কহে ; জ্ঞান (অথবা জ্ঞানদা) দেবীর কান্ত কুমার অমর।

৭২৪

(রাধার উক্তি)

ফিরি ফিরি ভমরা উনমত বূল।
কানন কানন কেসু ফুল ॥ ২।
মোহি ভান লাগল কহওঁ কাহি।
রিতুপতি বেকতায়ল অসকসাহি ॥ ৪।

চন্দা উগি চণ্ডাল ভেল।
দ্বিজরাজ ধরমতা বিসরি গেল ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি বুঝ রসমন্ত।
রাঘব সিংহ সোনমতি দেবি কন্ত ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। উনমত—উন্মত্ত। বুল—বিচরণ করে।

২। কেসু—নাগকেশর পুষ্প।

১-২। উন্মত্ত ভ্রমর ফিরিয়া ফিরিয়া কাননে কাননে নাগকেশর পুষ্পে বিচরণ করিতেছে।

৩। মোহি—আমাকে, আমার। ভান লাগল—মনে হইল। কহও—কহিব। কাহি—কাহাকে।

৪। ঋতুপতি—ঋতুপতি। বেকতাএল—ব্যক্ত হইল। অসক সাহি—দুর্নিবার।

৩-৪। আমার মনে হইল, কাহাকে কহিব, দুর্নিবার বসন্ত ব্যক্ত হইল (প্রকাশ পাইল)।

৫। উগি—উদয় হইয়া।

৬। দ্বিজরাজ—চন্দ্র, দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ধরমতা—ধর্ম্ম। বিসরি—ভুলিয়া।

৫-৬। চন্দ্র উদয় হইয়া চণ্ডাল হইল, দ্বিজশ্রেষ্ঠের ধর্ম্ম ভুলিয়া গেল (চন্দ্রের ধর্ম্ম শীতল করা, এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ক্ষমা করা; তাহা না করিয়া চন্দ্র চণ্ডালের ন্যায় আমাকে যাতনা দিতেছে)।

৭। রসমন্ত—রসবান, রসজ্ঞ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সোনমতী দেবীর কান্ত রসজ্ঞ রাঘব সিংহ বুঝেন।

৭২৫

(রাধার উক্তি)

সরোবর মজ্জি সমীরন বিথরও
কেবল কমল পরাগে।
মাধবিকা মধু পিবহি ন পারএ
কোকিল দে উপরাগে ॥ ২।
সাজনি সাজনি সাজনি সাজনি
সুনহি সাজনি মোরী।
বালভু সৌঁ মঝু দীঠি মিলাবহি
হোইহোঁ দাসী তোরী ॥ ৪।
পাড়রি পরিমল আসা পূরয়
মধুকর গাবয় গীতে।
চাঁদিনি রজনী রভস বঢ়াবএ
মোপতি সবে বিপরীতে ॥ ৬।
হৃদয়ক বাউলি কহিয় পর জমু
তোহোঁ কহোঁ সয়ানী।
বিমু মাধব রে মধু রজনী জাইতি
মীন কি জিব বিমু পানী ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু গাবয়
হোউ উপদেশোঁ রসমন্তা।
অরজুন রাএ চরণ পএ সেবহি
গুনা দেবি রানি কন্তা ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সরবর—সরোবর। মজ্জি—মজ্জিত হইয়া। বিথরও—বিস্তার, বিকীর্ণ করে। ২। মাধবিকা—মাধবী পুষ্পের। পিবয়—পান করিতে। উপরাগ—পরিবাদ, মৃদু ভৎর্সনা।

১-২। সরোবরে মজ্জিত হইয়া সমীরণ কেবল কমল পরাগ বিকীর্ণ করে। কোকিল মাধবী পুষ্পের মধু পান করিতে পারে না (সেই জন্য) উপরাগ (মৃদু ভৎর্সনা) দেয় (করে)।

৪। বালভু—বল্লভ। সৌঁ—সহিত। দীঠি—দৃষ্টি, চক্ষু। হোইহোঁ—হইব।

৩-৪। সজনি, সজনি, সজনি, সজনি, শুন আমার সজনি, বল্লভের সহিত আমার দৃষ্টি মিলাইলে তোর দাসী হইব।

৫। পাড়রি—পাটলী পুষ্প। পূরয়—পূর্ণ করে।

৬। রভস—আনন্দ। বঢ়াবএ—বাড়ায়। মোপতি —আমার প্রতি।

৫-৬। পাটলী পুষ্পের পরিমলে আশা পূর্ণ করিয়া মধুকর গীত গান করে। জোৎস্না রাত্রি আনন্দ বাড়ায় (কিন্তু) আমার প্রতি সকলই বিপরীত।

৭। বাউলি—বাউরি, বাতুলতা, বেদন। পর—পড়ে। তোঁহো—তোকে। কহো—কহিতেছি। সয়ানী—চতুরা। ৮। জাইতি—যাইবে। জিব—জীবন ধারণ করে।

৭-৮। চতুরে, তোকে কহিতেছি, (আমার) হৃদয়ের বাতুলতা অপর কাহাকেও কহিও না, মাধব বিনা (কি) মধু রজনী যাইবে, মীন কি জল বিনা বাঁচে ?

৯। হোউ—হও। উপদেশৌ—উপদিষ্ট। রসমন্ত—রসবন্ত, রসজ্ঞ।

৯-১০। কবিবর বিদ্যাপতি এই গাইতেছে, রসজ্ঞ (ব্যক্তি) উপদিষ্ট হও, গুণাদেবী রাণী কান্ত অর্জুন রাজার চরণ সেবা করেন।

দিন দিন খিন তনু হিম কমলিনি জনি
ন জানি কি জিব পরজন্তু রে।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত রে ॥ ৮।

২। সিধারল—চলিল, গমন করিল। মলয় পবন হিমাচলে গমন করিল (দক্ষিণ পবন বহিল), প্রিয়তম নিজের দেশে আসিল না।

৩। চানন চান তন—চন্দন চন্দ্র তনু।

৫-৬ (এই সময়) অনিমেষ নয়নে নাথের মুখ নিরখিতে (নিরখিয়া) নয়ন তৃপ্ত হয় না, অবলার কঠিন প্রাণ বলিয়াই এই সুখের সময় এত শঙ্কট সহ্য করে।

৭। পরজন্ত—পর্য্যন্ত, শেষ। শীতে যেমন কমলিনী (শুকাইয়া যায় সেইরূপ) দিনে দিনে তনু ক্ষীণ (হইতেছে)।

৮। অন্ত—অনত, অন্যত্র। নিষ্ঠুর মাধব অন্য স্থানে রহিয়াছে।

(রাধার উক্তি)

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাবরে।
মলয়ানিল হিমশিখর সিধারল
পিয়া নিজ দেশ ন আবরে ॥ ২।
চানন চান তন অধিক উতাপয়
উপবন অলি উতরোল রে।
সময় বসন্ত কন্ত রহু দুরদেশ
জানল বিহি প্রতিকূল রে ॥ ৪।
অনিমিখ নয়ন নাহ মুখ নিরখইত
তিরপিত ন ভেল নয়ান রে।
ঈ সুখ সময় সহয় এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরানরে ॥ ৬।

(রাধার উক্তি)

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥ ২।
কোকিল কুল কলরব বিথার
পিয়া পরদেশ হম সহএ ন পার ॥ ৪।
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐসে হমর মন মান ॥ ৬।
ইহ সুখ সময় সেহো মধু নাহ।
কা সঞে বিলসব কে কহ তাহ ॥ ৮।
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তসু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম ॥ ১০।

৬। আমার মনে এরূপ লইতেছে (মান-মানিতেছে) (যে) আসিবে।

৭-৮। এই সুখ সময়ে সেই আমার নাথ কাহার সহিত বিলাস করিবে, তাহা কে কহিবে?

৯। তসু ঠাম—তাহার কাছে।

১০। পূরব কাম—মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

৭২৮

(রাধার উক্তি)

মাধব মাস তীথি ছল মাধব
অবধি করিয়ে পহু গেলা।
কুচ যুগ শম্ভু পরশি হসি কহলনি
তেঁহ পরতীতি মোহি ভেলা ॥ ২ ।
অবধি ওর ভেল সময় বেয়াপিত
জীবন বহি গেল আশে।
তখনুক বিরহ যুবতী নহি জীউতি
কি করত মাধব মাসে ॥ ৪ ।
ছন ছন কয়কই দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কই বরস গমাওলি
আব জীবন কোন আশে ॥ ৬ ।
আম মজর ধরু মন মোর গহবর
কোকিল শবদ ভেল মন্দা।
এহন বয়স তেজি পহু পরদেশ গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা ॥ ৮ ।
কুমকুম চানন আগি লগাওলি
কেও কহে শীতল চন্দা।
পহু পরদেশ অনেককই রাখথি
বিপতি চিহ্নিয়ে ভলমন্দা ॥ ১০ ।
ভনহি বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
হরিক চরণ করু সেবা।
পরল অনাইত তেঁই ছথি অন্তয়
বালমু দোষ ন দেবা ॥ ১২ ।

মিথিলার পদ।

১। ছল—ছিল। মাধব তিথি—শুক্লা একাদশী।

১-২। মাধব (বৈশাখ) মাস মাধব তিথি ছিল, প্রভু অবধি করিয়া গেলেন (যাইবার সময় বলিয়া গেলেন বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব)। কুচ যুগ শম্ভু স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিলেন তাহাতে আমার প্রতীতি হইল।

৩। বেয়াপিত—ব্যাপ্ত, অতিক্রান্ত।

৩-৪। অবধি কালের সীমা অতিক্রান্ত হইল জীবন আশায় বহিয়া গেল; তখনকার বিরহে যুবতী বাঁচিবে না, মাধব মাস কি করিবে?

৫। ছন—ক্ষণ। কয়কই—করিয়া।

৫-৬। ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস অতিবাহিত করিলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বর্ষ কাটিল, এখন কোন আশায় জীবন (ধারণ করিব)?

৭। মজর—মুঞ্জর। বন—বস্তু। গহবর—মিথিলা ভাষায় বিষাদ অর্থে প্রয়োগ হয়। মন্দা—মন্দীভূত।

৮। পিউল—পান করিল।

৭-৮। আম্রবৃক্ষ মুঞ্জরিত হইল, আমার মন বিষাদে নিমগ্ন, কোকিল শব্দ মন্দীভূত হইল। এমন বয়সে প্রভু (আমাকে) ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল, কুসুম মধুপান করিল (কুসুমের মধু কুসুমেই রহিল, ভ্রমর পান করিতে আসিল না)।

৯। লগাওলি—লাগাইলাম।

১০ অনেককই—অনেকের। রাখথি—রাখে, থাকে। বিপতি—বিপত্তি কালে।

৯-১০। কুকুম চন্দন (লেপন করিলে মনে হয় যেন) অগ্নি লাগাইলাম (অগ্নিতুল্য দাহন করে); কে কহে চন্দ্র শীতল? অনেকের প্রভু বিদেশে থাকে, বিপত্তি কালে ভাল মন্দ চেনা যায় (প্রভু ভাল হইলে বিরহক্লিষ্ট প্রিয়ার ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসে)।

১২। পরল—পড়িল। অনাইত—অনায়ত্ত, পরাধীন। ছথি—আছে। অন্তয়—অন্য স্থানে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, হরির চরণ সেবা কর। পরাধীন হইয়া অন্যস্থানে রহিয়াছে, তাহাতে প্রিয়তমের দোষ দিবে না।

৭২৯

(রাধার উক্তি)

মাস অখাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিশলেখে রহএো নিরথেঘ ॥ ২।
কোন পুরুব সখি কওন সেহ দেশ।
করব মোএ তহাঁ যোগিনি বেশ ॥ ৪।
মোর পিয়া সখি গেল দুর দেশ।
যৌবন দয় গেল শাল সন্দেশ ॥ ৬।
সাওন মাস বরিস ঘন বারি।
পন্থ ন সূঝে নিসি অঁধিআরি ॥ ৮।
চৌদিস দেখিয় বিজুরী রেহ।
সে সখি কামিনি জিবন সন্দেহ ॥ ১০।
ভাদব মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহুকয় দাদুল মোর ॥ ১২।
চেউকি চেউকি পিয়া কোর সমায়।
গুনমতি সূতলি অঙ্কম লগায় ॥ ১৪।
আসিন মাস আস ধর চীত।
নাহ নিকারুণ নৈ ভেলাহ হীত ॥ ১৬।
সরবর খেলয় চকবা হাস।
বিরহিনি বৈরি ভেল আসিন মাস ॥ ১৮।
কাতিক কন্ত দিগন্তর বাস।
পিয় পথ হেরি হেরি ভেলাহু নিরাস ॥ ২০।
সুখে সুখ রাতি সবহু কা ভেল।
হম দুখ শাল সোআমি দে গেল ॥ ২২।
অগহন মাস জীবকে অন্ত।
অবহু ন অয়লে নিরদয় কন্ত ॥ ২৪।
একসরি হমে ধনি সূতওঁ জাগি।
নাহক আয়োভ খায়ত মোহি আগি ॥ ২৬।
পূস খীন দিন দীঘরি রাতি।
পিয়া পরদেশ মলিন ভেলি কাতি ॥ ২৮।
হেরওঁ চৌদিশ ঝাখও রোয়।
নাহ বিছোহ কাহু জনু হোয় ॥ ৩০।
মাঘ মাস ঘন পড়য় তুসার।
ঝিলি মিলি কেচুআ উনত থন হার ॥ ৩২।
পুনমতি সূতলি পিঅতম কোর।
বিধিবশে দৈব বাম ভেল মোর ॥ ৩৪।
ফাগুন মাস ধনি জীব উচাট।
বিরহে বিখিন ভেলে হেরওঁ বাট ॥ ৩৬।
আয়ল মত্ত পিক পঞ্চম গাব।
সে সুনি কামিনি জিবহু সতাব ॥ ৩৮।
চৈত চতুরগুন পিয় পরবাস।
মালী জানে কুসুম বিকাস ॥ ৪০।
ভমি ভমি ভমরা কর মধু পান।
নাগর ভই পহু ভেল অসয়ান ॥ ৪২।
বৈশাখে তবে খর মরণ সমান।
কামিনি কন্ত হনএ পচবান ॥ ৪৪।
ন জুড়ি ছাহরি ন বরিস বারি।
হমে জে অভাগিনি পাপিনি নারি ॥ ৪৬।
জেঠ মাস উজর নব রঙ্গ।
কন্ত কইএ খলু কামিনি সঙ্গ ॥ ৪৮।
রূপ নরায়ন পূরথু আস।
ভনই বিদ্যাপতি বারহ মাস ॥ ৫০।

মিথিলার পদ।

২। বিশলেখ—বিরহ, বিশ্লেষ। নিরথেঘ—নিরবলম্বন, সহায় শূন্য।

১-৬। আষাঢ় মাসে উন্নত নব মেঘ, প্রিয়তমের বিরহে সহায় শূন্য হইয়া রহিয়াছি। সখি, কোন দিক পূর্ব্ব, সে কোন দেশ? আমি সেখানে যোগিনীর বেশ করিব (যোগিনীর বেশে তথায় গমন করিব)।

সখি, আমার প্রিয়তম দূরদেশে গেল, যৌবন শালতুল্য সংবাদ দিয়া গেল।

৮। সুঝে—দেখা যায়।

৭-১০। শ্রাবণ মাসে ঘন বারি বর্ষণ করিতেছে, পথ দেখা যায় না, নিশি অন্ধকার। চারিদিকে বিদ্যুৎ রেখা দেখিতে পাই, সখি, তাহাতে কামিনীর জীবন সন্দেহ হয়।

১২। কুহুকয়—ধ্বনি করে। দাতুল—দর্দ্দুর। মোর—ময়ূর।

১৩। চেউঁকি—চমকিয়া। সমায়—প্রবেশ করে।

১৪। অঙ্কম—ক্রোড়, বক্ষ।

১১-১৪। ভাদ্র মাসে ঘন ঘোর বৃষ্টি হইতেছে, সকল দিকে দর্দ্দুর ও ময়ূর রব করিতেছে। গুণবতী রমণী চমকিয়া চমকিয়া প্রিয়তমের ক্রোড়ে প্রবেশ করে, বক্ষে লগ্ন হইয়া শয়ন করে।

১৫। চীত—চিত্ত।

১৬। নিকারুণ—নিকরুণ, নিষ্ঠুর।

১৫-১৮। আশ্বিন মাসে চিত্ত আশা ধারণ করে (মনে হয় প্রিয়তম ফিরিয়া আসিবেন); নাথ নিষ্ঠুর, হিত হইলেন না (ফিরিলেন্ না)। সরোবরে চক্রবাক হংস খেলা করে, আশ্বিন মাস বিরহিণীর বৈরী হইল।

১৯-২২। কার্ত্তিকে কান্ত দিগন্তরে বাস করেন। প্রিয়তমের পথ দেখিয়া দেখিয়া নিরাশ হইলাম। সুখে সকলের সুখরাত্রি হইল, আমাকে স্বামী দুঃখ শাল দিয়া গেল।

২৩-২৬। অগ্রহায়ণ মাসে জীবনের অন্ত, এখনও নির্দ্দয় কান্ত আসিলেন না। আমি একেশ্বরী রমণী শয়ন করিয়া জাগিয়া থাকি, নাথের আসিতে আমাকে অগ্নি খাইবে (ভত দিনে আমি পুড়িয়া ভস্ম হইব)।

২৭। দীঘরি—দীর্ঘ। ২৯। ঝাথও—শোক করি। ৩০। বিছোহ—বিচ্ছেদ।

২৭-৩০। পৌষ মাসে ক্ষীণ দিন, রাত্রি দীর্ঘ, প্রিয়তম বিদেশে, (আমার) কান্তি মলিন হইল। চারিদিকে দেখি, রোদন করিয়া শোক করি; নাথের বিচ্ছেদ যেন কাহারও না হয়।

৩২। ঝিলিমিলি—আঁটা, দৃঢ়। কেচুয়া—কাঁচাল। থনহার—স্তনহার।

৩১-৩৪। মাঘ মাসে ঘন তুষার পড়ে, দৃঢ় কাঁচলি, স্তনহার উন্নত। পুণ্যবতী প্রিয়তমের ক্রোড়ে শয়ন করিল, বিধি বশে দৈব আমার প্রতি বাম হইল।

৩৫। উচাট—উচ্চাটন। ৩৮। সন্তাব—সন্তাপিত করে।

৩৫-৩৮। ফাল্গুন মাসে নারীর মন উচ্চাটিত হয়, বিরহে বিশীর্ণ হইয়া পথ দেখিতেছি, মত্ত পিক আসিয়া পঞ্চম গায়, তাহা শুনিয়া কামিনীর প্রাণ সন্তাপিত হয়।

৩৯-৪২। চৈত্র মাসে প্রিয়তমের প্রবাস চতুর্গুণ (ক্লেশদায়ক), মালী কুসুম বিকাশের (সময়) জানে (চৈত্র বসন্তের মধু মাস, এই সময় যে নারীর বিরহে অধিক যন্ত্রণা হয় তাহা পুরুষের জানা কর্ত্তব্য)। ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মধু পান করে, প্রভু নাগর হইয়া অচতুর হইল।

৪৫। ছাহরি—ছায়া। জুড়—জুড়ান, শীতল।

৪৩-৪৬। বৈশাখের খর উত্তাপ মরণ তুল্য, কামিনী এবং কান্তকে পঞ্চবাণ শরাঘাত করে। শীতল ছায়া নাই, বারিবর্ষণও হয় না। আমি যে অভাগিনী পাপিনী নারী।

৪৭। উজর—উজ্জ্বল। ৪৮। থলু—সংস্কৃত শব্দ, প্রসিদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত। জ্যৈষ্ঠ মাসে উজ্জ্বল নূতন রঙ্গ, কান্ত কামিনীর সঙ্গে (বাস) করে ইহাই প্রসিদ্ধ। রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) আশা পূর্ণ করিবেন, বিদ্যাপতি বার মাস কহিতেছে।

৭৩০

(রাধার উক্তি)

মোর বন বন শোর শুনত
বাঢ়ত মনমথ পীড়।
প্রথম ছার অখাঢ় আওল
অবহু গগন গভীর ॥ ২।
দিবস রয়না অরে সখী কইসে
মোহন বিনু জাওয়ে ॥ ৩।
আওয়ে সাওন বরিখে ভাওন
ঘন সোহাওন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটতরে
কইসে জীয়ে বিরহিণী নারী ॥ ৫।
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাঁ সো কহি ইহ দুখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকী
ছুটত মদন ধনুক ॥ ৭।
অছুহ আসিন গগন ভাখিন
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভনই ঐসন
চাতুর মাস কি বোল ॥ ৯।

১। মোর—ময়ূর। বন বন—বনে বনে, উপবনে। শোর—শব্দ। শুনত—শুনিয়া। পীড়—পীড়া। বনে বনে ময়ূরের (কেকা) শব্দ শুনিয়া মন্মথ বেদনা (বিরহ) বাড়িতেছে।

২। অখাঢ়—আষাঢ়। গভীর—গম্ভীর, মেঘাচ্ছন্ন।

৩। রয়না—রজনী। ওরে সখি, মোহন বিনা দিবস রজনী কেমন করিয়া কাটিবে!

৪। সাওন—শ্রাবণ। ভাওন—সুন্দর। সোহাওন—শোভন।

৫। পঞ্চশর (মদনের) তীর ছুটিতেছে, বিরহিণী নারী কেমন করিয়া বাঁচে!

৬। ভাদো—ভাদ্র। বেগর—বিনা। মাধো—মাধব। কাঁ সো—কাহাকে। বিনা মাধব (মাধব শূন্য) ভাদ্র আসিল কাহাকে এ দুঃখ বলি।

৭। নিডরে—নির্ভয়ে। ডর ডর—ডাহুকের শব্দ। যেন মদনের বন্দুক ছুটিতেছে।

৮। অছুহ—হইয়াছে। আসিন—আশ্বিন। ভাখিন—ভাষী, শব্দ। ঘনন—মেঘসমূহ।

৯। চাতুর—চার। বোল—কথা। সিংহ ভূপতিকে (শিবসিংহকে) এইরূপ চাতুর্মাস্যের কথা (কবি) কহিতেছে।

৭৩১

(রাধার উক্তি)

কানুসে কহবি কর জোরি।
বোলি দুই চারি শুনাওব মোরি ॥ ২।
মুঝে কত পরিখসি আর।
তুয় আরাধন বিদিত সংসার ॥ ৪।
হমছল ন টুটব নেহা।
সুপুরুখ বচন পষাণক রেহা ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সাই।
ন কর বিষাদ মনে মিলব মধাই ॥ ৮।

২। আমার দুই চারিটী কথা শুনাইবি (নিম্নের চারি চরণে সেই কয়েকটী কথা বলিয়া দিতেছেন)।

৩। পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছিস্।

৪। আরাধন—অনুরাগ, প্রেম।

৫। আমা হইতে (প্রতি) স্নেহ টুটিবে না (যেন আমার প্রতি স্নেহ না যায়)।

৬। সুপুরুষের বচন পাষাণে রেখার (সমান)।

৭। সাই—সই, সখি।

ভণিতার পাঠান্তর—

বিদ্যাপতি কহ রাই।
কানু সমুঝাইতে হম যাই ॥

৭৩২

(রাধার উক্তি)

কত দিন রহব কপোল কর লায়।
রবিক অছইত কমলিনি কুম্ভিলায় ॥ ২।
কহব নিঅ উগুতি জুগুতি পরচারি।
আব নই জিউতি ধনি তোহরি পিয়ারি ॥ ৪।
অভরণ ভূখন হলু ছিড়িআয়।
কনক লতা সন ফুল ঝড়ি জায় ॥ ৬।
বসন উঘারি হেরল ভরি দীঠি।
গারি নড়াওল কুসুমক সীঠি ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু ব্রজ নারি।
ধৈরজ ধয় রহ মিলত মুরারি ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। লায়—লাগাইয়া, ন্যস্ত করিয়া। ২। অছইত—আছিতে, থাকিতে। কুম্ভিলায়—ম্লান হয়।

১-২। করে কপোল ন্যস্ত করিয়া কত দিন রহিব? রবি থাকিতে কমলিনী ম্লান হয়।

৩। কহব—কহিবি। উগুতি—উক্তি। জুগুতি—যুক্তি। পরচারি—প্রকাশ করিয়া। ৪। পিয়ারি—প্রেয়সী।

৩-৪। নিজের উক্তি ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া কহিবি, তোর প্রেয়সী ধনী এখন বাঁচিবে না (দূতীকে রাধা কহিতেছেন)।

৫। হলু—গেল। ছিড়িআয়—ছড়াইয়া। ৬। সন—সম। ঝড়ি—ঝরিয়া।

৫-৬। আভরণ ভূষণ ছড়াইয়া গেল (পড়িল), কনক লতা (হইতে) যেন ফুল ঝরিয়া গেল।

৭। উঘারি—খুলিয়া। ৮। গারি—নিঙড়াইয়া, মর্দ্দন করিয়া। নড়াওল—ফেলিয়া দিল। সীঠি—সিঠে।

৭-৮। বসন খুলিয়া দৃষ্টি ভরিয়া দেখিলাম (যেন) মর্দ্দন করিয়া কুসুমের অবশিষ্ট ফেলিয়া দিয়াছে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ব্রজনারি, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

৭৩৩

(রাধার উক্তি)

সজনি কে কহ আওব মধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নহি পতিয়াই ॥ ২।
এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা ॥ ৪।
বরস বরস করি সময় গমাওল
খোয়লুঁ তনুক আশে।
হিমকর কিরণ নলিনি যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে ॥ ৬।
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সে পিয়া নেহে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
অব নহি হোত নিরাশ
সে ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতে মিলব তুয় পাশ ॥ ১০।

২। পার কিয়ে পাওব—পার কি প্রাপ্ত হইব?

১-২। সজনি, কে বলে মাধব আসিবে? বিরহ সমুদ্র পার কি প্রাপ্ত হইব (আমার বিরহের কি অবসান হইবে)? আমার মনে বিশ্বাস হয় না।

৩-৪। (সে আসিবে এই আশায়) এখন তখন করিয়া দিবস কাটাইলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস

গেল, মাস মাস করিয়া বৎসর অতিবাহিত হইল, (এখন) জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম।

৫। খোয়লুঁ—খোয়াইলাম, হারাইলাম।

৬। জারব—দগ্ধ করিবে। মাধবী মাস—বৈশাখ। চন্দ্র কিরণে যদি পদ্ম দগ্ধ হয় (তাহা হইলে) বৈশাখ মাসে কি করিবে ?

৭। বারিদ মেহ—জলবর্ষী মেঘ।

৭-৮। রৌদ্র তাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হয় তাহা হইলে জলবর্ষী মেঘ কি করিবে (অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গেলে পর তাহাতে জল দিলে কি হইবে)? এই নব যৌবন বিরহে কাটাইব (তাহার পর) প্রিয়তমের সে স্নেহ কি করিবে ?

৯। নাহি হোত নিরাশ—নিরাশ হইও না।

১০। হৃদয় আনন্দকারী সেই ব্রজনন্দন শীঘ্র (তোমার) নিকটে আসিবে।

৭৩৪

(রাধার উক্তি)

জখনে মাধব পয়ান করল
উগয় সে সব বোল।
দুহুক হৃদয় করুনা বাঢ়ল
নয়ন গরয় নোর ॥ ২ ।
করে কর ধরি সির পরসল
নিঅর আওল কান।
অবধি কইএ সপথ করল
সে সব ভই গেল আন ॥ ৪ ।
সখি হে অবহু ন আয়ল নাহ।
দোসর বসন্ত অগুসর ভেল
কে সহ মদনক দাহ ॥ ৬ ।
পথ নিহারইত চূত মঞ্জুল
ফুটল মাধবি লতা।
নবিন কোকিল পঞ্চম গাবএ
গুঞ্জর ভমর জতা ॥ ৮ ।
অবধি পূরল অবহু ন আয়ল
নাগর পড়ি গেল ভোর।
কওন গুনবতি কি গুনে বাঁধল
মুগুধ মাধব মোর ॥ ১০ ।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। উগয়—উদয় হইতেছে।

৫-৬। সখি, এখনও নাথ আসিল না ? দ্বিতীয় (তাহার উপর) বসন্ত অগ্রসর হইল, মদনের দাহ কে সহ্য করে।

৮। জতা—যূথ।

৭৩৫

(রাধার উক্তি)

আজ মোএে জানল হরি বড় মন্দ।
বোল বদন তোর পুনিমক চন্দ ॥ ২ ।
একে দিনে পুরিত দিনহু দিনে খীন।
তা সএে তুলনা হরি হমে দীন ॥ ৪ ।
বইসলি অধোমুখি চিতেঁ গুন দন্দ।
একে বিরহিনি হে দোসরে দহ চন্দ ॥ ৬ ।
নয়ন নীর ঢর পানি কপোল।
খনে খনে মুরুছি ভরম কত বোল ॥ ৮ ।
সখি চেতাউলি অবধিক আস।
রিপু রিতুরাজ তেজ ঘন সাঁস ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। আজ আমি জানিলাম হরি বড় মন্দ, বলিল তোর মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র (তুল্য)। (বিরহের বিহ্বলাবস্থায় রাধা বলিতেছেন, যেন এই মাত্র মাধবের সহিত তাঁহার কথা হইতেছিল)।

৩-৪। এক দিন (মাত্র) পূর্ণ হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, তাহার সহিত হরি আমার তুলনা করিল ?

৫-৬। চিত্তে দ্বন্দ্ব (সংশয়) গণনা করিয়া (রাধা) অধোমুখে বসিলেন ; একে বিরহিণী দ্বিতীয় (তাহার উপর) চন্দ্র দহন করিতেছে।

৭-৮। নয়নে অশ্রু বহিতেছে, কপোল করলগ্ন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া কত ভ্রান্ত কথা কহিতেছেন।

৯-১০। সখী অবধির আশায় চেতনা উৎপন্ন করিল, (কিন্তু) বসন্ত শত্রুকে (মনে করিয়া) ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

৭৩৬

(রাধার উক্তি)

জখনে আওব হরি রহব চরণ ধরি
চাঁন্দে পুজব অরবিন্দা।
কুসুম সেজ ভলি করব সুরত কেলি
দুহু মন হোএত সানন্দা॥ ২।
সাএ সাএ হমর পরান নাথ কওঁনে বিরমাওল
কত জিব দেব বিসবাসে॥ ৩।
দিবস রহওঁ হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি
বিসম কুসুম সর ভাবে।
নঅন নীর গল মুরছি ধরনি পল
নিরদএ কন্ত নহি আবে॥ ৫।
সমঅ মাধব মাস পিআ পরদেস বস
তাহি দেস বসন্ত ন ভেলা।
ফুলল কদব গাছ হাট বাট সেহো অছ
মোরে পিআএঁ সেও ন দেখলা॥ ৭।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
অছ তোকেঁ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
একাদস অবতারে॥ ৯।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। যখন হরি আসিবে (তাহার) চরণ ধারণ করিয়া রহিব, অরবিন্দ (আমার করপদ্ম) দ্বারা (মাধবের চরণ) চন্দ্র পূজা করিব। উত্তম কুসুম শয্যায় সুরত ক্রীড়া করিব, উভয়ের মন আনন্দিত হইবে।

৩। সাএ—সই। বিরমাওল—বিরাম করাইল, নিবারণ করিল। বিসবাস—বিশ্বাস।

সই, সই, আমার প্রাণনাথকে কে নিবারণ করিল (আসিতে দিল না), জীবনকে কত বিশ্বাস দিব (প্রাণনাথ আবার আসিবেন এই বিশ্বাসে কত দিন জীবন ধারণ করিব)?

৪-৫। দিবসে (তাঁহার পথ) দেখি, রজনী শত্রু হইল, কুসুম শরের ভাব বিষম, নয়নে অশ্রু গলিতেছে, মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়িতেছি, নির্দয় কান্ত আসে না।

৬-৭। সময় মাধব মাস, প্রিয়তম বিদেশে বাস করিতেছে; সে দেশে কি বসন্ত হয় না? পুষ্পিত কদম্ব গাছ, সেই হাট বাট আছে, আমার প্রিয়তম তাহাও দেখিল না।

৮-৯। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, তোমার জীবনাধার আছেন। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতার।

৭৩৭

(রাধার উক্তি)

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গরুয় দুখভার॥ ২।
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥ ৪।
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত॥ ৬।
কত দিনে করে ধরি বইসাওব কোর।
কত দিন মনোরথ পূরব মোর॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সকল দুখ মিলব মুরারি॥ ১০॥

৩। মেলি—সাক্ষাৎ, মিলন।

৫। পুছব বাত—কথা জিজ্ঞাসা করিবে (কহিবে)।

৭। কোর—ক্রোড়।

১০। ভাগউ—ভাগিবে, পালাইবে। মিলব মুরারি—মুরারি মিলিবে (তুমি মুরারিকে পাইবে)।

৭৩৮

(সখীর উক্তি)

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে ॥ ২ ।
কোরে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া ।
হাম চললোঁ তুহুঁ থির কর হিয়া ॥ ৪ ।
এত কহি কানুপাশে মিলল সে সখী ।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥ ৬ ।
শুনতহি মাধব মিলল ধনি পাশ ।
বিদ্যাপতি কহ অধিক উলাস ॥ ৮ ।

৬। দুখী—দুঃখ।

৭। শুনতহি—শুনিতই।

৭৩৯

(উদ্ধবের প্রতি সখীর উক্তি)

চানন ভেল বিষম সর রে
ভূষন ভেল ভারী ।
সপনহুঁ নহি হরি হরি আয়ল রে
গোকুল গিরিধারী ॥ ২ ।
একসরি ঠাড়ি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারী ।
হরি বিনু হৃদয় দগধ ভেল রে
ঝামর ভেল সারী ॥ ৪ ।
জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে ।
চন্দ্রবদনি নহি জিউতি রে
বধ লাগত কাহে ॥ ৬ ।
ভনই বিদ্যাপতি তন মন রে
শুনু গুনমতি নারী ।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। চানন—চন্দন। বিষম—দুঃসহ।

২। সপনহুঁ—স্বপ্নেও। গোকুল—গোকুলে।

১-২। চন্দন দুঃসহ শর (তুল্য) হইল, (অঙ্গের) অলঙ্কার (দুর্ব্বহ) ভার হইল। হরি হরি! স্বপ্নেও গিরিধারী গোকুলে আসিল না। গ্রিয়ার্সনের সংগৃহীত পাঠে আছে—"সপনহুঁ নহি হরি আয়ল রে গোকুল গিরিধারী।"

৩। একসরি—একেশ্বরী, একাকিনী। ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া। তর—তলে। হেরথি—হেরিতেছে।

৪। ঝামর—মলিন। সারী—সকল।

৩-৪। কদম্ব তলে (রাধিকা) একাকিনী দাঁড়াইয়া মুরারির পথ দেখিতেছে। হরি বিনা (তাহার) হৃদয় দগ্ধ হইল, সকল (দেহ) মলিন হইল।

৫। জাহ—যাও। তোঁহে—তুমি। উধব—উদ্ধব।

৬। জিউতি—বাঁচিবে। লাগত—লাগিবে, লাগে। কাহে—কাহাকে।

৫-৬। হে উদ্ধব তুমি যাও যাও, তুমি মধুপুর যাও। চন্দ্রবদনী বাঁচিবে না, (তাহার) বধ কাহাকে লাগিবে? (হে উদ্ধব, তুমি মধুপুরে গিয়া মুরারিকে বল চন্দ্রবদনী তাঁহার অদর্শনে বাঁচিবে না, তাহার বধপাতক তাঁহাকে লাগিবে)।

৭। তন—তনু। গুণমতী—গুণবতী।

৮। আওত—আসিতেছে। ঝট ঝারী—শীঘ্র শীঘ্র।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুণবতী নারি, তনু ও মনের (সহিত) শুন, হরি আজ গোকুলে আসিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র পথে চল (তাহার প্রত্যুদ্গমন করিবে)।

৭৪০

(দূতীর উক্তি)

মাধব বিধুবদনা।
কবহুঁ ন জানই বিরহক বেদনা ॥ ২।
তুহুঁ পরদেশ তেঁ ভেলি ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা ॥ ৪।
কিশলয় তেজি শুতলি আয়াসে
কোকিল কলরবে উঠই তরাসে ॥ ৬।
নোরহি কুচকুঙ্কুম দুর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ খিতিতল মেল ॥ ৮।
অবনত বয়নে হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন ॥ ১০।
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরীত।
সে সব গণইতে ভেলি মুরছাত ॥ ১২।

৩। তুমি বিদেশে সেই জন্য ক্ষীণা হইয়াছে।

৮। কৃশ ভুজ (হইতে মুক্ত হইয়া) ভূষণ ক্ষিতিতলে মিলিল (পড়িল)। কনক বলয় ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ। মেঘদূত।

১০। ছীন—ছিন্ন। ১২। গণইতে—হিসাব করিয়া, স্মরণ করিয়া।

৭৪১

(দূতীর উক্তি)

মাধব সুন্দরি নয়নক বারি।
পীন পয়োধর রচল ঝারি ॥ ২।
নীচে অছল উচে চল ধাএ।
কনক ভূধর গেল দহাএ ॥ ৪।
ত্রিবলী অছলি তরঙ্গিণি ভেলি।
জনি বড়িয়াই উবটি চলি গেলি ॥ ৬।
সহজহি সঙ্কট পরবস পেম।
পাতকভীত পরাপতি জেম ॥ ৮।
তোহরি পিরিতি রীতি দূরহি গেলি।
কুল সঞে কুলমতি কুলটা ভেলি ॥ ১০।

গীত চিন্তামণি, কীর্ত্তনানন্দ ও নেপালের পুঁথি—ভণিতা নাই।

১-২। মাধব, সুন্দরীর চক্ষের জল পীন পয়োধরে ধারা রচনা করিল।

৪। দহয়ায়—ভাসিয়া।

৩-৪। নীচে ছিল উচ্চে ধাবিত হইল, কনক ভূধর (পয়োধর) ভাসিয়া গেল (অশ্রুধারা বক্ষস্থল হইতে পয়োধরে প্রবাহিত হইয়াছে)।

৫-৬। ছিল ত্রিবলী, নদী হইল, যেন পথে আসিয়া ছুটিয়া চলিল।

৮। পরাপতি—প্রাপ্তি। জেম—ভোজন।

৭-৮। পরের অধীন প্রেম স্বভাবতই সঙ্কটাপন্ন, প্রাপ্তি (অধিক দক্ষিণার লোভে) আহার করিতে যেমন পাতকের ভয় হয় (ব্রাহ্মণ অধিক দক্ষিণার লোভে শূদ্রের গৃহে ভোজন করে, কিন্তু তাহার পাতকের ভয় হয়)।

৯-১০। তোর পিরীতি রীতি বহু দূরে গেল, কুলবতী কুল হইতে (ত্যাগ করিয়া) কুলটা হইল।

৭৪২

(দূতীর উক্তি)

নদি বহ নয়নক নীর।
পড়লি রহএ তহি তীর ॥ ২।
সব খন ভরম গেঞান।
আন পুছিঅ কহ আন ॥ ৪।
মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দ হু চাহি ॥ ৬।
কেও সখি রহলি উপেখি।
কেও সির ধুনি ধুনি দেখি ॥ ৮।
কেও কর সসিকর আস।
মঞে ধউলিহু তুঅ পাস ॥ ১০।

বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত সুনি সারঙ্গ পানি ॥ ১২।
হরখি চলল হরি গেহ।
সুমরিএ পুরুব সিনেহ ॥ ১৪।

নেপালের পুঁথি।

১-২। নয়নের নীরে নদী বহিতেছে, তাহার তীরে পড়িয়া রহিয়াছে।

৩-৪। সকল সময় ভ্রমজ্ঞান, অন্য জিজ্ঞাসা করি, অন্য কহে (এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে আর এক উত্তর দেয়)।

৫-৬। মাধব, রাহী (রাধা) দিনে দিনে (কৃষ্ণ-পক্ষের) চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল।

৭-৮। কোন সখী উপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, কেহ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছে।

৯-১০। কেহ চন্দ্র করের আশা করিতেছে (যদি জ্যোৎস্নাস্পর্শে ব্যাধির উপশম হয়), আমি তোর কাছে দৌড়িয়া আসিলাম।

১১-১৪। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, এই শুনিয়া কমলকর হরি পূর্ব্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া, হর্ষিত চিত্তে গৃহে চলিলেন।

পদকল্পতরুর পাঠে কিছু প্রভেদ আছে। ভণিতা—

নৃপতি সিংহ কবি ভান।
মনে গুনি বুঝহ সেয়ান ॥

পদামৃত সমুদ্রে—

নৃপতি শিবসিংহ কবি ভান।

৭৪৩

(দূতীর উক্তি)

লোচন নোর তটিনী নিরমান।
ততহি কমলমুখি করত সিনান ॥ ২।
বেরি একু মাধব তুয় রাই জীবই।
জএো তুয় রূপ নয়ন ভরি পীবই ॥ ৪।
ফুয়ল কবরী উলটি উর পরই।
জনি কনয়াগিরি চামরি চরই ॥ ৬।
তুয় গুণ গণইতে নিন্দ ন হোই।
অবনত আননে ধনি কত রোই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
বুঝল তুয় হিয়া দারুণ পসান ॥ ১০।

১-২। নয়নের অশ্রুতে তটিনী (হইয়াছে), কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে।

৩-৪। মাধব তোমার রাই যদি একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে (তাহা হইলে) জীবন ধারণ করিবে (বাঁচিবে)।

৫-৬। মুক্ত কবরী উলটিয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণ গিরিতে (পয়োধরে) চামরী (কেশ) চরিতেছে।

৭। গণইতে—গণিতে, স্মরণ করিতে।

১০। পসান—পাষাণ।

৭৪৪

(দূতীর উক্তি)

মাধব অবলা পেখলু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে মদন অধিকাওল।
তেঞি দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা ॥ ২।
গেল বিদেশ সন্দেশ ন পঠাওলি
কৈসে জীয়ত ব্রজবালা।*
তো বিনু সুন্দরী ঐসনি ভেলহি
যইসে নলিনী পর পালা ॥ ৪।
সকল রজনী ধনী রোই গমাবয়
সপনে ন দেখয় তোয়।
ধৈরজ কইসে ধরব বর কামিনী
বিপরীত কাম বিমোয় ॥ ৬।
বিদ্যাপতি ভন শুন বর মাধব
হম আওল তুয় পাশ।
চোকে চলহ অব ধৈরজ ন সহ
ঐসন বিরহ হুতাশ ॥ ৮।

১। মতিহীনা—পাগলিনীর মত।

২। কোকিলের শব্দে মদন বাড়িল তাহাতে দিনে দিনে (রাধা) ক্ষীণা হইল।

৩। বিদেশে গিয়া পর্য্যন্ত সংবাদ নাই, ব্রজবালা কেমন করিয়া বাঁচিবে ?

৪। পালা—তুষার, নীহার। তোর বিরহে সুন্দরী এমন হইয়াছে যেমন পদ্মের উপর তুষার পাত (সেই রূপ মৃত প্রায়) হইয়াছে।

৫। সপনে ন দেখয় তোয়—(নিদ্রা চক্ষে আসে না সেই জন্য) স্বপ্নে তোকে দেখে না।

৬। বিপরীত কাম বিমোয়—প্রতিকূল মদন (তাহাকে) বিমোহন করে (যাতনা দেয়)।

৮। চোকে—চকিতে, দ্রুত। (রাধার) এরূপ বিরহ হুতাশ, (অতএব) শীঘ্র চল, ধৈর্য্য সহে না।

* তৃতীয় চরণের পর পাঠান্তর এইরূপ—

সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ বিথ জ্বালা ॥ ৪।
উর বিনু শেজ পরশ নহি পারই
সোই লুঠত মহী ঠামে।
পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনি
ঝামর চম্পক দামে ॥ ৬।
সোই অবধি দিন বহু আশোয়াসলু
তেঁই ধনী রাখত পরাণে।
ভনই বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে ॥ ৮।

৪। জারল বিথ জালা—বিরহ বিষের জ্বালায় পোড়াইল।

৫। (তোমার) বক্ষঃস্থল ব্যতীত (যে) শয্যা স্পর্শ করিতে পারিত না, সে ভূমিতলে লুটিতেছে।

৬। পূর্ণিমার চাঁদ যেন মলিন চম্পক দামে ভাঙ্গিয়া (খসিয়া) পড়িয়াছে। (মুখ সর্ব্বদা করতল লীন রহিয়াছে)।

৭। সেই দিন হইতে (যে দিন তুমি চলিয়া আসিলে) অনেক আশ্বাস দিলাম তাই ধনী প্রাণ রাখিয়াছে।

৮ বিদ্যাপতি কহে, নিষ্ঠুর মাধব শুনিয়া জ্ঞান হারাইল (মূর্চ্ছিত হইল)।

৭৪৫

(দূতীর উক্তি)

মাধব সে অব সুন্দরি বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনি ঘন-সাঙণ মালা ॥ ২।
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমলকাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে খীণ ভেল দেহা ॥ ৪।
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব ॥ ৬।
ঐসন হেরি তুরিতে হম আয়ল
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝল কুলিশক সার ॥ ৮।

২। নিঝর—নির্ঝর তুল্য।

৩। পুণমিক—পূর্ণিমার। শশি-রেহা—শশী-রেখা, শশীকলা। বালশশিনমিব সায়মলোলং। জয়দেব।

৪। কমলকাঁতি—কমলকান্তি।

৫। উপবন দেখিয়া (উপবনে তোমার সহিত মিলন হইত তাহাই স্মরণ করিয়া) মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সখীদিগের সঙ্গে চিন্তামগ্ন হইয়া থাকে।

৮। কুলিশক সার—বজ্রসারের ন্যায় কঠিন, নিষ্ঠুর।

৭৪৬

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব কি কহব কাজে।
পেখল কলাবতি প্রিয় সখী মাঝে ॥ ২।
আগে সোই অছল কঞ্চন পুতলা :
ত্রিভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা ॥ ৪।
আবে ভেল বিপরিত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনি চাঁদক রেহা ॥ ৬।
বামকরে কপোল লোলিত কেশ ভারা।
কর নখে লিখু মহি আঁখি জলধারা ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভনে শুন বরকান্হে।
রাজ শিবসিংহ ইথে পরমানে ॥ ১০।

৬। চন্দ্ররেখা যেমন দিবসে মলিন হয়।

১০। ইথে পরমাণে—ইহাতে প্রমাণ, তিনি ইহা জানেন।

৭৪৭

(দূতীর উক্তি)

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তুঅ পেয়সি মোঞে দেখলি বরাকিনি
অবহু পলটি ঘর জাসী ॥ ২।
হিমকর হেরি অবনত কর আনন
কর করুণাপথ হেরী।
নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ
ভএ রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪।
দখিণ পবন বহ সে কইসে জুবতি সহ
কর কবলিত তনু অনঙ্গ।
গেল পরাণ আশ দএ রাখএ
দশ নখে লিখএ ভুঅঙ্গে ॥ ৬।
মীনকেতন ভএ শিব শিব শিব কএ
ধরনি লোটাবএ গেহা।
করে রে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ
শিব পূজএ নিজ দেহা ॥ ৮।
পরভৃতকে ডরে পাঅস লএ করে
বাএস নিকট পুকারে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পরবাসী—প্রবাসী।

২। বরাকিনি—দীনা। তোমার প্রেয়সীকে আমি দীনা দেখিলাম এখনি ফিরিয়া গৃহে যাও।

৩। করুণা পথ হেরী—কাতর (দৃষ্টিতে) পথ চাহিয়া থাকে।

৪। বিধুন্তুদ—রাহু। সেরী—শরণার্থী। নয়ন-কজ্জল দিয়া রাহুমূর্ত্তি চিত্র করে (লিখই,) তাহার শরণার্থী হইয়া থাকে (চন্দ্রের ভয়ে)।

৬। দশ নখে লিখএ ভুজঙ্গে—দুই হাতের নখ দিয়া অনেক গুলা সর্পের চিত্র করে। (সর্প মহা-দেবের ভূষণ, সর্প দেখিয়া কন্দর্প মহাদেবকে স্মরণ করিয়া পলায়ন করে)।

৭-৮। মীনকেতন মদনের ভয়ে শিব শিব শিব (উক্তি) করিয়া গৃহে ধরণীতে লুণ্ঠিত হয়। কর রূপ-কমল ও কুচ শ্রীফল দিয়া আপনার দেহ দ্বারা শিব পূজা করে।

৯-১০। পরভৃতের (কোকিলের) ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সকে নিকটে আহ্বান করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ বিরহের শান্তি (প্রতিকার) করিবেন।

বঙ্গদেশের পাঠে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নেপালের পুস্তকে ভণিতা নিম্নরূপ—

দুতর পয়োধি ভেলে নহি সন্তরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥

বিদ্যাপতি কবি কহে, দুস্তর (বিরহ) পয়োনিধি সন্তরণ করা হইল না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭৪৮

(দূতীর উক্তি)

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে।
অধর ন হাস বিলাস সখি সঙ্গ
অহোনিশ জপ তুয় নামে ॥ ২।
আনন শরদ সুধাকর সম তসু
বোলই মধুর ধুনি বানী।
কোমল অরুন কমল কুম্হিলায়ল
দেখি মন অইলহু জানি ॥ ৪।
হৃদয়ক হার ভার ভেল সুবদনি
নয়ন ন হোয় নিরোধে।
সখী সব আয় খেলাওল রঙ্গ করি
তসু মন কিছুও ন বোধে ॥ ৬।
রগড়ল চানন মৃগমদ কুঙ্কুম
সভ তেজলি তুয় লাগি।
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছ
অহোনিশ রহইছ জাগি ॥ ৮
দূতি উপদেশ শুনি গুনি সুমিরল
তইখন চললা ধাই।
মোদবতী পতি রাঘব সিংহ গতি
কবি বিদ্যাপতি গাই ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বিয়োগিনী—বিরহিনী। বামে—বামা।

২। জপ—জাপিতেছে।

১-২। মাধব, বিরহিণী সুন্দরীকে (রাধিকাকে) দেখিলাম। অধরে হাসি নাই, সখী সঙ্গে বিলাস (রহস্যালাপ) নাই, অহর্নিশি তোমার নাম জপ করিতেছে।

৩। তসু—তাহার, সে। ধুনি—ধ্বনি।

৪। কুম্হিলায়ল—(কুম্ভিকা—শৈবাল, পানা) শৈবালাচ্ছন্ন হইল। গ্রিয়ার্সন এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন, মুকুলিত অথবা পুষ্পিত হইল। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ করিয়াছেন, I have perceived and seen that the red lotus hath blossomed, and accordingly I am come. অবশিষ্ট পদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

৩-৪। শরচ্চন্দ্রের (ন্যায় তাহার) মুখ (পাণ্ডুবর্ণ ও মলিন), সে মধুর কথা কহিতেছে। (তাহাকে) দেখিয়া মনে জানিয়া আসিলাম (আমার মনে হইল) কোমল অরুণ (তুল্য) কমল শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং"—শকুন্তলা।

৫। হৃদয়ক—বক্ষের। নিরোধে—রুদ্ধ।

৬। খেলাওল—খেলাইল, খেলিল। বোধে—প্রবোধ মানে।

৫-৬। বক্ষের হার ভার (বোধ) হইল, সুমুখীর নয়ন (নয়নের অশ্রু) রুদ্ধ হয় না। সখীরা আসিয়া রঙ্গ করিয়া (তাহাকে লইয়া) খেলা করিল, (কিন্তু) তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

৭। রগড়ল—রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিল। সভ—সব।

৮। জক—মত। ফিরইছ—ফিরিতেছে।

৭-৮। চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম মুছিয়া ফেলিল, সমস্ত তোমার জন্য ত্যাগ করিল; যেন জলহীন মীনের মত ফিরিতেছে (ছট্‌ফট্‌ করিতেছে), অহর্নিশি জাগিয়া রহিয়াছে।

৯। গুনি—গুণসমূহ। ধাই—ধাইয়া।

৯-১০। দূতীর উপদেশ শুনিয়া (রাধার) গুণগ্রাম স্মরণ করিলেন, তখন ধাইয়া চলিলেন। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন, মোদবতীর পতি রাঘব সিংহ গতি (আশ্রয়)। এই পদের ভাষা আধুনিক মিথিলা ভাষা।

৭৪৯

(দূতীর উক্তি)

মাধব হেরি আয়লোঁ রাহি।
বিরহ বিপতি ন দয় সমতি
রহল বদন চাহি ॥ ২।
মরকতথলি পুতলি অছলি
বিরহে সে খীন দেহা।
নিকষ পাষাণে জনি পাঁচ বাণে
কষল কনক রেহা ॥ ৪।
বয়ান মণ্ডল লুঠয় ভুতল
তাহে সে অধিক শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভুমে পড়ু খসি
ঐসে উপজল মোহে ॥ ৬।
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভন বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান ॥ ৮।

২। বিপতি—বিপত্তি। সমতি—সম্মতি, কথা। বিরহ (স্বরূপ) বিপত্তি (তাহাকে) কথা কহিতে দেয় না; (সে আমার) মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৩। মরকতথলি—তৃণভূমি।

৪। মদন যেন নিকষ পাষাণে (তৃণভূমিতে) কনক রেখা (রাধার ক্ষীণ দেহ) কষিয়াছে।

৫। শোহে—শোভা পায়।

৬। ঐসে উপজল মোহে—এইরূপ আমার মনে উৎপন্ন (ভ্রম) হইল।

৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (হে মাধব) সেই কুলবতীর জীবন সংশয় জানিবে।

৭৫০

(দূতীর উক্তি)

মাধব পেখলুঁ সে ধনী রাহি।
চিত পুতলি জনি এক দিঠে চাহি ॥ ২।
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি খীণ সাস বহত তসু নাসা ॥ ৪।
অতি খীণ তনু জনি কাঞ্চন রেহা
হেরইতে কোই ন ধরু নিজ দেহা ॥ ৬।
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।
ফুয়ল কবরী ন সম্বরি মাথ ॥ ৮।
চেতন মুরছন বুঝই ন পারি।
অনুখণ ঘোর বিরহ জর জারি ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ ॥ ১২।

২। চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

৩। চৌপাশা—চারি পাশে।

৪। বহত—বহিতেছে।

৫। কাঞ্চন রেখা তুল্য তনু ক্ষীণ।

৬। (তাহাকে) দেখিলে কেহ নিজ দেহ ধারণ করে না (তাহাকে দেখিলে এমন আশঙ্কা হয় যে নিজের শরীরে যেন প্রাণ থাকে না)।

৭। গলিত—গলিয়া (হস্তের শীর্ণতাবশতঃ) পড়িয়াছে।

৮। মুক্ত বেণী মাথায় সম্বরণ করে না (বাঁধে না)।

৯-১০। চৈতন্য আছে কি নাই, বুঝিতে পারি না, ঘোর বিরহ জরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে নিষ্ঠুর শরীর (মাধব) জগজ্জন (দুর্লভ) প্রেম এখন ত্যাগ করিল।

৭৫১

(দূতীর উক্তি)

একে গোরি পাতরি তাহে দুখ কাতরি
অরু দুখ বিরহক জালা।
কতয় পরাণ পানি দএ রাখব
গরাসয় মনমথ বালা ॥ ২ ।
মাধব ভল নহ তুঅ অনুরাগে।
অপন পরাণ পিআ জা সঞে বাটল হিআ
তাহি দুখ তোহে নহি লাগে ॥ ৪ ।
করে ধরি সির গহি কাহু কিছু নহি কহি
বিরহ বিখিন ঘন রোই।
বিরহ বেয়াধি ভেলি সুন্দরি
তো বিনু ঔখধ কোই ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। পাতরি—ক্ষীণ, তন্বী।

১-২। সুন্দরী একে তন্বী, তাহাতে দুঃখকাতরা, আবার দুঃখ বিরহের জ্বালা। জল দিয়া প্রাণ কত রক্ষা করিব, মন্মথ বালাকে গ্রাস করিতেছে।

৩-৪। মাধব, তোমার অনুরাগ ভাল নয়। আপনার প্রাণ প্রিয়, যাহার সহিত হৃদয় ভাগ হইয়াছে, তাহার দুঃখ তোমাকে লাগে না ?

৫। গহি—গ্রহণ করিয়া। কাহু—কাহাকেও।

৫-৬। করে ধরিয়া মস্তক গ্রহণ করিয়া (মাথায় হাত দিয়া), কাহাকেও কিছু না কহিয়া, বিরহে ক্ষীণ হইয়া ঘন রোদন করে। সুন্দরীর বিরহ ব্যাধি হইয়াছে, তুমি ব্যতীত কোন ঔষধ আছে ?

৭৫২

(দূতীর উক্তি)

লোচন নীর তটিনি নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সনানে ॥ ২ ।
সরস মৃণাল কইএ জপমালী।
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী ॥ ৪ ।
বৃন্দাবন কাহ্নু ধনি তপ করই।
হৃদয়বেদি মদনানল বরই ॥ ৬ ।
জিব কর সমিধ সমর করে আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী ॥ ৮ ।
চিকুরবরহিরে সমরি করে লেঅই।
ফল উপহার পয়োধর দেঅই ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ মুরারী।
তুয় পথ হেরইতে অছ বরনারী ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। লোচননীরে তটিনী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কমলমুখী স্নান করে।

৩-৪। হে হরি, সরস মৃণাল জপমালা করিয়া (রাধা) অহর্নিশি তোমার নাম জপ করে।

৫। বরই—জ্বলে।

৫-৬। (হে) কানাই, ধনী (রাধা) বৃন্দাবনে তপ করিতেছে, হৃদয় বেদীতে মদনানল জ্বলিতেছে।

৭। জিব—জীবন। সমিধ—ইন্ধন। সমর—স্মরণ, স্মৃতি। আগী—অগ্নি, অরণী। ৮। হোএ-বহ—হইবে।

৭-৮। জীবন ইন্ধন করিয়া, স্মৃতি অরণী করিয়া হোম করিতেছে, তুমি (তাহার) বধের ভাগী হইবে।

৯। সমরি—সামলাইয়া, গুছাইয়া।

৯-১০। সুন্দর চিকুর গুছাইয়া হস্তে লইয়াছে, পয়োধর ফল উপহার দিতেছে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মুরারি, সুন্দরী নারী তোমার পথ দেখিতেছে।

৭৫৩

(দূতীর উক্তি)

ফুজলেও চিকুর রাহুক জোর।
রোঅএ সুধাকর কামিনি কোর ॥ ২ !

অরে কহ্নু অরে কহ্নু দেখহ আএ।
বড়িঅ মধথ দেঅ বাদ ছড়াএ ॥ ৪।
দুহু অঞ্জুলি ভরি দুহু পুজ শীব।
কামদহন মোর রাখহ জীব ॥ ৬।
জদি ন জাএব তোহে অপজস ভেল।
সসধর কলা গগন চলি গেল ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি হরি মন হাস।
রাহু ছড়াএ চাঁদ দিঅ বাস ॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ফুজলেও—মুক্ত। রাহুক জোর—রাহুর জোড়া, রাহুর তুল্য।

২। রোঅএ—কাঁদিতেছে। কোর—ক্রোড়।

১-২। মুক্ত কেশ রাহুর তুল্য, সুধাকর (মুখ) কামিনীর ক্রোড়ে রোদন করিতেছে।

৩। কহ্নু—কানাই। ৪। বড়িঅ—বড়। মধথ—মধ্যস্থ। ছড়াএ—ছাড়াইয়া।

৩-৪। ওরে কানাই, ওরে কানাই, আসিয়া দেখ্, মধ্যস্থ বড় বাদ (বিবাদ) ছাড়াইয়া দেয় (তুমি মধ্যস্থ হইয়া কেশের ও মুখের বিবাদ মিটাইয়া দাও)।

৫-৬। দুই অঞ্জলি ভরিয়া (যুক্ত করে) দুই শিব পূজা করিতেছে (শিব অর্থে পয়োধর; বক্ষের উপর দুই হস্ত যুক্ত করিয়াছে); (রাধা কহিতেছে) হে কামদহন, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

৭। অপজস—অপযশ।

৭-৮। যদি তুমি (তুই) না যাও, অপযশ হইবে, শশধর কলা গগনে চলিয়া যাইবে (রাধা প্রাণত্যাগ করিবে)।

১০। দিঅ বাস—থাকিতে দিবে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হরি মনে মনে হাসিতেছে, রাহুকে ছাড়াইয়া চাঁদকে থাকিতে দিবে, (মুখ হইতে কেশ) সরাইয়া রাধাকে আলিঙ্গন করিবে)।

৭৫৪

(দূতীর উক্তি)

অকামিক মন্দির ভেলি বহার।
চউদিস সুনলক ভমর ঝঁকার ॥ ২।
মুরুছি খসল মহি ন রহলি থীর।
ন চেতএ চিকুর ন চেতএ চীর ॥ ৪।
কেও সখি গাবএ কেও কর চার।
কেও চান্দন গদে করয় সঁভার ॥ ৬।
কেও বোল মতেঁ কান তর জোলি।
কেও কোকিল খেদ ডাকিনী বোলি ॥ ৮।
অরে অরে অরে কাহ্নু কি রহসি বোরি।
মদন ভুঅঙ্গে ডসু বালহি তোরি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
এহি বিষগারুড় এক পয় কাহ্নু ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। অকামিক—অকস্মাৎ। বহার—বাহির।

২। চউদিস—চারিদিকে। সুনলক—শুনিল।

১-২। অকস্মাৎ গৃহের বাহির হইল, চারিদিকে ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিল।

৩। খসল—খসিয়া পড়িল। থীর—স্থির।

৩-৪। মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল, কেশ সংযম করে না, বস্ত্র সংযম করে না।

৫। কেও—কেহ। গাবয়—গান করে। কর চার—কর চালনা, হাত বুলাইয়া দেওয়া।

৬। গদে—গন্ধ। সঁভার—লেপন, সাজান।

৫-৬। কোন সখি গান করে, কেহ (অঙ্গে) হাত বুলাইয়া দেয়, কেহ গন্ধ চন্দন লেপন করে।

পাঠান্তর—

কেহ সখি বেনি ধুন কেও ধুরি ঝার।
কেও চান্দনে অরগজাএ সিঁগার ॥

৭। বোল—বলে। মতেঁ—মন্ত্র। তর—তলে; জোলি—জোরে।

৮। বোলি—বলিয়া। খেদ—খেদায়।

৭-৮। কেহ কানের তলায় (কাছে) জোরে মন্ত্র বলে (তাহার চৈতন্য উৎপাদনের জন্য), কেহ ডাকিনী বলিয়া কোকিল তাড়াইয়া দেয়।

৯। রহসি—রহস্যে, কৌতুকে। বোরি—ডুবিয়া রহিয়াছিস্।

১০। ভুঅঙ্গে—ভুজঙ্গ। ডসু—দংশন করিল। বালহি—বল্লভী, প্রেয়সী।

৯-১০। ওরে ওরে ওরে কানাই, কি কৌতুকে ডুবিয়া আছিস্, মদন ভুজঙ্গ তোর প্রেয়সীকে দংশন করিল।

১১। ভান—জ্ঞান, অনুমান।

১২। বিষগারুড়—ঔষধ, প্রতিকার। বিষধর সর্পের যেমন গরুড় শত্রু।

১১-১২। বিদ্যাপতি এই রসের ভাব কহিতেছে, এই মদন সর্প বিষের গরুড় (তুল্য) একমাত্র ঔষধ কানাই।

৭৫৫

(দূতীর উক্তি)

মলারি নাট ছন্দ। ২৫ হইতে ৩০ মাত্রা।

প্রত্যন্তর ১২ মাত্রা।

গগন গরজ মেঘা উঠএ ধরণি থেঘা
পচশর হিয় গেল সালি।
সে ধনি দেখলি খিন জিউতি আজুক দিন
কে জান কি হোইতি কালি॥ ২।
মাধব মন দয় শুনহ সুবানী।
কুজন নিরূপি সুজন সখি সঙ্গতি
যে কিছু কহয় সয়ানী॥ ৪।
কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চৌঠিক চন্দা।
ঐসন কএ পিয়াএ মোর মুখ মানল
মো পতি জীবন মন্দা॥ ৬।
বামহু গতি জত সমদি পঠৌলনি
সে সবে কহি কহি গেলি।
তেরসি তিথি সসি সামর পখ নিসি
দসমি দসা মোরি ভেলি॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর জৌবতি
মনে জনু মানহ আনে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমা পতি রস জানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

১। থেঘা—অবলম্বন। পচশর—মদনের পঞ্চ শর। সালি—বিদীর্ণ করিয়া।

২। জিউতি—জীবতি, বাঁচিবে। হোইতি—হইবে।

১-২। গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ধরণী অবলম্বন করিয়া (রাধা) উঠিতেছে, মদনের পঞ্চশর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া গেল। সুমুখীর দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, আজিকার দিন বাঁচিবে, কালি কি হইবে কে জানে?

৪। সঙ্গতি—সঙ্গে, নিকটে। সয়ানী—কিশোরী।

৩-৪। মাধব, মন দিয়া সুবাণী শুন, সুজন কুজন নিরূপণ করিয়া সখীদিগের নিকট কিশোরী যাহা কিছু কহে (যাহা কহে তাহা বলিতেছি)।

পাঠান্তর—

কহাই অবহু বিসর সবে রোস।
পুরুসনাথ এক লেখবা পারএ
নারিক চারিম দোস।

৫। ভাদব—ভাদ্র মাসের। চৌঠিক—চতুর্থীর।

৬। পিয়াএ—প্রিয়তম। মানল—মানিল, বাসিল। মো পতি—আমার প্রতি।

৫-৬। আমি কি সন্ধ্যার একেশ্বরী তারা (অমঙ্গল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে নাই), (কিম্বা) ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র (নষ্টচন্দ্র), এমনি করিয়া (সেইরূপ) প্রিয়তম

আমার মুখ মানিল; আমার প্রতি (পক্ষে) জীবন অত্যন্ত মন্দ (হইল)।

পাঠান্তর—

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদব চউঠিক সসী।
এহি দুহ মাঝ কওন মোর আনন
জে পিআ হসি ন হেরসী॥

৭। বামহু গতি—বাম, ক্রূর। জত—যাহা। সম্বাদ—সম্বাদ। পঠৌলনি—পাঠাইলেন।

৮। তেরশী—ত্রয়োদশী। সামর পথ—কৃষ্ণপক্ষ। দশমী দশা—বিরহের দশমী দশা।

৭-৮। ক্রূরমতি (দূতীকে) দিয়া (মাধব) যে সম্বাদ পাঠাইলেন সে সকল কহিয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির চন্দ্রের ন্যায় আমার দশমী দশা (বিরহের) হইল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতী শ্রেষ্ঠ, মনে অন্য মানিও না। লখিমাপতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ (এই) রস জানেন।

প্রথম ৪ চরণ দূতীর উক্তি, পঞ্চম হইতে অষ্টম চরণ রাধার উক্তি।

৭৫৬

(দূতীর উক্তি)

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহয় দুনয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধনি শুনি
কর দেই ঝাপই কান॥ ২।
মাধব শুন শুন বচন হমারি।
তুয় গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥ ৪।
ধরণী ধরি ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই নহি পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয় জলধারা॥ ৬।
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভনই বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছমীদেবী পরমান॥ ৮।

৪। দুবরি—দুর্ব্বল, কৃশ। গুণি গুণি—স্মরণ করিয়া।

৫। কত বেরি বৈঠই—কত বার বসে। পুন তহি উঠই নাহি পারা—কিন্তু তাহার পর উঠিতে পারে না।

৭। চৌদশী চাঁদ সমান—কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর চন্দ্রতুল্য (ক্ষীণ)।

৮। বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি (ও) লছিমা দেবীর সাক্ষাতে কহিতেছে।

৭৫৭

(দূতীর উক্তি)

মলিন কুসুম তনু চীরে।
কর তল কমল নয়ন ঢর নীরে॥ ২।
কি কহব মাধব তাহী।
তুয় গুনে লুবুধি মুগুধি ভেলি রাহী॥ ৪।
উর পর সামরি বেনী।
কমল কোষ জনি কারি নগিনী॥ ৬।
কেও সখি তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে॥ ৮।
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সুমঝাবে॥ ১২।

তালপত্রের পুথি।

শ্রীবিম্রিশ্রা ছন্দ। একপদ ১২ মাত্রা, আর একপদ ১৬।

১-২। অঙ্গবস্ত্র, কুসুম (মাল্য) মলিন, মুখ করতললগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে।

৩। তাহী—তাহাকে।

৪। লুবুধি—লুব্ধ। মুগুধি—মুগ্ধ। রাহী—রাই।

৩-৪। মাধব, তাহাকে কি কহিব? রাই তোমার গুণে লুব্ধ হইয়া মুগ্ধ হইল।

৫। উর—বক্ষে। পর—পড়ে; পাঠান্তর লুর—লম্বিত। সামরি—কৃষ্ণবর্ণ।

৬। কারি—কালো। নগিনী—সর্পিণী।

৫-৬। বক্ষে কৃষ্ণবেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণসর্পিণী (রহিয়াছে)।

৭। তাকএ—দেখে, পরীক্ষা করে।

৮। কেও—কেহ, কোন।

৭-৮। কোন সখী নিশ্বাস (বহিতেছে কি না) দেখে, কেহ নলিনীদল (লইয়া) বাতাস করে।

৯। বোল—বলে।

১০। সম্বরি—সম্বরণ করিয়া। চির—চীর, বস্ত্র। সুমরি—স্মরণ করিয়া। পাঠান্তর—উসসি উঠলি সুনি নাম তোহারি—তোর নাম শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল।

৯-১০। কেহ বলে হরি আসিল; (তোমার) নাম স্মরণ করিয়া বস্ত্র সম্বরণ করিয়া উঠিল।

১১। গাবে—গাহে, গাহিতেছে।

১২। সুমঝাবে—সান্ত্বনা করে।

১১-১২। সুকবি বিদ্যাপতি গাহিতেছে, আপনার সখী বিরহ বেদন সান্ত্বনা করে। বঙ্গদেশের পাঠে সামান্য প্রভেদ আছে।

৭৫৮

(দূতীর উক্তি)

মাধব দুবরী পেখলু তাহী।
চৌদশী চাঁদ জনি অনুখণ ক্ষীয়ত
ঐসন জীবয় রাহী ॥ ২।
নিয়রে সখীগণ বচন জো পুছত
উত্তর ন দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি অনুখন
তুয় মুখ হেরইতে সাধা ॥ ৪।
সরসহি মলয়জ পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয় জনি আগী।
কবহি ধরণী শয়ন তনু চমকিত
হৃদি মাহা মনমথ জাগী ॥ ৬।
মন্দ মলয়ানিল বিষসম মানই
মুরছই পিককুল রাবে।
মালতী মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে ॥ ৮।

পদকল্পতরু।

১। দুবরী—দুর্ব্বল, শীর্ণ। তাহী—তাহাকে।

২। ক্ষীয়ত—ক্ষয় হইতেছে। রাহী—রাই। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর চাঁদ (যাহা সহজেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না) যেন অনুক্ষণ ক্ষয় হইতেছে, রাই এইরূপ বাঁচিয়া আছে (তাহার প্রাণসংশয়)।

৩। নিয়রে—নিকটে। পুছত—জিজ্ঞাসা করে।

৪। সাধা—সাধ।

৫। সরস চন্দন পঙ্কের স্পর্শ যেন অগ্নি (তুল্য) মনে করে।

৬। মাহা—মাঝে।

৭। মুরছই পিককুল রাবে—কোকিলগণের রবে মূর্চ্ছিত হয়।

৮। মালতী মাল্যের স্পর্শে তনু কম্পিত হয়, ভূপতিকে (কবি) এই ভাব কহে।

৭৫৯

(দূতীর উক্তি)

নয়ন নোর ঘর বাহর পীছর
সবহু সখী দিঠি নোরে।

পিছরি পিছরি খস তৈও সুমুখি ধস
মিলন আস মন তোরে ॥ ২ ।
কি হোইতি হুনি কে জানে।
হমর বচন মন ধরিয় সুজন জন
করিয় ভবন পরথানে ॥ ৪ ।
এত দিন জে ধনি তোহর নাম শুনি
পুলকে নিবেদ পরানে।
খনে খনে সুবদনি তথিহু সিথিল জনি
নোর ভাসয় অনুমানে ॥ ৬ ।
মনে মনে বুঝিকহু তাবে চলিয় পহু
জাবে ন কর পিক গানে।
বিদ্যাপতি ভন হরি বড় চেতন
সময় করত সমধানে ॥ ৮ ।

মিথিলার পদ।

১। নোর—লোর। পীছর—পিছিল।

২। পিছরি—পিছলাইয়া। খস—পড়ে। তৈও—তথাপি। ধস—বেগে ধাবমান হয়।

১-২। চক্ষের জলে ঘর বাহির পিছিল, সকল সখীর চক্ষে অশ্রু। পিছলিয়া পিছলিয়া পড়িয়া যায়, তবুও সুমুখী মনে তোর মিলনের আশা করিয়া বেগে ধাবমান হয়।

৩। হুনি—উহার।

৪। পরথানে—প্রস্থান।

৩-৪। উহার কি হইবে কে জানে! (হে) সুজন পুরুষ, আমার বচন মনে ধর, ভবনে প্রস্থান কর (গৃহে ফিরিয়া যাও)।

৫। নিবেদ—নিবেদন করিত।

৬। তথিহু—তাহাতে।

৫-৬। যে ধনী এত দিন তোর নাম শুনিলে আনন্দপূর্ব্বক প্রাণ নিবেদন করিত, ক্ষণে ক্ষণে সুবদনী তাহাতে (সকল বিষয়ে) যেন শিথিল অনুমানে (পূর্ব্ব কথা কল্পনা করিলেও) অশ্রুতে ভাসে।

চেতন—চতুর। সমধানে—সান্ত্বনা।

৭-৮। মনে মনে বুঝিয়া কহিতেছি, যাবৎ না পিক গান করে (হে) প্রভু তাবৎ চল (বসন্তাগমের পূর্ব্বে চল, (কারণ তাহাকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি সে আর অধিক দিন বাঁচিবে কি না সন্দেহ)। বিদ্যাপতি কহে, হরি বড় চতুর, সময়ে (উপযুক্ত সময়ে) সমাধান (বিরহ দূর) করিবে।

৭৬০

(দূতীর উক্তি)

চন্দন গরল সমান।
শীতল পবন হুতাশন জান ॥ ২ ।
হেরই সুধানিধি সূর।
নিশি বৈঠলি সুবদনি ঝূর ॥ ৪ ।
হরি হরি দারুণ তোহারি সিনেহ।
তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ ॥ ৬ ।
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাটিয়া হেরই তোহারি ॥ ৮ ।
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত শরীর ॥ ১০ ।
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
দূতীক বচন লজায়ল কান ॥ ১২ ।

৩। চন্দ্রকে সূর্য্য (সূর্য্যের তুল্য) দেখে।

৪। সুবদনী নিশাকালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

৫। হরি হরি—হায় হায়!

৬। তাহেরি—তাহার। তাহার জীবনে সন্দেহ (সংশয়) পড়িল।

৭। বারি—নিবারণ করিয়া, অন্তরালে।

৮। বাটিয়া—বাট।

৭-৮। গুরুজনের নয়নের অন্তরালে (তাঁহাদের অসাক্ষাতে) ধনী তোর পথ দেখে।

১২। দূতীর বচনে কানাই লজ্জিত হইল (লজ্জায় মৌন হইল)।

৭৬১

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন নিঠুর কানাই।
যাই ন পেখহ রাই ॥ ২।
কিশলয় রচিত কুটীরে।
শয়নে ন বান্ধই থীরে ॥ ৪।
সে অবলা কুলবালা।
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ৬।
ঘামে ঘরমাইত দেহ।
গলি গলি যায়ত সেহ ॥ ৮।
নুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায় ॥ ১০।
হেরি সখী হরল গেয়ান।
কণ্ঠহি আওত প্রাণ ॥ ১২।
দীঘল দিবস ন যায়।
কান্দিয়া রজনী পোহায় ॥ ১৪।
কবহু ঐসে মুরুছান।
যামিনী দিবস ন জান ॥ ১৬।
ভূপতি কি কহব তোয়।
পুন নহি হেরবি মোয় ॥ ১৮।

পদকল্পতরু।

২। গিয়া রাইকে দেখ না (অর্থাৎ দেখ)।

৪। শয্যায় স্থির হয় না (স্থৈর্য্য বাঁধে না)।

৭। ঘরমাইত—ঘর্ম্মাক্ত।

৮। সে (দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া) গলিয়া গলিয়া যাইতেছে।

৯। নুনিক—নবনীতের।

১১-১২। সখীকে দেখিয়া জ্ঞান হারাইল (মূর্চ্ছিত হইল), প্রাণ কণ্ঠাগত হইল।

১৫-১৬। কখন এমন মূর্চ্ছিত হয়, যামিনী দিবস জানে না (সমস্ত দিন রাত্রি মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকে)।

১৭-১৮। (ভূপতি শব্দে একটু ছল আছে; ভূপতি মথুরাপতি মাধবকেও বলা যায়, শিবসিংহকেও বলা যায়)। ভূপতি, তোমাকে কি কহিব, আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।

৭৬২

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন মাধব সুন মোরি বানী।
তুয় দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী ॥ ২।
সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেহা।
কুহু তিথি মগনি জইসনি সসি রেহা ॥ ৪।
সখি জনে আঁচরে ধইলি ঝপাই।
অপনহি সাঁসে জাইতি উড়িআই ॥ ৬।
মুরুছি খসলি মহি পেয়সি তোরী।
হরি হরি শিব শিব এতবাএ বোলী ॥ ৮।
অব সেও জীব তেজতি তুঅ লাগী।
তাক মরন বধ হোএবহ ভাগী ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি কে কর তরান।
তুঅ দরশন এক জীব নিদান ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

সারঙ্গী মালব ছন্দ। ১৬ মাত্রা।

২। জইসনি—যেমন। সয়ানী—কিশোরী।

১-২। শুন মাধব আমার কথা শুন, তোমার দর্শন বিনা কিশোরী যেমন (আছে সেই কথা শুন)।

৩। সয়ন—শয্যা। তাহেরি—তাহার।

৪। কুহু—অমাবস্যা। রেহা—রেখা।

৩-৪। তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন (লীন) হইয়াছে, অমাবস্যা তিথিতে (রাত্রে) যেমন শশী রেখা (লীন হয়)।

৫। ধইলি—রাখিল। ঝপাই—ঢাকিয়া।

৬। সাঁস—নিশ্বাস। জাইতি—যাইবে। উড়িআই—উড়িয়া।

৫-৬। সখী জন আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিল (পাছে) আপনারই নিশ্বাসে উড়িয়া যায়।

৭। খসিল—পড়িয়া গেল। পেয়সি—প্রেয়সী। ৮। এতবা—এইমাত্র

৭-৮। হরি হরি, শিব শিব এইমাত্র বলিয়া তোর প্রেয়সী ধরণীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৯। অব—এখন। জীব—জীবন। তেজতি—ত্যাগ করিবে। ১০। তাক—তাহার। হোএবহ—হইবে।

৯-১০। এখন সে তোর জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার মরণে বধভাগী হইবি।

১২। নিদান—শেষ, শেষ উপায়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, কে ত্রাণ করিবে? তোর দরশন জীবন (রক্ষার) এক (মাত্র) শেষ উপায়।

৭৬৩

(দূতীর উক্তি)

সুপুরুষ প্রেম সুধনি অনুরাগ।
দিনে দিনে বাঢ় অধিক দিন লাগ ॥ ২।
মাধব হে মধুরাপতি নাহ।
অপন বচন অপনে নিরবাহ ॥ ৪।
কমলিনী সূর আনে আনে অনুভাব।
ভমি ভমি ভমর মদন গুণ গাব ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভান।
শিরি হরিসিংহ দেব ই রস জান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। সুধনি—উত্তম রমণী।

২। লাগ—লাগিয়া।

১-২। সুপুরুষের প্রেম (ও) উত্তম রমণীর অনুরাগ বহু দিন লাগিয়া (বহু কাল ব্যাপিয়া) দিনে দিনে বাড়ে।

৩। মধুরাপতি—মথুরাপতি। নাহ—নাথ।

৪। নিরবাহ—নির্ব্বাহ কর, পূর্ণ কর।

৩-৪। হে মাধব, মথুরাপতি নাথ, আপনার বচন আপনি পূর্ণ কর (আপনার কথা আপনি পালন কর)।

৫। আনে—অপর। অনুভাব—অনুভব।

৬। গাব—গায়।

৫-৬। কমলিনী (ও) সূর্য্যের অন্য প্রকার অনুভব (তাহাদের প্রেমের রীতি সাধারণ প্রেমের মত নহে); ভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া মদনের গুণ গান করে।

৮। শিরি—শ্রী। হরিসিংহ—শিবসিংহের পিতৃব্য।

৭-৮। বিদ্যাপতি এই রসের কথা কহিতেছে, শ্রীহরিসিংহ দেব এই রস জানেন।

৭৬৪

(দূতীর উক্তি)

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তুয় পেঅসি মোয়ে দেখলি বরাকিনি
অবহু পলটি ঘর জাসী ॥ ২।
হিমকর হেরি অবনত কর আনন
করু করুনা পথ হেরী।
নয়ন কাজর লএ লিখএ বিধুন্তুদ
ভএ রহ তাহেরি সেরী ॥ ৪।
দখিন পবন বহ সে কইসে জুবতি সহ
কর কবলিত তনু অঙ্গে।
গেল পরান আস দএ রাখএ
দস নখে লিখএ ভুঅঙ্গে ॥ ৬।
মীনকেতন ভএ শিব শিব শিব কএ
ধরনি লোটাবএ দেহা।
করে রে কমল লএ কুচ সিরিফল দএ
শিব পূজএ নিজ দেহা ॥ ৮।

পরভৃতকে ডরেঁ পাঅস লএ করে
বাএস নিকট পুকারে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
করথু বিরহ উপচারে ॥ ১০ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। পরবাসী—প্রবাসী।

২। পেঅসি—প্রেয়সী। বরাকিনি—বিরহিণী। অবহু—এখনি। পলটি—পালটিয়া, ফিরিয়া। জাসী—যা। তোহর বিলাসিনী পেখল বিয়োগিনী অবহু পলটি গৃহে আসি—পাঠান্তর (পীতাম্বর দাসের রস-মঞ্জরী)।

১-২। মাধব, (তুই) কঠিন হৃদয় প্রবাসী। তোর বিরহিণী প্রেয়সীকে আমি দেখিলাম ; এখনি ফিরিয়া ঘরে যা।

৪। লিখয়—লিখয়—লিখে, অঙ্কিত করে। বিধুন্তুদ—রাহু। ভএ রহ—হইয়া থাকে। তাহেরি—তাহার। সেরী—শরণার্থী। করইতে তা সঞে বেরী—পাঠান্তর (রসমঞ্জরী)—তাহার সহিত বৈরিতা করিবার জন্য।

৩-৪। চন্দ্র দেখিয়া মুখ অবনত করে (চন্দ্র দর্শন অসহ্য বলিয়া), করুণাপূর্ব্বক (কাতরভাবে) (তোর) পথ অবলোকন করে ; নয়নের কজ্জল লইয়া রাহু চিত্রিত করে (ও) তাহার শরণার্থী হইয়া থাকে (চন্দ্রের নিকট হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য রাহুর শরণ গ্রহণ করে)।

৫-৬। দক্ষিণ পবন বহে, যুবতী তাহা কেমন করিয়া সহিবে ? (দক্ষিণ পবন) তাহার অঙ্গ গ্রাস করে। গত (বাহির হইতে উদ্যত) প্রাণ আশা দিয়া রাখে, দশ নখ দ্বারা ভুজঙ্গ আঁকে (ভুজঙ্গ সমূহ দক্ষিণ পবন পান করিয়া ফেলিবে তাহা হইলে বিরহিণীকে আর সন্তাপিত হইতে হইবে না)।

৭। মীনকেতন—কামদেব। লুটাবয়—লুটায়। দেহা—পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পাঠান্তর "গেহা।"

৭-৮। কামদেবের ভয়ে শিব শিব শিব করিয়া ধরণীতে দেহ লুণ্ঠিত করে। হস্তকে পদ্ম করিয়া (করপদ্ম লইয়া) কুচ শ্রীফল দিয়া, নিজের দেহ দ্বারা শিব পূজা করিবে (কন্দর্পভয় দূর করিবার জন্য)।

৯। পরভৃত—কোকিল। পুকারে—ডাকে।

৯-১০। কোকিলের ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া কাককে নিকটে ডাকে। রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ বিরহ উপশম করিবেন।

৭৬৫

(দূতীর উক্তি)

নব কিসলঅ সয়ন সুতলি
ন বুঝ দিবস রাতী।
চান্দ সুরুজ বিসেখ ন জানএ
চান্দনে মানএ সাতী ॥ ২ ।
বিরহ অনল মনে অনুভব
পরকে কহএ ন জাই।
দিবসে দিবসে খিনী বালী
চান্দ অবথাঞে জাই ॥ ৪ ।
মাধব রমনি পাউলি মোহে।
আজ ধরি মোঞে আসে জিআউলি
ওতএ জানহ তোহেঁ ॥ ৬ ।
কতহু কুসুম কতহু সৌরভ
কতহু ভর রাবে।
ইন্দ্রিঅ দারুন জতহি হটিঅ
ততহি ততহি ধাবে ॥ ৮ ।
মদন সরে জে তনু পসাহল
রিতুপতি কে রোসে।
অপন বালভু জঞো হোঅ আএত
তঞো দিঅ পরক দোসে ॥ ১০ ।

ভন বিদ্যাপতি সুন তোএঁ জউবতি
রহহি সঙ্গ সপূনে।
কন্ত দিগন্তর জাহি ন সুমর
কী তসু রূপ কি গূনে॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। নব কিশলয় শয়নে শুইয়া আছে, দিন রাত্রি বুঝিতে পারে না, চন্দ্র সূর্য্যের বিশেষ জানে না, চন্দনকে শাস্তি মনে করে।

৩-৪। বিরহানল মনে অনুভব করে, পরকে কহা যায় না। বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া (কৃষ্ণপক্ষের) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

৫-৬। মাধব, রমণী মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত আমি আশায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, ইহার পর তুমি জান।

৭-৮। কোথাও কুসুম, কোথাও সৌরভ, কোথাও (কোকিল প্রভৃতির) রবে পূর্ণ। দারুণ ইন্দ্রিয় যেখানে নিষেধ কর সেখানে সেখানে ধাবিত হয়।

৯-১০। ঋতুপতির রোষে মদন শরে তনু আচ্ছন্ন হইল, যদি আপনার বল্লভ (আপনার) আয়ত্ত হয় তবে পরের দোষ দিই।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন তুমি যুবতী পুণ্যফলে সঙ্গ থাকে, যাহার কান্ত দিগন্তরে থাকিয়া স্মরণ করে না, তাহার রূপেই বা কি আর গুণেই বা কি!

৭৬৬

(দূতীর উক্তি)

খনে সন্তাপ সীত জর জাড়।
কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড়॥ ২।
উচিতও ভূষন মানএ ভার।
দেহ রহল অছ সোভাসার॥ ৪।
এ হরি তোরিত করিঅ অবধারি।
জে কিছু সমদলি সুন্দরি নারি॥ ৬।
বেদন মানএ চান্দন আগি।
বাট হেরএ তুঅ অহনিসি জাগি॥ ৮।
জীনল বদন ইন্দু তেঁ তাব।
কী দহু হোইতি এহি পরথাব॥ ১০।
নব আখর গদ গদ সর রোএ।
জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ॥ ১২।
কহএ ন পারিঅ তসু অবসাদ।
দোসরা পদ অছ সকল সমাদ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
অবুঝ ন বুঝএ বুঝএ মতিমান॥ ১৬।
রাজা সিবসিংহ পরতখ দেও।
লখিমা দেই পতি পুনমত সেও॥ ১৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১। সীত—শীত। জর—জ্বর। জাড়—জার, দগ্ধ করে।

২। উপচরব—উপশম হইবে।

১-২। ক্ষণে শীতে সন্তাপিত করিতেছে, (ক্ষণে) (বিরহ) জ্বর দাহ করিতেছে, কেমন করিয়া উপশম হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন উপায়ে উপশম হইবে নির্ণয় করা যায় না)।

৪। রহল অছ—রহিয়াছে।

৩-৪। উচিত (অতিরিক্ত নয়, যাহা সর্ব্বদা ধারণ করা যায়) ভূষণও ভার মানে, দেহ মাত্র শোভাসার রহিয়াছে।

৫। তোরিত—ত্বরিত। অবধারি—অবধারণ, নিশ্চয়। ৬। সমদলি—সম্বাদ দিল।

৫-৬। হে হরি, সুন্দরী বালা যাহা কিছু সম্বাদ দিল (পাঠাইল), শীঘ্র অবধারণ কর।

৭-৮। চন্দনে অগ্নি (তুল্য) বেদনা (যাতনা) অনুভব করে, অহর্নিশি জাগিয়া তোমার পথ দেখে।

৯। তেঁ—সেই জন্য। তাব—তাপিত করে।

১০। পরথাব—প্রস্তাব।

৯-১০। চন্দ্রকে মুখ জয় করিয়াছিল সেই জন্য

তাপিত করিতেছে (তাহার মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল সেই জন্য চন্দ্র প্রতিশোধের অবসর পাইয়া তাহাকে তাপিত করিতেছে), এই প্রস্তাবে কি হইবে (এই অবস্থায় পড়িয়া তাহার কি হইবে) ?

১১-১২। সুন্দরী রোদন করিয়া গদগদ স্বরে নব অক্ষরে গোপনে যাহা কিছু সম্বাদ দিল (তোমাকে জানাইতেছি)।

১৩-১৪। তাহার অবসাদ কহিতে পারি না (বর্ণনা করিতে পারি না)। দ্বিতীয় পদে সকল সম্বাদ আছে (কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড়—ইহাতে সকল সম্বাদ আছে, অর্থাৎ তুমি না গেলে আর কোন উপায়ে তাহার সন্তাপের উপশম হইবে না)।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, এই রসের আভাষ অবুঝ বুঝে না, মতিমান বুঝে।

১৭। পরতথ—প্রত্যক্ষ। দেও—দেব, দেবতা।

১৮। দেই—দেবী। পুনমত—পুণ্যবান।

১৭-১৮। রাজা শিবসিংহ প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি পুণ্যবান (ও) লখিমা দেবীর পতি।

৭৬৭

(দূতীর উক্তি)

প্রথমহি রঙ্গ রভস উপজাএ।
প্রেমক আঁকুর গেলাহে বঢ়ায় ॥ ২।
সে আবে দিন দিন তরুনত ভাস।
তাঁ তরবর মনমথে লেল বাস ॥ ৪।
মাধব ককেঁ বিসরলি বর নারি।
বড় পরিহর গুন দোস বিচারি ॥ ৬।
পিক পঞ্চম ডরে মদন তরাস।
সর গদ গদ ঘন তেজ নিসাস ॥ ৮।
নয়ন সরোজ দুহু বহ নীর।
কাজর পখরি পখরি পর চীর ॥ ১০।
তেঁহি তিমিত ভেল উরজ সুবেস।
মৃগমদে পূজল কনক মহেস ॥ ১২।
সুপুরুষ বাচা সুপহু সিনেহ।
কবহু ন বিচল পখানক রেহ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধরু মন ধীরজ মিলত মুরারি ॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১। রভস—রহস্য। উপজায়—উৎপন্ন করিয়া।

১-২। প্রথমেই রঙ্গ রহস্য উৎপন্ন করিয়া প্রেমের অঙ্কুর বাড়াইয়া গেলে।

৩। আবে—এখন। তরুনত—তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত। ভাস—আভাষ প্রাপ্ত হইল। ৪। তাঁ—সেই। তরবর—তরুবর।

৩-৪। সে এখন দিন দিন তরুণ হইল, সেই তরুবরে মন্মথ বাস লইল।

৫। ককেঁ—কেন। বিসরলি—বিস্মৃত হইলি।

৫-৬। মাধব, সুন্দরী নারীকে বিস্মৃত হইলি কেন, মহৎ ব্যক্তি দোষ গুণ বিচার করিয়া পরিহার করে।

৭-৮। পিকের পঞ্চম রবে মদন ত্রাস (পাইতেছে), স্বর গদ গদ, ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

১০। পখরি—ধুইয়া, গলিয়া। পর—পড়িতেছে।

৯-১০। দুই নয়ন সরোজে অশ্রু বহিতেছে, কজ্জল ধৌত হইয়া বস্ত্রে পড়িতেছে।

১১। তেঁহি—তাহাতে। তিমিত—কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। সুবেস—সুন্দর।

১১-১২। তাহাতে সুন্দর পয়োধর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইল, (যেন) মৃগমদে স্বর্ণশম্ভু পূজা করিল।

১৩। সুপুরুষ—উত্তম পুরুষ। বাচা—বচন। সুপহু—সুপ্রভু।

১৪। কবহু—কখনও। বিচল—বিচলিত। পখানক—পাষাণের। রেহ—রেখা।

১৩-১৪। উত্তম পুরুষের বচন এবং সুপ্রভুর স্নেহ পাষাণে রেখার (ন্যায়) কখন বিচলিত হয় না।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, মনে ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

এই পদের চারিটি পংক্তি কীর্ত্তনানন্দে আছে—

লোচন যুগল বহয় ঘন নীর।
কাজর পথরি পথরি পড়ু চীর॥
তেঁ তিমির ভেল উরজ সুবেশ।
মৃগমদে পূজল কনক মহেশ॥

৭৬৮

(দূতীর উক্তি)

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥ ২।
অচেতন সুন্দরী ন মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈসে অবনীয়ে লোঠি॥ ৪।
কে জানে কৈসন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধই যুবতি॥ ৬।
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপরুখ ন ছোড়ই রসবতী নারি॥ ৮।

১। পড়ল অকাজ—অকাজ হইল, কাজ ভাল হইল না।

৪। অবনীয়ে লোঠি—ধূলায় লুটাইতেছে।

৬। দারুণ প্রেম বাড়ে (ও) যুবতীকে বধ করে।

৭৬৯

(দূতীর উক্তি)

মাধব জানল ন জিউতি রাহী।
জতবা জকর লেলে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী॥ ২।
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিনকে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল
পাএ মনোভব পীলা॥ ৪।
দসন দসা দালিবকে সোপলক
বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহদসা সউদামিনি সোপলক
কাজর সনি সখি ভেলী॥ ৬।
ভঞ্জুহেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বাণী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এতবা অএলাহু জানী॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু ঝাঁখহ আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। জতবা—যত কিছু। জকর—যাহার। লেলে ছলি—লইয়াছিল। সোপলক—সঁপিল, ফিরিয়া দিল। তাহী—তাহাকে।

১-২। মাধব, রাই আর বাঁচিবে না। সুন্দরী যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে।

৩-৪। কামবেদনা পাইয়া (বিরহব্যথিত হইয়া) চাঁদের ছবির (ন্যায়) মুখ শশীকে ফিরাইয়া দিল, লোচন লীলা হরিণকে (ফিরাইয়া দিল), কেশ-পাশ চমরকে প্রত্যর্পণ করিল।

৫-৬। দাড়িম্বকে দশন বীজ, কোকিলকে কথা, বিদ্যুৎকে দেহদশা ফিরাইয়া দিয়াছে, এ সকল আমি জানিয়া আসিয়াছি।

৭-৮। রাত্রি জাগিয়া যাপন করে, আবার হরি হরি কহিয়া ধরণী ধরিয়া উঠে (দুর্ব্বলতাবশতঃ); তোমার স্নেহে প্রাণ দিয়া (কাল) কাটাইতেছে, এই জন্যই ধনী রহিয়াছে (প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে শোক করিও না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭৭০

(দূতীর উক্তি)

ছলিহু পুরুব ভোরে ন জাএব পিআ মোরে
পানিক সুতা ধনি কলহই।
ক্ষনে একে জাগলি রোঅএ লাগলি
পিআ গেল নিজ কর মুদরী দই ॥ ২।
দিনে দিনে তনু সেখ দিবস বরিস লেখ
সুন কাহ্নু তোহ বিনু জৈসনি রমনী ॥ ৩।
পরক বেদন দুখ ন বুঝএ মুরুখ
পুরুষ নিরাপন চপল মতী।
রভস পড়লি বোল সত কএ তহ্নি লেল
কি করতি অনাইতি পড়লি জুবতি ॥ ৫।

নেপালের পুঁথি।

১। পানিক সুতা—জল কন্যা, লক্ষ্মী।

২। মুদরী—অঙ্গুরী।

১-২। (রাধার) পূর্ব্বে ভ্রম ছিল যে লক্ষ্মীর সহিত তাহার কলহ হইলেও প্রিয়তম (মাধব) চলিয়া যাইবে না। রাত্রে জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রিয়তম নিজের হস্তের অঙ্গুরী দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৩। কানাই, তোমার বিরহে দিন বর্ষ গণনা করিয়া দিনে দিনে রমণীর তনু শেষ হইল।

৪-৫। মূর্খ পরের বেদনা বুঝে না, পুরুষ চপলমতি ও আপনার হয় না। আনন্দের সময় যুবতী অনায়ত্ত হইয়া সত্য করিল (যুবতী তোমার অধীন হইল কিন্তু তুমি তাহার বশীভূত হইলে না।)

৭৭১

(দূতীর উক্তি)

কত কত ভমি পুরুস দেখল
কত কলাবতি নারি।
জিব সওঁ পেম পলকে উপজই
সবে সে বুঝ বিচারি ॥ ২।
তকরি আসা দেখি দেখি তবে
মোহি ন রহ গেঁআন।
জাহি বধতব সে জেহেন কর
তোঁহ চাহি নহি আন ॥ ৪।
মাধব কহওঁ তোহি বুঝাই।
সে আবে মরন সরন জানলি
তোহর বিরহ পাই ॥ ৬।
ধরনি সয়ন মুদল নয়ন
নলিন মলিন সমে।
কতে জতনে বোলিকহু ধনি তোরি
বইসাউলি হমে ॥ ৮।
তৈঅও জদি পুছলে ন বাজলি
বচন ন সুন আধে।
সুমরি সে সখি তোহ মোহ গেলি
বিধি বসে ভেলি বাধে ॥ ১০।
পীরিতি গুন বিপরীত হোএ সাএ
বিসরি ন কর নাহ।
দিবস দোসে সে কী নহি সম্ভব
পেম পরানহু চাহ ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি সুন তওঁ জুবতি
রস নহি অবসান।
রাজা সিরি সিবসিংহ জিবও
লখিমা দেবি রমান ॥ ১৪।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। ভ্রমণ করিয়া কত পুরুষ কত কলাবতী নারী দেখিলাম। প্রাণ হইতে প্রেম পলকে উৎপন্ন হয় তাহা সকলে বিচার করিয়া বুঝে।

৩। আসা—আস্য, মুখ।

৪। বধতব—বধ করিবে।

৩-৪। তাহার মুখ দেখিয়া দেখিয়া আমার জ্ঞান থাকে না, যাহাকে বধ করিবে সে যেরূপ করুক, তুমি ছাড়া (তাহার) অন্য কেহ নাই।

৫-৬। মাধব, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, সে তোমার বিরহ পাইয়া এখন মরণ শরণ জানিয়াছে।

৭-৮। ধরণীতে শয়ন, মুদ্রিত নয়ন, মলিন নলিনী তুল্য। কত যত্ন পূর্ব্বক বলিয়া তোর ধনীকে বসাইলাম।

৯-১০। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না, অর্দ্ধেক কথাও শুনে না, তোকে স্মরণ করিয়া সখী মোহ প্রাপ্ত হইল, বিধিবশে বাধা পাইল (দুঃখ পাইল)।

১১-১২। সখীর (পক্ষে) প্রীতির গুণে বিপরীত হয় (প্রীতিতে হয়ত তাহার প্রাণ যায়), হে নাথ, তাহাকে বিস্মৃত হইও না। সময়ের দোষে কি না সম্ভব, প্রেম প্রাণের অপেক্ষা (বড়)।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন তুমি যুবতী, রস অবসান হয় নাই। লখিমা দেবীর বল্লভ রাজা শ্রীশিবসিংহ জীবিত হউন।

৭৭২

(দূতীর উক্তি)

মোরি অবিনএ জত পরলি খেএোব তত
চিতে সুমরবি মোরি নামে।
মোহি সনি অভাগনি দোসরি জনু হোঅ
তহি সন পহু মিল কামে॥ ২।
মাধব মোরি সখি সমন্দল সেবা।
জুবতি সহস সঙ্গে সুখ বিলসব রঙ্গে
হম জল আজুরি দেবা॥ ৪।
পুরব পেম জত নিতে সুমরব তত
সুমর জত ন হোঅ সেখে।
রহএ সরির জএো কীন ভুঁজিঅ তএো
মিলএ রমনি সত সংখে॥ ৬।
পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়
করু পাএ ততহি বেরা।
কবি ভনে বিদ্যাপতি রাজা রূপনরাএন
লখিমা দেবি সুসেরা॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। খেএোব—ক্ষমা করিবে।

১-২। আমার যত অবিনয় (অপরাধ) হইল সকল ক্ষমা করিবে, চিত্তে আমার নাম স্মরণ করিবে। আমার মত দ্বিতীয়া অভাগিনী যেন না হয়, তাঁহার মত প্রভু কামনা করিলে মিলে।

৩। সমন্দল—নিবেদন করিল।

৪। আজুরি—অঞ্জলি।

৩-৪। মাধব, আমার সখি সেবা নিবেদন করিল (পূর্ব্বোক্ত কথা রাধা দূতীকে দিয়া মাধবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। পরের কথাও রাধার)। সহস্র যুবতীর সঙ্গে সুখে রঙ্গে বিলাস করিবে, আমাকে জলাঞ্জলি দিবে।

৫। নিতে—নিত্য। সেখে—শেষ।

৫-৬। পূর্ব্ব প্রেম নিত্য স্মরণ করিবে, যত স্মরণ করিবে শেষ হইবে না। যদি শরীর থাকে, কি না ভোগ করে, রমণী শত সংখ্যা মিলিবে।

৭। পাএ—উপায়।

৮। সুসেরা—সুশরণ।

৭-৮। প্রেয়সীর সম্বাদ শুনিয়া হরি বিস্মিত হইলেন, তখনি (ফিরিবার) উপায় করিলেন। বিদ্যাপতি কবি কহে, রাজা রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর সুশরণ।

৭৭৩

(দূতীর উক্তি)

ঘটক বিহি বিধাতা জানি।
কাচে কঞ্চনে ছাউলি আনি॥ ২।
কুচ সিরিফল সঙ্কা পূরি।
কুঁদি বইসাওল কনক কটোরি॥ ৪।

রূপ কি কহব মএঞে বিসেখি।
গএ নিরূপিঅ ঝটিত দেখি ॥ ৬।
নয়ন নলিন সম বিকাস।
চান্দহ তেজল বিরহ ভাস ॥ ৮।
দিনে রজনী হেরএ বাট।
জনি হরিনী বিছুরল ঠাট ॥ ১০।

নেপালের পুঁথি।

১। ঘটক—ঘটের। বিহি—বিধি, প্রণালী।

২। ছাউলী—সাজাইল, ঢাকা দিল।

১-২। ঘট নির্ম্মাণের বিধি জানিয়া বিধাতা কাচ ও কাঞ্চন আনিয়া সাজাইল।

৩। সঞ্চা—ছাঁচ।

৩-৪। কুচ শ্রীফলের ছাঁচ পূরিয়া (ঢালিয়া) কনকের বাটী কুঁদিয়া বসাইল।

৫-৬। আমি বিশেষ করিয়া কি কহিব, তুমি শীঘ্র গিয়া দেখিয়া নিরূপণ কর।

৭-৮। বিকসিত নলিনের ন্যায় নয়ন (যেন) চন্দ্রালোকে বিরহম্লান হইয়াছে।

৯-১০। দিবানিশি তোমার পথ দেখিতেছে, যেন হরিণী যূথভ্রষ্ট হইয়াছে।

৭৭৪

(দূতীর উক্তি)

সুন সুন মাধব কর অবধান।
তো বিনু দিবস রজনি নাহি জান ॥ ২।
জতহু কলানিধি সপুরন ভেল।
ততহু কলাবতি ছিন ভই গেল ॥ ৪।
নিল নলিনি লএ জব কর বায়।
হৃদয়ে রহু ভয় উড়ি জনু যায় ॥৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

৩-৪। যেমন যেমন চন্দ্র পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই কলাবতী ক্ষীণ হইয়া গেল।

৫-৬। পদ্ম পত্র লইয়া যখন বাতাস করি, হৃদয়ে ভয় হয় (রাধার ক্ষীণ দেহ) উড়িয়া না যায়।

৭৭৫

(দূতীর উক্তি)

সুজন বচন হে জতনে পরিপালএ
কুলমতি রাখএ গারি।
সে পহু বরিসে বিদেস গমাওত
কী হোইতি বর নারি ॥ ২।
কহ্নাই পুনু পুনু সুবদনি সমাদ পঠাওল
অবধি সমাপলি আএ ॥ ৩।
সাহর মুকুলিত করএ কোলাহল পিক
ভমর করএ মধুপান।
মধুজামিনি হে কইসে কএ গমাউতি
তোহ বিনু তেজতি পরান ॥ ৫।
কুচ রুচি দুরে গেল দেহ অতি খিন ভেল
নয়নে গরএ জলধার।
বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
আস ধরএ কড়হার ॥ ৭।

নেপালের পুঁথি।

১-২। সুজন (আপনার) কথা যত্নে পরিপালন করে, কুলবতীকে গালি (অপযশ) হইতে রক্ষা করে। প্রভু যদি (সমস্ত) বর্ষ বিদেশে যাপন করিবে (তাহা হইলে) শ্রেষ্ঠ নারীর কি হইবে?

৩। কানাই, সুবদনী বার বার সম্বাদ পাঠাইল, অবধি সমাপন হইল।

৪-৫। সহকার মুকুলিত, পিক কোলাহল করিতেছে, ভ্রমর মধুপান করিতেছে। মধুযামিনী কেমন করিয়া যাপন করিবে, তোমার বিহনে প্রাণ-ত্যাগ করিবে।

৭। নাব—নৌকা। কড়হার—নৌকার হাল।

৬-৭। কুচের রুচি দূরে গিয়াছে, দেহ অতি ক্ষীণ

হইয়াছে, নয়নে জলধারা বহিতেছে। বিরহ পয়োধি, তাহাতে কাম নৌকা, আশা কর্ণধার।

৭৭৬

(দূতীর উক্তি)

কি কহব মাধব বেদন কাতর।
জন্থ করুনা স্থনি ন কাঁদয় নাগর ॥ ২।
জখন স্থনল সখি হিমকর নাম।
তৈখনে মুরছি পড়ল সোই ঠাম ॥ ৪।
কালি পুনিম শশি কইসে জিউ ধরতি।
চান্দ ছটা ধনি টুটহি পড়তি ॥ ৬।
সজল নলিনি দল সেজ বিছাওল।
সব সখি আনি তাহি স্থতাওল ॥ ৮।
অনুখন চন্দন সীতল নীরে।
তেঁ কি তাপ জুড়াওত সরীরে ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৭৭৭

(দূতীর উক্তি)

অহে কহু তুহু গুনবান।
হমর বচন কর অবধান ॥ ২।
ধতুরক ফুলে জব মধুকর কেলি।
মালতি নাম দৈব দুর গেলি ॥ ৪।
জহাঁ তহাঁ জলধর পিয়ব চকোর।
সহজহি হিমকর আদর থোর ॥ ৬।
কাক সবদ জব গরুঅ সোহাগ।
দুরে রহু কোকিল পঞ্চম রাগ ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি স্থন বরনারি।
স্থজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৩-৪। যদি ভ্রমর ধুতুরা ফুলে অনুরক্ত হয় (তাহা হইলে) মালতীর নাম দূরে গেল।

৭৭৮

(দূতীর উক্তি)

গমন অবধি তুয় ন ভেল বিশেখ।
ভিত ভরি গেল দিনে দিনে রেখ ॥ ২।
তাহি মেটি কোহো উ ন শুনাবে।
বদন সিঁচই কেহো জল লয় ধাবে ॥ ৪।
কি হোইতি মাধব কওলমুখী।
যতনে জীয়াওল সকল সখী ॥ ৬।
কাহুকা নলিনী দল কাহুক চন্দনা।
কেও কহে আওল নন্দনন্দনা ॥ ৮।
শীতল পনারা হৃদয় ধরু কোয়।
চান কিরণে কেও করে ধরু গোয় ॥ ১০।
কেহু মলয়ানিল বারই চীরে।
কেহু করয় নব কিশলয় দূরে ॥ ১২।
মধুকর ধুনি শুনি কেও মুন কানে।
করতল তাল কোকিল খেদ আনে ॥ ১৪।
কন্তু দিগন্তহি কেহো কেহো যায়।
কেহো কেহো হরি তুয় গুণ পরথায় ॥১৬।
অবুঝ সখি জন ন জানথি আধি।
আন ঔষধ কর আন উপাধি ॥ ১৮।

১-২। তোর গমন অবধি (যে দিন তুই চলিয়া আসিলি সেই দিন হইতে) (রাধার যন্ত্রণার) বিশেষ হয় নাই, দিনের রেখা লিখিয়া লিখিয়া ভিত্তি ভরিয়া গেল।

৩। উ—উহাকে।

৩-৪। তাহা মুছাইয়া কেহ উহাকে (রাধাকে) শুনায় না, কেহ (কোন সখী) মুখে সিঞ্চন করিবার জন্য জল লইয়া ধাবিত হয়।

৫-৬। হে মাধব, কমলমুখীর কি হইবে? সকল সখী যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছে।

৭-৮। কাহারও (হাতে) নলিনী পত্র, কাহারও চন্দন ; কেহ বলে নন্দনন্দন আসিল।

৯। পনারী—মৃণাল।

৯-১০। কেহ শীতল মৃণাল (রাধার) বক্ষে ধরে, কেহ চন্দ্রকিরণ হাতে ধরিয়া লুকাইয়া রাখে (চন্দ্র-কিরণে বিরহব্যাধি বাড়ে)।

১১-১২। কেহ বস্ত্র দ্বারা মলয় পবন নিবারণ করে, কেহ নব কিশলয় দূরে ফেলিয়া দেয়।

১৩। ধুনি—ধ্বনি। মুন—মুদিত করে।

১৪। আনে—অপরে।

১৩-১৪। ভ্রমরের ধ্বনি শুনিয়া কেহ (রাধার) কর্ণরোধ করে, কেহ করতালি দিয়া কোকিল খেদাইয়া দেয়।

১৫। দিগন্তহি—দূরে।

১৬। পরথায়— প্রথিত করে।

১৫-১৬। কেহ কেহ দূরে দূরে কান্তের (তোর) অন্বেষণ করে, হে হরি, কেহ কেহ তোর গুণ প্রথিত করে।

১৮। উপাধি—রোগের লক্ষণ।

১৭ ১৮। অবুঝ সখীরা পীড়া জানে না, রোগের লক্ষণ এক রকম, ঔষধ করে আর এক রকম। পদ-কল্পতরুতে ও পদামৃত সমুদ্রে এই পদ নিম্নোদ্ধৃত আকারে আছে—

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাহি মেটি কেহো উন গুনায়।
বদন সেঁচই কেহো জল লেই ধায়॥
কি করব মাধব কণ্ডল মুখি।
যতনে জিয়াওল সকল সখি॥
কাহুক নলিনী কাহুক চন্দনা।
কেহো কহে আওল নন্দক নন্দনা॥
সরস মৃণাল হৃদয়ে ধরে কোই।
চান্দ কিরণে কেহো রাখএ গোই॥
কেহ মলয়ানিল বারই চীরে।
কেহ করই নব কিশলয় দূরে॥
মধুকর ধনি শুনি কেহো মুদে কান।
করতল তালে কেহো কুকিল খেদান॥
কাগন্ত দিগহি কোন কোন যায়।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ পরবায়॥
বীর নারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান॥

মৈথিল পুঁথিতে এইরূপ।—

গমন দিবস সোঁ তিথি লিখি নীথি।
পরতহ ভীতি ভরিয়ে গেলি রেখী॥
সে হে রে মিটিএ মিটি উন পুরাবে।
বদন সিঁচএ লাগি জল লয় ধাবে॥
কাহুকা নলিনি দল কাহুকা চাননে।
কেও বোল আয়ল নন্দনন্দনে॥
মধুকর ধুনি সুনি কেও মুন কানে।
করতল তাল কোকিল খেদ আনে॥
কি হোইতি অগে সখি কমল মুখী।
জতনই জিয়াবহ সবহু সখী॥
অবুঝ সখী জন ন বুঝথি আধী।
আন ঔষধ কর আন উপাধী॥
সিতল পনারী হৃদয় ধরু থোয়।
চান কিরণে কেও করে ধরু গোয়॥

মৈথিল পদে ভণিতা নাই, পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত।

মৈথিল পদে এক সখী অপর সখীর নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণন করিতেছে, পদকল্পতরুর পাঠে দূতী মাধবের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছে। মোটের উপর পদকল্পতরুর পাঠ উত্তম।

৭৭৯

(দূতীর উক্তি)

কিসলয় সয়নে আগি কএ মানএ
সখিগণ ন পার বুঝায়।
মনিময় মুকুরে দেখি পুনু মুখ
চান্দ ভরমে মুরছায়॥ ২।

মাধব কহলম তোহর দোহাই।
জইসন রাহি আজু হম পেখল
কহইতে কে পতিআই ॥ ৪।
বিগলিত কেশ সাস বহ খরতর
নহি রহ নীবি নিবন্ধ।
কম্বু কন্দর ধরএ ন পারই
টুটল পঞ্জর বন্ধ ॥ ৬।
নব কিশলয় চন্দনে সোয়াওল
অধিক জর জনি আগি।
কি ঘর বাহর পড়য় নিরন্তর
অহনিসি পেখয় জাগি ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ শিরোমণি
তোরিত মিলহ ধনি পাস।
সকল সখিগণ হেরত বিয়োগিনি
দসমি দসা পরকাস ॥ ১০।

কীর্ত্তনানন্দ।

৬। কম্বু (কণ্ঠের) কন্দর এরূপ হইয়াছে যে মস্তকের ভার ধারণ করিতে পারে না।

৭৮০

(দূতীর উক্তি)

করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা।
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরয় নির
কমল গরএ মকরন্দা ॥ ২।
হে মাধব তুঅ গুনে ঝামরি রামা।
দিনে দিনে খিন তনু পিড়এ কুসুমধনু
হরি হরি লে পএ নামা ॥ ৪।
নিন্দয় চন্দন পরিহর ভূষন
চাঁদ মানএ জনি আগী।
দসমি দসা আবে তেঁ ধনি পাওল
বধক হোএবহ তোঁহে ভাগী ॥ ৬।
অবসর বহলা কি নেহ বঢ়াওব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। (সর্ব্বদা) করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য্য নাই, যেন দিবাভাগে ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই, নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে।

৩-৪। হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন (হইয়াছে), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন পীড়ন করিতেছে, হরি হরি নাম লইতেছে।

৫-৬। চন্দনের নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, চন্দ্রকে যেন অগ্নি মনে করে। এখন ধনী দশমী দশা প্রাপ্ত হইল, তুমি বধের ভাগী হইবে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, অবসর অতীত হইলে স্নেহ বাড়াইয়া কি হইবে? রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭৮১

(দূতীর উক্তি)

কত নলিনী দল সেজ সোআউবি
কত দেব মলঅজ পঙ্কা।
জলজ দল ন কত দেহ দেআওব
তথুহু হুতাসন শঙ্কা ॥ ২।
কহ কইসে রাখবি তরুণী তরুণ
মদন পরতাপে ॥ ৩।
চিন্তাএে করতল লীন বদন
তনু দেখি উপজু মোহি ভানে।
দর লোভে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল
চান্দ কমল সন্ধানে ॥ ৫।

দারুন পচসর মুরুছি ধরনি পল
সুমরি সুমরি তুঅ নেহে।
তোহেঁ পুরুষোতম ত্রিভুবন সুন্দর
অপদ ন অপজস লেহে॥

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। পদ্মপত্রে কতবার শয়ন করাইব, (অঙ্গে) কত চন্দন দিব, কত পদ্মপত্র অঙ্গে দিব (বুলাইব), তাহাতে হুতাশনের আশঙ্কা হয় (অগ্নি তুল্য মনে করে)।

৩। তরুণ (বলবান) মদনের প্রতাপ হইতে তরুণীকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে?

৪-৫। চিন্তাতে করতললগ্ন বদন, তাহা দেখিয়া আমার মনে হয়, যেন ভয়ে (দর) ও লোভে বিধাতা চন্দ্র ও কমলের অপূর্ব্ব সংযোগ সৃজন করিল।

৬-৭। দারুণ মদনের (পীড়নে) তোমার স্নেহ স্মরণ করিয়া মূচ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়ে। তুমি পুরুষোত্তম, ত্রিভুবনে সুন্দর, আর অপথে অপযশ লইও না।

৭৮২

(দূতীর উক্তি)

বিধি বসে তুঅ সঙ্গম তেজল
দরসন ভেল সাধ।
সময় বসে মধু ন মিলএ
সৌরভ কে কর বাধ॥ ২।
মাধব কঠিন তোহর নেহ।
তুঅ বিরহ বেআধি মুরছলি
জীবন তাসু সন্দেহ॥ ৪।
জগত নাগরি কত ন আগরি
তথুহু গুপুত পেম।
সে রস রভস পুনু পাবিঅ
দেলহু সহস হেম॥ ৬।

নেপালের পুঁথি।

১-২। বিধিবশে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিল, দর্শনের সাধ রহিল। সময় গুণে মধু মেলে না, সৌরভে কে বাধা দিবে? (মধু সকলে না পাইতে পারে কিন্তু সৌরভ সকলেই উপভোগ করে)।

৩-৪। মাধব, তোমার স্নেহ কঠিন, তোমার বিরহ-ব্যাধিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তাহার জীবন সন্দেহ।

৫-৬। জগতে কত অগ্রগণ্য নাগরী এবং গুপ্ত প্রেম আছে, (কিন্তু) সহস্র স্বর্ণ দিলেও কি সে রস রহস্য পাইবে?

৭৮৩

(দূতীর উক্তি)

ওজে অভাগলি দেহরি লাগলি
পথ নিহারএ তোর।
নিচল লোচন সুন ন বচন
ঢরি ঢরি খস নোর॥ ২।
মাধব কাঞি বিসরলি বালা।
ও নবি নাগরি গুনক আগরি
ভেলি নিমালক মালা॥ ৪।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
দেখলি সখি সমেতেঁ।
ফূজলি কাবরি ন বাধ সামরি
সুন্দরি অবথ এতে॥ ৬।
তোহে বিসরলি অদিগ পড়লি
দুবর ঝামর দেহ।
জনি সোনারেঁ কসি কসউটা
তেজল কনক রেহ॥ ৮।
দিনে সাত পাঁচে অসন দিতহুঁ
সে আবে নীর ন পীব।
অধর অমিঅ গএ পিআবহ
ভওঁ জওঁ জীব তওো জীব॥ ১০।

উসসি উসসি পর খসি খসি
আলি নিহারএ ধাএ।
জাহি বেআধি পরাধিন ঔখধ
তাহেরি কওন উপাএ॥ ১২।
মাধব তোরি পজারল আগি।
তোরিত ভএকহু মিঝাবহু
বধও জাএত লাগি॥ ১৪।
ভনে পঞ্চানন ঔখদ আনন
বিরহ মন্দ ব্যাধি।
জতহি পাউতি হরি দরসন
ততহি তেজতি আধি॥ ১৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। ওই অভাগিনী দ্বারে দাঁড়াইয়া তোমার পথ দেখে; লোচন নিশ্চল, কথা শুনে না, নিরন্তর অশ্রু বহিতেছে।

৩-৪। মাধব, কেন বালাকে বিস্মৃত হইলে? ওই নব নাগরী গুণে অগ্রগণ্যা, নির্ম্মাল্য মালা হইল।

৫-৬। রুক্ষ, ক্ষুধিতা, দুঃখিনীকে সখীদিগের সঙ্গে দেখিলাম। মুক্ত কবরী সামলাইয়া বাঁধে না, সুন্দরী এরূপ অবশ।

৭-৮। তুমি ভুলিয়া গেলে, (সে) অপথে পড়িল, দেহ দুর্ব্বল, মলিন। যেন স্বর্ণকার কষ্টি পাথরে কষিয়া স্বর্ণের রেখা রাখিল।

৯-১০। দিনে পাঁচ সাতবার অশন দিতাম, সে এখন জল (পর্য্যন্ত) পান করে না। গিয়া অধর অমৃত পান করাও, তবে যদি বাঁচে।

১১। উসসি—উষসি, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া। এই শব্দ পদকল্পতরুতে "ভুষসি" এবং পদামৃত সমুদ্রে 'ওশসী' হইয়াছে। অথচ পদকল্পতরুতেই এই শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

উষসি উষসি খসি পড়ু লোর।
গদ গদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর॥

১১-১২। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করিয়া পড়িয়া যায়, সখী দৌড়িয়া গিয়া দেখে। যাহার ব্যাধির ঔষধ পরের অধীন তাহার কি উপায়?

১৩-১৪। মাধব, তোমারই প্রজ্বলিত অগ্নি। শীঘ্র গিয়া নির্ব্বাণ কর (নহিলে) হত্যা লাগিবে (বধের ভাগী হইবে)।

১৫-১৬। পঞ্চানন (বিদ্যাপতি) কহিতেছে, মন্দ বিরহ ব্যাধির মুখ ঔষধ। যখন হরির দর্শন পাইবে তখন আধিমুক্ত হইবে।

এই পদ বঙ্গদেশে অনেক বিকৃত হইয়াছে।

৭৮৪

(দূতীর উক্তি)

সরদক সসধর মুখরুচি সোঁপলক
হরিন কে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোঁপলক
পাএ মনোভব পীলা॥ ২।
মাধব জানল ন জিউতি রাহী।
জতবা জকর লে লে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোঁপলক তাহী॥ ৪।
দসন দসা দালিবকে সোঁপলক
বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহ দসা সউদামিনি সোঁপলক
কাজর সনি সখি ভেলী॥ ৬।
ভঙ্গহেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিল কে দিহু বানী।
কেবল দেহ অছ লওলে
এতবা অএলাহু জানী॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
চিতে জনু ঝাঁখহু আনে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে॥ ১০।

তালপত্রের পুঁথি।

২। পীলা—পীড়া।

১-২। শরতের শশধরকে মুখরুচি, হরিণকে লোচন লীলা সমর্পণ করিল। মদনপীড়া পাইয়া চমরীকে কেশপাশ সমর্পণ করিল।

৩-৪। মাধব, জানিলাম রাই বাঁচিবে না। সুন্দরী যাহার যাহা লইয়াছিল, তাহা তাহাকে সমর্পণ করিল।

৫-৬। দশন দশা দাড়িম্বকে সমর্পণ করিল, অধররুচি বান্ধুলীকে দিল। দেহদশা সৌদামিনীকে সমর্পণ করিল, সখী কজ্জল তুল্য হইল।

৭-৮। ভ্রুর ভঙ্গ মদনের ধনুকে দিল, কোকিলকে বাণী দিল। দেহ কেবল স্নেহ লইয়া আছে, ইহা জানিয়া আসিয়াছি।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, মনে শোক করিও না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৭৮৫

(দূতীর উক্তি)

মাধব ন যাই পেখহ বালা।
আজি কালি পরাণ তেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥ ২।
শীতল সলিল কমল দল শেজ
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সে সব যতনহি আনল ভেল
দশ গুণ দহই মৃগাঙ্কা॥ ৪।
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
খেপয় নিশি নিশি জাগি।
চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তনু আগি॥ ৬।
কাহে উপচার বুঝয় ন পারই
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহুঁ করহ অবধানে॥ ৮।

১। মাধব, গিয়া বালাকে দেখ না।

৪। সরস মসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥

জয়দেব।

৬। ধনী চমকিয়া শিব শিব বলে, জগত তাহার অগ্নিতে পূর্ণ হইয়াছে, মদনানল (বিরহানল) নিবারণ করিবার আশায় মদনত্রাস শিবকে স্মরণ করিতেছে।

৭৮৬

(দূতীর উক্তি)

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥ ২।
ধরণী ধরিয় ধনি যতনহিঁ বৈসত
পুনহি উঠএ নহি পারা।
সহজহি বিরহিনি জগ মাহা তাপিনি
বৈরি মদন শরধারা॥ ৪।
অরুণ নয়ন নোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥ ৬।
আনি নলিনি কেও রমনি সুতাওলি
কেও দেই মুখ পর নীরে।
নিসবদ পেখি কেও সাস নিহারয়
কেও দেই মন্দ সমীরে॥ ৮।
কি কহব খেদ ভেদ জনি অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভনই বিদ্যাপতি সেহো কলাবতি
জীবন বন্ধন আশ পাশ॥ ১০।

২। বেরি বেরি—বার বার। জীউ—প্রাণ। সমাধা—শেষ। অব জীউ করব সমাধা—এখন

(এই বার) প্রাণ সমাপন (ত্যাগ) করিবে। পাঠান্তর—নিন্দহু ভেল কত সাধা।

৩। যতনহি—কষ্টে, ক্লেশ করিয়া। বৈসত—বসে। পুনহি—আবার, কিন্তু। উঠএ নহি পারা—উঠিতে পারে না।

৪। মাহা—মধ্যে। সহজেই (একে) বিরহিণী, জগতের মধ্যে দুঃখিনী (তাপিনী) (এমন আর নাই), (তাহার উপর) মদনের শরধারা (যন্ত্রণা)। পাঠান্তর—সহজহি কামিনি জগ মন মোহিনি তাহে বৈরি ভেল চান্দ তারা।

৫। বিলুলিত—আলুলায়িত। দীঘল—দীর্ঘ। পাঠান্তর—অবিরত লোচনে গরয় জল ধারা ফুয়ল দীঘল কেশা।

৬। গৃহের বাহিরে (যাতায়াত) করাও সংশয় (অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে), সহচরীরা শেষ গণনা করিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে)। পাঠান্তর—ঘর সঞে বাহর বাহর সঞে মন্দির ভমতহি উনমত বেশা।

৭-৮। সুতাওলি—শয়ন করাইল। মন্দ সমীরে—মৃদু বাতাস।

৯-১০। খেদ (তাহার খেদের কথা) কি কহিব যেন হৃদয় (অন্তর) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, (এক মাত্র) আশা পাশে সেই কলাবতীর জীবন বন্ধন রহিয়াছে (আশা পাশে বদ্ধ না থাকিলে এত দিনে দেহ হইতে প্রাণ মুক্ত হইত)।

পাঠান্তর—ভনই বিদ্যাপতি সুন সুন মাধব
কহ কিছু কর অবধানে।
দুধক পুত কতহু করি রাখব
নিরবধি চুম্বন দানে॥

দুধক পুত—দুধের ছেলে।

পাঠান্তর কীর্ত্তনানন্দ হইতে গৃহীত।

৭৮৭

(দূতীর উক্তি)

সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বিনি অবলম্বনে উঠএ ন পারই
অতএ নিবেদল তোয়॥ ২।
মাধব কত পরবোধব ওহি।
দেহ দিপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোই॥ ৪।
অঙ্গুরি বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয় নব নেহা।
সখিগণ সাহসে ছোএ ন পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥ ৬।
নবমী দশা গেলি দেখি আয়ল চলি
কালি রজনি অবসানে।
আজুক এতিখন গেল সকল দিন
ভল মন্দ বিহি পয় জানে॥ ৮।
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
নাগর গরুঅ রতনে।
ভনই বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লখিমা দেবি রমনে॥ ১০।

১। কন্দরে—স্কন্ধে। থোই—থুইয়া।
২। অতএ—অতএব।
৩। পরবোধব—বুঝাইব, বলিব।
৫। পিন্ধাওল—পরাইল।
৬। তন্তুক—সূতার। দেহ সূতার দোসর (তুল্য ক্ষীণ) হইল।

৫-৬। অঙ্গুরী বলয় হইল, কাম পরাইল, তোর নবীন প্রেম দারুণ। সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না, দ্বিতীয় সূতার ন্যায় দেহ (হইয়াছে)।

৭-৮। কাল রাত্রিশেষে দেখিয়া আসিলাম

(বিরহের) নবম দশা হইয়াছে। আজ এতক্ষণ সমস্ত দিন গেল ভাল মন্দ (বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে) বিধাতাই জানে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লাখিমা দেবীর বল্লভ সুপুরুষ শ্রেষ্ঠ (গরুঅ) রসিকরত্ন শিবসিংহ নরপতি কেলিকল্পতরু (রূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৭৮৮

(মাধবের উক্তি)

রামা হে সে কিয় বিসরল জাই।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মগইতে
ততহি পড়ল মুরুছাই ॥ ২।
কিছু গদ গদ সরে লহু লহু আখরে
জে কিছু কহল বররামা।
কঠিন কলেবর তেঁঞে চলি আওল
চিত রহল সোই ঠামা ॥ ৪।
সে বিনু রাতি দিবস নহি ভাবই
তাহি রহল মন লাগি।
আন রমনি সঞে রাজ সম্পদ মোঞে
অছিয় যৈসে বিরাগী ॥ ৬।
দুই এক দিবস নিচয় হম জাওব
তুঁহু পরবোধবি রাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহি
প্রেমে মিলায়ব জাই ॥ ৮।

১। হে সুন্দরি তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়?

২। হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৬। অন্য রমণীর সঙ্গে রাজ সম্পদেও আমি বিরাগীর মত আছি।

৭-৮। দুই এক দিবসে নিশ্চয় আমি যাইব (এই বলিয়া) রাইকে প্রবোধ দিবে। বিদ্যাপতি কহে তাহাতে (তাহার প্রতি) চিত্ত রহিল, প্রেমপূর্ণ (হৃদয়ে) গিয়া মিলিত হইবে।

৭৮৯

(মাধবের উক্তি)

তিল এক শয়ন ওত জিউ ন সহ
ন রহু দুহু তনু ভীন।
মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয়
ঐসন রহু নিশি দীন ॥ ২।
সজনি কোন পর জীয়ব কান।
রাহী রহল দূর হম মথুরাপুর
এতহু সহয় পরান ॥ ৪।
ঐসন নগর ঐসে নব নাগরি
ঐসন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়
নয়ন ন তেজয় নোর ॥ ৬।
সোই যমুনা জল সোই রমনিগণ
শুনইতে চমকিত চীত।
কহ কবিশেখর অনুভবি জানলোঁ
বড়ক বড়ই পিরীত ॥ ৮।

১। ওত—অন্তরাল।
২। পুলক গিরি—কুচ।

৭৯০

(মাধবের উক্তি)

রামা হে সপথ করহুঁ তোর।
সে জে গুনবতি গুন গনি গনি
ন জান কি গতি মোর ॥ ২।
সে সব সুমরি দহই মদন
হৃদয় লাগল ধন্ধ।
তাহি বিনু হম জীবন মানিয়
মরন অধিক মন্দ ॥ ৪।

সগর রজনি রোই গমাওল
সঘন তেজ নিসাস।
নয়নে নয়নে পুনু কি মিলব
পুনু কি পুরব আস॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
চিতে ন মানহ আন।
দিবস থোর বহি মিলব নাগরি
মনে গুনি ইহ জান॥ ৮।

কীর্ত্তনানন্দ।

৭৯১

(দূতীর উক্তি)

অনুখণ মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুণ লুবধাই॥ ২।
মাধব অপরূব তোহর সিনেহ।
অপন বিরহে অপন তনু জর জর
জিবইতে ভেলি সন্দেহ॥ ৪।
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহিঁ
আধা আধা বানি॥ ৬।
রাধা সঞো যব পুনতহি মাধব,
মাধব সঞো যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥ ৮।
দুহুঁ দিশ দারুদহনে যৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ১০।

১। অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী স্বয়ং মাধব (তদ্ভাবাপন্ন) হইল।

২। আপনার গুণে লুব্ধ হইয়া (আপনার প্রতি আপনি অনুরক্ত হইয়া) নিজের ভাব (এবং) স্বভাব বিস্মৃত হইল।

৩। মাধব তোমার অপূর্ব্ব প্রেম (যাহাতে এরূপ আত্মবিস্মৃতি হয় যে নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া যায়)।

৪। আপনার বিরহে আপনার তনু জর জর (মাধবের ও রাধার উভয়বিধ বিরহ স্বয়ং অনুভব করিতেছে), প্রাণ ধারণে সন্দেহ হইল (প্রাণ সংশয়)।

৫। বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে, জলে (পানি) চক্ষু ছল ছল (করিতেছে)।

৬। (আপনাকে মাধব মনে করিয়া রাধা বিরহে) অনুক্ষণ রাধা রাধা কহিতেছে, (কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট নয়, জড়িত ভগ্ন কণ্ঠ) আধ আধ কথা (আধা আধা বাণী)।

৭। যখন রাধার ভাব তখন মাধবকে ডাকিতেছে, যখন মাধবের ভাব তখন রাধাকে ডাকিতেছে।

৮। দারুণ প্রেম তথাপি ভাঙ্গে না, বিরহের ব্যথা বাড়ে।

৯-১০। কাষ্ঠখণ্ডের দুইদিকে অগ্নি লাগিলে (সেই কাষ্ঠখণ্ড মধ্যস্থ) কীটের আকুল প্রাণ যেমন দগ্ধ হয় (দুই দিকের অগ্নি রাধা ও মাধব উভয়ের বিরহ তুল্য, রাধা একাকিনী সেই দ্বিমুখ অগ্নির মধ্যে দগ্ধ হইতেছে), কবি বিদ্যাপতি কহে, (হে) বল্লভ, সুধামুখীকে (রাধাকে) এইরূপ দেখিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসকালে গোপীগণ অন্তর্হিত মাধবের লীলানুকরণ করিয়াছিলেন—

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।

অসাবহংত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥

বিষ্ণু পুরাণে—

কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতিনিশাম্যতাম্ ॥

গীতগোবিন্দে—

মুহুরবলোকিত মণ্ডল লীলা।
মধুরিপুরহমিব ভাবন শীলা ॥

৭৯২

(রাধার উক্তি)

রিতুরাজ আজ বিরাজ হে সখি
নাগরী জন বন্দিতে।
নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন
সহজ শোভিত কুসুমিতে ॥ ২।
আরে কুসুমিত কানন কোকিল সাদ।
মুনিহুঁক মানস উপজু বিসাদ ॥ ৪।
আয়ল উনমদ সময় বসন্ত।
দারুন মদন নিকারুণ কন্ত ॥ ৬।
অতি মত্ত মধুকর মধুর রব কর
মালতী মধু সঞ্চিতে।
সময় কন্ত উদন্ত নহি কিছু
হমহি বিধিবস বঞ্চিতে ॥ ৮।
বঞ্চিত নাগর সেহ সংসার।
এহি রিতু পতি সোঁ ন কর বিহার ॥১০।
অতি হার ভার মনোদ মারয়।
চন্দ রবি সখি ভানএ।
পুরুব পাপ সন্তাপ জতহো
মন মনোভব জানএ ॥ ১২।
জারয় মনসিজ মার শর সাধি।
চাননে দেহ চৌগুন হো ধাধি ॥ ১৪।
সবে ধাধি আধি বেআধি জাইতি
করিয় ধৈরজ কামিনী।
সুপহু মন্দির তোরিত আয়োত
সুফলে জাইতি জামিনী ॥ ১৬।
জামিনি সুফলে জাইতি অবসান।
ধৈরজ ধরু বিদ্যাপতি ভান ॥ ১৮।

মিথিলার পদ।

১-২। হে সখি, নাগরীজন কর্তৃক বন্দিত হইয়া ঋতুরাজ আজ বিরাজ করিতেছে। দেখিতেছি, নূতন বর্ণে ও নূতন পত্রে কুসুমিত উপবন স্বভাবতঃ শোভিত হইয়াছে।

৩। সাদ—ধ্বনি।

৩-৪। আহা, কুসুমিত কাননে কোকিলের শব্দ, মুনির মানসেও বিষাদ উৎপন্ন হইতেছে।

৫-৬। উন্মদ বসন্ত সময় আসিল, মদন দারুণ, কান্ত নিষ্ঠুর।

৮। উদন্ত—বার্ত্তা।

৭-৮। অতি মত্ত মধুকর মধুর রব করিয়া মালতীর সঞ্চিত মধু (পান করিতেছে), (এমন) সময় কান্তের কিছু সংবাদ নাই, আমিই বিধিবশে বঞ্চিত।

৯-১০। সেই সংসারে নাগর বঞ্চিত (যে) এই ঋতুতে পতির সঙ্গে বিহার করে না।

১১-১২। হার অত্যন্ত ভার হইল, কন্দর্প পীড়ন করিতেছে, সখি, চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্ব পাপে কন্দর্পের যত সন্তাপ তাহা মন জানে।

১৪। ধাধি—উত্তাপ, দাহ।

১৩-১৪। মদন শর সন্ধান করিয়া, মারিয়া দগ্ধ করিতেছে। চন্দনে দেহে চতুর্গুণ দাহ হইতেছে।

১৫-১৬। কামিনি, ধৈর্য্য ধর, সকল জ্বালা, আধি ব্যাধি যাইবে, সুপ্রভু গৃহে শীঘ্র আসিবে, যামিনী সুফলে যাইবে।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ধৈর্য্য ধর, যামিনী সুফলে যাইবে।

৭৯৩

(রাধার উক্তি)

আজে তিমির দহ দীস ছড়লা।
আজে দিঘর ভএ দিবস বঢ়লা ॥ ২।
আজে অকথ ভেল পরিজন কথা।
আরতি ন রহএ উচিত বেথা ॥ ৪।
এ সখি এ সখি ফললি সুবেলা।
নিঅর আএল পিআ লোচন মেলা ॥ ৬।
বিরহে দগধ মন কত দুর ধওলা।
মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা ॥ ৮।
কতি খন ধরব জাইতে জিব রাখি।
আসা বাঁধ পড়ল মন সাখি ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শুন সজনী।
বালভু সুন ভেল মহঘি রজনী ॥ ১২।

তালপত্রের পুঁথি।

১। ছড়লা—ছাড়িল।

২। দিঘর—দীর্ঘ। বঢ়লা—বাড়িল।

১-২। আজ তিমির দশদিক ছাড়িল, আজ দিবস দীর্ঘ হইয়া বাড়িল।

৩। অকথ—অকথ্য, আশ্চর্য্য। ৪। উচিত—সমভাব, সমান। বেথা—ব্যথা।

৩-৪। আজ পরিজনের কথা আশ্চর্য্য (বিস্ময়-জনক) হইল, অধিক অনুরাগে উচিত ব্যথাও থাকে না।

৫। ফললি—ফলিল, পরিণত হইল। সুবেলা—সুসময়।

৬। নিঅর—নিকট। লোচন মেলা—নয়ন মিলন, দর্শন।

৫-৬। হে সখি, হে সখি, সুসময় পরিণত হইল, প্রিয়তমের (সহিত) নয়ন মিলনের (দর্শনের) (সময়) নিকট আসিল।

৭। ধওলা—ধাবিত হইল। ৮। মাগল—প্রার্থিত। কওনে—কোন।

৭-৮। বিরহে দগ্ধ মন কত দূর ধাবিত হইল, প্রার্থিত মনোরথ কে (না) পায়?

৯। জাইতে—গমনোদ্যত। জিব—জীবন। ১০। সাখি—সাক্ষী।

৯-১০। প্রাণ যায়, কত ক্ষণ ধরিয়া রাখিব? আশা বন্ধনে মন সাক্ষী পড়িল (আশার বন্ধনে মন সাক্ষী স্বরূপ হইল)।

১২। বালভু—বল্লভ। সুন—শূন্য। মহঘি—মহার্ঘ।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন সজনি, বল্লভশূন্য রজনী মহার্ঘ হইল (বল্লভের বিরহে রজনী দীর্ঘ হইল)।

ভাবোল্লাস।

৭৯৪

(রাধার উক্তি)

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পবন বহু ধীরে।
স্বপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিয়
মুখ সৌ দূরি করু চীরে ॥ ২।
তোহর বদন সন চান হোয়থি নহি
যইও যতন বিহ দেলা।
কই বেরি কাটি বনাওল নব কই
তইও তুলিত নহি ভেলা ॥ ৪।
লোচন তুল কমল নহি ভই শক
সে জগ কে নহি জানে।
সে ফেরি যায় লুকায়ল জল ভয়
পঙ্কজ নিজ অপমানে ॥ ৬।

ভনহি বিদ্যাপতি শুনু বর যৌবতি
ই সভ লছমী সমানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই পতি ভানে ॥ ৮ ॥

মিথিলার পদ।

১। পাওলি—পাইলাম। দছিন—দক্ষিণ।

২। রূপ—মূর্ত্তি (পুরুষ)। ভাখিয়—ভাষিল, কহিল।

১-২। দক্ষিণ পবন ধীরে বহিতেছিল, উত্তম সরস বসন্ত সময় পাইলাম (পাইয়া নিদ্রিত হইলাম)। স্বপ্নে এক পুরুষ মূর্ত্তি (আমাকে) কহিল, মুখ হইতে বস্ত্র দূর (মোচন) কর (আমি তোমার মুখ দেখি)।

৪। কই বেরি—কত (অনেক) বার। নব কই—নূতন করিয়া।

৩-৪। (স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ কহিল) যদিও বিধি যত্ন দিয়াছেন (করিয়াছেন) (তথাপি) চন্দ্র তোমার মুখের তুল্য হয় নাই। কতবার (চন্দ্রকে) কাটিয়া (বিধি) নূতন করিয়া গড়িল তথাপি (তোমার মুখের সহিত) তুলনা হইল না।

৫। ভই শক—হইতে পারিল। সে—তাহা।

৫-৬। কমল (তোমার) লোচনের তুল্য হইতে পারে নাই তাহা জগতে কে জানে না? আত্ম অপমানে পঙ্কজ (পঙ্কবাসী) হইয়া সে আবার জলে গিয়া লুকাইল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, যুবতীশ্রেষ্ঠ শুন, এই সকল (রূপ লক্ষণ) লক্ষ্মীর সমান। লখিমা দেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণকে (কবি এই কথা) কহিতেছে।

৭৯৫

(রাধার উক্তি)

কি কহব রে সখি রজনিক কাজ।
স্বপনহি হেরলুঁ নাগর রাজ ॥ ২ ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়লুঁ হাম।
প্রাণ-পিয়াকে করলুঁ পরণাম ॥ ৪ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর তোহে মিলব মুরারি ॥ ৬ ॥

১। কাজ—বৃত্তান্ত, কথা।

৭৯৬

(দূতীর উক্তি)

সপনে আএল সখি মঝু পিয়া পাসে।
তখনুক কি কহব হৃদয় হুলাসে ॥ ২ ॥
ন দেখিঅ ধনুগুন ন দেখু সন্ধানে।
চৌদিস পরএ কুসুম সর বানে ॥ ৪ ॥
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥ ৬ ॥
উঠলি চেহাএ আলিঙ্গন বেরী।
রহলি লজাএ সুনি সেজ হেরী ॥ ৮ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পূরতোহ মনে ॥ ১০ ॥

রাগতরঙ্গিণী।

১। আএল—আসিল।—মঝু, আমার।

২। তখনুক—সেই সময়ের। হুলাসে—উল্লাস।

১-২। সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকট আসিল; সে সময়কার হৃদয়ের আনন্দের (কথা তোমাকে) কি বলিব!

৩। দেখিঅ, দেখু—দেখি। পরএ—পড়িতেছে।

৩-৪। কুসুম শরের (মদনের) ধনুক (ও) গুণ (অথবা) সন্ধান কিছুই দেখি না, (কেবল দেখিতেছি) চারিদিকে (তাহার) বাণ পড়িতেছে।

৬। হিলোরা—হিল্লোল, তরঙ্গ।

৫-৬। বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত; যেন সমুদ্র-তরঙ্গে চন্দ্র উদয় হইল। (ঈষৎ বিকশিত বঙ্কিম নয়ন সমুদ্র তরঙ্গে ভগ্নচঞ্চল খণ্ড চন্দ্রবিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইল)।

৭। উঠলি—উঠিলাম। চেহাএ—চমকিয়া, বিস্মিত হইয়া। বেরী—বেলা, সময়।

৮। লজাএ—লজ্জিত হইয়া। সুনি—শূন্য।

৭-৮। আলিঙ্গনের সময় চমকিয়া উঠিলাম (আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল); (তখন) শূন্যশয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম।

১০। দেখলহ—দেখিয়াছ। পুরতৌচ—পূর্ণ হইবে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ তাহা মনে পূর্ণ হইবে।

৭৯৭

(রাধার উক্তি)

করে কুচমণ্ডল রহলিহুঁ গোএ।
কমলে কনক গিরি ঝাঁপি ন হোএ ॥ ২ ।
হরখ সহিত হেরলহ্নি মুখ কাঁতি।
পুলকিত তনু মোর ধর কত ভাঁতি ॥ ৪ ।
তখনে হরল হরি অঞ্চল মোর।
রস ভরে সসরু কসনিকের ডোর ॥ ৬ ।
সপনা এক সখি দেখল মোএে আজ।
তখনুক কৌতুক কহইতে লাজ ॥ ৮ ।
আনন্দে নোরে নয়ন ভরি গেল।
পেমক আঁকুরে পল্লব দেল ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি সপনা সরূপ।
রস বুঝ রূপনরায়ন ভূপ ॥ ১২ ।

তালপত্রের পুঁথি।

• মজলরাজ বিজয় ছন্দ। ১৫ মাত্রা।

১। গোয়—গোপন করিয়া।

১-২। করে কুচমণ্ডল ঢাকিয়া রহিলাম, কমলে (করকমলে) কনকগিরি ঢাকা হয় (পড়ে) না।

৩। হরখ—হর্ষ। কাঁতি—কান্তি। হেরলহ্নি—দেখিলেন।

৪। পুলকিত—পুলকাঞ্চিত। ভাঁতি—ভাব, আকার।

৩-৪। হর্ষের সহিত (মাধব আমার) মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিলে, আমার পুলকাঞ্চিত দেহ কত ভাব ধরিল

৬। সসরু—স্রস্ত হইল, শিথিল হইল, খসিয়া গেল। কসনিকের ডোর—কসনীডোর, নীবিবন্ধ।

৫-৬। তখন হরি আমার অঞ্চল হরণ করিল, রসভরে নীবিবন্ধন খসিয়া গেল।

৭-৮। সখি, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তখনকার কৌতুক কহিতে লজ্জা (হয়)।

৯। নোর—লোর।

৯-১০। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া গেল, প্রেমের অঙ্কুর পল্লবিত হইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে স্বপ্ন সত্য, রূপনারায়ণ ভূপ রস বুঝেন।

৭৯৮

(রাধার উক্তি)

সপনে দেখল হরি উপজল রঙ্গে।
পুলক পুরল তনু জাগু অনঙ্গে ॥ ২ ।
বদন মেরাএ অধর রস লেলা।
নিসি অবসান কাহ্ন কঁহা গেলা ॥ ৪ ।
কা লাগি নীন্দ ভাঁগলি বিধি মোরা।
ন ভেলে সুরত সুখ লাগল ভোরা ॥ ৬ ।
মালতি পাওল রসিক ভমরা।
ভেল বিয়োগ করম দোস মোরা ॥ ৮ ।

নিধনে পাওল ধন অনেক জতনে।
আঁচব সঞো খসি পলল রতনে ॥ ১০ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। স্বপ্নে হরিকে দেখিলাম, রঙ্গ উপজিল। তনু পূর্ণ হইল, অনঙ্গ জাগিল।

৩-৪। মুখ মিলাইয়া অধর রস লইল, নিশা অবসান হইলে কানাই কোথায় গেল?

৫-৬। বিধাতা আমার নিদ্রা কেন ভাঙ্গিল, (শুধু) ভ্রম হইল, সুরত সুখ হইল না।

৭-৮। মালতী রসিক ভ্রমরকে পাইল, আমার কর্ম্মদোষে বিয়োগ হইল।

৯-১০। নির্ধন অনেক যত্নে ধন পাইল, অঞ্চল হইতে রত্ন খসিয়া পড়িল।

৭৯৯

(রাধার উক্তি)

সুতলি ছলহুঁ হম ঘরবা রে
গরবা মোতি হার।
রাতি জখনি ভিনসরবা রে
পিয় আএল হমার ॥ ২।
কর কৌশল কর কপইত রে
হরবা উর টার।
কর পঙ্কজেঁ উর থপইতরে
মুখ চন্দ নিহার ॥ ৪।
কেহনি অভাগলি বৈরিনি রে
ভাগলি মোর নিন্দ।
ভল কএ নহি দেখি পাওল রে
গুণময় গোবিন্দ ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
ধনি মন ধরু ধীর।
সময় পাএ তরুবর ফড় রে
কতবো সিচু নীর ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১। ছলহুঁ—ছিলাম। ঘরবা—ঘর। গরবা—গলা।

২। ভিনসরবা—ভিন্‌সার, প্রভাত।

১-২। আমি ঘরে নিদ্রিত ছিলাম, গলায় মুক্তা-মালা ছিল। রাত্রি যখন প্রভাত হয় সেই (সময়) আমার প্রিয়তম আসিল।

৩। হরবা—হার। টার—সরাইয়া দেওয়া।

৪। থপইত—স্থাপিত, রাখিতে।

৩-৪। কৌশল করিয়া বক্ষের হার সরাইতে (তাহার) হাত কাঁপিতে লাগিল। বক্ষে হস্ত স্থাপন করিতে (তাহার) মুখচন্দ্র দেখিলাম।

৫। কেহনি—কেমন। অভাগলি—অভাগিনী। বৈরিনি—শত্রু (স্ত্রীলিঙ্গ)। ভাগলি—পলাইল।

৬। পাওল—পাইলাম।

৫-৬। কেমন অভাগিনী শত্রু আমার নিদ্রা পলাইল, গুণময় গোবিন্দকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না।

৮। ফড়—ফলে। কতবো—কতই। সিচু—সিঞ্চন কর।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি গাইল, ধনি মনে ধৈর্য্য ধর, সময় পাইয়া তরুবর ফলে, কতই জল সিঞ্চন কর (সময়ে মাধব আসিবে এখন উতলা হইও না)।

৮০০

(রাধার উক্তি)

সপন দেখল পিয় মুখ অরবিন্দ।
তেহি খন হে সখি টুটলি নিন্দ ॥ ২।
আজ সগুন ফল সম্ভব সাঁচ।
বেরি বেরি বাম নয়ন মোর নাচ ॥ ৪।
আঙ্গন বইসি সগুন কহ কাক।
বিরহ বিভঞ্জন দিনপরিপাক ॥ ৬।
আজ দেখব পিয় অলখক চান।
বিদ্যাপতি কবিবর এহু ভান ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-২। হে সখি, স্বপ্নে প্রিয়মুখারবিন্দ দেখিলাম তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

৩। সগুণ—লক্ষণে ফল নির্ণয়, সুলক্ষণ অথবা কুলক্ষণ। সম্ভব—ঘটিবে। সাঁচ—সত্য।

৩-৪। বার বার আমার বাম নয়ন নাচিতেছে, আজ লক্ষণের ফল সত্য ঘটিবে।

৬। বিভঞ্জন—ভগ্ন করণ। দিনপরিপাক—দিবাবসান, রাত্রিসমাগম।

৫-৬। অঙ্গনে বসিয়া কাক সগুণ কহিতেছে (কাকের রবে ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাস অনেক স্থানে প্রচলিত আছে); রাত্রি সমাগমে বিরহ ভগ্ন (শেষ) হইবে।

৭। অলখক—অলক্ষিত, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৭-৮। অলক্ষিত চন্দ্র (তুল্য) প্রিয়কে আজ দেখিব। কবিবর বিদ্যাপতি ইহা কহিতেছে।

৮০১

(রাধার উক্তি)

মোরাহি রে অঁগনা চাঁদন কেরি গছিআ
তাহি চঢ়ি কুরুরএ কাক রে।
সোনে চঞ্চু বঁধএ দেব মোএঁ বাঅস
জএঁা পিআ আওত আজ রে ॥ ২ ।
গাবহ সহি লোরি ঝূমরি মঅন
অরাধনে জাএঁ ॥ ৩ ।
চউদিস চম্পা মউলি ফুললি
চান্দ উজোরিএ রাতি।
কইসে কএ মঅন অরাধবা রে
হোইতি বড়ি রতি সাতি ॥ ৫ ।
বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে
তোঁকে অছ গুনক নিধান।
রাউ ভোগিসর গুন নাগরা রে
পদমা দেবি রমান ॥ ৭ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১। চাঁদন কেরি—চন্দনের। কুরুরএ—মৃদু শব্দ করে।

১-২। আমার অঙ্গনে চন্দনের বৃক্ষ, তাহাতে বসিয়া (চড়িয়া) কাক মৃদু মৃদু ডাকিতেছে। হে বায়স, যদি প্রিয়তম আজ আসে ত তোমার চঞ্চু সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিব।

৩। ঝূমরি—এক জাতীয় সঙ্গীত, স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া গান করে। মঅন—মদন।

সখিগণ ঝুমরি গান কর, মদন আরাধনে যাইব।

৪। মউলি—মল্লিকা।

৪-৫। চৌদিকে চম্পক মল্লিকা ফুটিয়াছে, চাঁদে রাত্রি উজ্জ্বল। কেমন করিয়া মদনের আরাধনা করিব, বড় রতি শান্তি হইবে।

৬-৭। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, তোর গুণনিধান আছেন। পদ্মা দেবীর বল্লভ রাজা ভোগীশ্বর গুণবান নাগর।

৮০২

(রাধার উক্তি)

সুরভি সময় ভল চল মলআনিল
সাহর সউরভ সার লো।
কাহুক বীপদ কাহুক সম্পদ
নানা গতি সংসার লো ॥ ২ ।
কোইলী পঞ্চম রাগে রমন গুন সুমরাএঁা
কুসলে আওত মোর নাহ লো।
আজ ধরিএ হমে আসহি অছলিহু
সুমরি ন ছাড়ল ঠাম লো ॥ ৪ ।

ভমর দেখি ভএে ভাবে পরাএল
গহএ সরাসন কাম লো।
ভনই বিদ্যাপতি রূপনরাএন
সিরি সিবসিংহ দেব নাম লো ॥ ৬।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। উত্তম সুরভি সময়ে মলয়ানল বহিতেছে, সহকারের সার সৌরভ। কাহারও বিপদ কাহারও সম্পদ, সংসারের নানা গতি।

৩-৪। কোকিল পঞ্চম রাগে বল্লভের গুণ স্মরণ করাইতেছে, আমার নাথ কুশলে আসিবেন। আজ পর্য্যন্ত আমি আশাতেই ছিলাম, স্মরণ করিয়া স্থান (গৃহ) ত্যাগ করিলাম না।

৫-৬। ভ্রমর দেখিয়া ভাবে (বিরহভাবে অভিভূত হইয়া) পলায়ন করিলাম, কাম শরাসন গ্রহণ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, রূপনারায়ণের নাম শ্রীশিবসিংহ দেব।

৮০৩

(সখীর প্রতি সখীর উক্তি)

গগন বলাহকেঁ ছাড়ল রে
বারিস কাল অতীত।
করিয় বিনতি সৌঁ এঁ আয়ব
জহি বিনু তিহুয়ন তীত ॥ ২।
আবহো সুমতি সংঘাতিনি রে
বাট নিহারয় জাঁউ।
কুদিনা সব দিন নহি রহ
সুদিবস মন হরখাউ ॥ ৪।
সামর চন্দা উগলাহ রে
চান্দে পুন গেলাহ অকাস।
এতবহি পিয়াকৈ অয়বা রে
পলটত বিরহিনি সাঁস ॥ ৬।
সূতিয়ে ঝুরহি নিহরবারে
জতি দুর হিয়রা ধাব।
কি করত হিয়রা আকুলা রে
আগিহি বাত ন পাব ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি গএবা রে
রস জনিএ রসমন্ত।
মন্তি মহেসর সুন্দর রে
রেণুক দেবি কন্ত ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। বলাহকেঁ—মেঘে।

২। বিনতি—মিনতি। এঁ—এদিকে। জহি—যিনি। তিহুয়ন—ত্রিভুবন। তীত—তিক্ত, অপ্রিয়।

১-২। মেঘ গগন ছাড়িল, বর্ষাকাল অতীত। মিনতি (প্রার্থনা) করি (মাধব) এখানে আসিবে যিনি বিনা (যাঁহার বিহনে) ত্রিভুবন তিক্ত (অপ্রিয়)।

৩। আবহো—আয়, এস। সংঘাতিনি—সাঙ্গাতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, সখি। নিহারয়—দেখিতে। জাঁউ—যাই।

৪। কুদিনা—কুদিবস। হরখাউ—হর্ষিত করে।

৩-৪। এস, সুমতি সাঙ্গাতিনি, পথ নেহারিতে যাই। সব দিন কুদিন রহে না, সুদিবসে মন হর্ষিত হয়।

৫। সামর—শ্যাম। উগলাহ—উদয় হইল। অকাস—আকাশ।

৬। এতবহি—এই মাত্র। অয়বা—আসিবার। পলটত—ফিরে। সাঁস—শ্বাস।

৫-৬। শ্যাম চন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্র আকাশে ফিরিয়া গেল। এই মাত্র প্রিয়তমের আসিবার (সংবাদ পাইয়া) বিরহিণীর শ্বাস ফিরিল (যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল)।

৭। সুতিয়ে—শয়ন করিয়া। নিহরবা—নেহারিবে। জতি—যত। হিয়রা—হৃদয়। ধাব—ধায়।

৭-৮। শয়ন করিয়া (বিরহিণী রাধা) দূরে দেখিবে, যত দূর হৃদয় ধাবিত হয়। কি করিবে, হৃদয় আকুল, অগ্নি বায়ু পায় না (বায়ু না পাইলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ রাধা মাধবের অদর্শনে ম্রিয়মান হইয়াছে)।

৯। গএবা—গাহিতেছে। জনিএ—জানে।

১০। মন্তি—মন্ত্রী। মহেসর—মহেশ্বর নামক শিবসিংহের মন্ত্রী ছিলেন।

৯-১০। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছে, রসিক রস জানে। মন্ত্রী মহেশ্বর সুন্দর রেণুকা দেবীর কান্ত।

৮০৪

(রাধার উক্তি)

হমর মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥ ২।
নহি নহি বোলব যব হম নারি।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি ॥ ৪।
করে ধরি মঝু বৈসাওব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরাওব মোর ॥ ৬।
করব আলিঙ্গন দূর কএ মান।
ও রসে পূরব হম মুদব নয়ান ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহর পিরীতিক যাউ বলিহারি ॥ ১০।

৬। চিরদিনে—বহুকাল পরে। চিরদিনে হৃদয় যুড়ায়ব মোর—পাঠান্তর।

৭-৮। মান দূরে করিয়া (কানাইকে) আলিঙ্গন করিব, সে রসে পূরিবে আমি চক্ষু মুদিত করিব।

৮০৫

(রাধার উক্তি)

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া
পলটি চলব হম ইষত হসিয়া ॥ ২।
রস নাগরি রমনী।
কত কত যুগুতি মনহি অনুমানী ॥ ৪।
আবেশে আঁচরে পিয়া ধরবে।
যাওব হম যতন বহু করবে। ৬।
কঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥ ৮।
মাঁগব পিয়া যবহিঁ।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি নহি ॥ ১০।
সহজহি সুপুরুখ ভমরা।
মুখ কমল মধু পীয়ব হমরা ॥ ১২।
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয় ধেয়ানে ॥ ১৪।

১। রসিয়া—রসিক, মাধবের নাম; হিন্দী গানে এই শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

২। পলটি—পালটিয়া, ফিরিয়া।

১-২। রসিক যখন অঙ্গনে আসিবে (তখন) আমি (তাহার নিকটে না গিয়া) ঈষৎ হাসিয়া ফিরিয়া চলিব।

৩-৪। রসনাগরী রমণী (রাধা) মনে কত যুক্তিই কল্পনা করিতেছে।

৫-৬। প্রিয় রসাবেশে (আমার) অঞ্চল ধরিবে, আমি (তাহার নিকট যাইব), (সে আমাকে) অনেক যত্ন করিবে।

৭। কঁচুয়া—কঞ্চুক, কাঁচলি। হঠিয়া—হঠ।

৮। আধ দিঠিয়া—কটাক্ষ হানিয়া।

৭-৮। হঠ (মাধব) যখন (আমার) কাঁচলি ধরিবে, (তখন) কুটিল কটাক্ষ হানিয়া করে কর নিবারণ করিব।

৯। রভস—কেলি।

১০। মোড়ি—ফিরাইয়া। বিহুসি—মুচ্‌কিয়া হাসিয়া।

৯-১০। প্রিয় যখন কেলি মাগিবে (তখন) মুচ্‌কিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া না না বলিব। 'মুখ বিহুসি নহি বোলব তবহিঁ'—পাঠান্তর।

১১। সহজহি—স্বভাবতঃই; 'সে পহু'—পাঠান্তর।

১২। 'চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হমরা'—পাঠান্তর।

১১-১২। ভ্রমর (মাধব) স্বভাবতঃই সুপুরুষ, আমার মুখকমলমধু পান করিবে।

১৩। হম গেয়ানে—আমার জ্ঞান; 'মোর চেতনে'—পাঠান্তর।

১৪। ধেয়ানে—ধ্যানে তন্ময়তা; 'জীবনে'—পাঠান্তর। ধনি—ধন্য; 'সফল'—পাঠান্তর।

১৩-১৪। তখন আমি জ্ঞান হারাইব (আর আমার চৈতন্য থাকিবে না); বিদ্যাপতি কহে, ধন্য তোর তন্ময়তা।

৮০৬

(রাধার উক্তি)

পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥ ২ ।
কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥ ৪ ।
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ ৬ ।
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প ॥ ৮ ।
দিশি দিশি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট ॥ ১০ ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই এক পলকে মিলব তুয় পাশ ॥ ১২ ।

১-২। প্রিয় যখন আমার এই গৃহে আসিবে (তখন) নিজ দেহে সমস্ত মঙ্গল (মঙ্গলাচার) করিব।

৩। কনয়া কুম্ভ—সুবর্ণ ঘট।

৪। চক্ষে কজ্জল দিয়া দর্পণ ধরিব (আমার নেত্রমুকুরে প্রিয় আপনার মুখ অবলোকন করিবে)।

৫। আপনার অঙ্গে বেদী রচনা করিব।

৬। কেশ প্রসারিত করিয়া সম্মার্জনী করিব।

৭। রোপব—রোপণ করিব। গরুয়—গুরু।

৮। সুঝম্প—আন্দোলিত ও শব্দিত।

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ।
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ॥
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা।
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥
অমরুশতক।

৯-১০। সকল দিক হইতে কামিনীর ঠাট আনিব (সকল প্রকার কলাকৌশল প্রদর্শন করিব), চৌদিকে চাঁদের হাট বিস্তার করিব (রূপ বিস্তার করিব)।

৮০৭

(রাধার উক্তি)

হরি যব আওব গোকুলপুর। *
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তূর ॥ ২ ।
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ ৪ ।
সহকার পল্লব চুম্বন দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥ ৬ ।
ধূপ দীপ নৈবেদ করব পিয়া আগে।
লোচন নিরে করব অভিষেকে ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস তন্ত।
মুরুখ ন বুঝএ বুঝ গুনমন্ত ॥ ১০ ।

১। আওব—আসিবে।

২। বাজব—বাজিবে।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মহাজন পদাবলীতে এই স্থানে দুইটী অতিরিক্ত চরণ আছে—

রসাবেশে ধায়ব নাগরী ঠাট।
চৌদিকে বেঢ়ব চাঁদ কি হাট॥

৩। মুক্তাহার আলিপনা দিব।

৫। চুম্বন রূপ সহকার পল্লব (অধর পল্লব) দিব।

৬। মাধবের সেবা করিয়া মনোরথ লইব।

৭। ধূপ (নিজের অঙ্গসৌরভ), দীপ (রূপ, অঙ্গকান্তি) নৈবেদ্য (উপভোগ) প্রিয়তমের সম্মুখে রাখিব।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, এই রসতত্ত্ব মূর্খ বুঝে না, গুণবান বুঝে।

৮০৮

(রাধার উক্তি)

দুসহ বিয়োগ দিবস গেল বীতি।
প্রিয়তম দরসন অনুপম প্রীতি॥ ২।
আব লগইছথি বিধু অনুকূল।
নয়ন কপূর আঁজন সমতুল॥ ৪।
গাবথু পঞ্চম কোকিল আবি।
গুঞ্জথু মধুকর লতিকা পাবি॥ ৬।
বহথু নিরন্তর ত্রিবিধ সমীর।
ভন বিদ্যাপতি কবিবর ধীর॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। বিয়োগ—বিরহ। বীতি—অতীত হইয়া।

১-২। দুঃসহ বিরহদিবস অতীত গেল, প্রিয়তমের দর্শনে অনুপম প্রীতি (অনুভব করিতেছি)।

৩। আব—এখন। লগইছথি—(আধুনিক মৈথিল শব্দ) লাগিতেছে।

৪। কপূর—কর্পূর। সমতুল—তুল্য।

৩-৪। এখন চন্দ্র কর্পূরাঞ্জন তুল্য চক্ষে অনুকূল লাগিতেছে (বোধ হইতেছে)। (পূর্ব্বে বিরহের অবস্থায় চন্দ্রদর্শনে চক্ষু যেন দগ্ধ হইত এখন প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া চন্দ্র কর্পূরাঞ্জন তুল্য আমার চক্ষে স্পর্শ শীতল বোধ হইতেছে)।

৫। গাবথু—গান করুক। আবি—আসিয়া।

৬। গুঞ্জথু—গুঞ্জন করুক। পাবি—পাইয়া।

৫-৬। কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, মধুকর লতিকা পাইয়া গুঞ্জন করুক।

৭-৮। ত্রিবিধ সমীরণ নিরন্তর বহুক। কবিবর বিদ্যাপতি ধীরে কহিতেছে।

৮০৯

(রাধার উক্তি)

জে দুখদায়ক সে সুখ দেথু।
অবলা জন সোঁ আসিস লেথু॥ ২।
পিয় মোর আয়ল আন পরোস।
বিরহ ব্যথা জনি গেল লখ কোস॥ ৪।
নহি ছথি উগথু সহস দিজরাজ।
কুদিবস হিতকর অনহিত কাজ॥ ৬।
ত্রিবিধ সমীর বহথু দিনরাতি।
পঞ্চম গাবথু কোকিল জাতি॥ ৮।
সে গৃহ গৃহ নিত উতসব আজ।
বিদ্যাপতি ভন মন নির্ব্যাজ॥ ১০।

মিথিলার পদ।

১। দেথু—দান করুক।

২। সোঁ—হইতে। লেথু—লউক।

১-২। যে দুঃখদায়ক সে সুখ দিবে। অবলা জনের (জন হইতে) আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুক।

৩। আন—অন্য, অপর। পরোস—পাড়া।

৩-৪। আমার প্রিয় পাড়ায় অপরের নিকট আসিল (পাড়ায় অপরের গৃহে আসিল আমি সংবাদ

পাইলাম); বিরহ ব্যথা যেন লক্ষ ক্রোশ (দূরে) গেল।

৫। ছথি—আছে, হয়।

৬। অনহিত—অহিত।

৫-৬। সহস্র চন্দ্র উদয় হউক না কেন? কুদিবসে হিত অহিত কাজ করে (চন্দ্রোদয় হিতকর কিন্তু বিরহ কুদিবসে আমার চক্ষে অমঙ্গলকর বোধ হইত)।

৭। ত্রিবিধ সমীর—শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্য। বহথু—বহুক, বহিতে থাকুক।

৮। কোকিল জাতি—কোকিল সমূহ।

৭-৮। ত্রিবিধ সমীর দিনরাত্রি প্রবাহিত হউক, কোকিল সমূহ পঞ্চম (স্বরে) গান করুক।

৯। সে—মাত্রালঙ্কার। নিত—নিত্য, সর্ব্বদা। উতসব—উৎসব।

৯-১০। গৃহে গৃহে আজ সর্ব্বক্ষণ উৎসব। বিদ্যাপতি কহিতেছে, মন নির্ব্যাজ (হইল)।

৮১০

(রাধার উক্তি)

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥ ২।
যতহুঁ অছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥ ৪।
কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ৬।
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখধে ন রহ বেয়াধি॥ ১০।

এই পদের সম্বন্ধে একটী স্মরণীয় ঘটনা আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতে ও শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে যখন শ্রীচৈতন্য আগমন করেন তখন আচার্য্য তাঁহাকে মহা সমাদরে ভোজন করাইয়া সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধানশ্রী রাগে আচার্য্য এই পদের ধূয়া গাহিলেন—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
(আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন)॥
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গীত শ্রবণ করিতে করিতে 'ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।' মহাজন পদাবলীর উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র এই কথার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

পদকল্পতরু ও আধুনিক কয়েকটী সঙ্কলনে "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" এইরূপ পাঠ আছে। তাহার পরিবর্ত্তে চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত পাঠ গৃহীত হইল।

৮১১

(রাধার উক্তি)

বিহি মোর পরসন ভেল।
হরি মোহি দরসন দেল॥ ২।
দেখলি বদন অভিরাম।
পূরল সকল মন কাম॥ ৪।
জাগি উঠল পঞ্চবান।
বসি নহি রহল গেয়ান॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি ভান।
সুপুরুষ ন কর নিদান॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১-৮। বিধি আমার প্রতি প্রসন্ন হইল, হরি

আমাকে দর্শন দিল। (তাহার) সুন্দর মুখ দেখিলাম, সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মদন জাগিয়া উঠিল, জ্ঞান বশে রহিল না। বিদ্যাপতি এই কথা কহিতেছে, সুপুরুষ কখন শেষ পর্য্যন্ত ক্লেশ দেয় না।

৮১২

(রাধার উক্তি)

আজু রজনী হম ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥২।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥ ৪।
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥ ৬।
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয় নব নেহা ॥ ৮।

১। আজ রজনী (গত রজনী) ভাগ্যে (সৌভাগ্যে) কাটাইলাম, প্রিয়মুখচন্দ্র দেখিলাম।

২। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দা—নির্দ্বন্দ্ব। 'আনন্দা'—পাঠান্তর।

৩। আজ আমার গৃহ গৃহ করিয়া মানিলাম, আজ আমার দেহ দেহ হইল।

৪। বিহি মোহে—বিধাতা আমাকে (আমার প্রতি)। টুটল সবহু সন্দেহা—সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল।

৫। সে কোকিল এখন লক্ষ ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদয় হউক (কোকিলের কণ্ঠধ্বনিতে ও চন্দ্রের আলোকে পূর্ব্বে আশঙ্কা হইত, এখন আর তাহাদিগকে ভয় করি না)।

৬। (মদনের) পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মন্দ (কু) মলয় পবন বহুক (তাহাদিগকেও আর কোন ভয় নাই)।

৭। এখন আমার যখন প্রিয়ের সঙ্গ হইবে (তাঁহার সহিত মিলন হইবে) তখনি নিজের দেহ (সার্থক) মানিব।

৮। অলপ ভাগি—অল্প ভাগ্যবতী। ধনি—ধনি (সম্বোধনে), ধনি—ধন্য।

৮। বিদ্যাপতি কহে, ধনি, অল্প ভাগ্যবতী নও, তোমার নূতন (চির নূতন) স্নেহ ধন্য!

৮১৩

(রাধার উক্তি)

জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ।
সেহে দিবস জেঁা নহি মন ভঙ্গ ॥ ২।
হৃদয়ক আনন্দে সুখ পরগাস।
তরনি তেজেঁ হো কমল বিগাস ॥ ৪।
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
হরি নিধি মিলল সকল সিধি ভেল ॥ ৬।
এক দিস মনিময় নব নিধি হেম।
অওকা দিস নবরস সুপুরুষ পেম ॥ ৮।
নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।
প্রীতি অধিক থী কে নহি জান ॥ ১০।
প্রীতিক সম হে দোসর নহি আন।
জাহি তুলনা দিঅ অপন পরান ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি অনুপম রীতি।
দম্পতি কাঁ হো অচল পিরীতি ॥ ১৪।

অলগন্ত্রের পুঁথি।

১। কৃতারথ—কৃতার্থ। সঙ্গ—মিলন।

২। সেহে—সেই। জোঁ—যে, যদি।

১-২। সুপুরুষের (সহিত) মিলন হইলে জন্ম কৃতার্থ হয়, সেই দিবস (সার্থক) যাহাতে মন ভঙ্গ হয় না।

৩। পরগাস—প্রকাশ।

৪। তরনি—সূর্য্য। বিগাস—বিকাশ।

৩-৪। হৃদয়ের আনন্দ মুখে প্রকাশ (হয়), সূর্য্যের তেজে কমল বিকশিত হয়।

৫। মাই হে—সম্বোধন সূচক, সখি।

৬। সিধি—সিদ্ধি।

৫-৬। সখি, কুদিবস গেল ভাল হইল, হরি নিধি মিলিল, সকল সিদ্ধি হইল।

৭-৮। এক দিকে নূতন নিধি মণিময় সুবর্ণ, আর একদিকে সুপুরুষের প্রেমের নূতন রস।

৯। নিকুতী—নিক্তি। অনুমান—বিচার।

১০। থী—অস্তি, হয়।

৯-১০। নিক্তিতে তৌল করিয়া বিচার করিলে প্রীতি অধিক (ওজনে) হয় কে না জানে?

১১-১২। জগতে প্রীতির তুল্য দ্বিতীয় কিছু নাই যাহার সহিত আপনার প্রাণের তুলনা দিই।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে, রীতির উপমা নাই, দম্পতীর প্রীতি অচল।

৮১৪

(রাধার উক্তি)

দিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল।
পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল ॥ ২।
অছল দারুণ বিরহে বিভোর।
তুরিতে আবি পিয়া মোহে লেল কোর ॥ ৪।
তৃষিত চাতক জনি নব ঘন মেলি।
ভুখল চকোর চাঁদ করু কেলি ॥ ৬।
জনি বনজানলে দগধ পরাণ।
ঐসন হোয়ল অমিয়া সিনান ॥ ৮।

৬। ভুখল—উপবাসী।

৭। বনজানল—দাবানল।

৮। অমিয়া সিনান—অমৃত (সরোবরে) স্নান।

ভণিতা নাই। পদকল্পতরু হইতে গৃহীত।

৮১৫

(রাধার উক্তি)

অরে রে পরম প্রেম সজনি
নয়ন গোচর কওন দিন জনি
নাহ নাগর গুণক আগর কলা সাগর রে।
যখনে মধুরিপু ভবন আওব
দূরে রহি মুঝে কহি পঠাওব
সকল দূখন তেজি ভূখন সমক সাজব রে ॥ ২।
লাজ নতি ভয়ে নিকটে আওব
রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভাওব
কাম কৌশল কোপ কাজর তবহু রাজব রে।
কবহু কোকিল মধুর কুহু কুহু
কবহু কপোত কণ্ঠ রব মুহু
করজশাসন কলা আসন কছু ন গোয়ব রে ॥ ৪।
কবহু দুহু মেলি সঙ্গীত গাওব
কবহু কর গহি কণ্ঠ লাওব
কবহু কৌতুক কোপ কিয়ে রস রাখি রুষব রে।
যতন করি হরি কত ন ভাখব
আশ দেই পিয়া পাশ রাখব
সময় বুঝি তহি মাজিব হোই পুন সাজিব হোয়ব রে ॥৬
বচন ছলে যব সাধ মানব
মীনকেতন যুঝত জানব
মদন ময় মত্ত হাতী মাতব অচিরে মুষব রে।

এতহু কহিতে সখী তুরিতে আওলি
সুধা সম বাত লাওলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির নিকটে আওল রে॥৮॥
হরখি হসি হসি বোলয় রাধা
অচিরে বিহি কিয়ে পূরব সাধা
শরদ চাঁদ চকোর মিলল সিংহ ভূপতি গাবই রে॥৯॥

পদকল্পতরু।

১। প্রেম—প্রিয়। কওন—কোন। জনি—যেন। নাহ—নাথ। আগর—অগ্রগণ্য। রে পরম প্রিয় সজনি, সুপুরুষ গুণাগ্রগণ্য কলাসাগর নাথ কোন দিন নয়ন গোচর হইবে (কোন দিন সে আসিবে)।

২। যখন মধুসূদন ভবনে আসিবে, দূরে থাকিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইবে। দূখন—দূষণ, দোষ। ভূখন—ভূষণ। সমক—সম্যক্। সকল দোষ ত্যাগ করিয়া (মাধবের সকল অপরাধ ভুলিয়া) সম্যক্ রূপে সাজিব।

৩। সম্ভাওব—প্রবেশ করিবে। হিয়ে সম্ভাওব—আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে লইবে। কাজর—কার্য্য। রাজব—শোভা পাইবে। লাজনম্রভয়ে নিকটে আসিয়া রসিক ব্রজপতি (যখন) আলিঙ্গন করিবে তখন কামকৌশল কোপ কার্য্য (আমার পক্ষে) শোভা পাইবে।

৪। করজশাসন—নখাঘাত। গোয়ব—হারাইবে, ভুলিবে। কখন কণ্ঠে কোকিলের ধ্বনি, কখন মুহুর্মুহু কপোত কণ্ঠরব, নখাঘাত, কলা আসন কিছু ভুলিব না।

৫। কবহু কর গহি কণ্ঠ লাওব—কখন করে গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে আনিব (গ্রীবালিঙ্গন করিব)। কখন কৃত্রিম কোপ করিয়া রস রাখিয়া রাগ করিব।

৬। ভাখব—ভাষিবে, কথা কহিবে। আশা দিয়া প্রিয়তমকে নিকটে রাখিব। মাজিব—মহার্ঘ। সাজিব—শস্তা। তখন সময় বুঝিয়া মহার্ঘ হইব আবার শস্তা হইব।

৭। সাধ মানব—সাধিলে মানিব। মীনকেতন যুঝত জানব—জানিব যে মদন যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে।ময়—মদ। মূষব—মূষল (অঙ্কুশ) দ্বারা নিবারিত। মদন (রূপ) মদমত্ত হস্তী মাতিবে, শীঘ্রই অঙ্কুশ দ্বারা নিবারিত হইবে।

৮। তুরিতে আওলি—ত্বরিতে আসিল। বাত লাওলি—কথা আনিল (কহিল)। সখী অমৃত তুল্য কথা কহিল, সুন্দর চতুর কানাই মন্দির (গৃহের) নিকট আসিল।

৯। হরখি—হর্ষিত হইয়া। রাধা হরষিত হইয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে, বিধি কি শীঘ্র সাধ পূর্ণ করিবে! চকোর শরচ্চন্দ্র প্রাপ্ত হইল, সিংহভূপতি (শিবসিংহ ভূপতির সাক্ষাতে কবি) গাহিতেছে।

৮১৬

(সখীর উক্তি)

অধর সুধা মিঠি দুধে ধবরি ডিঠি
মধু সম মধুরিম বানী রে।
অতি অরথিত জে জতনে ন পাইঅ
সবে বিহি তোহি দেল আনি রে॥ ২।
জনু রূসহ ভাবিনি ভাব জনাই।
তুয় গুনে লুবুধল সুপহু অধিক দিনে
পাহুন আএল মধাই॥ ৪।
জনু গুন ঝখইতে ঝামরি ভেলি হে
রয়নি গমওলহ জাগি রে।
সে নিধি বিধি অনুরাগে মিলন তোহি
কাহ্নু সম পিআ অনুরাগি রে॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি গুণমতি রাখএ
বালভুকে অপরাধ রে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
লখিমা দেবি অরাধ রে॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

ধনছিমালব ছন্দ।

অধরে মিষ্ট সুধা, দুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি, মধু তুল্য মধুর বাণী, অত্যন্ত প্রার্থিত হইয়াও যাহা যত্নে পাওয়া যায় না, বিধি তোকে সকলি আনিয়া দিল।

৩-৪। ভাবিনি, ভাব জানাইয়া মান করিও না। তোর গুণে লুব্ধ হইয়া অনেক দিনের পর সুপ্রভু মাধব অতিথি হইয়া আসিল।

৫-৬। যাহার গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে (দেহ) মলিন হইল, রজনী জাগিয়া যাপন করিলে, কানাইয়ের তুল্য অনুরাগী প্রিয় রত্ন বিধির কৃপায় তোকে মিলিল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুণবতী বল্লভের অপরাধ রক্ষা (মার্জ্জনা) করে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর আরাধ্য।

৮১৭

(সখীর উক্তি)

জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরি জা লাগি রে ॥ ২।
সে কাহ্নু কতে দিনে পাহুন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হঠে টারহ জনু
পেম সুধা অবগাহি রে ॥ ৪।
রোয়ইতে নোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেলি রে।
ফুজল চিকুর চীর নহিঁ চেতএ
হার ভার তনু ভেল রে ॥ ৬।
তপ তোর তরুন করুনে কাহ্নু আএল
কাঁই বঢ়াবসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন
কবি বিদ্যাপতি ভান রে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

প্রিয়তমা মালব ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।

১। জা—যাহি, যাহার। তিখ—তীক্ষ্ণ, তীব্র।

১-২। যাহার লাগিয়া চন্দন বিষ হইতেও তীব্র হইল, যাহার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল; যাহার লাগিয়া দক্ষিণ পবন শর হইল, যাহার লাগিয়া মদন বৈরী হইল।

৩। কতে দিনে—কত দিনে, কত কাল পরে। পাহুন—অতিথি। নিহারসি—দেখিস্। তাহি—তাহাকে।

৪। হৃদয়ক—হৃদয়ের। হঠে—বল পূর্ব্বক, জিদ করিয়া। টারহ—ঠেলিও। জনু—না। অবগাহি—জানিয়া।

৩-৪। সে কানাই কত দিন পরে তোর অতিথি, হাসিয়া তাহাকে দেখিস্ না? প্রেম সুধা জানিয়া (প্রেমামৃত অবগত হইয়াও) হৃদয়ের হার বলপূর্ব্বক ঠেলিস্ না।

৫। রোয়ইতে—রোদন করিয়া, রোদন করিতে। রয়নি—রজনী। নোরে—লোরে, অশ্রুতে।

৬। ফুজল—মুক্ত। চেতএ—চেতন করে, স্মরণ করে।

৫-৬। রোদন করিয়া অশ্রুতে চক্ষু আতুর হইল, রজনীর যাম যুগের (তুল্য) গেল। মুক্ত চিকুর (ও) বস্ত্র সম্বরণ করিতিস্ না, দেহে হার ভার হইল।

৭। আয়ল—আসিল। কাঁই—কেন। বঢ়াবসি—বাড়াস্।

৮। জেও—যাহাও। অছল—আছিল। সেও—তাহাও। সংপন—সম্পন্ন।

৭-৮। তোর তপ (ফলে) তরুণ কানাই করুণাবশতঃ (কৃপা করিয়া) আসিল, কেন মান

বাড়াস্? কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে যাহা মনেও ছিল না তাহাও সম্পন্ন হইল। সকল গুণে গুণবতী। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৮১৮

(রাধার উক্তি)

কত ন দিবস লএ অছল মনোরথ
হরি সঞো বঢ়াওব নেহা।
সে সবে সফল ভেল বিহি অভিমত দেল
সহজে আএল মঝু গেহা ॥ ২।
মাই হে জনম কৃতারথ ভেলা।
বদন নিহারি অধর মধু পিবিকহু
হরি পরিরম্ভন দেলা ॥ ৪।
পীন পওধর হরখি পরসি করু
নিবিবন্ধ খোএলহি পানী।
পুলকেঁ পুরল তনু মুদিত কুসুমধনু
গাবএ সুললিত বানী ॥ ৬।
তোঞে ধনি পুনমতি সব গুন গুণমতি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। কত দিন হইতে মনোরথ ছিল, হরির সহিত স্নেহ বাড়াইব। সে সকল সফল হইল, বিধি অভিমত দিল, (মাধব) সহজে (আপনি) আমার গৃহে আসিল।

৩-৪। সখি, জন্ম কৃতার্থ হইল। বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অধর মধু পান করিয়া হরি আলিঙ্গন দিল।

৫-৬। হর্ষিত হইয়া পীন পয়োধর স্পর্শ করিল, হস্ত দ্বারা নীবিবন্ধ খুলিল। তনু পুলকে পূর্ণ হইল, কুসুমধনু মদন আনন্দে সুললিত বাণী (গীত) গাহিল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কবি কহে, ধনি, তুমি পুণ্যবতী,

৮১৯

([illegible])

সরদক চান্দ সরিস তোর মুখ রে।
ছাড়ল বিরহ আঁধারক দুখ রে ॥ ২।
অমিল মিলল অছ সুদৃঢ় সমাজ রে।
পুরুবক পুন পরিনত ভেল আজ রে ॥ ৪।
হেরি হল সুন্দরি সুনহ বচন মোর রে।
পরিহর লাজ সুলহ মন তোর রে ॥ ৬।
রসমতি মালতি ভল অবসর রে।
পিবও মধুর মধু ভূখল ভমর রে ॥ ৮।
উপনত পাহুন রিতুপতি সাহ রে।
অপমুক অঙ্গিরল কর নিরবাহ রে ॥ ১০।
সুপুরুখে পাওল সুমুখি সুনারি রে।
দৈবে মেরাওল উচিত বিচারি রে ॥ ১২।

নেপালের পুঁথি।

১-২। তোর মুখ শরচ্চন্দ্র তুল্য বিরহের অন্ধকার ত্যাগ করিল।

৩-৪। অমিল (যাহা এত দিন মিলে নাই) অত্যন্ত নিকটে দৃঢ়ভাবে মিলিয়াছে, পূর্ব্বের পুণ্য আজ পরিণত হইল।

৫-৬। সুন্দরি দেখ, আমার কথা শুন। তোমার মনের সুলভ লজ্জা পরিহার কর।

৭-৮। রসবতী মালতীর উত্তম অবসর হইয়াছে। ক্ষুধিত ভ্রমর মধুর মধু পান করুক।

৯। সাহ—শাহ, রাজা।

৯-১০। ঋতুপতি রাজ অতিথি (রূপে) উপনীত হইয়াছে, আপনার অঙ্গীকার নির্ব্বাহ কর।

১১-১২। সুপুরুষ সুমুখী পাইল, দৈব উচিত বিচার করিয়া মিলাইল।

৮২০

(সখীর উক্তি)

চিরদিনে সে বিহি ভেল নিরবাধ।
পুরাওল দুহুক মনোভব সাধ ॥ ২।
আওল মাধব রতি সুখ বাস।
বাঢ়ল রমনিক মনহি উলাস ॥ ৪।
সে তনু পরিমলে ভরল দিগন্ত।
অনুভবি মুরুছি পড়ল রতিকন্ত ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি কুমুদিনি ইন্দু।
উছলল সখিগন আনন্দ সিন্ধু ॥ ৮।

গীত চিন্তামণি।

৮২১

(সখীর উক্তি)

দুহুক দুলহ দুহু দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥ ২।
করে ধরি বৈসাওল বিচিত্র আসনে।
রময় রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥ ৪।
বহুবিধ বিলসয় বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ জনি পাওল সঙ্গ ॥ ৬।
নয়ানে নয়ান দুহাঁর বয়ানে বয়ান।
দুহু গুণে দুহু গুণ দুহু জনে গান ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি নাগরী ভোর।
ত্রিভুবনবিজয়ী নাগর চোর ॥ ১০।

১। দুই জনের (পরস্পরের) দুর্লভ দর্শন উভয়ের হইল।

৪। শ্যামরত্ন রমণীরত্নের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

৮২২

(সখীর উক্তি)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখি হসি হসি করু কোর ॥ ২।
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাস ॥ ৪।
রসবতি নারি রসিকবর কান।
রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান ॥ ৬।
দুহু তনু মাতল দুহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সে রস গান ॥ ৮।

গীত চিন্তামণিতে গোবিন্দ দাসের পদে এই পদের প্রথম চারিটী চরণ আছে। অবশিষ্ট এই—

নিরসি অধর মধু পিবি আগয়ান।
মদন মহোদধি ডুবল কান।
ঘন ঘন চুম্বই নাহ বয়ান।
সরসি চান্দ মিলল এক ঠাম ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ।
অপরূপ রতিকেলি মনসিজ ভঙ্গ ॥
দূরে গেল ময়ুর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহু রূপ নিছনি গোবিন্দ দাস ॥

৮২৩

(রাধার উক্তি)

চিরদিনে সো বিহি ভেল অনুকূল রে।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল রে ॥ ২।
বাহু পসারিয়া দুহেঁ দুহাঁ ধরু রে।
দুহু অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু রে ॥ ৪।
দুহু তনু কাঁপই মদন উছল রে।
কি কি কি করি কিঙ্কিণী রুচল রে ॥ ৬।
জাতহি স্মিত নব বদনে মিলল রে।
দুহু পুলকাবলি তে লহু লহু রে ॥ ৮।

রসে মাতল দুহু বসন খসল রে।
বিদ্যাপতি কহ রসসিন্ধু উছলল রে ॥ ১০।

৫। রুচল—রচিল, শব্দিত হইল।

৭। নবীন ক্ষুদ্র হাস্য (স্মিত) জন্ম গ্রহণ করিয়া মুখে মিলিল (উভয়ের মুখ সস্মিত হইল)।

৮। উভয়ের দেহ লঘু লঘু পুলকাঞ্চিত হইল।

এই পাঠ গীত চিন্তামণি হইতে গৃহীত। পাঠান্তরে প্রথম চার পংক্তির পরে এইরূপ আছে—

দুহু তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিনী রোল করত পুন সদনে ॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈসন প্রেম দুহু তৈসন বিহার ॥

৮২৪

(রাধার উক্তি)

আর দূরদেশে হম পিয়া ন পঠাও।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও ॥ ২।
শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥ ৪।
নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন।
এবে হম জানলুঁ পিয়া বড় ধন ॥ ৬।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি ॥ ৮।

এই পদের ভাষা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

৮২৫

(সখীর উক্তি)

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়নক কোনে।
দুহুঁ হিয় জর জর মনমথ বানে ॥ ২।
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ ঐছত মদন সাগরে দেই ঝম্প ॥ ৪।
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরিতি নহি টুটে।
দরশন পরশে কতেক সুখ উঠে ॥ ৬।

গীত চিন্তামণি।

৮২৬

(রাধার উক্তি)

সেই পিয়া গুন কহি ন জায়।
দারিদ হেম জনি তিল এক ন ছোড়য়
রভসে রজনি গমায় ॥ ২।
সে মোর শ্রমজল আঁচরে পোছএ
দেই বসনক বায়।
মৃণাল চম্পকদাম সম তনু
হিয়া বিনু সেজ ন ছোয়ায় ॥ ৪।
চিবুক কর গহি সঘন নিরখয়
মুখ ভরি তাম্বুল খওয়ায়।
বৃন্দাবন ভরি রসক বাদর
কবিশেখর রস গায় ॥ ৬।

কীর্ত্তনানন্দ।

১। কহি ন জায়—বলা যায় না।

৪। মৃণাল চম্পকদাম তুল্য (আমার) দেহ (নিজের) হৃদয় ব্যতীত শয্যা স্পর্শ করিতে দেয় না (আমাকে বক্ষস্থল হইতে কখন নামায় না)।

৫। খওয়ায়—খাওয়ায়।

৬। রসক বাদর—রসের মেঘ, অর্থাৎ রস বর্ষণ করে।

৮২৭

(রাধার উক্তি)

মাধব রজনী পুনু কতএ আউতি
সজনী সিতল ওরে চন্দা
বড়ে পুনে মীলত গোবিন্দা নারে কী।

মুখ সসি হেরী অধর অমিঞ কত বেরী
অনন্দে ওরে পিবই মুহ লএ
মদন জিঅবই না রে কী ॥ ২ ।
হরি দেল হরবা অলখিত রতন পবরবা
জীব লাএরে ধরবা নিধন নাঞী
নিধানে না রে কী।
কবি বিদ্যাপতি গবই বড়ে পুনে পুনমত পবই
মানস পুরলা সকল কলুখ বিহি হরলা
না রে কী ॥ ৪ ।

নেপালের পুঁথি।

১। না রে কী—নহে কি? গানের ধুয়া।

১-২। সজনি, মাধব (এই শব্দে বৈশাখ মাস ও মাধবের সঙ্গে অতিবাহিত রাত্রি দুই-ই বুঝাইবে) রজনী, শীতল চন্দ্র আবার কোথা হইতে আসিবে; গোবিন্দ কি অনেক পুণ্য নহিলে মিলে? মুখ চন্দ্র দেখিয়া, মুখ দিয়া কত বার অধর অমৃত পান করিল, নহিলে মদন কেমন করিয়া বাঁচিবে?

৩-৪। হরি গোপনে প্রবাল রত্নের হার দিল, সেই নিধি নির্ধনের ন্যায় প্রাণের মত কি রাখিব না? কবি বিদ্যাপতি গায়, বড় পুণ্যে পণ্যবান পায়, মানস পূর্ণ হইল, বিধাতা কি সকল কলুষ হরণ করিল না?

৮২৮

(রাধার উক্তি)

জঁও হম জনিতহুঁ তনি তহ
উপজত মদন বেয়াধি।
বাহু ফাস লয় ফসিতহুঁ
হসিতহুঁ অভিমত সাধি ॥ ২ ।
সুমুখি ভইয়ে হসি হেরিতহুঁ
ফেরিতহুঁ সখি তন খেদ।
মনসিজ শর নহি সহিতহুঁ
রহিতহুঁ হমে নিরভেদ ॥ ৪ ।
পরসনি ভই রতি সজিতহুঁ
বজিতহুঁ লাজ নিবারি।
কয় পরিরম্ভন গবিতহুঁ
ভরিতহুঁ গুণ অবধারি ॥ ৬ ।
অযশ সুযশ কয় গুণিতহুঁ
শুনিতহুঁ নহি উপহাস।
মনও নই হরি পরিহরিতহুঁ
করিতহুঁ মন ন উদাস ॥ ৮ ।
নারি মনোরথ অভিমত
শত শত রহস নিরূপ।
কবি বিদ্যাপতি গাওল
রস বুঝ শিবসিংহ ভূপ ॥ ১০ ।

মিথিলার পদ।

১। জঁও—যদি। তনি—তিনি। তহ—হইতে। উপজত—উপজিবে।

২। ফাস—ফাঁস, পাশ। ফসিতহুঁ— ফাঁসাইতাম, বাঁধিতাম।

১-২। যদি আমি জানিতাম তাঁহা হইতে মদন ব্যাধি উৎপন্ন হইবে, (তাহা হইলে) বাহুপাশ লইয়া বাঁধিতাম, অভিমত সাধিয়া হাসিতাম।

৩। সুমুখি—সম্মুখে ফিরিয়া। ভইয়ে—হইয়া। ফেরিতহুঁ—ফিরাইতাম, দূর করিতাম। তন খেদ—তনুর খেদ, দেহের যাতনা।

৪। নিরভেদ—নির্ভেদ, অভেদ।

৩-৪। (তাহার) সম্মুখে ফিরিয়া হাসিয়া দেখিতাম, সখি, দেহের যাতনা দূর করিতাম। কন্দর্পের শর সহ্য করিতাম না, আমি (তাহার সহিত) অভেদ রহিতাম।

৫। পরসনি—প্রসন্না। বজিতহুঁ—কথা কহিতাম।

৬। গবিতহুঁ—গান করিতাম। ভরিতহুঁ—ধারণ করিতাম।

৫-৬। প্রসন্ন হইয়া রতিসজ্জা করিতাম, লজ্জা

নিবারণ করিয়া কথা কহিতাম, আলিঙ্গন করিয়া গান করিতাম, গুণ অবধারণ করিয়া ধারণ করিতাম।

৭। গুণিতহুঁ—গণনা করিতাম।

৮। মনও—মনেও। পরিহরিতহুঁ—পরিহার করিতাম।

৭-৮। অযশকে সুযশ করিয়া গণনা করিতাম, উপহাস শুনিতাম না, মনেও হরিকে পরিহার করিতাম না, মনকে উদাস করিতাম না।

৯-১০। নারীর অভিমত মনোরথে শত শত রহস্য নিরূপণ হয়। কবি বিদ্যাপতি গাইল, শিবসিংহ ভূপ রস বুঝেন।

৮২৯

(রাধার উক্তি)

কুন্দল কনক কহ্নাই হমহু
কসৌটী তূল।
নিঅ হিঅ কসল বালম্ভু
বূঝল বহু মূল ॥ ২ ।
এ সখি সুপহু সমাগম সুখ
কহহি ন জাএ ।
মন কর মনাও ন ছাড়িঅ
রাখিঅ হিঅ লাএ ॥ ৪ ।
পুরব গৌরি হমে পূজলি
পুনে পরিনত নেহ ।
জীব এক কএ মানল
কী জএো দুই দেহ ॥ ৬ ।
লছমী নরাএন নৃপ কহ
তোঁহে গুনমতি নারি ।
জা সঞো নেহ বঢ়াবহ
সেহে দেব মুরারি ॥ ৮ ।

রাগতরঙ্গিণী।

১-২। কানাই কুঁদা (চাঁচা) সোনা, আমি কষ্টিপাথর তুল্য। নিজের হৃদয়ে কষিয়া বুঝিলাম বল্লভ, বহু মূল্যবান।

৩-৪। হে সখি, সুপ্রভুর গমাগম সুখ কহা যায় না, মনে করি মন হইতে ছাড়ি না, হৃদয়ে লাগাইয়া রাখি।

৫-৬। পূর্ব্বে আমি গৌরীর পূজা করিয়াছিলাম (সেই) পুণ্যে স্নেহ পরিণত হইল, যদিও দুই দেহ (তথাপি) জীবন একই মানি।

৭-৮। লক্ষ্মী নারায়ণ নৃপ কহে, তুমি গুণবতী নারী, যাহার সহিত স্নেহ বাড়াইবে সে দেব মুরারি।

৮৩০

(রাধার উক্তি)

কে মোরা জাএত দুরহুক দূর।
সহস সৌতিনি বস মধুরপুর ॥ ২ ।
অপনহি হাত চললি অছ নীধি।
জুগ দশ জপল আজে ভেলি সীধি ॥ ৪ ।
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চান্দ কুমুদ দুহু দরশন ভেল ॥ ৬ ।
কতএ দমোদর দেব বনমারি।
কতএ কহমে ধনি গোপ গোয়ারি ॥ ৮ ।
আজে অকামিক দুই দিঠি মেলি।
দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি ॥ ১০ ।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি ॥ ১২ ।

নেপালের পুঁথি।

১-২। কে আমার দূর হইতে দূরে যাইবে, মধুপুরে সহস্র সতীন বাস করে।

৩-৪। আপনার হাত হইতে নিধি গিয়াছিল। দশ যুগ জপ করিয়া আজ সিদ্ধি হইল।

৫-৬। সখি, কুদিবস গেল ভাল হইল, চন্দ্র ও কুমুদে দর্শন হইল।

৮। কহমে—আমি কহি।

৭-৮। কোথায় দামোদর দেব বনমালী, কোথায় আমি মূঢ়া গোপী!

১০। উবেলি—উদ্বেলিত হইয়া।

৯-১০। আজ অকস্মাৎ দুই দৃষ্টিতে মিলন হইল, হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া দেবতা দক্ষিণ (প্রসন্ন) হইল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন নারীশ্রেষ্ঠ, কুদিবস দুই চারি দিন থাকে।

৮৩১

(রাধার উক্তি)

মাধব কত তোর করব বড়াই।
উপমা তোহর হম ককরা কহব
কহি তঁহু অধিক লজাই ॥ ২।
জোঁ শ্রীখণ্ড সৌরভ অতি দুর্লভ
তোঁ পুন কাঠ কঠোর।
জোঁ জগদীশ নিশাকর তোঁ পুন
একহি পক্ষ ইজোর ॥ ৪।
মনি সমান অওরো নহি দোসর
তনিকঁহু পাথর নামে।
কনক কদলি ছোট লজ্জিত ভৈরহু
কী কহু ঠামহি ঠামে ॥ ৬।
তোহর সরিস এক তোহ মাধব
মন হোইছ অনুমানে।
সজ্জল জন সোঁ নেহ কঠিন থিক
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮।

মিথিলার পদ।

১। বড়াই—প্রশংসা। এখন এই শব্দের কিছু অসদর্থ হইয়া গিয়াছে।

২। ককরা—কাহাকে।

১-২। মাধব, তোর প্রশংসা কত করিব? কাহাকে তোর তুল্য কহিবে, কহিতে অধিক লজ্জা হয়।

৩-৪। যদিও চন্দনের সৌরভ অতি দুর্লভ সে আবার কঠিন কাঠ। যদি চন্দ্র জগতের প্রভু তথাপি সে এক পক্ষ মাত্র উজ্জ্বল।

৫। অওরো—অপর, আর। তনিকহু—তাহার।

৫-৬। মণি তুল্য দ্বিতীয় আর নাই, তাহার নাম পাথর, স্বর্ণ কদলী কি কহিব, দুই আপনার আপনার স্থানে লজ্জিত হইয়া থাকে।

৭। সরিস—সদৃশ।

৭-৮। মনে অনুমান হইতেছে, হে মাধব, এক তুই তোর সদৃশ। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে সজ্জনের সহিত স্নেহ কঠিন।

৮৩২

(রাধার উক্তি)

খিতি রেণু গন জদি গগনক তারা।
দুই কর সিচি জদি সিন্ধুক ধারা ॥ ২।
পুরুব ভানু জদি পছিম উদীত।
তইঅও বিপরিত নহ সুজন পিরীত ॥ ৪।
মাধব কি কহব আন।
ককর উপমা দিয় পিরিতি সমান ॥ ৬।
অচল চলয় জদি চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটয় জদি গিরিবর মাথ ॥ ৮।
দাবানল শিতল হিমগিরি তাপ।
চান্দ জদি বিষ ধর সুধা ধর সাপ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জন ছাড়ি নহি উজিয়ায় ॥ ১২।

কীর্ত্তনানন্দ।

৪। তইঅও—তথাপি। ৫। আন—অন্য। ৬। ককর—কাহার।

৭। বাত—কথা।

৯-১০। দাবানল যদি শীতল ও হিমগিরিতে উত্তাপ হয়, চন্দ্র যদি বিষ ধারণ করে ও সর্পে সুধা ধারণ করে।

৩,৮,৯।

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নির্
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পদ্যসংগ্রহ।

য়—জুয়ায়, যোগ্য হয়।

৮৩৩

(রাধার উক্তি)

হাতক দরপন মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥ ২।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥ ৪।
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি॥ ৬।
তুহু কইসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয়॥ ৮।

১-২। (মাধব, তুমি আমার) হস্তের দর্পণ, মস্তকের ফুল, চক্ষের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল।

৩-৪। হৃদয়ের কস্তুরী (লেপন), কণ্ঠের হার, দেহের সর্ব্বস্ব, গৃহের সার।

৫-৬। পাখীর পাখা, মৎস্যের জল, জীবনের জীবন, আমি তোকে জানি (আমি তোকে এইরূপ জানি)।

৭। মাধব তুই কেমন, তু আমায় বল্।

৮। বিদ্যাপতি বলিতেছে দুই জনে দুই জনই হয় (রাধা মাধব এবং মাধব রাধা)। কীর্ত্তনানন্দের পাঠে ভণিতা নাই।

জীবক জীবন হম ঐসন জানি॥
হম জৈসন মাধব কহলম তোয়।
তুহু কৈসে মাধব কহ তসু মোয়॥

৮৩৪

(রাধার উক্তি)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতুন হোয়॥ ২।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥ ৪।
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥ ৬।
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক॥ ৮।

২। সেহো—সেই।

৪। শ্রুতিপথে পরশ ন গেল—শ্রুতিপথে স্পর্শ গেল না (তাহার কথা শ্রবণে লাগিয়া রহিল না)।

৫। রভসে গমাওল—আনন্দে কাটাইলাম। কেল—কেলি।

৬। তইও—তথাপি। জুড়ল—জুড়ান, শীতল।

৭। কাহু—কাহারও। পেখ—দেখি।

এই পদ এই আকারে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত হন। মিথিলায় প্রায় এই পাঠ প্রচলিত আছে। পদকল্পতরু ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই।

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না দেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি।

৮৩৫

(রাধার উক্তি)

শুনু রসিয়া।

আব নই বজাউ বিপিন বসিয়া ॥ ২।

বার বার চরণারবিন্দ গহি

সদা রহব বনি দসিয়া।

কি ছলহুঁ কি হোয়ব সে কে জানে

বৃথা হোয়ত কুল হসিয়া ॥ ৪।

অনুভব ঐসন মদন ভুজঙ্গম

হৃদয় হমর গেল ডসিয়া।

নন্দনন্দন তুয় শরণ ন ত্যাগব

বনু জনু অঁহা দুরজসিয়া ॥ ৬।

বিদ্যাপতি কহ শুনু বনিতামণি

তোরে মুখে জীতল শশিয়া।

ধন্য ধন্য তোর ভাগ গোয়ালিনি

হরি ভজু হৃদয় হুলসিয়া ॥ ৮।

রাগতরঙ্গিণী।

১। রসিয়া—রসিক, মাধবকে সম্বোধন করিয়া।

২। আব—এখন। বজাউ—বাজাও। বসিয়া—বাঁশী।

১-২। শুন রসিক (মাধব), এখন বিপিনে বাঁশী বাজাইও না।

৩। গহি—গ্রহণ করিয়া। বনি—বলিয়া, হইয়া। দসিয়া—দাসী।

৪। ছলহুঁ—ছিলাম। কুল হসিয়া—কুলে হাসি।

৩-৪। বার বার (তোমার) চরণারবিন্দ গ্রহণ করিয়া দাসী হইয়া থাকিব। কি ছিলাম কি হইব সে কে জানে, কুলের হাসি বৃথা হইবে।

৫। ডসিয়া—দংশন করিয়া।

৬। বনু—হয়। জনু—না। অঁহা—আপনার। দুরজসিয়া—দুর্যশ, অপযশ।

৫-৬। এরূপ অনুভব (হইতেছে) মদন ভুজঙ্গ আমার হৃদয়ে দংশন করিয়া গেল। নন্দনন্দন, তোমার শরণ ত্যাগ করিব না, আপনার অপযশ না হয় (আমার কলঙ্ক হয় হউক তোমার যেন অপযশ না হয়)।

৮। হুলসিয়া—উল্লাস করিয়া।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, শুন রমণীমণি, তোর মুখ শশীকে জয় করিয়াছে, গোয়ালিনি (রাধা), ধন্য ধন্য তোর ভাগ্য, হৃদয়ে উল্লাস করিয়া হরিকে ভজনা কর।

প্রার্থনা।

৮৩৬

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ

মিলি মিলি পরিজন খায়।

মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত

করম সঙ্গে চলি যায় ॥ ২।

এ হরি বন্দো তুয় পদ নায়।

তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি

পার হোয়ব কওন উপায় ॥ ৪।

যাবত জনম হম তুয় পদ ন সেবল

যুবতি মতি মঞে মেলি।

অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল

সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥ ৬।

ভনই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি

কহলে কি বাঢ়ব কাজে।

সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই

হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥ ৮।

১। পাপে বটোরলোঁ—পাপ কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চয় করিলাম।

২। মরণের সময় দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করে না, কর্ম্ম সঙ্গে চলিয়া যায়।

৩। বন্দো—বন্দনা করি। নায়—নৌকা। তোমার (তোর) পদরূপ নৌকাকে বন্দনা করি।

৫। মেলি—নিক্ষেপ করা, ডুবাইয়া দেওয়া। যুবতী মতি মঞে মেলি—যুবতীতে আমি মতি নিক্ষেপ করিলাম (ডুবাইলাম)।

৬। সম্পদে বিপদহি ভেলি—সম্পদে বিপদ হইল।

৭। বিদ্যাপতি কহে স্নেহ (ভক্তি) মনে গণনা করিবে (রাখিবে), (মুখে) কহিলে কি কাজে বাড়িবে (অধিক ফল হইবে)?

৮। সেব—সেবা, অন্নভিক্ষা। সন্ধ্যার সময় যদি কেহ অন্নপ্রার্থনা করে (তাহাকে বঞ্চিত করিলে যেমন গৃহস্থ লজ্জিত হয় সেইরূপ) তোমার দেখিয়া লজ্জা হয়। (অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে তোমার কৃপা-প্রার্থী হইলে তুমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পার না, তাহা হইলে তোমারই লজ্জা হয়)।

৮৩৭

মাধব ব..ত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ ২।
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির নহ মোঞে ছার ॥ ৪।
কিএ মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয় পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৮।

২। তুলসী তিল দিয়া আমার দেহ (তোমাকে) সমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি দয়া ছাড়িও না।

৩-৪। যখন তুমি বিচার করিবে (আমার) দোষ গণনা করিতে গুণের লেশও পাইবে না, জগতে তুমি জগন্নাথ কহাও, ছার আমি জগতের বাহির নই।

৫। ভএ—হইয়া।

৬। গতাগত—যাতায়াত।

৮। তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিলাম, পদে এক তিল (স্থান) দাও।

এই পদে 'তুমি' শব্দের ব্যবহার নাই, সর্ব্বত্র 'তুই' 'তোর' ইত্যাদি।

৮৩৮

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুতমিতরমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ ২।
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ ৪।
আধ জনম হম নিঁদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণীরসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ ৬।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা ॥ ৮।

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা ॥ ১০।

১-২। তপ্ত সিকতায় জলবিন্দুতুল্য সন্তান মিত্র রমণী সঙ্গে (কাল কাটাইলাম)। (তপ্ত বালিতে জলবিন্দু যেমন মুহূর্ত্তে শুকাইয়া যায় সুতমিতদারাও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী)। তোকে ভুলিয়া তাহাতে মন সমর্পণ করিলাম, এখন আমার কি কাজ হইবে (এখন তাহারা কোন কাজে আসিবে)?

৩। মাধব, পরিণামে আমার আশা নাই (অন্তিমে মুক্তির আশা নাই)।

৪। অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা—অতএব তোরই বিশ্বাস (তুমিই ভরসা)।

৫। আমি অর্দ্ধ জন্ম (জীবন) নিদ্রায় (তমোজড়িত আলস্যে) কাটাইলাম, বার্দ্ধক্য শৈশবে (আরও) কত দিন গেল।

৮। সমাওত—প্রবেশ করে (লীন হয়)।

৭-৮। কত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মরিযা মরিয়া যায়, তোর আদি অবসান নাই, তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই প্রবেশ করে যেমন সমুদ্রতরঙ্গ (সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া আবার সমুদ্রে বিলীন হয়)।

৯। আরা—আর, অপর।

১০। আদি অনাদির নাথ কহাস (লোকে বলে), এখন তরাইবার ভার তোর।

৮৩৯

খেত কএল রখবারে লূটল
ঠাকুর সেবা ভোর।
বণিজা কএল লাভ নহি পওলে
অলপ নিকট ভেল থোর ॥ ২।
রামধন বনিজহু বেজ
অছ লাভ অনেক ॥ ৩।
মোতি মজীঠ কনক হমে বনিজল
পোসল মনমথ চোর।
জোখি পরেখি মনহি হমে নিরসল
ধন্ধ লাগল মন মোর ॥ ৫।
ই সংসার হাট কএ মানহ
সবেও বনিক বনিজার।
জে জস বনিজএ লাভ তস পাবএ
সুপুরুখ মরহি গমার ॥ ৭।
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মহাজন
রাম ভগতি অছ লাভ ॥ ৮।

নেপালের পুঁথি।

১-২। ক্ষেত করিলাম, দেবতার সেবা ভুলিয়া রক্ষক লুটিয়া লইল। বাণিজ্য করিলাম লাভ পাইলাম না, অল্প যাহা ছিল তাহাও কমিয়া গেল।

৩। বেজ—ব্যাজ।

৩। রামধনের বাণিজ্যে শুদে অনেক লাভ আছে।

৪। মজীঠ—মঞ্জিষ্ঠা।

৫। জোখি—গণিয়া। নিরসল—নিরাস করিলাম।

৪-৫। আমি মুক্তা, মঞ্জিষ্ঠা, স্বর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিলাম, মন্মথ চোরকে পুষিলাম, গণিয়া, পরীক্ষা করিয়া আমি (সংশয়) নিরাস করিলাম, আমার মনে ভ্রম হইল।

৬-৭। এই সংসার হাট করিয়া মানিবে, সকলে বণিক ও বাণিজ্যকর। যে যেমন বাণিজ্য করে সে সেরূপ লাভ পায়, সুপুরুষ (লাভ করে), মূর্খ মরে।

৮। বিদ্যাপতি কহে শুন মহাজন, রামভক্তিতে লাভ আছে।

৮৪০

বএস কতএ তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা ॥ ২ ।
সৈসব দসা চাহি খোঁঅওলা হে
মধুর মাএক ছীর।
দুই সিরীফল ছাহঁ সোঅওলা হে
কোমল কাঁচ সরীর ॥ ৪ ।
দাঁত ঝড়ি মুহ খোথড় ভএ গেল
ঝড়ি গেল সবে দাপ।
তীনূ ভুঅন বইসল দেখিঅ
জনি কচুমাএল সাপ ॥ ৬ ।
আঁখি মলামলি দূর ন সূঝএ
বন ফুটি গেল কাসী।
দুঅও ধরাধর ধরি নিরোধিঅ
তর উপর উকাসী ॥ ৮ ।

তালপত্রের পুঁথি।

১-২। বয়স (জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা) ছাড়িয়া কোথায় গেলে! তোমার সেবা করিতে জন্ম বহিল তথাপি আপনার হইলে না।

৩-৪। শৈশব দশায় মাতার মধুর ক্ষীর খাওয়াইলে, (যৌবনাবস্থায়) দুই শ্রীফলের ছায়ায় কোমল কাঁচা শরীর শয়ন করাইলে।

৫। খোথড়—ফোক্‌লা। ঝড়ি—ঝরিয়া।

৬। কচুমাএল—কঞ্চুকিত।

৫-৬। দাঁত পড়িয়া মুখ ফোক্‌লা হইয়া গেল, সব দর্প দূর হইল। কঞ্চুকিত সর্পের ন্যায় (সেইরূপ হীনবীর্য্য হইয়া) ত্রিভুবন দেখিতেছি।

৭। মলামলি—জ্যোতিহীন। কাসী—কাশ কুসুম।

৮। উকাসী—কাস।

৭-৮। চক্ষু জ্যোতিহীন, দূরে দেখিতে পাই না, বনে কাশ কুসুম ফুটিয়া গেল (মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়া গেল), দুই হাতে মাটী ধরিয়া কাসের টান নিবারণ করি।

হরগৌরী পদাবলী।

১

বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরলকেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিনি
অরি রঙ্গা পুরনন্তী ॥ ২।
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅও
উজ্জ্বল রূপ তুঅ বানী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিএ
গঙ্গা কহিএ পানী ॥ ৪।
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মানী কহিএ
হর ঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ন ঘর কমলা কহিএ
কে জান উতপতি তোরী ॥ ৬।
বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
জাচক জন কে গতী।
হাসিনি দেই পতি গরুড়নরায়ন
দেবসিংহ নরপতী ॥ ৮।

১। বিদিতা—প্রকাশিতা, জ্ঞাতা। হো—হও। অবিরলকেস সোহন্তী—ঘন কেশ শোভমানা।

২। একানেক—একে অনেক, যথা চণ্ডিকা-রূপে—

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥

হে ভূপ (সুরথ রাজা) ইত্যবসরে সুরদ্বেষ্টা-দিগের (অসুরদিগের) বিনাশের জন্য অতিবীর্য্য-বলান্বিত ব্রহ্মা, মহেশ, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির শক্তি শরীর হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব রূপে চণ্ডিকার অনুসরণ করিল।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রক্তবীজ বধমাহাত্ম্য।

সহসকো ধারিনী—সহস্রকে ধারিণী, যথা ঐরূপে—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।

আমি এই জগতে একা, আমা ব্যতীত দ্বিতীয়া কে? রে দুষ্ট (শুম্ভ সম্বোধনে) দেখ, ইহারা আমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা আমার বিভূতি (মহিমা) মাত্র। তদনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ দেবিগণ (তাঁহাতে) লয় (প্রাপ্ত হইলেন)।

অরিরঙ্গাপুরনন্তী—অরি—অরি, শত্রু, অ স্থানে অ এবং অ স্থানে অ প্রয়োগ বিদ্যাপতির পদে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন নিঅ-নিজ, মজুর-ময়ুর। রঙ্গা—রঙ্গ, যুদ্ধস্থল; পুরণন্তী—পূর্ণকারিণী; শত্রুর সহিত যুদ্ধে আত্মবিভূতিসমুৎপন্ন বহু সহস্র সৈন্য দ্বারা যুদ্ধস্থল পূর্ণ করেন।

১-২। (হে) ঘনকেশ শোভিনি দেবি, বিদিতা হও, বিদিতা (হও)। (তুমি) একে বহু, (আপনাতে) সহস্রকে (সহস্র সহস্র অপর জীব ও দেবদেবীকে) ধারণ কর, শত্রুর (সহিত যুদ্ধে) (আত্মসম্ভূত সৈন্য-বল দ্বারা) যুদ্ধক্ষেত্র সমাকীর্ণ কর।

৩। কজ্জল—অসিত। কহিঅও—কহে।

৪। পরচণ্ডা—প্রচণ্ডা;—"প্রচণ্ডা বহ্নি সূর্য্যয়োঃ।" কহিএ—কহে। পানী—জলে।

৩-৪। তোর কজ্জল রূপ কালী কহে (কজ্জল রূপে তুমি কালী), তোর উজ্জ্বল রূপ বাণী (উজ্জ্বল রূপে তুমি সরস্বতী)। সূর্য্যমণ্ডলে (তোর রূপ) প্রচণ্ডা কহে, জলে (তোর রূপ) গঙ্গা কহে।

৫। ব্রহ্মাঘর—ব্রহ্মার ঘরে। হরঘর—হরের ঘরে।

৬। নারায়নঘর—নারায়ণের ঘরে। উতপতি—উৎপত্তি। তোরী—তোর।

৫-৬। ব্রহ্মাঘরে ব্রহ্মাণী কহে, নারায়ণ ঘরে কমলা কহে। কে তোর উৎপত্তি জানে ?

৭। জনকে—জনের।

৮। হাসিনি—দেবসিংহের পত্নী ও শিবসিংহের মাতা। দেই—দেবী। গরুড়নরায়ন—দেবসিংহের উপাধি।

৭-৮। কবিবর বিদ্যাপতি এই গাহিল, হাসিনী দেবীর পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি যাচক জনের গতি।

হরগৌরী সম্বন্ধীয় সমস্ত পদ মিথিলা হইতে এবং তালপত্রের পুঁথি হইতে প্রাপ্ত, স্মৃতরাং প্রতি পদে প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

২

জয় জয় ভৈরবি অসুর ভয়াউনি
পশুপতি ভাবিনি মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅও গোসাউনি
অনুগতি গতি তুঅ পায়া ॥ ২।
বাসর রৈনি শবাসন শোভিত
চরণ চন্দ্রমণি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুহ মেলল
কতও উগিল কৈল কূড়া ॥ ৪।
সামর বরন নয়ন অনুরঞ্জিত
জলদ যোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ ফুট পাঁড়রি
লিধুর ফেন উঠ ফোকা ॥ ৬।
ঘন ঘন ঘনয় ঘুঘুর কত বাজয়
হন হন কর তুঅ কাতা।
বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদ সেবক
পুত্র বিসরু জনু মাতা ॥ ৮।

১। ভয়াউনি—ভয়জনক।

২। গোসাউনি—গোস্বামিনী।

১-২। জয় জয় ভৈরবি, অসুরত্রাসিনি, পশুপতি ভাবিনি মায়া। হে গোস্বামিনি, স্বভাবে সুমতি হয় (এই) বর দিও, তোমার রূপারূপ গতি পাইয়াছি।

৩। রৈনি—রজনী।

৪। কতওক—কত। মেলল—নিক্ষেপ করিল। উগিল—উদ্গীরণ করিয়া। কূড়া—কুলা, কুলকুচা।

৩-৪। দিবারাত্রি শবাসনে শোভিত চরণে চন্দ্রমণি চূড়া। কত দৈত্য মারিয়া মুখে নিক্ষেপ করিল, কত উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়া দিল।

৫। কোকা—কোকনদ।

৬। ওঠফুট—ওষ্ঠফুট। পাঁড়রি—পাটলী, পাটল বর্ণ। লিধুর—রুধির। ফোকা—ফোস্কা, বুদ্বুদ।

৫-৬। শ্যাম বর্ণ তাহাতে নয়ন অনুরঞ্জিত, জলদে (যেন) কোকনদ ফুল যুক্ত হইল। পাটলী বর্ণ ওষ্ঠে কট কট বিকট ফুট ধ্বনি, রুধির ফেনে বুদ্বুদ উঠিতেছে।

৭। কাতা—খড়্গ।

৭-৮। ঘন ঘন ঘন রবে ঘুঙ্গুর কত বাজিতেছে, তোমার (তোর) খড়্গ হন হন করিতেছে। বিদ্যাপতি কবি তোমার পদসেবক, হে মাতঃ, পুত্রকে ভুলিও না।

৩

জয় জয় ভগবতি জয় মহামায়া।
ত্রিপুর সুন্দরি দেবি করু দায়া ॥ আহে মাতা। ২।
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবী।
তখনে উদিত ভেল জনি রবী ॥ ৪।

ধনু সর পাস অঙ্কুস হাথ।
তেতিস কোটি দেব নাব মাথ ॥ ৬।
চন্দিম উপম ন পাব।
কাম রমনি দাসি পদ দাব ॥ ৮।

২। দায়া—দয়া।

১-২। জয় জয় ভগবতি, জয় মহামায়া, হে মাতা, ত্রিপুর সুন্দরী দেবি, দয়া কর।

৩-৪। তোমার তনুছবি দাড়িম্ব কুসুম তুল্য, যেন সূর্য্যোদয় হইল।

৫-৬। হস্তে ধনু শর, পাশ, অঙ্কুশ, তেত্রিশ কোটি দেবতা মস্তক নত করে (বন্দনা করে)।

৭-৮। জ্যোৎস্না (তোমার) উপমা পায় না। রতিকে দাসীপদ দাও।

৪

জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী ॥ ২।
হরি হর ব্রহ্মা পুছইত ভমে।
একও ন জান তুঅ আদি মরমে ॥ ৪।
ভনই বিদ্যাপতি রায় মুকুটমণি।
জিবও রূপনরায়ন নৃপতি ধরণি ॥ ৬।

২। অবতরু—অবতীর্ণ হইয়াছে।

১-২। জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী, (তুমি) ব্রহ্মবাদিনি, চারি বেদে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৩। পুছইত—জিজ্ঞাসা করিয়া। ভমে—ভ্রমণ করে, বেড়ায়।

৪। একও—এক জনও। মরমে—মর্ম্ম।

৩-৪। হরি হর ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, একজনও তোমার আদি মর্ম্ম জানে না।

৫-৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, রাজমুকুটমণি (স্বরূপ) ভূপতি (নৃপতি ধরণি) রূপনারায়ণ (শিবসিংহ) জীবিত থাকুন।

৫

কনক ভূধর শিখরবাসিনি
চন্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি
দশন কোটি বিকাশ
বঙ্কিম তুলিত চন্দ্র কলে।
ক্রুদ্ধ সুররিপুবলনিপাতিনি
মহিষ শুম্ভনিশুম্ভ ঘাতিনি
ভীতভক্ত ভয়াপনোদন
পাটল প্রবলে ॥ ২।

জয় দেবি দুর্গে দুরিতহারিণি
দুর্গমারি বিমর্দকারিণি
ভক্তিনম্র সুরাসুরাধিপ
মঙ্গলায়তরে।
গগনমণ্ডল গর্ভগাহিনি
সমরভূমিষু সিংহবাহিনি
পরশু পাশ কৃপাণশায়ক
শঙ্খ চক্রধরে ॥ ৪।

অষ্ট ভৈরবি সঙ্গশালিনি
সুকর কৃত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজশোণিত পিশিতবর্দ্ধিত
পারণারভসে।
সংসারবন্ধনিদানমোচিনি
চন্দ্রভানুকৃশানু লোচিনি
যোগিনীগণ গীত শোভিত
নৃত্যভূমি রসে ॥ ৬।

জগতি পালন জনন মারণ
রূপ কার্য্য সহস্র কারণ
হরিবিরঞ্চি মহেশ শেখর
চুম্ব্যমান পদে।

সকল পাপকলা পরিচ্যুতি
সুকবি বিদ্যাপতি কৃত স্তুতি
তোষিতে শিবসিংহ ভূপতি
কামনা ফলদে॥ ৮।

৬

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
খনে পিত বসন খনহি বঘ ছলা॥ ২।
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥ ৪।
খনে গোকুল ভএ চরাইঅ গাএ।
খনে ভিখি মাঁগিঅ ডমরু বজাএ॥ ৬।
খনে গোবিন্দ ভএ লিঅ মহদান।
খনহি ভসমে ভরু কাঁখ বোকান॥ ৮।
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি।
ও নারায়ন ও সুলপানি॥ ১২।

১। ভল—ভাল। তুঅ—তোমার। কলা—লীলা।

১-২। ভাল (বেশ) হর, ভাল হরি, ভাল তোমার লীলা, ক্ষণে পীত বসন, ক্ষণে বাঘছাল।

৩-৪। ক্ষণে পঞ্চানন, ক্ষণে চারি ভুজ, ক্ষণে শঙ্কর, ক্ষণে দেব মুরারি।

৫-৬। ক্ষণে গোকুল হইয়া (গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া) গরু চরাইতেছ, ক্ষণে ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা মাগিতেছ।

৭-৮। ক্ষণে গোবিন্দ হইয়া মহাদান (বলির নিকট ত্রিলোক দান) লইতেছ, ক্ষণে ভস্মভরা থলি (বোঝা) কক্ষে লইতেছ।

৯-১০। এক শরীর দুই বাসস্থান লইল, ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বিপরীত (আশ্চর্য্য) কথা, সেই নারায়ণ সেই শূলপাণি।

৭

জএ জএ শঙ্কর জএ ত্রিপুরারি।
জএ অধ পুরুস জএ অধ নারি॥ ২।
আধা ধবল আধা তনু গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥ ৪।
আধ হড়মালা আধা গজ মোতী।
আধা চন্দন সোভে আধ বিভূতী॥ ৬।
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুজ ডোরা॥ ৮।
আধ জোগ আধ ভোগ বিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ বাসা॥ ১০।
আধ চান্দ আধ সিন্দুর সোভা।
আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥ ১২!
ভনে কবিরতন বিধাতা জানে।
দুই কএ বাটল এক পরানে॥ ১৪।

শাস্তবীধনছী ছন্দ। ১৪ হইতে ১৬ মাত্রা।

৮। অৰ্দ্ধ পট্ট সূত্র, অৰ্দ্ধ মুজের (এক জাতীয় তৃণ) দড়ী।

১০। অৰ্দ্ধ বস্ত্র পরিহিত, অৰ্দ্ধ নগ্ন।

১৪। এক প্রাণকে দুই ভাগ করিল।

৮

এতএ কতএ অএল জতি
গোরি অছ তপে।
রাজরে কুমারি বেটি
ভরব দেখি সাপে॥ ২।
তোড়ব মোঞে জটাজুট
কোড়ব বোকানে।

হটল ন মান জতি
  হোএত অপমানে ॥ ৪।
তীনি নঅন হর বীষম
  জর দহনূ।
উমা মোরি নন্‌হুমি
  হেরহ জনু ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি
  সুন জগমাতা।
ও নহি উমত
  ত্রিভুবন দাতা ॥ ৮।

১-২। এখানে কোথা হইতে যতি আসিল, গৌরী তপে আছে। কন্যা রাজকুমারী, সাপ দেখিয়া ভয় পাইবে।

৩-৪। আমি জটাজুট ছিঁড়িয়া দিব, থলি ছিঁড়িয়া দিব। যতি, যদি নিষেধ না মান অপমান হইবে।

৫-৬। হর, তোমার তিন নয়নে বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে, উমা আমার ছোট, তাহাকে দেখিও না।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন জগমাতা (মেনকা), ও উন্মত্ত নয়, ত্রিভুবন দাতা।

৯

পাহুন আএল ভবানী বাঘ ছাল
  বইসএ দিঅ আনী ॥ ১।
বসহ চঢ়ল বুঢ় আবে।
ধুথুর গজাএ ভোজন হুনি ভাবে ॥ ৩।
ভসম বিলেপিত আঙ্গে।
জটা বসথি সির সুরসরি গাঙ্গে ॥ ৫।
হাড়মাল ফনিমাল সোভে।
ডমরু বজাব হর জুবতিক লোভে ॥ ৭।
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
ও নহি বুঢ়বা জগত কিসানে ॥ ৯।

১। পাহুন—(প্রাঘুণিক শব্দের অপভ্রংশ) অতিথি। অতিথি আসিল, ভবানী বসিবার জন্য বাঘছাল আনিয়া দিলেন।

২-৩। বৃষ (বসহ) চড়িয়া বৃদ্ধ আসিল, অনেক (গজান) ধুথুরা ভোজন উঁহার ভাল লাগে।

৪-৫। অঙ্গে ভস্ম বিলেপিত, মস্তকের জটায় সুরসরিৎ গঙ্গা বাস করেন।

৬-৭। হাড়মালা ও ফণিমালা শোভা পাইতেছে। যুবতীর লোভে হর ডমরু বাজায়।

৮-৯। বিদ্যাপতি কবি কহে, ও বৃদ্ধ নয়, জগৎ কৃষাণ (পালক)।

১০

এ মা কহএ মোঞে পুছোঁ তোহী।
ওহি তপোবন তাপসি ভেটল
  কুসুম তোড়এ দেল মোহী ॥ ২।
আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
  জে জত অছল জাঁহা।
তীনি নয়নে খনে মোহি নিহারএ
  বইসলি রহলি জাঁহা ॥ ৪।
গরা গরল নয়ন অনল
  সির সোভইহ্নি সসী।
ডিমি ডিমি কর ডামরু বাজএ
  এহে আএল তপসী ॥ ৬।
সির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আএল দিগম্বর
  বিভুতি কএল ফোটা ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
  ন কর গোরী মাতা।
তোহর সামি জগত ইসর
  ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥ ১০।

১-২। ও মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমায় বল। ওই তপোবনে তপস্বী দেখিলাম, ফুল ছিঁড়িয়া আমায় দিল।

৩-৪। যেখানে যত ফুল ছিল অঞ্জলি ভরিয়া ছিঁড়িল, যেখানে বসিয়াছিলাম ক্ষণে ক্ষণে আমায় দেখিতে লাগিল।

৫-৬। গলায় গরল নয়নে অনল, শিরে শশী শোভিতেছে, ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজাইয়া এখানে তপস্বী আসিল।

৭-৮। মস্তকে ও কপালে সুরসরিৎ ভ্রমণ করিতেছে, হাতে একটা (গোটা) কমণ্ডলু, বৃষভে আরোহণ করিয়া বিভূতির কৌটা করিয়া দিগম্বর (বেশে) আসিল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গৌরী মাতা, স্বামীর নিন্দা করিও না, তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর, ভুক্তি মুক্তি দাতা।

১১

আজে অকাম্বিক আএল ভেখধারী।
ভীখি ভুগুতি লএ চললি কুমারী ॥ ২।
ভিখিআ ন লেই বঢ়াবএ রিসী।
বদন নিহারএ বিহুসি হসী ॥ ৪।
এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলী।
ওহি জোগিআ দেখি মুরুছি পড়লী ॥ ৬।
দুর:কর গুনপন অরে ভেষধারী।
কাঁ ডিঠি অওলএ রাজকুমারী ॥ ৮।
কেও বোল দেখএ দেহে জনু কাহূ।
কেও বোল ওঝা আনি চাহূ ॥ ১০।
কেও বোল জোগি আহি দেহে দহু আনী।
হুনি কি অভএ বরু জিবও ভবানী ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দল দেবিপতি বৈজল দেবা ॥ ১৪।

১-২। আজ অকস্মাৎ বেশধারী (সন্ন্যাসী) আসিল, কুমারী (গৌরী) আহারের উপযোগী ভিক্ষা লইয়া চলিলেন।

৩। রিসী—রাগ।

৩-৪। ভিক্ষা লয় না, রাগ বাড়ায়, মৃদু মৃদু হাসিয়া (গৌরীর) মুখ দেখে।

৫। নিকহি—ভালই।

৫-৬। এই খানে সখীদের সঙ্গে বেশ ছিল, ঐ যোগী দেখিয়া মূর্চ্ছিয়া পড়িল।

৭-৮। ওরে বেশধারী, তোমার গুণপনা দূর কর, রাজকুমারীকে দৃষ্টি (নজর) দিতে আসিলে কেন?

৯-১০। কেহ বলে কাহাকেও দেখিতে দিও না, কেহ বলে রোজা (ওঝা) আনা চাই।

১১-১২। কেহ বলে ঐ যোগীকেই আনিয়া দাও, উঁহার অভয় পাইলে ভবানী বাঁচিবে।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহে চণ্ডালিকা দেবীর পতি বৈদ্যনাথ দেবের সেবাই আমার অভিমত।

১২

জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি।
আয়ল বসহা চঢ়ি বিভূতি লগাএ হে।
মন মোর হরলনি ডামরু বজাএ হে ॥ ৩।
সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে।
চিত সোঁ নই ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে ॥ ৫।
তীনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে।
ভাল তিলক চান ফটিকক মালা হে ॥ ৭।
ওহ সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কহ মোর গৌরীহর গতি হে ॥ ৯।

১। ভাবই—মোহিত করে। মনাইনি—মেনকা। হে মেনকে, যোগী মন মোহিত করে।

২-৩। বৃষে আরোহণ করিয়া বিভূতি মাখিয়া আসিল, ডমরু বাজাইয়া আমার মন হরণ করিলেন।

৪। অজর—জরাশূন্য, দেবতা।

৫। টোনা—মন্ত্র।

৪-৫। দেবপতি নাথের সেই সুন্দর দেহ চিত্ত হইতে ছাড়ে না (ভুলিতে পারি না), (সে) কিছু মন্ত্র জানে।

বঙ্গালে কা জাদু টোনা ঢুঁঢ় ঢুঁঢ় শিখতি।
অইসি মোহান ডাল সনমকো জানে ন দেতি॥
হিন্দী গান।

৬-৭। ত্রিনয়নে অত্যন্ত জ্বালা, ললাটে চন্দ্র তিলক, ফটিকের মালা (গলায়)।

৮। ওহ—ওই। সিংহেশ্বর নাথ—মিথিলায় তীর্থবিশেষে ভৈরব বিগ্রহ। থিকা—হন।

৮-৯। ওই সিংহেশ্বর নাথ আমার পতি। বিদ্যাপতি কহে, গৌরীহর আমার গতি।

১৩

আগে মাই এহন উমত বর লইলা
হেমত গিরি দেখি দেখি লগইছ রঙ্গ।
এহন উমত বুঢ় ঘোড়বো ন চঢ়ইক
যাহি ঘোড় রঙ্গ রঙ্গ জঙ্গ॥ ২।
বাঘছাল যে বসহা পলানল
সাপক লগলে তঙ্গ।
ডিমিকি ডিমিকি যে ডমরু বজইন
খটর খটর করু অঙ্গ॥ ৪।
ভকর ভকর যে ভাঙ্গ ভকোসথি
ছটর পটর কর বঙ্গ।
চানন সোঁ অনুরাগ ন থিকইন
ভসম চঢ়াবথি অঙ্গ॥ ৬।
ভূত পিশাচ অনেক দল সিরিজল
শির সোঁ বহি গেল গঙ্গ।
ভনহি বিদ্যাপতি শুনিএ মনাইনি
থিকাহ দিগম্বর ভঙ্গ॥ ৮।

১। আগে মাই—মা গো (বিস্ময় সূচক)। হেমত গিরি—হেমন্ত গিরি, হিমালয়। রঙ্গ—হাসি।

২। ঘোড়বো—ঘোড়া। চঢ়ইক—চড়িবার। যাহি—যেখানে। রঙ্গ রঙ্গ—রকম। জঙ্গ—সমূহ, বহু সংখ্যক।

১-২। মা গো, হেমন্ত গিরি এমন উন্মত্ত বর আনিলেন, দেখিয়া দেখিয়া হাসি পাইতেছে (লাগিতেছে); এমন উন্মত্ত বর চড়িবার ঘোড়াও নাই, যেথানে রকম রকম বহুসংখ্যক ঘোড়া (পাওয়া যায়) (পর্ব্বতে বিস্তর ঘোড়া পাওয়া যায় কিন্তু এই বুদ্ধ উন্মত্ত বরের একটা ঘোড়াও জোটে নাই)।

৩। বসহা—বৃষ। পলানল—পৃষ্ঠে জিন করিল। সাপক—সাপের। লগলে—লাগাইল। তঙ্গ—ঘোড়ার পেটে জিন কসিবার ফিতা।

৪। যে—যিনি। বজইন—বাজান। খটর খটর—খট্ খট্ শব্দ।

৩-৪। যিনি বৃষের উপর বাঘছালের জিন করিয়াছেন, সর্প দিয়া তাহাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছেন, যিনি ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজান, (যাঁহার) অঙ্গে খট্ খট্ করিয়া শব্দ হয়।

৫। ভকর ভকর—গপ্ গপ্ করিয়া গিলিবার শব্দ। ভকোসথি—গিলিয়া ফেলেন। ছটর পটর—হাড়ে হাড়ে ঠেকিয়া শব্দ। বঙ্গ—বঙ্ক্রি, পার্শ্বস্থি, পঞ্জর।

৬। থিকইন—আছে। চঢ়াবথি—চড়ায়, মাথায়।

৫-৬। যিনি গপ্ গপ্ করিয়া ভাঙ্গ গেলেন, পঞ্জরাস্থিতে ঠেকিয়া ঠেকিয়া শব্দ হয়; যাঁহার চন্দনের সহিত অনুরাগ নাই, অঙ্গে ভস্ম মাখেন ৮

৮। মনাইনি—মেনকা। থিকাহ—হয়েন। ভঙ্গ—ভঙ্গী, সুন্দর।

৭-৮। ভূত পিশাচের অনেক দল সৃজন করিল, মস্তক হইতে গঙ্গা বহিয়া গেল। বিদ্যাপতি কহে, শুন মেনকে, (ইনি) সুন্দর দিগম্বর।

১৪

ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তনিকা কেহন বিবাহ।
সে অব করব গৌরী বর
ই হোয় কতয় নিরবাহ ॥ ২।
কতয় ভবন কত আঙ্গন
বাপ কতয় কত মায়।
কতহু ঠহোর নহি ঠেহর
কে কর এহন জমায় ॥ ৪।
কোন কয়ল এহো অসুজন
কেও ন হিনক পরিবার।
যে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধিক ধিক সে পঞ্জিয়ার ॥ ৬।
কুল পলিবার একো নহি জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোয় তন
কে সহয় হৃদয়ক শাল ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধৈরজ মন অবগাহ।
যে অছি জনিক বিবাহিনী
তনিকা সেহ পয় নাহ ॥ ১০।

১। ভরমি—ভ্রমণ করিয়া। নিত—নিত্য। তনিকা—তাঁহার।

১-২। (যিনি) জন্মাবধি নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমণ করেন তাঁহার কেমন বিবাহ (তিনি আবার বিবাহ করিবেন কি)? তাঁহাকে এখন গৌরীর বর করিব ইহা কেমন করিয়া নির্ব্বাহিত (সম্ভব) হয়?

৪। ঠহোর—স্থান। ঠেহর—বিশ্রামস্থান, আলয়।

৩-৪। কোথায় বাড়ী, কোথায় প্রাঙ্গন (ভিতর বাড়ী), কোথায় বাপ, কোথায় মা, কোন স্থানে বিশ্রাম স্থান (দাঁড়াইবার স্থান) নাই, এমন জামাই কে করে?

৫। হিনক—ইহার।

৬। পঞ্জিয়ার—পঞ্জীয়ার, মিথিলায় যে ব্রাহ্মণেরা পঞ্জীগ্রন্থ রচনা করেন তাঁহাদিগকে পঞ্জীয়ার বলে; এই গ্রন্থে সকল ব্রাহ্মণবংশের কুলবৃত্তান্ত লেখা থাকে, এবং ইহা দেখিয়াই বিবাহ সম্বন্ধাদি স্থির হয়। পঞ্জীয়ার—ঘটক।

৫-৬। কে এই অসুজনের (সহিত সম্বন্ধ) করিল, ইহার কেহ পরিবার নাই; যে ইহার সহিত (বিবাহ) নিবন্ধ করিল সে ঘটককে ধিক্।

৭। পলিবার—পরিবার। জনিকা—যাঁহার। বৈতাল—বেতাল।

৮। ঝুর—শুষ্ক, দগ্ধ।

৭-৮। যাঁহার কুলে একজনও পরিবার নাই, ভূত বেতাল পরিজন; দেখিয়া দেখিয়া দেহ দগ্ধ হয়, হৃদয়ের শাল কে সহ্য করে?

৯। অবগাহ—অবগাঢ়, দৃঢ়।

১০। বিবাহিনী—বিবাহের কন্যা।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, সুন্দরি, মনে ধৈর্য্য দৃঢ় কর, যে (বরের সহিত যে) কন্যার বিবাহ নির্ব্বন্ধ থাকে সে কন্যার সেই বর হয়।

১৫

মঙ্গল বিলুবিঅ সিন্দুর পিঠারে।
তোঁহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে ॥ ২।
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাঞুনি তোহ ন জোগ বর ॥ ৪।
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালী তোরী ॥ ৬।
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী।
হিমগিরি ধীএ সহব কইসে আগী ॥ ৮।
ভাল বলই নয়নানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢ়তি পটবাসী ॥ ১০।

বড়ে সুখে সাসু চুমওবাহ মথা।
ওঠ বুরত সুরসরিকে সথা ॥ ১২।
করব সখী জনে কেলি অলাপে।
বিলগ হোএত ফুফুআএত সাপে ॥ ১৪।
বিদ্যাপতি ভন বুঝহ জুগুতী
মেলি করাউবি হমে সিব সকতী ॥ ১৬.

১-২। সিন্দুর ও পিঠায় (চালের গুঁড়) মাঙ্গলিক সাজাইলাম, তুমি সাজান (সামগ্রী) ছাইয়ে সমর্পণ করিলে।

৩-৪। হে দিগম্বর হর তুমি ফিরিয়া যাও, আমার গোস্বামিনীর তুমি যোগ্য বর নও।

৫-৬। হে হর তুমি গুরু গোরবে গৌরীকে চাও, তবে তোমার জপমালা কি করিবে?

৭-৮। সম্ভ্রম পূর্ব্বক (তোমার) নয়ন দেখিবে (শুভদৃষ্টির সময়), হিমগিরির কন্যা কেমন করিয়া অগ্নি সহ্য করিবে?

৯-১০। ললাটে (চন্দ্র) জ্বলিতেছে, নয়নে অনলরাশি, প্রবাহিত (গঙ্গা), সেই মস্তকে পট্টবস্ত্র দিবে।

১১-১২। বড় সুখে শ্বশ্রু মস্তক চুম্বন করিবেন, সুরসরিৎ স্রোতে ওষ্ঠ ডুবিয়া যাইবে।

১৩-১৪। সখীরা রহস্য আলাপ করিবে, নিকটে গেলেই সাপ ফোঁস করিয়া উঠিবে।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহে, যুক্তি বুঝ, আমি শিব ও শক্তির মিলন করাইব।

১৬

জটাজুট দহ দিস দএ হলু নমাএ।
বসহ চঢ়ল উপগত ভেল আএ ॥ ২।
দুর সঞো মন্দাগ্রিনি হলিঅ পুছাএ।
কে বরিআতী কে ইথি জমাএ ॥ ৪।
কণ্ঠে আএল ছইহি বাসুকি রাএ।
সেহে বরিআতী ইসর জমাএ ॥ ৬।
অইসন ঠাকুর হর সম্পতি থোরী।
ভর উঠি আইলিছইহি ভসমক ঝোরী ॥ ৮।
বিধি ন করএ হর খেলএ পাসা সারি।
সাপক সঙ্গে শিবে রচলি ধমারি ॥ ১০।
খিরি ন খাএ হর চুকতি গজাএ।
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ ॥ ১২।
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
ও নহি উমতা জগত কিসান ॥ ১৪।

১। নমাএ—নামাইয়া, ঝুলাইয়া।

১-২। দশ দিকে জটাজুট ঝুলাইয়া দিয়া, বৃষভে চড়িয়া আসিয়া উপনীত হইল।

৩-৪। দূর হইতে মেনকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বরযাত্র, কে বা জামাই।

৫-৬। কণ্ঠে বাসুকী রাজ আসিয়াছেন তিনি বরযাত্র, ঈশ্বর জামাই।

৭-৮। হর এমন ঠাকুর, সম্পত্তি অল্প, ভস্মের ঝুলি ভরিয়া আসিয়াছে।

৯-১০। (বিবাহের) বিধান হর করে না, পাশা সারি খেলে না, সাপের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করে।

১১-১২। হর দুধ টুকু পর্য্যন্ত সমস্ত খায় না, এমন উন্মত্ত জামাই কে খুঁজিল।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, এই রস কহি, ও উন্মত্ত নয়, জগতের কৃষক।

১৭

জখনে শঙ্করে গৌরি করে ধরি
আনলি মণ্ডপ মাঝ।
সরদ সঁপুন জনি সসধর
উগল সময় সাঁঝ ॥ ২।

চৌদহ ভুঅন শিব সোহাওন
গৌরী রাজকুমারি।
হেরি হরখিত ভেলি মদাইনি
আএল জনি জভারি ॥ ৪।
হেমত সরির পুলকে পূরল
সফল জনম মোরি।
হরি বিরঞ্চি দুহূ জন বৈসল
হরকে দেল মোঞে গোরি ॥ ৬।
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি
আওর কত ন নারি।
কৌতুকে কোবর কৌশলে কামিনি
সবে সবে দেঅ গারি ॥ ৮।
ভন বিদ্যাপতি গৌরি পরীনয়
কৌতুক কহএ ন জাএ।
সাপ ফুফুকারে নারি পড়াইলি
বসন ঠাম নড়াএ ॥ ১০।

২। সঁপুন—সম্পূর্ণ।

১-২। শঙ্করের করধৃত হইয়া যখন গৌরী মণ্ডপের মধ্যে নীতা হইলেন, যেন পূর্ণ শারদ সুধাকর সন্ধ্যার সময় উদিত হইল।

৩। চৌদহ—চৌদ্দ। সোহাওন—শোভন।

৪। মদাইনি—মেনকা। জভারি—জম্ভারি, ইন্দ্র।

৩-৪। শিব চৌদ্দ ভুবনশোভন, গৌরী রাজকুমারী, মেনকা দেখিয়া হরষিত হইলেন, যেন ইন্দ্র আসিলেন।

৫। হেমত—হিমবৎ, হিমালয়।

৫-৬। হিমালয়ের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, (কহিলেন) আমার জন্ম সফল হইল, হরি ব্রহ্মা দুই জনে উপবিষ্ট, হরকে আমি গৌরী দিলাম।

৮। কোবর—কৌতুকাগার, বাসর গৃহ।

৭-৮। নারদ তাম্বুরা (লইয়া) মঙ্গল গাইতেছেন, আর কত না নারী (বহু সংখ্যক রমণীগণও মঙ্গল গাহিতেছে)। বাসর গৃহে কামিনীগণ কৌতুক করিয়া কৌশল ক্রমে সকলে সকলকে গালি দিতেছে (এ দেশে শুধু বরকে বিদ্রূপ করে, মিথিলায় বাসর গৃহে রমণীগণ পরস্পরকে বিদ্রূপ করে)।

১০। ফুফুকারে—ফোঁস করিয়া উঠে। পড়াইলি—পলাইল। ঠাম—সেই স্থানে। নড়াএ—ফেলিয়া দিয়া।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, গৌরী পরিণয় কৌতুক কহা যায় না। সর্পের ফুৎকারে রমণীগণ সেখানেই বস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিল।

১৮

উমতা ন তেজএ অপনি বানি।
বস সসুরা কত কর উবানি ॥ ২।
গঙ্গাজলে সিচু রঙ্গ ভূমি।
পিছরি খসল হর ঘুমি ঘুমি ॥ ৪।
অবলম্বনে গোরী তোরএ জাএ।
করকঙ্কন ফনি উঠ ফাঁফএ ॥ ৬।
সবে সবতহু বোল গিরিজমাএ।
বসহ চঢ়ল হর রূসল জায় ॥ ৮।
জমাইক পরিহন বাঘছাল।
চরন ঘাঘর বাজএ মুণ্ডমাল ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি শিব বিলাস।
গোরি সহিত হর পুরথু আস ॥ ১২।

১। বানি—বাণী, কথা, স্বভাব।

২। বস—বাস করিয়া। সসুরা—শ্বশুরালয়। উবানি—উল্টা কথা, বিপরীত ব্যবহার।

১-২। উন্মত্ত (মহাদেব) আপনার স্বভাব ছাড়ে না, শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কত বিপরীত ব্যবহার করে।

৩। সিচু—সিঞ্চন করে। রঙ্গভূমি—নৃত্য ভূমি।

৪। পিছরি—পিছলিয়া। খসল—পড়িলেন। ঘুমি—ঘুরিয়া।

৩-৪। (শিরস্থিত) গঙ্গাজলে নৃত্যভূমি সিঞ্চিত হইল, হর ঘুরিয়া ঘুরিয়া (নৃত্য করিতে করিতে) পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন।

৫। অবলম্বনে—অবলম্বন করিবার জন্য, ধরিবার জন্য। তোরএ—ত্বরায়।

৬। ফঁফাএ—ফোঁস্ করিয়া।

৫-৬। গৌরী শীঘ্র ধরিতে গেলেন ; (শিবের) করকঙ্কণ ফণী ফোঁস্ করিয়া উঠিল।

৮। বসহ—বৃষ। রূসল—রাগ করিয়া।

৭-৮। সকলে সকলকে বলে, গিরিজামাই হর রাগ করিয়া বৃষে চড়িয়া যাইতেছে (মহাদেব পড়িয়া গেলেন, গৌরী তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, তখন মহাদেব উল্টা রাগ করিয়া বৃষে আরোহণ করিয়া চলিলেন)।

৯। পরিহন—পরিধান।

১০। ঝাঁঝর—বড় ঘুঙ্গুর।

৯-১০। জামাতার পরিধানে বাঘছাল, চরণে ঘুঙ্গুর বাজিতেছে. (গলায়) মুণ্ডমালা।

১১-১২। বিদ্যাপতি শিববিলাস কহিতেছে, গৌরী সহিত হর আশা পূর্ণ করিবেন।

১৯

(মেনকার উক্তি)

কতহু সমসধর   কতহু পয়োধর
ভল বর মিলল সুশোভে।
অধঙ্গ ধইলি নারি ✱ ন গুনলি নিজ গারি
গরুঅ গৌরী গুনলোভে ॥ ২।
আলো শিব শম্ভু   তুমী শিব শম্ভু
তুমি যে বধিলো পচ বানে ॥ ৩।

(শম্ভুর উত্তর)

গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনউলিহে
ককে দেবি বোলহ মন্দা।
চরন নমিত ফনী মনিময় ভূষন
ঘর খিখিয়ায়ল চন্দা ॥ ৫।
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ ত্রিলোচন
পগ্ম পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দল দেই পতি   বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥ ৭।

১। কতহু—কোথায়। সমসধর—সমস্ত ধর, যিনি সমস্ত ধারণ করেন। ভল—ভাল (বিদ্রূপাত্মক)। সুশোভে—সুশোভিনী।

২। অধঙ্গ—অর্দ্ধাঙ্গ। ধইলি—ধরিল। গুনলি—গণনা করিল, বিবেচনা করিল। নিজ গারি—নিজকুলের (আত্মীয় স্বজনের) গালি। গরুঅ—গুরু।

১-২। কোথায় সমস্তধর (বিপুল দেহ মহাদেব), কোথায় পয়োধর (গৌরীর ক্ষুদ্র কোমল দেহ), সুশোভিনীর (গৌরীর) ভাল (অযোগ্য) বর মিলিল। নারী (গৌরী) (মহাদেবের) অর্দ্ধাঙ্গ ধারণ করিল, আত্মীয় স্বজনের গুরুতর গালি (নিন্দা) গণনা করিল না, গৌরী (মহাদেবের) গুণে লুব্ধ হইল।

৩। আলো বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধনে প্রয়োগ হয়, এস্থলে অর্থ ওহে। তুমী—তুমি, ছন্দের মাত্রা রক্ষা করিবার জন্য দীর্ঘ ইকার। বধিলো—বধ করিয়াছিলে। পচবানে—পঞ্চবাণ, মদন। ওহে শিব শম্ভু, তুমি শিব শম্ভু, তুমি যে মদনকে বধ করিয়াছিলে (তুমি জিতেন্দ্রিয়, মদনকে ভস্ম করিয়াছিলে, তবে আবার বিবাহ করিয়াছ কেন) ?

৪। গাঙ্গ—গঙ্গা। লাগি—লাগিয়া জন্য.। গিরিজাক—গিরিবালার। মনউলি—মান করিল। ককে—কয় কে, করিয়া (সেই জন্য)। বোলহ—বলিতেছ। মন্দা—মন্দ, কটু।

৫। খিখিরায়ল—খিসিয়ায়ল, রাগিল।

৪-৫। গিরিজার জন্য গঙ্গা মান করিল (গিরিজাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমার জটাস্থিত গঙ্গার অভিমান হইয়াছে), (বক্ষঃস্থলের) ভূষণ শিরোমণিযুক্ত ফণী (অভিমানে বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া) চরণে নমিত হইয়াছে (নামিয়া গিয়াছে), চন্দ্র (তাহার) ঘরে (ললাটে) রাগ করিয়াছে, সেই জন্য দেবি কটু কহিতেছ? (গিরিবালাকে বিবাহ করিয়া আমি এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছি তাহার উপর আবার তুমি মন্দ কথা বলিতেছ)?

৬। পঅ—পদ।

৭। চন্দল—চণ্ডালিকা, উমা। বৈদ্যনাথ—মহাদেব। হরিদ্রানগরে যত্র বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

৬-৭। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ত্রিলোচন, (তোমার) পদপঙ্কজে আমার সেবা (আমি তোমার পদকমল সেবা করি); উমাদেবীর পতি বৈদ্যনাথ নীলকণ্ঠ হর দেব (আমার) গতি।

২০

প্রথমহি শঙ্কর সাসুর গেলা।
বিনু পরিচএ উপহাস পড়লা ॥ ২।
পুছিও ন পুছল কে বৈসলাহ জঁহা।
নিরধন আদর কে কর কঁহা ॥ ৪।
হেমগিরি মণ্ডপ কৌতুক বসী।
হেরি হসল সবে বুঢ় তপসী ॥ ৬।
সে সুনি গোরি রহলি শির লাএ।
কে কহত মাকে তোহর জমাএ ॥ ৮।
সাপ সরীর কাঁখ বোকানে।
প্রকৃতি ঔষধ কে দহু জানে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি সহজ কহু।
আডমুরে আদর হো সব তহু ॥ ১২।

১-২। প্রথমে শঙ্কর শ্বশুর গৃহে গেলেন, বিনা পরিচয়ে উপহাসে পড়িলেন।

৩-৪। যেথানে বসিলেন কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না, নির্ধনকে কে কোথায় আদর করে?

৫-৬। হিমাচল মণ্ডপে বসিয়া কৌতুক অনুভব করিলেন, বৃদ্ধ তপস্বীকে (শঙ্কর) দেখিয়া সকলে হাসিল।

৭-৮। তাহা শুনিয়া গৌরী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, মাতাকে কে বলিবে তোমার জামাই (আসিয়াছে)।

৯-১০। অঙ্গে সর্প, কক্ষে ঝুলি, (এমন) প্রকৃতির ঔষধ কে জানে?

১১-১২। বিদ্যাপতি সহজ কথা কহিতেছে, সকলের অপেক্ষা ধনীর আদর।

২১

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনী।
শম্ভু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২।
জাহি জুহি তোড়ল মোএ আওর বেল পাতে।
উঠিঅ মহাদেব ভএ গেল পরাতে ॥ ৪।
জখনে হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরি পিড়লি মদনে ॥ ৬।
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িআউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝঁপাউ ॥ ৮।
ভল হর ভল গোরি ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দুর গেল মদন বিকারে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসনে গোরি মদন সঁতাবে ॥ ১২।

১। তোড়ি—ছিঁড়িয়া। আনী—আনিয়া।

২। অরাধএ—আরাধনা করিতে।

১-২। ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া অঞ্জলি ভরিয়া লইলেন। ভবানী শম্ভুর আরাধনা করিতে চলিলেন।

৩। জাহি—যাথী। জুহি—যুথী। আওর—আর।

৪। পরাতে—প্রাতঃকাল।

৩-৪। আমি যাথী যুথী ও বিল্ব পত্র ছিঁড়িয়াছি। মহাদেব উঠ, প্রভাত হইয়া গেল।

৫। তিনিহু—তিন।

৫-৬। যখন মহাদেবকে তিন নয়নে দেখিলেন সেই অবসরে গৌরী মদন কর্তৃক পীড়িতা হইলেন।

৭। ছিড়িআউ—ছড়াইল।

৮। ঝপাউ—ঢাকিলেন।

৭-৮। করতল কাঁপিয়া কুসুম ছড়াইয়া পড়িল, বিপুল পুলকরোমাঞ্চিত দেহ বসনে আচ্ছাদন করিলেন।

৯-১০। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল ব্যবহার, মদন বিকারে জপ তপ দূর গেল।

১১-১২। বিদ্যাপতি গাহিয়া এই কহিতেছে, রস মহাদেবের দর্শনে মদন গৌরীকে সন্তাপিত করিতেছে।

২২

মাটী ভলি জোহিকহু আনলি বানী।
শম্ভু অরাধএ চললি ভবানী ॥ ২।
আক ধুথুর ফুল দেল মোএে জোহী।
জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহী ॥ ৪।
যমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপরাধী বলিয়া সঙ্গে ॥ ৬।
যে সবে কএল হর সবে মোর দোসে।
সে সবে কএল হর তোহরি ভরোসে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি শঙ্কর সুনু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু ॥ ১০।

১-২। সরস্বতী খুঁজিয়া মাটী আনিলেন, ভবানী শম্ভু আরাধনা করিতে চলিলেন।

৩-৪। (ভবানী কহিতেছেন), অর্ক ও ধুথুরা ফুল আমি খুঁজিয়া দিলাম, জগতে জন্ম লইয়া আমাকে ভয় পরিত্যাগ করিল।

৫-৬। যমকিঙ্কর আমার অঙ্গে কি করিবে, বলী (যমদূত) অপরাধীর (ন্যায়) সঙ্গে থাকে।

৭-৮। হে হর, যাহা কিছু আমি করিলাম সব আমার দোষ, সে সব তোমারি ভরসায় করিলাম।

৯-১০। বিদ্যাপাত কহিতেছে, শঙ্কর শুন, অন্ত-কালে আমাকে বিস্মৃতহইও না।

২৩

হম সোঁ রুসল মহেশে।
গৌরী বিকল মন করথি উদেশে ॥ ২।
পুছিয় পঁথুক জন তোহী।
এ পথ দেখল কহুঁ বূঢ় বটোহী ॥ ৪।
অঙ্গমে বিভূতি অনূপে।
কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে ॥ ৬।
বিদ্যাপতি ভন তাহী।
গৌরী হর লএ ভেলি বতাহী ॥ ৮।

১ হম সোঁ—আমা হইতে, আমার প্রতি। রুসল—রোষ করিল।

১-২। আমার প্রতি মহেশ রাগ করিয়াছে, (এই বলিয়া) গৌরী বিকল মনে (মহেশের) অনুসন্ধান করিতেছে।

৩। পুছিয়—জিজ্ঞাসা করি। পঁথুক—পথিক। তোহী—তোমাকে।

৪। কহুঁ—কোথাও। বূঢ়—বুড়া। বটোহী—যে বাটে চলে।

৩-৪। (হে) পথিক জন, তোমাকে করি, এ পথে কোথাও বৃদ্ধ পথিককে দেখিয়াছ?

৫। অনূপে—অনুপম।

৬। হুনি—ঐ। সরূপে—অবয়ব।

৫-৬। অঙ্গে অনুপম বিভূতি, ঐ যোগীর অবয়ব কত কহিব (বর্ণনা করিব)।

৭। তাহী—তাহাতে।

৮। বতাহী—উন্মাদিনী।

৭-৮। বিদ্যাপতি তাহাতে কহে, হরের জন্ত গৌরী উন্মাদিনী হইল।

২৪

কেহু দেখল নগনা।
ভিখিআ মগইতে বুল আঙ্গনে আঙ্গনা ॥ ২।
উগন উমত কেহু দেখল বিধাতা।
গোরিক নাহ অভয় বরদাতা ॥ ৪।
বিভুতি ভুষন কর বীস অহারে।
কণ্ঠ বাসুকি সির সুরসরি ধারে ॥ ৬।
কেলি ভূত সঙ্গে রহএ মসানে।
তৈলোক ইসর হর কে নহি জানে ॥ ৮।

১-২। ভিক্ষা মাগিয়া অঙ্গনে অঙ্গনে ভ্রমণ করিতে উলঙ্গকে কেহ দেখিয়াছে?

৩ ৪। উলঙ্গ উন্মত্ত দেবতা, গৌরীর নাথ, অভয় বরদাতাকে কেহ দেখিয়াছে?

৫-৬। বিভূতি ভূষণ করে, বিষ আহার করে, কণ্ঠে বাসুকী, মস্তকে জাহ্নবী ধারা।

৭-৮। ভূতের সঙ্গে ক্রীড়া করে, মশানে বাস করে, ত্রৈলোকেশ্বর হরকে কে না জানে?

২৫

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা শিব কি দহু ভেলা ॥ ২।
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বেসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ ॥ ৪।
জে মোর কহতা উগনা উদেশ।
তাহি দেবওঁ কর কঙ্গনা বেশ ॥ ৬।
নন্দন বন মে ভেটল মহেশ।
গৌরি মন হরবিত মেটল কলেশ ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন উগনা সোঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ ॥ ১০।

২। কি দহু—কি।

১-২। আমার উগনা কোথায় গেলেন, শিব কোথায় গেলেন, কি হইল?

৩। ভাঙ্—সিদ্ধি। বটুয়া—থলি। রুসি—রাগ করিয়া। বৈসলাহ—বসিলেন।

৪। জোহি—খুঁজিয়া।

৩-৪। থলিতে ভাঙ্ নাই (তাই) রাগিয়া বসিলেন, খুঁজিয়া আনিয়া দিলে হাসিয়া উঠিলেন।

৫। জে—যে। কহতা—কহিবে। উদেশ—উদ্দেশ।

৬। তাহি—তাহাকে। দেবওঁ—দিব। কঙ্গনা—কঙ্কন। বেশ—ভূষণ।

৫-৬। যে আমাকে উগনার উদ্দেশ কহিবে তাহাকে হস্তে কঙ্কন ভূষণ দিব।

৭। ভেটল—মিলিল, সাক্ষাৎ হইল।

৮। মেটল—মিটিল। কলেস—ক্লেশ।

৭-৮। নন্দন বনে মহেশের সাক্ষাৎ হইল, গৌরীর মন হরষিত, ক্লেশ মিটিল।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে উগনা হইতে কাজ (আমার উগনাকে আবশ্যক), ত্রিভুবনের রাজ্য আমার হিতকর নহে (ত্রিভুবনের রাজসিংহাসন আমি চাহি না)।

২৬

শীসল ভাঁগ রহল এহি গতী।
কথি লঁই মনাএব উমতা যতী ॥ ২।
আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী ॥ ৪।

আনক নীক অপন হো ছতী।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী ॥ ৬।
ভনহি বিদ্যাপতি সুন হে সতী।
ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী ॥ ৮।

১। পীসল—পিষ্ট, পেষা। এহি গতী—এই গতি, এইরূপ।

২। কথি লঁই—কি লইয়া, কোন উপায়ে। উমতা—উন্মত্ত। যতী—যতি।

১-২। পেষা ভাঙ্গ এইরূপ রহিল (পড়িয়া রহিল), উন্মত্ত যতিকে কোন উপায়ে সান্ত্বনা করিব?

৩। নিকহি—ভাল। ছলাহ—ছিলেন। পতী—পতি।

৪। আই—আজি। উদমতী—উন্মত্ততা।

৩-৪। অন্য দিন আমার পতি ভাল ছিলেন, আজ কে (তাঁহার) উন্মত্ততা বাড়াইয়া দিল।

৫। ছতী—ক্ষতি।

৬। ঠামে—স্থানে, কোথাও। ঠেসতা—ঠোকর, হোঁচোট।

৫-৬। অপরের ভাল নিজের ক্ষতি হয়, কোথাও ঠোকর লাগিয়া পড়িলে বিপদ হইবে।

৮। ঈ থিক—এই হয়। বাউর—বাতুল।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে সতি, শুন, এই বাতুল ত্রিভুবন পতি (ইহাকে বাতুল মনে করিতেছ কিন্তু ইনি ত্রিভুবন পতি)।

২৭

মোর নিরধন ভোরা।
অপনে ভিখারি বিলহ নহি থোরা ॥ ২।
ফড়ি কচোটা হর ইসর বোলাবে।
মগত জনা সবে কোটি কোটি পাবে ॥ ৪।
সবে বোল হুনি হর জগত কিসানে।
বূঢ় বড়দ কুট কাঁখ বোকানে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি পুছু হুনি দহূ।
কী লএ পোসব দহু পরিজন পুত বহূ ॥ ৮

১। ভোরা—ভোলা।

২। বিলহ—বিলাইয়া দেন। থোরা—থোড়া, অল্প।

১-২। আমার নির্ধন ভোলা, আপনি ভিখারী, অল্প বিলাইয়া দেন না, (স্বয়ং ভিখারী কিন্তু অনেক দান করেন)।

৩। ফড়ি—ধরিয়া। কচোটা—কৌপীন। ইসর—ঈশ্বর। বোলাবে—বলায়, কহায়।

৪। মগত—প্রার্থী।

৩-৪। কৌপীন ধারণ করিয়া হর ঈশ্বর বলায়, প্রার্থীজন সকল কোটি কোটি (অর্থ) পায়।

৫। হুনি—উনি। কিসানে—কৃষাণ।

৬। বড়দ—বলদ। কুট—ককুদ, বৃষের ঝুঁটি। বোকানে—থলি।

৫-৬। সকলে বলে উনি হর, জগৎ-কৃষক, (হস্তে) বৃদ্ধ বলদের ঝুঁটি, কাঁধে থলি।

৭। দহূ—কি।

৮। লএ—লইয়া। পোসব—পুষিবে, পালন করিবে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, উঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে, কি লইয়া পুত্র পরিজন বধূ পালন করিবেন?

২৮

কওনে উমতওলা হে তৈলোক নাথ।
নিতে উগারিয় নিতে ভসম সাথ ॥ ২।
পাট পটম্বর ধর উতারি।
বাঘছল নিতে পহির ঝারি ॥ ৪।
তুরয় ছাড়ি চঢ় বসহ পীঠি।
লাজে মরিঅ জএলো হেরিঅ দীঠি ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ গোরি।
হর নহি উমতা তোঁহহি ভোরি ॥ ৮।

১। উমতওলা—উন্মত্ত করিল।

উগারিয়—উঘার, উলঙ্গ।

১-২। হে ত্রৈলোক্য নাথ, কে তোমায় উন্মত্ত করিল? (তুমি) নিত্য উলঙ্গ, নিত্য ভস্ম সঙ্গে (ভস্ম মাখ)।

৩। ধর উতারি—খুলিয়া রাখ।

৪। পহির—পরিধান কর। ঝারি—ঝাড়িয়া।

৩-৪। পট্ট পট্টাম্বর খুলিয়া রাখ, বাঘছাল নিত্য ঝাড়িয়া পর।

৫। তুরয়—তুরঙ্গ, ঘোটক। বসহ—বৃষ।

৫-৬। অশ্ব ছাড়িয়া বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, যখন চক্ষে দেখি তখন লজ্জায় মরি।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে শুন গৌরি, হর উন্মত্ত নহেন, তুমিই বিহ্বল।

২৯

পঞ্চ বদন হর ভসমে ধবলা।
তীনি নয়ন এক বরএ অনলা॥ ২।
দুখে বোলএ ভবানী।
জগত ভিখারি হম মিলল সামী॥ ৪।
বিষধর ভূষন দিগ পরিধানা।
বিনু বিত্তে ইসর নান উগনা॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ভবানী।
হর নহি নিধন জগত সামী॥ ৮।

১-২। হরের পঞ্চ বদন ভস্মে ধবল। তিন চক্ষের এক (চক্ষে) অগ্নি জ্বলিতেছে।

৩-৪। ভবানী দুঃখে বলে, জগতে আমার ভিখারী স্বামী মিলিল।

৫-৬। বিষধর ভূষণ, দিক্‌ পরিধান, বিনা বিত্তে নাম ঈশ্বর ও উগনা।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহে, শুন ভবানী, হর নির্ধন নহে, জগৎস্বামী।

৩০

শিব হে সেবএ অয়লাঁহু সুখ লাগী।
বিষম নয়ন অনুখনে বর আগী॥ ২।
বসহা পড়াএল আগে।
পৈসি পতাল নুকাএল নাগে॥ ৪।
সসি উঠি চলল অকাসে।
গোরি চললি গিরিরাজক পাসে॥ ৬।
উচিত বোলএ নহি জাই।
উমত বুঝওব কওনে উপাই॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি দাসে।
গৌরী শঙ্কর পুরাবথু আসে॥ ১০।

২। বর—জ্বলে। আগী—অগ্নি।

১-২। হে শিব, সুখের জন্য সেবা করিতে আসিলাম, বিষম নয়নে অনুক্ষণ অগ্নি জ্বলিতেছে।

৩। বসহা—বৃষ। পড়াএল—পলাইল।

৪। পৈসি—প্রবেশ করিয়া।

৩-৪। বৃষ আগে পলাইল, সর্প পাতালে প্রবেশ করিয়া লুকাইল!

৫-৬। চন্দ্র উড়িয়া আকাশে চলিল, গৌরী গিরিরাজের পাশে চলিলেন।

৭-৮। উচিত কথা বলা যায় না, উন্মত্তকে কোন উপায়ে বুঝাইব?

৯-১০। বিদ্যাপতি দাস কহিতেছে, গৌরীশঙ্কর আশা পূর্ণ করিবেন।

৩১

বেরি বেরি অরে শিব মোএঁ তোকেঁ বোলএঁ
কিরিষি করিয় মন লাই।
বিনু সমরে হর ভিখিএ পএ মাগিয়
গুন গৌরব দূর জাই॥ ২।
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ
নহি আদর অনুকম্পা।

তোহেঁ শিব পাওল আক ধুথুর ফুল
হরি পাওল ফুল চাপা ॥ ৪।
খটগ কাটি হরে হর যে বঁধাওল
ত্রিশুল ভাঁগয় করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাএট সুরসরিধারে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেশর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা।
এতএ জে বরু সে বরু হোঅও
ওতএ সরন দেবা ॥ ৮।

১। কিরিষি—কৃষি। মন লায়—মন দিয়া।

২। সমর—লজ্জা।

১-২। হে শিব, বার বার আমি তোমাকে বলি মন দিয়া কৃষিকার্য্য কর। হে হর তুমি লজ্জাশূন্য হইয়া ভিক্ষা চাও (তাহাতে) গুণ গৌরব দূরে যায়।

৪। আক—আকন্দ। চাপা—চাঁপা।

৩-৪। নির্ধন বলিয়া সকলে উপহাস করে, আদর অনুগ্রহ করে না, তুমি শিব আকন্দ ধুতুরা ফুল পাইলে হরি চাঁপা ফুল পাইল।

৫। খটগ—খট্টাঙ্গ। কাটি—কাটিয়া। হর (২য় শব্দ)—হল। ভাঁগয়—ভাঙ্গিয়া। ফার—ফাল।

৬। বসহা—বৃষ। ধুরন্ধর—ভারবাহক, শ্রেষ্ঠ। লএ জোতিঅ—লইয়া জুতিও। পাএট—পাট কর।

৫-৬। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল বাঁধাও ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল কর। হে হর, উত্তম বৃষকে লইয়া জুতিয়া দাও, (জটাস্থিত) গঙ্গাধারায় (ক্ষেত্রের) পাট কর।

৮। এতয়—এখানে। যে বরু সে বরু হোঅও (যে হোয়বরু সে হোয়রু)—যাহা হইবার তাহা হইবে। ওতয়—ওখানে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মহেশ্বর, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। এখানে (ইহলোকে) যাহা হইবার তাহা হউক, ওখানে (পরলোকে) শরণ দিবে।

৩২

মোর বৌরা দেখল কেও কতহু যাত।
বসহা চঢ়ল বিষ ভাঙ্গ খাত ॥ ২।
আঁখি নিড়ড় মুহ বুয়ই লার।
পথকে চলত বৌরা বিশম্ভার ॥ ৪।
বাট যাইত কেও হলব ঠেলি।
অব হুনি বৌরা বিনু ময় অকেলি ॥ ৬।
হাত ডমরু কর লোইয়া সাথ।
যোগ যুগুতি কৃমি ভরল মাথ ॥ ৮।
অরগজা চটাইয় আঠো আঙ্গ।
শির সুরসরি জটা বোল গাঙ্গ ॥ ১০।
ভনহি বিদ্যাপতি শম্ভুদেব।
অবসর অবশ হমর সুধি লেব ॥ ১২।

১। বৌরা—(বউরাহা—হিন্দী) পাগল। যাত—যাইতে।

২। খাত—খাইতে।

১-২। বৃষারূঢ়, বিষ ভাঙ্গ খাইতে আমার পাগলকে কেহ কোথাও যাইতে দেখিয়াছ?

৩। নিড়ড়—স্থির, নিশ্চল। মুহ—মুখ। বুয়ই—বহিতেছে। লার—লালা।

৩-৪। চক্ষু স্থির, মুখ দিয়া লালা বহিতেছে, পথে চলিতে বাতুল বিশ্বম্ভরকে (দেখিয়াছ)?

৫। হলব—(হিলায়ব) নড়াইবে।

৬। হুনি—ঐ।

৫-৬। পথে চলিতে কেহ (তাহাকে) ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া থাকিবে। এখন ঐ বাতুল বিনা আমি একাকিনী।

৭। লোইয়া—লৌহনির্ম্মিত চিমটা।

৮। যুগুতি—যুগব্যাপী। কৃমি—কীট।

৭-৮। হাতে ডমরু সঙ্গে চিম্‌টা করিয়া (লইয়া); যুগব্যাপী যোগে মস্তক কীটপূর্ণ।

৯। অরগজা—অজগর। চটাইয়—চাটিতেছে। আঠো আঙ্গ—অষ্টাঙ্গ।

১০। বোল—বুলিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে।

৯-১০। অজগর অষ্টাঙ্গ লেহন করিতেছে, শির-জটায় সুরসরিৎ গঙ্গা ভ্রমণ করিতেছে।

১২। সুধি—সন্ধান, জিজ্ঞাসা।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শম্ভুদেব (এই বাতুল মহাদেব), আমার সময় মত অবশ্য সন্ধান লইব।

৩৩

বিকট জটাচয় কিছু নই লোক ভয় হে
উর ফণীপতি দিগ বাস।
কওন পথে ভেটতাহ হে, আগে মাই,
আইত উমত হমার ॥ ২।
ত্রিপুর দহন কর ছারই খাল ভরু হে
বসহা চঢ়ল বর বুঢ়।
তীনি নয়ন হর এক অনল ভর হে
শিরেঁ সুরসরি জলধার ॥ ৪।
ভনই বিদ্যাপতি গৌরী বিকল মতি হে
ওহি উমতাক উদেশ ॥ ৫।

১। লোক ভয়—লোক লজ্জা।

২। ভেটতাহ—মিলিয়াছ, দেখিয়াছ। আগে মাই—হাঁগা মা (সম্বোধনে)। আইত—আসিতে। উমত—উন্মত্ত, পাগল।

১-২। বিকট জটাচয়, বক্ষে ফণীপতি, দিগম্বর, কিছু লোকলজ্জা নাই, হাঁ মা (পথে কোন রমণীকে সম্বোধন করিয়া) আসিতে কোন পথে আমার পাগলকে দেখিয়াছ?

৩। ত্রিপুর দহন কর—ত্রিপুরারি। ছারই—ছাইয়ে, ভস্মে। খাল—খোসা, বক্কল, চামড়ায় থলি। ভরু—ভরিয়াছে, ভরা। বসহা—বৃষ। চঢ়ল—আরোহিত। বর—সুন্দর। ত্রিপুরারি, বক্কল ভস্মে পূর্ণ, বৃষারোহণে সুন্দর বৃদ্ধ।

৪। হরের ত্রিনয়ন, এক নয়ন অনলপূর্ণ, মস্তকে গঙ্গাজলের ধারা।

৫। বিদ্যাপতি কহিতেছে, ওই উন্মত্তের অনু-সন্ধানে গৌরী বিকলমতি (হইয়াছে)।

৩৪

তোহী কোন বুঁধি দেল হে উমতা।
ললিত ধাম তেজি বসথি মশানে হে।
অমিয় নহি পিবথি করথি বিষপানে হে ॥ ৩।
চানন নহি হিত বিভূতি ভূষণে হে।
মণি নই ধরহ ফণী কওন ভূষণে হে ॥ ৫।
হয় গজ রথ তেজি বসহা পলানে হে।
পলঙ্গা নই শুতথি ও ভূমি শয়ানে হে ॥ ৭।
ভনহি বিদ্যাপতি বিপরীত কাজে হে।
অপনই ভিখারী সেবক দীয় রাজে হে ॥ ৯।

১। হে উন্মত্ত তোমাকে কে (এমন) বুদ্ধি দিল?

২-৩। ললিত ধাম ত্যাগ করিয়া মশানে বাস কর, অমিয় পান কর না বিষপান কর।

৪-৫। চন্দন ভাল নয় বিভূতি ভূষণ, মণি ধারণ কর না ফণী কেমন ভূষণ?

৬। বসহা—বৃষ। পলানে—জিন, অশ্বপৃষ্ঠের আসন।

৬-৭। অশ্ব গজ রথ ত্যাগ করিয়া বৃষে আরোহণ করিয়াছ, পালঙ্কে শয়ন কর না, ভূমিতে শয়ন কর।

৮-৯। বিদ্যাপতি কহে (ইহা) বিপরীত কাজ, আপনি ভিখারী সেবককে রাজ্য দাও।

৩৫

বাঁধএ বিকট জটা।
তঁই থিহু চঁদিন ফোটা ॥ ২।
কত জুগ সহস বয়স বিতি গেলা।
উমত মহাদেব সুমত ন ভেলা ॥ ৪।
মৌলি মেলএ ছার।
সহজই ন তেজএ পার ॥ ৬।
সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জীব সিবসিংহ রাউ ॥ ৮।

১। বাঁধএ—বাঁধিয়াছে।

২। তঁই—তাহাতে। থিহু—আছে। চঁদিন—চাঁদের, (চাঁদিনী শব্দ হইতে)।

১-২। বিকট জটা বাঁধিয়াছে, তাহাতে চাঁদের ফোঁটা (শশীকলা) রহিয়াছে।

৩-৪। কত সহস্র যুগ বয়স অতীত হইল (তথাপি) উন্মত্ত মহাদেব সুমতি (সুবুদ্ধি) হইলেন না।

৫। মেলএ—মিলাইয়াছে। ছার—ছাই।

৫-৬। মাথায় ভস্ম মিলাইয়াছে, সহজে ত্যাগ করিতে পারে না (জটার ভিতর হইতে ভস্ম সহজে পরিষ্কার করা যায় না)।

৭। গাউ—গায়।

৮। জীব—জীবিত (দীর্ঘজীবি) হউন। রাউ—রায়, রাজা।

৭-৮। সুকবি বিদ্যাপতি গায়, শিবসিংহ রাজা দীর্ঘজীবী হউন।

৩৬

(শিবের উক্তি)

আই তঁা শুনিয় উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মূস ঝোরী মোর কাটী ॥ ২।
ঝোরীয়ে কাটিএ মূস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে ॥ ৪।
বেটারে কাতিক এক পোসল মজূর।
সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝূর ॥ ৬।
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা ॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি বাঁসক সিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা ॥ ১০।

১। আই তঁা—আজি ত। শুনিয়—শুনিতেছি। পরিপাটী—পূর্ব্বাপর অনুক্রম, আনুপূর্ব্বিক ঘটনা।

২। উমগল—ছুটাছুটি করিয়া। মূস—মূষিক। ঝোরী—ঝুলি।

১-২। উমা, আজ ত বেশ আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সব শুনিতেছি। ইন্দুর আমার ঝুলি কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

৩। জীবে—জীবন ধারণ করে, খায়।

৪। সিরম—শিরে। বৈসল—বসিয়া।

৩-৪। ঝুলি কাটিয়া ইন্দুর জটা কাটিয়া খায়, মাথায় বসিয়া গঙ্গাজল পান করে।

৫। মজূর—ময়ুর।

৬। ঝূর—ঝুরে, অবসন্ন হয়।

৫-৬। বেটা কার্ত্তিক এক ময়ুর পুষিয়াছে, সেটা দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে অবসন্ন হইয়াছে।

৮। বসহা—বৃষ। গোটা—বেচারা।

৭-৮। গৌরি, তুমি যে বড় মোটা সিংহটা পুষিয়াছ সেটা দেখিয়া আমার ষাঁড় বেচারা ভয় পায়।

৯। বাঁসক—বাঁশের।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বাঁশের সিঙ্গা (বাজাইয়া) তপোবনে (মহাদেব) ধতিঙ্গা তিঙ্গা করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

৩৭

বুঢ়হু বএস হর বেসন ন ছড়লে
কী ফল বসহ ধবাই।

ভাগ ভেল শিব চোট ন লগলে
কে জান কি হোই আই ॥ ২।
বসহ পড়াএল কে জান কতএ গেল
হাড় মাল কী ভেলা।
ফুটি গেল ডামরু ভসম ছিড়িআএল
অপথে সঁপতি দুর গেলা ॥ ৪।
হমর হটল শিব তোঁহহি ন মানহ
অপনা হঠ বেবহারে।
সগরা জগত সবহুকাঁএ সুনিঅ
ঘরনিক বোল নহি টারে ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মহেসর
ই জানি ঐলাহু তুঅ পাসে।
তোহরা লগ শিব বিঘনি বিনাসব
আনক কোন তরাসে ॥ ৮।

১। বুঢ়হু—বৃদ্ধ। বেসন—স্বভাব। ছড়লে—ছাড়িলে। বসহ—বৃষ। ধবাই—ধাবিত করিয়া।

২। ভাগ—ভাগ্য। চোট—আঘাত। আই—আজি।

১-২। (হে) শিব, বৃদ্ধ বয়সে স্বভাব ছাড়িলে না, বৃষকে দৌড় করাইয়া কি ফল? হর, ভাগ্যে আঘাত লাগে নাই, কে জানে আজ কি হইত!

৩। পড়াএল—পলাইল। কতএ—কোথায়।

৪। ফুটি—ভাঙ্গিয়া। ছিড়িআএল—ছড়াইয়া পড়িল। সঁপতি—সম্পত্তি।

৩-৪। বৃষ পলাইল, কে জানে কোথায় গেল, হাড়মালা কি হইল! ডমরু ভাঙ্গিয়া গেল, ভস্ম ছড়াইয়া পড়িল, অপথে (অন্যায় আচরণে) সম্পত্তি দূর হইল।

৫। হটল—বারণ, নিষেধ। হঠ—জেদ। বেবহারে—ব্যবহার।

৬। সবহুকাঁএ—সকলের কাছে। ঘরনিক—ঘরণীর। বোল—কথা। টারে—ঠেলে।

৫-৬। হর, তুমি আপনার হঠ ব্যবহারে আমার নিষেধ মান না, সারা জগতে সকলের নিকট শুনি ঘরণীর কথা কেহ ঠেলে না।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন মহেশ্বর, এই জানিয়া তোমার নিকটে আসিলাম, হে শিব, তোমার নিকটে বিঘ্ন বিনাশিত হইবে, অন্যের কি ভয়।

৩৮

(শিব)

নিতে মোএঁ জাএঁ ভিখি আনও মাগি।
কবহু ন গেল মোরা সঙ্গহু লাগি ॥ ২।
ঝোরি আছু লেবাকে নহি উসাস।
ইপোসি হোএত পরভরক আস ॥ ৪।
এহে গউরি মোর কএঁান দোস।
বইসলে জেম গণ কএঁান ভরোস ॥ ৬।

(গৌরী)

থূল পেট ভূমি লড়এ ন পার।
সিব দেখএ ন পারহ হমর বার ॥ ৮।
খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ।
মোরে নামে ভিখি মাগি খাউ ॥ ১০।
দেখহ লোক হে অইসনি জোএ।
মনুস উপরি কইসে মাউগ হোএ ॥ ১২।
অপনা পুত কে ন জানএ কাজ।
নিঠুর ভই কত মোহু সএঁ বাজ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি দেবহ্নি দেও।
করিঅ করম জইসে হস ন কেও ॥ ১৬।
গণপতি দেখলে হোঅ কাজ।
রাএ সিবসিংহ একছত্র রাজ ॥ ১৮।

১-২। আমি নিত্য যাই ভিক্ষা মাগিয়া আনি, (গণেশ) কখনও আমার সঙ্গে যায় না।

৩-৪। ঝুলিও লইবার ক্ষমতা নাই, পরকালের আশায় উপবাসী হইয়া থাকিবে।

৫-৬। গৌরি, আমার দোষ কি ? গণ (গণেশ) বসিয়া খাইবে (তাহার) কি ভরসা ?

৭-৮। স্থূল পেট মাটীতে (পড়িয়াছে), নড়িতে পারে না, শিব, আমার ছেলেকে দেখিতে পার না।

৯-১০। বরং তাড়াইয়া দাও বাহির হইয়া যাক্, আমার নামে ভিক্ষা মাগিয়া খাক্।

১১-১২। দেখ, লোক সকল, এমন খুঁজিয়া (কপাল পাইয়াছি), মানুষ ভিক্ষুক হইলে কি হয় !

১৩-১৪। আপনার পুত্র (যদি) কাজ না জানে, নিষ্ঠুর হইয়া আমার সহিত কত কথা কহিতেছ !

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে দেবাদিদেব, এমন কর্ম্ম করিও যাহাতে কেহ না হাসে।

১৭-১৮। গণপতিকে দেখিলে কাজ (সিদ্ধ) হয়। রাজা শিবসিংহের একছত্র রাজ্য।

৩৯

(পার্ব্বতীর উক্তি)

আনে বোলব কুল অধিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দীন ॥ ২।
তোহর হমর সিব বএস ভেল আএ।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপাএ ॥ ৪।
ভল সিব ভল সিব ভল বেবহার।
চিতা চিন্তা নহি বেটা কুমার ॥ ৬।

(হরের উক্তি)

হসি হর বোলথি সুনহ ভবানী।
জনিতহু ককে দেবি হোহ অগেয়ানী ॥ ৮।
দেস বুলিএ বুলি খোজএলো কুমারী।
ছহিক সরিস মোহি ন মিলএ নারী ॥ ১০।

(কার্ত্তিকের উক্তি)

এত সুনি কাত্তিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মাএ বিআহক কাজ ॥ ১২।
নহি বিআহব রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা সপথ হমার ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি এহে ভল ভেল।
কাত্তিক বচনে কন্দল দুর গেল ॥ ১৬।
হে হর জগত বুলিএ দিঅ অভয় বরে।
জগ জনি জীবথু মহুথ মহেসরে ॥ ১৮।

১-২। অপরে বলিবে, কুল ছোট, সেই জন্য এত দিন কুমার ছিল।

৩-৪। শিব, তোমার আমার বয়স হইল, এখনও (কার্ত্তিকের) বিবাহ উপায় চিন্তা কর না ?

৫-৬। বেশ শিব, বেশ শিব, ভাল ব্যবহার, ছেলে কুমার (অথচ তোমার) চিত্তে চিন্তা নাই।

৭-৮। হর হাসিয়া বলিলেন, শুন ভবানী, তুমি জানিয়াও কেন অজ্ঞানী হও। দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুমারী খুঁজিতেছি, ওর সদৃশ নারী আমি দেখিতে পাই না।

১৩-১৪। এত শুনিয়া কার্ত্তিকের মনে লজ্জা হইল, (কহিল) মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। আমি বিবাহ করিব না, কুমার রহিব, আমার শপথ, মা কোন্দল করিও না।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহে, ইহা ভাল হইল, কার্ত্তিকের কথায় কোন্দল দূর হইল।

১৭-১৮। হে হর জগত ভ্রমণ করিয়া অভয় বর দিও, মহত্তক মহেশ্বর (রাজমন্ত্রী) যেন জগতে জীবিত থাকেন।

৪০

খেলে লখমী ভবানি রিতু বসন্ত।
গৌরি ভ্রুকুটিল দেবি করে অনন্ত ॥ ২।
ইসর নাম ধরু কোন অজ্ঞান।
ছাড়ি তুরগ বসহা পলান ॥ ৪।
জটা ভুজঙ্গম অঙ্গ চাহ।
এহন উমত গৌরা তোহর নাহ ॥ ৬।
মছ কছ বাধা বরাহ।
বামন কুবড়া তোহর নাহ ॥ ৮।

দছিনা জাচথি বলিক থান।
তব ন বরজলহ অপন কাহ্ন ॥ ১০।
কুলবিহীন তপসীক বেস।
সঙ্গ লাগি গৌরি ফিরহ দেস ॥ ১২।
তোহরা নহি সুর মুনিক লাজ।
সামি নচৌলহ কোন কাজ ॥ ১৪।
উদধিতনয়া হরু তোহর জ্ঞান।
খোজি বিয়হলহ অহির কান ॥ ১৬।
সদা বসথি জমুনাক তীর।
পরজুবতীকের হরথি চীর ॥ ১৮।
হস শিবশঙ্কর ও মুরারি।
দুহু জনিকে ভল হোইছ রারি ॥ ২০।
ভন জয়দেব হরি হরক দাস।
নীলকণ্ঠ হরি পুরথু আস ॥ ২২।

১-২। লক্ষ্মী ও ভবানী বসন্ত ঋতুতে (হোলি) খেলিতেছেন, (লক্ষ্মী) ভ্রুকুটী করিয়া দেবীকে (ভবানীকে) অনবরত (বিদ্রূপ) করিতেছেন।

৩-৪। (লক্ষ্মী কহিতেছেন) কোন অজ্ঞান ঈশ্বর নাম ধরিল (রাখিল), অশ্ব ছাড়িয়া বৃষে আরোহণ করে।

৫-৬। অঙ্গে জটা ও ভুজঙ্গ চায়, হে গৌরি, তোমার নাথ এমন উন্মত্ত।

৭-৮। (গৌরীর উত্তর) তোমার নাথ মৎস্য, কচ্ছপ, ব্যাধ, বরাহ, কুব্জ, বামন।

৯-১০। বলির নিকট দক্ষিণা বাঞ্ছা করে, তবু আপনার কানাইকে ত্যাগ করিলে না।

১১-১২। (লক্ষ্মীর উক্তি) গৌরি, (শিবের) কুলহীন তপস্বীর বেশ, তাহার সঙ্গে থাকিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ কর।

১৩-১৪। তোমার দেবতা ও মুনির লজ্জা নাই, স্বামীকে নাচাইয়া কি ফল হয়?

১৫-১৬। (গৌরীর উত্তর) সমুদ্রকন্যা, (লক্ষ্মী), তোমার জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, খুঁজিয়া গোপ কানাইকে বিবাহ করিয়াছ।

১৭-১৮। সর্ব্বদা যমুনার তীরে বাস করে, পর-যুবতীর বস্ত্র হরণ করে।

১৯-২০। শিব শঙ্কর ও মুরারি দুই জনে হাসিতেছেন, দুই জনের (লক্ষ্মী ও গৌরী) ভাল বিদ্রূপ হইতেছে।

২১-২২। হরি এবং হরের দাস জয়দেব (বিদ্যাপতির উপাধি) কহিতেছে, নীলকণ্ঠ এবং হরি আশা পূর্ণ করিবেন।

৪১

কঞ্চনে ঝোরি সিন্দুর ভরলি
ভসমে ভরু বোকান।
বসহা কেসরি ময়ুর মুসা
চারিহু পলু পলান ॥ ২।
ডিমিকি ডিমিকি ডামরু বাজই
ইসর খেলই ফাগু।
ভসমে সিন্দুরে দুয়ও খেড়া
একহি দিবস লাগু ॥ ৪।
সঞ্চায় সিন্দুর ভরু সরস্‌সতি
লছিহি ভরলি গৌরি।
ইসর ভসমে ভরু নরায়ণ
পীত বসন বোরি ॥ ৬।
এক তৌ নাঁগট অওকে তৌ উমত
ঈশর ধথুর খায়।
অওকে উমতি খেড়ি খেড়াবয়
কিছু ন বোলই যায় ॥ ৮।
গরুড় বাহন দেব নরায়ণ
বসহা চঢ়ু মহেশ।
ভনই বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল
সঙ্গহি ফিরথু দেশ ॥ ১০।

১। কঞ্চনে ঝোরি—কাঞ্চন খচিত ঝুলি। ঝোকান—ছাগ অথবা মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত থলি।

২। পলু পলান—পিঠে জিন কসিল।

১-২। সোনার ঝুলি সিন্দুরে ভরিল, চামড়ার থলি ভস্মে পুরিল। বৃষ, সিংহ, ময়ূর (ও) ইন্দুর (এই) চারি জনের পৃষ্ঠে আরোহণ সজ্জা হইল।

৩-৪। ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজাইয়া ঈশ্বর ফাগ খেলিতেছেন, এক দিনের জন্য ভস্মে সিন্দুরে ছুইয়ে খেলা।

৫-৬। সন্ধ্যার সময় গৌরী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সিন্দুরে ভরিয়া দিলেন, ঈশ্বর নারায়ণকে ভস্মে ভরিয়া দিলেন, পীত বসন (ভস্মে) ডুবাইলেন।

৭। এক তৌ—একে ত। নাঁগট—ন্যাংটা। অওকে তৌ—আবার তাহাতে। উমত—উন্মত্ত। ধথুর—ধুতুরা।

৮। উমতি—উন্মত্ত হইয়া। খেড়ি খেড়াবয়—খেলিয়া খেলায়।

৭-৮। একে ত উলঙ্গ তাহাতে আবার উন্মত্ত, ঈশ্বর ধুতুরা খায়, আবার উন্মত্ত হইয়া (ফাগ) খেলে খেলায়, কিছু বলা যায় না (তাহা বর্ণনা করা যায় না)।

৯-১০। নারায়ণ দেব গরুড়বাহন, মহেশ বৃষে আরোহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি কহে (আমি) আনন্দে গাইলাম, সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিব।

৪২

(কবির প্রার্থনা)

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিরদীশ অনাথে ॥ ২ ।
করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহুঁ পাপ অধীনে ॥ ৪ ।
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে ॥ ৬ ।
সাগর সম দুখ ভারে।
অবহু করিঅ প্রতিকারে ॥ ৮ ।
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিয় তরানে ॥ ১০ ।

২। নিরদীশ—নিরুদ্দেশ।

১-২। হে হর, তুমি প্রভু ত্রিভুবন নাথ, আমি নিরুদ্দেশ অনাথ।

৩-৪। ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ হীন পাপের অধীনে পড়িলাম।

৫। বেড়—বেড়ী, নৌকা। ধার—স্রোত।

৬। করুআর—কর্ণ, নৌকার হাল।

৫-৬। নৌকা স্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব, নৌকার হাল ধারণ কর।

৭-৮। সাগর সম দুঃখভারের এখন প্রতিকার কর।

৯-১০। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছে, সঙ্কট (হইতে) ত্রাণ কর।

৪৩

শিব শঙ্কর হে
ভলি অনুগতি ফল ভেলা।
এতএ সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহলা ॥ ২ ।
তোঁহেঁ হোএব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আসে।
জমহু সঙ্কট পুনু উপেখি হলহু জনু
সেওলাহে বড়ে পরআসে ॥ ৪ ।
শ্রবন নয়ন গেলে তনু অবসন ভেলে
যদি তোহে হোএব পরসনে।
কি করব ততিখনে হয় গজ মণি ধনে
ঝখইতে বেআকুল মনে ॥ ৬ ।

ঈঁদ চাঁদ গন হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভগত বছল প্রভু বান মহেসর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও জমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোঅও তুঅ পরসাদে ॥ ১০।

১। ভলি—ভাল। অনুগতি—অনুগত শব্দের বিশেষ্য পদ।

২। এতএ—এখানে। সঙ্গতি—সম্বন্ধ। এতি—এত। পরতর—পরলোক। কোন গতি—কিরূপে।

১-২। হে শিব শঙ্কর, অনুগতির ভাল ফল হইল। এখানে এই সম্বন্ধ, পরলোকে কি গতি হইবে? মনোরথ মনেই রহিল।

৩। পরসন—প্রসন্ন। বহলি—বহিল।

৪। হলহ—যাইও। সেওলাহে—সেবা করিলাম। পরআসে—প্রয়াসে।

৩-৪। তুমি প্রসন্ন হইবে, অমূল্য ধন পাইব, এই আশায় জন্ম বহিল। যম সঙ্কটে যেন উপেক্ষিয়া যাইও না (মৃত্যুর সময় যেন ভুলিও না), বড় প্রয়াসপূর্ব্বক সেবা করিয়াছি।

৬। ততিখনে—তখন, সে সময়। গঅ—গজ। ঝখইতে—শোকচিন্তা করিতে। মণিধনে—সম্পদে, পাঠান্তর।

৫-৬। চক্ষুকর্ণ গেলে, তনু অবসন্ন হইলে, যদি তুমি প্রসন্ন হইবে, তখন অশ্ব গজ মণি ধনে কি করিব, শোক চিন্তায় মন ব্যাকুল (হইবে)।

৭। ঈঁদ—ইন্দ্র। গন—গণপতি। দেবা—দেবতা।

৮। বছল—বৎসল। বান মহেসর—বিদ্যাপতি ঠাকুরের নিবাস স্থান বিসপী গ্রাম হইতে উত্তরে ভেড়বা নামক গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেব আছেন। সেই মন্দিরে গিয়া বিদ্যাপতি মহাদেবের উপাসনা করিতেন প্রবাদ আছে।

৭-৮। ইন্দ্র চন্দ্র গণেশ কমলাসন হরি সকল দেবতাকেই আমি ত্যাগ করিলাম, বাণ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম।

৯। ছাড়ও—ছাড়ুক।

১০। তথিহু—তাহাতে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, আমার মন (মনোরথ) পূর্ণ কর, যমের ত্রাস ছাড়ুক (যমাতঙ্ক নিবারণ কর); আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ, তোমার প্রসাদে সব হয়।

৪৪

এ হর গোসাঞে নাথ তোহর
সরন কএলঞো।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব
পছাঁ জে জত কএলঞো ॥ ২।
কপট মহ পড়ু কলেবর
গিড়ল মঅন গোহে।
ভল মন্দ সবে কিছু ন গুনল
জনম বহল মোহে ॥ ৪।
কএল উচিত ভেল অনউচিত
মনে মনে পচতাবে।
আবে কি করব সিরে পএ ধুনব
গেল দিনা নহি আবে ॥ ৬।
অপথ পথ চরন চলাওল
ভগতি মন ন দেলা।
পরধনি ধন মানস বাঢ়ল
জনম নিফলে গেলা ॥ ৮।
চরিত চাতর মন বেআকুল
মোর মোর অনুবন্ধা।

পুত কলত্ত সহোদর বন্ধব
অন্তকাল সবে ধন্ধা ॥ ১০।
ভন বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর
কইলি তোহরি সেবা।
এতএ জে বরু সে বরু করব
ওতএ সরন দেবা ॥ ১২।

দেবরাজবিজয় ছন্দ। ২৫ হইতে ২৮ মাত্রা।

১-২। হে হর গোসাঞি, নাথ, তোমার শরণ (গ্রহণ) করিলাম। পূর্ব্বে যাহা কিছু করিয়াছি কিছু ধরিবে না (মনে করিবে না) সব ভুলিয়া যাইবে।

৩। গিড়ল—গিলিল। গোহে—গ্রাহ, হাঙ্গর।

৩-৪। দেহ কপটের মধ্যে পড়িল, মদন হাঙ্গর গ্রাস করিল, ভাল মন্দ কিছু না গণিয়া জন্ম বহিয়া গেল।

৬। সিরে পএ ধুনব—মাথা খুঁড়িব।

৫-৬। উচিত করিতে অনুচিত করিলাম, মনে মনে পশ্চাত্তাপ হইল। এখন কি করিব, মাথা খুঁড়িব, গত দিন (ফিরিয়া) আসে না।

৭-৮। অপথে চরণ চালাইলাম, ভক্তিতে মন দিলাম না। পররমণী ও পরধনে মানস বাড়িল, জন্ম নিষ্ফলে গেল।

৯-১০। চাতুরীতে (আমার) চরিত্র মন ব্যাকুল ছিল, আমার সেই চেষ্টা ছিল। পুত্র কলত্র সহোদর বান্ধব অন্তকালে সকলই সংশয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহে, শুন শঙ্কর, তোমার সেবা করিলাম, এখানে (ইহলোকে) যাহা হয় করিও, ওখানে (পরলোকে) শরণ দিও।

নেপালের পুঁথির ভণিতা—

ভনে বিদ্যাপতি সুন মহেসর
তৈলোক আন ন দেবা।
চন্দল দেবি পতি বৈদ্যনাথ গতি
চরন সরন মোহি দেবা ॥

গঙ্গা গীত।

১

বড় সুখ সাধে পাওল তুয় তীরে।
ছাড়ইতে নিকট নয়ন বহ নীরে ॥ ২।
কর জোড়ি বিনমওঁ বিমল তরঙ্গে।
পুন দরসন হোইহ পুনমতি গঙ্গে ॥ ৪ ॥
এক অপরাধ খেমব মোর জানী।
পরশল মাএ পাএ তুয় পানী ॥ ৬।
কি করব জপ তপ জোগ ধেআনে
জনম কৃতারথ একহি সনানে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সমদওঁ তোহী।
অন্তকাল জনু বিসরহ মোহী ॥ ১০।

১-২। বড় সুখ সাধে তোর তীর প্রাপ্ত হইলাম, নিকট ছাড়িতে (তোমার তীর ত্যাগ করিতে) চক্ষে অশ্রু বহিতেছে।

৩। বিনমওঁ—মিনতি করি।

৩-৪। বিমল তরঙ্গে পুণ্যবতি গঙ্গে, কর যোড় করিয়া মিনতি করি পুনর্ব্বার যেন দর্শন হয় (পাই)।

৬। মাএ—মাতঃ। পাএ—পদে।

৫-৬। মাতঃ আমার এক অপরাধ জানিয়া ক্ষমা করিবে, তোর জল (আমি) পায়ে স্পর্শ করিয়াছি।

৭-৮। জপ তপ যোগ ধ্যানে কি করিবে? একবার মাত্র স্নানে জন্ম কৃতার্থ হয়।

৯। সমদওঁ—নিবেদন করি।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, তোকে নিবেদন করি, অন্তকালে যেন আমাকে ভুলিস্ না।

২

সুরসুরি সেবি মোয়া কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥ ২।
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সুন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥ ৪।
উঠবহ বনিআঁ তোঁ হাট বজারে।
এহি পথ আয়োত সুরসরি ধারে ॥ ৬।
ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লাওতাহ সুরসরি ধারে ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন বিমল তরঙ্গে।
অন্ত শরন দেব পুনমতি গঙ্গে ॥ ০।

১। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা। সেবি—সেবা।

২। পুনমতি—পুণ্যবতী। লয়—লইয়া।

১-২। আমার গঙ্গাসেবা কিছুই হইল না, পুণ্যবতী গঙ্গা ভগীরথ লইয়া গেলেন।

৩। কয়ল—করিলেন।

৪। সুন—শূন্য।

৩-৪। যখন মহাদেব গঙ্গা দান করিলেন (তখন) জটা শূন্য হইল ও চন্দ্র মলিন হইল।

৫। উঠবহ—উঠাও। বনিআঁ—বণিক।

৬। আয়োত—আসিবে।

৫-৬। বণিক, তুমি হাট বাজার উঠাও, এই পথে গঙ্গাধারা আসিবে।

৭। ছিতনী—ধামা, ধুচুনী। কপার—কপাল, মাথা।

৮। লাওতাহ—আনিবে।

৭-৮। (বণিকের উত্তর) ছোট খাট ভগীরথ, ধুচুনীর মত মাথা, সে গঙ্গাধারা কি আনিবে?

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, হে বিমলতরঙ্গে পুণ্যবতী গঙ্গে, অন্তকালে শরণ দিবে!

৩

ব্রহ্ম কমণ্ডলু বাস সুবাসিনি
সাগর নাগর গৃহবালে।
পাতক মহিষ বিদারণ কারণ
ধৃত করবাল বীচি মালে ॥ ২।
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
শরণাগত ভয় ভঙ্গে ॥ ৪।
সুরমুনিমনুজরচিত পূজোচিত
কুসুম বিচিত্রিত তীরে।
ত্রিনয়ন মৌলি জটাচয় চুম্বন
ভূতি ভূষিত সিত নীরে ॥ ৬।
হরিপদকমলগলিত মধুসোদর
পুণ্য পুনিত সুর লোকে।
প্রবিলসদমরপুরীপদ দান
বিধান বিনাশিত শোকে ॥ ৮।
সহজদয়ালুতয়া পাতকি জন
নরক বিনাশ নিপুণে।
রুদ্রসিংহ নরপতি বরদায়ক
বিদ্যাপতি কবি ভণিতগুণে ॥ ১০।

নানাবিষয়ক পদাবলী।

১

তাত বচনে বেকলে বন খেপল
জনম দুখহি দুখে গেলা।
সীঅক সোগেঁ স্বামি সন্তাপল
বিরহে বিখিন তন ভেলা ॥ ২।
মন রাঘব জাগে।
রাম চরন চিত লাগে ॥ ৪।
কনক মিরিগি মারি বিরাধ বধল বালি
বানর সেন বটুরাই।
সেতু বন্ধ দিঅ রাম লঙ্ক লিঅ
রাবন মারি নড়াই ॥ ৬।
দশরথনন্দন দশশিরখণ্ডন
তিহুঅন কে নহি জানে।
সীতা দেবিপতি রাম চরণ গতি
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮।

১। বেকলে—বঙ্কলে।

২। সীঅক—স্ত্রীর। সোগেঁ—শোকে।

১-২। পিতার বচনে বঙ্কল ধারণ করিয়া বনে কালক্ষেপন করিল, জন্ম দুঃখে দুঃখে গেল; স্ত্রীর শোকে স্বামী সন্তাপিত হইল, বিরহে তনু ক্ষীণ হইল।

৩-৪। মনে রাঘব জাগিতেছে, রামচরণ চিত্তে লাগিয়া রহিয়াছে।

৫। বটুরাই—সঞ্চয় করিল।

৬। নড়াই—ফেলিল।

৫-৬। কনক মৃগ মারিয়া বালি ও বিরাধকে বধ করিল, বানর সেনা সঞ্চয় করিল। সেতু বন্ধ দিল, রাম লঙ্কা লইল, রাবণকে মারিয়া ফেলিল।

৭-৮। দশরথনন্দন দশশিরখণ্ডনকে ত্রিভুবনে কে না জানে? কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, সীতা-দেবীর পতি রামের চরণ (আমার) গতি।

২

কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
রিতু বসন্ত বিদেস বালভু
মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ ॥ ২।
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিশি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পাবিয়
সুমরি সুমরি পিয়া সঙ্গ সাজনিআ ॥ ৪।
মোর দাদুর সোর অহোনিসি
বরিস বুঁদ সবুন্দ।
বিষম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত সাজনিআ ॥ ৬।
সুমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কত সুবানি।
সিসির সুভ দিন রাম রঘুবর আওব
তুয় গুন জানি সাজনিআ ॥ ৮।

১। মুদিত—মোদিত, আনন্দিত।

১-২। কুসুম রস (পানে) মধুকর অত্যন্ত আনন্দিত, কোকিল পঞ্চম গায়, বসন্ত ঋতুতে বল্লভ বিদেশে, সজনি, মানস দশ দিকে ধাবিত হইতেছে (ব্যাকুল হইয়াছে)।

৩। তমোল—তাম্বুল। তাপন—অগ্নির উত্তাপ (শীতকালে অগ্নির উত্তাপ সেবন)।

৪। পাবিয়—পাই।

৩-৪। তেল (মস্তকে), তাম্বুল (মুখে), অগ্নির উত্তাপ (শীতকালে), নিশাকালে সুখস্বপ্নের রঙ্গ (নিদ্রা), সজনি, প্রিয়তমের সঙ্গ স্মরণ করিয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম।

৫। মোর—ময়ূর। বুঁদ সবুন্দ—বিন্দু বিন্দু। সোর—রব।

৫-৬। ময়ূর দর্দ্দূর অহর্নিশি রব করিতেছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতেছে; সজনি, বিষম বর্ষাকালে রঘুবর বিনা বিরহিনীর জীবন অন্ত হইল।

৭৮। সুন্দরি, ধৈর্য্য থাকিলে সকল সিদ্ধি মিলে, কান্তের মধুর বাণী শুনিবে, সজনি, শীতকালের শুভ দিনে রাম রঘুবর তোর গুণ জানিয়া (স্মরণ করিয়া) আসিবে।

৩

(বিক্রমের উক্তি)

কীর কুটিল মুখ ন বুঝ বেদন দুখ
বোল বচন পরমানে।
বিরহ বেদন দহ কোক করুণ সহ
সরুপ কহত কে আনে ॥ ২।
হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলো।
জোহইতে ধাবও কতহু ন পাবও
মুরছি খসওঁ কত বেলী ॥ ৪।
গিরি নরি তরুঅর কোকিল ভ্রমর বর
হরিন হাথি হিমধামা।
সভক পরওঁ পয় সবে ভেল নিরদয়
কেও ন কহে তসু নামা ॥ ৬।
মধুর মধুর ধুনি নেপুর রবসুনি
ভমওঁ তরঙ্গিনি তীরে।
মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল
নয়ন বিমুঞোঁ নীরে ॥ ৮।
হরি হরি কোন পরি মিলতি সে পরসনি
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
লখিমা দেবিপতি সকল সুজন গতি
নৃপ শিবসিংহ রস জানে ॥ ১০।

১-২। সত্য কথা কহিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ, বেদন দুঃখ বুঝে না, চক্রবাক বিরহ বেদনে দগ্ধ, কাতরতা সহ্য করে, অপর কে সত্য কহিবে?

৩। উরবসি—উর্ব্বশী।

৪। জোহইতে—খুঁজিতে। বেলী—বার।

৩-৪। হায় হায়, আমার উর্ব্বশী কি হইল, অন্বেষণ করিবার তরে ধাবিত হইতেছি, কোথাও পাই না, কত বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি।

৫-৬। গিরি, নদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র, সকলের পায় পড়িতেছি, সকলে নির্দ্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে না।

৭-৮। মধুর মধুর ধ্বনি নূপুর রব শুনিয়া তরঙ্গিণী তীরে ভ্রমণ করি, আমার কপালে কলহংস নাদ হইল, নয়নে অশ্রু ত্যাগ করি।

৯-১০। হায় হায়, কেমন করিয়া সে প্রসন্ন হইয়া মিলিবে? বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, লখিমা দেবীর পতি, সকল সুজনের গতি নৃপ শিবসিংহ রস জানেন।

৪

কুন্দ পরিমল সঙ্গ সুন্দর
নব্য পল্লব পূজিতে।
কামদৈবত কর্ম্ম নির্ম্মিত
কোকিলাকলকূজিতে ॥ ২।
দেহি নবীন দেব দৈব সমীর
বিভ্রতি বোধতি বিভ্রমে।
মাধবী লতয়া সমং
পরিনৃত্যতীব বনদ্রুমে ॥ ৪।

মাধব মাস মধু সময়ে।
রাজতি রাধা রভসময়ে ॥ ৬।
বিরহি চিত্ত বিভেদ লক্ষণ
চূত মুকুল ভয়ঙ্করে।
পাটলা মধুলব্ধ মধুকর নিকর
নাদ মনোহরে ॥ ৮।
চন্দ্র চন্দন কুঙ্কুমা গুরুহার
কুন্তল মণ্ডিতা।
হার ভার বিলাস কৌশল
নিধুবন ক্ষণ পণ্ডিতা ॥ ১০
কুলিশকঠিনা কঠিন মানস
সাবসীদতি সুন্দরী।
দুর্ব্বলাতি দুরাশয়া বরবেদি
মধ্য কৃশোদরী ॥ ১২।
গচ্ছ গচ্ছ বদন্তি কিন্তব
সানুজীবতি কামিনী।
পদ্মমিব মধুপাবলী নব শস্ত্র
মিবা মধুযামিনী ॥ ১৪।
অন্যথা সা শরণমেষ্যতি
বিরহি খেদ নিবারণম্।
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
সিদ্ধ মিদ্ধ মিবারণম্ ॥ ১৬।
ভূমিপতি শিবসিংহ দেবমনস্ত
বিক্রম সাহসং।
সুকবি বিদ্যাপতি নিবেদিত
মুদিত কাম কলারসং ॥ ১৮।

৫

মাই হে বালন্তু অবহু ন আব।
জাহি দেস সখি ন মনোভব ভাব ॥ ২।
তরুণ শাল রসাল কানন
কুঞ্জ কুড্মল পুষ্পিতে।
পদ্ম পাটলি পরম পরিমল
বকুল সকুল বিকশিতে ॥ ৪।
অরুণ কিসলয় রাগ মুদ্রিত
মঞ্জরী ভর লম্বিতে।
মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মুদ্রিত
লোভ চুম্বন চুম্বিতে ॥ ৬।
চুম্বতি মধুকর কুসুম পরাগ।
কোরক পরসে বাঢ়ল অনুরাগ ॥ ৮।
চৌদিস করএ ভৃঙ্গ ঝঁকার।
সে সুনি বাঢ়য় মদন বিকার ॥ ১০।
চীর চন্দন চন্দ্রতারক
পাবকো সম মানসে।
হার কালভুজঙ্গমেব হি বিষ সরস
ঘন রস চয় বিসে ॥ ১২।
মানিনী মন মানহারক
কোকিলারব কলকলে।
বহএ মারুত মলয় সংযুত
সরল সৌরভ শীতলে ॥ ১৪।
শীতল দখিন পবন বহ মন্দ।
তা তনু তাবএ চান্দন চন্দ ॥ ১৬।
হৃদয় হার ভেল ভুজগ সমান।
কোকিল কলরবে পিড়ল পরান ॥ ১৮।
শরদ নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সুবক্ত্র
সুন্দর লোচনী।
কথং সীদতি সুন্দরী
প্রিয় বিরহ দুঃখ বিমোচিনী ॥ ২০।
তাহি ভর তরুণ পয়োধর ধনী।
ওজা শঙ্কর কৃষ্ণজনী ॥ ২২।

অবসর পাঁউতি এতি খনে।
বিদ্যাপতি কবি সুদৃঢ় ভনে॥ ২৪।

——

৬

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু সসি খণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালে ঝপলা॥ ২।
অভিসারিনি হে কপট করহ কাঁ লাগী।
কোন পুরুষ গুনে লুবুধ তোহর মন
রয়নি গমউলহ জাগী॥ ৪।
কারনে কোন অধর ভেল ধূসর
পুনু কোনে আরতি দেলা।
দূধক পরস পবার ধবল ভেল
অরুন মজিঠ ভএ গেলা॥ ৬।
নবি পঞোনারি গজেঁ গঞ্জি নড়াইলি
পরসলি সূর কিরনে।
অইসন দেখিঅ তনু কপট করহ জনু
বেকত নুকাওব কোনে॥ ৮।
দশ অবধান ভন পুরুষ পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলম সাহ পহু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা॥ ১০।

১। লেপলা—লিপ্ত রহিয়াছে। পঙ্ক—চন্দন।

২। সসিখণ্ড—চন্দ্রকলা। ঝপলা—ঢাকিয়াছে।

১-২। গৌরবর্ণ পয়োধরে সুন্দর নখরেখা (তাহার উপর) কস্তুরী ও চন্দন লিপ্ত রহিয়াছে, যেন সুমেরু (শিখরে) চন্দ্রকলা উদিত হইল, জলধর জাল (তাহাকে) আচ্ছন্ন করিয়াছে।

৩। কাঁ—কিসের, কোন।

৪। লুবুধ—লুব্ধ।

৩-৪। হে অভিসারিণি, কিসের লাগিয়া কপট করিতেছ? কোন পুরুষের গুণে তোমার মন লুব্ধ হইয়াছে, রজনী জাগিয়া যাপন করিয়াছ?

৫। আরতি—(প্রেম মূলক)।

৬। পবার—প্রবাল। মজিঠ—মঞ্জিষ্ঠা, ঈষৎ লোহিতবর্ণ লতা বিশেষ।

৫-৬। কোন কারণে অধর ধূসর হইল, আবার কে প্রেমাতিশয্যে দুঃখ দিল। দুধের স্পর্শে প্রবাল ধবল হইল (এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে), অরুণের বর্ণ মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় হইয়া গেল।

৭। নবি (নব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ)—নবীনা। পঞোনারি—পদ্মনাল, মৃণাল। গজেঁ—গজেন, গজদ্বারা। নড়াইলি—নিক্ষিপ্ত হইলি।

৮। কোনে—কোন উপায়ে।

৭-৮। গজগঞ্জিত (দলিত) নবীন মৃণালতুল্য নিক্ষিপ্ত হইলি, অথবা সূর্য্য কিরণকে স্পর্শ করিয়াছিস্ (সূর্য্যালোকে মৃণাল শুকাইয়া যায়)। অঙ্গ এরূপ দেখিতেছি (সূর্য্য কিরণালোকে মলিন মৃণাল তুল্য), কপট করিও না, (যাহা) ব্যক্ত (তাহা) কোন উপায়ে গোপন করিবে?

৯। গুনি—মনে করিয়া, স্মরণ করিয়া।

৯-১০। দশ অবধান কহিতেছে, পুরুষের প্রেম মনে করিয়া (তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া) প্রথম সমাগম হইল। (হে) ভাবিনি, আলম শাহ প্রভুকে ভজিয়া থাক (তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত হও) (যেমন) কমলিনী ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে।

মৈথিল পুঁথিতে টীকা আছে, "বিদ্যাপতিকাঁ উপাধি দশাবধান ছল যে দিল্লী দরবারসে ভেটল ছল"—বিদ্যাপতির উপাধি দশাবধান ছিল যাহা দিল্লী দরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে বন্দী শিবসিংহকে দিল্লীর বাদশাহ বিদ্যাপতির গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মুক্ত করিয়া দেন। এই প্রবাদের যাথার্থ কতক এই পদ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। আলম শাহ কে ঠিক বলিতে পারা যায়

না। আলমশাহ নাম ও উপাধি দুই হইতে পারে। আলমশাহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নরপতি।

পদকল্পতরুর প্রথম শাখার দশম পল্লবে এই পদ ভণিতাশূন্য আকারে আছে।—

অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোহাঁরি মন
রজনী গোঙাঅলি জাগি॥
জনু পদ্মাগী গজগে জল ঢালয়
পরশল সুরকিল মনে।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত লুকাঅত কোণে॥
দুধক পরশে পঙার ধবল ভেল
অরুণ কিরণ কোন কেল।
গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল॥

বিদ্যাপতির অনেক পদের অর্থ যে ইদানী এদেশে লোকে বুঝিতে পারিত না তাহা এই পদের পাঠ বিকৃতি হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক স্থলের অর্থ একেবারেই গ্রহণ করা যায় না। 'ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু' এই চরণে 'নাত' শব্দ মৈথিল 'লাথ' শব্দ। 'কপট' ও 'লাথ' উভয় শব্দের অর্থ এক।

৭

সাজনি নিহুরি ফূফূ আগি।
তোহর কমল ভ্রমর দেখল
মদন উঠল জাগি॥ ২।
জোঁ তোঁহ ভাবিনি ভবন জৈবহ
ঐবহ কোনঁহু বেলা।
জোঁ ঈ সঙ্কট সোঁ জী বাঁচত
হোয়ত লোচন মেলা॥ ৪।
ভন বিদ্যাপতি চাহথি জে বিধি
করথি সে সে লীলা।
রাজা শিবসিংহ বন্ধন মোচন
তখন সুকবি জীলা॥ ৬।

১। নিহুরি—হেঁট হইয়া। ফূফূ—ফুঁ দিতেছ।

১-২। সজনি, হেঁট হইয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতেছ, তোমার (কুচ) কমল ভ্রমর দেখিল, মদন জাগিয়া উঠিল।

৩। জৈবহ—যাইবে। ঐবহ—আসিবে।

৪। জী—জীবন।

৩-৪। ভাবিনি, তুমি যদি গৃহে যাইবে, কোন সময় আসিবে? যদি এই সঙ্কট হইতে জীবন রক্ষা পায় (তাহা হইলে) নয়নের মিলন (দেখা) হইবে।

৫-৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, বিধি যাহা চাহেন সেই সেই লীলা করেন, রাজা শিবসিংহের বন্ধন মোচন হইলে তখন সুকবি (বিদ্যাপতি) জীবন প্রাপ্ত হইবেন।

৮

নীল কলেবর পীত বসন ধর
চন্দন তিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত
তথিহি উদিত শশিকলা॥ ২।
হরি হরি অনতয় জনু পরচার।
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার॥ ৪।
উত্তর।
পুরুব দেখল পয় সপনে ন দেখিঅ
ঐসনি ন করবি বুধা।
রস সিঙ্গার পার কে পাওত
অমোল মনোভব সিধা॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি অরে বরজৌবতি
জানল সকল মরমে।
শিবসিংহ রায় তোরা মন জাগল
কাহ্ন কাহ্ন করসি ভরমে॥ ৮।

১। ধর—ধারী, ধারণ করিয়াছে।

২। তথিহি—তাহাতে।

১-২। নীলকলেবর, পীতবসনধারী, ধবল চন্দন তিলক, (যেন) শ্যামবর্ণ মেঘে সৌদামিনী মণ্ডিত, তাহাতে শশিকলা উদিত হইয়াছে।

৩। অনতয়—অন্যত্র। জনু—না। পরচার—প্রকাশ করিও।

৩-৪। হরি হরি, অন্যত্র প্রকাশ করিও না, আমি স্বপ্নে নন্দকুমারকে দেখিয়াছি।

৫। বুধা—বুদ্ধি।

৬। অমোল—অমূল্য। সিধা—সিদ্ধি।

৫-৬। পূর্ব্বে দেখ নাই, স্বপ্নে দেখিয়াছ এরূপ বুদ্ধি করিও না। শৃঙ্গার রসের পার কে প্রাপ্ত হয়, মদনের সিদ্ধি অমূল্য।

৭। মরমে—মর্ম্ম, মর্ম্মকথা।

৮। জাগল—জাগিল, উদয় হইল। ভরমে—ভ্রমে।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, হে যুবতীশ্রেষ্ঠ, সকল মর্ম্মকথা জানিলাম। রাজা শিবসিংহ তোর মনে উদয় হইল, ভ্রমে কানাই কানাই করিতেছিস্।

৯

শিবসিংহের সিংহাসনারোহণ।

অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরবএ
সক সমুদ্দ কর আগনি সসা।
চৈত কারি ছঠি জেঠা মিলিও
বার বেহপ্পএ জাউলসী ॥ ২।
দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ
অদ্ধাসন সুররাএ সরু।
দুহু সুরুতান নীন্দে অবে সোঅউ
তপন হীন জগ তিমিরে ভরু ॥ ৪।
দেখহু ও পৃথিমী কে রাজা
পৌরুস মাঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর
দেবসিংহ সুরপুর চলিও ॥ ৬।
এক দিস সকল জবন বল চলিও
ওকা দিস সে জম রাএ চরু।
দুঅও দলটি মনোরথ পূরেও
গরুঅ দাপ সিবসিংহে করু ॥ ৮।
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পূরেও
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারন
সুরগন সতে গগন ভরু ॥ ১০।
আরম্ভিঅ অন্তেঠ্ঠি মহামখ
রাজসূয় অসমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ
জাচককাঁ ঘর দান কঁহা ॥ ১২।
বিজ্জাবই কবিবর এহু গাবএ
মানব মন আনন্দ ভএও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠ্ঠো
উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গএও ॥ ১৪।

২৯৩ লক্ষ্মণ নরপতি (লক্ষ্মণাব্দ), ১৩২৪ শকে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মিলিত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় (জাউলসী—যাইবার সময়, অর্থাৎ দিবাবসান কালে) দেবসিংহ পৃথিবী ছাড়িয়া সুররাজের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইলেন। দুই সুলতান (রাজা) এখন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, তপনশূন্য জগৎ অন্ধকারে ভরিল (রাজা দেবসিংহের মৃত্যুতে প্রজার হৃদয় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তপনরাজ অস্তমিত হওয়াতে জগৎ অন্ধকারাবৃত হইল)। পৃথিবীর রাজা পুরুষদিগের মধ্যে পুণ্যবল দেখাইল; সত্যবলে দেবসিংহ গঙ্গায় মিলিত কলেবর হইয়া সুরপুরে চলিলেন। একদিকে যবনের সৈন্য

সকল চলিল (আসিল), একদিক হইতে যমরাজের (সৈন্য) আসিল, শিবসিংহ গুরুতর প্রতাপ (প্রকাশ) করিয়া উভয় দলের মনোরথ পূর্ণ হইতে (দিলেন না); (অর্থাৎ পিতাকে অন্তিমকালে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া যমভয় নিবারণ করিলেন ও যবনসৈন্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন)। কল্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া দিক্ পূর্ণ হইল, আকাশে সুন্দর দুন্দুভি ধ্বনি হইল। বীরশিরোমণিকে দেখিবার জন্য দেবতাগণ আকাশ পূর্ণ করিয়া শোভিত হইলেন। আরম্ভ অন্ত্যেষ্টি (আদ্য) শ্রাদ্ধ যজ্ঞের তুলনায় রাজসূয় অশ্বমেধ বা কোথায়? পণ্ডিতের ঘরে আচারের এবং যাচকের ঘরে দানের প্রশংসা হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবিবর এই গান করিতেছে, মানবের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, (লোকে) উৎসবে বিষাদ ভুলিয়া গেল।

১০

শিবসিংহের যুদ্ধ।

দূর দুগ্‌গম দমসি ভঞ্জেও
গাঢ় গঢ় গূঢ়ীঅ গঞ্জেও
পাতিসাহ সসীম সীমা
সমর দরসেও রে॥ ১।
ঢোল তরল নিশান সদ্দহি
ভেরি কাহল সঙ্খ নদ্দহি
তীনি ভুঅন নিকেত
কেতকি সন ভরিও রে॥ ২।
কোহে নীরে পয়ান চলিও
বায়ু মধ্যে রায় গরুও
তরণি তেঅ তুলাধার
পরতাপ গহিও রে॥ ৩।
মেরু কনক সুমেরু কম্পিয়
ধরণি পূরিয় গগন ঝম্পিয়
হাতি তুরয় পদাতি পয়ভর
কমন সহিও রে॥ ৪।
তরল তর তরবারি রঙ্গে
বিজ্জুদাম ছটা তরঙ্গে
ঘোর ঘন সঙ্ঘাত
বারিস কাল দরসেও রে॥ ৫।
তুরয় কোটি চাপ চূরিয়
চার দিস চৌ বিদিস পূরিয়
বিষম সার আসার
ধারা ধোরনী ভরিও॥ ৬।
অন্ধ কুঅ কবন্ধ লাইঅ
ফেরবি ফফ্‌ফরিস গাইঅ
রুহির মত্ত পরেত ভূত
বেতাল বিছলিও॥ ৭।
পার ভই পরিপন্থি গঞ্জিঅ
ভূমি মণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিঅ
চারু চন্দ্র কলেব কীত্তি
সুকেত কী তুলিও।॥ ৮।
রাম রূপে স্বধম্ম খিখ্অ
দান দপ্পে দধাচি রংখিঅ
সুকবি নব জয়দেব
ভনিও রে॥ ৯।
দেবসিংহ নরেন্দ্র নন্দন
শক্রু নরবই কুল নিকন্দন
সিংহ সম সিবসিংহ রায়া
সকল গুনক নিধান গণিও রে॥ ১০।

১। দুগ্‌গম—দুর্গম। দমসি—আঘাত করিয়া। গূঢ়ীঅ—কঠিন। গঞ্জেও—তুচ্ছ জ্ঞান করিল। গাঢ়, কঠিন, দুরন্ত, দুর্গম গঢ় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বাদশাহের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত সমর দৃষ্ট হইল।

২। নিশান—নিঃস্বন। সদ্দহি—শব্দিত হইল। কাহল—ডঙ্কা। নদ্দহি—নিনাদিত হইল। সন—সম, তুল্য।

ঢোলের তরল নিঃস্বন শব্দিত হইল, ভেরী, ডঙ্কা, শঙ্খ নিনাদিত হইল। ত্রিভুবন নিকেতন কেতকী তুল্য (সৌরভে) পূর্ণ হইল।

৩। কোহে—কোহ্, কুশ, পর্ব্বত। পয়ান—প্রয়াণ। তরণি—সূর্য্য। তেঅ—তেজ। তুলাধরে—তুল্য। গহিও—গ্রহণ করিল।

পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত জলের (ন্যায়), বায়ুমধ্যে গরুড় রাজের (ন্যায়) প্রয়াণ করিল, সূর্য্যের তেজ তুল্য প্রতাপ গ্রহণ করিল।

৪। ঝম্পিয়—গর্জ্জন করিল। তুরয়—তুরঙ্গ। পয়ভর—পদভর। কমন—কওন কে।

স্বর্ণগিরি সুমেরু কাঁপিল, ধরণী পূর্ণ হইল, আকাশে গর্জ্জিল। হস্তী অশ্ব পদাতিকের পদভর কে সহ্য করিবে?

৫। তরবারি রঙ্গে তরলতর বিদ্যুদ্দাম ছটা তরঙ্গিত হইল, ঘোর ঘন সংঘাতে বর্ষাকালের (ন্যায়) দৃষ্ট হইল।

৬। চাপ—অশ্বক্ষুরের চাপ। ধোরনী—ধরণী।

কোটি অশ্বের পদাঘাতে (ধরণী) চূর্ণ হইল, বিষম শর আসারে অষ্ট দিগ্বিদিক পূর্ণ হইল, (যেন বৃষ্টি) ধারায় ধরণী পূর্ণ হইল।

৭। কূঅ—কূপ। নাইঅ—নিক্ষেপ করিল। ফেরবি—শৃগাল। ফক্ফরিস—ফেউ, শৃগাল রব। বিছলিও—বাছিতে লাগিল।

অন্ধ কূপে কবন্ধ নিক্ষেপ করিল, শৃগাল রব করিতে লাগিল, রুধিরমত্ত প্রেত ভূত বেতাল বাছিতে লাগিল (শব বাছিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল)।

৮। ভই—হইয়া। পরিপন্থি—শত্রু। কলেব—কলা ইব। সুকেত—সুকৃতি।

পার হইয়া (সমরাঙ্গন উত্তীর্ণ হইয়া) শত্রুকে গঞ্জনা করিল, ভূমিমণ্ডল মুণ্ডে মণ্ডিত করিল, চারু চন্দ্র কলা তুল্য সুকৃতির কীর্ত্তি তুলিল।

৯। রাম রূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিল, দান ধর্ম্মে দধীচিকে জ য় (য জয়) করিল, সুকবি নব জয়দেব (বিসপী গ্রামের দান পত্রে বিদ্যাপতির কবি অভিনব জয়দেব উপাধি আছে) কহিল।

১০। নরবই—নরপতি।

দেবসিংহ নরেন্দ্রের নন্দন, শত্রুনরপতিকুল নির্ম্মূলকারক সিংহ সম শিবসিংহ রাজাকে সকল গুণের নিধান গণনা করিবে।

১১

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ ॥ ২।
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
আব ভেলহু হম আয়ু বিহীন ॥ ৪।
সমটু সমটু নিঅ লোচন নীর।
ককরহু কাল ন রাখথি থীর ॥ ৬।
বিদ্যাপতি সুগতিক প্রস্তাব।
ত্যাগ কে করুণা রসক স্বভাব ॥ ৮।

১-২। বত্রিশ বৎসর পরে শ্যামবর্ণ শিবসিংহ ভূপকে আমি স্বপ্নে দেখিলাম।

৩-৪। অনেক প্রাচীন গুরুজন দেখিলাম, এখন আমার আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিল।

৫-৬। নিজের চক্ষের জল মুছিয়া মুছিয়া ফেলি, কাল কাহারও (জীবন) স্থির রাখে না।

৭-৮। বিদ্যাপতির সুগতির প্রস্তাব (হউক)। স্বাভাবিক করুণ রস কে ত্যাগ করিতে পারে?

১২

দুল্লহি তোহরি কতএ ছথি মায়।
কহু ন ও আবথু এখন নহায় ॥ ২।
বৃথা বুঝথু সংসার বিলাস।
পল পল নানা তরহক ত্রাস ॥ ৪।
মায় বাপ জোঁ সদগতি পাব।
সন্ততি কাঁ অনুপম সুখ আব ॥ ৬।

বিদ্যাপতি আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল ত্রয়োদশি জান ॥ ৮।

১-২। দুল্লহি (কন্যে), তোমার মা কোথায়? এখনও স্নান করিয়া আসিল না কেন?

৩-৪। সংসার বিলাস বৃথা বুঝুক, পলে পলে নানা প্রকারের ত্রাস।

৫-৬। বাপ মা যদি সদ্গতি পায়, সন্ততির অনুপম সুখ হয়।

৭-৮। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে বিদ্যাপতির আয়ু অবসান জানিবে।

এই পদ কবির রচিত কি না বলিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহান্তের তিথি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

১৩

তোহেঁ জলধর সহজহি জলরাজ।
হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ ॥ ২।
জল দএ জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলে সহস হো লাখ ॥ ৪।
তনু দেঅ চাঁদ রাহু কর পান।
কবহু কলা নহি হোঅ মলান ॥ ৬।
বৈভব গেলে রহএ বিবেক।
তইসন পুরুখ লাখ থিক এক ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি দূতী সে।
দুই মন মেল করাবএ জে ॥ ১০।

১-২। তুমি জলধর, স্বভাবতঃ জলরাজ, আমি চাতক, জলবিন্দুর প্রয়োজন।

৩-৪। হে জলদ, জল দিয়া আমার জীবন রাখ, সময় মত দিলে সহস্র লক্ষ হয়।

৫-৬। চাঁদ (আপনার) তনু দেয়, রাহু পান করে, কখন কলা ম্লান হয় না।

৭-৮। ঐশ্বর্য্য গেলে বিবেক থাকে, লক্ষের মধ্যে সেরূপ এক জন পুরুষ হয়।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহিতেছে, সেই দূতী যে দুই মনের মিলন করায়।

পরকীয়া নায়িকা।

১

অপর পয়োধি মগন ভেল সূর।
নখি কুলেঁ সঙ্কুল বাট বিদূর ॥ ২।
নরি পরিহরি নাবিক ঘর গেল।
পথিক গমন পথ সংসয় ভেল ॥ ৪।
অনতএ পথিক করিঅ পরবাস।
হমে ধনি একলি কন্ত নহি পাস ॥ ৬।
একে চিন্তা অওকে মনমথ সোস।
দসমি দসা মোহি কওোনক দোস ॥ ৮।
রঅনি ন জাগ সখি জন মোর।
অনুখন সগর নগর ভম চোর ॥ ১০।
তোহেঁ তরুনত হমে বিরহিনি নারি।
উচিতহু বচন উপজ কুল গারি ॥ ১২।
বামা বচন বাম পথ ধাব।
অপন মনোরথ উকুতি বুঝাব ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি নারি সঞানি।
ভল কএ রখলক দুহু অনুমানি। ১৬।

১-২। অপার পয়োধি, সূর্য্য মগ্ন হইল, দূর পথ হিংস্র জন্তু সঙ্কুল।

৩-৪। নদী পরিহার করিয়া নাবিক ঘরে গেল, পথিকের গমন পথ সংশয় হইল।

৫-৬। পথিক, অন্যত্র প্রবাস কর, আমি একাকিনী নারী, কান্ত নিকটে নাই।

৭-৮। একে চিন্তা, আবার মন্মথ শোষণ করিতেছে, কাহার দোষে আমার দশমী দশা হইল?

৯-১০। আমার সখী রাত্রে জাগে না, অনুক্ষণ সমস্ত নগরে চোর ভ্রমণ করে।

১১-১২। তুমি তরুণ, আমি বিরহিণী নারী। উচিত কথাতেও কুলে গালি উৎপন্ন হয় (নিন্দা হয়)।

১৩-১৪। বামার কথা বাম দিকে ধাবিত হয়, উক্তি দ্বারা আপনার মনোরথ জানায়।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নারী চতুরা, অনুমান পূর্ব্বক দুই দিক ভাগ করিয়া রক্ষা করিল।

২

অপনা মন্দির বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা।
তহিখনে পহিআ পাহুন আএল
বরিসএ লাগল দেবা ॥ ২।
কে জান কি বোলতি পিসুন পরৌসিনি
বচনক ভেল অবকাসে ॥ ৩।
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভানে।
কওোনক কহব হমে কে পতিআএত
জগত বিদিত পচবানে ॥ ৫।

১-২। আপনার গৃহে বসিয়াছিলাম, ঘরে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। সেই সময় পথিক অতিথি আসিল, দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল।

৩। কে জানে, কথার অবকাশ পাইলে কুটিল প্রতিবাসিনী কি বলিবে!

৪-৫। ঘর অন্ধকার, নিরন্তর বৃষ্টি ধারা, দিবসেই রজনী তুল্য হইল। কাহাকে কহিব, কে আমায় বিশ্বাস করিবে, জগতে পঞ্চবাণ বিদিত।

৩

পরতহ পরদেশ পরহিক আস।
বিমুখ ন করিঅ অবস দিঅ বাস ॥ ২ ।
এতহি জানিঅ সখি পিয়তম কথা ॥ ৩ ।
ভল মন্দ ননন্দ হে মনে অনুমানি ।
পথিককে ন বোলিঅ টুটলি বানি ॥ ৫ ।
চরণ পখালল আসন দান ।
মধুরহি বচনে করিঅ সমধান ॥ ৭ ।
এ সখি অনুচিত এতে দুর জাই ।
আব করিঅ জত অধিক বড়াই ॥ ৯ ।

১-২। বিদেশে প্রত্যহ পরের আশা, বিমুখ করিও না, অবশ্য বাসস্থান দিও।

৩। সখি, এইখানে (এই সময়) প্রিয়তমের কথা জানিব।

৪-৫। ননদ, ভাল মন্দ মনে অনুমান করিয়া পথিককে ভাঙ্গা (মন্দ) কথা বলিও না।

৬-৭। পা ধুইবার জল, আসন দিবে, মধুর কথায় সম্ভাষণ করিবে।

৮-৯। সখি, (প্রিয়তমের) এত দূর যাওয়া অনুচিত, এখন অধিক গৌরব করিবে।

৪

কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর
বিহগে গহল নিজ ঠামে।
অরে রে পথিক জন থির রে করিয় মন
বড় পাঁতর দুর গামে ॥ ২ ।
ননদি রুসিএ রহু পরদেশ বস পহু
সাসুহি ন সুঝ সমাজে ।
নিঠুর সমাজ পুছার উদাসিন
আওর কি কহব বেআজে ॥ ৪ ।
চন্দন চারু চম্প ঘন চামর
অগর কুঙ্কুম ঘরবাসে ।
পরিমল লোভে পথিক নিত সঞ্চর
তঁই নহি বোলয় উদাসে ॥ ৬ ।
বিদ্যাপতি ভন পথিক বচন সুন
চিতে বুঝি কর অবধানে ।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮ ।

১। মিলল—মিলিত হইল, মুদিত হইল। গহল—গ্রহণ করিল।

২। পাঁতর—প্রান্তর।

১-২। কমল দল মুদিত হইল, ভ্রমর ঘরে চলিল, বিহঙ্গ নিজস্থান গ্রহণ করিল (কুলায় গেল)। হে পথিক, মন স্থির কর, গ্রাম বড় দূর, প্রান্তরে (বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নিকটে অন্য গ্রাম নাই)।

৩। রুসিএ—রোষ করিয়া। পহু—প্রভু। সুঝ—দেখা। সমাজে—নিকটে।

৪। পুছার—জিজ্ঞাসা। আওর—আর। বেআজে—ব্যাজে।

৩-৪। ননদ রাগ করিয়া আছে, প্রভু (পতি) বিদেশে বাস করেন, শাশুড়ী নিকটেও দেখিতে পান না। নিষ্ঠুর সমাজ জিজ্ঞাসায় উদাসীন (কেহ আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না), ব্যাজে আর কি কহিব (ইহার অধিক বলিতে লজ্জা হইতেছে)।

৫। অগর—অগুরু।

৬। নিত—নিত্য। বোলয়—বলি।

৫-৬। চারু চন্দন, চম্পক, ঘন চামর (বাতাসের জন্য), অগুরু কুঙ্কুমে গৃহ সুবাসিত, পরিমল লোভে পথিক নিত্য সঞ্চরণ করে (আগমন করে), সেই জন্য ঔদাস্যযুক্ত কথা বলি না।

৮। রমানে—রমণ, বল্লভ।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, পথিক, বচন শুন, চিত্তে বুঝিয়া অবধান কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর বল্লভ।

৫

অনত পথিক জনু জাহে।
দূর দেশান্তর বস মোর নাহে ॥ ২।
হমে অনুগতি সবে কেরী।
কতয় জায়ব তোঁহে সাঁঝক বেরী ॥ ৪।
নিভরম ঐসন ঠামা।
সবে পরদেশিয়া বসে এহি গামা ॥ ৬।
ভমি ভমি ভম কোটবারে।
পএলঁহু লোথ ন নৃপতি বিচারে ॥ ৮।
হমরা কোন তরঙ্গে।
পুর পরিজন সব হমরে অঙ্গে ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি অবলা উকুতি বুঝাবে ॥ ১২।

১। অনত—অন্যত্র। জাহে—যাইও।

২। নাহে—নাথ।

১-২। পথিক, অন্যত্র যাইও না, আমার নাথ দূর দেশান্তরে বাস করেন।

৩। সবে কেরী—সকলকার।

৩-৪। আমি সকলকার অনুগত, তুমি সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাইবে?

৫। নিভরম—প্রমাদশূন্য, বাধাশূন্য।

৫-৬। এরূপ বাধাশূন্য স্থান, সকল বিদেশী এই গ্রামে বাস করে।

৭। ভমি—ভ্রমণ করিয়া। ভম—ভ্রমণ করে।

৮। পএ—পাইলেও। লোথ—চোরাই মাল। বঙ্গভাষায় এই শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু 'হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে' এই চলিত কথায় নাত বা লোত শব্দ মিথিলা ভাষার লোথ শব্দ হইতে অভিন্ন।

৭-৮। কোতওয়াল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, চোরাই মাল (সমেত চোর) পাইলেও নৃপতি বিচার করে না।

৯। তরঙ্গে—আতঙ্ক, ভয়।

৯-১০। আমার কি ভয়? পুর পরিজন সকল আমার অঙ্গে (আমার গৃহে আর কেহ নাই)।

১১-১২। বিদ্যাপতি গাহিয়া কহিতেছে, অবলা ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া উক্তি (মনের কথা) বুঝায়।

৬

হমে যুবতী পতি গেলাহে বিদেশে।
লগ নহি বসয় পড়োসিয়াক লেশে ॥ ২।
সাসু দোসরি কিছুও নহি জান।
আঁখি রতৌঁধী সুনয় নই কান ॥ ৪।
জাগহ পথিক জাহ জনু ভোর।
রাতি অঁধার গাম বড় চোর ॥ ৬।
ভরমহু ভাউরি ন দেঅ কোটবার।
কাহুক কেও নহি করয় বিচার ॥ ৮।
অধিপ ন কর অপরাধহুঁ সাতি।
পুরুষ মহতে সব হমর সজাতি ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি এহ রস গাব।
উকুতিহি অবলা ভাব জনাব ॥ ১২।

২। লগ—নিকট। বসয়—বাস করে। পড়োসিয়াক—প্রতিবাসীর, পড়্‌সির।

১-২। আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন, নিকটে প্রতিবাসীর লেশ বাস করে না।

৩। সাসু—শ্বশ্রু। দোসরি—দ্বিতীয়।

৪। রতৌঁধী—রাতকাণা। সুনয়—শোনে।

৩-৪। দ্বিতীয় (আমি ছাড়া) শাশুড়ী কিছুই জানে না, চক্ষে রাতকাণা, কানে শোনে না।

৫। জাহ—যাইও। ভোর—ভুলিয়া।

৫-৬। পথিক জাগিয়া থাক, ভুলিয়া যাইও না, রাত্রি অন্ধকার, গ্রামে বড় চোর।

বালা চাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা
গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি।

শৃঙ্গারতিলক।

৭। ভাউরি—ফেরা, রাত্রে প্রহরীর ভ্রমণ, রোঁদ। কোটবার—কোতোয়াল।

৭-৮। ভ্রমেও কোতোয়াল ফেরা দেয় না, কেহ কাহারও বিচার করে না!

৯-১০। রাজা অপরাধের শাস্তি করে না, মহৎ পুরুষ সব আমার স্বজাতি (তাহারাও আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবে না)।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি এই রস গায়, অবলা উক্তিতে ভাব জানায়।

৭

বালম নিঠুর বসয় পরবাস।
চেতন পড়োসিয়া নহি মোর পাস ॥ ২।
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ সাসু নহি সুঝ ॥ ৪।
হমে ভরে যৌবতি রজনি অন্ধার।
সপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার ॥ ৬।
পথিক বাস অনতয় ভমি লেহ।
হমরা তৈসন দোসর নহি গেহ ॥ ৮।
একসর জানি আয়োত চলি চোর।
মোরা সঁপতি মোরা অগোর ॥ ১০।
সুকবি বিদ্যাপতি কহথি বিচারি।
পথিক বুঝাবয় বিরহিনি নারি ॥ ১২।

১। বালম—বল্লভ, স্বামী। বসয়—বাস করে। পরবাস—প্রবাস।

২। চেতন—চতুর। পড়োসিয়া—পড়সী।

১-২। পতি নিষ্ঠুর, প্রবাসে বাস করে, চতুর পড়সী আমার নিকটে নাই।

৩। পহিলহি—প্রথম, আরম্ভ হইতেই। সুঝ—দেখিতে পায়।

৪। বালক—বালিকা। বোলউ—কথাও।

৩-৪। প্রথম সন্ধ্যায় (সন্ধ্যা হইতেই) শাশুড়ী দেখিতে পায় না (রাতকাণা), ননদী বালিকা, কথা বুঝে না।

৫-৬। আমি ভরা যুবতী, রাত্রি অন্ধকার, স্বপ্নেও কোতওয়াল গ্রামে ভ্রমণ করে না।

৭। অনতয়—অন্যত্র।

৭-৮। পথিক, ভ্রমণ করিয়া (গিয়া) অন্যত্র বাসা লও, আমার মতন দ্বিতীয় গৃহ নাই (আমার গৃহের তুল্য অন্য স্থান পাইবে না)।

বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতুমস্মদ্‌গৃহে।
সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরং গম্যতাম্‌॥
শৃঙ্গারতিলক।

আমি বালা নবযৌবনা, কেমন করিয়া নিশীথে আমার গৃহে বাস করিবে? এখন সায়ংকাল হইয়াছে, হে পথিক, অন্যত্র গমন কর।

৯। একসর—একেশ্বরী, একাকিনী। আয়োত—আসিবে।

১০। সঁপতি—সম্পত্তি। অগোর—আগলান, রক্ষা করা।

৯-১০। (আমাকে) একাকিনী জানিয়া চোর চলিয়া আসিবে, আমার সম্পত্তি আমাকে আগলাইতে হইবে।

১১-১২। সুকবি বিদ্যাপতি বিচার করিয়া কহিতেছে, বিরহিণী নারী পথিককে বুঝাইতেছে।

৮

সাসু জরাতুলি ভেলী।
ননদী ছলি সেও সাসুর গেলী ॥ ২।
তৈসন ন দেখিঅ কোই।
রজনি জগায় সঁভাষন হোই ॥ ৪।
এহি পুর এহি বেবহারে।
কাহুক কেও নহি করয় পুছারে ॥ ৬।
প্রাননাথ কে কহবা।
হম একসরি ধনি কত দিন রহবা ॥ ৮।

পথুক কহব মঝু কন্তা।
হম সনি রমনি ন তেজ রসমন্তা ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
ভমি ভমি বিরহিনি পথুক বুঝাবে ॥ ১২।

ভোগিস্তাসাবরী ছন্দ।

১। সাসু—শ্বশ্রূ। জরাতুলি—জরাতুরা। ২। ছলি—ছিল (স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া)। সাসুর—শ্বশুরালয়।

১-২। শাশুড়ী জরাতুরা হইয়াছেন; ননদ ছিল, সেও শ্বশুরালয় গিয়াছে।

৩-৪। তেমন কেহ দেখি না (যে) রাত্রে জাগাইয়া সম্ভাষণ করে।

৫-৬। এই পুরে এমন ব্যবহার, কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে না।

৭। কহবা—কহিবে।

৭-৮। প্রাণনাথকে কহিবে, আমি একেশ্বরী রমণী কতক্ষণ রহিব (কতদিন একাকিনী রহিব) ?

৯। পথুক—পথিক।

১০। সনি—সম, তুল্য (পুংলিঙ্গ সন, স্ত্রীলিঙ্গ সনি)।

৯-১০। পথিক, আমার কান্তকে কহিবে, রসবান্ (পুরুষ) আমার মত রমণীকে ত্যাগ করে না।

১১-১২। বিদ্যাপতি গান করিয়া কহিতেছে, বিরহিনী ভ্রমণ করিয়া, ভ্রমণ করিয়া (ঘুরিয়া ঘুরিয়া) পথিককে বুঝাইতেছে।

৯

হমে একসরি পিঅতম নহি গাম।
তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম ॥ ২।
অনতহু কতহু দেঅইতহু বাস।
জেঁ। কেও দোসরি পড়উসিনি পাস ॥ ৪।
চল চল পথুক চলহ পথ মাহ।
বাস নগর বোলি অনতহু যাহ ॥ ৬।
আঁতর পাঁতর সাঁঝক বেরি।
পরদেস বসিঅ অনাগত হেরি ॥ ৮।
ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ।
জেকর বহ তাকর পরিছেদ ॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি নাগরি রীতি।
ব্যাজ বচনে উপজাব পিরীতি ॥ ১২।

পঞ্চস্বরা ধনছী ছন্দ।

১। একসরি—একেশ্বরী। গাম—গ্রাম। ২। মোহি—আমার। তরতম—তারতম্য, দ্বিধা।

১-২। আমি একাকিনী, প্রিয়তম (পতি) গ্রামে নাই, সেইজন্য স্থান দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে।

৩। অনতহু—অন্যত্র। কতহু—কোথাও। দেঅইতহু—দেওয়াইতাম।

৪। জেঁ।—যদি। পড়উসিনি—পড়সী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, প্রতিবেশিনী।

৩-৪। যদি কেহ প্রতিবেশিনী নিকটে (থাকিত তাহা হইলে) আর কোথাও বাসস্থান দেওয়াইতাম।

৫। চল চল—যাও, যাও।

৫-৬। যাও যাও পথিক, পথের মধ্যে (রাস্তায়) যাও, বাস নগর (বাসস্থান বলিয়া) অন্যত্র যাও।

৭। আঁতর—অন্তর, দূর, ব্যবধান। পাঁতর—প্রান্তর।

৭-৮। দূরে প্রান্তর, সন্ধ্যার সময় প্রবাসীকে অভ্যাগত দেখিতেছি।

৯। পয়োধর—মেঘ, স্তন। যামিনি—রাত্রি, কুলস্ত্রী (যামি শব্দ হইতে)।

১০। জেকর—যাহার। তাকর—তাহার। পরিছেদ—পরিচ্ছেদ, সীমা, অধীন।

৯-১০। (এই চরণদ্বয়ে শব্দের দুই অর্থের কৌশল আছে)। (প্রথম অর্থে) ঘোর মেঘে যামিনী ভেদশূন্য (গাঢ়), যাহার পক্ষে হয় তাহার (দুঃখের) সীমা। (দ্বিতীয় অর্থে) কুলস্ত্রীর পয়োধর

প্রকাশ হইলে, যাহার (নিকটে) রহে তাহারই অধীন।

১২। ব্যাজ—ছল। উপজাব—উৎপন্ন করে।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, নাগরীর রীতি, ছলযুক্ত কথায় প্রীতি উৎপন্ন করে।

৯। ছইল—চতুর।

১০। বিরমাব—বিরাম করায়, সমাপ্ত করে।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, চতুর স্বভাব নাগর পথিক কথা সমাপ্ত করিল (এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইল)।

১০

হমরাহু ঘর নহি ঘরিনিক লেস।
তেঁ কারনে গুনিঅ পরদেস ॥ ২।
নানা রতন অছএ মঝু হাথ।
সেবক চাকর কেও নহি সাথ ॥ ৪।
সহজক ভীরু থিকাহু মতিভোর।
রঅনি জগাএ কে করত অগোর ॥ ৬।
বৈসি গমাওব কওনক মাঝ।
অবগুন অছএ রতউঁধী সাঁঝ ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি ছইল সোভাব।
নাগর পথুক উকুতি বিরমাব ॥ ১০।

১। ঘরিনিক—ঘরণীর। ২। তেঁ—সেই। গুনিয়—বিবেচনা করিয়া, মনে হয়।

১-২। আমার ঘরে ঘরণীর লেশ নাই, সেই কারণে (সর্ব্বত্র) বিদেশ মনে হয়।

৩-৪। নানা রত্ন আমার হাতে আছে, সেবক চাকর কেহ সঙ্গে নাই।

৫। সহজক—স্বভাবতঃ। থিকাহু—আছি। মতিভোর—বোকা, ভোলাবুদ্ধি।

৫-৬। (আমি) স্বভাবতঃ ভীরু (ও) নির্ব্বোধ। রাত্রে জাগাইয়া কে আগলাইবে?

৭। বৈসি—বসিয়া। কওনক মাঝ—কাহার মধ্যে, কাহার সঙ্গে।

৮। অবগুন—অপগুণ। রতউঁধী—রাতকানা।

৭-৮। বসিয়া কাহার সঙ্গে কাটাইব (কাহার সঙ্গে বসিয়া রাত কাটাইব)? অপগুণ আছে (একটা দোষ আছে), সন্ধ্যার সময়ই রাতকাণা (হই)।

১১

(পথিকের উক্তি)

সুন্দরি হে তোঁ সুবুধি সেয়ানি।
মরী পিয়াস পিয়াবহ পানি ॥ ২।

(পরকীয়া নায়িকার উত্তর)

কে তোঁ থিকাহ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহি দেব পিঢ়ি পানী ॥ ৪।

(পথিকের উক্তি)

থিকহুঁ পথুকজন রাজকুমার।
ধনি কে বিওগ ভরমি সংসার।

(নায়িকার উত্তর)

আবহ বৈসহ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ সে দেব আনি ॥ ৮।
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস ॥ ১০।
সাসুঘর আহুরি নৈন নহি সুঝ।
বালক মোর বচন নহি বুঝ ॥ ১২।
ভনহি বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ১৪।

১। তোঁ—তুমি। সুবুধি—সুবুদ্ধি। সেয়ানি—সেয়ানা, চতুরা।

২। মরী—মরি। পিয়াবহ—পান করাও।

১-২। হে সুন্দরি, তুমি সুবুদ্ধি, চতুরা, পিপাসায় মরি, জল পান করাও।

৩। থিকাহ—হও। ককর—কাহার।

৪। দেব—দিব। পিঢ়ি—পিঁড়ি।

৩-৪। কে তুমি, কাহার (কোন) কুল (কি) জানি, বিনা পরিচয়ে (বসিবার) পিঁড়ি (ও পানীয়) জল দিব না।

৫। থিকহু—হই। পথুকজন—পথিক জন।

৬। ধনি—ধনা, রমণী। বিওগ—বিয়োগ। •রমি—ভ্রমি।

৫-৬। (আমি) পথিক জন রাজকুমার, রমণীর বিয়োগে সংসারে ভ্রমণ করিতেছি।

৭। আবহ—এস, আইস। বৈসহ—বসো। পিব—পান করিবার তরে।

৮। জে—যে, যাহা। খোজবহ—খুঁজিবে।

৭-৮। আইস, বসো, পান করিবার জল লও, যাহা তুমি খুঁজিবে তাহা আনিয়া দিব।

৯। সসুর—শ্বশুর। ভৈঁসুর—ভাসুর। গেলাহ—গিয়াছেন।

১০। স্বামিনাথ—স্বামী। গেল ছথি—গিয়াছেন। তনিক—তাঁহাদের। উদেস—উদ্দেশ।

৯-১০। আমার শ্বশুর ভাসুর বিদেশে গিয়াছেন, স্বামী তাঁহাদের উদ্দেশে (সন্ধান করিতে) গিয়াছেন।

১১। সাসু—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ। আন্ধুরি—অন্ধ। নৈন—নয়ন। সুঝ—দেখিতে পায়।

১১-১২। ঘরে শাশুড়ী অন্ধ, চক্ষে দেখিতে পায় না, আমার বালক কথা বুঝিতে পারে না (পুত্র এত শিশু যে কোন কথা বুঝিতে পারে না)।

১৩। নেহ—স্নেহ।

১৪। যেহন—যেমন। হো—হয়। তেহন—তেমন।

১৩-১৪। বিদ্যাপতি কহিতেছে, অপরূপ প্রেম, যেমন বিরহ হয় সেইরূপ স্নেহ।

১২

পিয়া মোর বালক হম তরুণী।
কোন তপ চুকলোঁহ ভেলোঁহ জননী॥ ২।
পহির লেল সখি এক দছিনক চীর।
পিয়া কে দেখৈতি মোর দগধ শরীর॥ ৪।
পিয়া লেলি গোদকঁ চললি বজার।
হটিয়াক লোক পুছে কে লাগু তোহার॥ ৬।
নহি মোর দেওর কি নহি ছোট ভাই।
পুরব লিখল ছল স্বামী হমার॥ ৮।
বাট রে বটোহিয়া কি তোঁহী মোর ভাই।
হমরো সমাদ নৈহর লেনেঁ জাহু॥ ১০।
কহিহুন ববা কিনয় ধেনু গাই।
দুধবা পিলায়কঁ পোসত জমাই॥ ১২।
নহি মোরা টকা অছি নহি ধেনু গাই।
কওনই বিধি পোসব বালক জমাই॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বৃজ নারী।
ধৈরজ ধয় রহু মিলত মুরারী॥ ১৬।

২। চুকলোঁহ—ভ্রান্ত হইয়াছি, ভ্রষ্ট হইয়াছি। ভেলোঁহ—হইয়াছি।

১-২। আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী, কোন তপভ্রষ্ট হইয়াছি (যে তাহার) জননী (তুল্য) হইয়াছি।

৩। পহির লেল—পরিধান করিয়া লইলাম। দছিনক—দক্ষিণ দেশের। চীর—বস্ত্র।

৪। দেখৈতি—দেখিয়া।

৩-৪। সখি, একখানি দক্ষিণ দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলাম। প্রিয়তমকে দেখিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইল (জ্বলিয়া গেল)।

৫। গোদকঁ—কোলে, কোলে করিয়া।

৬। হটিয়াক—হাটের। লাগু—লাগে, হয়।

৫-৬। প্রিয়তমকে কোলে করিয়া বাজারে চলিলাম, হাটের লোক জিজ্ঞাসা করে (ক্রোড়স্থ বালক) তোর কে হয়?

৭। দেওর—দেবর।

৮। পুরব—পূর্ব্ব জন্ম।

৭-৮। আমার দেবর নয় কিম্বা (আমার) ছোট ভাই নয়, পূর্ব্ব জন্মের লিখন ছিল আমার স্বামী।

৯। বাট—পথ। বটোহিয়া—পথিক। তোঁহী—তুমি।

১০। সমাদ—সম্বাদ। নৈহর—বাপের বাড়ী। লেনেঁ—লইয়া। জাহু—যাও।

৯-১০। (হে) পথের পথিক, তুমি আমার ভাই, আমার সম্বাদ (আমার) বাপের বাড়ী লইয়া যাও।

১১। কহিহুন—কহিও। ববা—বাবা। কিনয়—ক্রয় করে।

১২। পিলায়কঁ—পান করাইয়া। পোসত—পোষণ করে।

১১-১২। বাবাকে বলিও (যেন) ধেনু গাই কেনেন, দুধ পান করাইয়া জামাইকে পোষণ করেন।

১৩। অছি—আছে।

১৪। কওনই বিধি—কোন উপায়ে।

১৩-১৪। আমার টাকা নাই, ধেনু গাই নাই, কোন উপায়ে বালক জামাই পুষিব?

১৫। বৃজ—ব্রজ।

১৬। ধয় রহু—ধরিয়া থাক।

১৫-১৬। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ব্রজনারি, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, মুরারি মিলিবে।

১৩

মোরাহিরে অঙ্গনা
পাকড়ী সুনু বালহিআ।
পটেবা আউঅ বাস
পরম হরি বালহিআ॥ ২।
পটেবা ভইআ হীত নীত
সুন বাল হিআ।
চোলরি এক বিনি দেহি
পরম হরি বালহিআ॥ ৪।
জএো হমে চোলরি
বীনহী সুন বালহিআ।
কাহ বিনএুনী
দেহ পরম হরি বালহিআ॥ ৬।
লহুড়ী দেউ রাতাসনা
সুন বালহিআ।
ননদ বিনএুনী দেএ
পরম হরি বালহিআ॥ ৮।
চোলরি পহিরি হমে হাট গএ
সুন বালহিআ।
চোর পরীখন লাগু
পরম হরি বালহিআ॥ ১০।
বিদ্যাপতি কবি গাবিআ
সুন বালহিআ।
রাএ সিবসিংহ গুন জান
পরম হরি বালহিআ॥ ১২।

১। পাকড়ী—পর্কটী বৃক্ষ। বালহিয়া—বাল্য সখী।

২। পটেবা—পটুয়া, যে বুনিবার কাজ করে।

১-২। শুন বাল্যসখি, আমার অঙ্গনে পর্কটী বৃক্ষ আছে। পরম হরি (শব্দ মাত্র) সখি, (আমার) গৃহে পটোয়া আসিল।

৩-৪। ভাই পটুয়া, হিত নীতি কথা শুন, একটা কাঁচুলি বুনিয়া দাও।

৫-৬। (পটুয়া বলিতেছে), যদি আমি কাঁচুলি বুনিয়া দিই, বিনাইবার মূল্য (বিনএুনী) কি দিবে?

৭। লহড়া—লাড়ু। রাতাসনা—রাত্রে খাইবার।

৭-৮। রাত্রে খাইবার জন্ত লাড়ু দিব, ননদ বিনাইবার মূল্য দিবে।

৯-১০। কাঁচুলি পরিয়া আমি হাটে গেলাম, চোর (কাঁচুলি) পরীক্ষা করিতে লাগিল।

১১-১২। বিদ্যাপতি কবি গাহিল, রাজা শিবসিংহ গুণ জানেন।

১৪

মোরাহি জে অঁগনা চঁদনকের গাছে।
সৌরভে আবএ ভমর পচাসে॥ ২।
অরে অরে ভমরা ন ফেরু কবারে।
আঁচর সুতল অছ পদুম কুমারে॥ ৪।
সজহি সখিএ শুত দেহরি ভইসূরে।
কইসে কএ বাহর হোএব বাজত নেপূরে॥ ৬।
গোড়হুক নেপুর ভেল জিব কালে।
নহু নহু পএর দওঁ উঠ ঝঁঝকারে॥ ৮।
মাই বাপে দএ হলু নেপুর গঢ়াই।
নেপুর ভঁগবইতে জিব অঁকুরাই॥ ১০।
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা রমানে॥ ১২।

১। অঁগনা—অঙ্গন। চঁদনকের—চন্দনের। ২। আবএ—আসে। পচাশে—পঞ্চাশ।

১-২। আমার অঙ্গনে চন্দনের গাছ, সৌরভে পঞ্চাশ (বহুসংখ্যক) ভ্রমর (নায়ক) আসে।

৩। ফেরু—ফেরাও, খুলিও। কবারে—কবাট।

৪। সুতল অছ—শয়ন করিয়া আছে। পদুম কুমারে—পদ্মকুমার।

৩-৪। ওরে রে ভ্রমর (নায়কের সম্বোধনে), কবাট খুলিও না, অঞ্চলে পদ্মকুমার (শিশু) শয়ন করিয়া আছে।

৫। সজহি—সজেই। শুত—শয়ন করে। দেহরি—দেউড়ি, বহির্দ্বার। ভইসুর—ভাসুর।

৬। কইসে কএ—কেমন করিয়া।

৫-৭। সখি (আমার) সজেই শয়ন করে, ভাসুর বহির্দ্বারে (শয়ন করিয়া আছে), কেমন করিয়া বাহির হইব, নূপুর বাজিবে।

৭। গোড়হুক—পায়ের। জিব—জীবন।

৮। নহু—লহু, লঘু। দওঁ—দিলে। ঝঁঝ-কারে—ঝম্ ঝম্। পএর—পা।

৭-৮। পায়ের নূপুর জীবনের কাল হইল, লঘু লঘু (ধীরে ধীরে) পা ফেলিলেও ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠে।

৯। দএ হলু—দিয়াছেন। গঢ়াই—গড়াইয়া। ১০। ভঙ্গবইতে—ভাঙ্গিতে। অঁকুরাই—আকুল হয়।

৯-১০। মা বাপ এই নূপুর গড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য) নূপুর ভাঙ্গিতে প্রাণ আকুল হয়।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছে, লখিমা বল্লভ শিবসিংহ রাজা এই রস জানেন।

পাঠান্তর—ভনই বিদ্যাপতি কি করতি লাজে।
কিছু ন বিঘিন অনুরাগক কাজে॥

(রূপক)

১৫

হমে ধনি কুটনি পরিনতি নারি।
বৈসহু বাস ন কহোঁ বিচারি॥ ২।
কাহুকে পান কাহু দিঅ সান।
কত ন হকারি কয়ল অপমান॥ ৪।
কয় পরমাদ ধিয়া মোর ভেল।
আহে যৌবন কতয় চল গেল॥ ৬।
ভাজল কপোল অলক ভরি সাজু।
সকুল লোচনে কাজর আজু॥ ৮।
ধবলা কেস কুসুম করু বাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস॥ ১০।
থোথর থৈয়া থন ঢুও ভেল।
গরুঅ নিতম্ব কঁহা চল গেল॥ ১২।

যৌবন শেষ সুখাএল অঙ্গ।
পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনঙ্গ॥ ১৪।
খনে খস ঘোঘট বিঘট সমাজ।
খনে খনে আব হকারলি লাজ॥ ১৬।
ভনহি বিদ্যাপতি রস নহি ছেও।
হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ দেও॥ ১৮।

১। কুটনি—কুট্‌নী। পরিনতি—বৃদ্ধা।

২। বৈসহু—বয়স।

১-২। আমি বৃদ্ধা কুট্‌নী রমণী, বয়স ও বাসস্থান বিচার করিয়া কহি না।

৩। সান—সঙ্কেত পূর্ব্বক আহ্বান।

৪। হকারি—ডাকিয়া।

৩-৪। কাহাকেও পান দিই, কাহাকেও সঙ্কেত পূর্ব্বক আহ্বান করি, কত লোককে ডাকিয়া অপমান করিয়াছি।

৫। ধিয়া—কন্যা।

৬। আহে—হায়।

৫-৬। আমার কত প্রমাদকন্যা হইল, হায়, যৌবন কোথায় চলিয়া গেল।

৭। ভাজল—ভগ্ন, এখানে অর্থ বসিয়া যাওয়া, কোটরগত।

৮। সজুল—তেজশূন্য ও আর্দ্র।

৭-৮। (দন্তের অভাবে) কপোল বসিয়া গিয়াছে, অলকে পূর্ণ সাজ, নিস্তেজ আর্দ্র চক্ষে এখনও কজ্জল।

৯-১০। শুভ্র কেশে কুসুম বাস করে (পক্ক কেশ ফুলে সাজাইয়াছি), অধিক বেশভূষায় অধিক উপহাস।

১১। থোথর থৈয়া—থোঁতা ভোঁতা, লম্বমান। থন—স্তন।

১১-১২। স্তনযুগল লম্বমান হইল, গুরু নিতম্ব কোথায় চলিয়া গেল।

১৩-১৪। যৌবন শেষ হইল, অঙ্গ শুকাইল, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি উন্মত্ত অনঙ্গ (বিদ্রূপ) করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

১৫-১৬। থাকিয়া থাকিয়া সকলের সাক্ষাতে ঘোমটা খসিয়া পড়ে, ডাকিলে কখন কখন লজ্জা আসে।

১৭-১৮। বিদ্যাপতি কহে এক ছিটাও রস নাই। দেবসিংহ দেব হাসিনী দেবীর পতি।

প্রহেলিকা।*

১

কুসুমিত কানন কুঞ্জ বসি।
নয়নক কাজর ঘোরি মসি ॥ ২।
নখসোঁ লিখল নলিনী দল পাত।
লীখি পঠাওল আখর সাত ॥ ৪।
পহিলহি লিখলনি পহিল বসন্ত।
দোসরেঁ লিখলনি তেসরক অন্ত ॥ ৬।
লিখি নহি শকলি অনুজ বসন্ত।
পহিলহি পদ অছি জীবক অন্ত ॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুঁধ জন হো সে কহয় বিশেখ ॥ ১০।

২। ঘোরি—গুলি।

১-২। কুসুমিত কানন কুঞ্জে বসিয়া (রাধা) নয়নের কাজল গুলিয়া কালি (করিল)।

৩-৪। নখ দিয়া নলিনীপত্রে লিখিল, সাতটী অক্ষর লিখিয়া (মাধবকে) পাঠাইল।

৬। তেসরক—তৃতীয়ের।

৫-৬। প্রথমে লিখিলেন প্রথম বসন্ত (বসন্তের প্রথম মাস চৈত্র, চৈত্রমাসের নামান্তর মধু। 'মধু' এই দুইটী অক্ষর প্রথমে লিখিলেন)। দ্বিতীয় (তাহার পর) তৃতীয়ের অন্ত লিখিলেন (বসন্তের পর তৃতীয় ঋতু বর্ষা, বর্ষা শেষে হস্তা নক্ষত্র; কর অর্থে হস্ত। 'মধুর' পর কর' লিখিলেন, 'মধুকর' শব্দ হইল)।

৭। শকলি—পারিল। বসন্তের অনুজ (চৈত্রের পর বৈশাখ মাস, বৈশাখের নামান্তর মাধব) লিখিতে পারিলেন না, (হয় মাধবের নাম লিখিতে লজ্জা অথবা মাধব লক্ষ্মীপতি বলিয়া ঈর্ষা বশতঃ সে নাম লিখিলেন না)।

৮। প্রথম পদ (অক্ষর) জীবনের অন্ত ('ম' প্রথম অক্ষর, 'মরণ' শব্দের আদ্যক্ষর)। ('মধুকর আয়া'হ' অথবা মিথিলা ভাষায় 'মধুকর আইছ' রাধা এই ৭টী অক্ষর লিখিলেন)। মাধব নাম লিখিতে না পারিয়া তাঁহাকে মধুকর বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

৯-১০। বিদ্যাপতি আখর লেখা (সঙ্কেত রচনা) বলে, যে পণ্ডিত সে বিশেষ (অর্থ করিয়া) কহে।

২

প্রথম একাদশ দই পহু গেল।
সেহো রে বিতল কতে দিন ভেল ॥ ২।
ঋতু অবতার বয়স মোর ভেল।
তইও ন পহু মোর দরশন দেল ॥ ৪।
চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥ ৬।
ভনই বিদ্যাপতি শুনু ব্রজনারি।
ধৈরজ ধৈরহ মিলত মুরারি ॥ ৮।

১। প্রথম—ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম অক্ষর, ক; একাদশ—একাদশ অক্ষর, ট; কট—কথা, প্রতি-শ্রুতি। দঃ—দিয়া।

২। সেহো—সেও। বিতল—অতীত হইল; কতে—কত।

---

* প্রহেলিকা পদ মাত্রেরই অর্থ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী পদের অর্থ প্রকাশিত হইল। পদকল্পতরুতেও দুই একটী এরূপ পদ আছে। এই সঙ্কলনে প্রকাশিত অধিক সংখ্যক প্রহেলিকাই তালপত্রের পুঁথি হইতে সংগৃহীত।

১-২। প্রভু (আমাকে) কথা (ফিরিয়া আসিবার সময় নির্দ্দেশ) দিয়া গেল, তাহাও কত দিন হইল অতীত হইল।

৩। ঋতু—৬ (ঋতু); অবতার—১০ (অবতার); ৬+১০=১৬।

৩-৪। আমার ষোড়শ (বর্ষ) বয়স হইল, তথাপি প্রভু আমাকে দর্শন দিল না।

৫। সহলো—সহ্য করাও।

৬। শোহায়—(শোভা পায়), ভাল লাগে, আনন্দ দান করে।

৫-৬। চন্দ্রকিরণ আমার (দ্বারা) সহ্য করা যায় না, শীতল চন্দন আমাকে ভাল লাগে না।

৭-৮। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ব্রজনারি, ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

৩

সিন্ধু সুতাপতি দুতি গেল মাইহে
নিরধিনী বাপুরে।
কেবা বিগলিত পুলকিত মাই হে
সে দেখি হিঅরা ঝুরে॥ ২।
মোরপিআর গগন ভরি আএল
ন অএলে মোর পিআরা॥ ৩।
মালি মউলি হস বালম্ভু বিদেস বস
অহি ভোঅনে মহি পূরে।
সরঅ সরোজ বন্ধু কর বঞ্চিত
কুমুদ মুদ দিনকরে॥ ৫।
সখি হে কমলনয়ন পরদেস।
হমে অবলা অতি দীন দুখিত মতি
শ্রবনে ন সুনিঅ সন্দেস॥ ৭।
চাতক পোতক হরখিত নাচথি
সুখে সিখি নাচথি রঙ্গে।
কন্তু কোর পইসি চপলা বিলসথি
সে দেখি ঝামর অঙ্গে॥ ৯।
নলিনী নীরে লুকাইলি মাই হে
কন্তু ন আএল পাস।
ভমর চরন পঞ্চাসে অধিক অধ
বসু তেজি করতি গরাস॥ ১১।

৪

নব হরি তিলক বৈরী সখ যামিনী
কামিনী কোমল কাঁতি।
যমুনা জনক তনয় রিপু ঘরণী
সোদর সুয় কর শাতি॥ ২।
মাধব তুয় গুনে লুবধলি রমনী।
অনুদিনে খীন তনু দনুজ দমন ধনী
ভবনজ বাহন গমনী॥ ৪।
দাহিন হরিতহ পাব পরাভব
এত সবে সহ তুয় লাগী।
বেরি এক শর সাগর গুনি খাইতি
বধক হোয়ব তোহেঁ ভাগী॥ ৬।
সারঙ্গ সাদ বিষাদ বঢ়াবয়
পিক ধুনি শুনি পছতাবে।
অদিতিতনয় ভোজন রুচি সুন্দর
দশমী দশা লগ আবে॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভন গুনি অবলা জন
সমুচিত চলু নিজ গেহা।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা লখমী দেহা॥ ১০।

১। নব—নবীন। হরি—চন্দ্র। নবীনচন্দ্র-তিলক—মহাদেব। বৈরী—কাম। সখ—বসন্ত, বসন্তযামিনী। বসন্তরাত্রি (ও) কামিনী কোমল কান্তি।

২। যমুনাজনক—সূর্য্য। তনয়—কর্ণ। রিপু—অর্জ্জুন। ঘরণী—সুভদ্রা। সোদর—কৃষ্ণ। সুয় (সুত)—কাম। কাম শান্তি করিতেছে।

১-২। বসন্তকালের রাত্রে কাম কোমলকান্তি কামিনীকে পীড়ন করিতেছে।

৪। দনুজ—রাক্ষস। দমন—বিষ্ণু। ধনী—লক্ষ্মী। ভবনজ—ভবন, কমল; কমলে যাহার জন্ম, কমলযোনি, ব্রহ্মা। বাহন—ব্রহ্মার বাহন হংস। হংসগমনী।

৩-৪। মাধব, রমণী তোর গুণে লুব্ধ হইয়াছে, মরালগামিনীর তনু অনুদিন ক্ষীণ হইতেছে।

৫। দাহিণ—দক্ষিণ। হরিতহ—পবন হইতে। পাব—পায়। পরাভব—যাতনা। দক্ষিণ পবন হইতে (বহিলে) যাতনা পায়, এই সকল তোর জন্য সহ্য করে।

৬। বেরি—বার। সর—পাঁচ। সাগর—চার (সপ্ত সমুদ্রের গণনা বিদ্যাপতির রচনায় পাওয়া যায় না)। গুণি—গুণ করিয়া। চার পাঁচ গুণ করিয়া বিশ (বিষ)। একবার বিষ খাইবে, তুই বধের ভাগী হইবি।

৭। সারঙ্গ—ভ্রমর। সাদ—শব্দ। বঢ়াবয়—বাড়ায়; পছতাবে—পশ্চাত্তাপ হয়। ভ্রমরের শব্দ শুনিয়া বিষাদ বাড়ে, পিকধ্বনিতে অনুতাপ হয়।

৮। অদিতিতনয়—দেবতা। ভোঅন (ভোজন)—অমৃত। অমৃততুল্য সুন্দর রুচি দশমী দশার নিকট আসিল (তাহার মৃত্যু আসন্ন)।

৯-১০। বিদ্যাপতি কহে, অবলার গুণ সমুচিত স্মরণ করিয়া নিজ গৃহে চল। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ, লখিমা লক্ষ্মীর দেহ (লক্ষ্মীরূপিণী)।

হরি সম আনন হরি সম লোচন
হরি তহ হরি বর আগী।
হরিহি চাহি হরি হরি ন সোহাবএ
হরি হরি কএ উঠ জাগী॥ ২।

মাধব হরি রহু জলধর ছাই।
হরি নয়নী ধনি হরি ঘরিনী জনি
হরি হেরইতে দিন জাই॥ ৪।

হরি ভেল ভার হার ভেল হরি সম
হরিক বচন ন সোহাবে।
হরিহি পইসি জে হরি জে সুকাএল
হরি চঢ়ি মোর বুঝাবে॥ ৬।

হরিহি বচনে পুনু হরি সঞো দরসন
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে॥ ৮।

৬

দখিন পবন বহ মদন ধনুখি গহ
তেজল সখী জন মেরী।
হরি রিপু রিপু তাসু তনয় রিপু
কএ রহু তাহেরি সেরী॥ ২।

মাধব তুঅ বিনু ধনি বড়ি খিনী।
বচন ধরব মন বহুত খেদ কর
অদবুদ তাহেরি কহিনী॥ ৪।

মলয়ানিল হার তনু পীবএ
মনমথ তাহি ডরাই।
আতুর ভএ জত ডরহি নিবারব
তুঅ বিনু বিরহ ন জাই॥ ৬।

৭

মাধব আবে বুঝল তুঅ সাজে।
পঞ্চ চুন দহ চুন দহ গুন সাএ গুন
সে দেলহ কোন কাজে॥ ২।

চালিস চারি কাটি চৌঠাই
সে হম সে পিআ মোরা।
সে নিরখত মুখ পেখত
করত জনমকে ওরা ॥ ৪।
সাঠিহু মহ দহ বিন্দু বিবরজিত
কে সে সহত উপহাসে।
হমে অবলা পহুক দোসে
দুই বিন্দু করব গরাসে ॥ ৬।
নব বুঁদা দএ নবএ বাম কএ
সে উর হমর পরানে।
কপটী বালম্ভু হেরি ন হেরএ
কারন কে নহি জানে ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি
তাহি করথি কেঅ বাধা।
অপন জাব দয় পরকে বুঝাবিঅ
কমল নাল দুই আধা ॥ ০।

কুবলঅ কুমুদিনি চউদিস ফূল।
কোকিল কলরবে দহ দিস ভূল ॥ ২।
আএল বসন্ত সময় রিতুরাজ।
বিরহে ভমরি চলু ভমর সমাজ ॥ ৪।
উরি উরি পরেবা বহু গোপি মেলি।
কাহ্নু পইসল বন কর জল কেলি ॥ ৬।
রাধা হসলি অপন মুখ হেরি।
চাঁদ পড়াএল হরিনক সেরি ॥ ৮।
খনে কর সাসা খনে কর খেদ।
বইসল বিসধর পঢ় জনি বেদ ॥ ১০।
ভোগী অছল মহেসর ভেল।
পান তমোর হাথ কএ দেল ॥ ১২।
মধুএ পিবিএ পিবি সুতলা হে সেজ।
খএল সুধাকরে অরুনক তেজ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি সময়ক অন্ত।
ন থিকএ বরসা ন থিক বসন্ত ॥ ১৬।

৯

জননী অসন বাহন কে ভাসা
সারগ অরি কর সাদে।
তে দুহু মিলিত নাম এক দুরজন
তেঁ মোহি পরম বিষাদে ॥ ২।
সখি হে রমন ভবন পরবাসী।
ঋতুপতি রাএ আএ সংপ্রাপত
তেঁ ভউ পরম উদাসী ॥ ৪।
সুর অরি গুরু বাহন রিপু তা রিপু
তা রিপু অনুখনে তাবে।
হরি কপট নপতি তাসু অনুজ হিত
সে মোহি অবহু ন আবে ॥ ৬।

১০

হরি পতি বৈরি সখা সম তামসি
রহসি গমাবসি রোই।
সমন পিতা সুত রিপু ঘরিনী সখ
সুত তনু বেদন হোই ॥ ২।
মাধব তুঅ গুনে ধনি বড়ি খানী।
পুররিপু তিথি রজনী রজনীকর
তাহূ তহ বড়ি হীনী ॥ ৪।
দিবিষদ পতি সুঅ সুঅ রিপু বাহন
ভখ ভখ দাহিন মন্দা।
ব্রহ্মনাদ সর গুনিকহু খাইতি
ছাড়ি জাএত সবে দন্দা ॥ ৬।

সারঙ্গ সাদ কুলিস কএ মানএ
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপ নরাএন
লাখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

১১

অজর ধুনী জনি রিপু সুঅ ঘরিনী
তা বন্ধু ন দেঅএ রাহী।
তেসর দিগপতি পতনে সতাবএ
বড় বেদন হরি চাহী ॥ ২।
মাধব তুঅ গুণে ধনি বড়ি খীনী।
মহিখাতনঅ ভান ছিল তা বিধু
দেহ দুবরি তা জীনী ॥ ৪।
রাজাভসন দংস কণ্ঠীরব
অছিক দহিন সতাবে।
লাএ তমোর জীবে তবে খাইতি
জদি ন তাওব পরথাবে ॥ ৬।
কাকোদর প্রভু রিপু ধ্বজ কিঙ্কর
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
.রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

১২

দ্বিজ আহর আহর সুত নন্দন
সুত আহর সুত রামা।
বনজ বন্ধু সুত সুত দএ সুন্দরি
চললি সঙ্কেতক ঠামা ॥ ২।
মাধব বূঝল কলা বিশেখী।
তুঅ গুণ লুবুধলি পেম পিআসলি
সাধব আইলি উপেখী ॥ ৪।
হরি অরি অরি পতি তা সুঅ বাহন
জুবতি নাম তসু হোই।
গোপতি পতি অরি সহ মিলু বাহন
বিরমতি কবহু ন হোই ॥ ৬।
নাগরি নাম জোগ ধনি আব
হরি অরি অরিপতি জানে।
নউমি দসাহে একে মিলু কামিনি
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৮।

১৩

হরি রিপু রিপু প্রভু তনয়
সে ঘরিনো।
বিবুধাসন সম বচন সোহাওন
কমলাসন সম গমনী ॥ ২।
সাএ সাএ জাইতে দেখলি মগ
জিনএ আইলি জগ
বিবুধাধিপ পুর গোরী ॥ ৩।
ঘটজ অসন সুত তাহেরি তইসন মুখ
চঞ্চল-নয়ন চকোরা।
হেরিতহি সুন্দরি হরি জনি লএ গেলি
হররিপুবাহন মোরা ॥ ৫।
উদধিতনয় সুত সিন্দুরে লোটাএল
হাসে দেখলি রদকাঁতি।
খটপদবাহন কোষ বইসাওল
বিহিলিহু সিখরক পাঁতী ॥ ৭।
রবিসুততনঅ দইএ গেলি সুন্দরি
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৯।

১৪

হরি রিপু রিপু সুত অরি ভূষন
 তা ভোঅন অছ ঠামে।
পাঁচবদন অরি বাহন তা প্রভু
 তা প্রভু লেই অছ নামে ॥ ২।
 মাধব কত পরবোধলি রামা।
সুরভি তনয় পতি ভূষন সিরোমনি
 রহত জনম ভরি ঠামা ॥ ৪।
 কত দিন রাখতি আসে।
শঙ্কর বান বেদ গুনি খাইতি
 যদি ন আওব তোহেঁ পাসে ॥ ৬।
সুরতনআ সুত দএ পরবোধলি
 বাঢ়তি কএোন বড়াই।
অম্বর সেখ লেখি কএ ছাড়তি
 বিহি হলু ছঝগর ছড়াই ॥ ৮।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
 তোঁহ অছ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
 একাদস অবতারে ॥ ১০।

১৫

বিরহ অনল আনি জুড়াবএ
 সীতল সীকর আনি।
সৈলবতী সুত দরসনে
 মুরুছি খস সয়ানি ॥ ২।
মাধব কহ কি করতি নারি।
গিরি সুতা পতি হার বিরোধী
 গামী তনয় ধারি ॥ ৪।
অতি জে বিকলি চিত ন চেতএ
 দূরে পরীহর হার।
বিহগবল্লভ অসন অসন
 সে সখি সহএ ন পার ॥ ৬।
দরসে চন্দন মিড়ি নড়াবএ
 করে ন কুসুম লেয়।
হরি ভগিনী নন্দন বালহি
 সোদর কিছু ন দেয় ॥ ৮।
অধিক আধি বেআধি বঢ়াউলি
 দিনহু দুবর কাএ।
আজে জমপুর সগর নগর
 উজর দেতি বসাএ ॥ ১০।

১৬

পঙ্কজবন্ধুবৈরিকো বন্ধব
 তসু সম আনন সোভে।
নয়ন চকোর জোড় জনি সঞ্চর
 তথিহু সুধারস লোভে ॥ ২।
সখি হে জাইতে দেখলি বর রমণী।
হরকঙ্কন আনন সম লোচন
 তসু বরবাহন গমনী ॥ ৪।
সৈসব দসা দোনে পরিপাললি
 তসু সম বোলইতে বানী।
গিরিজাপতি রিপু রূপ মনোহর
 বিহি নিরমাউলি সআনী ॥ ৬।
সিন্ধু বন্ধু গিরি তাত সহোয়র
 পীন পয়োধর ভারা।
দুই পথ ছাড়ি তেসর নহি সঞ্চর
 হারা সুরসরি ধারা ॥ ৮।
অপুরুব রূপে জে বিহি নিরমাউল
 বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
 লখিমা দেই বিরমানে ॥ ১০।

১৭

হর রিপু তনয় তাত রিপু ভূষন
তা চিন্তা মোহি লাগী।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
উঠলি চতুর ধনি জাগী ॥ ২।
মাধব তেঁ তনু খিনি ভেলি বালা।
হরি হেরইতে চিন্তাএঁ মনে আকুলি
কঠিন মদন সর সালা ॥ ৪।
পুনু চিন্তহ হরি সারঙ্গ সবদ সুনি
তা রিপু লএ পএ নামা।
তাসু তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
অপজস রহ নিজ ঠামা ॥ ৬।
তরণি তনঅ সুত তা সুত বন্ধব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

১৮

এ হরি এ হরি কর অবধান
তুঅ বিনু করতি ভুঅন ঋতু পান ॥ ২।
পচিস অঠারহ হরি তনু জার।
ক্ষিতি সুত তেসর নাম বরু মার ॥ ৪।
ছও অঠারহ হরি সম লাগ।
খতখরিয়া জকে মলয়জ জাগ ॥ ৬।
পহিল পচিস অঠাইস লেব।
তাসু বদন হেম হরি দেব ॥ ৮।
হরিবাহন ভখ তইসন হার।
কুচ জুগ ভেল মহীধর ভার ॥ ১০।
অছল হীত জত তত কর দন্দ।
বিধি বিপরীত সবএ ভউ মন্দ ॥ ১২।
নয়ন সিগার বাহু লিখি রাখ।
করতি বরত রবি শিব শিব রাখ ॥ ১৪।
ভনই বিদ্যাপতি আখর লেখ।
বুধ জন হো সে কহএ বিসেখ ॥ ১৬।

১৯

মাধব দেখলি মোঞে সা অনুরাগী।
মলয়জ রজ লএ সম্ভু উকুতি কএ
উরজ পুজএ তুঅ লাগী ॥ ২।
ভব হিত অরি ভগিনী পতি জননী
তনয় তাত বন্ধু রূপে।
নাগসিরজ সির সোভ তুখজ সম
দেখল বদন সরূপে ॥ ৪।
খগপতি পতিপ্রিয় জনক তনয় সম
বচনে নিরূপলি রমনী।
সুরপতি অরি দুহিতা বরবাহন
তসু অসন সম গমনী ॥ ৬।
তুঅ দরসন লাগি উপজল বিষধর
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাঅন
লখিমা দেবি রমানে ॥ ৮।

২০

বসু বিস পাবে হরল পিআ মোর।
অন্ধ তনঅ প্রিয় সেও ভেল থোর ॥ ২।
জিবসএঁ৷ পঞ্চম সে তনু জার।
মধুরিপু মলয় পবন পিক মার ॥ ৪।
পহিলুক দোসর আইতি গেল।
আদিক তেসর অনাএত ভেল ॥ ৬।
সুর প্রিয়া সুত তঙ্কিকর তাত।
দিনে দিনে রখইতে খিন ভেল গাত ॥ ৮।

আবে জাএত জিব পাতক তোহি।
বড় কএ মদনে হনব জিব মোহি ॥ ১০।

ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
চতুর চতুরভুজ মিলত মুরারি ॥ ১২।

সম্পূর্ণ।